গ্রীক মহাকবি হোমার প্রণীত

মহাকাব্য।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ কাব্যবিনোদ কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

কাব্যশাস্ত্র বিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাং।
ব্যসনেন চ মূর্খানাং নিদ্রয়া কলহেন বা॥

(হিতোপদেশ।)

"কাব্যশাস্ত্র রসাস্বাদনের আমোদে বুদ্ধিমানগণের সময় অতীত হয়। মূর্খদিগের সময় কুকার্য্য, নিদ্রা বা কলহে অতিবাহিত হইয়া থাকে।"

শ্রীঅমূল্যধন আঢ্য বি, এ, কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

২৫ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, জয়ন্তী প্রেসে,

কে. পি. চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৫ সাল।

মূল্য ৪৲ চারি টাকা।

অবতরণিকা।
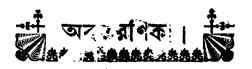
ইলিয়ড্ নামক মহাকা[illegible] গ্রীকভাষায় রচিত; মহাকবি হোমার্ এই গ্রন্থের প্রণেতা। কোন কোন পা[illegible] অনুমান করেন যে, হোমার্ নামে বাস্তবিক কোন কবি ছিলেন না; ইলিয়ড্ বিবিধ হস্তের রচনা। কেহ কেহ হোমারের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন; তাঁহাদের মতে হোমার্ দরিদ্র অন্ধ; স্বরচিত বীররসপূর্ণ কবিতা সকল গান করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন। যাহা হউক হিরোডোটস্ নামক গ্রীক-ইতিহাসবেত্তা হোমারের যে জীবনী রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

"এসিয়া মাইনরে মেলিস্ নদীর তীরে স্মির্ণার নিকটবর্ত্তী স্থানে হোমারের জন্ম হয়; ক্রিথিস্ হোমারের মাতা ছিলেন; তাঁহার পিতার বিষয় কিছুই জানা যায় না। পরিশেষে তাঁহার জননী ফিমিয়স্ নামক জনৈক শিক্ষককে বিবাহ করেন। বয়োপ্রাপ্তে হোমার্ তাঁহারই কার্য্যে অভিষিক্ত হন। কিছুকাল সংসারে থাকিয়া হোমার দেশ ভ্রমণে বহির্গত হন, এবং মিসর, ইটালী, স্পেন্ ও ভূমধ্যসাগরের দ্বীপ সমূহ হইতে গ্রন্থ রচনার বিষয় সকল সংগ্রহ করেন। দেশভ্রমণকালে তিনি অন্ধ হন, এবং সেই অবস্থাতেই স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।"

এসিয়া মাইনরের মধ্যবর্ত্তী গ্রামসমূহে, গ্রীসের নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জে ও এথেন্সের পথে পথে কবিতা সকল গান করিয়া হোমার্ জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার দরিদ্রতার প্রমাণ। যাহা হউক হোমার্ সামান্য ভিক্ষুক ছিলেন না; তিনি সর্ব্বত্রই সমাদৃত হইতেন। প্রায় চতুস্ত্রিংশ শতাব্দী অতীত হইল, লিভাণ্টের কূলস্থিত কোন স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পুরাতন গ্রীকেরা হিন্দুদিগের ন্যায় দেবদেবীর উপাসক ছিলেন। ইলিয়ড্ ই[illegible] বা ট্রয়ের বিবরণ) তাঁহাদের অতি পবিত্র গ্রন্থ। আমাদিগের রামায়ণ

ব্যবহার ... ট্রয় পক্ষে সহায়তা করেন; ট্রয় যুদ্ধে দেবতাদিগের বিষম দলা... য়।

কিন্তু ... মিডনের বিষয় কিছুই উল্লেখ করেন নাই; তিনি পর ঘটনা ... কাব্য রচনা করেন। ট্রয় যুদ্ধে গ্রীক্‌দিগের, দশ বৎসর আয়ো...ন, দশ বৎসর অবরোধে ও দশ বৎসর হতাবশিষ্ট গ্রীক্‌গণের স্বদেশ-প্রত্যাগ ... সর্ব্বশুদ্ধ ত্রিংশ বৎসর অতিবাহিত হয়।

ট্রয়ের রা...এ পারিস্ কর্ত্তৃক স্পার্টারাজ মেনিলসের স্ত্রী হেলেনার অপহরণই ট্রয়যুদ্ধের প্রধান কারণ। কথিত আছে যে, হেলেনা যোভের ঔরসে লেডার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভিনস্ (রতিদেবী) তাঁহাকে অসামান্য লাবণ্য প্রদান করেন। রাজপুত্র পারিসের (ইহার অন্যতম নাম আলেক-জেণ্ডার) জন্মগ্রহণ কালে অনেক অমঙ্গল ঘটনা সংঘটিত হয়; দৈববাণী অশুভ বিষয় জ্ঞাত করে। ইহার সহিত আমাদের দুর্য্যোধনের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রসবের পর তাঁহার মাতা হেকুবা স্বপ্ন দেখিলেন, যেন তিনি জ্বলন্ত মশাল প্রসব করিয়াছেন। ট্রয়াধিপ তাঁহার বিনাশ সাধনার্থ ইডা-পর্ব্বতের উপর তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন; কিন্তু দৈববাণী বিফল হইবার নহে। সেই ভীষণ স্থানে ভিনস্ তাঁহাকে যত্নের সহিত প্রতিপালন করিতে লাগিলেন; পারিসের দিন দিন বয়োবৃদ্ধির সহিত লাবণ্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সময়ে এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হয়; কলহদেবতা সুরসভায় একটী সুবর্ণ আতাফল নিক্ষেপ করেন। "কে ঐ ফল লইবে!" ইহা লইয়া ঘোর বিবাদ উপস্থিত হয়। পরিশেষে মীমাংসিত হইল, সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরীই ঐ ফলের যোগ্যা। জুনো (শচী), ভিনস্ (রতি) ও মিনার্ভা (সরস্বতী) পারিসের নিকট উপস্থিত হইয়া সুবিচার প্রার্থনা করেন। ত্রিদিবেশ্বরী পারিস্‌কে আধিপত্যমতা, মিনার্ভা জ্ঞান ও ভিনস্ পৃথিবীর মধ্যে সুরূপা রমণী প্রদানে স্বীকার করেন। পারিস্ রমণীরত্ন আশায় ভিনস্‌কে সর্ব্বাপেক্ষা রূপবতী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ভিনস্ পূর্ব্ব অঙ্গীকার অনুসারে বিবাহিতা সত্ত্বেও হেলেনাকে পারিসের পুরস্কার নির্ব্বাচন করেন। এই সময়ে পারিস্ এক ঘোর বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করেন; ইডার উপত্যকায় রূপসী ইনোনির সহিত তাঁহার প্রণয় হইয়াছিল; কিন্তু এই নব প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করেন। যাহা

হউক পারিস্ আপনার রাজবংশে সম্ভবের বিষয় অবগত হইলেন; এবং তাঁহার পিতা তাঁহাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিলেন। পারিস্ নিজ ভগ্নী ক্যাসাণ্ড্রার অমঙ্গল সূচক ভাবিবাণী ও ইনোনির ভয় প্রদর্শন সত্বেও পোতারোহণে গ্রীশ্ দেশে গমন করিলেন; স্পার্টার রাজা মেনিলস্ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন; এবং তিনি নানা গুণে মেনিলস্ ও হেলেনার প্রিয়পাত্র হইয়া

। মহানুভব মেনিলস্ তাঁহাকে অন্তঃপুর রক্ষণের ভার দিয়া ক্রিটে
রিলেন। এই অবকাশে পারিস্ হেলেনাকে লইয়া ও বিবিধ বহুমূল্য
পাত পূর্ণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। এইরূপে ভিনসের
পূর্ণ হয়। প্রায়াম্ রূপসী হেলেনাকে নিজ প্রাসাদে গ্রহণ করিয়া
শর পথ পরিষ্কার করেন।

ভীষণ অত্যাচারে সমস্ত গ্রীক্ ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠে। মেনিলস্ নিজ
এগামেম্নন্‌কে এই বিষয় অবগত করেন; এগামেম্নন্, মাইসিনি ও
র রাজা এবং সমগ্র গ্রীসের সম্রাট ছিলেন। তাঁহারা পেলোপ্সের
এটসের পুত্র; বর্ত্তমান মোরিয়া পেলোপ্সের নামানুসারে পেলোপনিসস্
্যাত ছিল। এগামেম্নন্ ও মেনিলস্ প্রতিশোধ প্রদানার্থে নিকটস্থ
ক সমবেত করিলেন। কথিত আছে, হেলেনার পিতা টিন্‌ডেরস্
বীরগণকে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ করেন যে, কন্যারত্ন যাঁহারই ভাগ্যে
না কেন, বিপৎকালে সকলেই তাঁহার স্বামীর [illegible]
স্পার্টারাজ আহ্বান করিবামাত্র সক[illegible]
। পিলসের রাজা নেষ্টর, পালা[illegible]ডিস্ নামক [illegible]
লইয়া একিয়ান্‌দিগকে উত্তেজিত করি[illegible] [illegible]লাগিলেন।

[illegible]মার গ্রীক্‌দিগকে একিয়ান্ (একিয়াবাসী) [illegible] উল্লেখ করিয়াছেন।

স বীরই ইচ্ছাক্রমে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হন নাই। ইথেকার রাজা উলেসিস্
[illegible]সস্) যুদ্ধের হস্ত এড়াইবার নিমিত্ত ক্ষিপ্ততার ভান করিলেন। চতুর
[illegible]ডসের নিকট ইহা খাটিল না; পুরাকালের রাজারা স্বহস্তে চাষ করি-
একদিন উলেসিস্ ভূমি কর্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে পালামিডিস্
শিশুসন্তান টেলিমেকস্‌কে লাঙ্গলের পথে স্থাপন করিলেন; রাজার
আর ক্ষিপ্ততা খাটিল না, তিনি ব্যগ্রভাবে বিরত হইলেন; এবং যুদ্ধযাত্রার

অগত্যা সম্মতি প্রদান করিলেন। কোন কোন বীর এগামেম্‌ননকে উৎকোচ দিয়া সমরশ্রম হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। ইকিপোলাস্ আপনার পরিবর্ত্তে ইথি নাম্নী বেগবতী ঘোটকীকে যুদ্ধে প্রেরণ করিয়া পরিত্রাণ লাভ করেন। আবার কোন বীর মরণের বিষয়, পূর্ব্বে জ্ঞাত হইয়াও যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন। করিন্থের উকিনর বৃদ্ধ পিতার নিকট অবধারিত মৃত্যুর বিষয় অবগত হইয়াও কাপুরুষের ন্যায় গৃহে থাকিতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি ট্রয়ে গমন করেন, ও অবরোধের শেষভাগে পারিসের হস্তে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হন।

মহাবীর একিলিস সমুদ্রদেবী থিটিসের গর্ভে ও ইকসের পুত্র পিলুস্ নামক মানবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। দেবতারা এই বিবাহে উপস্থিত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করেন। আমাদের ভীষ্মের সহিত একিলিসের অনেকাংশে তুলনা করা যায়। বিবাহকালে একিলিসের পিতা দেবগণের নিকট অমোঘ বর্ষা, এবং জেনথস ও বেলিয়স নামক দুইটী স্বর্গ-তুরঙ্গম যৌতুক প্রাপ্ত হন। একিলিস্ এই দেবদত্ত বর্ষা ও অশ্ব লইয়া ট্রয়যুদ্ধে গমন করেন। কথিত আছে তাঁহার মাতা থিটিস্ দেবী প্রসবান্তর পুত্রকে ষ্টিক্‌স (বৈতরণী) নদীতে নিমজ্জিত করেন, তাহাতে চরণের ধৃত অংশ ব্যতীত সমুদায় অঙ্গ অভেদ্য হইয়া যায়, কিন্তু ইলিয়ডে ইহার প্রসঙ্গ নাই।

একিলিস্ মহারথ ছিলেন, স্বদেশাবস্থানে দীর্ঘায়ু ও সুখ সম্পদ, এবং যুদ্ধ-যাত্রায় যশোলাভ ও অবধারিত মৃত্যু, জননী প্রমুখাৎ অবগত হইয়াও অবাধে ট্রয়গমনে প্রস্থান করেন।

দশ বৎসরে আয়োজন সম্পূর্ণ হইল। বিয়োসিয়া তীরস্থ অলিস্‌বন্দর, যুদ্ধার্থিগণের মিলনস্থল নির্দ্দিষ্ট হইল। চারিদিক হইতে সর্ব্বশুদ্ধ দশ লক্ষ সমরী দ্বাদশ শত পোত লইয়া সমুদ্র বক্ষে-ভাসমান হইলেন; দ্বিতীয় কাণ্ডের শেষ ভাগে ইহার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

যাত্রাকালে গ্রীকগণকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। প্রথমেই তাঁহারা পথ ভ্রান্ত হন; এবং ট্রয় ভ্রমে টিউথ্রেনিয়ায় অবতীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার ঝটিকা কর্ত্তৃক গ্রীস্ দেশে তাড়িত হইলেন। আবার তাঁহারা অলিসে গিয়া মিলিত হন; কিন্তু এগামেম্‌ননের উপর ডায়ানা দেবীর কোপ হওয়াতে প্রতিকূল বায়ু বশতঃ সেই স্থানেই কয়েক মাস অতিবাহিত হয়।

এগামেমনূনের প্রতি প্রত্যাদেশ হইল, যদি তিনি নিজ কুমারী দুহিতা ইফিজেনিয়াকে (ইফিয়নাস্) বলিদান দেন তবেই দেবী কোপ শান্তি হইবে। বহু আন্দোলনের পর অগত্যা এগামেমনূন ইহাতে সম্মত হন। একিলিসের সহিত এ রমণীর উদ্বাহের কথা ছিল। তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া নিজ সেনাদল সহ এই স্থান অবরোধ করেন; এবং অসি নিষ্কাসিত করিয়া ভাবিবাদী ক্যালকসের প্রাণ বিনাশে উদ্যত হন। কিন্তু হেলেনার আত্মীয়া ভিন্ন অন্য বলি দেবী গ্রহণ করিবেন না। এই রাজপুত্রী ও হেলেনার ভগ্নীকন্যা। বৃদ্ধ ক্যাল্কস্ আসন্ন বিপদে মুক্তিলাভ করিবার জন্য আপনার ভ্রম স্বীকার পূর্ব্বক অন্য এক হতভাগিনীকে বলিদান করেন।

ডায়ানার কোপ অপনীত হইল; প্রতিকূল অমরেরাও প্রসন্ন হইলেন; যদ্ধার্থিগণ ও নির্ব্বিঘ্নে ট্রয়াভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দ্বীপে উপস্থিত হইলেন; এবং তথা হইতে মেনিলস্, উলেসিস্কে াহারে লইয়া, ক্ষতিপূরণ প্রার্থনায় ট্রয়ে গমন করেন। ট্রোজানেরা যদি হেলেনাকে হৃতধন সহ প্রত্যার্পন করিত, তাহা হইলে এ ভীষণ ঘটিত না। মেনিলসের এ প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল, কাজে কাজেই ।। ট্রয় দেশে উপনীত হইলেন; কিন্তু কূলে তাঁহাদের অবতরণের পূর্ব্বে অদৃষ্ট দেবী আর এক নরবলী প্রার্থনা করিলেন। ভাবিবাণী ব্যক্ত করিল, যে ব্যক্তি প্রথমে ট্রয়ভূমে অবতীর্ণ হইবে, তাহার মৃত্যু অবধারিত। কোন বীরই সাহস করিয়া অবতীর্ণ হইতে পারিলেন না। অবশেষে প্রোটিসিলস্ নামক এক ব্যক্তি সাহসে ভর করিয়া তীরে লাফাইয়া পড়িলেন; এবং সর্ব্বাগে হেক্টরের করে মানব লীলা সংবরণ করেন।

ট্রয়াধিপতি প্রায়ামের সাহায্যার্থে অনেক বীর আগমন করেন; ইহাদিগের মধ্যে লিসিয়ারাজ সার্পিডন্ ও ডার্ডেনীয় সেনাপতি ইনুস্ই বিশেষ পরিচিত। ইনুস্, ভিনস্ দেবীর গর্ভে, এঙ্কিসিস্ নামক মানবের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। ট্রয়রাজবংশে ইহার সম্বন্ধ ছিল। সার্পিডন্ স্বর্গাধিপতি যোভের পুত্র। ট্রয়রাজের হেক্টর্ নামে পুত্রই পরাক্রমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কিন্তু ইনি ভূপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র নহেন।

ট্রয়যোধেরা আততায়িগণের অদ্ভুত পরাক্রমে প্রকম্পিত প্রাকার হইল

বেষ্টিত নগর মধ্যে প্রবেশ করেন, সুতরাং গ্রীকেরা নগর অবরোধে প্রবৃত্ত হন। দশ বৎসর উভয় পক্ষই বহুক্লেশে পতিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে গ্রীকেরা নিকটবর্ত্তী নগর সমূহ লুণ্ঠন করেন। কথিত আছে, সুখে এ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত পালামিডিস্ নামক গ্রীক্ দাবাখেলার আবিষ্কার করেন। এই পালামিডিস্ই উলেসিসের ক্ষিপ্ততার ছল ভঙ্গ করেন; যাহা হউক উলেসিস্ তাঁহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া উপযুক্ত প্রতিহিংসা লইয়াছিলেন।

গ্রীকেরা ট্রয়ে উপনীত হইয়া, পূর্ব্বতন প্রথানুসারে পোত সমূহ তীরের উপর রাখিয়া দেন। দুই তিন জন তরিরক্ষক ব্যতীত অন্য সকলে অবতীর্ণ হইয়া স্ব স্ব পোতের নিকট তাম্বুতে অবস্থান করেন। এক পাশে একিলিসের ও অন্য পাশে এজাক্সের শিবির সন্নিবেশিত হয়; কারণ এই দুই দিকেই বিপদের অধিক আশঙ্কা, এবং উভয়েই মহাবীর ছিলেন।

সেনাপতিগণ রথারোহণে যুদ্ধ করিতেন। রথ দুই চক্র বিশিষ্ট, উন্নত ও আবরণ হীন; ইহাতে দুইটী অশ্ব, কখনও বা তিনটীও যোজিত হইত। রথে রথী ও সারথি দুই ব্যক্তি দণ্ডায়মান থাকিতেন। অসি, ঢাল এবং বর্শা লইয়া রথী যুদ্ধ করিতেন। সারথি পরাক্রমে রথীর সমতুল্য ও সখা। কখন কখন রথী ভূতলে অবতীর্ণ হইতেন এবং সারথি রথসহ তাঁহার সন্নিহিত থাকিতেন। নিম্ন-শ্রেণীস্থ যোদ্ধারা পদে যুদ্ধ করিত। ইলিয়ডে অশ্বারোহীর উল্লেখ নাই।

ইলিয়ড

প্রথম কাণ্ড।

এগামেম্‌নন্‌ ও একিলিসের বিবাদ।

বিষয়।

ট্রয়যুদ্ধে গ্রীকেরা কতকগুলি নিকটবর্ত্তী প্রদেশ লুণ্ঠন করিয়া ক্রাইসিস্‌ ও ব্রিসিস্‌ নাম্নী দুইটী কুমারীকে অপহরণ করেন ; প্রথমাটী এগামেম্‌ননকে ও দ্বিতীয়াটী একিলিস্‌কে প্রদত্ত হয়। ক্রাইসিসের পিতা এপলোদেবের পুরোহিত ক্রাইসেস্‌ কন্যা উদ্ধারের জন্য গ্রীক শিবিরে উপস্থিত হন ; দশমবৎসরে এই স্থান হইতেই কাব্য আরম্ভ হয়। পুরোহিত এগামেম্‌নন কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া প্রত্যাগমন করিলে এপলোদেব গ্রীক্‌ শিবিরে মহামারি প্রেরণ করেন। একিলিস্‌ বীরগণকে সমবেত করিয়া ভাবিবাদী কাল্‌কস্‌কে কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি কুমারীকে প্রত্যার্পণ না করাই অনর্থের মূল নির্দ্দেশ করেন। রাজা রমণী পরিত্যাগে বাধ্য হইয়া একিলিসের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন ; নেষ্টর কোপ শান্তি করেন। যাহা হউক এগামেম্‌নন সর্ব্বসেনাপতি হওয়াতে ব্রিসিস্‌কে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। একিলিস ক্রোধান্ধ হইয়া নিজ সেনাদলসহ গ্রীকপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া গ্রীকগণের পরাজয় প্রার্থনায় নিজ জননী থিটিস্‌দেবীকে দেবরাজ যোভের নিকট গমন করিতে অনুরোধ করেন। যোভ সম্মত হইলে তাঁহার পত্নী জুনো রাগান্বিত হন। এবং ক্রমে বিবাদ উপস্থিত হয় ; ভল্কান্‌(অগ্নিদেব) তাহা ভঞ্জন করেন।

দ্বাবিংশ দিনের ঘটনা এই কাণ্ডে বর্ণিত আছে ; নবদিন মড়ক, এক দিন সভায় ও রাজগণের বিবাদে, এবং দ্বাদশ দিবস যোভের ইথিয়োপীয়দিগের সহিত অবস্থানে অতিবাহিত হয়; থিটিস্‌ তৎপরে যোভের নিকট প্রার্থনা নিবেদন করেন। দৃশ্য গ্রীক শিবিরে, পরে ক্রাইসায় ও সর্ব্বশেষে অলিম্পসে (দেবগিরি) পরিবর্ত্তিত হয়।

ত্রিদিববাসিনি ! ধরি' সুমধুর তান,
একিলিস্‌ প্রবীরের রোষ কর গান

বে নিশ্চয় ;
অভেদ্য প্রাকার দর্পে পাইবে বিলয়।
বীরোচিত প্রতিজ্ঞার করিয়া পূরণ,
পুনঃ সবে নিজ দেশে করিবে গমন।
আশীর্ব্বাদ করি, সুখ ভুঞ্জিবে অপার ;
এই ভিক্ষা, দাও ক্রোড়ে তনয়া আমার।
কর অনুভব সবে পিতার যাতনা ;
ক্রাইসিসে কর মুক্ত, দিওনা বেদনা।
মূল্যসম বহুদ্রব্য করিয়া গ্রহণ,
যোভস্সুতে করি' ভক্তি, করহ মোচন।
যতেক গ্রিসীয় বীর উল্লাস অন্তরে,
ভীম নাদে অনুমতি দিল সমস্বরে ;
দেবতার সহ বাদ করিতে কে চায় ?
প্রদান করিয়া কন্যা পূজিতে তাঁহায় ;
কিন্তু আট্রাইডিস্* কঠিন অন্তর,
সদর্পে গম্ভীর স্বরে করিল উত্তর ;—
পলাও জীবন ল'য়ে ত্যজি' শত্রুদল ;
অনুনয় অনুতাপ সকলি বিফল।
লরেল্-মুকুট তব, দণ্ড স্বর্ণময়,
গিরিসের মহারাজা নাহি করে ভয়।
ত্বরা পরিহর মূঢ়, ভূপতি-সকাশ ;
যাজকের চিহ্নে তব কি আছে বিশ্বাস ?
তব কন্যা পুরোহিত, আমার এখন ;
না দিব কখনো পুনঃ, বিফল রোদন।

* আট্রাইডিস্ অর্থে এট্রুসের পুত্র ; এগামেম্নন্ বা মেনিলস্। এস্থলে এগামেম্নন্।

রে নির্ব্বোধ, তুচ্ছ ভাবি তব উপহার,
কি আছে অভাব, হেন সম্পদ যাহার ?
বিগত-যৌবনা হ'লে তনয়া তোমার,
মধুর বচনে তারে না তুষিব আর ;
পরিশ্রম করি' দিন করিবে যাপন ;
ঝাড়িবে সে শয্যা, যাহে করিছে শয়ন।
প্রিয় জন্মভূমি কাছে, কাঁদায়ে তোমায়,
জনমের তরে ধনী লয়েছে বিদায়।
এবে তার দূরস্থিত আর্গস্ আবাস ;
যাও দুষ্ট, প্রাণ ল'য়ে, বিফল প্রয়াস।
যাজক কম্পিত-তনু সভয়ে ফিরিল,
দর দর গণ্ড বাহি' নয়ন ঝরিল ;
বিষম শোকের ভরে কাতর-অন্তর,
উন্মত্ত, বারিধিকূলে ভ্রমে নিরন্তর ;
হৃদয় সুস্থির করি' কিছুকাল পরে,
আকাশের পানে চাহি' কহিল কাতরে ;—
পিতঃ স্মিস্থিয়স্ ! মহা প্রতাপ তোমার,
তুমি ইষ্টদেব প্রভো, ধার্ম্মিক সিলার ;
জনমি' লাটোনাকুলে* করুণা-নিদান !
জগতের জীবে সুখ করিছ বিধান।
বর্ণিতে মাহাত্ম্য তব শকতি কাহার ?
বিতরি' কিরণ-জাল নাশিছ আঁধার।
নিরন্তর টিনিডস্ পূজে তব পদ ;
তোমা হ'তে ক্রাইসার বিভব সম্পদ।
সাজাইয়া থাকি যদি মন্দির তোমার,

---

* লাটোনা—স্বর্গপতি যোভের অন্যতমা পত্নী, এপলোদেবের জননী।

ভক্তিভাবে গাঁথি' দেব, কুসুমের হার ;
অনলে আহুতি যদি করেছি প্রদান,
করে থাকি তবোদ্দেশে যদি বলিদান ;
হে রজত-ধনু, শর করি' বরিষণ,
দাসে করি' কৃপা, শত্রু করুন নিধন।
অধীর মরীচিমালী ত্যজি' গিরিবর,
আনত করিয়া ধনুঃ নামিল সত্বর ;
বাজিল গভীর রোলে শিঞ্জিনী তাঁহার ;
তূণ মাঝে রৌপ্য শর করিল ঝঙ্কার।
ঘূর্ণিত হইল ক্রোধে আরক্ত নয়ন,
ভীম কড়মড় নাদে বাজিল দশন।
পরাক্রমী, প্রলয়ের প্রবল আঁধার,
ক্রোধভরে চারিদিকে করিল বিস্তার।
সবলে টঙ্কারি' দেব ভীম শরাসন,
মৃত্যুর কিঙ্করগণে করিল প্রেরণ।
প্রথমে মরিল শত শত অশ্বতর ;
অবশেষে মহামারি মানব উপর।
এইরূপে নয় দিন প্রতাপে তাঁহার,
গ্রীক্ বীরকুল কাঁদে করি' হাহাকার।
দশম দিবসে জুনো ত্রিদশ-ঈশ্বরী
ব্যথিতা, গ্রীকের দশা বিলোকন করি' ;
রচিতে বিশাল সভা, আক্ষেপি' অশেষ,
থিটিসের* পুত্রে দেবী করেন আদেশ।
বসিল বীরের সভা ; থিটিস্-নন্দন,†

---

* থিটিস্—জলদেবী বিশেষ; সমুদ্রদেব নিরুসের কন্যাগণের একজন। গঙ্গাদে

† থিটিস-নন্দন—একিলিস্।

দাঁড়াইয়া নরবরে করে নিবেদন ,—
হে রাজন্, ট্রয়দেশ কর পরিহার ;
অভাগা গ্রীকের কভু না আছে নিস্তার।
কি কুক্ষণে গ্রীস্‌বাসী ত্যজি' পরিজন ,
দুখময় ট্রয় দেশে করে পদার্পণ !
কর পলায়ন, আছে প্রচুর সময়,
উদাসীন ভাবে থাকা উপযুক্ত নয় ;
অথবা গণক সহ করিয়া বিচার,
দৈবী বিপদের কোন কর প্রতিকার।
দিবানিশি ধরাসনে থাকি' অনশন,
স্বপনেতে কর শিক্ষা ক্রোধের কারণ।
ফিবসের* পূজা যদি কারণ ইহার,
বিধিমতে কর ভূপ, অর্চ্চনা তাঁহার।
দেবতায় সুপ্রসন্ন করিলে রাজন্ !
মৃতপ্রায় গ্রীক্‌গণ পাইবে জীবন।

নিরস্ত হইল বীর; জ্ঞানের আকর,
ক্যাল্‌কস্ পুরোহিত করেন উত্তর ;
বয়সে পলিত দেহ, কুঞ্চিত নয়ন,
মস্তকে লোলিত কেশ, পিঙ্গল-বরণ,
সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত-প্রবর,
ভূত ভবিষ্যৎ তাঁর নয়ন গোচর ;
উঠিতে চরণ টলে, মাননীয় জন,
কম্পিত বচনে কহে করি' সম্বোধন ;—

মহাবীর একিলিস্ ! জান কি কারণ,
এপলোর শরজাল ছাইল গগন ?

* ফিবস্ বা এপলো—সূর্য্যদেব।

কহিব প্রকাশি'; স্পর্শ করি' তরবার,
অভয় প্রদান আগে কর অঙ্গীকার।
কারণ, প্রজার পক্ষে কঠিন করম,
প্রকাশিতে মহাবল ভূপালের ভ্রম।
এহেন বিপদে যদি প্রাণ রক্ষা হয়,
নরেশের সাজা কভু এড়াবার নয়।
পেলিডিস্,* পুরোধার শুনিয়া বচন,
কহিলেন ভুজযুগ করি' বিধূনন;—
যত দিন রক্তপূর্ণ ধমনী আমার,
কি সাধ্য অপরে তব করে অপকার!
বিশ্বের বিধানকারী দেবের ঈশ্বর,
পবিত্র হৃদয়ে যাঁরে পূজ নিরন্তর;
যাঁহার প্রসাদে ধ্যানে হইয়া মগন,
ভূত-ভবিষ্যৎবাণী কর উচ্চারণ;
শপথ করিনু আমি ল'য়ে তাঁর নাম,
যে জন বিরোধী তব বিধি তার বাম!
রাজরাজেশ্বর, যিনি গ্রীক্-সেনাপতি,
কেশাগ্র পরশে হেন কি আছে শকতি?
আশ্বাসে সাহসী হ'য়ে ধার্ম্মিকপ্রবর
পুরোধা, গভীর ভাবে করিল উত্তর;—
শুন ওহে বীরভাগ, সুবীর-বচন;
সেনানী-নায়ক, হেন বিপদ কারণ।
এপলো, ভক্তের হেরি' নয়ন-আসার,
প্রকাশেন রোষভরে প্রতাপ তাঁহার।
যত কাল মহীপতি পবিত্র কৃসায়,

* পেলিডিস্ অর্থে পিলুসের পুত্র; একিলিস্।

কর্ণধার তরি সজ্জা করুক সত্বর।
মহাবীর একিলিস্! যদি ইচ্ছা যায়,
কুমারীর সহ পার যাইতে কৃসায়;
নতশিরে কন্যা পুনঃ করিয়া প্রদান,
গ্রীকের জীবন দানে হও যত্নবান!
এেকিলিস্ ক্রোধে কহে আরক্ত নয়ন,—
তব সম স্বার্থপর আছে কোন্ জন?
দর্প ভরে ধরি শিরে গরবের ভার,
সতত প্রজার পরে কর অত্যাচার।
কে আছে এ ধরাধামে কহ নীচমনা!
রাজার গৌরব ভুলি' করে প্রতারণা?
তব আজ্ঞাক্রমে কোন্ গ্রীকের সন্তান,
ধারণ করিবে অস্ত্র, ত্যজিবে পরাণ?
ট্রয়-দেশবাসী, দূরে বসতি যাহার,
কদাচ আমার নাহি করে অপকার;
মম রাজ্যে নাহি যায় ট্রয়-সেনাগণ;
অবাধে সমর-অশ্ব করে বিচরণ।
বারিধির পরপারে বসতি আমার,
চারি ভিতে শোভে তার পর্ব্বত প্রাকার,
ফলিছে ফসল যায়, উর্ব্বরা অতুল,
মন সুখে করে বাস সদা প্রজাকুল;
ট্রয় নহে দেশঅরি; তোমারি কারণ,
স্ব ইচ্ছায় অস্ত্র মোরা করেছি ধারণ।
তব তরে বহু বার ফেলেছি শোণিত;
এত কালে পুরস্কার পাইনু উচিত!
পার কিহে বীর, ভয় করি' প্রদর্শন,

মম শ্রমলব্ধ ধন করিতে গ্রহণ,
তব লভ্য সহ তুচ্ছ তুলনা যাহার ?
সমরের পরিশ্রম সকলি আমার।
প্রতিজয়ে ভাল দ্রব্য করিবে গ্রহণ,
স্বার্থহীন সাধুবাদে তুষি' মম মন;
কিংবা অস্ত্রাঘাত সহ্য করি' বার বার
সামান্য লুণ্ঠিত দ্রব্য অদৃষ্টে আমার !
আজ হ'তে বীরবর, গরবে গর্ব্বিত।
একিলিস্ আর তব নহে বশীভূত।
দেখি নরবর, মোরে ত্যজিয়া কেমনে,
ভুজবলে কর জয় ট্রয়বাসিগণে !

কহিল সরোষে রাজা,—যাও বীরবর !
তব বাক্যে ভীত নহে আমার অন্তর।
ট্রয় জয়ে সেনানীর অভাব ত নাই ;
স্বর্গপতি যোভ্ মোরে রক্ষিছে সদাই।
কোন্ রাজা সহ্য করে হেন অপমান,
মম সম মহাবল ভূপতি প্রধান ?
বাদ বিসংবাদে সদা সন্তোষ তোমার,
রক্ত পাতে কর ভোগ আনন্দ অপার !
আছে বল মানি, যায় গরবে মগন,
নিমেষে ঈশ্বর পারে করিতে হরণ।
পলাও সত্বর, জলে ভাসাইয়া তরি,
কঠিন শাসনে শাস আপন নগরী।
বৃথাগর্ব্ব কাপুরুষ, ত্যজি' মম পাশ,
তুচ্ছ মার্মিডন্* কাছে করগে প্রকাশ।

মার্মিডন্—একিলিসের সেনার নাম

দেবতার ক্রোধানল জ্বলেছে যখন,
যুবতীরে নিজ দেশে করিব প্রেরণ।
কিন্তু রাজপুত্র, তুমি জানিও নিশ্চয়,
ব্রিসিসে রাখিতে কাছে তব সাধ্য নয়।
আন ত্বরা, বিলম্বেতে ফলিবে কুফল;
অবগত নহ তুমি সম্রাটের বল।
সহজে না দাও, পশি' শিবির মাঝারে,
প্রকাশিয়া ভুজবল আনিব তাহারে।
মহাবল গ্রীক্‌সেনা জানিবে তখন,
দেবের অধীন শুধু মহীপালগণ।
রে বিদ্রোহী, আত্মনিন্দা করি' বার বার,
প্রার্থনা করিবে ক্ষমা চরণে আবার।
একিলিস্‌ বীর শুনি' রাজার বচন,
ক্ষোভে রোষে যুগপৎ হইল মগন।
পর পর নব ভাব হৃদয়ে তাঁহার,
কভু রোষ পরায়ণ, ধীর আর বার।
কভু ক্রোধ উত্তেজিত করিছে তাঁহায়,
খুল তরবার, নাশ গর্ব্বিত রাজায়।
বিবেচনা পুনঃ হৃদে হইয়া প্রবল,
স্নিগ্ধ ধৈর্য্যবারি সিঁচি' করিছে শীতল।
জ্বলিল দ্বিগুণতর হৃদয় পাবক;
অর্দ্ধ-নিষ্কাসিত অসি করে ঝকমক।
দিবেশী যোভের পত্নী জুনোর কথায়,
সত্বর মিনার্ভা* দেবী উরিল ধরায়,—

* মিনার্ভা——দেবরাজ যোভের কন্যা। রণেশ্বরী, বিদ্যাদেবী। সরস্বতী।

মেঘে ঢাকা কলেবর, অদৃশ্য সবার,
একিলিস্ পায় মাত্র দরশন তাঁর ;
উজল নয়ন-জ্যোতিঃ করি' নিরীক্ষণ,
চিনিলেন একিলিস্, কহেন তখন;—
হে দেবি ! পবিত্র নেত্রে কর বিলোকন,
অত্যাচরী দুরাচার এগামেম্নন্ ।
সাক্ষী তুমি ! আজি মম ভীম তরবার,
আনন্দে শোণিত পান করিবে ইহার ।
ক্ষান্ত হও ; তব ক্রোধ করিতে নির্ব্বাণ,
(কহে দেবী) ধরাতলে মম অধিষ্ঠান ।
কোষবদ্ধ কর অসি সত্বর বীরেশ !
অবনত শিরে পাল জুনোর আদেশ ।
এ হেন বিবাদে দেবী বড়ই কাতর,
কারণ, উভয়ে তাঁর অতি প্রিয়তর,
ধর বাক্য মম বীর, কহিনু নিশ্চয়,
প্রতিশোধ প্রদানের আসিবে সময় ;
গর্ব্বিত ভূপাল যবে ল'য়ে উপহার,
প্রার্থনা সাহায্য তব করিবে আবার।
ধৈর্য্য ধর একিলিস্, বীরের প্রধান !
পরিহরি' ক্রোধ, রাখ দেবতার মান ।
হে দেবি, এ ধরাধামে আছে কোন্ জন,
দেবতার আজ্ঞা পারে করিতে লঙ্ঘন !
নত শিরে এ আদেশ পালিবে কিঙ্কর;
যদিও বিষম ক্ষোভে দহিছে অন্তর ।
এত বলি' একিলিস্ বীরের প্রধান,
পুনর্ব্বার কোষবদ্ধ করিল কৃপাণ ।

প্রসন্ন হইয়া দেবী অলিম্পস্* 'পর,
দেবতার সভামাঝে চলিল সত্বর।
নারিল থামিতে বীর; ক্রোধের অনল
পুনর্ব্বার হৃদি মাঝে হইল প্রবল।
কহিল, রে দুরাচার, পিশাচ পামর!
কাপুরুষ, বৃথা গর্ব্বে গর্ব্বিত অন্তর!
পরস্ব-হরণে বাঞ্ছা যাপিবারে কাল,
বাহিরে কেশরী সম, অন্তরে শৃগাল!
বৃথা অস্ত্র শস্ত্র কেন করিছ বহন,
সম্মুখ সমরে কবে করেছ গমন?
বীর মোরা যুদ্ধ করি ধরি' তরবার,
দূর হ'তে দরশন করম তোমার!
নীরাপদ এ শিবির, প্রাণ ভয় রণে;
থাকরে ব্যাপৃত হেথা পরস্ব হরণে!
রে দুর্বৃত্ত, সাধিবারে ঘৃণিত করম,
নীচবংশে ভূমণ্ডলে লভেছ জনম।
এই পূত দণ্ড মম হের নীচমনা,
যোভের কিঙ্কর বলি' করিছে ঘোষণা,
শুষ্ক এবে, পুনঃ পত্র যাহে না গজায়,
ছিন্ন তরু হ'তে, (যথা তোমাতে আমায়!)
মনোহর সুবিস্তৃত পর্ব্বত শিখরে,
ত্যজিয়াছে জন্ম বৃক্ষ জনমের তরে,—
'প্রতিজ্ঞা করিনু আজি পরশি' ইহায়,
রক্তস্রাবী গ্রীক্ মোরে ডাকিবে বৃথায়,
বীরেন্দ্র হেক্টর্ যবে সমরে দুর্জ্জয়,

অলিম্পস্—দেবগিরি, সুমেরু পর্ব্বত।

করিবে সমর ভূমি মৃত-দেহময় !
অসমর্থ, সেনাদল করিতে রক্ষণ,
মনে মনে অনুতাপ করিবে তখন ;
রে গর্ব্বিত, হ’বে তুমি জ্ঞাত সেইবার,
গ্রীক্ মধ্যে মহাবীর বিপক্ষ তোমার !
এতেক কহিয়া শূর সরোষে সবলে,
সুবর্ণ-মণ্ডিত দণ্ডে আঘাতি’ ভূতলে,
বসিল নীরবে। রাজা ক্রোধে অন্ধমন,
আরম্ভিল পুনর্ব্বার ভীষণ তর্জ্জন।
করিতে ক্রোধের শান্তি, ত্যজিয়া আসন,
ধীরে ধীরে নেস্‌টর্, উঠেন তখন,
পিলিয়ার অলঙ্কার, বচন মধুর,
তুষিতে লোকের মন বড়ই চতুর,
দীর্ঘজীবী, সুখময় শাসনে যাঁহার,
কাটিয়াছে দ্বিপুরুষ,—তৃতীয় এবার !
তিরোহিত তিন কাল উজলি’ স্বদেশ,
বার্দ্ধক্য, চতুর্থ দশা, এবে অবশেষ !
মৃদু ভাবে বিজ্ঞজন কহেন বচন ;
সভয়ে সকলে তাঁয় করে বিলোকন ;
কি লজ্জা, কি দুঃখ হায় ! অতি অমঙ্গল !
এ বিবাদে শত্রুকুল হাসিবে কেবল !
গ্রহ-বিপর্য্যয়-বশে এত কালে হায় !
গ্রীসের গৌরব রবি অস্তমিত প্রায় !
বালক তোমরা, ক্রোধ কর পরিহার ;
না ভাবিও নেস্টরের বার্দ্ধক্য অসার।
ছিল বীরবংশ এক বিদিত আমার,

ধরাতলে নাহি মিলে তুলনা যাহার ;
পিরিথস্, সিনিয়স্ বীরের প্রধান,
ড্রায়াস্, থিসুস্ দোঁহে অতি বলবান ;
স্মরিলে যাঁদের নাম বীরের অন্তর,
এখনো বিষম ভয়ে কাঁপে থর থর !
পলিফিমসের বল দর্প বীরপনা,
এখনো সংসার মাঝে হ'তেছে ঘোষণা,
উদ্ধত স্বভাব, রক্তে আর্দ্র তরবার,
মরুভূমে বন্য জন্তু করিত শিকার,
কি কব দর্পের কথা, বীর্য্যে যাঁসবার,
সেণ্টর্ * নিকর ত্যজে পর্ব্বত আগার !
হেন বীরগণ সহ যাপিনু যৌবন ;
নত শিরে বাক্য মম করিত পালন ;
এবে দেখ বৃদ্ধদশা ; বাল্যে মান্য যার,
না হয় উচিত বাক্য অবহেলা তার।
আট্রাইডিস্ ! ত্যজ রূপসী-রতন,
সাধারণ পরিশ্রমে লব্ধ হেন ধন ;
শুন একিলিস্ ! মান রাখহ রাজার,
না হয় উচিত হেন গুরু ব্যবহার ;
দেবী গর্ভে জন্ম তব, দেব তুল্য বল,
তব নামে সশঙ্কিত সমরী সকল।
ভূপতি মোদের হ'ন রাজার প্রধান,
থাকুক নরের কথা, দেবে রাখে মান !
বিষম বিদ্বেষ দোঁহে কর পরিহার;
ক্ষমতার সহ বল মিলুক আবার।

সেণ্টর—অর্দ্ধ মনুষ্য অর্দ্ধ অশ্ব দেবযোণি বিশেষ, কিন্নর।

বয়সে প্রবীণ তুমি, শুন হে রাজন্!
কর বশীভূত নিজে আপনার মন।
হায়! হেন যেন নাহি করেন ঈশ্বর,
একিলিস্ বীরবর ত্যজিবে সমর!
নীরব সুবীর,—ভূপ করিল উত্তর,
পূজ্যপাদ তুমি, জ্ঞান অতীব প্রখর;
কিন্তু ঐ অপদার্থ দর্পী দুরাচার,
নাহি বুঝে কত দূর সামর্থ্য উহার!
একিলিস্ জগতে কি সবায় প্রধান,
রাজগণ নত শিরে করিবে সম্মান?
আমি, মম সেনাদল, সেনাপতিগণ,
মানিব কি তায়, আজ্ঞা করিব পালন?
দেববলে বলবান করিনু স্বীকার;
নিন্দিতে কি নরে আজ্ঞা আছে দেবতার?
না হইতে অবসান বচন রাজার,
ক্রোধে একিলিস্ বীর কহিল আবার;
করিয়াছি যবে তব বশ্যতা স্বীকার,
হেন তিরস্কার বটে উচিত আমার!
কে পালে আদেশ তব মূঢ়মতি নর!
কর আধিপত্য নিজ সামন্ত উপর।
গ্রীক্-দত্ত রণ-লব্ধ ব্রিসিস্ রতন,
দিনু ছাড়ি', নীরাপদে করগে গ্রহণ।
স্ত্রীলোকের তরে বীর একিলিস আর,
দেবের আদেশে নাহি ধরে তরবার।
কিন্তু এই শেষ বার তব আক্রমণ,
(একিলিস্ দেব-আজ্ঞা করিবে পালন।)

অত্যাচারী, হও যদি সাহসী আবার,
রুধিরে রঞ্জিত মম হ'বে তরবার।
থামিল বিবাদ ; যত গ্রীক্ রাজগণ,
নীরবে মলিন মুখে উঠিল তখন।
সখা পেট্রোক্লস্ সহ একিলিস্ বীর,
চলিলেন দ্রুত পদে আপন শিবির।
সাজায়ে সুন্দর তরি সত্বর নরেশ,
কৃসায় করিতে যাত্রা করেন আদেশ ;
বসিল পুরোধা-সুতা উপরে তাহার ;
বিজ্ঞ উলেসিস্ নিল রক্ষণের ভার ;
বিবিধ বলির দ্রব্য লইল তাহায়।
কর্ণধার ধীরে ধীরে তরণী চালায়।
মহাবল নরাধিপ প্রায়শ্চিত্ত তরে,
আদেশিল অবশেষে সমরী নিকরে।
পূজিবারে দিবাকরে ভক্তিভরা মন,
স্নান করি' সিন্ধু-নীরে যত সেনাগণ,
হইল পবিত্র ; বলি দিল পশুদল।
উজলি' সমুদ্র-জল জ্বলে হোমানল।
স্তূপাকার ধূম দিক করি' অন্ধকার,
গগনে পবিত্র গন্ধ করিল বিস্তার।
এইরূপে ধর্ম্ম কাজে ব্যস্ত সেনাদল
রাজার হৃদয়ে জ্বলে ক্রোধের অনল।
অবিলম্বে প্রভু-আজ্ঞা করিতে সাধন,
ধর্ম্মমতি দূতদ্বয় সাজিল তখন ;—
ধার্ম্মিক টাল্থিবিয়স্, মহা প্রজ্ঞাবান,
আর আর উরিবেটিস্ অমর সমান।

কহে ভূপ, ত্বরা দোঁহে করিয়া গমন,
একিলিসে কহ, কন্যা করিতে অর্পণ।
অর্পিতে সে দুরাচার সহজে না চায়,
প্রবেশি' শিবিরে বলে আনিব তাহায়।
সাধিতে অন্যায় আজ্ঞা অনিচ্ছুক মন,
ধীরে ধীরে দূতদ্বয় করেন গমন ;
বিস্তৃত বালুকাময় কূলেতে ভ্রমিয়া,
অবশেষে শিবিরেতে উতরিল গিয়া।
করেতে স্থাপিত শির, আরক্ত বদন,
ভীম একিলিস্ বীরে করি' বিলোকন,
না চলে চরণ, দোঁহে বজ্রাহত প্রায়,
নীরবে বিষণ্ণ ভাবে দূরেতে দাঁড়ায়।
বুঝিয়া দোঁহার ভাব, দেবীর নন্দন,
মৃদু-বাক্যে এইরূপে কহেন তখন ;—
হে ধার্ম্মিক ! গণি দোঁহে সম দেবতার,
কর পদার্পণ তুচ্ছ শিবিরে আমার।
জেনেছি সংবাদ, কভু নহ অপরাধী ;
দুরাচার মহীপাল মম প্রতিবাদী।
আন ত্বরা পেট্রোক্লস্, ব্রিসিসে হেথায়।
সমর্পণ কর গিয়া দুর্ম্মতি রাজায়।
ভীষণ প্রতিজ্ঞা মম, সাক্ষী জগজ্জন,
সাক্ষী হও দোঁহে, সাক্ষী যত দেবগণ !
নিরাশ নিদেশে যার করিলে আমারে,
উচ্চ রবে বল সেই দর্পী দুরাচারে,
পরাস্ত গ্রীকের হেরি' রুধিরের ধার.
একিলিস্ রণ মাঝে না পশিবে আর !

রোষ-পরায়ণ রাজা না করি' বিচার,
ভবিষ্যৎ ভুলি' মত্ত দর্পে আপনার ;
অনভিজ্ঞ রণে, (আমি কহি বার বার,)
পরিণামে পরিতাপ অবশ্য তাহার !

অবিলম্বে পেট্রোক্লস্ ব্রিসিসে আনিল ;
সজল নয়নে বালা বিদায় লইল।
করে ধরি' দূতদ্বয় লইল তাহায় ;
মলিন-বদনী ধনী ফিরে ফিরে চায়।
একিলিস্, অবিচারে ব্যথিত অন্তর,
ত্যজিয়া শিবির, কূলে চলিল সত্বর ;
জননীর-জন্মস্থান সাগরে হেরিয়া,
অধোমুখে বীরবর তীরেতে বসিয়া,
ক্ষোভেতে উন্মত্ত, রোষে লোহিত লোচন,
আরম্ভিল উচ্চ রবে করিতে রোদন ;—

মাতঃ, জলদেবি ! পদে করি নিবেদন,
যৌবনে অবশ্য মম হইবে পতন ;
অল্পকাল সমুজ্জ্বল জীবন যাহার,
যোভের উচিত তার প্রতি সুবিচার ;
অন্ততঃ সুখ্যাতি মান মাতঃ, জলরাণি !
অভাগা তনয়ে তব দিবে বজ্রপাণি ;
কোথা গো জননি, তবে উচিত বিধান,
দুষ্টমতি রাজা যদি করে হতমান ?

শুনিলেন জলদেবী জলধি ভিতরে,
স্থবীর সমুদ্রে যথা সুখে রাজ্য করে।
দুভাগে বিভক্ত হ'ল লহরী নিকর,
বারিধি উপরে দেবী উঠেন সত্বর।

দেখিয়া তনয়ে নিজ করিতে রোদন,
জিজ্ঞাসেন এইরূপে দুখের কারণ ;—
সুকুমার ! কেন মুখ মলিনতাময়,
করি' ব্যক্ত, কর সুস্থ জননী-হৃদয়।
কহে বীর, ত্যজি' শ্বাস, মুছি' অশ্রুজল,—
কি কাজ প্রকাশে, তুমি বিদিতা সকল।
এপলোর প্রিয় থিব্ করি' আক্রমণ,
গ্রীক্‌সেনা বহু ধন করিল লুণ্ঠন।
সমরের গুরুতর শ্রম অনুসারে,
ধন-ভাগ বীরকুল লয় সুবিচারে।
ক্রাইসিস্ মনোরমা রমণীর সার,
যাজকের কন্যা, ভাগ্যে পড়িল রাজার।
পুরোধা বিবিধ দ্রব্য ল'য়ে উপহার,
প্রার্থনা করিল আসি' তনয়া তাঁহার ;
করস্থিত পূত দণ্ডে পরশি' ভূতলে,
একে একে অনুনয় করিল সকলে।
গীরিসের সুতগণ উল্লাস-অন্তরে,
ভীম নাদে অনুমতি দিল সমস্বরে,
(দেবতার সহ বাদ করিতে কে চায় ?)
প্রদান করিয়া কন্যা পূজিতে তাঁহায় ;
কিন্তু আট্‌রাইডিস্ সেনানী-প্রধান,
খেদাইয়া দিল তাঁয় করি' অপমান।
এপলো, ভক্তের হেরি' নয়ন আসার,
ত্যজিলেন শর, গ্রীকে করিতে সংহার।
মরকে অসংখ্য সেনা মরিল সবল ;
নয় দিন অবিরাম জ্বলে চিতানল।

প্রথম কাণ্ড।

দেবের প্রসাদে এক ভাবি-বাদী জন,
গণিয়া করিল ব্যক্ত বিপদ-কারণ।
সমবেত জনে (ব্যথা পাইয়া মরমে,)
প্রসন্ন করিতে দেবে কহিনু প্রথমে।
অতঃপর নরবর ক্রোধান্ধ-নয়ন,
আরম্ভিল ভীমনাদে করিতে গর্জ্জন।
যাজক-দুহিতা পরে সহ উপহার,
প্রেরিতা হইল পুনঃ স্বদেশে তাহার।
কিন্তু মা, দুর্ম্মতি রাজা, (আজ্ঞাকারী যার)
নাহি জ্ঞান ধর্ম্মাধর্ম্ম, করি' অবিচার,
আমা হ'তে উপকার না করি' গণন,
ব্রিসিস্ রমণী মম করিল গ্রহণ।
সন্তানে করুণা যদি থাকে গো জননি !
এই ভিক্ষা মাগি পদে, তবে গো এখনি,
দেব-সভা মাঝে পশি' অলিম্পস্ 'পরে,
ত্রিদিব-ঈশ্বরে কহ প্রতিশোধ তরে,।
হে দেবি, জানি গো আছে গৌরব তোমার,
দাঁড়াইলে তুমি মাতঃ, অগ্রে দেবতার,
রক্ষিতে ত্রিদিব-রাজ্য করি প্রাণপণ,
কাঁপায় স্বরগে যবে বিদ্রোহ ভীষণ।
রণেশ্বরী, যোভ-পত্নী, সহ দেবগণ,
ঘোর উচ্চ অভিলাষে হইয়া মগন,
কঠিন নিগড় করে, যোভে বাঁধিবারে,
উদ্যত হইল যবে স্বর্গ অধিকারে ;
তব আজ্ঞাক্রমে দেবি, আসিল টিটন্ ;

টিটন—অসুর।

(নরে কহে ব্রায়ারূস্, দেবে ইজিয়ন,)
প্রকাণ্ড-শরীর, স্বর্গে করে আরোহণ,
নহে হেন বলী যিনি* করে ভূকম্পন ;
স্বর্গ সিংহাসন পাশে দাঁড়ায়ে দর্পিত,
ক্রোধভরে শত বাহু করিল ঘূর্ণিত।
ত্যজিয়া নিগড়, ভয়ে দোষী দেবগণ,
হ'য়ে বশীভূত, ধরে যোভের চরণ।
হে দেবি, কহিয়া দেবে হেন উপকার,
সজল নয়নে পড়ি' চরণে তাঁহার,
মাগ ভিক্ষা, খেদাইতে গ্রীক্ বীরচয়ে,
হৃতদর্প বীরপনা, বারিধি-হৃদয়ে ;
চারিদিকে মৃতদেহ করিতে বিস্তার ;
জানাইতে গ্রীকে, শাপ ফলিল রাজার।
ধনমদে মত্ত দুষ্ট এগামেম্নন্,
চারি ভিতে হত সেনা করি' বিলোকন,
করুক রোদন, দোষ করিয়া স্বীকার ;
বীরেন্দ্রে ত্যজিয়া হেন দুর্গতি তাহার !

উত্তর করিল দেবী কাতর বচনে,
মুক্তাপাঁতি সম অশ্রু ঝরিল নয়নে ;—
অসুখী সন্তান, কেন জঠরে আমার,
জনমিলে, সহিবারে সন্তাপ অপার !
ধরাতলে অল্প তব জীবন সময়,
হায়রে, অদৃষ্ট বশে, তাও দুখময় !
ভীম ইলিয়ম্ দেশে যদি না আসিতে,
না পেতে সন্তাপ, কাল সুখেতে হরিতে।

---

* জলাধিপতি নেপ্‌চুন্। ইহার কোপে ভূমিকম্প হইয়া থাকে।

শৃঙ্গ মাঝে লবণাক্ত যব নিক্ষেপিয়া,
করে হত্যা স্বরগের পানেতে চাহিয়া।
বিচ্ছিন্ন করিয়া চর্ম্ম স্থূল দেহ হ'তে,
উত্তমাংশ দেবোদ্দেশে ফেলে অনলেতে।
আপনি পুরোধা বেদী পাশে দাঁড়াইয়া,
হোমানলে সোমরস দিতেছে ঢালিয়া।
ঘূর্ণিত হইয়া ধূম পরশে গগন ;
চারি ভিতে বাদ্য রব করে যুবাগণ।
এইরূপে উরুদেশ দেবে বলি দিল ;
অবশিষ্ট অংশ পরে রন্ধন করিল।
প্রস্তুত হইল খাদ্য ; বসে গ্রীক্‌গণ,
সারি সারি, পরসাদ করিতে গ্রহণ ;
প্রবল জঠরানল করি' নিবারণ,
মদিরা-তর্পণে ভোজ করে সম্পাদন।
মনোহর পানপাত্র মধুতে ভরিয়া,
বণ্টন করিল যত যুবকে মিলিয়া।
ধার্ম্মিক স্তাবকগণ করে স্তুতি গান
সমস্বরে। হয় ক্রমে দিবা অবসান।
গ্রীক্‌গণ ভক্তি ভাবে যোগ দিল তায় ;
এপলো প্রসন্ন ; ক্রোধ ক্রমশঃ মিলায়।
আসিল যামিনী ; পোতে গ্রীক্ বীরগণ,
নিদ্রায় আরামে নিশা করিল যাপন।
পর দিন প্রাতে পোত ফিবস্ কৃপায়,
অনুকূল বায়ুভরে ধীরে ধীরে যায়।
দুগ্ধ-ফেন-নিভ পাল কাঁপায় পবন,
নিম্নেতে গভীর বারি করিছে গর্জ্জন।

এইরূপে চলে সবে প্রফুল্লিত মনে ;
গ্রীকের শিবির পরে পড়িল নয়নে ।
গুটায়ে বিশাল পাল, ত্যজিয়া ক্ষেপণী,
তীরের উপরে আনি' রাখিল তরণী ।
হৃষ্টমনে বক্র পথে সবে অতঃপর,
গ্রীক্‌সেনা-শ্রেণী মাঝে চলিল সত্বর ।

এখনও একিলিস্‌ বীরের অন্তর,
করে দগ্ধ ক্রোধরূপ অনল প্রখর ।
শিবির মাঝারে বসি' না করি' বিবাদ,
করে চিন্তা, (হৃদে তাঁর বিষম বিষাদ,)
প্রদানিতে প্রতিশোধ । সম্মুখে তাঁহার,
ভীষণ হত্যার দৃশ্য আসে অনিবার !

কাটিল দ্বাদশ-নিশা । তপন-কিরণ
করিল প্রভাত । ফিরে চলে দেবগণ ।
অমরে পশ্চাতে ল'য়ে অমর-ঈশ্বর,
করিলেন আরোহণ শিখরি-শিখর ।
থিটিস্‌ বারিধি-বালা বুঝি' অবকাশ,
বারি হ'তে চারু দেহ করেন প্রকাশ ।
অভ্রভেদী অলিম্পস্‌ বিশাল আকার,
শোভিতেছে শত শির করিয়া বিস্তার ;
উচ্চ শৃঙ্গ 'পরে তার, একাকী বিজনে,
বসেন ত্রিদিবপতি স্বর্ণ সিংহাসনে ।
সুনীল-নয়না দেবী গজেন্দ্র গমনে,
পতিতা হইল আসি' যোভের চরণে,
কহিল সুস্বরে ;—দেব, জগত-কারণ !
প্রসন্ন যদ্যপি দাসী করেছে কখন,

করিয়া স্মরণ তবে পূর্ব্ব অঙ্গীকার,
যশোরাশি দাও প্রভো, কুমারে আমার।
অল্পায়ুর প্রতি খ্যাতি করেছ বিধান,
গ্রীকরাজ-করে এবে ভুঞ্জে অপমান।
ন্যায়বান তুমি দেব, সদা জ্ঞানময়,
ট্রয়ের বিজয় দাও, গ্রীকে পরাজয়,
যাবৎ গ্রীসের রাজ গর্ব্বিত-অন্তর,
হতাদর সুতে মম না করে আদর।
এতেক কহিল দেবী। ত্রিদিব-ঈশ্বর,
শুনিলেন মৌনভাবে, না দেন উত্তর।
শ্বেত ভুজে ধরি' পদ অসিত-নয়না,
কাতর বচনে পুনঃ করিল প্রার্থনা ;—
ত্রিলোক-ঈশ্বর, বাক্য কর অবধান,
প্রদান অভীষ্ট কিংবা কর প্রত্যাখ্যান।
দেব মাঝে, কহ মোরে দেব দয়াময়!
অনুগ্রহ-পাত্রী তব থিটিস্ কি নয়?
নিরস্ত হইল দেবী। ত্যজিয়া নিশ্বাস,
বজ্রপাণি মনোভাব করেন প্রকাশ ;—
কঠিন প্রার্থনা তব, গণি' পরমাদ ;
পরের কারণে হ'বে গৃহের বিবাদ।
হই যদি ট্রয় পক্ষে, (ভাবিয়া দেখনা,)
দেবতার অসন্তোষ, জুনোর গঞ্জনা!
ত্রিদিব-ঈশ্বরী, ত্বরা করহ গমন,
যাবৎ না দেখে দেবি, তব আগমন।
বারিধি-নন্দিনি! যাও জানিয়া কুশল,
অচিরে প্রার্থনা তব হইবে সফল।

করহ বিশ্বাস দেখি, ইঙ্গিতে আমার,
ট্রয়ের বিজয়-দান করিনু স্বীকার।
এত কহি' অনুগ্রহ করিতে বিধিত,
বিশাল মস্তক বজ্রী করেন কম্পিত।
প্রমাদ গণিল যত দেবতা নিকর;
অলিম্পস্ গিরিবর কাঁপে থর থর!

সমুদ্রে চলিল দেবী চপলা গমনে,
স্বর্গ-পতি তারাময় বিমান-ভবনে।
নত্রশিরে দ্রুতপদে অমর-নিকর,
পরিহরি' নিকেতন চলিল সত্বর।
বসিল অমর-নাথ। দিববাসিগণ
দাঁড়াইল সিংহাসন করিয়া বেষ্টন।
নীরব সকলে; দেবী ত্রিদিব-ঈশ্বরী
কহিল ত্রিদিব-নাথে সম্বোধন করি',—
(শ্বেতভুজা থিটিসের দেখি' আগমন,
জ্বলিছে হৃদয়ে তাঁর ক্রোধের দহন।)
কহ মোরে সুচতুর ত্রিদিবের পতি!
স্বর্গের সম্পদ ভুঞ্জে কোন্ ভাগ্যবতী?
অদৃষ্টের ফলাফল জুনো অবিদিতা,
বিফলে লভিনু নাম যোভের বনিতা!
আকৃষ্ট করিল মন এবে কোন্ জন,
প্রিয়া কাছে আত্মভাব করিছ গোপন?
উত্তর করিল বজ্রী,—জানিতে বাসনা,
না কর ললনে, মম পবিত্র মন্ত্রণা।
গূঢ় অদৃষ্টের ফল, করহ বিশ্বাস,
মম মুখে কদাচই না পারে প্রকাশ।

যোভের বিরোধী হ'য়ে রক্ষিবে তোমায়!
জানি দেবেশের বল; তোমারি কারণ,
স্বর্গ হ'তে ভূমে মোরে নিক্ষেপে যখন,
শূন্যপথে সারাদিন ঘুরিতে ঘুরিতে,
অধোমুখে দিবাশেষে পড়ি ধরণীতে।
পড়িনু লেম্নস্ দ্বীপে; বাসী সিন্থিয়ার,
দয়া করি' সংজ্ঞা দান করিল আমার।
এত কহি' হেমপাত্র পদ্মকরে দিল;
মৃদু হাসি' যোভ-পত্নী সুকরে লইল।
করিল অপর পাত্র পূর্ণ অতঃপর;
পর পর করে পান অমর নিকর।
ভল্ক্যান্ বিতরে সুধা! কাঁপায় আকাশ,
পান-মত্ত দেবতার উচ্চ পরিহাস।
এইরূপে দেবগণ যাপিছে সময়,
পবিত্র সঙ্গীতে পূর্ণ স্বর্গ সুখময়।
এপলো বাজান বীণা; মিউজ্ † নিকর,
কলকণ্ঠে সুধা বৃষ্টি করে পর পর।
ত্যজিয়া পশ্চিমাকাশ, প্রখর তপন
চলিলেন ধীরে ধীরে গুটায়ে কিরণ।
ভল্ক্যান্-রচিত বাসে দেবতা নিকর,
জানিয়া আগত নিশা চলিল সত্বর।

ভল্‌ক্যান্‌দেব খঞ্জ ছিলেন। সুধা দিবার সময় তাঁহার অসুন্দরভাবে গমনই দেবতাদিগের পরিহাসের বিষয়।

† মিউজ—সঙ্গীত প্রভৃতির দেবী। ইহাদের সংখ্যা নয়টি মাত্র।

স্বর্ণ-শয্যা পরে যোভ করিল শয়ন;
ত্রিদিব-ঈশ্বরী জুনো মুদিল নয়ন।

——§||§——

প্রথম কাণ্ড সমাপ্ত।

দ্বিতীয় কাণ্ড।

সেনাপরীক্ষা ও সৈন্যদলের বিবরণ।

বিষয়।

[illegible], গ্রীকদিগকে একিলিসের অভাব জ্ঞাত করিবার এগামেমননকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট স্বপ্ন দেবকে প্রেরণ করেন। ভূপতি মরকে ও একিলিসের সহিত মনান্তরে হতাশ হইয়া কৌশলে সৈন্যদলের অভিপ্রায় অবগত হইতে অভিলাষ করেন। এগামেমনন নিজে পলায়ন প্রসঙ্গ করিয়া রাজগণকে (যদি কেহ পলাইতে উদ্যত হয়) তাহা নিবারণ করিতে কহেন। অনন্তর তিনি সৈন্যগণকে সমবেত করিয়া আপন ভাব ব্যক্ত করেন। সৈন্যগণ দেশ-গমনের কথায় উল্লাসিত হইয়া পোত সাজাইতে প্রস্তুত হয়। উলেসিস্ তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া থার্সিটিস্‌কে অপমানিত করেন। সৈন্যগণ নিবৃত্ত হইলে বক্তৃতা আরম্ভ হয়; এবং নেষ্টরের পরামর্শানুসারে সৈন্য-সজ্জা আরম্ভ হয়। কবি এই অবকাশে উভয় পক্ষীয় বীরগণের বিবরণ বর্ণন করেন।

এই কাণ্ডের বর্ণিত ঘটনায় সমগ্র এক দিনও অতিবাহিত হয় নাই। দৃশ্য, প্রথমে গ্রীক শিবিরে ও সমুদ্র কূলে, পরে ট্রয়ে পরিবর্ত্তিত হয়।

নিদ্রার কোমল কোলে সুপ্ত নরগণ;
শিবিরে প্রবীর গ্রীক্ ঘুমে অচেতন;
স্বরগে নিদ্রিত এবে অমর-নিকর;
জাগরিত মাত্র যোভ্ ত্রিদিব-ঈশ্বর।
রক্ষিতে দেবীর মান, গ্রীকে পরাজয়
প্রদানিতে, চিন্তা এবে করে চিন্তাময়।
সত্বর আদেশে তাঁর শরীরী স্বপন,
দাঁড়াইল পুরে; দেব কহেন তখন;—
যাও মোহ! মর্ত্তলোকে সম সমীরণ,
নিদ্রায় বিভোর যথা এগামেমনন্।

আদেশ তাঁহার, কাল না করি' ক্ষেপণ,
পশিতে সমর-ক্ষেত্রে সহ সেনাগণ।
কহ তাঁয়, স্বর্গবাসী দেবের কৃপায়,
ট্রয়ের প্রাচীর ত্বরা পড়িবে ধরায়।
জুনোর প্রার্থনা গ্রাহ্য করি' দেবগণ,
স্বর্গের বিবাদ এবে করেছে ভঞ্জন।
দর্পভয়ে উচ্চশির ট্রয় ধরাতলে,
দলিত নিশ্চয় হ'বে গ্রীক্‌-পদতলে।
চলিল চপল মায়া তড়িত-গমনে,
শিবিরে ভূপাল যথা শয়ান শয়নে;
ধরি' নেষ্টরের বেশ, বৃদ্ধ জ্ঞানময়,
রাজার নিকটে আসি' আবির্ভূত হয়;
বিস্তারিয়া মায়াজাল, ছলিতে তাঁহার,
কহিল মাতায়ে হৃদি অলীক আশায়;—
ভুলিয়া রাজার চিন্তা, লভি' রাজনাম,
কেমনে ভূপাল, তুমি লভিছ বিরাম।
যে জন বীরের নেতা; আদেশে যাঁহার,
সমরী করিবে রণ; মন্ত্রণার ভার
যাঁর করে, শত শত মানবের প্রাণ
করিছে নির্ভর; যেই রাজার প্রধান;
হেন গুরু কার্য্য যাঁর, উচিত না হয়,
অলস নিদ্রায় কভু কাটাতে সময়।
ত্যজ নিদ্রা হে রাজন্‌, যোভের করুণা,
আসিয়াছি তব কাছে করিতে ঘোষণা।
উঠ মহীপাল, কাল না করি' ক্ষেপণ,
পশহ সমর-ক্ষেত্রে সহ সেনাগণ।

হে ভূপাল, স্বর্গ-পতি যোভের কৃপায়,
ট্রয়ের প্রাচীর ত্বরা পড়িবে ধরায়।
জুনোর প্রার্থনা গ্রাহ্য করি' দেবগণ,
স্বর্গের বিবাদ এবে করেছে ভঞ্জন।
দর্পভরে উচ্চশির ট্রয় ধরাতলে,
দলিত নিশ্চয় হ'বে গ্রীক্-পদতলে।
পরিহরি' বৃথা নিদ্রা, ধরি' উপদেশ,
পালন করহ ত্বরা যোভের আদেশ।

এত কহি' মায়াময় অলীক স্বপন,
মিশায়ে আঁধারে পুনঃ হয় অদর্শন।
অলীক আশায় মত্ত স্বপন-বচনে,
ট্রয়ের লুণ্ঠন রাজা করে মনে মনে,—
অদূরদরশী ভূপ না করি' বিশ্বাস,
কি আছে যোভের ইথে গূঢ় অভিলাষ,
উভয় পক্ষের কত আছে পরিশ্রম,
ভীষণ হত্যার দৃশ্য ভেদিবে মরম!
উঠিলেন ব্যগ্র ভাবে, স্বপন-বচন,
চিন্তার শ্রবণে পুনঃ করেন শ্রবণ।
প্রথমে কোমল বাসে ঢাকি' কলেবর,
রাজবেশ মহীপাল পরে তার পর;
পাদুকা পরিল পায় রতন-খচিত;
পৃষ্ঠেতে বিশাল ঢাল বাঁধিল ত্বরিত।
দেবদত্ত রাজদণ্ড অতি সুশোভন,
অবশেষে মহীপাল করেন ধারণ।
স্বরগে সুন্দরী ঊষা পাইল প্রকাশ;
বিমল তপন-করে পূরিল আকাশ।

দূতগণে মহীপতি করিল প্রেরণ,
সেনাদলে রাজ-আজ্ঞা করিতে জ্ঞাপন।
মানিল আদেশ সেনা। ভূপতি ত্বরায়,
চলিলেন রণতরি বিরাজে যথায়।
পিলসের রাজা সহ তরণী উপর,
মিলিয়া বীরের সভা রচে নরবর।
বসিল সেনানীগণ ; রাজেন্দ্র তখন,
প্রফুল্ল বদনে ব্যক্ত করেন মনন ;—
শুন মিত্রগণ ! শুন সামন্ত নিকর !
করহ বিশ্বাস, মুগ্ধ আমার অন্তর।
গত রাত্রে ছিনু গাঢ় নিদ্রায় মগন,
সম্মুখে দেখিনু এক স্বর্গীয় স্বপন ;
নেষ্টরের সম বেশ, সমান আকৃতি,
মধুর বচন মুখে, সমান প্রকৃতি ;
দাঁড়ায়ে নিকটে, হৃদি মাতায়ে আশায়,
লভিছ বিরাম ভূপ ! (কহিল আমায়)।
যে জন বীরের নেতা ; আদেশে যাঁহার,
সমরী করিবে রণ ; মন্ত্রনার ভার
যাঁর করে, শত শত মানবের প্রাণ
করিছে নির্ভর ; যেই রাজার প্রধান ;
হেন গুরু কার্য্য যাঁর, উচিত না হয়
অলস নিদ্রায় কভু যাপিতে সময়।
ত্যজ নিদ্রা হে রাজন্‌ ! যোভের করুণা,
আসিয়াছি তব কাছে করিতে ঘোষণা।
উঠ মহীপাল, কাল না করি' ক্ষেপণ,
পশহ সমর ক্ষেত্রে সহ সেনাগণ।

হে রাজন্, স্বর্গবাসী দেবের কৃপায়,
ট্রয়ের প্রাচীর ত্বরা পড়িবে ধরায়।
জুনোর প্রার্থনা গ্রাহ্য করি' দেবগণ,
স্বর্গের বিবাদ এবে করেছে ভঞ্জন।
দর্পভরে উচ্চশির ট্রয় ধরাতলে,
দলিত নিশ্চয় হ'বে গ্রীক্ পদতলে।
ধর উপদেশ, আজ্ঞা করহ পালন।
কহি' অদর্শন ত্বরা হইল স্বপন।
হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, যদি প্রসন্ন ঈশ্বর,
সেনাদলে উত্তেজিত করহ সত্বর।
কত বা সাহস ধরে দেখ বিচারিয়া,
নয়বর্ষব্যাপী যুদ্ধে বিফলে যুঝিয়া।
প্রথমে প্রসঙ্গ আমি করি পলায়ন ;
মিলিয়া সকলে ইহা কর নিবারণ।

বসিল ভূপাল ; কহে উঠিয়া নেষ্টর,
(জ্ঞানবান মাননীয় পিলস্-ঈশ্বর) ;
কর অবধান ওহে গ্রীক্ রাজগণ !
না হয় অলীক কভু পবিত্র-স্বপন,
প্রেরিল ঈশ্বর যায় ভূপতির পাশ,
গ্রীক্দলে অনুগ্রহ করিতে প্রকাশ।
চল ত্বরা, দেব আজ্ঞা ধরি' শিরোপর,
উত্তেজিতে সেনাদলে হইব তৎপর।

নিরস্ত হইল প্রাজ্ঞ ; যত রাজগণ,
উঠেন সত্বর আজ্ঞা করিতে পালন।
সেনানী সম্মুখ ভাগে, সমরীর দল,
দ্রুত স্রোতসম, কূল ছাইল সকল।

রাখাল উন্নত গিরি করি' আরোহণ,
বিস্মিত নয়নে যথা করে বিলোকন,
দলবদ্ধ দূরব্যাপ্ত মক্ষিকা-নিকর,
আঁধারিয়া নভোস্থল ধায় পর পর ;
বধিরিয়া কান উচ্চ গুণ গুণ স্বরে,
উরে সে সজীব মেঘ উপত্যকা'পরে ;
সেইরূপ সেনাদল ত্যজিয়া শিবির,
অন্ধকার করি' ছায় বারিধির তীর।
বীরদাপে সিংহনাদ করে বীরদল ;
পদভরে ক্ষিতিতল করে টলমল।
প্রথমে গৌরব চলে, যোভের কিঙ্কর,
বিস্তারিয়া হেমপক্ষ আকাশ উপর।
উচ্চরবে রাজআজ্ঞা করিয়া ঘোষণ,
নিবারে সেনার গতি দূত নয় জন।
শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে সেনা দাঁড়াইল সব ;
ক্রমে ক্রমে মিলাইল উচ্চ কলরব।
উচস্থানে রাজেশ্বর দাঁড়াইল পরে,
হেমময় রাজদণ্ড শোভে তাঁর করে,
ভল্ক্যান্-রচিত দণ্ড ;—দেবের প্রধান,
দয়াবান হার্মিসেরে* করেন প্রদান ;
পেলোপস্ পাইল পরে ; আসে অবশেষে,
মাননীয় দেবভক্ত এট্রুসের বশে ;
মহাধন থিস্টিস্ পায় তার পর ;
করিতেছে শোভা এবে রাজেশের কর।
হেন দণ্ড 'পরে রাজা করিয়া নির্ভর,

হার্মিস্—শিল্প বানিজ্য প্রভৃতি লাভোপায়ের দেব। দেব দূত।

সুকৌশলে প্রকাশিল আপন অন্তর ;—
শুন ওহে গ্রীক্‌গণ ! সমরের বল !
তোমাদের দুখে কাঁদে অন্তর কেবল।
যোভের বিচার দেখি' হয়েছি নিরাশ ;
বৃথা ভবিষ্যৎ বাণী করিনু বিশ্বাস !
জিনিয়া শত্রুর দেশ হ'য়ে পুলকিত,
নিরাপদে দেশযাত্রা ছিল অঙ্গীকৃত ;
ধন মান যশঃ লজ্জা করি' পরিহার,
রক্ষিতে পরাণ এবে পলায়ন সার !
যোভের নির্ব্বন্ধ ইহা, আদেশে যাঁহার
পতন রাজ্যের কিংবা সুদূর বিস্তার।
নির্ম্মূল করেন তিনি নরের বিশ্বাস ;
বহুদেশ, সেনাদল পাইছে বিনাশ।
হায় ! কি ভীষণ লাজ, শেষে পলায়ন !
এ হেন কলঙ্ক কভু না হ'বে মোচন।
এক কালে শৌর্য্য যার জগত ঘোষিত,
দুর্ব্বল অরির কাছে এবে পরাজিত !
অল্প মাত্র ট্রয়বাসী ; জিনি' যদি রণ,
গ্রীক্ বীরকুল বসে করিতে অশন,
দশ জন প্রতি সারে, (দুখ কব কায় !)
এক মাত্র ট্রয়-দাস মদিরা যোগায় !
নির্ম্মূল গ্রীকের আশা ; বিদেশীয়গণ,
ট্রয় পক্ষে সেনাদল করিছে প্রেরণ।
বিদেশে সমর বেশে করি' আগমন,
ক্লেশকর নয় বর্ষ করিনু ক্ষেপণ।
ছিন্ন ধনুর্গুণ এবে, ভগ্ন রণতরি ;

কাঁদিছে হৃদয় দশা দরশন করি' !
স্বদেশ-গমনে সবে হওহে তৎপর ;
গৃহেতে বনিতা পুত্র কাঁদে নিরন্তর।
স্নেহ-দয়া-মায়াপূর্ণ মানব-জীবন ;
করিবে সংসারী নর সংসার পালন।
ভগ্নতরি আরোহণে, ত্যজি' লাজ ভয়,
স্বদেশ-গমন কভু অসম্ভব নয় !
গ্রীস্‌বাসী, ত্বরা করি' কর পলায়ন ;
ট্রয়-জয়ে অভিলাষ না ক'র কখন।

অজ্ঞাত রাজার মর্ম্ম সমরীর দল
বাখানে এ বাক্য ; সেনা হইল চঞ্চল ;
পূরবদক্ষিণ বায়ু গর্জ্জিয়ে যখন,
পর্য্যায়ে তরঙ্গমালা আস্ফালি' তেমন,
বিলোড়ি' ফেনিল সিন্ধু মহাবেগ ভরে,
প্রবাহিত আইকেরীয় তীরভূমি'পরে।
হেমন্তে বহিলে যথা পশ্চিম সমীর,
ক্ষেত্র মাঝে শস্যদল হয় নত শির ;
ধাবিল অসংখ্য সেনা শিরে শিরস্ত্রাণ ;
তপন কিরণে জ্বলে বর্ষা খরশান।
উচ্চ কল কল রব ভেদিছে গগন ;
রণতরি পানে সেনা ধায় অগণন।
উল্লাসে চীৎকার করি' কহিছে সকলে,
সাজাইয়া তরি ত্বরা ভাসাইতে জলে।
পরিশ্রমে স্বেদ ঝরে, ধূলায় আঁধার,
বিকট আনন্দ-রব করে বার বার।
রণ ত্যজি' যদি গ্রীক্ করে পলায়ন,

বিফল হইবে তবে ট্রয়ের পতন।
ঈশ্বরী সেনার গতি হেরিল নয়নে ;
ত্যজি' শ্বাস কহে দেবী কাতর বচনে :—
একি লজ্জা ! গ্রীক্‌সেনা করে পলায়ন
তবে কি পাতকী জাতি না হ'ল শাসন ?
প্রায়াম্‌ ট্রয়ের পতি এবে নিরাপদ,
পারিস্‌ হেলেনা সহ ভুঞ্জিবে সম্পদ ?
গ্রীক্‌ বীর, হত যারা হেলেনার তরে,
থাকিবে কি ঐ ভাবে রণ ক্ষেত্র 'পরে ?
কখনই নয় ; ভয় করি' পরিহার,
ভীষণ সমর-সজ্জা করুক আবার।
ত্বরা দেবি ! মর্ত্ত্যলোকে করিয়া গমন,
গ্রীকের স্বদেশ-যাত্রা কর নিবারণ।
মিনার্ভা, জুনোর আজ্ঞা ধরি শিরোপর,
ত্যজি' অলিম্পাস্‌ মর্ত্তে চলিল সত্বর।
দেশের কল্যাণ-চিন্তা হৃদয়ে যাঁহার,
স্নিগ্ধ যশোভাতি যাঁর ভাতিতে সংসার,
দাঁড়ায়ে অচল ভাবে লজ্জায় মগন,
বিজ্ঞ উলেসিসে দেবী করে বিলোকন।
শুন বীর ! (কহে দেবী) কাপুরুষগণ,
ভীষণ কলঙ্ক শিরে করিয়া ধারণ,
পলাইবে দেশে, লজ্জা করি' পরিহার,
প্রায়াম্‌ বংশের খ্যাতি ক'রে কি বিস্তার ?
হেলেনা বন্দিনী তবে রবে কি কেবল ?
গ্রীকের রুধিরপাত হ'ল কি বিফল ?
বিজ্ঞ ইথেকস্‌, লজ্জা কর নিবারণ ;

ফিরাও সত্বর পুনঃ সমবীর মম।
উগ্র প্রগল্‌ভতা তব করহ প্রকাশ;
ট্র য়ের পতনে ধীর, ধরহ বিশ্বাস।
দেবীর বচনে বিজ্ঞ হ'য়ে উত্তেজিত,
প্রস্তুত হইল আজ্ঞা পালিতে ত্বরিত।
প্রথমে যাইয়া বীর রাজেশের পাশ,
নিল দণ্ড, করিবারে প্রভুত্ব প্রকাশ।
এরূপে সাজিয়া জ্ঞানী লভিবারে মান,
সেনাদল মাঝে দ্রুত হয় ধাবমান,
বিখ্যাত সেনানী কিংবা বীর রাজগণে,
আয়ত্ত করিল ত্বরা বিনয় বচনে;—
তোমাদের বীরপনা, প্রাজ্ঞতা প্রখর,
দৃষ্টান্তে করিবে দৃঢ় সেনার অন্তর।
চতুর ভূপের ভাব না আছ বিদিত,
জানিতে সাহস তাঁর ইচ্ছা সুনিশ্চিত।
কাপুরুষ গ্রীক্‌ ক্রুদ্ধ করিবে তাঁহায়;
পলায়নে ভূপতির নাহি অভিপ্রায়।
যোভের রক্ষিত রাজা; যোভ হ'তে মান;
কঠিন ভূপের ক্রোধ, হও সাবধান।
নিবারিল দুষ্টে, যাহে বিনয় বিফল,
কর্কশ বচনে কিংবা প্রয়োগিয়া বল;—
ওরে অজ্ঞ, দুরাচার, কাপুরুষ নর!
প্রবল জনের আজ্ঞা পালহ সত্বর।
হায়! কি লজ্জার কথা! এবে ট্রয় দেশে,
অপদার্থ গ্রীস্‌বাসী সমরের বেশে!
নিরস্ত হওরে নীচ; বৃথা অভিলাষ,

হেন স্থানে আধিপত্য করিতে প্রকাশ।
প্রভুত্ব রাজেশে দিল দেবের প্রধান ;
নতশিরে সেনা তাঁর পালিবে বিধান।
এ হেন বচনে বীর শাসে সেনা সব ;
দুর্দ্দান্ত হইল নত, উদ্ধত নীরব।
দলবদ্ধ সেনা তরি করি' পরিহার,
ব্যগ্রভাবে তীরে সবে নামে পুনর্ব্বার ;
চলে সবে কল কলি' ; গর্জ্জিলে সাগর,
প্রবাহে তরঙ্গ যথা তীরভূমি 'পর ;
তুলিয়া বিকট ধ্বনি, বিচূর্ণিত কূল ;
উলম্ফে জলধি জল ; বাজে গিরিকুল।
থামিল সেনার গতি, উচ্চ কলরব ;
ধীরতা শিবির-শ্রেণী করিল নীরব।
থার্সিটিস্ কটু ভাষী উদ্ধত স্বভাব,
প্রকাশে চাৎকার করি' নিজ মনোভাব ;
লাজ হীন, অভিমান না আছে তাহার,
পরিবাদে পটু, মুখে সদা তিরস্কার ;
ঈর্ষা হেতু ভাবে সুখ কলঙ্ক রটিতে ;
বিদ্রুপে আনন্দ তার, ধূর্ত্ত ধরণীতে ;
নিন্দিতে ভূপালে তার বাঞ্ছা প্রধানতঃ ;
ভেদিতে গুণীর মর্ম্ম খুঁজে অবিরত
গুণ অনুরূপ দেহ—অতি কদাকার,
অন্ধ এক আঁখি, খঞ্জ এক পদ তার।
উচ স্কন্ধ বক্ষদেশ করেছে কুঞ্চিত ;
মস্তকে বিরল কেশ,—নহে সুগঠিত ;
বক্র দৃষ্টিপাতে নরে দেখে অবিরত,

সকলে ঘৃণিত তার, সাধু বিশেষতঃ।
উলেসিস্, একিলিস্ নিন্দাপাত্র তার;
বটিতে রাজার দোষ আনন্দ অপার।
জীবে বহুকাল; ঘৃণা করে গ্রীক্‌গণ,
বিরক্ত কথায়, কিন্তু শুনিবে বচন।
কর্ক্কশ কণ্ঠের স্বর; কাঁপায়ে আকাশ,
রাজার উদ্দেশে কহে করি' পরিহাস,

লভিয়া রাজার পদ, পুনঃ কি কারণ,
প্রকাশে মরম ব্যথা এগামেম্‌নন ?
তোমারি সেনার ধন—শোণিতের ফল।
তব সুখভোগ হেতু সুন্দরী সকল।
গ্রীক্‌গণ যুঝে সদা করি' প্রাণ পণ,
বিশাল সিন্ধুক তব করিতে পূরণ।
ধন রাশি 'পরে শয্যা; তবে কেন আর,
ঝরিছে নয়ন, অর্থ হেতু কি ইহার ?
কহ প্রকাশিয়া, পুনঃ করি' রণ সাজ,
প্রবেশি' সেনার সহ ট্রয় পুর মাঝ,
বাঁধিয়া কি রাজবংশ আনিব এখানে,
উদ্ধারিতে ইলিয়ম্ বহু অর্থ দানে ?
কাজ নাই বিসংবাদে, গৃহে আছে ধন;
সেনানীর দ্রব্য ভোগে এবে কি মনন ?
কিংবা যদি হে রাজন, কর অভিলাষ,
সুন্দরী বন্দিনী কোন আসিবে কি পাশ ?
সকলের প্রভু তুমি; কঠিন শাসন,
ভয়াতুর প্রজাকুল করিবে পালন।
একিয়ার নারীগণ! (নর নহ আর!)

চল সবে দেশযাত্রা করি পুনর্ব্বার।
ভোগ-অভিলাষী রাজা জ্ঞানী সদাশয়,
আমোদে ফ্রিজিয়া দেশে কাটান সময়।
হ'ব আবশ্যক কালে,—আসিলে হেক্টর;
কিংবা বীর একিলিস্ নির্ভীক অন্তর;
দিলাম ব্রিসিসে, রাজা করিল গ্রহণ
বঞ্চি' তাঁয়, যাঁর নামে কাঁপে বীরগণ!
যদি দেয় প্রতিশোধ, (অযুক্ত প্রশ্রয়।)
গুরু অত্যাচার রাজা ত্যজিবে নিশ্চয়।
হেন নিন্দাবাদ শুনি' ত্যজিয়া আসন,
উঠিলেন উলেসিস্ করি' উলম্ফন;
ক্রোধেতে অধর কাঁপে; আরক্ত নয়নে,
নিরখি' পামরে, কহে কঠিন বচনে;—
ক্ষান্ত হরে দুরাচার! হ'বে পরমাদ:
দেশের আপদ, জন্ম করিতে বিবাদ!
রে রাক্ষস! দুষ্ট জিহ্বা করহ দমন;
রটিতে রাজার নিন্দা বাঞ্ছ অকারণ।
না জান করিতে রণ, মন কলুষিত,
বহু দিন গ্রীক্ মাঝে আছ পরিচিত।
ভেবেছ কি তব সম দাসের কথায়,
স্বদেশে পলাবে সেনা ত্যজিয়া রাজায়?
দেব 'পরে দেশ-যাত্রা আছয়ে নির্ভর;
আমাদের চিন্তা মাত্র জিনিতে সমর।
মানিলাম, সেনা ধন করিছে প্রদান,
কি দিয়াছ তুমি ভূপে বিনা অপমান?
নরেশ বীরের ধন লইবে সকল,

তুমি কি সে বীর? তবে বচনে কি ফল?
কর যদি দুরাচার, দুর্নাম আবার,
দেবের নিকটে ভিক্ষা রহিল আমার,—
নাহি দেখি তনয়ের সুধাংশু-বদন,
এ ঘৃণিত দেশে মোর হউক পতন,
সমরের সাজ, যাহা পরিছ এখন,
স্বহস্তে যদ্যপি আমি না করি হরণ;
রাজার সভায় যদি দিই প্রবেশিতে;
নাহি দেখে যদি গ্রীক্ নয়ন ঝরিতে।
এতেক কহিল বীর। ভয়ে দুরাচার,
জড় সড়; পৃষ্ঠে দণ্ড পড়িল তাহার।
ভ্রমি' রক্ত কণা, স্থান আরক্ত হইল;
অশ্রুর প্রবল ধারে বসন তিতিল।
কম্পিত শরীরে ভয়ে বসি' দুরাচার,
মুছিল যুগল করে নয়ন-আসার।
সবিস্ময়ে পরস্পর কহে সেনাগণ,
উলেসিস্ অপরূপ করিল সাধন!
অসমসাহসী ইনি, জ্ঞানী গুণবান,
গুণ অনুরূপ কর্ম্ম করিল বিধান।
দেশের গৌরব, মান রক্ষিতে রাজার,
শাসিতে অসতে বাঞ্ছা সতত ইঁহার।
দৃষ্টান্তে দুর্জ্জনে ভয় করি' প্রদর্শন,
করিলেন নিরাপদ রাজ-সিংহাসন।
এরূপে প্রশংসে সেনা; বলিতে বচন,
উলেসিস্ রাজদণ্ড করে উত্তোলন।
পালাস্* অসিত-আঁখি (ধরি' দূত-বেশ,)

* পালাস্—মিনার্ভাদেবীর নামান্তর। রণেশ্বরী। বিদ্যাদেবী।

আদেশেন যাক্যে মন করিতে নিবেশ।
উৎসুক সমরিদল নীরবে দাঁড়ায়,
জ্ঞানময় বাক্য তাঁর শ্রবণ আশায়।
চিন্তা করি' কিছু ক্ষণ জ্ঞানীর প্রধান,
প্রবল বক্তৃতা-স্রোতে হ'ন ভাসমান ;—
অসুখী ভূপাল! তোমা গ্রীক্‌গণ হায়!
লজ্জায় করিয়া ত্যাগ, কলঙ্কে ডুবায়!
আর্গসে সকলে যাহা করে অঙ্গীকার,
তব ভাগ্যদোষে এবে বিপর্য্যয় তার।
একবাক্যে গ্রীস্‌বাসী বলিল তখন,
না ফিরিবে দেশে, ট্রয় না করি' দমন।
স্বদেশের তরে সেনা করে অশ্রুপাত,
স্ত্রী পুত্রে স্মরিয়া এবে কাঁদে দিন রাত!
পরিজনে ত্যজে কোন্ পাষাণ-হৃদয়,
মাসেক সমুদ্র-বাসে ক্লান্ত কেবা নয়?
প্রবল ঝটিকাভরে উঠিলে তুফান,
করি অভিলাষ লাভে নিরাপদ স্থান ;
নয় বর্ষব্যাপী বাসে দেশে দুখময়,
গ্রীকের আক্ষেপ কভু দোষাবহ নয়।
খেদের কারণে আমি না নিন্দি সেনায় ;
পরাজিত! এ কলঙ্ক চিরস্থায়ী হায়!
"দেবতার কোপানলে ট্রয়ের বিনাশ,"
ক্যাল্কসের ভাবি-বাণী করহ বিশ্বাস।
অলিসে ঘটিল যেই অদ্ভুত ঘটন,
প্রদানিতে সাক্ষ্য তার পারে গ্রীক্‌গণ।
স্রোতের নিকটে বেদী করিয়া নির্ম্মাণ,

অনলে আহুতি যবে করিনু প্রদান ;
(বিস্তারিয়া ছায়া যথা তাল তরুবর,)
কম্পিত হইল বেদী, অতি ভয়ঙ্কর,
উঠিল ড্রাগন্ * এক ভেদিয়া ধরণী,
ভাবিচিহ্ন, যোভদেব প্রেরিল আপনি
ত্বরা অজগর বৃক্ষে করি' আরোহণ,
বেষ্টন করিল তায় গর্জ্জিয়া ভীষণ।
অষ্ট শাবকের সহ তরু শিরোপরে,
পক্ষিণী কোমল নীড়ে সুখে বাস করে।
সভয়ে শাবকগণ করিল চীৎকার ;
একে একে কবলিত কবলে তাহার।
অকস্মাৎ এ ভীষণ দেখি' পরমাদ,
উড়িল পক্ষিণী শোকে করি' আর্ত্তনাদ ;
নীড় পাশে যায় পরে হইয়া নিরাশ ;
পক্ষে ধরি' সর্প তা'য় করিল গরাস।
কিন্তু না বাঁচিল সর্প, হইল পাষাণ,
অলিসেতে চির সাক্ষ্য করিতে প্রদান।
যোভের ইচ্ছিত ইহা ; তাই বীরগণ !
হয়েছি সাহসী মোরা করিবারে রণ।
দেখি' এ অদ্ভুত দৃশ্য কম্পিত চরণে,
দাঁড়াইনু সবে, বাক্য না সরে বদনে।
কহেন ক্যাল্কস্ পূর্ণ বলে দেবতার ;—
"গ্রীক্ বীরগণ ! ভয় কর পরিহার।
অদ্ভুত ইঙ্গিত যোভ্ করিল প্রেরণ ;
বহু পরিশ্রমে কার্য্য হইবে সাধন।

* ড্রাগন—পক্ষযুক্ত পৌরাণিক সর্প।

যতগুলি পক্ষী নাশ করিল নাগেশ,
তত বর্ষ গ্রীক্‌গণ পাবে নানা ক্লেশ।”
দশম বৎসরে হ’বে ট্রয়ের পতন,
কহে ভাবিবাদী মিথ্যা না হ’বে কখন।
ধীর মনে বীর বৃন্দ! থাক অপেক্ষায়;
পলায়নে ট্রয় হ’বে নিরাপদ হায়!

এতেক কহিল বিজ্ঞ। সমরীর দল,
আনন্দে প্রশংসে তাঁয় করি’ কোলাহল।
কহেন নেষ্টর;—তর্ক কর পরিহার,
বচনে বালক সবে, অন্তর অসার!
ভীষণ প্রতিজ্ঞা এবে কোথায় রহিল?
একতা কি হ’ল শেষ, যুদ্ধ ফুরাইল?
হোমানলে দিয়া বলি কর অঙ্গীকার,
বিশ্বাস পাইল নাশ ধূম সম তার!
বিফল বচসা করি’ কাটাও সময়,
ট্রয়ের বিজয় ইথে অসম্ভব নয়।
আটরাইডিস্! কর সাহসে নির্ভর;
পশিব সমরে, পথ দেখাও সত্বর।
থাকুক তাহারা, যা’রা গ্রীসের কারণ,
পালিতে আদেশ তব না করে মনন।
অবশ্য জিনিব রণ যোভের কৃপায়;
দেখুক গ্রীসের জয় মাতিয়া ঈর্ষায়।
যেই দিন শুভক্ষণে গ্রীক্ বীরগণ,
ভাসাইল তরি, ট্রয় করিতে দমন,
শুভ চিহ্ন স্বর্গপতি সম্মুখে প্রেরিল;
কড় কড় নাদে বজ্র আকাশ ভেদিল।

সাহসে মাতিয়া এবে করহ সমর,
যাবৎ না সেনা ধরে ট্রয়নারী-কর ;
যত কাল হেলেনার না হয় উদ্ধার ;
যাবৎ না ঝরে অশ্রু ট্রয়-বিধবার।
যদি কোন নীচাশয় গ্রীকের তনয়,
চাহে পলাইতে দেশে ত্যজি' লাজ ভয় ;
ভাসাক তরণী ! যা'র মরণেতে ভয়,
সর্ব্বাগ্রে পতন তার উপযুক্ত হয় !
আশ্বাস সেনানীগণে এবে হে রাজন !
উপদেশ তা'সবার করহ পালন।
মম বাক্য যেন ভূপ ! না হয় বিফল ;
জাতি বংশ ক্রমে ভাগ কর সেনাদল।
নিজ সেনা সেনাপতি করুন চালন ;
করুন সুদৃঢ় কহি' আশ্বাস বচন।
তব সেনাদল মাঝে যদি কোন জন,
করে রণ, কিংবা আজ্ঞা না করে পালন,
এরূপে করিলে যুদ্ধ জানিবে নিশ্চয় ;
কি কারণে ইলিয়ম্ পরাজিত নয় ;
ট্রয়-ভাগ্য, কিংবা হীন গ্রীক্ বাহু বল
দেবতা নিবারে, কিংবা মানব সবল।
কহিল ভূপাল তাঁয় ;—তুমি জ্ঞানবান,
বয়সে স্থবীর, বাক্যে দেবতা সমান।
গ্রীকের মঙ্গল তরে যদি দেবগণ,
তব সম দশ বিজ্ঞে করিত প্রেরণ !
হেন প্রজ্ঞা ট্রয় ধ্বংস করিবে নিশ্চয় ;
প্রায়ামের সেনাদল পাইবে বিলয়।

ব্যাঘাত দিতেছে যোভ ; কৃপাপাত্র নয়,
বিফল তর্কেতে যারা কাটায় সময় ।
মহাবীর একিলিস্ ত্যজেছে এখন ;
আমারি সকল দোষ, রমণী কারণ !
বন্ধুভাবে যদি দোঁহে হই একত্রিত,
ইলিয়ম্ ধ্বংসময় হইবে [illegible] ।
কর অল্লাহার এবে বীরেন্দ্র [illegible]কর !
লভিয়া বিশ্রাম, পশ সমরে সত্বর ।
প্রত্যেকে শাণিত বর্ষা করহ ধারণ ;
লহ ঢাল, ভাতি যার ঝলসে নয়ন ;
উত্তেজিত কর রণ-তুরঙ্গ নিকরে ;
সাজাও সত্বর রথ সমরের তরে ।
আজি,—এ ভীষণ দিনে সকলের ভার,
দিবসে বিশ্রাম সুখ না পাইবে আর ।
যাবৎ না গ্রাসে মৃত্যু অথবা তিমির,
পড়ুক সাহসী, সেনা শ্রাবুক রুধির ;
যাবৎ সমরী স্বেদপূর্ণ কলেবরে,
দুর্ব্বহ বিশাল ঢাল ধরিবারে পারে,
নিক্ষেপিতে বর্ষা সেনা পারে যতক্ষণ,
যাবৎ না হয় ক্লান্ত রণ-অশ্বগণ,
তরি মাঝে র'বে যেই হইয়া অলস,
লঙ্ঘিতে আদেশ যার হইবে সাহস,
নহে উপযুক্ত তার সমরে মরণ,
শকুনি কুকুরে মাংস করিবে ভক্ষণ ।
থামিল ভূপাল ; সেনা করে আস্ফালন,
গর্জ্জয়ে তরঙ্গ যথা বহিলে পবন ;

কূলস্থিত গিরিশ্রেণী প্রতিঘাতে যার,
কর্ণভেদী বজ্রনাদ করে অনিবার।
ধাবিল শিবির পানে ত্বরা সেনাগণ;
জ্বালিল অনল; ধূম পরশে গগন।
নিক্ষেপিয়া বলি তায়, বিজয় কারণে,
করিল প্রার্থনা সবে অঞ্জলি বন্ধনে।
পঞ্চম বর্ষীয় বৃষ অতি বলবান,
যোভোদ্দেশে ল'য়ে চলে রাজার প্রধান;
মাননীয় গ্রীকে তথা করে নিমন্ত্রণ;
প্রথমে নেষ্টর বৃদ্ধ করে আগমন;
ভূপতি ইডোমিনুস্ আসে তার পর;
উভয় এজাক্স্* পরে আসিল সত্বর।
আসিলেন উলেসিস্ ভূপতি সদনে;
অবশেষে মেনিলস্ বিনা নিমন্ত্রণে।
দাঁড়া'ল প্রবীর পশু করিয়া বেষ্টন,
করেতে পিষ্টক, বলি প্রদান কারণ।
প্রার্থনা করিল রাজা,—ত্রিদিব-ঈশ্বর!
অশনি প্রতাপে তব গর্জ্জে নিরন্তর,
সুখময় স্বর্গ 'পরে তব বাসস্থান,
অচিন্ত্য, অসীম তুমি দেবের প্রধান!
না হইতে অস্তমিত প্রখর তপন,
যাবৎ না পরে ধরা আঁধার বসন,
এই ভিক্ষা মাগে দাস, গ্রীক্ বাহুবল,
ট্রয়ের প্রাকার যেন করে সমতল।
বধুক হেক্টরে মম ভীম তরবার;

---

* এজাক্স্—টেলামন্ ও এজাক্স্ অইলুস্।

অনিবার চারি ভিতে হ'ক হাহাকার !
দেবপতি যোভ হেন প্রার্থনা-বচনে
নিক্ষেপিল শূন্যে, স্থান না দিয়া শ্রবণে।
যতই হোমের ধূম পরশে গগন,
দুরদশা তত দেব করিল সৃজন।
প্রার্থনা সমাধা করি' প্রবীর নিকর,
যবযুক্ত পশু হত্যা করিল সত্বর ;
বিচ্ছিন্ন করিয়া চর্ম্ম স্থূল দেহ হ'তে,
উরুদেশ দেবোদ্দেশে ফেলে অনলেতে :
রাখিল উপরে তার, অন্ত্রে জড়াইয়া,
সর্ব্বাঙ্গের শ্রেষ্ঠ খণ্ড বাছিয়া বাছিয়া
গগনে বিস্তারি' ধূম, পবিত্র অনল,
বলিদ্রব্য আত্মসাৎ করিল সকল।
এইরূপে উত্তমাংশ দেবে বলি দিল,
অবশিষ্ট অংশ পরে রন্ধন করিল।
প্রস্তুত হইল খাদ্য ; বসে বীরগণ,
ফুল্ল মনে এক সনে করিতে অশন।
প্রচুর আহার করি' নিবারি' ক্ষুধায়,
নীতিজ্ঞ নেষ্টর বৃদ্ধ কহিল রাজায় ;—
আদেশ ঘোষকগণে ভূপাল প্রধান !
বিপুল বাহিনী তব করিতে আহ্বান।
সতর্কে পরীক্ষা রাজা, কর সেনাদলে ;
যোভের কৃপায় ত্বরা চল রণস্থলে।
অবিলম্বে ভূপ আজ্ঞা করিল প্রদান।
দূতগণ সেনাদলে করিল আহ্বান।
সেনানী বেষ্টিল রাজে। বংশ অনুসারে

বিভক্ত সমরিকুল দাঁড়া'ল দুধারে ।
বিমানে বিবুধ-বালা * করি' বিচরণ,
ব্যগ্র মনে বীরগণে করে বিলোকন ;
ইজিস্, † যোভের ঢাল, করে শোভা পায়,
রণস্থল আলোকিত করিয়া আভায় ।
শত শত সর্প তার উপরে গঠিত,
দুলিছে ঝালর সম সুবর্ণ নির্ম্মিত ।
হেন ভীম ঢাল সহ ভ্রমি' নভোস্থলে,
আশ্বাসিত করে দেবী গ্রীক্ সেনাদলে ।
পলায়নে অভিলাষ না রহিল আর ;
হৃদয় সমররঙ্গে নাচিল সবার ।
উচ্চ গিরি 'পরে যথা নিকুঞ্জ মাঝারে,
জ্বলন্ত অনল শিখা গগনে বিস্তারে,
ক্রমশঃ প্রবল, যদি বেগে বায়ু বয়,
অর্দ্ধ নভঃ ছটা তার করে আভাময় ;
সেইরূপ বর্ম্ম হ'তে উজ্জ্বল কিরণ
আলোকিয়া রণস্থল, ঝলসে নয়ন ।
অসংখ্য সেনার সংখ্যা ; কলহংসচয়,
কিংবা সারসের সহ তুলনা না হয়,
কেষ্টরের কূলে যারা সুখে অনিবার
করে কেলি, দীর্ঘ পক্ষ করিয়া বিস্তার ;
কভু উঠে ঊর্দ্ধে, পুনঃ নামিছে তখনি
করি' কোলাহল ; দেশ করে প্রতিধ্বনি ।
সেইরূপ দূরব্যাপী সমবীর দল,
চারু স্ক্যামাণ্ডার ধার ছাইল সকল ।

---

* বিবুধ-বালা—রণেশ্বরী । † ইজিস্—যোভের ঢালের নাম ।

ঊর্দ্ধশ্বাসে রণ আশে ধায় সেনাগণ ;
বজ্র সম পদধ্বনি নাদিল ভীষণ।
ব্যাপিয়া তটিনী-তট সমরী দাঁড়ায়,
বসন্ত কুসুমে যথা ধরণী সাজায়,
কিংবা পত্র তরুবরে ; দিবা অবসানে,
অথবা পতঙ্গ যথা কানন উদ্যানে,
নিদাঘ সময়ে যত নিকুঞ্জে বেড়ায়,
দলে দলে পিপাসিত মধু-পিপাসায় ;
সমস্বরে মুখরিতা করিয়া মেদিনী,
দিবাকর-করে ঝকে পতঙ্গ-বাহিনী ;
শোণিত পিপাসী হ'য়ে গ্রীক্ বীরগণ,
দাঁড়াইল দীপ্ত সাজে সাজিয়া তেমন।
আরম্ভিল সেনাপতি এবে সুকৌশলে,
সাজাইতে দূরব্যাপী নিজ সেনাদলে।
রাখাল মাঠেতে হেন পটুতার সহ,
নিজ মেষদলে নারে করিতে সংগ্রহ !
বিশাল-উন্নত-দেহ রাজরাজেশ্বর,
শোভিছেন স্থানু সম বাহিনী উপর ;
নিজ প্রজাদলে দর্পী বৃষেন্দ্র ভীষণ,
তৃণক্ষেত্র 'পরে যেন করিছে চালন।
দেবতার সম মান্য রাজার প্রধান,
বলে নেপ্‌চুন,* মুখ মার্সের† সমান।
আঁখি 'পরে জ্যোতিঃ যোত্‌ করিছে বিস্তার ;
বিজয় বেষ্টিয়া তাঁর খেলে অনিবার।

* নেপ্‌চুন—বারিধিপতি বরুণ।

† মার্স্—রণদেব, কার্ত্তিকেয়।

কহ নব দেবীগণ! স্বর্গ সিংহাসন,
সর্ব্বজ্ঞা তোমারা, থাক করিয়া বেষ্টন;
বিস্তৃত অবনী, স্বর্গ উন্নত সুন্দর,
আঁধার নরক, কিছু নহে অগোচর;
(নশ্বর মানব মোরা ভ্রমেতে মগন,
শুনি' জনশ্রুতি গর্ব্ব করি' অকারণ!)
কহ, যশোলাভে কিংবা বিদ্বেষ কারণ,
কোন্ কোন্ বীর ট্রয়ে করে আগমন।
বর্ণিতে সে সবে এই অবনী মাঝারে,
হেন গুণবান কভু নাহি দেখি কারে।
হে যোভ-কুমারীগণ! তিলেকের তরে
করগো করুণা, বর্ণি নির্ভয় অন্তরে।
কোন্ দেশ হ'তে আসে কোন্ সেনাদল,
কোন্ জন নেতা, গান করিব সকল।

রণতরির বিবরণ।

আনে বিয়োসিয়া হ'তে ভীম সেনাদল,
পেনিলস্, প্রোথোনর, লিটস্ সবল।
মিলিল এঁদের সহ আর্সিসিলস্,
ক্লোনিয়স্, ধরে দোঁহে সমান সাহস।
হেন সেনাপতিগণ করিছে চালন,
অলিস্ যে সব সেনা করিল প্রেরণ,
ইটন্ পাহাড়, হিরি শোভায় অতুল,
স্কোনস্, স্কোলস্ দেশ, গ্রিয়া উপকূল,
বিস্তৃত মিকেলিসিয়া প্রদেশ সুচারু,
শোভিছে নিয়ত যথা উচ্চ দেবদারু;

পিটিয়ন্, ইলিসন্ যাদের আবাস,
হার্ম্মা, যথা ভাবিবাদী পাইল বিনাশ,
হিলি, হিলিয়ন্ দেশ অতি সুশোভন,
সমতল ওকেনিয়া, উচ্চ মিডিয়ন্,
হেলিয়ারটস্ শ্যাম ক্ষেত্রে শোভা পায়,
পবিত্র থেস্পিয়া, রবি অনুকূল যায়,
অঞ্চেষ্টস্ নেপ্চুনের নিকুঞ্জ কানন,
কপি, ও থিস্ বিখ্যাত কপোত কারণ,
ইরিথ্রি মেষের তরে, দ্রাক্ষা হেতু গ্লিসা,
হরিত প্লেটিয়া দেশ, সুপবিত্র নিশা,
থিবীর প্রাকার মাঝে বসে যত জন,
মিডি আদি করে যথা জনম গ্রহণ,
অর্ণি, পক্ক শস্য যথা সদা শোভা পায়,
দূরস্থিত অস্থিডন্ অতুল ধরায় ;
পঞ্চাশৎ তরি তারা করিল প্রেরণ,
প্রত্যেকে দ্বিগুণ ষষ্টি করে আগমন।
এস্প্লিডন্ সেনাদল ধায় তার পর,
ত্যজিয়া উর্ব্বর অর্কোমিনীয় প্রান্তর।
ইল্মেন্, এস্কেলাকস্ সমরে ভীষণ,
সহোদর দোঁহে, তায় করিছে চালন ;
জনমিল এষ্টিয়োকী সুন্দরী জঠরে,
সৌন্দর্য্য যাঁহার রণদেবে মুগ্ধ করে,
(পশিল এক্টর গৃহে বিশ্রাম কারণ,
পরাক্রমী মার্স্ তাঁয় করে আলিঙ্গন।)
ত্রিংশৎ তরণী সহ হেন সেনাদল,
আসে অতিক্রম করি' বারিধি অতল।

আসে ফোসিয়ার সেনা ; নেতা স্কিডিয়স্,
সমরে সুদক্ষ বীর একিষ্ট্রোফস্ ।
বিবিধ প্রদেশ হ'তে কুসুম আলয়,
সেপিসস্ সদা যথা প্রবাহিত হয় ;
পূত ক্রীসা, পেনোপিয়া নয়ন-রঞ্জন,
বিরাজিত পিথো যথা অতি সুশোভন ;
ঝকিছে এনিমোরিয়া দিবাকর-করে ;
লিলিয়া নেহারে সুখে তরঙ্গ নিকরে,
ডলিস্ সিপারিসস্ রাজিছে যথায় ;
রাখিয়া দক্ষিণে বিয়োসিয়ার সেনায়,
মাতি' রণমদে হেন দেশবাসিগণ,
চল্লিশ তরণী সহ করে আগমন ।

লয়ে লোক্রিয়ার সেনা, করিতে সমর,
কনিষ্ঠ এজাক্স আসে, অইলুস্-কোঙর,
সমরে সুদক্ষ ; যাঁর ধনুক টঙ্কার,
দূর হ'তে শ্রুতি দেশে পশে অনিবার ।
সিনস্, থ্রোনস্, বিসাবাসী বীরগণ,
নতশিরে আজ্ঞা তার করিছে পালন ;
ওপস্, ক্যালিয়েরস্, স্কার্ফি সেনাদল ;
অগিয়ার পার্শ্ববাসী মানব সবল ;
বোগ্রিয়স্ কূলে যারা বসে নিরন্তর,
কিংবা টার্ফি উপবনে শীতল সুন্দর ;
বিপুল বিভবী ট্রয় বিনাশ কারণ,
লইয়া চল্লিশ তরি করে আগমন ।

ইউবিয়া দেশ পরে সমর কারণ,
এবাণ্টিস্-সেনাদলে করিল প্রেরণ ;

ত্যজি ইরিট্রিয়া আর ক্যাল্‌সিস্‌ প্রাকার,
আসে ট্রয়ে হেলেনার করিতে উদ্ধার;
ইষ্টিয়ার ক্ষেত্র, যথা ফলে দ্রাক্ষা ফল,
ক্যারিষ্টস্‌ দেশ, ষ্টিরিয়ার সমতল,
শোভিছে ডায়স্‌ যথা অতি সুশোভন,
সিরিন্থিস্‌ বারি নিধি করে বিলোকন।
লম্বমান কেশ জাল শিরে শোভা পায়,
দৃঢ় মুষ্টি শস্ত্রক্ষেপ না করে বৃথায়;
ভীম ভল্ল যা সবার রণ ক্ষেত্র পরে,
অরাতির ধাতুময় ঢাল ভেদ করে;
আসিল লইয়া তরি দ্বিগুণ বিংশতি;
মহাবীর এল্‌ফিনর্‌ তার সেনাপতি।
এথেন্স্‌ হইতে মেনিস্থুস্‌ সেনাপতি,
আসে পঞ্চাশৎ তরি লইয়া সংহতি;
(এথেন্স্‌ সুন্দর, রতি অনুকূল যায়,
সুখে ইরিক্‌থুস্‌ যথা পালিল প্রজায়,
কৃষ্ট ক্ষেত্র হ'তে জন্ম লভে বলবান,
প্রবল প্রতাপশালী, পৃথিবী-সন্তান।
অর্চ্চনায় পরিতৃপ্তা পালাস্‌ তাঁহারে,
রাখিলেন নিজ পূত মন্দির মাঝারে;
প্রতিবর্ষে দেশবাসী সমবেত জন,
দেবী-গুণগান তথা কর্‌য়ে কীর্ত্তন।)
গ্রীস্‌ মাঝে নাহি মিলে হেন সেনাদল
না আছে সেনানী হেন সমর কুশল,
অদ্ভুত কৌশলে যিনি রণ ক্ষেত্র পরে,
সজ্জিত করেন নিজ সমরী নিকরে।

কেবল নেষ্টর্‌ বহুদর্শী জ্ঞানবান,
প্রশংসার পাত্র বটে ই'হার সমান।
পশ্চাতে আসিল সেনা সালামিনিয়ার;
নেতা টেলামন তার প্রকাণ্ড আকার;
লইয়া দ্বাদশ তরি সমর কারণ,
এথেন্‌সের সেনা সহ করিল মিলন।
আর্গিভ্‌ সমরিদল আসে অতঃপর,
ত্যজিয়া ট্রোজিনি উচ্চ, মেসিটা প্রান্তর,
সুন্দর ইজিনা দেশ বারিধি-বেষ্টিত,
টিরিন্থিস্‌ মাঝে যারা বসে পুলকিত,
সুখে এপিডর্‌ দেশে করে যারা বাস,
দ্রাক্ষার কুসুম যথা পাইছে বিকাস,
এসিনেন্‌, হার্মিয়ন্‌ বিরাজে যথায়,
উপরে শিখর, বারি নিম্নে শোভা পায়;
স্থেনিলস্‌, ডায়োমেড্‌ সমরে ভীষণ,
নির্ভীক উরিয়েলস্‌ করিছে চালন;
টিডাইডিস্‌ বীর তার সেনানী প্রধান;
অশীতি তরণী সহ হয় ভাসমান।
সদর্পে মাইসিনি নিজ বাহিনী সাজায়;
কোরিন্থ, ক্লিয়োনি দেশ যোগ দিল তায়,
অর্ণিয়া, এরিথিরিয়া শোভার আধার,
দর্পী ইজিয়ন্‌, এড্রেষ্টস্‌ অধিকার,
বারিধির কূলশায়ী প্রদেশ সুন্দর,
পেলিনি, যথায় মেষ চরে নিরন্তর,
হিলিসি, হিপারোসিয়া রাজিছে যথায়,
গনিসা, গুম্বজ যার আকাশে মিশায়।

বাহিরিল রণসাজে সেনা অগণন ;
সেনানী ভূপতি-পতি এগামেম্‌নন্‌।
জলধি উপরে শত তরি শোভা পায় ;
অপেক্ষা করিছে সেনা আদেশ আশায়।
উজল, অভেদ্য বর্ম্ম করি' পরিধান,
উঠিলেন তরি 'পরে ভূপতি-প্রধান ;
প্রমত্ত অতুল সেনা-সম্পদ-গরবে,
জলধির বক্ষে রাজা চলেন নীরবে।
স্পার্টাবাসী জনে রণে করি উত্তেজিত,
পার্শ্বে সহোদর তাঁর চলেন ত্বরিত ;
ফেরিস্‌, ব্রিসিয়াবাসী সমরী নিকর,
লেসিমিডিয়ার নর, বেষ্টিত ভূধর,
মেসি-দুর্গবাসী, অগিয়ার সেনাগণ,
এমিক্লি, লেয়স্‌বাসী সমরে ভীষণ,
বসে যারা ইটিলস্‌ প্রাকার মাঝারে,
অথবা হেলস্‌ দেশে বারিধির ধারে,
মেনিলস্‌ সহ ষষ্টি লইয়া তরণী,
হেলেনা-উদ্ধার তরে করিল সাজনী।
ভীষণ ক্রোধের ভরে কম্পিত অধর,
সেনাপতি সেনা মাঝে ফিরে নিরন্তর ;
অনুভাবে বীরবর করে বিলোকন,
অরি মাঝে প্রিয়া তাঁর করিছে রোদন।
সমরের তরে তরি লইয়া নবতি,
আসিল নেষ্টর্‌ বিজ্ঞ পিলসের পতি,
এম্ফিজিনিয়া হ'তে, প্রদেশ শোভন,
শোভে যথা উচ্চ এপী, ক্ষুদ্র টিলিয়ন্‌,

অরিনি প্রদেশ হর্ম্মে সদা শোভা পায়,
থিয়ন্‌, অল্‌ফুস্‌ স্রোত বেষ্টিয়াছে যায়,
থামিরিস্‌ কবি তরে বিখ্যাত ডোরন্‌,
হেন গীতবিৎ জনে না জানে ভুবন,
প্রশংসায় মত্ত হ'য়ে পাশরি' আপনা,
জিনিতে মিউজগণে করিল বাসনা!
অসম সাহসী কবি! সাহস যাঁহার,
লাঞ্ছনা করিতে বিস্থা যোভ-তনয়ার!
প্রতিশোধ দিল ত্বরা মিউজ্‌ নিকর;
হরিয়া নয়ন, রুদ্ধ করিলেন স্বর।
সেই দিন হ'তে বীণা ত্যজে গুণিজন;
মধুর সঙ্গীত আর না শুনে শ্রবণ।
উচ্চ সিলিনির তলে কানন গভীর,
শোভে যথা ইজিপ্টস্‌ সমাধি মন্দির,
রাইপি, ট্রেটাই আর টিগিয়া সহর,
পিনিযার ক্ষেত্র, অর্কোমিনীয় প্রান্তর,
গৃহ-পশুদল যথা করে বিচরণ,
ষ্টিম্ফিলস্‌, শোভে যথা রম্য উপবন,
পার্হাসিয়া, গিরি শিরে শোভিছে তুষার,
ইনিস্পি প্রবল শীতে কাঁপে অনিবার,
ম্যাণ্টিনিয়া জনপদ অতি সুশোভন,
আর্কেডীয় সেনাদল করিল প্রেরণ,
সহ ষষ্ঠি রণতরি। সেনাপতি তার,
এন্সিয়স্‌-সুত, এগাপিনর দুর্ব্বার।
এগামেম্‌নন্‌ রাজা তরণী যোগায়;
বিশাল বারিধি 'পরে ধীরে ধীরে যায়;

রণক্ষেত্র 'পরে সবে সমরে ভীষণ,
সমুদ্র আবাস ক্লেশ না জানে কখন।
হেন দেশবাসী জন, হেলিস্ যথায়,
বপ্রেসিয়মের সহ একত্র মিশায়;
মির্সিমস্, হিমিনেতে করে যারা বাস,
অলিনিয়া করে যথা শোভা পরকাশ,
যথায় অলিসিয়স্ প্রবাহিত হয়;
আসিল সমরে সহ নেতা চতুষ্টয়।
ইপিয়ার দর্পসম সমরী নিকরে,
সুদক্ষ সেনানীগণ সমভাগ করে;
দুষ্ট ট্রয়বাসী জনে করিতে দমন,
প্রতি বীর দশ তরি করিল চালন।
টিটসের পুত্র বীর এম্ফিমেকস্,
দ্বিতীয় থাল্‌ফিয়স্ (পিতা উরিটস্,)
ডায়োনিস্, উচ্চবংশে সম্ভব যাঁহার,
চতুর্থ পেলিস্কিনস্, দেহ বজ্রসার।
ইচিনাডিসের দ্বীপে বসি' যত জন,
ইলিস্ বারিধি 'পরে করে বিলোকন,
চল্লিশ তরণী লয়ে চলিল সত্বর;
মেজিস্ সেনানী তার নির্ভীক অন্তর:
ফিলিয়স্ জন্মদাতা; ত্যজিয়া তাঁহায়,
টিউলিচিয়ম্ দেশে বীরেশ পলায়;
সেইস্থান হ'তে ট্রয়ে সমর কারণ,
ল'য়ে নিজ সেনাদল করে আগমন।
দেব সম জ্ঞানবান সেনানী প্রবর,
উলেসিস্ বারি 'পরে চলে তারপর;

সুন্দর সিফেলিনিয়া অতুল শোভায়,
হেন দ্বীপবাসী জনে করিয়া সহায়,
কিংবা বিপরীত কূলে বসি' যত জন,
উর্ব্বর বিস্তৃত ক্ষেত্র করিছে কর্ষণ,
ইথেকা নেহারে সুখে তরঙ্গ যথায়,
উচ্চ নিরিটস্ নিজ কানন কাঁপায়,
ইজিলিপা-উভপার্শ্বে দৃষ্ট যথা হয়,
রম্য কোসিস্থস্, কার্সিলিয়া শিলাময় ;
সাজায়ে লোহিত ধ্বজে দ্বাদশ তরণী,
চলিল ফ্রিজিয়া-কূলে করি' জয়ধ্বনি ।

আসিল থোয়াস্ পরে, (পিতা এণ্ড্রিমন,)
ত্যজি' প্লিউরন্ দেশ, শুভ্র কেলিডন,
বন্ধুর পিলিনি, অলিনিয়া উচ্চতর,
ক্যাল্সিস্, তরঙ্গাঘাতে কাঁপে নিরন্তর ।
ইটোলীয় সেনা তিনি করেন চালন ;—
ইনুসের বংশ আর না আছে এখন ;
বহুদিন যশোভাতি গিয়াছে তাহার,
সে ইনুস্ মৃত, মেলিগার্ নাহি আর।
থোয়াসের 'পরে সেনা করিয়া নির্ভর,
লইয়া চল্লিশ তরি চলিল সত্বর ।

নোসস্, লিক্টস্, গোর্টিনার সেনাদলে,
বসে যারা রিটনের গুম্বজের তলে,
কিংবা যথা লিক্যাষ্টস্ পরশে গগন ;
অথবা জর্ডান্ যথা বহে অনুক্ষণ ;
সাজায়ে অশীতি তরি ক্রিটের ঈশ্বর,
আদেশিল ট্রয় দেশে পশিতে সত্বর ।

শত দেশ হ'তে সেনা সাজে অগণন ;
দেব-যোদ্ধাপতি সম বীর মেরিয়ন্,
ইডোমিন্যুসের সহ করিছে চালন।
টিলিপোলিমস্, হার্কুলিসের তনয়,
নয় তরি সহ ট্রয়ে উপনীত হয়,
লিণ্ডস্, রোডস্ হ'তে কিরণ-রঞ্জিত,
জেলিসস্ দেশ, ক্যামিরস্ ধবলিত।
আল্‌সাইডিস্ ল'য়ে জননী তাঁহার,
পলাইল ত্যজি' দর্পী ইফির প্রাকার,
ত্যজি' সেলি উপকূল, এবে ধ্বংসময় ;
অকালে সমরী সব পেয়েছে বিলয়।
যৌবনেতে বীরবর করি' পদার্পণ,
বৃদ্ধ লিসিম্‌নিয়সের করিল নিধন,
(পিতৃব্য তাঁহার) ; ভাবি' ঘটিবে বিপদ,
স্বদেশ আবাস কভু নহে নিরাপদ,
নির্ম্মাণ করিয়া তরি সহ স্বজনগণ,
সমুদ্রে করিল যাত্রা প্রবাস কারণ ;
করি' বহু ক্লেশ ভোগ বারিধি উপরে,
সুন্দর রোডসে হয় উপনীত পরে,
ত্রিভাগে বিভাগ করি' স্বদেশীয় দলে,
বিদেশে রাজত্ব বীর করে কুতূহলে,
জগতের পিতা যোভ্, ক্রমে তাসবার,
বাড়াইল সংখ্যা, দিল সম্পদ অপার ;
বিস্মিত নয়নে সবে করে বিলোকন,
স্বর্গ হ'তে ধনরাশি হয় বরিষণ !
নিরিয়স্, তিন তরি সহ অতঃপর,

করিতে সমর ট্র‌য়ে চলিল সত্বর ;
এগ্‌লেয়ি-গর্ভে যুবা লভিল জনম,
(চারাপস্‌ পিতা তাঁর) রূপে অনুপম,
যৌবন-সৌন্দর্য্য পেলিডিসের সমান ;
কিন্তু অল্প সেনা, ভুজ নহে বলবান।
কেলিড্‌নি দ্বীপ মাঝে বসে যত জন,
ত্রিংশ তরি সহ ট্র‌য়ে করে আগমন,
চলে সঙ্গে নিরিয়স্‌-বাসী যুবগণ,
ক্রেপেথস্‌ রমণীয়, কেসস্‌ শোভন,
কস্‌, যথা পালে প্রজা ইউরিপিলস্‌,
আল্‌সাইডিস্‌ পরে করে নিজ বশ।
এণ্টিফস্‌, ফিডিপস্‌ করিছে চালন,
দেব হ'তে জন্ম, থেসালসের নন্দন।
মিউজ্‌! আর্গস-সেনা কর গো বর্ণন,
এলোস্‌, এলোপি হ'তে করে আগমন,
ফিথিয়ার উপত্যকা, হেলা রম্য দেশ,
দেবের প্রসাদে যার সৌন্দয্য অশেষ।
থেসালিয়াবাসী, মার্মিডন অগণন,
হেলিনীয় সেনাদল, একিয়ান্‌গণ,
চলিল সমরে ল'য়ে পঞ্চাশ তরণী ;
সেনাপতি একিলিস্‌ বীর-কুলমণি।
পাশরি' গৌরব তারা ত্যজিয়া সমর,
আলস্যে যাপিছে কাল তরণী ভিতর ;
অরিদলে পুনঃ নাহি করে আক্রমণ ;
সেনাপতি তরি মাঝে ক্রোধেতে মগন,
যাবৎ রমণীমণি ব্রিসিসে হারায়,

লির্ণেসস্ আক্রমণে লভিল যাহায়,
সমূলে উচ্ছেদ করি' থিবের প্রাকার,
ইভেনস্-সুতগণে করিয়া সংহার।
সেই দুখ তরে বীর কাতর এখন;
অচিরে ভীষণ রণে হইবে মগন।

ফিলেসি, ইটোনা যথা চরে মেষপাল,
টিলিয়ন, শ্যাম ক্ষেত্রে শোভিত বিশাল,
সিরিসের* কেলিকুঞ্জ অতি সুশোভন,
পির্হেসস্, পুষ্পকলি করে প্রদর্শন,
গভীর এণ্টন দেশ, জলে শোভা পায়,
ভীষণ সমরিদল প্রেরিল ত্বরায়।
নির্ভীক প্রোটিসিলস্ সেনাপতি তার,
নিদ্রিত অকালে ত্যজি' ধরণী অসার;
প্রথমে ফ্রিজিয়া দেশে করি' পদার্পণ,
ট্রয়-যোদ্ধা করে বীর হারায় জীবন;
বিদেশে বীরেন্দ্র এবে লভিছে বিরাম;
বিফলে বনিতা তাঁর কাঁদে অবিরাম।
পোডার্সিস্, ভ্রাতা, ইফিক্লসের নন্দন,
চল্লিশ তরণী তাঁর করিছে চালন;
সেনানীর কার্য্যে নহে অযোগ্য এ জন;
মৃত নেতা তরে তবু কাঁদে সেনাগণ।

গ্লোফিয়া প্রদেশবাসী সমরে ভীষণ,
গিরি যথা বোবীহ্রদ করেছে বেষ্টন,
ফেরা, যথা জলপাত নাদিছে তুমুল,
ইয়ল্কস্, অভ্র যার পরশে দেউল,

* সিরিস্—শস্যের অধিপতী দেবী। লক্ষ্মী।

ল'য়ে দশ তরি ট্রয়ে করিতে সমর,
চলে উমিলস্‌ সহ সমুদ্র উপর ;
পিলিয়ার নারী মাঝে সুন্দরী প্রথম,
আল্‌সিষ্টি-জঠরে যুবা লভিল জনম।
উচ্চ অলিজন্, মেলিবিয়া সমতল,
থামেসিয়া, মিথোনির ভীম সেনাদল,
ফিলক্‌টিটস্‌ সহ আসিল সমরে,
সুশাণিত শর যাঁর গিরি ভেদ করে ;
দৃঢ় সপ্ত তরি তাঁর ; প্রত্যেক চালায়,
পঞ্চাশৎ তীরন্দাজ দাঁড়ী দৃঢ়কায়।
বিষাক্ত হাইড্রা * হ'তে পাইয়া আঘাত,
লেম্নস্‌ প্রদেশে নেতা কাঁদে দিন রাত ;
সহিছে সেনানী তথা যাতনা অপার ;
গ্রীস্‌বাসী পাবে পুনঃ সাহায্য তাঁহার।
লেম্‌নস্ হ'তে সেনা আনে মিডিয়ন,
রেনা-গর্ভে জন্ম, অইলুসের নন্দন।
আসে ইকোনীয় বংশ ত্যজি' নিজ স্থান,
পালে যথা প্রজা উরিটস্ বলবান,
টিকার মন্দির যথা পরশে গগন,
ইথোনি পাহাড়-মালা করে প্রদর্শন ;
চালাইছে ত্রিংশ তরি বারিধি উপর,
পোডালিরিয়স্, মেকেয়ন্ বীরবর ;
নিজ বিদ্যা পিতৃদেব † করিল প্রদান ;
নাহি বৈদ্য অবনীতে দোঁহার সমান।

---

* হাইড্রা—বহু মস্তক বিশিষ্ট রাক্ষস বিশেষ।

† স্কুলেফুস, দেব-বৈদ্য।

অর্মিনীয়, অষ্টিরীয় সেনা অগণন,
ভাসায় চল্লিশ তরি সমর কারণ,
ত্যজিয়া টিটান্, হিপেরিয়া শোভাকর ;
সেনানী উরিপিলস্ নির্ভীক অন্তর।
আর্গিসা, ইলিয়ন্ অলিম্পস-তলে,
লইয়া গির্টোনিবাসী ভীম সেনাদলে,
শোভে যথা অর্থি, শুভ্র গিরি অলুসন্,
আসিল পোলিপোটিস্ সেনানী ভীষণ।
দিল জন্ম পিরিথুস্ দেব অবতার,
হিপোডিসী সহ যবে করিল বিহার,
(সেই দিন ত্যজি' পিলিয়ন্ গিরিবর,
দূরে পলাইল ভয়ে সেণ্টর নিকর,)
এ হেন লিয়ণ্টিয়স্ দ্বিতীয় সেনানী,
চালাইল বারি 'পরে চল্লিশ তরণী।
আনিল সিফস্ হ'তে পার্হিবীয় দল,
বিংশ তরি মাঝে, গণিয়স্ মহাবল।
মিলিল ইনিয়াবাসী, বসে যত জন,
ডডোনা সাজায় যথা উচ্চ তরুগণ,
টিটেরিসিয়স্ স্রোত অথবা যথায়,
রম্য পিনিয়স্ মাঝে ধীরে ধীরে যায়,
উপরে পবিত্র বারি প্রবাহে নিয়ত,
নিম্ন সলিলের সহ না হ'য়ে মিশ্রিত,
পবিত্র, ভীষণ ! হ'তে আঁধার আগার,
ষ্টিক্স্ * ঢালিতেছে, ভীম দিব্য দেবতার।
প্রোথসের সহ মেগ্নিসীয় সেনাগণ,

ষ্টিক্স—প্রেত নদী, পাতালস্থ নদী।

সুদ্রুত প্রোথস্, টেন্থিড্রনের নন্দন,
বসে যারা হেন স্থানে, যথা পিলিয়ন্,
দেবদারু-শোভী শির করে সঞ্চালন ;
অথবা পিন্নুস্ যথা প্রবাহিত হয়,
টেম্পির মাঝারে সদা ফুল্ল ফুলময়,
ভাসায় চল্লিশ তরি তরঙ্গ উপর।
হেন গ্রীক্‌বল ! হেন সেনানী নিকর !

হে মিউজ ! কহ, বীর মাঝে একিয়ার,
রণে বা অশ্ব চালনে সুখ্যাতি কাহার ?
যুদ্ধাগ্রগামিনী উমিলসের অশ্বিনী,
ফিরিসীয় বংশে জাতা, বেগে বিহঙ্গিনী ,
জন্মে পাইরিয়া স্রোত ধাবিছে যথায় ;
রৌপ্যধনু নিজে রণ-কৌশল শিখায়।
নাসিকা সমর-কালে উগারে অনল,
সম দেহ, সম বর্ণ, সমান সবল ;
রণক্ষেত্র 'পরে রথ করিয়া ঘূর্ণিত,
ধায় বজ্রনাদে, শত্রু পদেতে দলিত।
সমরে এজাক্স্ বীর সুখ্যাতি লভিল ;
একিলিস্ রোষবশে সমর ত্যজিল,
(তাঁহারি অসীম বল, অদ্ভুত করম.
তাঁহারি অতুল বলী স্বর্গ-তুরঙ্গম) ;
নাহি ধরে অস্ত্র এবে দেবীর নন্দন ;
বারিধির কূলে তাঁর ভীম সেনাগণ,
করিছে কৌতুক, বর্ষা আকাশে ত্যজিয়া,
বৃথা টঙ্কারিয়া ধনু আকর্ণ পূরিয়া।
গতিহীন রথ নহে রুধির দূষিত ;

দেব-তুরঙ্গম তাঁর চরিছে নিয়ত।
প্রবেশি' শিবিরে মনে পাইয়া বেদনা,
সাহায্য সেনানীগণ করিছে প্রার্থনা।
জলপ্লাবনের সম ঢাকি' রণাঙ্গন,
গ্রীক্ সেনা ইতস্ততঃ করে বিচরণ ;
সুক্রুত অনলরাশি প্রবল বাতাসে,
পূর্ণ করি' ক্ষেত্র যথা বিস্তারে আকাশে।
পদ ভরে কাঁপে পৃথ্বী ;—যথা দেবেশ্বর,
নিক্ষেপেন যবে নিজ অশনি প্রখর,
অরিমি উপরে বজ্র ত্যজেন যখন,
টিফিয়সে করি' দগ্ধ অনলে ভীষণ,
টিফন্ অশনিপাতে হইয়া কাতর,
অনুভবে অমরের কোপ ভয়ঙ্কর।
আইরিস্,* দেবেশের আদেশ পালনে,
চলিল আকাশ পথে সমীর-গমনে ;
প্রায়ামের দ্বারে দেবী করে বিলোকন,
শুনিছে যুবক, যুক্তি করে বৃদ্ধগণ ;
ভূপ-সুত পলিটিস্ সম কলেবর,
(পরিহরি' নিজ মূর্ত্তি,) ধরিল সত্বর,
অরাতির সেনা-শ্রেণী নেহারে যে জন,
এসিটিস্ মন্দিরেতে করি' আরোহণ,
নির্ম্মিত উন্নত ভূমে ; উঠিলে উপর,
সমুদ্র, শিবির হয় নয়ন গোচর।
ফ্রিজিয়ার অধীশ্বরে, দেবী হেন বেশে,
দিতে অমঙ্গল বার্ত্তা, পুরেতে প্রবেশে,—

* আইরিস্—দেবদূতী, ইন্দ্রধনুর দেবী।

ত্যজ পরামর্শ, এবে সমর সময়;
নিকটে ভীষণ শত্রু বেষ্টিয়া আলয়।
বহু বার অরিদলে করি বিলোকন,
এ হেন অসংখ্য সেনা না দেখি কখন!
প্রবল বাতাসে যথা গতি বালুকার,
বাহিনী বারিধি কূল করেছে আঁধার।
হে হেক্টর! কর সাজ সমরের তরে;
কর একত্রিত ট্রয় সমরী নিকরে।
সাজান বিদেশী নেতা নিজ সেনাদলে,
আজি রণে আবশ্যক হইবে সকলে।
বীরেশে সতর্ক দেবী করে এ প্রকারে;
প্রবেশিল বীরগণ ত্বরা অস্ত্রাগারে।
বিমুক্ত হইল দ্বার; ট্রয় অনিকিনী,
দ্রুত স্রোত সম ক্ষেত্র ছাইল অমনি।
অশ্ব রথ সেনা ভরে পৃথিবী কাঁপিল;
ঘন ঘন সিংহনাদ গগন ভেদিল।
প্রাঙ্গন মাঝারে নর-কৌশলে নির্ম্মাণ,
উন্নত পর্ব্বত এক করে অবস্থান;
(দেবে কহে মিরিনির সমাধি মন্দির,
বিটিয়া কহিছে তায় জীব পৃথিবীর।)
হেন স্থানে, নেতা সহ ট্রয় সেনাগণ,
দাঁড়াইল দর্পভরে সাজিয়া ভীষণ।
হেক্টর ভীষণ বর্ষা করিছে ঘূর্ণিত;
পক্ষযুক্ত শিরস্ত্রাণ হ'তেছে কম্পিত।
বেষ্টিয়া তাঁহার ধায় স্বদেশীয় দল;
আকাশ বল্লম বন করিল উজ্জ্বল।

আনিল ডার্ডান্ দলে বীর ইনিয়স্,
এঙ্কিসিস্-সুত, গর্ব্বে ধরিল ভিনস্ ;
জনমে ইডার রম্য নিকুঞ্জ কাননে,
(রতির মানব সহ গুপ্ত আলিঙ্গনে।)
আর্কিলোকস্, একামস্ বীরবর,
ফিরিছে সমরে, তাঁর হ'য়ে পার্শ্বচর।
জিলিয়ার উপত্যকা, সুখে যত জন,
ইডার পর্ব্বততলে করিছে কর্ষণ,
কিংবা ইসিপস্-জল করে যারা পান,
আনিল সমরে প্যাণ্ডরস্ বলবান,
হ'য়ে তুষ্ট ধনুর্ব্বেদে এপলো তাঁহার,
নিজ ধনুর্বাণ তাঁয় দেন উপহার।
এপিসস্, এড্রেষ্টিয়া প্রদেশ শোভন,
টেরির শিখর, পিটিয়ার কুঞ্জবন ;
বসে যারা এ সকল প্রদেশ ভিতরে,
এম্ফিয়স্, এড্রেষ্টস্ আনিল সমরে ;
মেরপ্সের সুত দোঁহে ; পিতা বিজ্ঞজন,
গণিয়া করিল ব্যক্ত দোঁহার নিধন ;
ভাগ্যদেবী প্রতিকূল, বারণ বিফল,
আশ্রয় করিল উভে কালের কবল।
প্রাক্টিয়স্, পার্কোটির ক্ষেত্র শোভাকর,
এবিডস্ উপকূল, সেষ্টস্ সুন্দর,
আরিস্বা-প্রাকারবাসী, সেলির মানবে,
আনে এসিয়স্ রথী ভীষণ আহবে ;
ক্রোধে মুখরশ্মি বীর করে প্রকম্পন,
বজ্রনাদে বায়ুবেগে ধায় অশ্বগণ।

ভীষণ পেলাস্গি সেনা আসে তারপর,
ত্যজিয়া লরিসা দেশ সতত উর্ব্বর ;
সমবেশে সেনাপতি শোভিছে উভয়,
পিলিয়স্, হিপোথস্ নির্ভীক হৃদয়।
অতঃপর একামস্ পিরস্ সবল,
থ্রেসিয়া প্রদেশ হ'তে আনে সেনাদল ;
শীতল প্রদেশ, যথা হেলেস্পণ্টস্
গর্জ্জিছে ; আঘাত কূলে করে বরিয়স্।
আনিলেন উফিমস্ সিকোনীয় দলে,
সম্ভব সিয়স্ হ'তে, ধার্ম্মিক ভূতলে।
ভীম পিয়োনীয় সেনা মহাধনুর্দ্ধর,
পিরেচ্মিস্ বীর সহ আসিল সত্বর,
অক্সিয়স্ উপকূল করি' পরিহার,
এমিডানে ধৌত যাহা করে অনিবার,
অসংখ্য স্রোতের জলে হইয়া বর্দ্ধিত,
বিশাল প্রদেশ যাহা করিছে প্লাবিত।
সাহসী পিলিমিনিস্ করিছে শাসন,
পাফালগণীয়গণে, বসে যত জন,
হেনিসিয়া দেশে, যথা জন্মে অশ্বতর,
ইরিগিনসের যথা শোভিছে শিখর,
সিটোরস্, কুঞ্জ যার সদা শোভা পায়,
ক্রমনা, ইগিয়েলস্ শোভিছে যথায়,
সমুন্নত সিসেমস্ পরশে গগন,
যথায় পার্থিয়েনস্ করিছে গমন
কুসুম কানন মাঝে ; রবি প্রকাশিলে
অট্টালিকা-প্রতিবিম্ব খেলিছে সলিলে।

হেলিজোনিয়ার সেনা অসম সাহস ;
সেনাপতি ওডিয়স্, এপিষ্ট্রোফস্ ;
আসে হেন দেশ হ'তে, যথা রবিকর,
এলিবীয় রৌপ্য খনি করিছে প্রখর।
মিসিয়া বাহিনী সহ ক্রমিস্ ধাবিল ;
ইনোমস্ ভাবিবাণী বৃথা উচ্চারিল ;
একিলিস্ শির তাঁর করেছে মুণ্ডিত,
স্কামাণ্ডার শবে যবে হইল পূরিত।
ফোর্সিস্, এস্কিনিয়স্ নির্ভীক অসুর,
ফ্রিজীয়া-বাহিনী সহ মিলিল সত্বর।
মিয়োনিয়া জনপদে বসে যত জন,
মোলসের উপত্যকা প্রিয় দর্শন,
মেষ্টিলিস্, এণ্টিফস্ সেই তাসনার,
গিজি সরোবর তীরে সম্ভব দোঁহার।
আসিল কেরীয় সেনা, ত্যজি' হেন স্থান,
মিণ্ডার্ সুদ্রুত যথা হয় বহমান,
উন্নত মিকেলি, ল্যাট্‌মস্ সুশীতল,
মিলিটস্, শৌর্য্য যার ঘোষে ভূমিতল ;
অসভ্য বাহিনী, মুখে সতত গর্জ্জন ;
নষ্টিস্, এম্ফিমেকস্ করিছে চালন।
নির্ব্বোধ নষ্টিস্ গর্ব্বী সাজিয়া ভূষণে,
আসিল সমর ক্ষেত্রে রথ আরোহণে,
পাইল নিধন বীর একিলিস্-করে,
নদী বাহি' পড়ে গিয়া অতল সাগরে ;
লহরী নিক্ষেপে তাঁয় সৈকত উপর ;
বিজেতা লইল যত ভূষণ সুন্দর।

লিসিয়ার পরাক্রমী ভীম সেনাগণ,
গভীর জ্যান্থস্ যথা করিছে গর্জ্জন,
সার্পিডন্, গ্লকসের সহ অবশেষে,
পশিল সমর-ভূমে সাজি' বীর বেশে।

দ্বিতীয় কাণ্ড সমাপ্ত।

তৃতীয় কাণ্ড।

মেনিলস্ ও পারিসের দ্বন্দ যুদ্ধ।

বিষয়।

উভয় সেনা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলে, (হেক্টরের অনুরোধে) পারিস ও মেনিলস্ দ্বন্দ স্বীকার করেন। সমর দর্শনার্থ হেলেনাকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত আইরিস্ প্রেরিতা হ'ন। দেবী তাঁহাকে ট্রয়ের প্রাকারের উপর লইয়া যান; তথায় মন্ত্রিবর্গ প্রায়াম্ সমর দর্শন করিতে ছিলেন; হেলেনা তাঁহাকে প্রধান প্রধান বীরগণের পরিচয় (উভয় পক্ষীয় রাজগণ সন্ধি বন্ধনের শপথ করেন। যুদ্ধে পারিস্ পরাস্ত হ'ন, এবং দ (রতি) তাঁহাকে মেঘে ঢাকিয়া প্রাসাদে লইয়া যান। দেবী অবশেষে প্রাকার হ হেলেনাকে ডাকিয়া পারিসের সহিত মিলিত করেন। এগামেম্নন্ সন্ধি অনু হেলেনার প্রত্যর্পণ ও শপথ রক্ষার প্রার্থনা করেন।

(ত্রয়োবিংশ দিবস এখনও অতিবাহিত নহে। দৃশ্য,—কখনও ট্রয়ের সমীপস্থ প্রা কখনও ট্রয়ে।

এরূপে সমর আশে সেনা অগণন,
আরম্ভিল বীরদাপে ব্যাপিতে প্রাঙ্গন।
ভীম হুহুঙ্কার নাদে ট্রয়-সেনাদল,
ধাবিয়া সুদূর হ'তে ঘোষে নিজ বল;
যথা শীত সমাগমে, করিয়া চীৎকার,
(পরে যবে ধরাতল বসন তুষার,)
উষ্ণতর সরোবরে বলাকা নিকর,
ধায় সারি সারি দ্রুত আলোকি' অম্বর;
বাজে ঘোর পক্ষ যুদ্ধ; বিষম প্রহারে,
ক্ষুদ্র বিহঙ্গম দলে অচিরে সংহারে।

নীরবে দক্ষতা সহ ক্রোধান্ধ অন্তর,
মানসে বিশ্বাস ধরি' জিনিব সমর,
ধায় দ্রুত গ্রীক্‌গণ ; উড়ে অনিবার,
রজোরাশি রণভূমি করিয়া আঁধার।
শিখর নিকর বেড়ি' নোটস্ যখন,
পক্ষ হ'তে বাস্পজাল করে বরিষণ,
কুজ্বটিকা করে ধরা অন্ধকারময়,
তস্করের প্রিয়, চেয়ে নিশিত সময় ;
সুবিশাল ক্ষেত্র 'পরে নিজ মেষপাল,
প্রগাঢ় আঁধারে নারে হেরিতে রাখাল,
সেইরূপ রজোমাঝে মগ্ন গ্রীক্‌গণ,
দ্রুতগামী মেঘ সম ঢাকিল প্রাঙ্গন।
　　রণেচ্ছু, অপেক্ষা মাত্র আদেশ কেবল,
উভয়ে সম্মুখে করি' রহে উভ দল ;
ট্রয়ের বাহিনী হ'তে, প্রিয়-দরশন
পারিস্ সবারি আগে দিল দরশন,
দেবসম রূপবান ; তনুত্রাণ 'পরে,
চিত্রিত চিত্রক চর্ম্ম আঁখি মুগ্ধ করে।
স্কন্ধে শোভে বক্র ধনু ভীষণ আকার ;
কটিদেশে কোষবন্ধ ঝুলে তরবার ;
করিয়া কম্পিত তীক্ষ্ণ বরষা যুগলে,
আহ্বান করিল রণে অরাতি সবলে।
　　এইরূপে দর্পভরে বিক্ষেপি' চরণ,
বীরের সম্মুখে বীর করে বিচরণ।
দেখে মেনিলস্ তাঁয় বীরেন্দ্র-কেশরী ;
কল্লোলিল হৃদি মাঝে আনন্দ লহরী।

তব দেহ লৌহসার, ভীম ভুজ বল ;
নহ ক্লান্ত রণে, অস্ত্র প্রহার বিফল ;
রণভূমে বীরকুল হেরিলে তোমায়,
কাঁপি' ভয়ে থর থরি সুদূরে পলায়।
বাখানি বীরত্ব তব ; কিন্তু অকারণ,
নিন্দিছ ভীনস্-দত্ত প্রেমিকের গুণ ;
মধুর বচন, কান্তি, সুচারু বয়ান,
নহে ইচ্ছাধীন ভাই, দেবে করে দান।
করিব সমর তব সন্তোষ কারণ
মিত্রভাবে উভদল বসুক এখন ;
মধ্যভাগে কর স্থান ; ভাগ্যের বিচার,
সর্ব্ব জন সমক্ষেতে হইবে দোঁহার।
তথা নানা রত্ন সহ হেলেনার তরে,
স্পার্টানাথ সহ আমি মাতিব সমরে।
যে জন জিনিবে রণ, লভিবে তখনি,
বিবিধ রতন সহ রমণীর মণি ;
তা হ'লে ক্লেশের শান্তি হইবে সবার ;
পূর্ব্বমত সুখী ট্রয় হ'বে পুনর্ব্বার ;
তা হ'লে স্বদেশে পুনঃ গ্রীক্ সেনাগণ,
অক্ষত শরীরে পারে করিতে গমন।
নিস্তব্ধ হইল যুবা। প্রফুল্ল-বদন
হেক্টর ভ্রাতার গতি করে নিবারণ,
ধরি' বরষার মধ্য। ধীরে অতঃপর,
শত্রুর সমীপে বীর হয় অগ্রসর ;
প্রস্তর শাণিত শর গ্রীক্ সেনাগণ,
চারিভিতে বারি সম করে বরিষণ।

আট্রাইডিস্ কহে করিয়া চীৎকার ;—
বীরগণ ! শরক্ষেপ কর পরিহার।
হেক্টর যাচিছে সন্ধি, আছে সমাচার ;
চিনেছি শিরস্ত্রে পক্ষিপুচ্ছ চমৎকার।
মানিল গ্রিসীয় সেনা ভূপতি বচন ;
নীরব হুঙ্কার, থামে সমর ভীষণ।
মধ্য হ'তে হেক্টর্ নিরখি' দুদলে,
কহে সম্বোধিয়া বীর সমরী সকলে ;—
শুন ট্রয় সেনা ! শুন গ্রীক্ বীরগণ !
রণ-মূল পারিসের প্রার্থনা বচন ;
কর কোষবদ্ধ সবে শাণিত কৃপাণ ;
রাখ রণক্ষেত্র 'পরে বর্ষা খরশান।
এইস্থানে দ্বন্দ যুদ্ধে, বাহিনী গোচরে,
আহ্বান করেন তিনি স্পার্টার ঈশ্বরে।
হেলেনা, রতন সহ, অভিলাষ তাঁর,
বিজেতার বীরত্বের হ'বে পুরস্কার।
ভীষণ সমরানল হউক নির্ব্বাণ ;
নিজ দেশে সেনাদল করুক প্রস্থান।
এতেক কহিল বীর ; সমরিনিকর,
ত্যজে রণ ; স্পার্টানাথ করিল উত্তর ;—
শুন যোধগণ ! তবে বচন আমার,
আমারি কারণে সবে ধর তরবার।
মম 'পরে রণভার করহ নির্ভর ;
পারিস্ বিপক্ষ মোর ; আমারি সমর।
ভাগ্য প্রতিকূল যার, ত্যজুক জীবন ;
নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে সবে করহ গমন।

মেষ-শিশু দ্বয়, যথা দেশের আচার,
সিত দিবাকর তরে, অসিত ধরায়,
আন ট্র্য়-বীরগণ! মোরা ততক্ষণ,
তৃতীয় যোভের তরে করি আহরণ।
স্থাপিত করিয়া সন্ধি স্ববীর প্রায়াম্,
সতত করুন সুখে ধরম করম।
বার্দ্ধক্য জ্ঞানের কাল; প্রবীণ মানব,
ক্রোধ আদি রিপুগণে করে পরাভব;
দূরদর্শী নেত্রে বৃদ্ধ করি' বিলোকন,
হিতাহিত কার্য্য তবে করিবে সাধন।
শুনি' সমরীর মনে আশা উপজিল;
প্রতিহৃদে শান্তি-দেবী বিরাজ করিল।
রাখে সূতকুল দূরে তুরঙ্গম দলে;
রথ হ'তে রথিগণ নামিল ভূতলে।
ত্যজিয়া উজ্জ্বল বর্ম্ম সেনা অতঃপর,
বারিধির কূলে অস্ত্র রাখিল সত্বর।
প্রোথিত বরষা সহ সেনা সমুদয়।
নেত্র-পথে, উভধারে নিপতিত হয়।
ট্র্য়পক্ষ হ'তে এবে দূত দুই জন,
জানাতে প্রায়ামে সন্ধি করিল গমন।
টাল্থিবিয়স্, দ্রুত, রণতরি মাঝে,
চলিল আনিতে মেষ দিতে দেবরাজে।
আইরিস্, শূন্য পথে, এই অবকাশে,
চলিলেন চারুআঁখি হেলেনার পাশে;
(প্রায়ামের বংশ মাঝে রমণীর সার,
লেয়োডিসি সম দেবী ধরিল আকার।)

রাজপুর মাঝে তায় করে বিলোকন,
অঙ্কিত করিতে নিজ দুখ-বিবরণ ;—
ট্রয়ের ভীষণ রণ, স্বর্ণবস্ত্র 'পরে,
(নিজে পুরস্কার তার !) রচিছে স্বকরে।
কহে শক্রধনু-দেবী ;—এস সুলোচনে !
নিম্নেতে অদ্ভুত দৃশ্য দেখলো প্রাঙ্গনে !
শোণিতপিপাসী দর্পী উভ' সেনাদল,
রণদক্ষ ট্রয়বাসী, গ্রীক্ মহাবল,
লভিছে বিরাম, ত্যজি' বিষম বিবাদ,
ধাতুময় ঢাল 'পরে ; নাহি সিংহনাদ।
সুন্দর পারিস্, বলী স্পার্টার ঈশ্বর,
দ্বন্দযুদ্ধে দোঁহে মাত্র হয় অগ্রসর।
অস্ত্রে অস্ত্রে হ'বে আজি অদৃষ্ট বিচার,
তব ভালবাসা হেতু, তুমি পুরস্কার !
এত কহি' দেববালা হৃদয়ে ত্বরিত,
পূর্ব্ব ভালবাসা তার করে উত্তেজিত ;
জন্মভূমি পিতা মাতা আদি পরিজন,
উদিল মানসে, ঝরে সুনীল নয়ন।
শুভ্র বাসে শশিমুখী মুখ আবরিল ;
ত্যজিয়া সুদীর্ঘশ্বাস, স্বগৃহ ত্যজিল।
ক্লিমিনি, ইথ্‌রা সহ সুধীর গমনে,
(সখী তাঁর) চলে ধনী স্কিয়ার তোরণে।
ট্রয়ের প্রধানবর্গ বসিয়া তথায়,
(প্রায়ামের পারিষদ, প্রিয় অতিশয় ;)
প্রথমে প্রায়াম্ ; থিমেটিস পার্শ্বে তাঁর ;
ল্যাম্পস্, ক্লিটিয়স্‌, সর্ব্বগুণাধার ;

প্যান্থুস্, হিটেয়ন্ ছিল বলবান ;
সকলের শেষে, বৃদ্ধ জ্ঞানীর প্রধান
বিজ্ঞ এণ্টিনর ; উকেলিগন্ সুধীর,
প্রাকারে করিয়া ভর তাপায় শরীর।
ত্যজেছে স্ববীরবর্গ এবে রণস্থল,
পূর্ব্ব ইতিহাস-বার্ত্তা বিদিত সকল ;
রুধিররহিত দেহ, 'ক্ষীণ কণ্ঠরব,
নিদাঘ-পতঙ্গ সম ভুঞ্জিছে বিভব ;
স্পার্টার ঈশ্বরী যবে পশিল তথায়,
নেহারিয়া রূপরাশি চেতনা হারায়।
কহিল সকলে ;—নহে অদ্ভুত কখন,
হেন নারী তরে রণে মাতিবে ভুবন !
আহা কি সুন্দর কান্তি ! সুচারু বয়ান !
রমণীর রাণী, গতি দেবীর সমান !
রূপসীরে হে ঈশ্বর ! কর স্থানান্তর,
বাঁচাও ট্রয়েরে, শান্ত করহ সমর।
সাদরে প্রায়াম্ বৃদ্ধ কহিল তাহারে ;
এস বৎসে ! বস তব জনকের ধারে।
পূর্ব্ব প্রিয়তম আদি প্রিয়বন্ধু জনে,
রণক্ষেত্র 'পরে এবে দেখহ নয়নে।
ট্রয়ের দুর্গতি তরে কি দোষ তোমার ;
দেবতার কোপানল কারণ ইহার।
ঘটায় অমর হেন সমর ভীষণ ;
শত্রু দেবগণ চাহে ট্রয়ের পতন !
তুলি' আঁখি, কহ বৎসে ! কোন্ বীরবর,
(না পাই দেখিতে, নহে নয়ন প্রখর,)

গম্ভীর বদন যাঁর বীর-গর্ব্বময়,
দেহে বীর্য্যে মানে সর্ব্বে করে পরাজয় ?
যদিও বিশাল-দেহ ভ্রমে বীরগণ,
হেন বলী মাননীয় নহে কোন জন ;
বোধ হয়, দেখি' দেহ, রাজরাজেশ্বর।
থামে ভূপ ; সুভাষিণী করিল উত্তর ;—
হে পিতঃ ! প্রবীণ তুমি, জ্ঞানী মানী জন,
লাজ হেতু নাহি পারি দেখাতে বদন।
কলঙ্কিনী স্বদেশের দুর্গতি আধার,
মরণে, কলঙ্ক চেয়ে, গৌরব আমার !
ভ্রাতৃবন্ধু কন্যা আদি ত্যজিয়া সকলে,
হায়রে ! মজিনু কেন পারিসের ছলে !
স্বজনে স্মরিয়া সদা ঝরিবে নয়ন,
যাবৎ মাধুরী, মৃত্যু না করে হরণ।
হেরিছ যাঁহায়, উনি রাজরাজেশ্বর,
আট্রাইডিস্, রণে নির্ভীক অন্তর।
এক কালে ছিল বীর মম গুরুজন,
(পতি-সহোদর,) হায় ! আত্মীয় এখন !
সবিস্ময়ে বৃদ্ধ ভূপ করে বিলোকন ;
প্রশংসি' অশেষ তাঁয়, কহিল বচন ;—
ধন্য আট্রাইডিস্ ! তুমি ধনেশ্বর !
সুখ হেতু জন্ম তব অবনী উপর !
বিশাল সাম্রাজ্য তব ! সেনা অগণন !
কত জন মৃত, কত জীবিত এখন !
ফ্রিজিয়ায় ভীম সেনা ছিল পুরাকালে,
অট্রিয়স্ দর্পভরে যবে প্রজা পালে ;

সাজাইল মিগ্‌ডন্ যবে অনিকিনী,
মিলিলাম ল'য়ে সাথে ট্রয়ের বাহিনী;
এমেজন্ সহ বাঁধে সমর প্রবল,
রঞ্জিত অরির রক্তে সেঙারের জল।
কিন্তু গ্রীক্‌দল সহ হেন সেনাগণ,
শৌর্য্যে, সংখ্যা-বলে নহে সমান কখন!
এত কহি' হেরি' পুনঃ সমরিনিকরে,
কহিলেন ট্রয়েশ্বর বিস্মিত অন্তরে;—
ক্ষেত্র 'পরে রাখে অস্ত্র ঐ কোন্ জন,
বিস্তৃত উরস্, উচস্কন্ধ সুশোভন?
আট্রাইডিস্ হ'তে বটে খর্ব্বতর,
কার্য্যে নহে হীন, বীর নির্ভীক অন্তর;
দ্রুত পদক্ষেপে দর্পী প্রতি সেনাদলে
আদেশিছে; আজ্ঞা তাঁর পালিছে সকলে।
কহিল হেলেনা,—যাঁরে কর বিলোকন,
ইথেকস্ উনি, আর্য্য! মহাজ্ঞানী জন।
অনুর্ব্বর ক্ষুদ্র দ্বীপে জনম উঁহার;
যশোভাতি ধরাময় হ'য়েছে বিস্তার।
হে ভূপাল! (এণ্টিনর্ কহিল রাজায়,)
কিছু কাল পূর্ব্বে আমি হেরেছি উঁহায়;
স্বদেশের অপকার করিতে জ্ঞাপন,
ট্রয় মাঝে যবে বিজ্ঞ করে আগমন,
(ছিল সাথে মেনিলস্ উদার-হৃদয়,)
মম গৃহে পদার্পণ করেন উভয়।
শুনেছি দোঁহার নাম, অদ্ভুত করম;
মহাবীর দোঁহে, ধরে অতুল বিক্রম।

দাঁড়াইল স্পার্টানাথ ঝলসি' নয়ন,
উলেসিস্ পরিগ্রহ করিল আসন।
বলিল বচন যাহা এট্রূস্-তনয়,
ভাবে পরিপূর্ণ, অর্থ দুরারোহ নয়;
কহিল সংক্ষেপে, তবু পূর্ণ, নিরদোষ,
আবশ্যক মাত্র বলি' লভিল সন্তোষ।
উঠে যবে উলেসিস্ বলিতে বচন,
লাজে ধরণীর পানে রাখিল নয়ন;
অজ্ঞ বাক্‌হীন সম প্রবীর দাঁড়ায়,
নাহি তুলে রাজদণ্ড, ফিরিয়া না চায়,
কিন্তু যবে কহে বাক্য কি মাধুরী তায়;
কোমল শিশির যেন ক্ষরিছে নিশায়!
অতীব মধুর স্বর, কৃত্রিম তো নয়,
পশিল অন্তরে আর্দ্র করিয়া হৃদয়।
সবিস্ময়ে বাক্য সবে করিনু শ্রবণ,
নয়নের নিন্দা কর্ণ করিল মোচন!
জিজ্ঞাসিল নরাধিপ, (নিরখি' আবার,)
ঐ কোন্ বীর, দেখি প্রকাণ্ড আকার,
বিশাল উরস স্থল, ধরে গুরু বল;
উচ অংসে পায় লাজ বীরেশ সকল?
কহিল সুচারুনেত্রা;—এজাক্স্, সবল,
নির্ভীক সেনানী পিতঃ, গ্রীক্ সেনা-বল।
দেখহ ইডোমিনুস্ বলীর প্রধান,
শোভে নিজ সেনা মাঝে স্থানুর সমান,
দেব সম মাননীয়; মেনিলস্ সনে,
স্পার্টা মাঝে একবার দেখেছি নয়নে।

জানি সর্ব্ব বীরে আমি, কিবা নাম কাঁর;
মহাবীর সবে, যশঃ বিস্তৃত সবার।
দুই বীর সেনা মাঝে অপ্রতুল হায়!
বহুল প্রায়াসে আঁখি খুঁজিয়া না পায়;
কেষ্টর্, পোলাক্স্, দোঁহে সমরে ভীষণ,
পদে যুদ্ধ করে এক, রথে আর জন;
ভ্রাতা দুই বীর মম; ছিনু এক ঘরে,
জনমিনু তিনে এক জননী-জঠরে।
বীরদ্বয়, (হেন জ্ঞান হইছে আমার,)
আসিতে বারিধি-পারে করে অস্বীকার;
অথবা ভগিনী-মায়া ত্যজি' লাজভরে,
ভীষণ অপর রণে তরবারি ধরে!

এত কহে নিতম্বিনী; না জানে এখন,
কালের কবলে তার সুপ্ত ভ্রাতাগণ;
স্বদেশে নির্ম্মল যশঃ লভিয়া অপার,
ঘুমায় নীরবে; যুদ্ধ নাহি শুনে আর!

হেথা নগরের মাঝে ভ্রমি' দূতগণ,
মদিরা বলির দ্রব্য করে আয়োজন।
ধাবি' ইডিয়স্ স্বর্ণপাত্র ল'য়ে করে,
ভক্তিনম্র শিরে কহে বৃদ্ধ নরবরে;—
উঠ ত্বরা পরাক্রমী ট্রয়ের ঈশ্বর!
আছে তব অপেক্ষায় বীরেন্দ্র নিকর;
স্থাপিত করহ সন্ধি, নিবার সমর।
পারিস্, তনয় তব, স্পার্টানাথ সনে,
দ্বন্দযুদ্ধে, হে রাজন! যুঝিবেন রণে।
যে জন জিনিবে রণ, লভিবে তখনি,

বিবিধ রতন সহ রমণীর মণি।
তা হ'লে ক্লেশের শান্তি হইবে সবার,
পূর্ব্ব সুখে সুখী ট্র্য় হইবে আবার ;
তা হ'লে স্বদেশে পুনঃ গ্রীক্ সেনাগণ,
অক্ষত শরীরে পারে করিতে গমন।
শুনি', বিষাদের ভরে বৃদ্ধ নরবর,
আদেশিল রথে অশ্ব যুজিতে সত্বর।
আরোহিল ট্র্য়নাথ ; পার্শ্ব ভাগে তাঁর
বসে এণ্টিনর ; রথ ত্যজিল প্রাকার।
অতঃপর রথ হ'তে নামি দুই জন,
উভ সেনাদল মাঝে, ভীম দরশন,
চলিলেন ধীরে ধীরে। ধীমান প্রবর,
দাঁড়া'লেন উলেসিস্, সহ রাজেশ্বর।
দুই ধারে নত শিরে থাকি' দূতদ্বয়,
সুগন্ধি সুরায় ভরি' পাত্র হেমময়
ঢালে উভ' রাজ-করে। গ্রীস্ অধীশ্বর,
সুশাণিত খড়গ করে লইয়া সত্বর
ছেদিল পশুর লোম। বিজ্ঞ দূতগণ
দিল অংশ রাজগণে করিয়া বণ্টন।
অনন্তর উচ্চ রবে রাজরাজেশ্বর,
কহিলেন দেবগণে উত্তোলিয়া কর ;—
সর্ব্বশক্তিমন্ ঈশ ! পূজ্য সবাকার !
ইডার পর্ব্বত 'পরে রাজত্ব যাঁহার,
অনন্ত অচিন্ত্য যোভ্ ! দেব দিবাকর !
ভ্রমিছ আকাশ পথে বিতরিয়া কর।
জননি অবনীদেবি ! স্রোতস্বতীগণ !

ক্রোধ আদি রিপু! অধো বাসী দেব জন!
মৃতের নিয়ন্তা সবে, করিছ অর্পণ
দুখভার, মিথ্যা দিব্য করে যেই জন!
শুন সবে, যদি আজি পারিসের করে,
মেনিলস্ ত্যজে প্রাণ রণ-ক্ষেত্র 'পরে,
ট্রয়বাসী নারী, ধন লউক সকল;
গ্রীক্ সেনা যাক্ দেশে ত্যজি' রণস্থল।
পারিস্ যদ্যপি আজি মানে পরাজয়,
ভ্রাতায় রমণী, ধন প্রদানিবে ট্রয়;
অবশ্য উচিত ক্ষতি করিবে পূরণ;
রাখিবে অঙ্কিত করি' যুদ্ধ বিবরণ।
দিতে যদি এ সকল করে অস্বীকার,
মাতিব সমরে; মার্স্ করিবে বিচার।
প্রার্থনা সমাধা করি' গ্রীসের ঈশ্বর,
ছেদিয়া নিক্ষেপে পশু অবনী উপর।
প্রবল শোণিত স্রোত ধাবিল মহীতে;
পদ আদি অবয়ব লাগিল কাঁপিতে।
হেম পাত্রে মধু পান করি' বীরগণ,
দেবের উদ্দেশে করে মদিরা তর্পণ;
প্রার্থনা করিল পরে কাঁপায়ে অম্বর;—
সাক্ষী যোভ্! সাক্ষী হও দেবতা নিকর!
সর্ব্বাগ্রে এ সন্ধি ভেদ করিতে যে চায়,
শোণিত সুরার সম পড়ুক ধরায়;
অপরে আশঙ্কা হ'ক বনিতা তাহার;
অচিরাৎ বংশ তার হ'ক ছারখার।
অভিশাপ উভ সেনা করিল প্রকাশ,

অগ্রাহ্য করেন যোভ্‌; উড়ায় বাতাস।
সমাধা হইল ক্রিয়া; প্রায়াম স্থবীর
প্রকাশে উঠিয়া নিজ অন্তর অধীর ;—
হে গ্রীক্‌! হে ট্রয়-সেনা! যুঝে বীরদ্বয়,
বৃদ্ধ আমি, হেন স্থান উপযুক্ত নয়।
ত্যজ মোরে, নিজ পুরে প্রবেশ করিব,
প্রিয় তনয়ের মৃত্যু দেখিতে নারিব;
কোন্‌ জন জিনে রণ, কা'র্‌ বা নিপাত,
জানেন ঈশ্বর, নহে মানবের হাত।
এত কহি' দ্রুতপদে বৃদ্ধ নৃপবর,
রথোপরে হত পশু রাখিল সত্বর;
এণ্টিনর্‌ সহ তাহে বসি' অবশেষে,
চালান তুরগে; রথ ট্রয়েতে প্রবেশে।
হেক্‌টর্‌, উলেসিস্‌ দোঁহে অতঃপর,
চিহ্নিত করিয়া স্থান ঘেরিল সত্বর;
ভাগ্য-পরীক্ষার পরে করে আয়োজন,
করিবে বরষা ত্যাগ আগে কোন্‌ জন।
প্রার্থনা করিল সবে ভক্তিভরা চিতে;
প্রতি দলে সেনাগণ লাগিল বলিতে ;—
জগত-কারণ যোভ্‌! ত্রিদিবের পতি!
ইডার পর্ব্বত 'পরে তোমার বসতি!
যে জনের তরে মোরা বহি দুখ ভার,
কৃপা করি' কর দেব! নিপাত তাহার।
অনন্ত নরকে যা'ক; সমর অনল
হউক নির্ব্বাণ; পুনঃ ভুঞ্জিব কুশল।
অবিলম্বে হেক্‌টর্‌ বক্র দৃষ্টিপাতে,

তুলিল সমর-ভাগ্য স্বর্ণপাত্র হ'তে।
প্যারিস্! অদৃষ্ট তব! দৈবের ঘটন!
প্রথমে বরষা তুমি হানিবে এখন।
দেখিতে সমর সবে বসিল ত্বরায়;
সমবীর তনুত্রাণ শোভিছে ধরায়।
রণ-তুরঙ্গমদল, থাকি' চারিভিতে,
তুলি' ঘোর হ্রেসারব লাগিল নাদিতে।
সাজে কমনীয় বীর সমর কারণ;
সমুজ্জ্বল অস্ত্রাবলি ঝলসে নয়ন।
ধূমল কৌশেয় বাস উরুতের সাজ,
সজ্জিত কুসুমে, তাহে রজতের কাজ।
লিকেয়ন্ বীরেশের উরস্ত্র সুন্দর,
দিল চারু সজ্জা তাঁর উরস উপর।
পরে দীপ্ত উত্তরীয়, কিবা শোভা তার,
ঝলসি' নয়ন, তাহে দুলে তরবার।
জ্যোতির্ম্ময় শিরস্ত্রাণ রাজে শিরোপর,
মধ্যে শোভে কেশ-গুচ্ছ অতি শোভাকর।
সুচিত্রিত ঢাল 'পরে উজ্জল গোলক;
নিশিত বরষা করে করে ঝকমক।
সম ব্যগ্রভাবে বলী স্পার্টার ঈশ্বর,
সমান সজ্জায় নিজ ঢাকে কলেবর।
রাখিয়া বরষা এবে উভ সেনাগণ,
দাঁড়াইল রঙ্গভূমি করিয়া বেষ্টন।
ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ সাজি' বীরদ্বয়,
কাঁপায়ে নারাচ ত্বরা উপনীত হয়।
বরষা প্রায়াম্-সুত ত্যজিল আপনা,

স্পার্টারাজ-ধাতু ঢালে বাজিল ঝঞ্ঝনা ;
নারিল বিন্ধিতে তায় ; হ'য়ে বিকুণ্ঠিত,
ঢাল হ'তে ভীম শস্ত্র ভূমে নিপতিত !
আট্রাইডিস্ * এবে করিল ধারণ,
ভীষণ বরষা ; কহে প্রার্থনা বচন ;—
হে দেবেশ ! পরদার-প্রতিশোধ তরে,
পারি যেন বিনাশিতে শত্রু দুরাচারে।
খলে দাও পরাজয়, সামর্থ্য আমার,
বিশ্বাসঘাতকে আজি করিতে সংহার ;
ভবিষ্যতে এ দৃষ্টান্ত ঘোষিবে সকলে ;
কৃত্রিম প্রণয় নাহি রবে ধরাতলে।
এত বলি' বলী বীর বরষা ত্যজিল ;
পারিসের ধাতু ঢাল রোধিতে নারিল ;
ভেদি' উরস্ত্রাণ, চারু রণবেশ আর,
দ্রুতগতি পার্শ্বদেশ পরশে তাহার।
সুকৌশলে ট্রয়-বীর সুরূপ প্রধান,
মৃত্যুর ভীষণ ভুজে পায় পরিত্রাণ।
ক্রোধে আট্রাইডিস্, শিরে তরবার
প্রহারিল ; শিরস্ত্রাণ কাঁপিল তাহার।
বিষম প্রহারে দৃঢ় অসি খরশান,
উড়িল অনল সম, হ'য়ে খান খান !
সরোষে বীরেশ এবে আরক্ত নয়ন
রাখি' আকাশের পানে, কহিল বচন ;—
হে যোভ্ ! এই কি ফল বিশ্বাসে তোমার ?
এই কি ধরম প্রতি দেব-সুবিচার ?

---

* আট্রাইডিস্—এট্রসের পুত্র, মেনিলস্।

শাসিতে দুর্জ্জনে বাদী দেবতা কেবল !
কৌশলে ত্যজিনু অস্ত্র, তবুও বিফল ।
এতেক কহিয়া রোষে স্পার্টার ঈশ্বর,
ধরি' শিরস্ত্রাণ তার টানিল সত্বর ;
লুঠায়ে চলিল যুবা ; কনক বন্ধনী
বাঁধে গ্রীবাদেশ, তাই না পড়ে ধরণী ।
নিশ্চয় বিনাশ তার হইত এবার ;
কাঁপিল ভিনস্ হেরি' এ দশা তাহার ।
অলক্ষিতে আসি' দেবী ছেদিল বন্ধন,
শিরসাজ মাত্র করে রহিল এখন ;
ক্রোধে শিরস্ত্রাণ বীর ফেলে ধরণীতে ;
স্মি[illegible]মুখে গ্রীক্ সেনা লাগিল দেখিতে ।
উ[illegible]লে স্পার্টাধিপ ভল্ল আর বার,
রো[illegible]ভরে চিরঅরি করিতে সংহার ;
আবরিল প্রেমেশ্বরী ত্বরা প্রিয় জনে,
(দেবীর অসাধ্য কিবা !) ঘন আবরণে ।
রণস্থল হ'তে তায় ল'য়ে তার পর,
রাখে দেবী হেলেনার শয্যার উপর ।
পায় যুবা সংজ্ঞা পুনঃ সুধাক্ত বাতাসে ;
মাতিল সে রম্য হর্ম্ম স্বর্গীয় সুবাসে ।
হেলেনা পঙ্কজ সম বিমল বদন,
সমর প্রাকার হ'তে করে বিলোকন ।
বৃদ্ধা ট্রয়-নারী সম ধরি' নিজ কায়,
রসিকা দেবতা বালা পশিল তথায়,
(হয় হেন অনুমান. দেখিলে আকার,
পশমে নির্ম্মিতে সূতা নিপুণতা তার ।)

পশ্চাতে দাঁড়ায়ে তার কাঁপায়ে বসনে,
কহে দেবী ধীরে ধীরে মৃদুল বচনে ;
চল সুবদনি! ফল বিলম্বে কি আর,
নির্ব্বিঘ্নে এসেছে ফিরে পারিস্‌ তোমার ;
দেবসম ধরে রূপ ! উৎসুক অন্তর,
শায়িত সুগন্ধময় শয্যার উপর ;
জিনি' রণ বীর সম নহে আগমন ;
কিন্তু সুনর্ত্তক সম আমোদি' নয়ন।
শুনিয়া দেবীর মুখে এ হেন ভারতী.
ডুবিল আহ্লাদ-হ্রদে হেলেনার মতি,
যদিও বীরত্ব বটে ঘৃণার আধার,
পারিসের প্রতি সদা ভালবাসা তার।
উজল নয়ন আদি বিলোকন করি',
কাম-প্রসবিনী তাঁয় চিনিল সুন্দরী।
সহসা লালিমা-ছটা ত্যজিল বদন,
কাঁপিয়া সঘনে ধনী কহিল বচন ;—
হে দেবি ! এখনো কি গো সাধ প্রলোভনে ?
এখনো বেদনা দিবে রমণীর মনে ?
কহ, কি যাইব এবে বারিধির পারে,
অথবা চলিবে রণ এসিয়া মাঝারে ?
কোন্‌ ভাগ্যধর হেতু হেলেনা এখন ?
অপর পারিস্‌ কি গো তব প্রিয় জন ?
আট্রাইডিস্‌ বীর জিনেছে সমর,
স্পার্টাদেশে যাই পুনঃ, আদেশ সত্বর।
কাতর যদ্যপি হয় পারিস্‌ তোমার,
কামিনী-বিরহে, নিজে হর দুখভার।

প্রিয় মানবের মন করিতে মোহন,
অমর-নগর-সুখ ত্যজ গো এখন ;
প্রেমবশে ধরাতলে দাসী হ'য়ে পাশে,
থাক চির, আরোহণ না কর আকাশে !
অন্যায় প্রণয়ে আর নহে মম মন ;
নিন্দি কাপুরুষে আমি, ঘৃণিত সে জন।
নারিব দেখাতে মুখ বিষম লজ্জায় ;
ফ্রিজিয়ার নারীকুল নিন্দিবে আমায়।
মধুর প্রণয়-সুখ না ভাবি' এখন,
ঘোর অনুতাপানলে জ্বলিছে জীবন।

কহে দেবী,—স্বর বাক্য পালহ আমার ;
আমারি প্রসাদে হেন গৌরব তোমার।
না জান ললনে ! তব শকতি মোহিনী,
ত্যজিলে ভিনস্, কোথা যাবে গরবিণী !
না বল বচন হেন ; মম রোষলেশ
পারে লো করিতে তব দুর্গতি অশেষ!
এবে তোমা তরে রণে মেতেছে ভুবন,
ঘৃণায় আবার ধনি ! ফিরাবে বদন !

এ হেন বচনে মনে লাজ উপজিল ;
বসনে মোহিনী ধনী মুখ আবরিল ;
নীরবে সুন্দর পদ ফেলি' ধীরে ধীরে,
চলিল দেবীর সহ আপন মন্দিরে।

বেষ্টিতা কমলমুখী সহচরীগণে,
প্রবেশিল অতঃপর প্রাসাদ-তোরণে ;
ব্যস্তভাবে সখীকুল নিজ কাজে যায় ;
দেবী সহ চলে ধনী পারিস্ যথায়।

শারদ শশাঙ্ক জিনি' হেলেনা সুন্দরী,
পারিসের দৃষ্টিপথে রাখে প্রেমেশ্বরী;
শিহরে যুবক রূপে; কামিনী তখন,
ফিরায়ে কমল-আঁখি, কহিল বচন ;—

এই না সে বীর, যিনি ভুলি' বীর-মান,
পলায়ে সমর ত্যজি' রক্ষিল পরাণ ?
বিনাশিত তোমা যদি প্রাণেশ আমার,
রে নীচ ! তাহাতে ছিল গৌরব তোমার !
যুঝিবারে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে স্পার্টানাথ সনে,
হেন উচ্চ অভিলাষ ছিল তব মনে !
যাও হে নির্লজ্জ বীর ! সাজিয়া আবার ;
উত্তেজিত কর কোপ বীরেশ রাজার ;
হেলেনা নিবারে তোমা, নাহি প্রয়োজন
এখনি পতঙ্গ সম হারাবে জীবন !

প্রহারে কাতর আমি, (কহিল কুমার,)
হে সুন্দরি ! কটু ভাষা না বলিও আর ।
পালাসের বলে আজি অরি বলবান,
রণভূমে এক দিন হারাবে লো মান,
ট্রয়পক্ষে দেবতার না আছে অভাব ;
ত্যজ চিন্তা, রাখ প্রিয়ে প্রণয়ের ভাব।
আমোদে যাপহ কাল প্রেম আলাপনে,
তুষলো তাপিত প্রাণ আলিঙ্গন দানে।
জান প্রিয়ে ! ভালবাসা, যবে তোমা ধনে
আনিলাম স্পার্টা হ'তে, নিজ নিকেতনে ;
প্রথমে ক্রেনেয়ি দ্বীপে শুইনু যখন
মিশাইয়া প্রাণে প্রাণে, সে দিন কেমন !

তৃতীয় কাণ্ড।

এত কহি' যুবাজন ক্লান্ত কামশরে,
আবেশে শিথিল-তনু উঠে শয্যা'পরে।
লজ্জাভরে ধীরে ধীরে গিয়া ধনী পাশে,
বাঁধিল প্রণয়ী জনে ভূজলতা-পাশে।
এইরূপে মাতে দোঁহে প্রেম সরোবরে,
গর্জ্জে আট্রাইডিস্ রণক্ষেত্র 'পরে;
কেশরী, কানন-স্বামী হারায়ে শিকার,
ভ্রমে যথা মরুভূমে নাদি' অনিবার।
খুঁজিছে পারিসে বীর বিনাশ কারণ
ট্রয়-সেনা মাঝে, নাহি পায় দরশন।
ট্রয়ের সমরিকুল ঘোর ঘৃণাভরে,
ত্যজিয়াছে কাপুরুষে হেন শত্রু-করে।
কহেন গম্ভীর রবে উঠি' রাজেশ্বর;—
শুন হে বিপক্ষ-সেনা উদার-অন্তর!
সাক্ষী সবে; রণাঙ্গনে ত্রিদশ-কৃপায়,
জয়লক্ষ্মী আজি মম বরিল ভ্রাতায়।
সত্বর স্পার্টার ধন কর২ অর্পণ;
মেনিলস্ পা'ন পুনঃ রমণী রতন;
ত্বরা অর্থদণ্ড দানে হওহে তৎপর;
রাখহ অঙ্কিত করি' ভীষণ সমর।
থামে ভূপ। করে সেনা আনন্দ প্রকাশ
ঘোর রবে; প্রতিধ্বনি প্রেরিল আকাশ।

তৃতীয় কাণ্ড সমাপ্ত।

চতুর্থ কাণ্ড।

সন্ধিভঙ্গ ও প্রথম যুদ্ধ।

বিষয়।

দেবসভায় ট্রয়-যুদ্ধের কথা উত্থাপিত হয়। দেবগণ যুদ্ধ নিষ্পত্তি করিতে অসম্মত হন; এবং যোভ্‌দেব সন্ধিভঙ্গের নিমিত্ত মিনার্ভা দেবীকে মর্ত্তে প্রেরণ করেন। দেবী, মেনিলস্‌কে অলক্ষিতে শরাঘাত করিবার নিমিত্ত প্যাণ্ডরস্‌কে উত্তেজিত করেন; মেনিলস্‌ আহত হন, এবং মেকেয়ন্‌ তাঁহাকে আরোগ্য করেন। ইত্যবসরে ট্রয়-সেনা গ্রীক্‌গণকে আক্রমণ করে। এই সময়ে এগামেম্‌নন্‌ নিজ কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দেন; তিনি সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া সেনাপতিগণকে, প্রশংসা অথবা তিরস্কার দ্বারা উৎসাহিত করেন। সৈন্য সজ্জায় নেষ্টর্‌ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসা লাভ করেন। যুদ্ধ আরম্ভ হয়; এবং উভয় পক্ষীয় অনেক বীর নিধন প্রাপ্ত হন।

(পূর্ব্ব কাণ্ডের বর্ণিত দিবস এখনও চলিতেছে; এবং সপ্তম কাণ্ডে শেষ হইবে। দৃশ্য—ট্রয়ের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গন।)

খুলিল স্বর্গের দ্বার; দেবতা-ঈশ্বর
বসে সভা মাঝে, সহ অমর নিকর।
সুন্দরী অমরী হিবী * দেয় দেবতায়,
সুবর্ণ-রচিত পাত্র ভরিয়া সুধায়।
এ হেন আমোদ-কালে, অমর-নয়ন
পড়ে ট্রয়দেশ 'পরে বিপদ-মগন।
নিজ প্রেয়সীর মন বুঝিবার তরে,
কহেন অমর-নাথ অমর নিকরে;—

* হিবী—স্বর্গের পরিচারিকা।

জুনো ও সমরেশ্বরী দয়াবতী হ'য়ে,
সাহায্য করিছে আজি এট্রুস-তনয়ে;
না নামেন মর্ত্তে, হেন ভীষণ সমর,
নেহারে বসিয়া উচ্চ স্বরগ উপর।
কিন্তু ভিনসের নহে এ হেন করম,
সহে প্রিয় বীর তরে সমরের শ্রম;
বিষম বিপদ কালে, সচকিত মনে,
রক্ষিছে যুবকে দেবী পরম যতনে।
আট্রাইডিস্ বটে জিনিয়াছে রণ,
পারিস্ ভিনস্ হেতু পাইল জীবন;
বলহে অমরগণ! বিলম্ব কি আর,
ধ্বংস হ'তে ইলিয়মে করিতে নিস্তার?
চাও কি তোমরা ট্রয়ে বাঁচাতে এখন,
অথবা বাঁধাবে পুনঃ সমর ভীষণ?
নরের মঙ্গল যদি দেবগণ চায়,
আট্রাইডিস্ বীর নারী ধন পায়;
নিরাপদে শোভে পুনঃ ট্রয়ের প্রাকার;
প্রায়ামের রাজ্য পূর্ণ হইবে আবার।
এতেক কহিল যদি অমরের পতি,
জুনো ও সমরেশ্বরী আরম্ভে যুকতি;
একান্তে বসিয়া দোঁহে রোষযুত চিতে,
ট্রয়ের বিপদ রাশি লাগিল ভাবিতে।
জ্বলে মিনার্ভার হৃদে ক্রোধের দহন,
বুদ্ধিমতী দেবী তায় করিল দমন;
কিন্তু জুনো রোষাবেশে অবশ অন্তরে,
কহিল অমর-নাথে সুগম্ভীর স্বরে;—

তবে কিহে অত্যাচারী! আমারি কেবল,
আশা পরিশ্রম আদি হইবে বিফল?
কাঁপানু কি ইলিয়মে এই ফল তরে?
এ হেতু কি উভ দলে সাজানু সমরে?
ফিরিলাম দেশে দেশে রণ বিস্তারিতে,
স্বর্গ-তুরঙ্গম শ্রম নারিল সহিতে;
পরিণত প্রতিশোধ-সময় এখন,
বাঁচাইছ তুমি ট্রয়ে করি' প্রাণপণ।
একা তুমি পরদার দিতেছ প্রশ্রয়;
অন্য দেব অবিচারী পক্ষপাতী নয়।

দেবীর বচনে বজ্রী ব্যথিত অন্তরে,
ত্যজিয়া সুদীর্ঘ শ্বাস, কহে রোষভরে;—
হে কলহ-প্রিয়ে! কহ কি দোষে রাজার,
ট্রয়ের উপরে হেন আক্রোশ তোমার?
ক্ষণস্থায়ী ধরাবাসী ক্ষুদ্র নরগণ,
পারে কি স্বর্গের ক্ষতি করিতে কখন,
বিনাশিতে ট্রয় তাই বাসনা তোমার,
সহ বহু জনগণ? পাড়িবে প্রাকার?
যাও শীঘ্র স্বর্গ ত্যজি'; এ হেন মনন,
অনলে পোড়ায়ে ট্রয়, করগে পূরণ।
প্রায়াম্ শ্রাবুক রক্ত বারিধারা প্রায়;
নির্ব্বাণ যদ্যপি তৃষা নাহি হয় তায়,
নাশ সুতগণে তার, হে সুর সুন্দরি!
ভাসুক শোণিত-স্রোতে ট্রয়ের নগরী!
বিশাল সাম্রাজ্য হেন কর ছারখার,
যাবৎ না হয় দেবি! সন্তোষ তোমার!

নিবারিতে তোমা দেবি ! বাঞ্ছা মম নয়,
আর যেন ট্রয় নাম শুনিতে না হয় !
কিন্তু যদি কোন কালে, পাপের কারণ,
হয় তব প্রিয় দেশ করিতে দমন,
এ ভীষণ বজ্র মম, প্রতিফল দিতে,
স্মরণ করহ ট্রয়, নারিবে রোধিতে।
জেনো তুমি, আছে যত বিশাল নগর,
আকাশের নিম্নে, যাহে উদে দিবাকর,
স্থাপিল অমর, কিংবা মর জীবচয়,
ট্রয় সম যোভ্‌ কাছে কেহ প্রিয় নয়।
মরধামে অনুগ্রহ যে লভে আমার,
ধার্ম্মিক প্রায়াম্‌, সহ বংশাবলী তার।
এখনও পূজা হেতু আমারি কেবল,
বেদী 'পরে নিয়তই জ্বলিছে অনল।

শুনি' এ বচন দেবী আরক্ত নয়নে,
কহিলেন ত্রিদিবেশে সরোষ বচনে ;—
সমগ্র গ্রীসের মাঝে তিনটী নগর,
অতি প্রিয় স্থান মম পৃথিবী ভিতর,
মাইসিনি, আর্গস্‌, দৃঢ় স্পার্টার প্রাকার ;
কর ধ্বংস, নিবারণ না করিব আর।
দূরিতে আক্রোশ তব, মম সাধ্য নয়,
পাপী তারা, যবে মম লভেছে প্রণয় !
বলীর নিকটে বল সাজে কি কখন
রুষি বটে, কিন্তু মম রোষ অকারণ।
তথাপি, দেবেশ ! আছে সম্মান আমার,
এক পিতা হ'তে হয় সম্ভব দোঁহার ;

জনমিনু স্বর্গ রাজ্য উপভোগ তরে,
বরিলাম বজ্রপাণি দেবতা ঈশ্বরে।
না কর সুরেন্দ্র! স্বত্বে বঞ্চিতা আমারে;
এস দোঁহে করি কার্য্য ঐক্য অনুসারে;
তা হ'লে স্বর্গের প্রজা যত দেবগণ,
পালিবে, উভয়ে আজ্ঞা করিব যেমন।
দেখহ, পালাস চাহে আদেশ তোমার,
রণসাজে উভ সৈনা সাজাতে আবার।
কৌশলে ছেদিবে দেবী বন্ধুত্ববন্ধন;
প্রথমে ভেদিবে সন্ধি ট্রয়-সেনাগণ।
জগতের পিতা যোভ্, ত্রিদিবের পতি,
মানি' বাক্য, মিনার্ভায় দিল অনুমতি
ছেদিতে বন্ধুত্ব ডোর; বিবিধ কৌশলে,
করাতে এ সন্ধি ভঙ্গ ট্রয়-সেনাদলে।
যোভের আদেশে দেবী চপলার প্রায়,
পরিহরি' অলিম্পস্ ধাবিল ত্বরায়,
সেটারনিয়স্ * যথা, অমঙ্গল হেতু,
প্রেরেন আকাশ মাঝে ভীম ধূমকেতু,
(ভাবে অমঙ্গল সেনা রণক্ষেত্র 'পর,
সমুদ্রে নাবিকগণ কাঁপে থর থর!);
চলিল তেমতি তেজে আলোকি' অম্বর,
স্রাবিছে অনল-কণা দীঘল চাঁচর।
এককালে উভ দল পায় দেখিবারে,
উজল অনল রাশি আকাশে বিস্তারে।

* সেটারনিয়স্—দেবতাদিগের আদিপুরুষ, যোভ্দেরের পিতা। যোভ কর্ত্তৃক রাজ্য ভ্রষ্ট হন! শনিগ্রহ।

স্তিমিত নয়নে সেনা করে বিলোকন,
উরিছে দেবতা এক উজলি' গগন।
প্রেরে চিহ্ন (কহে তারা,) অমর নিকর,
মহৎ ঘটনা কোন ঘটিবে সত্বর ;
তুষ্ট যোভ্, কিংবা রণ বাঁধিবে আব র ;
সন্ধি বা বিগ্রহ সদা ইচ্ছাধীন তাঁর !
এত কহে সেনাগণ ; সাজি' নর সাজে,
পশিল পালাস্ দেবী ট্রয়সেনা মাঝে ;
এণ্টিনর্-সুত লেয়োডোকস্ ভীষণ,
(সম প্রতিকৃতি !) তাঁয় ভাবে যোধগণ।
লিকেয়ন-পুত্রে, দেবী বাহিনী মাঝারে,
প্যাণ্ডরস্ বলবানে, পায় দেখিবারে ;
ইসিপস্-তীরবাসী সেনাদল তাঁর,
দাঁড়াইয়া ঢাল করে বেড়ি' চারি ধার।
কহিলেন দেবী তায়,—শুনহে বীরেশ !
করিবে কি কার্য্য মম ধরি' উপদেশ ?
পাইবে প্রশংসা-রাশি, যদি সিত শরে,
পার আজি বিনাশিতে স্পার্টার ঈশ্বরে।
পারিস্ ও ট্রয়বাসী দিবে পুরস্কার,
জয়ী স্বদেশের শত্রু করিলে সংহার।
না কর বিলম্ব আর ; এই অবসরে,
ভেদি'-বক্ষঃ, নাশ তারে সুশাণিত শরে ;
কিন্তু আগে হে সুধন্বী ! কর অঙ্গীকার,
পূজিতে ফিবসে, রৌপ্য কার্ম্মুক যাঁহার।
করহ শপথ বীর ! তব মেষদল,
প্রথমে প্রসবে যত শাবক সবল,

জিলিয়ার সারি সারি পূত বেদী 'পরে,
অর্পণ করিবে তুমি দেব দিবাকরে।
শুনি' এ বচন বীর উম্মত্তের প্রায়
প্রচণ্ড উজ্জল ধনু ধরিল ত্বরায়;
কৌশলে নির্ম্মিল তাহা দক্ষ কারু করে,
গিরি-ছাগ শৃঙ্গে, হত তাঁর নিজ শরে;
পড়ে গিরিচূড়ে পশু প্রকাণ্ড আকার,
ষোড়শ বিতস্তি দীর্ঘ ললাট তাহার!
উভ শৃঙ্গ যুজি' শিল্পী ধনু নির্ম্মাইল,
স্থবর্ণ ফলকে তার অটনী আঁটিল।
গ্রীকের অজ্ঞাতে ধন্বী ধনুক নোঙ্গায়,
স্বপক্ষ সেনার ঢালে ঢাকি' নিজকায়;
করি' লক্ষ্য, বসি' জানু 'পরে ভর দিয়া,
ধনুকে সুদৃঢ় গুণ দিল চড়াইয়া;
পূরিত তূণীর হ'তে নিল অতঃপর,
ট্রয়ের দুর্গতি-হেতু সুশাণিত শর।
করে অঙ্গীকার বীর দিতে অবশেষে,
এপলোয় বলিদান গিয়া নিজ দেশে।
সবলে ধনুক এবে টানিয়া ত্বরিত,
উভ অগ্রভাগ বীর করে একত্রিত;
নাশিতে ট্রয়ের শত্রু সুশাণিত বাণ,
আকর্ণ পূরিয়া তাহে করিল সন্ধান
কঠোর সিঞ্জিনী রোলে চমকে অবনী,
বিষধর সম শর ছুটিল অমনি।
কিন্তু মেনিলস্! হেন বিপদ সময়,
দেবগণ তব 'পরি পরাঙ্মুখ নয়।

পালাস্, গমর-দেবী ত্বরিত ধাবিয়া,
কর-সঞ্চালনে শর দিল ফিরাইয়া,
নিদ্রিত তনয় হ'তে জননী যেমন,
খেদান মশকে কর করি' সঞ্চালন।
বিস্তৃত কোমরবন্ধ শোভিছে যথায়,
কবচ মক্‌মল্ 'পরে যথা শোভা পায়,
দেবীর কৌশলে তীর লাগি' হেন স্থলে,
কবচ, কোমরবন্ধ ভেদ কার' চলে।
ছিঁড়িল কোমল চর্ম্ম, কোমল বসন;
ধাবিল শোণিত-স্রোত লোহিত বরণ;
যথা কোন মহীপাল ভ্রমণ কারণ,
দ্রুত তুরঙ্গমে যবে করে আরোহণ,
কেরিয়ার রামা তাঁয় করিতে সজ্জিত,
করে শুভ্র করিদন্ত অলক্তে রঞ্জিত;
সম ভাবে করে মুগ্ধ মানব-নয়ন,
শুভ্র নাগদন্ত, গাঢ় লোহিত বরণ;
সেরূপ শোণিত-স্রোত হে শূর-প্রধান!
শুভ্র জঙ্ঘা'পরে তব হয় শোভমান।
দেখি' এ ভীষণ দৃশ্য রাজরাজেশ্বর,
ব্যথিত হৃদয়ে ভয়ে কাঁপে থর থর।
কাঁপিলেন স্পার্টানাথ; শান্ত পরক্ষণে,
ক্ষত 'পরে বাণ-মুখ নিরখি' নয়নে।
পরিশেষে রাজেশ্বর ত্যজি' দীর্ঘশ্বাস,
অন্তর-বেদনা নিজ করেন প্রকাশ,
ধরিয়া ভ্রাতার কর। দুখে গ্রীকগণ,
চারিভিতে উষ্ণ অশ্রু করে বরিষণ।

এ হেতু কি জীবনের জীবন আমার !
এ ভীষণ সন্ধি আমি করিনু স্বীকার !
পশি' ভীম শত্রু মাঝে গ্রীসের কারণ,
জিনিলে কি যুদ্ধ ভাই, হারা'তে জীবন !
খুঁজে দুষ্ট ট্রয়বাসী তোমার নিপাত,
বিশ্বাসের শিরোপরি করি' পদাঘাত।
শুদ্ধমনে দেবগণে করিনু অর্চ্চন,
মদিরা রুধির আদি করিয়া অর্পণ ;
না হ'বে বিফল ; ফল ফলিবে ইহার ;
অবশ্যই যোভ্‌দেব করিবে বিচার।
এ হেন ভীষণ দিন আসিবে ত্বরায়,
ট্রয়ের গৌরব যবে লুঠাবে ধূলায় ;
প্রায়াম, সেনার সহ পাইবে বিনাশ ;
একমাত্র ধ্বংস সবে করিবে গরাস।
এখনি দেবেশে আমি করি বিলোকন,
আদেশেন ভীম বজ্রে করিতে গর্জ্জন ;
অনন্ত দেবেন্দ্র সম নয়ন গোচরে,
কাঁপান ইজিসে রোষে শত্রু শিরোপরে।
বিষম বিপদে ট্রয় ডুবিবে ত্বরায় ;
কিন্তু হায় ! প্রিয় ভ্রাতঃ, হারা'নু তোমায়।
স্মরি' তব গুণরাশি ভুবন-বিদিত,
তব সহোদর কিহে কাঁদিবে সতত ?
হতাশ গ্রিসীয় সেনা বিহনে তোমার,
বিদেশে বিজয় আশা না করিবে আর।
হারা'নু হেলেনা সহ গৌরব প্রখর ;
বিদেশে হইবে অস্থি ধূলায় ধূসর !

ট্রয় দেশবাসী জন ক'বে দর্পভরে,
(তব শয়নের স্থানে পদাঘাত ক'রে,)
"স্থাপিল এ জয়স্তম্ভ গ্রিসীয় নিকর ;
তুলিল এ জয়ধ্বজা রাজরাজেশ্বর !
ঐ তাঁর ভগ্ন পোত বারিধির 'পরে,
পলাইছে ত্যজি' তীরে হত সহোদরে ।।।"
হায় ! এ ভীষণ লাজ নহে যতক্ষণ,
গ্রাস গো অবনি ! মম মিনতি এখন ।
এত কহে রাজেশ্বর বিষাদ-পূরিত;
মৃদুবাক্যে স্পার্টানাথ করে আশ্বাসিত,—
ভগ্ন করি' গ্রীক হৃদি না বল বচন ;
হেন ক্ষীণ শরে মম না যাবে জীবন ।
রতন-খচিত দৃঢ় কবচে আমার,
ঠেকি' বাণ, ব্যর্থ আর্য্য, হয়েছে এবার ।
কহিলেন রাজেশ্বর, প্রিয় সহোদর !
রক্ষুন সতত তোমা দেবতা নিকর ।
জ্ঞানী বৈদ্যবর কোন আসিয়া সত্বর,
থামান নিস্রবে, তুলি' এ ভীষণ শর ।
পাল আজ্ঞা, যাও দূত, ত্বরিত গমনে ;
আসিতে সত্বর হেথা কহ মেকেয়নে,
সেবিবারে স্পার্টানাথে আঘাত-কাতর ;
ভেদিয়াছে ট্রয়-সেনা গ্রীকের অন্তর ।
টাল্‌থিবিয়স্‌ ধাবি' সুদ্রুত গমনে,
গ্রীক্‌ সেনা শ্রেণী মাঝে, বহু অন্বেষণে,
দেখে মেকেয়নে; ভীম সমরের সাজে,
আছে বিজ্ঞ দাঁড়াইয়া স্বদেশীয় মাঝে ।

কহে তাঁয়, মেকেয়ন্! চলহ সত্বর,
আহত ভীষণ আজি রাজ-সহোদর।
বিপক্ষ ধানকী কোন সুশাণিত শরে,
বিন্ধি' তাঁয়, কাঁদাইছে গ্রীসীয় নিকরে।

শুনি' এ দারুণ বার্ত্তা দেবসম জন,
বিষম বিষাদভরে ধাবিল তখন;
দেখেন নির্ভয়ে রাজা আছে দাঁড়াইয়া;
কাঁদিছে সামন্তকুল চৌদিক বেড়িয়া।
সজোরে ধরিয়া শর টানে বৈদ্যবর;
ছাড়ে শর, লৌহ ফলা রহিল ভিতর।
সুন্দর কোমরবন্ধ ঝকিছে রতন,
চারু উরস্ত্রাণ বৈদ্য খুলিল তখন।
মোক্ষণি' রুধির, বিজ্ঞ ক্ষতস্থান 'পরে
ঔষধি কাইরন্-দত্ত দিল তার পরে,
এস্কুলেফিয়স্ * যাহা ব্যবহার করে।

এরূপে শুশ্রূষা তাঁর [illegible]র গ্রীক্‌গণ;
হেন কালে ট্রয়-সেনা করে আক্রমণ।
উজ্জল বরম-মালা ঝকিল আবার;
রণস্থল পূর্ণ পুনঃ করে হুহুঙ্কার।
আকস্মিক আক্রমণে গ্রীক্ নরপাল,
সরোষে স্তম্ভিত ভাবে রহি' ক্ষণকাল,
সমর-গৌরব হেতু আনন্দ-মগন,
মাতিলেন রণরঙ্গে প্রফুল্ল-বদন।
ত্যজিয়া সুদৃশ্য রথ রতন-খচিত,
তেজস্বী সমর-প্রিয় তুরঙ্গ-যোজিত,

---

* এস্কুলেফিয়স্—দেববৈদ্য।

ইউরিমিডনে ভূপ দিল চালাইতে;
অশ্বগণ পার্শ্বে তাঁর লাগিল নাদিতে।
পদব্রজে মহীপাল সেনামাঝে ধায়,
আশ্বাসিত করি' কা'রে, তিরস্কারি' কা'য়।
বীরগণ! (কহে রাজা, হেন সেনাগণে,
নির্ভয়ে তুরগে যারা চালাইছে রণে),
পূর্ব্ব পরাক্রম এবে করহ প্রকাশ;
গ্রীকৃপক্ষে যোভ্; যোভে রাখহ বিশ্বাস
নাহি ভয় মোসবার; পাপের কারণ,
কহিনু নিশ্চয় হ'বে ট্রয়ের পতন।
ট্রয়-নরনারীগণে বাঁধিবে শৃঙ্খলে,
মৃত দেহে পরিপূর্ণ করি' রণস্থলে।
এরূপে আশ্বাসে রাজা যত বীরগণে,
কিংবা তিরস্কার করি' শাসে ভীরু জনে ;—
হায় কি দেশের লাজ! কলঙ্ক ভীষণ!
কি কাজ বহনে আর ঘৃণিত জীবন ?
কি আর দাঁড়ায়ে সবে দেখিছ নয়নে,
রণ সাজে ? নাহি রক্ষা বৃথা পলায়নে!
কুরগ পরাণ-ভয়ে ধাবি' বেগভরে,
ত্যজে প্রাণ ব্যাধচ্যুত বিষময় শরে!
শত্রুর প্রতীক্ষা করি' র'বে কি সকলে,
যতক্ষণ তরিশ্রেণী না পোড়ে অনলে ?
কিংবা অরিগণে. মনে করিছ বিশ্বাস,
রক্ষিতে তোসবে, যোভ্ করিবে বিনাশ ?
এত কহি', দ্রুতপদে রাজরাজেশ্বর,
ক্রিটের ভূপতি পাশে চলিল সত্বর।

দেখিলেন সেনা মাঝে গর্জ্জে বীরবর ;
পশ্চাতে মেরিয়োনিস্ নির্ভীক অন্তর।
হেরিয়া ভূপতিবর আনন্দে মগন,
বর্ম্মিত হৃদয়ে তাঁরে করে আলিঙ্গন ;—
ধার্ম্মিক ইডোমিনুস্! সাহসীর সার!
এক মুখে নাহি হয় প্রশংসা তোমার!
রণে অগ্রসর তুমি সুযশঃ আশায়,
বিবিধ গৌরব দানে পূজিব তোমায়!
হেন শৌর্য্য তরে তব, রণ অবসানে,
বসিবে সমরি-কুল যবে সুরাপানে,
পূরিত করিয়া পাত্র প্রথমে সবার,
প্রদত্ত হইবে বীর করেতে তোমার।
দৃঢ়মনে হে যশস্বী! মাতিয়া সমরে,
কর ব্যাপ্ত যশোরাশি অবনী উপরে।
কহে ক্রিট্‌পতি,—আছি সুদৃঢ় রাজন!
কর উৎসাহিত ত্বরা অপরের মন।
তব পার্শ্বে থাকি' শ্রম সহি নিরন্তর,
রণাঙ্গনে সদা আমি তব সহচর।
এখনি সমর-আজ্ঞা করহ ঘোষণা ;
মাতি রণে, দেব কাছে এ মম প্রার্থনা।
মিথ্যা শপথের ফল ফলিবে সমরে ;
মরণ বন্ধন হ'বে অধর্ম্মের তরে।
উল্লাসে চলিল রাজা ত্বরিত গমনে ;
উভয় এজাক্স্-সেনা পড়িল নয়নে।
বৃত্তাকারে সুসজ্জিত সমরী সকল,
মেঘ সম আঁধারিয়া আছে রণস্থল ;

উচ্চ অন্তরীপ হ'তে রাখাল যখন,
বাত্যার সূচনা নিম্নে করে বিলোকন;
ধীরে ধীরে উঠি' বাষ্প ত্যজিয়া সাগর,
শ্রাবি' জলকণা, ঢাকে বিশাল অম্বর,
পশ্চিম সমীর ভরে ধাবি' অবিরত,
ঘন ঘনঘটাকারে হয় পরিণত;
আগত জানিয়া ঝড়ে সভয়ে রাখাল,
পর্ব্বত-গুহায় রাখে নিজ মেষপাল;
সেইরূপ দাঁড়াইয়া আছে যোধগণ,
তুলি' বর্শা, লৌহময় জঙ্গম কানন।
ধাতুঢাল ক্ষীণালোক করিছে বিস্তার;
পাটল বরম ভূমি করেছে আঁধার।
বীরদ্বয়! উপযুক্ত সেনাপতি নাম;
না পারি বর্ণিতে কত ধর গুণগ্রাম,
(কহে রাজা), মাতাইছ এ ভীষণ সেনা,
সুদৃষ্টান্তে, উচ্চে আজ্ঞা না করি' ঘোষণা।
হায়! যদি দেবগণ হৃদয়ে সবার,
দিতেন সাহস, যথা অন্তরে দোঁহার!
অচিরে সমর-শ্রম হইবে সফল;
ট্রয়ের প্রাকার ত্বরা হ'বে সমতল।
অপর সমীপে ভূপ চলে তার পর,
(উল্লাসে উথলে তাঁর অসীম অন্তর,)
সাজান নেষ্টর্ তথা পিলিয়ান গণে;
আদেশে প্রবীন সবে প্রগল্‌ভ বচনে।
জ্ঞানী স্বন দৃঢ় ব্যূহ রচিছে তথায়;
নেতায় মন্ত্রণা দেয়, আশ্বাস সেনায়।

এলাষ্টর্, ক্রমিয়স্, বায়াস্ হেমন্,
পিলাগন্ আছে তাঁয় করিয়া বেষ্টন।
যত রথারোহিগণে প্রথমে স্থাপিল,
পদাতিকে বিজ্ঞবর পশ্চাতে রাখিল;
মধ্য দেশে সাজাইল অশিক্ষিত গণে,
পদাতিক-রথিমাঝে, রোধি' পলায়নে।
আদেশে প্রবীণ,—অশ্বে করহ শাসন;
ত্যজি' শ্রেণী সম্মুখেতে না যাও কখন।
না যাও অগ্রেতে কেহ তুরঙ্গম ল'য়ে,
কৌশল সাহস বল বুঝিব সময়ে।
একবার আক্রমিয়া কভু না ফিরিবে।
মার কিংবা মর; সবে একত্র যুঝিবে।
হয় যদি রথচ্যুত কোন রথিজন,
দ্রুত যেন অন্য রথে করে আরোহণ।
না চালায় রথ, যার না আছে অভ্যাস;
বরষা প্রহারে বল করিবে প্রকাশ।
যুঝে হেন মোসবার পূর্ব্ব পিতৃগণ;
শৌর্য্য-সীমা এ প্রকারে করে প্রদর্শন।
লভে তাঁরা এ নিয়মে অনন্ত বিজয়,
মহা মহা বীরগণ পদানত হয়।
রণদক্ষ বৃদ্ধ জন কহে এ বচন,
শুনি' আট্রাইডিস্ আনন্দে মগন।
হায়! যদি হ'ত বল যেমন মানস,
থাকিত যদ্যপি তব পূর্ব্বের সাহস!
কিন্তু জরা, কালবশে আসিয়া এখন,
দর্প, পরাক্রম তব করেছে হরণ।

লভিয়া যৌবন থাক অমর হইয়া,
বার্দ্ধক্য গ্রাস্থক সবে, তোমারে ত্যজিয়া।
এরূপে রাজেন্দ্র তাঁয় করে সম্ভাষণ;
নাড়ি' শুভ্র কেশজাল কহে জ্ঞানী জন;—
যদ্যপি যৌবন বল, মানব-ইচ্ছায়,
পাইতাম আমি, তবে কত সুখ তায়!
এককালে ভুজবলে করেছি সংহার,
ইরুথিলিয়নে, মহা পরাক্রম যার।
এক বারে সর্ব্বগুণ না দেন ঈশ্বর;
পূর্ব্বে ছিল বল, এবে প্রাজ্ঞতা প্রখর।
সাজে রণ যত দিন থাকিবে যৌবন,
গভীর মন্ত্রণা মাত্র দিবে বৃদ্ধজন।
রাখিলাম তব 'পরে সমরের শ্রম,
দিব পরামর্শ আমি, বৃদ্ধের করম।
থামিল স্থবির! রাজা আনন্দে ধাবিল;
ক্ষেত্র 'পরে মেনিস্‌থুসে সম্মুখে দেখিল,
এথেন্সের ভীম সেনা আছে তাঁব সনে;
পরে উলেসিস্‌ ল'য়ে নিজ সেনাগণে।
নাহি জানি' সন্ধিভেদ, দূরে সেনাদল
করে বাস; নাহি শুনে রণ-কোলাহল।
শুনিয়া সমরধ্বনি, সমরী এখন,
সচকিতে চারিভিতে করে বিলোকন।
এখনো আলস্য রণে হেরিয়া সেনার,
নেতাগণে কহে ভূপ করি' তিরস্কার;—
ভুলেছে কি বীরপনা পিলুস্‌-নন্দন?
বীর উলেসিস্‌ কেন ভয়েতে মগন?

দাঁড়াইয়া দূরদেশে হেরিছ সমরে
দিয়াছ কি রণভার অপরের 'পরে ?
ছিল আশা, বীরগণ ! অগ্রেতে সবার,
মিশিবে সমরে, স্রাবি' রুধিরের ধার।
তোমাদের শৌর্য্য তরে উৎসব-সময়,
সকলের অগ্রে নাম আহ্বানিত হয় ;
তবে হে বীরেন্দ্রগণ ! লাজহীন চিতে,
অন্যে আগে ধায় রণে, পার কি দেখিতে ?
দিলে কি সম্মান তরে হেন পুরস্কার,
ভোজে অগ্রগামী, রণে পশ্চাতে সবার ?
রাজ-বাক্যে উলেসিস্ ব্যথিত-অন্তর,
লজ্জায় লোহিত-মুখ, করেন উত্তর ;—
না বল কঠিন বাণী ; দেখ মহাবল !
আছি রণ-সাজে, চাহি' আদেশ কেবল।
বীর-কাজে যদি ভূপ ! সন্তোষ তোমার,
এখনি পশিব রণে ধরি' তরবার।
বীর নাম কলঙ্কিত না কর রাজন্ !
কোন্ কার্য্য নাহি পারি করিতে সাধন ?
শুনি' এ বচন তাঁর, কহে নরবর,—
মহাজ্ঞানী তুমি, রণে নির্ভয় অন্তর !
তব চিন্তা হে বীরেশ ! আমারি সমান ;
কি কাজ আদেশে, নাহি করি হতমান।
বিজ্ঞ তুমি, নরতত্ত্ব নহে অগোচর,
ক্ষমা কর সৈনিকের কঠিন অন্তর।
পশ রণে, বীরপণা কর প্রদর্শন ;
গুণবানে সদা রক্ষা করে দেবগণ।

টিডাইডিস্-পাশে পরে নরবর ধায় ;
শোভিছে বাহিনী তাঁর সমর-সজ্জায় ;
(বীর স্থিনিলস্ আছে পশ্চাতে তাঁহার,)
কহে রাজেশ্বর শূরে করি' তিরস্কার ;—
টিডুস্-তনয় ! (তব অনুপম বল
দমে দ্রুত অশ্বে, শৌর্য্য ব্যাপ্ত ধরাতল !)
তব সম বলী জন পারে কি কখন,
হেরিতে আলস্যে কাল যাপে সেনাগণ ?
নাহি ছিল হেন কভু জনক তোমার,
সমরে দাঁড়াত বীর সম্মুখে সবার।
রণ-ভূমে যেই জন তাঁরে নেহারিত,
না করি' প্রশংসা বল রহিতে নারিত !
দেখেছিনু তাঁয়, সেনা-সংগ্রহের তরে,
আসে যবে বীরবর মাইসিনি নগরে।
অচিরে প্রার্থনা তাঁর করিনু পূরণ ;
কিন্তু যোভ্ যুদ্ধ-যাত্রা করে নিবারণ ;
সমুজ্জ্বল ধূমকেতু উদিয়া অম্বরে,
ঘোষে ঘোর অমঙ্গল থিবের সমরে।
গ্রীসের প্রেরিত দূত সম অতঃপর,
শত্রু মাঝে বীরবর হয় অগ্রসর।
একাকী থিবের মাঝে বিনা সেনাগণ,
পশিয়া যাচিল বীর রাজ-সিংহাসন।
উৎসবিছে নরপতি ; সেনানী নিকর
বসি' চারি ভিতে,—তবু চাহিল সমর !
সমর-ঈশ্বরী দেবী পালাসের বলে,
ভূপতি-গোচরে করে পরাস্ত সকলে।

বিষম লজ্জার ভরে আরক্ত-বদন,
রোধিল গমন-পথ পঞ্চাশৎ জন।
মিয়ন্ ও লিকেফন্ নামে বীরদ্বয়,
গুপ্ত সেনাদল ল'য়ে অগ্রসর হয়।
পঞ্চাশৎ বীরে বীর করিল সংহার;
রাখে মাত্র এক জনে, দিতে সমাচার।
আছিল টিডুস্ হেন, হেন বলবান!
হায়! কেন কাপুরুষ তাঁহার সন্তান!

দেবসম ডায়োমেড্ না করি' উত্তর,
শুনে নম্রভাবে, লাজে ব্যথিত অন্তর।
পিতৃসম ক্রোধী কেপানুসের তনয়,*
গর্ব্বভরে উচ্চ রবে মহীপালে কয়;—

জনকের সাধুবাদ, শুন হে রাজন!
নিন্দিতে নন্দনে, তব কিবা প্রয়োজন?
নহি ক্রোধী তত, তবু ক'রে সুবিচার,
সম বলে বলী মোরা করুন স্বীকার।
অল্প সেনা ল'য়ে থিব্ করিনু লুণ্ঠন;
ধ্বংসময় সে বিশাল নগর এখন।
পিতৃগণ পাপ হেতু জীবন ত্যজিল;
পুত্রগণ ধর্ম্ম বলে সে দেশ জিনিল।
মোসবার বল বীর্য্য গৌরব কারণ,
পূর্ব্ব পুরুষের যশঃ নিষ্প্রভ এখন।

কহে টিডাইডিস্,—ক্রোধ কর পরিহার;
ক্ষান্ত হও বন্ধো! মান রাখহ রাজার।
নাহি সাজে হেন রোষ কভু তাঁর 'পরে,

---

* ডায়োমেডের সারথি, স্থিনিলস্।

বিদেশে যাঁহার তরে এসেছি সমরে।
ধ্বংস হ'লে ইলিয়ম্ প্রশংসা ইঁহার ;
যদি মানি পরাজয়, দুর্নাম দুর্ব্বার।
মাতান সমরে ভূপ গ্রীসীয় নিকরে,
এস মোরা করি শ্রম ভীষণ সমরে।

এত কহি' রথ হ'তে বীরকুলমণি
পড়ে ভূমে ; বাজে অস্ত্র ; কাঁপিল ধরণী।
ঝঞ্চনি' বরম বাজে, ভীম বীর-সাজে,
ধায় টিডাইডিস্ বীর শত্রু-ব্যূহ মাঝে।
ধীরে ধীরে উঠি' যথা বাতাস প্রবল,
করে বিচঞ্চল শুভ্র বারিধির জল ;
তুলি' মৃদু কল্লরব লহরী নিকর,
সিন্ধু-তীর-ভূমি পানে ধায় পর পর ;
ক্রমে ঝটিকার দাপে উথলি' সাগর,
সক্রোধে গরজি' ঘোর কাঁপায় অম্বর ;
ক্রমে রণে সেনাগণ ধাবিল তেমতি ;
বাজে ঢালে ঢালে, নর ধায় নর প্রতি।
নীরবে বিবিধ সেনা চলে রণাঙ্গনে ;
সেনানীর আজ্ঞা মাত্র পশিছে শ্রবণে ;
নীরব নিস্তব্ধ যত গ্রীসীয় নিকর
পালে আজ্ঞা, দেবে যেন রোধিয়াছে স্বর।
ট্রয় চমূ নহে হেন ; ঘোর হুহুঙ্কার,
বিশাল বাহিনী হ'তে উঠে অনিবার।
যথা দোহনের কালে মেষ অগণন,
দোহকের অপেক্ষায় দাঁড়ায় যখন,
পূরে উপত্যকা রবে ; শাবক নিকর,

নিকট পাহাড় হ'তে প্রদানে উত্তর।
যুগপৎ কল-ধ্বনি বিবিধ সেনার,
সে রূপ বিমান-পথে উঠে অনিবার।
মিলে সেনা, উৎসাহিছে এবে দেবদ্বয়,
মিনার্ভা গ্রীসের, মার্স ট্রয়ের হৃদয়।
পলায়ন, ভীতি রাজ্য বিস্তারে দোঁহার ;
বিবাদ গর্জ্জিয়া ঢালে রুধিরের ধার ;
বিবাদ কালের ভগ্নী, বিদিত সকলে
জন্মে ক্ষুদ্র হ'য়ে, কিন্তু বাড়ে পলে পলে ;
ক্রমশঃ গগন যুড়ে মস্তক তাঁহার ;
সৃষ্টি গুরু পদক্ষেপে কাঁপে অনিবার।
যথায় ভীষণা দেবী করেন গমন,
বহে রক্ত নদী; গর্জ্জে সমর ভীষণ।
বর্ম্মে বর্ম্মে বাজে রণ ভয়ঙ্কর অতি,
ঢালে ঢালে ; বর্ষা রোধে বরষার গতি ;
বাহিনী বাহিনী প্রতি হয় ধাবমান ;
গর্জ্জিয়া ভীষণ ধায় লোহময় বাণ।
বিজেতা, বিজীত উভে করিছে চীৎকার ;
জয়ধ্বনি আর্ত্তনাদ উঠে অনিবার।
লোহিত শোণিত স্রোতে মগ্ন রণস্থল ;
বাড়ায় তরঙ্গ হত বীরেশ সকল।
শত শত স্রোতস্বতী মিলিয়া যেমন,
ত্যজে গিরি-চূড়া তুলি' ভীষণ গর্জ্জন ;
পড়িয়া প্রবল বেগে সমতল 'পরে,
হইয়া সহস্রমুখী মিশায় সাগরে ;
সুদূরে রাখাল কাঁপে শুনি' গরজন;

মিলে সেনা সেইরূপ আস্ফালি' ভীষণ।
সাহসী এণ্টিলোকস্ প্রথমে সবার,
রণদক্ষ ট্রয়-বীরে করিল সংহার।
একিপোলসের পানে ধাবি' লৌহ বাণ,
ঘোর গরজনে তাঁর ভেদি' শিরস্ত্রাণ,
প্রবেশিল শিরোমাঝে; অনন্ত আঁধার,
বিলুপ্ত নয়ন-জ্যোতিঃ করিল তাঁহার।
পড়ে বীর দুর্গ সম রুধির-রঞ্জিত,
অরাতির আক্রমণ সহি' অবিরত।
এবাণ্টীয় সেনাপতি বীর এল্কিনর,
ল'য়ে মৃত দেহ তাঁর পলায় সত্বর;
ধরি' বিদ্ধ শস্ত্র বীর টানিল যেমন,
এজিনর্ বক্ষে তাঁর আঘাতে ভীষণ,
না ছিল আবৃত ঢালে; বরষা তখনি
প্রবেশিল দেহে; বীর পড়িল ধরণী।
বল বীর্য্য পরাক্রম সকলি পলায়,
শোণিত-নিস্রাব সহ প্রাণ বাহিরায়।
উভ দল মৃত দেহ করিল বেষ্টন;
বাজিল সমর পুনঃ; স্রাবে বীরগণ।
যেন ভীম বৃকদল করিছে শিকার;
মরে নর; রক্ত-স্রোতে মগ্ন চারিধার।
যুবক সিময়স্যুস্ প্রিয়দরশনে,
প্রেরিল এজাক্স্ বীর শমন-সদনে;
সুন্দর সিময়স্যুস্ রূপে অনুপম,
শুভ্র সিময়স্ তীরে লভিল জনম।
পিতা মাতা অন্বেষণে ভূমে অবতরি',

আইড্ পাহাড় হ'তে নারী বিদ্যাধরী
প্রসবে কুমারে, মহা সন্তোষ-আধার;
সিময়স্ অনুসারে রাখে নাম তার।
অতীব অল্পায়ু বীর; ত্যজিয়া জীবন,
আত্মীয়ের স্নেহ-পাশ করিল ছেদন;
তরুবর সম বীর পড়ে ধরা 'পরে,
শোভে উচ্চ শিরঃ যার পল্লব নিকরে,
শিল্পী তীক্ষ্ণ অস্ত্রে যায় করিল ছেদন,
চক্রের বিশাল বৃত্ত নির্ম্মাণ কারণ;
ছিন্ন দূরব্যাপী তরু পতিত ধরায়,
সুদৃশ্য কুসুমরাজি শিরে শোভা পায়;
শুকায় তথায় ক্রমে বারি-বরিষণে,
বাতাসে, অথবা খর রবির কিরণে;
এজাক্সের প্রহরণে যুবক তেমন,
অসময়ে অযতনে ত্যজিল জীবন!

ত্যজে বর্শা এণ্টিকস্ এজাক্সের প্রতি,
ব্যর্থ হ'য়ে তীক্ষ্ণ অস্ত্র ধাবি' দ্রুত গতি
নাশে লিউকসে; যাঁর সদগুণ কারণ,
উলেসিস্ ভালাবাসা করে প্রদর্শন।
সিময়সুসের দেহ নিক্ষেপি' ভূতলে,
প্রাণহীন হ'য়ে বীর পড়ে রণস্থলে,
হেন দৃশ্য উলেসিস্ করি' বিলোকন,
ধায় শত্রু পানে ক্রোধে আরক্ত নয়ন।
ক্ষোভে বিজ্ঞ বীর ধরি' বর্শা খরধার,
উদ্যত ত্যজিতে; কিন্তু দেখে চারিধার।
ক্রুর বিষধর সম গর্জ্জি' অস্ত্র ধায়;

ভয়ে ট্রয়-বীরগণ পশ্চাতে পিছায়।
ছিল ডিমেকুন বীর নিকটে তখন,
আসে এবিডস্ হ'তে প্রায়াম্-নন্দন।
বাজিল বরষা তাঁর শ্রুতিদেশ 'পরে;
ভেদি' গণ্ডস্থল দ্রুত প্রবেশে ভিতরে।
চীৎকারি' যুবক প্রাণ করে পরিহার;
নয়নে ঢালিল কাল প্রগাঢ় আঁধার।
ঝঞ্ঝনিল অস্ত্রাবলী, পড়ে যুবজন;
ধরণীতে ঠেকি' ঢাল বাজিল ভীষণ।

নির্ভীক অরাতিকুল সভয়ে কাঁপিল।
ভয়চিহ্ন হেক্টরের মুখে প্রকাশিল;
সরে বীর ধীরে; সবে চৌদিকে পলায়।
পদে দলি' মৃত অরি গর্জ্জি' গ্রীক্ ধায়।
ইলিয়ম্-চূড় হ'তে ফিবস্ এখন,
উৎসাহে ট্রোজান্গণে প্রকাশি' কিরণ;—
ত্যজ ভয়, প্রদর্শন কর পরাক্রম;
চালাও শত্রুর পানে দ্রুত তুরঙ্গম;
অরাতির দেহ কভু না হয় পাষাণ;
পশে তাহে তোমাদের অস্ত্র খরশান
পূর্ব্ব সম ভয়হেতু নাহি আছে আর,
একিলিস্ বীর নাহি ধরে তরবার!

ইলিয়ম্-চূড় হ'তে এপলো অমর,
উৎসাহিল এইরূপে ট্রোজান-অন্তর।
সমর-ঈশ্বরী দেবী গ্রীসীয় নিকরে
আশ্বাসে অশনি জিনি' সুগম্ভীর স্বরে।
মহাযশা ডায়োরিস্ নির্ভীক অন্তর,

অসহ্য আঘাতে পড়ে রণ-ক্ষেত্র 'পর।
পিরস্ পাষাণ এক নিক্ষেপে সবলে,
(আনেন ইনস্ হ'তে থ্রেসিয়ান্ দলে ;)
প্রকাণ্ড প্রস্তর গুরু বাজে তাঁর পায়,
চূর্ণীভূত হয় অস্থি সে বিষম ঘায়।
ত্যজিয়া জীবন-আশা, স্বসেনা-মাঝারে
পড়ে বীর ; ভাসে ধরা রুধিরের ধারে ;
স্বপক্ষীয় বীরগণে হেরিয়া নয়নে,
বিস্তারে যুগল কর সাহায্য কারণে।
ধাবিয়া বিজেতা এবে বর্ষা ল'য়ে করে,
আঘাতিল মৃতপ্রায় বীরের উদরে।
শোণিত-নিস্রাবে শূর ভাসায় ধরণী ;
ক্ষত স্থান দিয়া প্রাণ বাহিরে তখনি।
ত্যজিল থোয়াস্ বর্ষা বিজেতার প্রতি ;
ভেদি' উরস্ত্রাণ অস্ত্র পশে দ্রুতগতি।
পশি' কাষ্ঠদণ্ড তাঁর বক্ষের ভিতরে,
দাঁড়ায়ে সুদৃঢ়রূপে, কাঁপে থর থরে।
ইটোলীয় বীরবর নিকটে ধাবিয়া,
সবলে বরষা নিজ লইল খুলিয়া ;
ঘূর্ণিত করিয়া পরে তীক্ষ্ণ তরবার,
আচম্বিতে উদরেতে করিল প্রহার।
নিশ্চেষ্ট হইয়া দেহ ভূতলে পড়িল ;
জেতা অস্ত্রাবলী তাঁর হরিতে নারিল।
ধায় বিজেতার পানে থ্রেসিয়ান্‌গণ ;
ঝকিল সম্মুখে তাঁর বরষা-কানন।
বীরেন্দ্র থোয়াস্ ক্রোধে হেরি' চারিধার,

পিছায় পশ্চাতে মৃতে করি' পরিহার।

মরে হেন তুই,—থ্রেস্‌-গর্ব্ব এক জন,
অন্য ইপিয়ান্‌-সেনা-সেনানী ভীষণ।
ঢালিল তিমির মৃত্যু আঁখি 'পরে হায়;
বিজীত, বিজেতা দোঁহে ভূমেতে লুঠায়।
রক্ত-স্রোতে রণস্থল হয় ভাসমান;
শোভে মৃতদেহ-রাশি পর্ব্বত সমান।

পালাসের স্বরক্ষিত কোন বীরবর,
হেরিত যদ্যপি হেন তুমুল সমর;
বিচ্যুত বরষা যদি ফিরাতে পারিত;
তীক্ষ্ণ তরবারি তার গায়ে না লাগিত,
সমর-চাতুর্য্য হেরি' মানিত বিস্ময়;
গণিত বিস্মিত-চিতে বীর সমুদয়!

এরূপে যুঝিছে রণে বাহিনী উভয়;
দলে দলে বীরকুল পাইল বিলয়।

চতুর্থ কাণ্ড সমাপ্ত।

পঞ্চম কাণ্ড।

ডায়োমেডের বীরত্ব।

বিষয়।

ডায়োমেড্, পালাসের সাহায্যে অদ্ভুত পরাক্রম প্রদর্শন করেন। তিনি প্যাণ্ডরসের শরে আহত হন, এবং দেবী তাঁহাকে আরোগ্য করিয়া, সমরাগত দেবতা দিগকে দমন করিবার ক্ষমতা দেন, ও ভিনস ভিন্ন অন্য দেবতার সহিত যুদ্ধ করিতে নিষেধ করেন। ইনিয়স্, প্যাণ্ডরসের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। প্যাণ্ডরস নিহত হন; এবং ভিনস্ দেবী, বিপদগ্রস্থ পুত্রকে রণস্থল হইতে অপসারিত করিতে গিয়া ডায়োমেড্ কর্তৃক হস্তে আঘাত প্রাপ্ত হন। এপলো দেব, দেবীর সাহায্যার্থে উপস্থিত হন, ও ইনিয়স্কে তুলিয়া লইয়া গিয়া পার্গেমসের মন্দিরে বীরের আরোগ্য সম্পাদন করেন। রণ-দেব মার্স, ট্রয়-সেনাগণকে আশ্বস্ত করিয়া হেক্টর্কে নির্ভয়ে অবস্থান করিতে কহেন। ইতোমধ্যে ইনিয়সের আকৃতি রণে প্রেরিত হয়; এবং ট্রোজানেরা অনেক গ্রীক বীরকে পরাজিত করেন। এই সময়ে ট্লিপোলিমস্, সার্পিডন কর্তৃক নিহত হন। জুনো ও মিনার্ভা (পালাস্) মার্সকে দমন করিবার নিমিত্ত ভূমে অবতীর্ণা হন। মিনার্ভা দেবী রণ-দেবকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত ডায়োমেড্কে উত্তেজিত করেন, নরবীর কর্তৃক আহত হইয়া মার্স্দেব স্বর্গধামে পলাইয়া যান।

(প্রথম যুদ্ধ চলিতেছে। দৃশ্য পূর্ব্ব কাণ্ডের সমতুল্য।)

সমর-ঈশ্বরী দেবী পালাস্ এখন,
প্রদানিল টিডাইডিসে প্রতাপ ভীষণ,
নিজ প্রিয়-বীর-যশঃ করিতে বিস্তার,
তুলিতে প্রশংসা তাঁর উপরে সবার।
শিরস্ত্রাণে সৌদামিনী করিছে বিলাস;

ঢাল হ'তে তীব্র জ্যোতিঃ পায় পরকাশ
ক্রমশঃ প্রভার ছটা প্রবর্দ্ধিত হয়,
লোহিত তারকা যথা শরৎ সময়,
উদিত প্রথমে যবে বিশদ গগনে,
স্নান করি' সিন্ধু-নীরে বাড়ায় কিরণে।
পালাস্ এ হেন জ্যোতিঃ দিল বীরবরে
অস্ত্রাবলী তীব্র ছটা বিকীরণ করে।
উত্তেজিত করে দেবী বীরেশের মন,
পশিতে, গর্জ্জিছে যথা সমর ভীষণ।
মহাধন ডেরিসের তনয় নিকর,
প্রথমে বীরের পানে হয় অগ্রসর।
ভল্কান্-মন্দিরে পিতা পবিত্র অন্তরে
যাপে কাল; পুত্রগণ রণশিক্ষা করে।
বীরগণ, ত্যজি' সেনা করিছে সমর,
রথোপরে; ডায়োমেড্ ধরণী উপর।
লভিতে অক্ষয় যশঃ ধায় ভ্রাতাগণ;
ফিজিয়স্ ত্যজে আগে বরষা ভীষণ;
বীর-স্কন্ধ 'পরে অস্ত্র ধাবি' বেগভরে,
ব্যর্থ শক্তি হ'য়ে ত্বরা পড়ে ধরা 'পরে।
ক্রোধে টিডাইডিস্ এবে বরষা সবলে
আঘাতিল বক্ষে; বীর পড়ে ধরাতলে।
ত্যজিয়া সুন্দর রথ, নিহত ভ্রাতায়;
ভয়ে মগ্ন ইডিয়স্ ত্বরিত পলায়;
না দিত ভল্ক্যান্ যদি সাহায্য এবার,
সহোদর সম দশা ঘটিত তাঁহার;
ত্বরা গাঢ় ধূমজালে, দয়াপর হ'য়ে,

আবরে অনল-দেব ভকত-তনয়ে।
অরাতির অশ্ব রথ শিবিরে জেতার,
স্থাপিত হইল ত্বরা সম পুরস্কার।
　　ডেরিসের সুতগণে, লাজে সেনাগণ,
কেহ মরে, কেহ সরে, করে বিলোকন।
রুধিররঞ্জিত করে সমর-ঈশ্বরী
ধরি' রণ দেবে, ক'ন সম্বোধন করি';
　　হে ভীষণ রণেশ্বর! প্রতাপে তোমার,
মরে বীরগণ, বহে শোণিতের ধার!
নিজে নিজে বীরকুল যুঝুক এখন,
বিচার করিবে যোভ্ জিনে কোন্ জন।
সাহায্য-কারণে ক্রুদ্ধ হবেন ঈশ্বর;
চল মোরা যাই ত্বরা ত্যজিয়া সমর।
　　হেন বাক্যে নিভে তাঁর ক্রোধের দহন;
রণ-দেবী, রণ-দেব ত্যজে রণাঙ্গন।
ত্যজি' যুদ্ধ জ্যাস্থসের কুসুম-কাননে
বসি' দোঁহে, রণ-নাদ শুনিছে শ্রবণে।
　　গ্রীক্-সেনা ট্রয়-দলে এবে আক্রমিল;
বীর-করে বীর জন জীবন ত্যজিল।
ওডিয়স্ পড়ে রণে প্রথমে সবার;
আট্রাইডিস্ তাঁয় করিল সংহার।
ফিরায় যেমনি রথ পলায়ন তরে,
ভেদি' পৃষ্ঠ পশে বর্শা হৃদয় ভিতরে।
হেলিজোনিয়ান্ বীর ভূমেতে লুঠায়;
বাজে বর্ম্ম; ত্যজি' দেহ পরাণ পলায়।
　　বলী ইডোমিনিয়স্ কঠিন প্রহারে,

প্রেরিল ফিষ্টস্ বীরে শমন-আগারে ;
জনক বোরস্ তাঁর, (একাকী নন্দন,)
টার্ণি হ'তে ট্রয় দেশে করেন প্রেরণ।
আরোহে যেমন বীর রথে আর বার,
দূর হ'তে বর্শা স্কন্ধ ভেদিল তাঁহার।
রথ হ'তে পড়ে বীর ধরণী উপর ;
অনন্ত আঁধার দৃষ্টি রোধিল সত্বর।

পড়িল স্কেমাণ্ড্রিয়স্ শিকার-কুশল,
বলে যাঁর বন্য জন্তু নিহত সকল।
ডায়ানা * দক্ষতা তাঁয় করেন প্রদান,
আনত করিতে ধনুঃ, যুজিবারে বাণ।
ডায়ানার দত্ত বিদ্যা বিফল এখন ;
লাগিল বরষা বীর পলায় যেমন।
মৃগবিদ্ ত্যজে প্রাণ মেনিলস্-করে ;
ভেদি' পৃষ্ঠ পশে অস্ত্র হৃদয় ভিতরে।
তুলি' বজ্রনাদ বীর ধরাতে পড়িল ;
ধাতুময় তনুত্রাণ ঝঞ্জনি' বাজিল।

কারুকর ফেরিক্লসে, বীর মেরিয়ন্,
আঁধার শমনাগারে করিল প্রেরণ।
শিল্পকার্য্য-বিশারদ জনক তাঁহার,
তনয়ে দক্ষতা যত দিল আপনার ;
পালাসের প্রিয় তিনি, দেবী সে কারণ ;
নানা শিল্পবিদ্যা তাঁয় করেন অর্পণ।
পারিসের পোত-শ্রেণী, ট্রয় ধ্বংস তরে,
কারুবর ফেরিক্লস্ রচিল স্বকরে ;

* ডায়ানা—চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এপলো বা সূর্য্য দেবের ভগ্নী।

কিন্তু শিল্পী দেবভাব বুঝিবে কেমনে,
বিষম অনর্থপাত না জানিল মনে!
রণে ভঙ্গ দিয়া কারু পলাবে যেমন,
হানিল বরষা তাঁয় বীর মেরিয়ন্।
ভীম খরশান অস্ত্র ধাবি' বেগভরে,
বামেতর উরুগ্রন্থি চলে ভেদ করে'।
জানু পাতি' পড়ে বীর করিয়া চীৎকার;
নিঠুর শমন দেহ করে অধিকার।
এণ্টিনর্ স্থবিরের বিদেশী নন্দন,
যুবক পিড়স্ বেগে করে পলায়ন;
থিয়নো বিমাতা তাঁর, সুরূপা প্রধান,
শৈশবে যতনে পালে জননী সমান।
আছিল মোজস্ বীর স্বসেনা-পশ্চাতে,
বিন্ধে মেরুদণ্ড তাঁর বরষা আঘাতে।
বেগভরে ধাবি' অস্ত্র কপোল ভিতরে,
রসনা দশনপাঁতি, সমভাগ করে।
বলী ডিলোপিয়নের গুণী বংশধর,
ধার্ম্মিক হিপ্‌সেনর পড়ে তার পর;
স্ক্যামাণ্ডার কূলে গৃহ করেন নির্ম্মাণ,
স্রোতের পুরোধা পূজ্য দেবতা সমান।
পলাতে স্বসেনা সহ করি' বিলোকন,
ইউরিপিলস্ তাঁয় আঘাতে ভীষণ।
সুবিশাল স্কন্ধোপরে পড়ি' তরবার,
পবিত্র দক্ষিণ হস্ত ছেদিল তাঁহার।
পড়িল পুরোধা ভূমে হ'য়ে বিচেতন;
বহে রক্ত নদী; প্রাণ করে পলায়ন।

এইরূপে বীরকুল যুঝিছে সমরে ;
ভ্রমে ডায়োমেড্ বীর সিংহনাদ ক'রে ;
কভু গ্রীক্ মাঝে, কভু ট্রোজান ভিতর,
ক্রোধে বিস্ফারিত আঁখি গর্জ্জে বীরবর।
ধায় বলী বায়ুভরে, পশ্চাতে কখন,
পলকে ঝলসে পুনঃ সেনার নয়ন।
ত্যজিয়া ভূধর যথা স্রোতস্বতীগণ,
প্লাবিয়া প্রান্তর, তরু করে উৎপাটন ;
অবটে প্রবেশে বারি, বজ্রনাদ তায় ;
তরঙ্গ ভাঙ্গিয়া সেতু সমুদ্রে ভাসায় ;
বিনষ্ট সকল,—শস্য ক্ষেত্র শোভাকর,
দ্রাক্ষার কানন যেন মরু ভয়ঙ্কর ;
করকা দেবেন্দ্র যোভ্ বরষে যখন,
কৃষকের পরিশ্রম সব অকারণ !
ধ্বংসি' হেন টিডাইডিস্ চৌদিকে বেড়ায় ;
ট্রয়-অনীকিনী ভয়ে পশ্চাতে পিছায়।
লিসিয়ান্ সেনাপতি * বিষাদ-মগন,
এ হেন ভীষণ হত্যা করে বিলোকন।
ধানুকী ধনুক নিজ ত্বরিত নোঙায় ;
ডায়োমেড্ পানে তীর বায়ুবেগে ধায়।
ভেদিয়া কবচ তাঁর, সুশাণিত বাণ
বিন্ধিয়া বিশাল অংসে, করে রক্ত পান।
শোণিত-নিস্রাবে বর্ম্ম লোহিত বরণ,
হেরি' ধন্বী দর্পভরে কহিল তখন ;—
ফের, ফের ওহে ট্রয়-সমরি-নিকর !

---

* প্যাণ্ডরস্।

মম শরে স্রাবে রক্ত গ্রীক্ বীরবর।
মম প্রহরণে কভু জীবে কি এ জন?
ফিবসের আজ্ঞা নহে অলীক কখন!

কহে হেন প্যাণ্ডরস্; কিন্তু প্রহরণ
হয় ব্যর্থ; ধানুষ্কের গর্ব্ব অকারণ।
আহত বীরেন্দ্র রথ-পশ্চাতে লুকায়;
সাবধানে স্থিনিলস্ সেবা করে তাঁয়;
ত্যজিয়া বরুথী ত্বরা, ধরণী উপরে
পড়ি' লম্ফ দিয়া তুলে সে ভীষণ শরে।
কহে রাজা ইষ্টদেবে প্রার্থনা তাঁহার;
বরম বহিয়া পড়ে রুধিরের ধার;—

অজেয়া দেব-কুমারি! জনক আমার,
পেয়েছেন যদি কভু সাহায্য তোমার;
স্মরে থাকি যদি তোমা সমরে কখন,
তবে দেবি, কৃপা-বিন্দু কর বিতরণ্।
তোমার রক্ষিত জনে যে করে প্রহার,
দাও বল, করি তায় অচিরে সংহার।
পড়ুক সমরে আজি ধন্বী দুরাচার;
হেরিতে আলোক যেন নাহি হয় আর।

কহে হেন টিডাইডিস্; মিনার্ভা শুনিল;
নব বল রণেশ্বরী পুনঃ তাঁয় দিল।
হেরিয়া সতেজ পুনঃ প্রতি অবয়বে,
অভিলাষ করে বীর পশিতে আহবে।
ত্যজ ভয়, (কহে দেবী,) করহ সমর,
তব রক্ষণের ভার আমার উপর।
পশ রণে, অরিগণে কর আক্রমণ;

পিতৃ-পরাক্রমে তুমি পূরিত এখন।
নব বল বীরবর! করেছি প্রদান;
এবে তুমি বলী তব জনক সমান।
দেব-মায়া হ'তে আঁখি করিনু নির্ম্মল;
হেরিবে সমরে তুমি দেবতা সকল।
দেখিলে অমর শূর, ত্যজিবে সমর;
না পারে জিনিতে সুরে মানব নিকর;
কিন্তু যদি পশে রণে ভিনস্ কখন,
প্রহার করিও তায় আঘাতে ভীষণ।
এত কহি' রণেশ্বরী ধায় বায়ুভরে;
হুহুঙ্কার করি' বীর পশিল সমরে;
দশগুণ বেগে এবে করে আক্রমণ,
কুপিত আঘাতে, ক্ষিপ্ত বিলম্ব কারণ।
ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে দর্পী পশুরাজ,
পড়ে যথা ক্ষেত্র 'পরে মেষপাল মাঝ;
রাখাল যদ্যপি শরে আঘাতে তাহায়
দূর হ'তে, হরি ক্রুদ্ধ অতীব ব্যথায়।
রাখাল গর্জ্জনে তার ভয়েতে মগন
ত্যজি' নিজ মেষপাল করে পলায়ন;
বিনাশি' সহস্র, ক্ষেত্র রক্তময় ক'রে,
লম্ফ দিয়া উঠে সিংহ বাঁধের উপরে।
টিডাইডিস্ হেন বেগে ত্বরিত ধাবিল;
নির্ভীক সেনানীদ্বয়ে মুহূর্ত্তে নাশিল।
এষ্টিনুস্ ত্যজে প্রাণ; পার্শ্ব ভাগে তাঁর,
পড়ে হিপেনর্, তাঁর পুরোধা প্রজার।
এষ্টিনুস্-হৃদে পশে বর্ষা খরশান;

ছেদে হিপেনর-স্কন্ধ শাণিত কৃপাণ।
ত্যজি' দোঁহা ধায় বীর আরক্ত নয়নে,
যুঝিবারে পোলিডস্, এবাসের সনে।
ইউরি.ডমাস্, বৃদ্ধ জনক দোঁহার,
গণিতে অদৃষ্ট-ফল নিপুণতা তাঁর।
না ফিরিল পুনঃ দেশে তনয় দুজন ;
বিফল পিতার যত জ্যোতিষ গণন!
নাশে টিডাইডিস্ বীর বরষা-প্রহারে ;
প্রবীণ জনক তাহা জানিতে না পারে।
যুবক জ্যান্থস্, থুন্ পড়িল এবার ;
বৃদ্ধ ফিলপের দোঁহে ভরসা-আধার।
প্রভূত সম্পত্তি পিতা করেন সঞ্চয়,
দোঁহে মাত্র অধিকারী, অন্য কেহ নয়।
অসময়ে পুত্রদ্বয় পড়ে রণস্থলে ;
জনক ভাসায় ধরা নয়নের জলে।
পড়িল এ ধনরাশি বিদেশীর করে ;
ডুবিল বংশের নাম চিরদিন তরে।
এক রথে প্রায়ামের তনয় দুজন
করিছে সমর ; বর্ম্ম ঝলসে নয়ন।
যথা বন মাঝে সিংহ কাতর ক্ষুধায়,
বৃষভ নিকরে যবে দেখিবারে পায় ;
লম্ফ দিয়া পড়ি' ত্বরা যূথের উপরে,
ভাঙ্গি' গ্রীবা বৃষদলে খণ্ড খণ্ড করে ;
সেরূপ বীরেশ দোঁহা করিল সংহার ;
অশ্ব রথ নীত হয় শিবিরে তাঁহার।
ইনিয়স্ সবিষাদে করে বিলোকন,

দীপে অরি, হীনপ্রভ ট্রয়-বীরগণ।
বরষা-ঝটিকা মাঝে ধাবি' বেগভরে,
প্যাণ্ডরসে বীরবর অন্বেষণ করে।
লিকেয়ন্-পুত্রে এবে হেরিয়া নয়নে,
কহিল ভিনস্-সুত কাতর বচনে ;—
কোথা প্যাণ্ডরস্! এবে গৌরব তোমার,
কোথা শর, কোথা ধনুঃ প্রকাণ্ড আকার,
কোথা যশঃ, বীরপণা বিদিত ভুবন,
লিকেয়ন্-কুল-গর্ব্ব কোথায় এখন ?
নাশ ঐ দুষ্ট নরে ; পরাক্রমে যার,
ট্রয়ের সমরিকুল মরে অনিবার ;
অথবা অমর কোন, পাতক কারণ,
আগত সমরে ট্রয় করিতে শাসন ;
(তা হ'লে নিস্তার হায়! নাহি দেখি আর,
দেবতার সনে যুঝে হেন সাধ্য কার!)
হউক অমর কিংবা মানব নশ্বর,
স্তবে তুষ্ট দেবরাজে কর ধনুর্দ্ধর!
যদ্যপি মানব হয় করহ সংহার ;
দেব যদি, মাগ ভিক্ষা জীবন সবার।
কহে প্যাণ্ডরস্,—যাঁরে কর বিলোকন,
বোধ হয় ডায়োমেড্ ভীম দরশন।
তেজস্বী তুরঙ্গ তাঁর হেন বেগবান,
ঝকে ঢাল হেন, উচ্চ হেন শিরস্ত্রাণ।
যদ্যপি ত্রিদশ হয়, ধরে তাঁর বেশ ;
কিংবা যদি হয় সেই গ্রীসীয় বীরেশ;
মেঘে ঢাকি' সুর তাঁয় করিছে রক্ষণ;

অলক্ষিতে অস্ত্রাঘাত করে নিবারণ।
ত্যজেছিনু তীর এক সুতীক্ষ্ণ ভীষণ,
নিশ্চয় শমনাগারে করিত প্রেরণ;
বিপক্ষ অমর দুষ্ট-প্রাণ রক্ষা করে;
নতুবা বিনাশ ওর ছিল মম করে।
পদব্রজে ধনুঃ করে আইনু সমরে;
না যুজিনু রথে দ্রুত তুরঙ্গ নিকরে।
দেশে দশ খানি রথ আছয়ে সুন্দর,
লিকেয়ন্ ভূপতির প্রাসাদ ভিতর;
মহামূল্য আস্তরণে ঢাকা সে সকল;
আছে বিংশ তুরঙ্গম অতীব সবল।
কহে বৃদ্ধ বীর তাহা করিতে গ্রহণ,
রণ-আশে পোতে যবে করি' আরোহণ,
রণ-ক্ষেত্র 'পরে দ্রুত গমনের তরে,
ফিরিতে সত্বর পুনঃ জিনিয়া সমরে।
মাতিয়া যৌবন-মদে কুবুদ্ধি আমার,
করি অবহেলা হেন উপদেশ তাঁর।
ভেবেছিনু, পাছে রথ করিলে গ্রহণ,
নারি অপ্রশস্ত দেশ করিতে লুণ্ঠন;
সে হেতু স্বদেশে মম ত্যজি' সে সকল,
ধনুর্ব্বাণ ধরি' করে আইনু কেবল।
হে বন্ধো, দর্পের ফল জেনেছি এবার;
এই সব শর নারে বিনাশিতে আর!
এট্রুস্-টিডুস্-সুতে করেছি আঘাত,
নহে ব্যর্থ,—দরদর হয় রক্তপাত;
বিফল প্রহার; এই ধনুক দুর্ব্বল

প্রজ্বলিত করে মাত্র শত্রু-কোপানল !
কুক্ষণে এ শার্ঙ্গ ধনুঃ করিনু ধারণ ;
কুক্ষণে নিষঙ্গ পৃষ্ঠে করিনু বন্ধন !
বিনা বর্ষা ঢাল, ধিক্ অদৃষ্ট তোমায় !
হেন ভীম রণে কেন প্রেরিলে আমায় ?
প্রাণ ল'য়ে যদি ফিরি দেশেতে কখন,
বন্দি পিতৃপদ, হেরি প্রিয়ার বদন,
তবে এই বক্র ধনুঃ ভাঙ্গিয়া স্বকরে,
নিশ্চয় ফেলিব আমি অনল ভিতরে।

কহে ইনিয়স্,—নাহি কর হতমান,
অমর ফিবস্ যাহা করেন প্রদান।
অশ্ব রথ আবশ্যক বটে এ সমরে,
দূর হ'তে শরজাল শত্রু নাশ করে।
ঐ বীরেশের পাশে চলহ সত্বর ;
করিব দুজনে মিলি' সম্মুখ সমর।
আরোহিয়া এবে মম রথের উপর,
পিতার অশ্বের বেগ দেখ বীরবর !
ফিরিতে, থামিতে দেখ শিক্ষিত কেমন ;
নির্ভয়ে অরাতিগণে করে আক্রমণ।
নিরাপদে হেন রথে যুঝিব সমরে ;
হারিলে পলাব ত্বরা ট্রয়ের নগরে।
উঠ রথে ; কশা রশ্মি ধরহ সত্বর ;
অরাতির সহ আমি করিব সমর।
কিংবা যদি রণে বীর ! ধায় তব মন,
ধর বর্ষা ; অশ্ব আমি করিব চালন।

কহে লিকেয়ন্-পুত্র,—ওহে যুবরাজ !

তব অশ্ব, কর তুমি সারথির কাজ।
ধৈর্য্য সহ তব এই তুরঙ্গমগণ,
পরিচিত প্রভু-আজ্ঞা করিবে পালন ;
ভাগ্য-দোষে যদি হয় ত্যজিতে সমর,
ধাবে বেগভরে শুনি' তোমার উত্তর।
নতুবা হারা'তে হ'বে অমূল্য জীবন ;
জয়ী শত্রু অশ্ব রথ করিবে হরণ।
ধর রশ্মি তবে ; ঢাল বর্ষা ল'য়ে করে,
হেন ভীম শত্রু সহ যুঝিব সমরে।
উঠিল উজ্জল রথে বীর দুই জন ;
বায়ুবেগে ধায় রণে তুরঙ্গমগণ।
বীরদ্বয়ে স্থিনিলস্‌ নিরখি' নয়নে,
কহে ডায়োমেড্‌ বীরে সচকিত মনে ;—
হে বন্ধো! বীরেন্দ্রদ্বয়ে করি দরশন ;
লোহিত লোচনে তোমা করে বিলোকন।
ঐ দেখ দর্পী লিকেয়ন্‌-বংশধর,
আসে ইনিয়স্‌ সহ সদৃশ অমর।
লভেছ প্রচুর যশঃ ; উঠ রথ 'পরে ,
নাহি রক্ষা, তুমি প্রাণ ত্যজিলে সমরে।
কহে হেন পরস্পর ; এই অবসরে,
আসি' লিকেয়ন্‌-পুত্র কহে দর্পভরে ;—
পেয়েছি তোমায়, ওহে ভূপাল-তনয়!
ব্যর্থ বটে বাণ, বর্ষা বধিবে নিশ্চয়।
এত কহি' রথী ত্বরা বরষা ত্যজিল ;
বীরের বিশাল ঢালে ঝঞ্ঝনা পড়িল।
ঢালের গোলক ভেদি' শস্ত্র খরধার,

মহাবেগে উরস্ত্রাণে লাগিল তাঁহার
হত অরি ! (কহে দর্পী করিয়া চীৎকার,)
গ্রীসের গৌরব রণে পড়িল এবার !
বৃথা গর্ব্ব ! (ডায়োমেড্ করেন উত্তর,)
ব্যর্থ অস্ত্র ! কর সহ্য বর্ষা খরতর।
নারিবে পলাতে দোঁহে; একের রুধিরে,
করিব সতৃপ্ত আজি সমর-ঈশ্বরে।
এত কহি' উঠি' বার ধরা পরিহরি',
ত্যজে বর্ষা, চালাইল সমর-ঈশ্বরী।
লাগিয়া বদনে অস্ত্র মহাবেগ ভরে,
নাসিকা-নয়ন-মধ্য ত্বরা ভেদ করে;
দ্বিখণ্ড হইল জিহ্বা, চূর্ণিত দশন,
বাহিরে কপোল ভেদি' ফলক ভাযণ।
পড়ে বীর, কাঁপে ধরা বিষম পতনে ;
কঠোর নিক্কনে অস্ত্র বাজিল সঘনে।
সভয়ে তুরঙ্গগণ হয় কম্পমান ;
আঁধার ভুবনে আত্মা করিল পয়ান।
ধায় ইনিয়স্ দেহ রক্ষিতে তাঁহার,
হত বন্ধু 'পরে বর্ষা করিয়া বিস্তার।
ফিরিছে চৌদিকে বীর শব রক্ষা করি',
শিকার বেড়িয়া যেন ভ্রমিছে কেশরী।
মৃত দেহ বীরবর ঢালে আবরিয়া,
করে প্রদর্শন ভয় সঘনে গর্জ্জিয়া।
দূর হ'তে গ্রীকগণ দেখে অনিবার ;
না হয় নিকটে যেতে সাহস কাহার ;
এবে টিড়াইডিস্ বীর ভীম দরশন,

প্রকাণ্ড পাষাণ এক করিল ধারণ ;
আধুনিক হীনবল নর দুই জন,
কি সাধ্য প্রস্তর হেন করে উত্তোলন !
এ হেন প্রকাণ্ড শিলা করিয়া ঘূর্ণিত,
অরাতির পানে বীর নিক্ষেপে ত্বরিত।
বীর-করচ্যুত শিলা প্রকাণ্ড আকার,
মহাবেগে জঙ্ঘাদেশে লাগিল তাঁহার।
ভাঙ্গিল কঠিন অস্থি বিষম প্রহারে ;
সমর-অঙ্গন ভাসে রুধিরের ধারে।
অসহ্য যাতনা-বলে কাঁপিতে কাঁপিতে,
জানু পাতি' ইনিয়স্‌ বসে ধরণীতে।
ভূমি 'পরে বীরবর করিল শয়ন,
প্রগাঢ় আঁধার তাঁর আঁধারে নয়ন।
হেন স্থানে সেনাপতি নির্ভীক হৃদয়,
অমূল্য জীবন নিজ ত্যজিত নিশ্চয় ;
ভিনস্‌, প্রণয়েশ্বরী প্রণয় আপন,
এঙ্কিসিস্‌ প্রতি এবে করিয়া স্মরণ,
হেরিয়া বীরের দশা ব্যথিত অন্তরে,
সযতনে গর্ভজের দেহ রক্ষা করে।
স্নেহের আস্পদ শূর কুমারে আপন,
শ্বেত ভুজে প্রেম-দেবী করিয়া ধারণ,
আবরে নন্দনে অবগুণ্ঠনে উজল ;
অসিঘাত, বর্শা ত্যাগ সকলি বিফল !
ঘন তীব্র শরজাল, দ্রুত তুরঙ্গম,
ধায় দেবী ল'য়ে সুতে, করি' অতিক্রম।
বলী স্থিনিলস্‌ এবে বুঝি' অবসর,

পালিতে প্রভুর আজ্ঞা হইল তৎপর।
রথে দৃঢ়রূপে রশ্মি করিয়া বন্ধন,
দূরে ক্লান্ত অশ্বগণে রাখিল আপন।
অরাতির রথ পানে ধাবিয়া সত্বর,
দিব্য তুরঙ্গমে বীর ধরে তারপর।
জয়ধ্বনি করি' সূত শিবিরে চলিল ;
গ্রীকের বশ্যতা এবে তুরঙ্গ মানিল ;
দিল ডিপিলসে অশ্ব রক্ষণের ভার,
(বীরত্ব কারণে প্রিয় অতীব তাঁহার,)
পরে পুনঃ উঠি' বীর বরূথী উপরে,
চলে টিডাইডিস্ যথা গর্জ্জিছে সমরে।
হেথা টিডাইডিস্, (অরি হারায়ে এখন,)
প্রেমেশ্বরী ভিনসেরে করে আক্রমণ।
নাহি অধিকার তাঁর এ হেন সমরে,
যথা রণেশ্বরী দিব্য ঢাল শোভে করে,
কিংবা ঘোর নিনাদিনী বেলোনা * সমান,
গভীর গর্জ্জনে যিনি কাঁপান বিমান।
জানে বীর, কোমলাঙ্গে না সাজে কখন
হেন রণ, তবু তাঁর সমরে মনন।
ভগ্ন ব্যূহ মধ্য দিয়া ধাবিয়া সত্বর,
দেবী প্রতি বর্ষা লক্ষ্য করে বীরবর ;
হানে তীক্ষ্ণ অস্ত্র অবগুণ্ঠন ভিতরে,
যতনে নির্ম্মিল সুর-সুন্দরী নিকরে।
শ্বেত ভুজ বর্ষাঘাতে হইল বিক্ষত ;
রুধির উজল চর্ম্ম করিল রঞ্জিত।

---

* বেলোনা—যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

সুচারু অমরবীরপু জ্যোতির্ম্ময় ক'রে,
দ্রুত বেগে দেব-রক্ত ঝরে ঝর ঝরে ;
সুনির্ম্মল দেব-রক্ত পূত অদূষিত,
নরের রুধির সম নহে কলুষিত,
(মানবের অন্ন নহে দেবের আহার,
মদিরা সেবনে বল নহে তাঁ সবার।)
প্রেমেশ্বরী আর্ত্তনাদ করিয়া সুস্বরে,
ক্রোড় হ'তে প্রিয় সুতে ফেলে ধরা 'পরে।
ফিবস্ লইল বীরে ; ঘন আবরণে,
আবরি' আহতে দেব রক্ষিল যতনে।

ভিনসে হেরিয়া ভূপ পলা'তে গগনে,
কহে ঘৃণাভরে মেঘগম্ভীর বচনে;—
না সাজে ভীষণ যুদ্ধ যোভ্-তনয়ার।
রণাঙ্গন নহে স্থান কদাচ তোমার।
যাও দেবি! নারী-কার্য্য করগে এখন,
তোষ কাপুরুষে, হর রমণীর মন।
পেয়েছ উচিত শিক্ষা; ত্যজহ সমর ;
কাঁপে যেন রণ-নামে তোমার অন্তর।

থামে টিডাইডিস্। দেবী ব্যথিতা লজ্জায়,
সভয়ে সমর ত্যজি' ত্বরিত পলায়।
ধাবি' আইরিস্ তাঁর সাহায্যের তরে,
বিস্তারে কুয়াসা জাল সেনার উপরে।
দেখে দেবী, প্রভাহীনা প্রণয়-ঈশ্বরী,
শোণিত-নিস্রাব ঝরে ক্ষত পরিহরি'।
চলে দোঁহে ত্বরা, যথা মার্স্ রণেশ্বর
বিশ্রাম করেন দূরে মেঘের ভিতর।

পঞ্চম কাণ্ড।

প্রার্থনা করিল দেবী সজল নয়নে,
ভ্রাতার বিমান, তুঙ্গ স্বর্গ আরোহণে;
ডায়োমেড্-কৃত ক্ষত দেখাইল তাঁয়,
নশ্বর মানব দেবে পরাজিতে চায়!
পরাক্রমী মার্স্ তাঁর বচন শুনিল;
হেম রশ্মি রণেশ্বর দেবী-করে দিল।
বসে দেবী ম্লানমুখে বিমান উপরে;
চালান আইরিস্ দেবী তুরঙ্গ নিকরে।
বাজে কশা, অশ্বগণ উড়িল আকাশে;
মুহূর্ত্তে পশিল রথ ত্রিদশ-আবাসে।
থামিল রথের গতি; তুরঙ্গমগণে,
আইরিস্ দেব-ভক্ষ্য প্রদানে যতনে।
অশ্রু-জলে নিজ শুভ্র বাস সিক্ত করি',
দাঁড়ান জননী-পাশে প্রণয়-ঈশ্বরী।
জিজ্ঞাসেন মাতা ধরি' তনয়ার কর,
করিল এ কার্য্য কোন্ দুর্ম্মতি অমর?
কহে দেবী,—নাহি ইথে দেবতার পাপ;
নর হ'তে পাই মাতঃ! হেন মনস্তাপ।
দুষ্ট ডায়োমেড্-কার্য্য দেখ গো জননি,
রক্ষিতে নন্দনে মম নয়নের মণি!
ট্রয়-সেনা সনে গ্রীক্ না যুঝে এখন,
অমর অমরে তারা করে আক্রমণ!
কহিল ডায়োনি *;—বৎসে না কাঁদিও আর;
কর সহ্য আজি হেন অপমান ভার।
দেব হ'তে পায় কষ্ট মানব নিকর;

---

* ডায়োনি—দেবরাজ যোভের অন্যতমা পত্নী।

প্রতিশোধ পানে ধায় তাদের অন্তর।
বলী মার্স্ বন্দী হ'য়ে মানবের করে,
ছিল কারাগার মাঝে অবনী ভিতরে;
ত্রয়োদশ চান্দ্র দিন আক্ষেপে কেবল;
ওটস্, এফিয়ল্টিস্ ধরে সে শৃঙ্খল।
তথায় সমরেশ্বর হা'রাত জীবন,
না করিলে হারমিস্ বন্ধন মোচন!
ত্রিদিব-ঈশ্বরী নিজে, মানবের তরে,
এক কালে গুরুতর ক্লেশ সহ্য করে;
এম্ফিট্রিয়ন-সুত তীব্র শর ল'য়ে,
আঘাত করিল তাঁর কোমল হৃদয়ে।
নরকাধিপের হৃদে, (কি কহিব আর!)
আল্সাইডিস্ হানে বর্শা খরধার।
নর-অস্ত্রে হ'য়ে বিদ্ধ স্বরাজ্য মাঝারে,
পলায় ভীষণ কাল যোভের আগারে;
স্বর্গীয় ভেষজ দানে পিয়ন তথায়,
নিবারি' যাতনা তাঁর জীবন বাঁচায়।
দেব সহ বাদ, ওরে অধার্ম্মিক নর!
হানি' শর কর বাঞ্ছা বধিতে অমর!
যে নর, (যদিও পক্ষে পালাস্ তাহার,)
করিল দেবীর অঙ্গে বরষা প্রহার,
নিশ্চয় বিদিত হ'বে দেব-পরাক্রম;
অচিরে ফুরা'বে তার ভবের করম।
যুদ্ধ-অবসানে যবে ফিরিবে আগারে,
ক্রোড়ে বসি' পুত্র পিতা না বলিবে তারে
যদিও পামর! তব দেহ বজ্রসার,

অচিরে অমর দর্প চূর্ণিবে তোমার।
ত্বরা ইজিএলি, তব বনিতা সুন্দরী,
উঠিয়া চমকি' সুখ শয্যা পরিহরি',
স্বপন দর্শনে জানি' তোমার পতন,
শিরে করাঘাত করি' করিবে রোদন।

এত কহি' মুছাইয়া দেবী ক্ষত স্থান,
পবিত্র ভেষজ তাহে করেন প্রদান।
জুনো ও পালাস্ হেরি' ঈষৎ হাসিল;
রণেশ্বরী সম্বোধিয়া বজ্রীরে কহিল;—

কৃপাময় স্বর্গপতে! সুধাও এখন,
তনয়া তোমার কষ্ট পায় কি কারণ।
গ্রীসের সুন্দরী কোন তরুণী-অন্তরে,
কামেশ্বরী কামানল উদ্দীপিত করে;
প্রলোভনে মুগ্ধ করি' লইয়া তাহায়,
ট্রয়ের যুবক পাশে যেমতি পলায়,
কঠিন কাঞ্চন কাঞ্চী লাগিয়া তাহার,
ছিঁড়িল কোমল চর্ম্ম, বহে রক্তধার!

নিখিল সংসার-পতি ঈষৎ হাসিয়া,
কহিলেন মৃদু বাক্যে ভিনসে ডাকিয়া;—
না সাজে এ হেন রণ দুহিতে, তোমার;
যুক্ত ক্ষুদ্র যুদ্ধ তব, মৃদু কার্য্য-ভার।
মোহিনী শকতি তব, সুমধুর হাস;
পালাস্ মার্সের কাজে না করিও আশ।

স্বরগে দেবতা হেন; ভূমে ক্ষেত্র 'পরে,
টিডাইডিস্ ইনিয়সে আক্রমণ করে;
পূর্ণ দেবী-তেজে, ধায় সুদ্রুত গমনে;

নাহি ভয় তিল মাত্র রবির তর্জ্জনে।
বিনষ্ট অরাতি, বীর দেখে কল্পনায়,
যদিও এপলো ঢালে আবরে তাঁহায়।
ভীষণ বরষা শূর হানে তিনবার ;
ঢালে রবি নিবারণ করিল প্রহার।
চতুর্থ আঘাত-কালে, অগ্র ভেদ ক'রে,
পশিল অকাশ-বাণী শ্রবণ বিবরে ;—
টিডুস্-তনয় ! হও বিরত সমরে !
দেখ বিভিন্নতা কত তোমাতে অমরে।
উচ্চ দিবলোকে যাঁরা দীপে অহরহঃ,
অক্ষয় অনন্ত হেন দেবতার সহ,
ধরাতল অধিবাসী অপূত-হৃদয়,
মর নরকীট কভু সমতুল্য নয় !
কহিল দেবেন্দ্র হেন ; বীর ভয় পায় ;
কাঁপিয়া কয়েক পদ পশ্চাতে পিছায়।
ফিবস্, ভিনস্-সুতে লইয়া এখন,
চলিলেন ট্রয়ে, পূত মন্দিরে আপন ;
আরোগ্য করিল ফিবি, * লাটনা তথায়,
পবিত্র ঔষধে ; বীর পুনঃ বল পায়।
এবে রৌপ্য ধনুর্ধারী দেব দিবাকর,
অলীক আকৃতি এক রচিল সত্বর,
বীর ইনিয়স্ সম অবয়ব তার !
ঝকে বর্ম্ম, চলে রণে করি' হুহুঙ্কার।
যুঝে বীরদল হেন আকৃতি বেড়িয়া ;
উঠিল আঘাত-শব্দ গগন ভেদিয়া॥

* ফিবি—ডায়ানা দেবীর নামান্তর। চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ফিবসের ভগ্নী।
১৯৫৭

দাঁড়ায়ে এপলো ইলিয়ম্-চূড় 'পরে,
সম্বোধিয়া মার্সে এবে ক'ন ক্রোধভরে— ;
হে ভীষণ রণেশ্বর! প্রতাপে তোমার,
মরে বীরগণ, বহে শোণিতের ধার!
ধর অস্ত্র; শমনের আঁধার আগারে,
পাঠাও সত্বর ঐ নর দুরাচারে।
আঘাতে ভিনসে, মোরে করে আক্রমণ,
দেবগণ সনে দুষ্ট বাঞ্ছা করে রণ।
ভীষণ কুলিশ-ধারী অমর পিতার,
করিতে অমান্য, নহে অসাধ্য উহার।
সমর-ঈশ্বর ত্বরা উরি' ধরাপরে,
প্রখর প্রতাপ নিজ বিকারণ করে।
থ্রেস্-নেতা একামস্ সমান মূরতি
ধরি', ভীত ট্রয় বীরে কহে রণপতি ;—
প্রায়াম্-নন্দনগণ! কত কাল আর,
পলায়ে রক্ষিবে হেন ঘৃণ্য দেহভার?
অবাধে তবে কি এবে অরাতি নিকর,
পশিয়া প্রাকার মাঝে, ধ্বংসিবে নগর?
আহত সে ইনিয়স্, কর বিলোকন!
বীরেন্দ্র হেক্টর রথী নিষ্প্রভ এখন!
পশ রণে, অরিগণে বধহ সত্বর।
কহে দেব; ত্যজে ভীতি বীরের অন্তর।
দর্পী সার্পিডন্ লাজে প্রথমে সবার,
কহেন হেক্টর বীরে করি' তিরস্কার ;—
জিজ্ঞাসি' তোমায়, মোরে বলহে বীরেশ!
নাহি কি এখন তব বীরপণা লেশ?

প্রায়ামের বলী বংশ, (রক্ষিতে প্রাকার,)
চাহিয়াছে কবে, কহ, সাহায্য কাহার ?
যাচে ট্রয় বিদেশীর সাহায্য এখন ;
বুঝিনু পূর্ব্বের গর্ব্ব সব অকারণ !
যুঝে মিত্রগণ, দূরে কর অবস্থান,
কেশরী-নিরখি' ভীত কুক্কুর সমান !
বহু দূরে মম রাজ্য, জ্যান্থস্ যথায়,
বারি দানে লিসিয়ার সম্পদ বাড়ায় ;
পুরিত বিপুল ধনে ভাণ্ডার আমার ;
সুন্দরী বনিতা-কোলে শোভিছে কুমার ।
এসেছি ত্যজিয়া সর্ব্ব প্রিয় পৃথিবীতে,
জিনে যদি গ্রীক্, মম কি পারে হরিতে ?
তথাপি, দেখহ, মম লিসিয়ান্-দল,
আক্রমে সে বীরে, যেই হরে তব বল ।
মজে ইলিয়ম্, লাজে জলাঞ্জলি দিয়া,
নিজ সেনাদল সহ আছ দাঁড়াইয়া !
ত্বরা পিতৃ-রাজ্য রক্ষা করহ কুমার !
নতুবা আসিবে হেন বিপদ দুর্ব্বার,
ট্রয়ের প্রাকার ত্বরা পড়িবে ভূতলে ;
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ মরিবে সকলে ।
ট্রয়-সেনা উৎসাহিত কর বীরবর !
তব মুখ চাহি' তারা রহে নিরন্তর ।
সদর্পে অরাতি দলে কর আক্রমণ,
ট্রয়-পরাক্রম গ্রীক্ জানুক এখন !
হেন তিরস্কার-বাণী, ব্যথিত হৃদয়ে,
শুনে হেক্‌টর্ লাজে নতশির হ'য়ে ।

উচ্চ রথ হ'তে এবে বীরেন্দ্র কেশরী,
পড়ে ভূমে, বাজে বর্ম্ম দিক পূর্ণ করি'।
দুই করে ধরি' দীর্ঘ বরষা যুগল,
ডাকে বীর সেনাদলে, কাঁপে রণস্থল;
নিবারে পলাতে, হৃদি মাতায় সবার;
জ্বালিল নির্ব্বাণপ্রায় অনল আবার।
ফিরিল সেনার স্রোত; গ্রীসীয় নিকর
সহে পুনঃ ট্রোজানের প্রতাপ প্রখর।
সিরিসের গৃহ-তলে কৃষক যখন,
পীত শস্য পরে সূর্প করে সঞ্চালন,
অতি লঘু তুষ-রাশি মৃদুল বাতাসে,
মেঘাকারে ক্রমে ক্রমে বিস্তারে আকাশে;
সমুত্থিত ধূলি-জাল ধূসর বরণ,
পূরি' দিক, শস্যাগার করে আচ্ছাদন;
উঠি' রজঃ তথা, অশ্ব-রথ-সঞ্চালনে,
সাজায় ধবলাকারে গ্রীক্‌-সেনাগণে।
বালুকা প্রাঙ্গন ত্যজি', পর্ব্বত আকার,
বিমল গগন-তল করে অন্ধকার।
মার্স্‌ রণেশ্বর এবে ভীম ঢাল করে,
ভ্রমিয়া গগনে, ভীতি প্রদর্শন করে।
ক্রোধে মত্ত রণ-দেব এপলো-বচনে,
রক্ষিবারে ইলিয়ম্‌, ফিরিছে গগনে।
বিবুধ-কুমারী রণ করে পরিহার;
ট্রয়-হৃদে দিল দেব সাহস আবার।
পবিত্র মন্দির হ'তে এপলো এখন,
রণে ইনিয়স্‌ বীরে করেন প্রেরণ;

প্রাপ্তবল, আপ্ততেজ, ক্ষতহীন-কায়,
নিজ সেনাদল মাঝে বীরেশ দাঁড়ায়।
ধাবিল বীরের রক্ত হৃদয়ে সবার,
কোন জন নাহি করে অপেক্ষা কাহার।
হাঁকিছে এপলো, গর্জ্জে বিকট বিবাদ,
ডাকে যশঃ, মার্স্‌ দেব করে বজ্রনাদ।
ডায়োমেড্‌ উলেসিস্‌, এজাক্স উভয়,
রহে এক স্থান, দেহে রক্ত-ধারা বয়।
শ্রমদক্ষ রণপ্রিয় গ্রীক্‌-সেনাগণ,
অকাতরে সহে হেন ভীম আক্রমণ।
ধীরমনে বীরবৃন্দ নীরবে দাঁড়ায় ;
নহে অগ্রসর, নাহি পশ্চাতে পিছায়।
যথা যবে কাদম্বিনী অসিত-বরনী,
প্রকাশে গগন 'পরে ভীম নিনাদিনী,
প্রদর্শিয়া পরাক্রম উত্তর পবন
থামিলে, তরঙ্গ আর না করে গর্জ্জন ;
জলসিক্ত গুরু বাস্পরাশি সে সময়,
গতিহীন, গিরি-শিরে স্থিরভাবে রয় ;
কিন্তু যবে বহে পুনঃ প্রবল বাতাস,
ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে, বেগে আবরে আকাশ।
রাজরাজেশ্বর হেথা রণ-ক্ষেত্র 'পরে,
আশ্বাসি' সমরিগণে বিচরণ করে ;—
মহাবল গ্রীক্‌গণ! করহ সমর ;
পূর্ব্বের প্রতাপ যেন রহে নিরন্তর।
দেশের গৌরব আজি করহ বিস্তার ;
জ্বলুক সমরানল অন্তরে সবার।

সর্ব্ব সুখে সুখী রণ-জয়ী যেই জন,
কিংবা লভে যশোরাশি ত্যজিয়া জীবন।
ত্যজে রণ-ক্ষেত্র যেই ভীরু দুরাচার,
মরে, বা মরণাধিক অকীর্ত্তি তাহার!
হেন বাক্য নরবর বলিতে বলিতে,
ডিকুনের পানে বর্ষা হানে আচম্বিতে;
ইনিয়স্ সখা তাঁর; বিপুল বিভব;
প্রায়ামের বংশ সম স্বদেশে গৌরব।
যুঝে বীর বহুকাল, সমরে দুর্জ্জয়,
রাজেশ্বর-করে এবে লভে পরাজয়।
মহাবল ভূপালের তীব্র প্রহরণ,
ভেদি' ঢাল, তনুত্রাণ করিল ছেদন।
পড়িল বীরেন্দ্র ভূমে; বাজিল বর্ম্ম,
ত্যজে আত্মা; ফুরাইল সমর-করম।
ঘূরাইয়া ইনিয়স্ তীব্র তরবার,
ক্রিথন্, ওর্সিলোকসে করিল সংহার;
পিতা ডিয়োক্লুস্, ধনী মানী মহাবল,
ফিরির প্রাসাদ চারু করেন উজল;
জন্মে আল্‌ফুসের স্রোতে, প্রবাহ যাহার,
সদা উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে পিলিয়ার।
বীরমদে মত্ত হ'য়ে সহোদর-দ্বয়,
ত্যজিয়া স্বদেশ ট্রয়ে উপনীত হয়,
যুঝিতে রমণী তরে; অকালে এখন,
চিরনিদ্রা হেতু হায়! মুদিল নয়ন।
নিবিড় বিপিনে যথা কেশরী-যুগল,
করি-রক্ত পানে লভি' অনুপম বল,

পশি' লোকালয়ে যবে নির্ভয় অন্তরে,
নাশে গৃহ-পশুদলে ; নাহি ডরে নরে ;
নারে পুনঃ ফিরিবারে আপন গুহায়,
মানবের প্রহরণে পরাভব পায়।
ভূমে মনোহর দেহ পড়িল দোঁহার,
যথা চারু দেবদারু শোভার আধার।
হেরি' মেনিলস্ ক্ষোভে দোঁহার পতন,
আক্রমে জেতায় বর্সা করি' উত্তোলন ;
উত্তেজিল মার্স তাঁয় ;—জাতক্রোধ তরে,
উৎসাহে রণেশ ভূপে মরিতে সমরে।
সক্রোধে চলিছে রাজা। নেষ্টর্-নন্দন,
জানিয়া বিপদ ধায় সাহায্য-কারণ।
মরিলে হেলেনা-পতি, ভাবে বীরবর,
বিফল সমর-শ্রম, বিফল সমর।
যুযুৎসু বীরেন্দ্রদ্বয় মিলিয়া এখন,
কাঁপায় বরষা ক্রোধে আরক্ত-বদন।
সশস্ত্র এণ্টিলোকস্ ধাবিয়া তথায়,
স্পার্টার ভূপতি পাশে নির্ভয়ে দাঁড়ায়।
নিরখি' ডার্ডান্-নেতা বীরেশ প্রবর,
ত্যজিল ত্বরিত হেন অসম সমর।
বীরদ্বয় মৃত দেহ লইয়া দোঁহার,
রাখি' গ্রীক্ মাঝে, রণে পশিল আবার।
পড়িল পিলিমিনিস্ রণে অতঃপর,
পাফালোগণিয়া-নেতা নির্ভীক-অন্তর।
আট্রাইডিস্ তাঁয় করি' বিলোকন,
আঘাতিল গ্রীবা-দেশে নারাচ ভীষণ।

বীরেন্দ্র মিডন্ এবে পলায়ন তরে,
ফিরায় যেমতি রথ, মরিল সমরে।
নিক্ষেপে প্রকাণ্ড শিলা নেষ্টর-নন্দন;
বীরের সুদৃঢ় ভুজে বাজিল ভীষণ;
নাগ-দন্ত সুমণ্ডিত রশ্মি শোভাকর,
নারিল ধরিতে আর বলহীন কর।
আঘাতে বদনে জেতা মহাক্রোধ ভরে,
উঠে আর্ত্তনাদ; বীর পড়ে ধরা 'পরে।
গভীর সিকতা মাঝে, গুরু শিরস্ত্রাণ
ডুবে শির সহ; পদ পরশে বিমান।
বেগবান অশ্বগণ দলি' পদতলে,
শায়িত করিল দেহ ত্বরিত ভূতলে।
শূন্য রথ পরে জেতা আরোহি' তখনি,
চলিল শিবির পানে করি' জয়ধ্বনি।
নিরখিল হেক্‌টর্, ক্রোধ উপজিল,
ধায় গ্রীকৃপানে; সেনা পশ্চাতে ছুটিল।
গর্জ্জিয়া সঘনে বীর কাঁপায় আকাশ
গগনে অমর তেজঃ করে পরকাশ।
ভীষণা বেলোনা, মার্স অরাতি-দমন
আলোকি' প্রাঙ্গন, শূন্যে করিছে তর্জ্জন।
জ্বালিছে বেলোনা ঘোর সমর অনল;
কাঁপায় রণেশ ভীম বরষা উজ্জ্বল।
যুঝিছে হেক্‌টর্ যথা, সমর ঈশ্বর,
করি' বজ্রনাদ তাঁয় রক্ষে নিরন্তর।
টিডাইডিস্ বীর-কার্য্যে হইল বিরত;
এইবার হৃদে তাঁর ভয় সমুদিত!

সরল কৃষক যবে ত্যজি' নিকেতন,
অজ্ঞাত কান্তার মাঝে করে পর্য্যটন ;
অকস্মাৎ যদি কোন নদী বেগবতী
ফেনিলা অগাধনীরা রোধে তার গতি,
দাঁড়ায় চমকি' কৃষী, (নাহি চলে আর,
ক্লান্ত পদদ্বয়,) গৃহে ফিরে পুনর্ব্বার।
সচকিত টিডাইডিস্ তেমতি দাঁড়ায় ;
ফিরিয়া কহিল বীর সম্বোধি' সেনায় ;—
হেক্টরের জয়, গ্রীক্ ! নহে অসম্ভব ;
দেববলে বীর সর্ব্বে করে পরাভব !
নিবারে আঘাত, ট্রয় রক্ষে সুরগণ ;
সশস্ত্র রণেশ দেখ করিছে তর্জ্জন !
পিছাও পশ্চাতে ওহে গ্রীক্ বীরগণ !
ধীরে ধীরে, শত্রু পানে রাখিয়া বদন।
বল, পরাক্রম আদি সকলি বিফল ;
নাহি যুঝে ট্রয়, এবে দেব মহাবল !
গ্রীক্ সনে ট্রয় সেনা মিলিল এখন
বীর-দ্বয়ে হেক্টর্ করেন নিধন ;
এন্‌চিয়েলস্, মেনিস্থিস্ মহাবল,
কুমারের পরাক্রমে পড়ে ধরাতল।
যুঝে দোঁহে এক রথে করি' আরোহণ ;
একত্র প্রাঙ্গনে দোঁহে করিল শয়ন।
এজাক্স্ এহেন দৃশ্য হেরিয়া নয়নে;
ক্রোধে কম্পমান, আক্রমিল অরিগণে।
প্রকাণ্ড বরষা তাঁর, মহাবেগ ভরে,
ভেদিয়া কবচ, পশে এম্ফুস্-উদরে।

রম্য এপিসস্ রাজ্য রতন-পূরিত,
অবিবাদে এস্ফুস্ সতত শাসিত ;
কিন্তু প্রতিকূল ভাগ্য, ঈর্ষা বশে হায় !
মরিতে ট্রয়ের রণে আনিল তাঁহায়।
পড়ে বীর ; উঠে বর্ম্মে কঠোর নিক্বন ;
এজাক্স্ ধরিতে দেহ করে উলম্ফন।
ঝকিল কৃপাণ-রাশি শিরোপরে তাঁর ;
নারাচ-কানন রুদ্ধ করে চারি ধার।
রাখি' এক পদ বীর মৃত দেহ 'পর,
বলে আকর্ষিয়া বর্ষা তুলিল সত্বর ;
নারিল হরিতে অস্ত্র, চারু শিরস্ত্রাণ,
গর্জ্জিল চৌদিকে তাঁর বর্ষা খরশান।
অসংখ্য অরাতি-দল ছুটিল এবার,
করে তীক্ষ্ণ বর্ষা, ঢাল প্রকাণ্ড আকার।
পড়িল প্রমাদ ঘোর, হেন মনে গণি',
অগত্যা সেস্থান বীর ত্যজিল তখনি।
নিয়তি কুহকে পড়ি' সমরে ভীষণ
টিলিপোলিমস্, হার্কিুলিসের নন্দন,
যুঝিতে করিল বাঞ্ছা সার্পিডন্ সনে ;
আক্রমে বীরেন্দ্র এবে যোভের নন্দনে।
মিলে বীরদ্বয়, দেহে বর্ম্ম সুশোভন,
দেবেশের পুত্র এক, পৌত্র আর জন,
করি' উত্তোলিত তীক্ষ্ণ বরষা ভীষণ,
সদর্পে রোডস্-নেতা কহিল বচন ;—
কহ লিসিয়ান্ বিজ্ঞ ! কি সাহস ভরে,
আসিলে গ্রীকের সহ যুঝিতে সমরে ?

বুঝ নিজ বল ; তোমা চাটুকারগণ
কহে যোভ-পুত্র, কর গর্ব্ব সে কারণ !
দেববংশী সহ বহু অন্তর তোমার,
কত বিভিন্নতা আছে কার্য্যে তাঁ সবার !
বীর্য্যবান পিতা মম যোভের নন্দন,
অসম-সাহসী, তাঁয় জানে ত্রিভুবন।
জানে ট্রয় শৌর্য্য তাঁর ; ঐ যে প্রাকার
ঘোষে পরাক্রম মম বিজয়ী পিতার।
ছয় তরি, অল্প সেনা করিয়া সহায়,
ধ্বংসেন জনক হেন নগর হেলায় !
কোথা ওরে ভীরু ! তোর দেব-বীরপণা,
মরিছে লিসীয় সেনা দেখে কি দেখ না ?
রে তুর্ব্বল, ট্র্য়-রণে কিবা তোর কাজ ;
প্রেরিব নিশ্চয় তোরে যম-পুরে আজ ;
বরষা প্রহারে দর্প করিব হরণ ;
অচিরে হেরিবি দুষ্ট, কাল-নিকেতন।
　　কহিল এতেক হার্কুলিসের কোঙর
সদর্পে ; লিসিয়া-পতি করেন উত্তর ;—
　　তব জনকের করে, শুন হে কুমার !
মজে ট্র্য়, মহাপাপ আছিল রাজার।
অঙ্গীকৃত দিব্য অশ্ব না করি' প্রদান,
না রাখিল ভূপ তব পিতার সম্মান ;
ইথেও নাহিক হ'ল সন্তোষ তাঁহার,
দর্পভরে কটু উক্তি করিল আবার।
বলহীন ভীরু তুমি, ওহে যুবাজন !
পবিত্র কুলের স্পর্দ্ধা কর অকারণ।　　২২

পূর্ণ তব কাল, মরি' সার্পিডন্-করে,
পশ প্রেত-বেশে এবে প্লুটোর নগরে।
সরোষে বীরেশ-দ্বয় বরষা হানিল;
আহত উভয়ে; সার্পিডন সংহারিল।
পশি', গ্রীক্-গ্রীবা দেশে তীব্র প্রহরণ,
শোণিত-পিপাসা যেন করে নিবারণ।
ছুটিল বীরের আত্মা কাল-নিকেতনে,
অনন্ত তিমির রাশি আবরে নয়নে।
টিলিপোলিমস্! তব বিষম প্রহার
নহে ব্যর্থ; পশি' তব বর্ষা খরধার,
অরি-উরুস্থলে, সংজ্ঞা করিল হরণ;
রক্ষিল দেবেশ যোভ পুত্রের জীবন।
লিসিয়ার সেনা ল'য়ে আহত নেতায়,
বিদ্ধ বর্ষা সহ, দূরে ত্বরিত পলায়;
(বীরের বান্ধবগণ ছিল বটে ধারে,
ভয়ে বা বিস্ময়ে শস্ত্র তুলিতে না পারে।)
সভয়ে গ্রীসীয় দল পিছায় এবার;
ক্রোধে উলেসিস্ বীর হেরে চারি ধার;
ভাবে বীর, আক্রমণ করিব কাহারে,
লিসীয় সেনায়, কিংবা যোভের কুমারে?
দ্বিতীয় মনন ঈশ করে নিবারণ,
না মরিবে করে তাঁর যোভের নন্দন।
চালান পালাস তাঁয় লিসিয়ান্ 'পর;
ক্রমিয়স্, হেলিয়স্, মরে এলাষ্টর।
এল্কাণ্ডার, প্রিটেনিস্ পড়ে নেয়িমন;
কত শত বীরে বীর করিল নিধন।

হেরিল হেক্টর; ক্রোধ উপজিল তাঁর;
ধায় বীর রণ মাঝে করি' হুহুঙ্কার।
হেরি' তাঁয়, উল্লাসিত জীবন-আশায়,
সার্পিডন্ কহে বীরে করুণ ভাষায়;—
কাতরে কহি হে তোমা, হে রাজকুমার
নারে যেন অরি দেহ হরিতে আমার।
যদি আমি, (কে করিবে নিয়তি খণ্ডন ?)
না হেরি স্বদেশ, প্রিয়া-পুত্রের বদন,
মরি যেন সুপবিত্র প্রাকার ভিতরে;
বিলাপ করিবে ট্রয় মম মৃত্যু তরে।
রাজপুত্র হেক্‌টর্ না কহি' বচন,
পশে রণে শিরস্ত্রাণ করি' প্রকম্পন;
ঘূর্ণাবাত সম বেগে শত্রুরে খেদায়;
বহে রক্ত-নদী বীর ধাবিছে যথায়।
নদীতটে অশ্বত্থের পবিত্র ছায়ায়,
সার্পিডনে বন্ধুগণ সখেদে শোয়ায়।
মহাবীর পিলাগন্ প্রিয় সখা তাঁর,
তুলে উরুস্থল হ'তে বর্শা খরধার।
কাল-পুরে বীর-আত্মা পলাইতে চায়;
নয়ন-গোলক এবে আলোক হারায়,
বোরিষস্-নীর-স্পর্শী শীতল পবন,
করে রক্ষা মৃতপ্রায় বীরের জীবন।
গর্জ্জিছে হেক্টর্, মার্স্ রণেশ ভীষণ
ধীরে ধীরে পিছাইছে গ্রীক্ সেনাগণ;
নাহি ফিরে; অরি পানে বদন সবার;
হটিছে পশ্চাতে তবু করিছে প্রহার।

কোন্ কোন্ গ্রীক্-বীর, রণ-ক্ষেত্র 'পরে,
পড়ে পর পর মার্স্, হেক্টরের করে?
ট্রিকন্, ওরেস্টিস্ নিপুণ সারথি,
পড়িল সমরে টিউথ্রাস্ মহামতি।
পড়ে ইনোমস্ আর ইনপ্স-নন্দন;
অরিস্ বিয়স্ পার্শ্বে করিল শয়ন;
ওরিস্‌বিয়স্, পূত মুকুট ভূষিত,
বিয়োসিয়া মাঝে কাল সুখেতে হরিত;
হ্রদেতে বেষ্টিত যথা হাইলি সমতল;
মনোসুখে করে বাস মানব সকল।
স্বর্গ হ'তে জুনো হেন হত্যা নেহারিল;
সবিষাদে সুরেশ্বরী পালাসে কহিল;—
কি দৃশ্য হেরিনু হায়! ট্রয়ের মঙ্গল?
পূর্ব্ব অঙ্গীকার মম তবে কি বিফল?
মেনিলসে কত আশা দিয়াছি দুজনে,
হেলেনা-উদ্ধার হেতু, দেখ ভাবি' মনে;
প্রায়ামের রাজ্য বীর ধ্বংসিবে স্বকরে,
নারিবে রক্ষিতে দেব যদি অস্ত্র ধরে।
সাহায্য করিছে মার্স্ ঘৃণিত মানবে;
সাজ দেবি! সাজ ত্বরা, পশিব আহবে।
কহে হেন দিবেশ্বরী; মিনার্ভা রুষিল।
যোড-রাণী সমুজ্জ্বল রথ আহ্বানিল।
আদেশে তুরঙ্গগণ সম্মুখে দাঁড়ায়,
দিব্য হেম-অলঙ্কার অঙ্গে শোভা পায়।
বিবুধ-কুমারী হিবি সুস্থির-যৌবনা,
রথে ত্বরা চারু চক্র করেন যোজনা;
মনোহর রথচক্রকৌশলে রচিত

উজ্জ্বল পিত্তলে ; ধুরা অয়স্ নির্ম্মিত।
পিত্তলের অষ্ট চক্রদণ্ড মনোহর
ঝলসে নয়ন ; নেমি অতীব সুন্দর
রচিত স্বর্গীয় হেমে ; বেড়িয়া তাহায়,
পিত্তল যুগল বৃত্ত অতি শোভা পায়।
চারু চক্রনাভি দিব্য রজত মণ্ডিত ;
হেমময় তারে রম্য অসন দোলিত।
রথের পশ্চাৎ ভাগ ধনুক আকার ;
অর্দ্ধচন্দ্র সমাকৃতি সম্মুখ তাহার।
রজত যোজন-দণ্ড ; যুগ হেমময় ;
স্বর্ণ মুখ-রশ্মি সহ শোভে দিব্য হয়।
শশব্যস্তে দেবেশ্বরী, পশিতে সমরে,
যুজেন আপনি রথে তুরঙ্গ নিকরে।
সাজিল সমর-দেবী ; সে অবগুণ্ঠন
সজ্জিত কুসুম-দামে, নয়ন-রঞ্জন,
(কারু-কার্য্য সমন্বিত, স্বকর-রচিত,)
যোভের সভায় দেবী বর্জ্জিল ত্বরিত।
দিব্য অস্ত্রাবলী এবে দেহে শোভা পায় ;
যোভের কবচ বক্ষঃ উজ্জ্বলে আভায়।
প্রভাহীন যেন ঘোর বিষাদের ভরে,
অসিত বিশাল ঢাল দুলে অংসোপরে,
অতীব ভীষণ ! তাহে সুবর্ণ বেষ্টনী,
চৌদিকে ঝালর সম গর্জ্জে কাল ফণী।
উপরে সমর নাচে বিকট তর্জ্জনে ;
গর্জ্জে দর্প, ভীতি ভয়ে কাঁপিছে সঘনে ;
হাঁকে পরাক্রম , নাদে বিবোধ ভীষণ ;

বেড়িয়া গোলক গর্জ্জে বিকট গর্গন্*
পরিলেন শিরে দেবী হৈম শিরস্ত্রাণ,
চারিটি বিহগ-পুচ্ছ তাহে শোভমান ;
এহেন প্রকাণ্ড, তার হেন আয়তন,
শতেক বাহিনী পারে করিতে ধারণ।
এরূপে সাজিয়া দেবী উঠে রথ ’পরে ;
তীক্ষ্ণ শক্তিশেল এক শোভে তাঁর করে,
প্রকাণ্ড অতীব গুরু ; পরাক্রম তার,
নিমেষে ব্রহ্মাণ্ড পারে করিতে সংহার !
　　কশাঘাত মাত্র বেগে ধায় অশ্বগণ ;
সুন্দর বরূথী শূন্য করে বিদারণ।
খুলিল স্বর্গের হৈম সুবিশাল দ্বার,
পক্ষবান হোরা কুল প্রহরী তাহার ;
সতত সতর্ক ভাবে তারা পরে পরে,
রবির গমন-পথ, দিব রক্ষা করে।
দিবসের সুবিশাল অক্ষয় দুয়ার,
মেঘেতে আবৃত হ’য়ে ফিরে অনিবার।
ঝঞ্ঝনি’ কবজা ঘূরে, প্রগাঢ় আঁধার।
বিভক্ত দুভাগে ; আলো পশে মধ্যে তার
উঠিল বিমান, যথা ভেদিয়া আকাশ,
অলিম্পস্ শত শির করে পরকাশ।
একাকী একান্তে তথা দেবতা উপর,
শোভিছেন হেমাসনে সুরগণেশ্বর।
শ্বেত ভুজে স্বর্ণ রশ্মি করি’ আকর্ষণ,
থামায়ে তুরগে, জুনো কহিল বচন ;—

* গর্গন—কল্পিত বিকটাকার কেশ [illegible]

হে সুরেশ! ক্রোধাবেশ নাহি কি তোমার?
কোথা বজ্র তব? মার্স্ করে অত্যাচার।
দেখ রণে, তব আজ্ঞা না করি' পালন,
কত শত বীরে বলী করিছে নিধন!
ভিনস্, ফিবস্ ভীম ধনু ধরি' করে,
সহাস্য বদনে মম অপমান করে।
অত্যাচারী রণ-দেব, দেব-কুলাঙ্গার!
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা না আছে তাহার।
পশিব কি রণে, কহ কুলিশ-ধারণ!
এহেন রাক্ষস-দর্প করিতে দমন?
অনুকূল বজ্রপাণি করেন উত্তর;—
মিনার্ভার সহ রণে পশহ সত্বর।
মিনার্ভা হরিবে তার হেন বীরপণা;
কতবার দেবী দুষ্টে দিয়াছে লাঞ্ছনা।
পুলকিতা সেটার্ণিয়া * বজ্রীর বচনে,
চালান ত্বরিত শ্বেত তুরঙ্গমগণে।
সুন্দর বরূথী জ্যোতিঃ করি' পরকাশ,
ধাবিল ঘর্ঘর রবে ভেদিয়া আকাশ।
যথা উচ্চ গিরি-চূড়ে দাঁড়ায়ে রাখাল,
নেহারে অসীম নীল বারিধি বিশাল;
ব্যাপিয়া তেমতি স্থল প্রতি উলম্ফনে,
বজ্রনাদ করি' অশ্ব ধাবিছে গগনে।
ট্রয় জনপদে রথ উতরে ত্বরায়,
স্ক্যামাণ্ডার্ সিময়িস্ সঙ্গমে যথায়।
উরিলেন দেবী, (মুক্ত অশ্বের বন্ধন;)

সেটার্ণিয়া—সেটারণের কন্যা; জুনো। যোভ-পত্নী।

পবন সলিল-কণা করে বরিষণ।
সিময়িস্-উপকূলে শিশির-পতনে
বৰ্দ্ধিত স্বর্গীয় তৃণ' মোহিছে নয়নে।
আর্গিভ সমরিদল রক্ষার কারণ,
বিশ্রামি' তথায় বেগে চলে দুই জন।
ডায়োমেড্ বীরেশের চৌদিক বেড়িয়া,
মহাবল গ্রীকগণ আছে দাঁড়াইয়া,—
রোষাবেশে ভীমাকৃতি, অতি ভয়ঙ্কর,
যেন ক্রুদ্ধ হরি রক্তে আদ্র কলেবর।
স্বরগ-ঈশ্বরী পশি' সেনার ভিতরে,
হাঁকিলেন ষ্টেণ্টরের সমতুল স্বরে ;—
মহাবল স্টেণ্টরের উচ্চ কণ্ঠরব,
পঞ্চাশ জনের স্বরে করে পরাভব !
রে ভীরু আর্গিভ্ দল ! নির্লজ্জ-হৃদয় !
নামে কলেবরে মাত্র নর পরিচয় !
যবে রণে একিলিস্ লাগিল গর্জ্জিতে,
সভয়ে ট্রোজান যুঝে প্রাকার হইতে ;
নির্ভয়ে বাহিরি' এবে ব্যাপে রণস্থল ;
গ্রীকের আশ্রয় মাত্র বাবিধি কেবল !
হেন বাক্য পুনঃ গ্রীক্ হৃদয় মাতায় ;
টিডাইডিস্ বীর পাশে রণেশী দাঁড়ায়।
দেখে দেবী ভূপে ক্লান্ত তুরঙ্গম ধারে,
বিশ্রাম করিছে বসি' ধরণী উপরে ;
একান্তে বসিয়া ক্ষত করেন শীতল,
(বিদ্ধে শরে লিসিয়ান্ নেতা মহাবল)।
সর্ব্ব অঙ্গে স্বেদ-নীর ঝরে দর দরে ;

প্রকাণ্ড উজ্জ্বল ঢাল শোভে ধরা 'পরে;
বক্ষঃশোভী সুবিশাল, শোভার আধার,
বিমুক্ত কবচ; ধৌত রুধিরের ধার।
নত হ'য়ে বীরেশের রথ-যুগ 'পরে,
কহিলেন রণেশ্বরী রোষময় স্বরে;—
ধিক্ হীনবল! নহ টিডুস্-সন্তান!
দেহ ক্ষুদ্র বটে তাঁর, মানস মহান।
অগ্রেতে ধাবিত বীর রণজয় তরে;
নহে মম আজ্ঞা বিনা বিরত সমরে।
একাকী সহায়হীন, বিনা রণসাজ,
যায় বীর থিব্‌দেশে ভীম শত্রু মাঝ;
কত শত মহাবীরে জিনিল তথায়!
হেন বল, হেন বীর্য্য দিয়াছিনু তায়!
তুমিও তেমতি মম কৃপার ভাজন;
সাজাইনু অস্ত্রে তোরে করিবারে রণ।
ভয়ে বা আলস্যে তুই নিরস্ত সমরে;
নাহি পিতৃরক্ত-বিন্দু ধমনী ভিতরে!
কহিল বিনয়ে বীর,—হে সুরকুমারি!
তব অনুগ্রহ আমি ভুলিবারে নারি।
ভয়ে বা আলস্যে নহি নিরস্ত সমরে;
ক্ষান্ত দাস তব আজ্ঞা পালনের তরে।
হানিতে বরষা দেবে কর নিবারণ,
আঘাতি' ভীনসে তেঁই বিরত এখন।
ফিরিনু হে দেবি! তব আদেশ পালনে
অনিচ্ছায়, সাবধান করি সেনাগণে;
রণাঙ্গনে রণেশ্বরে হেরেছি নয়নে,

রুধিরলোহিত-তনু, গর্জ্জিছে সঘনে!
কহে দেবী, শুন বৎস টাইডুস্ তনয়!
রণেশে বা অন্য সুরে না করিও ভয়।
কর যুদ্ধ এবে মার্স্ দুরাশয় সনে;
পালাস্ সতত তোমা রক্ষিবে যতনে।
অতিদর্পী রণ-দেব ক্রোধান্ধ নয়ন,
ক্ষিপ্তপ্রায় রণাঙ্গনে করে বিচরণ:
না করে পালন, আগে করি' অঙ্গিকার;
এই গ্রীক্ দলে, ট্রয়পক্ষে পুনর্ব্বার!
এত কহি' রণেশ্বরী রথপাশে গিয়া,
ধরি' করে সারথিরে দিল নামাইয়া।
উঠিল ভীষণা দেবী বরূথী উপরে,
ক্রোধ ভরে; টাইডাইডিস্ আরোহিল পরে
অতি গুরুভারে ধুরা হেলিয়া পড়িল,
হেন দেবী, হেন বীর রথে আরোহিল।
ধরি' দেবী রশ্মি, কশা আঘাতি' সঘনে,
চালান মার্সের পানে তুরঙ্গম গণে।
রণেশ্বরী নিজ মুখ আবরণ তরে,
অর্কসের শিরস্ত্রাণ দিল শিরোপরে।
হেন কালে ফেরিপস্ ভীম দরশন,
ইটোলীয় সেনাপতি, করিল শয়ন;
রণেশ পাতিত করি' ধরাতে তাঁহায়,
মহাক্রোধে টাইডাইডিস্ বীর পানে ধায়।
সমবেগে, সমবেশে মিলিল উভয়,
ভীম মার্স্, ডায়োমেড্ সমরে দুর্জ্জয়।
নরবীরে লক্ষ্য করি' দুদ্ধর্ষ অমর,

হানিলেন বক্ষে দিব্য বরষা প্রখর।
মিনার্ভা ত্বরিত নিজ কমনীয় করে,
জ্বলন্ত অমর-অস্ত্র প্রতিরোধ করে।
টাইডুস-তনয় এবে হানে প্রহরণ;
প্রজ্জ্বিল নারাচ দেবী-তেজে হুতাশন।
যথায় কোমর-পাটা আঁটে বাণবার,
বিন্ধিল বরষা; দেব করিল চীৎকার।
পুনঃ বীর দেহ হ'তে করি আকর্ষণ,
তুলে বিদ্ধ শস্ত্র; মার্স নাদিল ভীষণ;
অতীব বিকট রব! যেন ক্ষেত্র 'পরে,
দশ লক্ষ বলী যোধ হাঁকে সমস্বরে!
চমকি' উভয় সেনা হেরে চারিধার,
আকাশ পৃথিবী কাঁপে প্রতিঘাতে তার।
যথা অস্টারের দাপে ঘন বাষ্পজাল,
জীবকুল-ক্ষয়কারী, কাল্যান্তক কাল,
সমুত্থিত সিরিয়স্-প্রতাপে প্রখর,
দহি' পৃথ্বীতল, ত্বরা আঁধারে অম্বর;
হেন মেঘে পরাজিত রণেশ ভীষণ,
উড়ায়ে বালুকা, স্বর্গে করে পলায়ন।
পশি' দিব মাঝে দেব ব্যথায় কাতর,
বসে অধোমুখে, যথা রাজে দেবেশ্বর।
দেখায়ে রুধির-ধারা বিষাদিত চিতে,
স্রাবি' অশ্রুবারি, যোভে লাগিল কহিতে;—
হে ঈশ! ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী প্রভাব তোমার!
কেমনে করিছ সহ্য হেন অত্যাচার?
দেব সহ করে বাদ মানব নশ্বর;

অমরে বিদ্বেষ ঘোর প্রকাশে অমর।
হে পিতঃ! তুমি ও তব কুমারী কারণ,
সতত সন্তাপ ভার বহে দেবগণ।
তুমি এ ভীষণ দর্প দিয়াছ তাহার;
ইচ্ছাময়! সুবিচার কোথায় তোমার?
সমগ্র অমর মানে তোমার শাসন;
তব আজ্ঞা শিরে মোরা বহি অনুক্ষণ।
পালাস্ অবাধ্য তব, তবু দয়াময়!
সতত তাহার' পরে প্রকাশ প্রণয়!
ঘোর পক্ষপাত সদা রাজে তব চিতে,
অপরূপ জন্ম তব না পারি বুঝিতে!
আদেশিল রণেশ্বরী, ডায়োমেড্ নরে,
করিবারে অস্ত্রাঘাত আরাধ্য অমরে!
ভিনসে আঘাতি' আগে নর দুরাচার,
আক্রমি' আমায়, হেন করিল প্রহার!
পলানু পরাস্ত হয়ে,—(হৃদয় বিদরে!)
পরাজিত রণেশ্বর মানবের করে!
নতুবা ত্রিদশ-নাথ! হেরিতে আমায়,
গলিত শবের মাঝে শায়িত ধরায়;
কিংবা নর-অস্ত্রাঘাত-যাতনা প্রখর
ভুঞ্জিতাম চির, যদি না মরে অমর।
রুষিলেন বজ্রী হেন পরুষ বচনে;
কহেন নিরখি' তাঁয় আরক্ত নয়নে;—
রে দুর্বৃত্ত! পক্ষপাত হেরিছ আমার?
না পার বুঝিতে [illegible] অত্যাচার?
এ বিশাল দিবে [illegible] বিরাজে,

অতীব পামর তুমি তা' সবার মাঝে;
অনার্য্য বিবাদে সদা তৃপ্ত তব মন,
প্রণি-হিংসা-পাপে তুমি লিপ্ত অনুক্ষণ।
স্বর্গীয় বিধান তোমা দমিবারে নারে,
প্রসূতি-প্রকৃতি তব হৃদয় মাঝারে।
না মান শাসন মম, বৃথা তিরস্কার;
জননীর অনুরূপ করম তোমার।
আর না পাইতে হ'বে এ গুরু বেদন,
দেবকুলে, যোভ হ'তে জন্মেছ যখন;
নতুবা এ ভীব বজ্র করিয়া প্রহার,
ফেলিতাম তোমা, যথা কাঁদে অনিবার
পাষণ্ড টাটান্‌গণ আবদ্ধ শৃঙ্খলে,
দুঃখাগার অগ্নিময় গিরি-পাদ-তলে।
এত কহি' সুররাজ, সমর-ঈশ্বরে,
অর্পিলেন দেববৈদ্য পিয়নের করে।
ভিষক ভেষজ দিব্য করিয়া অর্পণ,
মুহূর্ত্তে যাতনা গুরু করে নিবারণ।
দুগ্ধ-প্রপূরিত পাত্রে বিন্দু পরিমাণ
পেষিত নারঙ্গ-রস করিলে প্রদান,
হয় ঘনীভূত যথা; নিমেষে তেমতি,
অমরের ক্ষত অঙ্গ যুড়ে শীঘ্রগতি।
পূর্ব্বসম দেহ-কান্তি হইল আবার;
ক্ষত চিহ্ন-লেশ অঙ্গে না রহিল আর।
নবীন-যুবতি হিবি রক্ত মুছাইয়া,
সুচারু স্বর্গীয় সাজ দিল পরাইয়া।
বসিলেন রণ-দেব প্রফুল্ল অন্তরে,

ঈশের সকাশে দিব্য সিংহাসন 'পরে।
জুনো ও পালাস্, কার্য্য করি' সম্পাদন,
অমর-সভায় দোঁহে পশিল এখন।

পঞ্চম কাণ্ড সমাপ্ত।

ষষ্ঠ কাণ্ড।

ডায়োমেড্-গ্লকস্-সংবাদ এবং হেক্টর্ ও এণ্ড্রোমেকির কথোপকথন।

বিষয়।

দেবতাগণ যুদ্ধ পরিত্যাগ করিলে, গ্রীকদিগের প্রতাপ বৃদ্ধি হয়। ট্রয়ের প্রধান দৈবজ্ঞ হেলিনস্, ডায়োমেড্‌কে যুদ্ধ হইতে অপসারিত করিবার প্রার্থনায়, মিনার্ভা-মন্দিরে নারীগণসহ রাজ্ঞাকে প্রেরণ করিতে, হেক্টরকে আদেশ করেন। হেক্টরের অনুপস্থিতিতে যুদ্ধ নির্ব্বাণপ্রায় হয়। উভয় সেনার মধ্যস্থলে গ্লকস্ ও ডায়োমেডের সাক্ষাৎ হয়; পূর্ব্বপুরুষের সখ্যের বিষয় অবগত হইয়া উভয় বীর পরস্পর বর্ম্ম বিনিময়পূর্ব্বক নিবৃত্ত হন। হেলিনসের আজ্ঞা সম্পাদনপূর্ব্বক হেক্টর পারিস্‌কে যুদ্ধে প্রত্যাগমন করিতে প্রবৃত্ত করেন; এবং নিজ সহধর্ম্মিণী এণ্ড্রোমেকির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সত্বর যুদ্ধস্থলে প্রতিগমন করেন।

(দৃশ্য—প্রথমে সিমযিস্ ও স্ক্যামাণ্ডার নদীর মধ্যবর্ত্তী যুদ্ধস্থলে ও পরে ট্রয়ে পরিবর্ত্তিত হয়।)

তাজে সুরগণ রণ; সমরিনিকর,
নিজ নিজ বল-বীর্য্যে করিল নির্ভর!
বরষার ধারাসম বরষা ছুটিছে;
স্থানে স্থানে রণ-স্রোত গর্জ্জিয়া ধাবিছে।
রণস্থল-উভপার্শ্বে যুগল তটিনী, *
সমুদ্রে লোহিতবাসে চলে কলধ্বনি'।

* স্ক্যামাণ্ডার ও সিমযিস্।

প্রথমে এজাক্স্ বীর কুপিত কেশরী,
পশে অরিসেনা মাঝে ব্যূহ ভেদ করি'।
থ্রেসিয়ার সেনাপতি নির্ভয়-হৃদয়
বলী একামস্ রণে লভে পরাজয় ;
আঘাতিল গ্রীক্ বীর শত্রু-শিরোপরে,
ধাতুময় শিরস্ত্রাণ বজ্রনাদ করে।
বিন্ধিয়া ললাটদেশে বরষা-ফলক,
নিপাতিল তাঁয় ; আর না পড়ে পলক।
ধনী এস্কিলস্, টিউথ্রাসের নন্দন,
চিরদিন তরে রণে করিল শয়ন ;
বসে বীর এরিস্বার প্রাকার ভিতরে,
(নিজ জন্মদেশ তাঁর), পরহিত তরে।
করিতে পরম ব্রত—অতিথি-সৎকার,
সতত বিমুক্ত তাঁর থাকিত দুয়ার।
নিদারুণ টিডাইডিস্ সংহারিল তাঁয়,
বন্ধুজন নাহি পাশে, রণে অসহায়।
পড়িল নিকটে তাঁর বিশ্বাসী কিঙ্কর,
স্থবির কেলিসিয়স্ প্রভু-সেবাপর।
ড্রেসসে, ইউরিয়েলস্ বিনাশিয়া রণে,
প্রেরিল ওফেল্টিয়সে সমন-সদনে।
জন্মিল জমজ ভ্রাতা মরিতে সমরে,
বিউকেলিয়ন্ হ'তে অপ্সরা-উদরে ;
(বিউকেলিয়ন্, লেয়োমিডন্-নন্দন,
জনকের মেষপাল করিত চারণ ;
লভে অপ্সরার মন বিজন কাননে ;
জন্মিল যুগল সুত দোঁহার মিলনে।)

অকালে মরিল চারু যুবক দু'জন ;
নিদয় বিজেতা বর্ম্ম করিল হরণ।
নাশিল পলিপিটিস্, এস্‌টিয়েলসে।
উলেসিস্, পিডাইডিসে প্রেরে কাল-দেশে।
টিউসার্, এরিটুনে হানে প্রহরণ।
নাশিল এব্‌লিরসে নেষ্টর-নন্দন।
বলী এগামেম্‌নন্, অধিপ রাজার,
করিলেন ইলেটসে নিঠুর প্রহার,
জন্মে পিডেসস্ দেশে ; সদা কুতূহলে,
করিতেন কৃষিকার্য্য সেট্‌নিয়ো-কূলে।
মিলেন্থিয়সে নাশে ইউরিপিলস্।
পিলেকসে হেরি' বৃথা পলায় লিটস্।
হতভাগ্য এড্রেষ্টস্ পড়িল এবার,
জ্বলন্ত রোষ-আগুনে স্পার্টার রাজার।
সমরের কোলাহলে, অস্ত্রের ঝঞ্চনে,
পলায় তুরগ তাঁর সচকিত মনে ;
আছিল প্রকাণ্ড তরু, লাগিয়া তাহায়,
ভগ্ন হ'য়ে রথ-যুগ পড়িল ধরায়।
বিমুক্ত-বন্ধন-অশ্ব ত্বরিত গমনে,
ধাবিল ট্রয়ের মাঝে ত্যজি' রথিজনে।
ভগ্ন রথ হ'তে বীর ধরাতে পড়িল ;
ক্রোধে আট্‌রাইডিস্ অসি উত্তোলিল।
জানিয়া পতিত রথী নিকট মরণ,
কহে সকরুণে, ধরি' জেতার চরণ ;—
বাঁচাও যুবার প্রাণ, হে বীর-প্রধান!
বহু ধন পিতা তোমা করিবে প্রদান,

পশিবে এ যশঃ যবে জনক-গোচরে,
বন্দী করিয়াছ সুতে না বধি' সমরে।
সুবর্ণ পিত্তল লৌহ পর্ব্বত আকারে,
স্থাপিত হইবে তব শিবির মাঝারে।
এত কহে যুবা ; বীর দয়ার্দ্র হইল ;
উত্তোলিত অস্ত্র আর নাড়িতে নারিল।
শত্রু প্রতি হেন দয়া করি দরশন,
ধাবি' দ্রুত পদে ক্রোধে এগামেম্‌নন্
কহিল কর্ক্‌শে,—ধিক্ ! তোমা হীনমন।
এই কি, এই কি তব কৃপার ভাজন ?
ট্রয়ের চাতুরী ভাল বিদিত তোমার,
লভিয়াছ ট্রয় হ'তে ভাল পুরস্কার !
বনিতা, বালক, যুবা, স্থবির অসার,
গ্রীক্-কোপানলে কেহ না পাবে নিস্তার।
ধ্বংস হ'বে ইলিয়ম—কিছু না রহিবে ;
দেখি' মরু পথিকের ভীতি উপজিবে ;
এ দৃষ্টান্ত ধর্ম্মশিক্ষা করিবে প্রদান ;
অধার্ম্মিক জনগণ হ'বে সাবধান।
এত কহে নরবর ; অগ্রোজ-বচনে
প্রজ্বলিল বৈরিভাব ভূপতির মনে ;
ফেলে পদে দূরে তায়। ক্রোধে নরবর
হানিল নারাচ-অস্ত্র হৃদয় উপর।
মৃতদেহ 'পরে বীর রাখিয়া চরণ,
তুলিল বরষা পুনঃ করি' আকর্ষণ।
নেহারি' নেষ্টর্ কহে প্রবীণ-প্রবর,—
এরূপে হে বীরগণ ! করহ সমর।

জীবিত থাকিতে অরি, লাভের আশায়,
বীরের সন্তান অর্থ লইতে না চায়।
ট্রয়ের বিপুল ধন ভাবী পুরস্কার!
পরে লাভ, আগে শত্রু করহ সংহার।
গ্রীকগণ রণে এবে লভিল বিজয়;
নগরে ট্রয়ের সেনা পলাত নিশ্চয়,
দৈববলে হেলিনস্ মহাবিজ্ঞ জন,
না করিলে উদ্ভাবিত নিস্তার-কারণ।
হেক্টর্ ও ইনিয়সে করি' বিলোকন,
নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করে বিজ্ঞজন,—
আজি, এ সমরভার বীরেন্দ্র-নিকর!
দিয়াছেন দেবগণ তোমাদের 'পর;
ট্রয়ের ভরসা, আশা তোমরা দুজন,
মন্ত্রণা-প্রদানে দক্ষ, সমরে ভীষণ!
নগর-তোরণ রক্ষা কর প্রাণপণে;
আহ্বান সমরে পুনঃ পলায়িতগণে,
যাবৎ না ধরে তারা বনিতা-অঞ্চল;
শত্রুর আনন্দ ইথে, কলঙ্ক কেবল!
নব বলে বলী পুনঃ হেরিয়া সেনায়,
আমরা অটলভাবে দাঁড়া'ব হেথায়।
পরাজিত, ক্লান্ত মোরা পূরব সমরে,
করিব পরীক্ষা ভাগ্য শেষবার তরে।
হেক্টর্! নগর মাঝে পশহ ত্বরায়;
জানাও মাতারে এবে দেব-অভিপ্রায়।
ট্রয়-নারীগণ সহ রাজ্ঞীরে এখন,
মিনার্ভা-মন্দিরে যেতে কর নিবেদন;

খুলিতে পবিত্র দ্বার দেবী পূজা তরে,
উচ্চ ইলিয়ন্-চূড়ে পবিত্র অন্তরে।
চারু পরিচ্ছদ তাঁর, স্বর্ণ-খচিত,
নানা বর্ণে সমুজ্জ্বল, রতন মণ্ডিত,
পাতিবেন রাজ্ঞী দেবী-গৃহতল 'পরে ;
অর্পিবে দ্বাদশ বৃষ বলিদান তরে।
এরূপে প্রসন্না হ'য়ে সমর-ঈশ্বরী,
রক্ষিবেন দারাপুত্র, ট্রয়ের নগরী ;
টিডাইডিস্-বীর-ক্রোধ করিবে নির্ব্বাণ,
অসীম প্রতাপে যার ট্রয় কম্পমান।
একিলিস্ হেন শত্রু নহে মোসবার,
যদিও দেবীর গর্ভে জনম তাঁহার ;
অনুপম বীর্য্যশালী, সংগ্রামে ভীষণ,
হেন হত্যা দেবী-পুত্র না করে কখন !
শুনিল হেক্টর বাণী ; পালিতে বচন,
রথ হ'তে ভূমে পড়ে করি' উলম্ফন।
ভগ্ন ব্যূহ মাঝে বীর দ্রুতপদে ধায় ;
সিংহনাদে সমরীর হৃদয় মাতায়।
পুনঃপ্রাপ্ত-পরাক্রম ট্রয়-সেনাগণ,
সদর্পে আরাতিগণে করে আক্রমণ।
কাঁপায় সম্মুখে রথী বরষা-যুগল ;
পিছায় পশ্চাতে ভয়ে গ্রীক্ বীরদল।
ভাবে তারা, বুঝি কোন প্রবল অমর,
প্রতিকূলে অধিষ্ঠান রণক্ষেত্র 'পর।
কহে বীর, হে ডার্ডান্ নির্ভয়-হৃদয় !
শুন দূরদেশ-বাসী সেনা সমুদয় !

পূর্ব্ব-পুরুষের শৌর্য্য স্মর এবে হায়!
স্থির হও, অন্য কিছু হেক্টর না চায়।
পশিব নগরমাঝে ক্ষণকাল তরে,
কহিতে, অর্চ্চিতে কুল-দেবতা নিকরে;
তুষিলে অমরে, মম আছয়ে বিশ্বাস,
ইষ্টলাভে কদাচই না হ'ব নিরাশ।

এত কহি' দ্রুতপদে চলে বীরবর;
প্রকাণ্ড উজল ঢাল শোভে পৃষ্ঠোপর,
দুলিয়া তাহার প্রান্ত আঘাতে চরণে;
বাজে ধাতুময় ঢাল কঠোর নিক্কনে।

হেক্টর্ চলিল পুরে, থামিল সমর।
নির্ভয় গ্লকস্, দর্পী টিডুস্-কোঙর
মিলে সেনামুখে; দূর হ'তে বীরদ্বয়
হেরি' পরস্পরে রণে অভিলাষী হয়।
অগ্রসরি' টিডাইডিস্ কহিল বচন,—
কে তুমি, হে মহাবাহো! বীর-দরশন!
হেন ঘোর হত্যা-দৃশ্য, রণ-ক্ষেত্র 'পরে,
কখনো পশেনি মম নয়ন-গোচরে;
তথাপি বাহিনী-আগে হও অগ্রসর,
না ডরাও সুরঘাতী নারাচ প্রখর?
মরিবে নিশ্চয়, যেই হতভাগ্য জন
যুঝে গ্রীক্ সহ, পক্ষে মিনার্ভা যখন।
দেবকুলে যদি বীর! জনম তোমার,
জানিও অমর সনে না যুঝিব আর।
বলী লাইকর্গস্ প্রতিফল পায়,
যুঝিয়া অমর সনে নয়ন হারায়।

খেদায় বেকস্ * দেবে সহ ভক্তগণে,
নিসা হ'তে, দর্পী নর অসি-চঞ্চালনে !
পলাইল ভক্তকুল ব্যাকুল হইয়া,
দ্রাক্ষালতা-সুশোভিত বরষা ফেলিয়া ;
বেকস্ পরাণ-ভয়ে সমুদ্রে পলায় ;
থিটিস্, বারিধি-বালা আশ্বাসিল তাঁয় ।
রুষিল এ অত্যাচারে ত্রিদশ নিকর,
(পাতকের শাস্তিদাতা, দর্পি-দর্পহর),
অমরের কোপানলে হারায়ে নয়ন,
আঁধারে অভাগা নর করে বিচরণ ;
অচিরে পশিল পরে শমন-নগরে,
হায় ! হতভাগ্য জন, পাতকের তরে !
না যুঝি অমর সনে ; ধরার আহার
করে প্রবর্দ্ধিত যদি জীবন তোমার,
হও যদি নর-পুত্র, হে বীরপ্রবর !
এস, কর বিলোকন কালের নগর ।
কে আমি, (কহিল বীর), কোথা নিকেতন,
জানিতে কি কর বাঞ্ছা টিডুস্-নন্দন ?
বৃক্ষপত্র সম নর-বংশ তুলনায়,
এই তরু শিরে, পুনঃ লুন্ঠিত ধরায় ।
গজায় বসন্তাগমে নব পত্রগণ,
পর্য্যায়ে বর্দ্ধিত, পুনঃ পর্য্যায়ে পতন ।
তেমতি মানবকুল ফিরে অনিবার ;
লুপ্ত পূর্ব্ববংশ, নব উদিত আবার ।

* বেকস্,—মদিরার অধিষ্ঠাতৃ-দেব ।

জানিবে বিস্তারে যদি, হে বীর-প্রধান!
কহি ইতিবৃত্ত এক কর অবধান;—
আর্গস্-সীমান্তে আছে নগর শোভন,
(আর্গস্ সুচির খ্যাত তুরঙ্গ কারণ।)
জ্ঞানী সিসিফস্ সর্ব্ব গুণের আধার,
আছিলেন পুরাকালে অধিপ তাহার,
ইফিরি পূরব নাম। তাঁহার নন্দন
গ্লকস্, বেলারোফনে করে উৎপাদন;
রূপে সর্ব্ব নরে যুবা করে পরাজয়,
বীরত্বে আকৃষ্ট করে সবার হৃদয়।
প্রিটস্, আর্গস্ পরে করে অধিকার;
করিল বেলারোফন বশ্যতা স্বীকার।
হেরিয়া গৌরব তাঁর ভূপ কুঞ্চিত,
নানা গুরু কার্য্যে তাঁয় করে নিয়োজিত।
এণ্টিয়া, সৌন্দর্য্যে তাঁর মাতিল মদনে;
করিল ছলনা কত কুপথ-গমনে।
কত প্রলোভন নারী করি' প্রদর্শন,
নারিল মোহিতে পূত যুবকের মন।
প্রিটসে কহিল রাজ্ঞী কুপিত-অন্তরে,
দমিতে এ দুষ্ট জনে বলাৎকার তরে।
শুনি' এ বচন রাজা ক্রোধে হুতাশন;
কিন্তু না বধিল তাঁয় অতিথি-কারণ।
নামাঙ্ক ফলক সহ, বিনাশের তরে,
যুবকে প্রেরিল ভূপ লিসিয়া নগরে।
ধর্ম্মবলে ধর্ম্মশীল নিশঙ্ক-হৃদয়,
জ্যান্থসের উপকূলে উপনীত হয়।

লিসীয় ভূপতি তাঁয় করে সম্ভাষণ;
নয় দিন রাজপুরী উৎসবে মগন;
দশম প্রভাত-কালে যুবক ত্বরায়,
আর্গস্-পতির লিপি অর্পিল তাঁহায়।
নামাঙ্কিত সে ফলক করি' বিলোকন,
বুঝিল নরেশ তাঁর বিষম মনন।
কিমেরা জিনিতে যুবা হইল প্রেরিত,
অপরূপ জন্তু, নহে নর-পরিচিত,
পশ্চাতে ড্রাগন্ সম পুচ্ছ লম্বমান,
ছাগসম দেহ, শিরঃ সিংহের সমান;
নাসারন্ধ্র অগ্নিশিখা করে নিঃসরণ;
জ্বলন্ত অনলরাশি উগারে বদন।
নাশিলেন শূর তায়, (শূন্যে সুরগণ
আশ্বাসেন শুভ চিহ্ন করি' প্রদর্শন)।
অতঃপর আক্রমিয়া সেলিমীর দলে,
(বিকট মানব,) বীর বধে ভুজ-বলে।
এমেজন্ সেনাগণে জিনে তার পর;
হেন বল দিল তাঁয় অমর নিকর!
নহে কার্য্যশেষ; তাঁর হেরি' আগমন,
লিসিয়ার সেনাদল করে আক্রমণ,
শাণিত বরষা সহ বারিধির তীরে;
একে একে বীর সবে নাশিল অচিরে।
এবে ভূপ অনুশয়-তাপিতঅন্তরে,
গ্রহণ করিল পুনঃ বীরেশে সাদরে;
নিজ মনোরমা কন্যা করেন প্রদান,
অর্দ্ধ রাজ্য সহ, তাঁর রাখিতে সম্মান।

লিসিয়া-প্রদেশ-বাসী অর্পিল তাঁহায়,
চারু ভূমিখণ্ড, শোভে দ্রাক্ষালতিকায়।
পরবাসে বহুকাল বীর সুখে রয়;
জন্মিল তনয়া চারু, যুগল তনয়;
(অমর-মোহিনী কন্যা; গর্ভে সেকারণ,
যোভের ঔরসে জন্ম লভে সার্পিডন।)
কিন্তু এ সম্পদ চির না রহিল তাঁর,
দেবগণ বীরবরে করে পরিহার।
ত্যজি' লোকালয় ঘোর বিষাদের ভরে,
এলিয়া প্রান্তর' পরে বিচরণ করে;
বহু দিবসের পথ, অতীব দুর্গম;
ঘোর মনোকষ্ট তাঁর ভেদিল মরম;
বিবিধ বিপদ ত্বরা বেড়িল তাঁহায়;
তনয়া ফিবির শরে জীবন হারায়।
রণদেব জ্যেষ্ঠ পুত্রে করেন নিধন,
সেলিমিয়া ক্ষেত্র' পরে, সংগ্রামে ভীষণ।
জীবিত হিপলোকস্ নির্ভয়-হৃদয়
কনিষ্ঠ; বীরেন্দ্র! আমি তাঁহার তনয়।
এসেছি ট্রয়ের রণে তাঁহার আদেশে;
শিখিয়াছি যুদ্ধকার্য্য তাঁর উপদেশে,
শিখিয়াছি সেনাদলে করিতে চালন,
স্বদেশের নব যশঃ করিতে বৰ্দ্ধন।
পিতা মোরে উপদেশ করেছেন দান,
বৰ্দ্ধিবারে পরাক্রমী বংশের সম্মান।
থামে বীর। টিডাইডিস্ পুলকিত-কায়,
ভীষণ বরষা নিজ প্রোথিল ধরায়;

কহিলেন যুবরাজে করি' সম্ভাষণ,—
হে সখে। আত্মীয় তুমি চিনিনু এখন॥
এস দোঁহে আলিঙ্গন করি প্রেমভরে,
থাকুক বংশের সখ্য চিরদিন তরে।
মম পিতামহ বলী ইনুসের সহ,
স্থাপেন বন্ধুত্বভাব তব পিতামহ।
মহোদয় মোসবার গৃহে পূর্ব্বতন,
বিংশতি দিবস সুখে করেন যাপন।
উভয়ে বিদায়কালে দিল উপহার;
অর্পে হেম পানপাত্র আর্য্যক তোমার॥
রঙ্গিল কোমরবন্ধ অতি সুশোভন,
সাদরে ইনুস্ তাঁয় করেন অর্পণ।
(তব পিতামহ-দত্ত চারু উপহার,
এখনো শোভিছে বীর! ভাণ্ডারে আমার॥
শৈশবে জনক রাজ্য অর্পি' মম' পরে,
ত্যজেছেন ইহলোক থিবের সমরে।)
এস দোঁহে মিত্রভাবে মিলিব এখন;
যদ্যপি যাইতে হয় বিদেশে কখন,
আর্গস্-মাঝারে সখে! সম্মান তোমার;
করিব লিসিয়া মাঝে আতিথ্য স্বীকার।
এই তীব্র বর্শা মম, এ হেন সমরে,
পা'বে বহু বলী শত্রু বিনাশের তরে;
তুমিও বিস্তর গ্রীকে করিবে সংহার;
তব সহ ডায়োমেড্ না যুঝিবে আর।
এস দোঁহে অস্ত্র এবে করি বিনিময়,
অকৃত্রিম মিত্রতার দিতে পরিচয়।

এত কহি' বীরদ্বয় ত্যজি' চারু রথ,
পরস্পর ধরি' করে করিল শপথ।
গ্লকস্ সংশয় এবে করে পরিহার,
(প্রবর্দ্ধিল জোভদেব মানস তাঁহার।)
ডায়োমেড্ বীরেশের পিত্তল বরম,
ক্রীত নয় বৃষে—মূল্য অতীব অধম,
দিল বিনিময়ে তাঁর হেম তনুত্রাণ;
মূল্য শত গাভী, কারুকার্য্যে শোভমান॥
ট্রয়ের ভরসা বীর হেক্টর্ এখন,
করিলেন অতিক্রম স্কিয়ার তোরণ।
পবিত্র বিস্তৃত বট বৃক্ষের তলায়,
নগর-কামিনীকুল বেড়িল তাঁহায়,
ম্লানমুখে, রণবার্ত্তা জিজ্ঞাসার তরে;
পতি পুত্র সহোদর যুঝিছে সমরে।
নারীদলে বীর আজ্ঞা করিল প্রদান,
যাচিতে দেবতা কাছে ট্রয়ের কল্যাণ॥
প্রাসাদ মাঝারে এবে পশে বীরবর,
স্থাপিত অসংখ্য রম্য খিলান উপর।
দ্বিতলে মর্ম্মর হর্ম্ম্য অতি সুশোভন,
প্রায়ামের পঞ্চাশৎ তনয়-কারণ;
সম্মুখে তাহার গৃহশ্রেণী শোভাকর,
বসে তথা ভূপতির তনয়া নিকর।
দ্বাদশ গুম্বজ চারু শোভে পরে পরে,
ভর্ত্তৃসহ কন্যাকুল তাহে কেলি করে॥
হেন হর্ম্ম্য মাঝে বীর দ্রুতপদে ধায়,
হেকুবা, জননী তাঁয় দেখিবারে পায়।

(চলে রাজ্ঞীসহ লেয়োডিসী * সুবদনী,
বিশাল নিতম্ব দুলে, নবীনযৌবনী ।)
রণক্লান্ত সুত-অঙ্গ পরশিয়া করে,
কহিলেন ট্রয়েশ্বরী স্নেহময় স্বরে ;—
হেক্টর্ ! কি হেতু, কহ ত্যজিলে সমর ?
অরিদলে হে কুমার ! বেষ্টিত নগর ।
ভক্তিভাবে ইলিয়ন্-উচ্চ-চূড় 'পরে,
বাসনা কি চিত্তে তব অর্চ্চিতে অমরে ?
ক্ষণ অবস্থান বৎস ! করহ হেথায়,
সুরাপূর্ণ হেম পাত্র আনিব ত্বরায়,
যোভের উদ্দেশে ভূমে নিক্ষেপের তরে ।
কর পরিতুষ্ট সর্ব্ব দেবতা নিকরে ।
অতঃপর হে কুমার ! বিশ্রাম-কারণ,
হেম পানপাত্রে সুরা করহ গ্রহণ ।
পরিক্লান্ত তুমি আজি ভীষণ সমরে,
স্বদেশ-রক্ষণভার, সদা তব' পরে ।
হে মাতঃ ! (ট্রয়ের রবি করেন উত্তর,)
সুরাপানে নাহি ধায় আমার অন্তর ।
মদিরা নরের বহু অশুভ ঘটায়,
দেহক্ষয়, মানসের হীনতা তাহায় ।
সুরাপান কভু নাহি করে শূর জন,
সুরের উদ্দেশে মাত্র করিবে তর্পণ ।
দেবতা পূজনে মম নাহি অধিকার,
রুধিরে জননি ! অঙ্গ অশুচি আমার ।

---

* লেয়োডিসী—ট্রয়-রাজ প্রায়ামের কনিষ্ঠা কন্যা ।

যাও নারীগণ সহ মিনার্ভা-আগারে,
পূজিতে দেবীরে ধূপ-গন্ধ-উপচারে।
চারু পরিচ্ছদ তব সুবর্ণ খচিত,
নানা বর্ণে সমুজ্জ্বল রতন মণ্ডিত,
পাতিয়ে জননি! দেবী গৃহ-তল’ পরে;
অর্পিবে দ্বাদশ বৃষ বলিদান তরে।
এরূপে প্রসন্না হ’য়ে সমর-ঈশ্বরী,
রক্ষিবেন দারাপুত্র, ট্রয়ের নগরী;
টিডাইডিস্ বীর-ক্রোধ করিবে নির্ব্বাণ,
অসীম প্রতাপে যাঁর ট্রয় কম্পমান।
হে মাতঃ! অর্চ্চনা ত্বরা কর সম্পাদন;
পারিসের গৃহে আমি করিব গমন।
এখনো যদ্যপি, লজ্জা যদি থাকে তার,
পশে রণভূমে মাতঃ! বচনে আমার।
নার কি অবনী দেখি! তুমি গ্রাসিবারে,
ট্রয়ের কণ্টক হেন ভীরু কুলাঙ্গারে!
এখনো করাল কাল গ্রাসে যদি তায়,
বাঁচে ইলিয়ম্, মম হৃদয় যুড়ায়।
আদেশিল ট্রয়েশ্বরী; রাজ্ঞীর আজ্ঞায়,
নগর-কামিনীকুল সাজিল ত্বরায়।
পরিল মহিষী পরিচ্ছদ সুশোভন,
চৌদিকে সৌগন্ধ তার বহে সমীরণ।
সুন্দর ঘাঘরী শোভে, সূচীকর্ম্মে তায়,
সিডোনীয়া-বালাকুল যতনে সাজায়;
কন্যাগণে, আসে যবে হেলেনারে নিয়া,
পারিস্ সিডন্ হ’তে আনিল হরিয়া।

শিরে লজ্জাবস্ত্র রাণী পরিল ত্বরায়,
করে ঝকমক প্রভাতের তারা প্রায়।
আগে আগে চলে রাজ্ঞী ভক্তিভরা মনে,
পশ্চাতে কামিনীদল মন্থর গমনে।
ইলিয়ন্-চূড়ে তারা ত্বরিত উত্তরে;
প্রবেশিল পেলাডিয়া-গুম্বজ ভিতরে।
বৃদ্ধ-এণ্টিনর-দারা পুরোহিতা তার,
থিয়নো খুলিল ত্বরা মন্দির দুয়ার।
সুস্বরে সে সুপবিত্র গুম্বজ পূরিয়া,
কাঁদে ট্রয়-নারীকুল বাহু উত্তোলিয়া।
প্রতিমার পদে পাতি' সে অবগুণ্ঠন,
করিলেন পুরোহিতা প্রার্থনা এখন ;—
দেবেন্দ্র-নন্দিনি ! তোমা পূজে বীরগণ,
ট্রয়ের রক্ষিকে ! কৃপা কর বিতরণ।
টিডাইডিস্ রাক্ষসের বর্শা ভয়ঙ্কর,
করি' বিচূর্ণীত তায় নাশ গো সত্বর।
নির্দোষ দ্বাদশ বকী বৃষের বসায়,
হে দেবি ! করিব হোম তুষিতে তোমায়।
সুপ্রসন্না, মাতঃ ! তবে হও গো এখন,
বাঁচাও ট্রয়েরে, রক্ষ মোদের জীবন।
যাচে পুরোহিতা হেন ; যত পুরনারী
মানে পূজা ; না শুনিল সমর-ঈশ্বরী।
দেবীগৃহে নারীদল ; এই অবসরে,
চলেন হেক্টর্ রথী প্যারিসের ঘরে।
নির্ম্মিল সে রমণীয় উচ্চ নিকেতন,
পৃথিবীর সমবেত শিল্পকারগণ।

প্রায়ামের সভাস্থল, হেক্টর-আগার,
মধ্যে শোভে হেন হর্ম্ম্য শোভার আধার।
শোভিছে বীরের করে বরষা প্রখর,
দশ হস্ত-পরিমিত অতি ভয়ঙ্কর ;
সুবর্ণ মণ্ডিত তার আয়স ফলক,
নাড়য়া গমনবেগে, করে ঝকমক।
পশিয়া হেরিল বীর গৃহের মাঝারে,
সোদরে ; বিস্তৃত তাঁর অস্ত্র চারিধারে ;
প্রহরণ-দৃশ্য সুখে হেরিছে কেবল,
মাজিছে ধনুক, ঢাল করিছে উজল।
হেলেনা দাঁড়ায়ে পার্শ্বে প্রফুল্ল বদনে,
শিখাইছে শিল্পকার্য্য সহচরীগণে।
আলস্যে যাপিতে কাল হেরিয়া ভ্রাতায়,
সরোষে বীরেশ কহে নিঠুর ভাষায় ;—
এই কি ট্রয়ের প্রতি আক্রোশের কাল,
(শতধিক্ তোরে, ওরে দেশের জঞ্জাল !)
ট্রয়শত্রু নহে মাত্র গ্রীসবাসিগণ,
ওরে কাপুরুষ ! তুই অরাতি ভীষণ।
তোর তরে, (হিয়া মম বিদরিছে হায় !)
ইলিয়ম্ মহা মহা বীরেশে হারায়।
তোর তরে নারীকুল কাঁদে ঘরে ঘরে ;
ট্রয়ের সর্ব্বাঙ্গে রক্ত ঝরে দরদরে।
যুদ্ধ কি কর্ত্তব্য তোর নহে এ সময়,
আশ্বাসিতে, অকৃতজ্ঞ ! সেনার হৃদয় ?
উঠ ত্বরা, কিংবা এবে কর বিলোকন,
ডুবিবে অচিরে ট্রয়-গৌরব-তপন !

যুক্ত তিরস্কার, (যুবা করিল উত্তর,)
দেশের কল্যাণে তব চিন্তা নিরন্তর!
না বুঝি' হৃদয়ে মম কত যে যাতনা,
অকারণ ভ্রাতঃ! মোরে দিতেছ গঞ্জনা!
না চাই দেখাতে মুখ, গৃহে সে কারণ,
নির্জ্জনে ট্রয়ের দুখে কাঁদি অনুক্ষণ।
না হ'বে বলিতে আর, যাইব সমরে,
শরদিন্দুনিভাননী হেলেনার তরে।
পারি জিনিবারে আজি সে ভীষণ রণ,
যুঝে নর, জয় দান করে দেবগণ।
এখনি সাজিব আমি, নাহি গঞ্জ আর;
যাও আর্য্য! ভ্রাতা গৃহে না র'বে তোমার।
এত বলে যুবা; শুনে বীরেন্দ্র-কেশরী,
না দিল উত্তর; কহে হেলেনা সুন্দরী;—
বীরবর! অভাগিনী হেলেনা কারণ,
বিপদ-অর্ণবে ট্রয় নিমগ্ন এমন।
না হ'তে কলঙ্ক হেন, কেননা ঈশ্বর!
ত্যজিনু যে দিন আমি জননী-জঠর,
নাশিলে আমায়! কেন প্রবল পবন,
নারিলে শৈশবে শ্বাস করিতে হরণ!
ভাসিলাম পোতে যবে সিন্ধু-বক্ষো'পরে,
কেননা ডুবিনু আমি অতল সাগরে!
বিধি প্রতিকূল মম; নিন্দে সর্ব্বজন
সদা অভাগীরে, দুষ্ট পারিস্-কারণ।
হেলেনা সুন্দরী হায় সাজে কি ইহার,
পতি মম বীরশ্রেষ্ঠ সর্ব্বগুণাধার!

করহ বিশ্রাম, ক্লান্ত তুমি এ সমরে,
অভাগী হেলেনা, দুষ্ট পারিসের তরে।
না স'বে এ অত্যাচার দেবতা সকল;
পা'ব ত্বরা পাতকের বিষময় ফল।
কলঙ্ক ব্যপিবে ধরা, না যা'বে কখন,
যুগে যুগে এ দৃষ্টান্ত গা'বে কবিগণ।
কহিল হেক্টর,—নহে বিশ্রাম-সময়।
গ্রীক-দর্পে সেনাদল সশঙ্ক হৃদয়
যাচিছে সাহায্য মম রণক্ষেত্র'পরে;
সতত সমর মম জাগিছে অন্তরে।
হে ধনি! পারিসে শীঘ্র করহ প্রেরণ
রণস্থলে, কুলধর্ম্ম করিতে পালন।
চলিনু, (বিলম্ব যেন নাহি করে আর,)
হেরিতে প্রিয়ার মুখ, পুত্র সুকুমার।
আজি, (নরলীলা বুঝি ফুরাইল হায়!)
প্রিয়া কাছে জন্মশোধ লইব বিদায়।
প্রতিকূল দেবতার আক্রোশ কারণ,
হয়ত অকালে আজি হারা'ব জীবন।
এত কহি' বীরবর বিমর্ষ বদনে,
চলিলেন প্রাণাধিকা প্রিয়ার ভবনে।
নিজ গৃহে বীর তাঁয় দেখিতে না পায়;
একমাত্র সহচরী করিয়া সহায়,
এবে সুবদনী ধনী ত্যজিয়া আগার,
সঙ্গেতে এষ্টিয়ানক্স শিশু সুকুমার,
সবিষাদে রণস্থল করে বিলোকন।
উচ্চ ইলিয়ন্-চূড়ে করি' আরোহণ,

খুঁজিছে পতিরে তথা, দেখিতে না পায়,
নীরব রোদনে ধনী বসন ভিজায়।
প্রফুল্ল-পঙ্কজাননী, সর্ব্বগুণান্বিতা,
না হেরি' নয়নে বীর এ হেন বনিতা,
দাঁড়াইলা সিংহদ্বারে ; জিজ্ঞাসে সবায়,
প্রাণাধিকা প্রিয়তমা গিয়াছে কোথায় ?
গিয়াছে কি দেবীগৃহে নারীদল সনে
কিংবা ভগ্নীগণ সহ আস্থান ভবনে ?
নহে সভাগৃহে, (কহে অনুচরগণ,)
কিংবা নারীদল সহ মিনার্ভা-ভবন।
ইলিয়ন্-উচ্চ-চূড়ে, এবে হে কুমার !
হেরিছেন ঘোর যুদ্ধ প্রেয়সী তোমার।
পরাজিত ট্রয়সেনা শুনিয়া শ্রবণে,
পতির বিপদ ভাবি,' কম্পিত চরণে,
আলু থালু বেশে দেবী গণি' পরমাদ,
যেন উন্মাদিনী সম ত্যজিল প্রাসাদ।
হে বীর ! গিয়াছে ধাত্রী পশ্চাতে তাঁহার,
ক্রোড়েতে এষ্টিয়ানক্স শিশু সুকুমার।
শুনিয়া বচন হেন, বীরেন্দ্র হেক্টর,
সুপ্রশস্ত রাজপথে ধাবিল সত্বর :
মনোহর হর্ম্মমালা শোভে দুই ধারে ;
স্কিয়ার তোরণ 'পরে হেরিল প্রিয়ারে।
নিরখি' পতিরে তথা চমকে কামিনী,
ইটিয়ন্ ভূপতির সুরূপা নন্দিনী ;
(ইটিয়ন্ মহাধন বলী নরপাল,
সিসিলীয় থিবরাজ্য পালে বহুকাল।)

নিকটে দাঁড়ায়ে ধাত্রী ; ক্রোড়েতে তাহার,
হাসিছে মধুর হাসি শিশু সুকুমার,
শোভন কোমল তনু আঁখি মুগ্ধ করে,
প্রভাতের তারা যেন উষাবক্ষঃ ’পরে !
হেক্টর্, স্ক্যামাণ্ড্রিয়স্ কহিত কুমারে,
পূতনীরা স্ক্যামাণ্ডার নদী অনুসারে ;
কহিত এষ্টিয়ানক্স্, ট্রয়বাসিগণ,
মহাপরাক্রমশালী জনক কারণ।
হাসিল নীরবে বীর হেরি’ পুত্রমুখ ;
ত্যজিল তাপিত হিয়া পূরবের দুখ !
দীননেত্রে নিরখিয়া, হৃদয়ের জ্বালা
প্রকাশিল, পতিকর ধরি’ রাজবালা ;
কাঁদে ধনী ; দীর্ঘশ্বাস বহিল সঘনে ;
গজমুক্তা অশ্রুবিন্দু ঝরে দু’নয়নে।
কোথা যাও, হে নির্ভীক ভূপতি-নন্দন !
ত্যজিয়া বনিতা, পুত্র প্রিয়দরশন ?
কি হ’বে মোদের দশা ওহে প্রাণেশ্বর !
কে আছে এ অভাগীর অবনী ভিতর ?
নিবারি, যেও না নাথ ! ওকাল সমরে ;
মরিবে অকালে হেন সাহসের তরে।
দ্বন্দ্বযুদ্ধে নারে গ্রীক্ জিনিতে তোমায় ;
এবে বহু জনে মিলি’ বিনাশিবে হায় !
হে ঈশ ! চরণে মম প্রার্থনা এখন,
মরি যেন না হইতে নাথের পতন।
নাহি জানে সুখলেশ, অতি অভাগিনী,
আসিয়া অবনী ধামে, জনম-দুখিনী !

জনক জননী মোরে গেছেন ত্যজিয়া,
মম পাপে, তনয়ার স্নেহ পাশরিয়া।
একিলিস্, থিবরাজ্য করি' ছারখার,
বধিল পরাণ মম বীরেশ পিতার !
পিতার মরণে ক্ষুব্ধ দেবীর নন্দন,
বীরোচিত মান্য তাঁয় করে প্রদর্শন ;
যতনে রক্ষিল তাঁর অস্ত্র সমুদায় ;
দাহ হেতু মৃতদেহ স্থাপিল চিতায়।
দাহস্থানে কীর্ত্তি-গিরি করিল স্থাপন,
সাজায় কুসুমে তায় শৈলবালাগণ।
প্রদর্শিতে মান্য তাঁর বনদেবীদল,
দেবদারু বৃক্ষে করে ছায়া সুশীতল।
দর্পী সপ্ত ভ্রাতা মম, হেন বীর-করে,
প্রবেশিল এক দিনে শমন-নগরে।
পশুদল ক্ষেত্র মাঝে যখন চরায়,
হায় ! বীর ভ্রাতাগণ জীবন হারায়।
তখনো জীবিতা অরি-হস্ত পরিহরি',
জননী আমার, থিবরাজ্য-অধীশ্বরী।
অচিরে নিষ্কৃতিলাভ হইল তাঁহার,
নহে বহুদিন হেন সন্তাপের ভার ;
শোকানলে জর্জরিতা, অবশেষে হায় !
ডায়ানার ভীমশরে জীবন হারায়।
তথাপি প্রাণেশ ! হেরি' তোমার বদন,
পিতা-মাতা-ভ্রাতৃশোক হই বিস্মরণ।
হে নাথ ! অবলাগতি ! পতনে তোমার,
সে ভীষণ শোকজ্বালা জ্বলিবে আবার।

তব পরমাদে প্রাণ কাঁদে নিরন্তর ;
জায়াসুত-মুখ পানে চাও প্রাণেশ্বর !
ঐ যে প্রাকার-পাশে ডুম্বুর কানন,
আক্রমিবে ঐ স্থান গ্রীক্ বীরগণ।
ও স্থান প্রাকার হ'তে করহ রক্ষণ ;
চালাইছে সেনা হোথা এগামেম্নন।
এজাক্স ও ডায়োমেড্ পাইছে প্রয়াস :
হের স্পার্টাপতি করে পটুতা প্রকাশ।
প্রাণেশ্বর ! পরাক্রান্ত অরি-সেনাগণ,
তিনবার ঐ স্থান করে আক্রমণ।
যুঝুক অপরে ভীম রণ-ক্ষেত্র'পরে,
হে নাথ ! প্রাচীর হ'তে রক্ষহ নগরে।
কহিল বীরেন্দ্র,—নহে ও স্থান কেবল,
রণভার প্রিয়তমে ! আমারি সকল !
কহ প্রিয়ে ! আজি যদি ত্যজি রণস্থল,
কি কহিবে ট্রয়বাসী বীরেশ সকল ?
বীর পতিমতী যত নগর-অঙ্গনা,
নিয়ত কলঙ্ক মম করিবে ঘোষণা !
যতনে সমর শিক্ষা করেছি শৈশবে ;
সদা ধায় মন মম ভীষণ আহবে।
সকলের অগ্রে আমি করি' প্রাণপণ,
রক্ষিব আপন যশঃ, পিতৃ-সিংহাসন।
এ হেন ভীষণ দিন আসিবে নিশ্চয়,
(স্মরিতে এ কথা মম বিদরে হৃদয় !)
যবে ট্রয় ! অনিবার্য্য নিয়তির বলে,
অপুত্রা দলিত হ'বে শত্রুপদতলে !

কিছুতে অধীর নহে অন্তর আমার,
জননীর মৃত্যু কিংবা জ্ঞাতির সংহার,
পরম আরাধ্য বৃদ্ধ পিতার নিধন,
হেরিয়া সমরশায়ী সহোদরগণ!
তব দুখে এণ্ড্রোমেকি! কাঁদি নিরন্তর;
এখনি সে দৃশ্য মম নয়ন-গোচর!
নিগড়ে বেঁধেছে তোমা ভীম শত্রুগণ;
অনাথিনী তুমি, জলে ভাসে দু'নয়ন!
হ'বে প্রিয়ে! বিজেতার নিঠুর আজ্ঞায়,
হিপেরিয়া-স্রোতবারি বহিতে তোমায়!
দুখভারে অশ্রুধারে ভিজাবে মেদিনী,
ক'বে অরিগণ ঐ হেক্টর-কামিনী।
দুষ্ট গ্রীক্ হেরি' তোমা করিতে রোদন,
বাড়া'বে সন্তাপ, মোরে কহি' কুবচন।
না আসিতে হেন দিন, ঈশ দয়াময়!
নাশ মোরে, যেন ইহা দেখিতে না হয়।
র'বে চিরনিদ্রা-বশে হেক্টর তোমার;
তব আর্ত্তনাদ প্রিয়ে! না শুনিবে আর!
এত কহি' ত্যজি' বীর দীর্ঘশ্বাস-ভার,
কুমারে লইতে হস্ত করেন বিস্তার।
হেরি' ভীম শিরস্ত্রাণ, জড় সড় ভয়ে,
কাঁদিয়া লুকায় শিশু ধাত্রীর হৃদয়ে।
উল্লাসে দম্পতী হাসে পাশরি' যাতনা;
হেক্টর তনয়ে ত্বরা করেন সান্ত্বনা;
শির হ'তে শিরস্ত্রাণ অতীব উজল,
করি' উন্মোচিত ভূমে রাখে মহাবল;

চুম্বিয়া সঘনে, শূন্যে উত্তোলি' নন্দনে,
স্নেহভরে ; অতঃপর কহে দেবগণে ;—

হে ঈশ! জগৎপাতা করুণা-নিদান!
সুরগণ! কর মম সুতের কল্যাণ।
অনুগ্রহ-বলে যেন মম সুকুমার,
পিতার গৌরব পারে করিতে বিস্তার।
মম সম বলবীর্য্যে হে অমরগণ!
পারে যেন রক্ষিবারে ট্রয়-সিংহাসন।
যবে এ তনয় মম রণজয়ী হ'য়ে,
পশিবে নগরে বন্দী শত্রুদল লয়ে,
কহিবে নগরবাসী করিয়া চীৎকার,
লভিয়াছে পুত্র বটে প্রতাপ পিতার!
গাহিবে সুতের যশঃ স্তাবক নিকর,
ভাসিবে উল্লাস-নীরে জননী-অন্তর!

এত কহি' প্রেয়সীরে হেরি' প্রেমভরে,
কুমারে বীরেন্দ্র তাঁর দিল ক্রোড় 'পরে।
নন্দনে হৃদয় মাঝে রাখিয়া তখনি,
হাসিল মধুর হাসি কুরঙ্গনয়নী।
উদিল বিরহব্যথা পুনঃ হৃদে হায়!
হাস্য সহ অশ্রুবিন্দু পড়িল ধরায়।
মুছাইয়া অশ্রুবারি অধীর-অন্তর,
প্রিয়ায় সান্ত্বনাছলে কহে বীরবর ;—

এণ্ড্রোমেকি! তুমি মম প্রাণের জীবন!
অকারণ কেন অশ্রু কর বরিষণ?

কে আছে গো প্রিয়তমে ! এ বিশ্ব-সংসারে,
না হইতে কালপূর্ণ বধিবে আমারে !
জনমিলে অবশ্যই হইবে মরণ ;
মরধামে অনশ্বর নহে কোন জন।
বৃথা পলায়ন প্রিয়ে ! বৃথা বাহুবল !
প্রাণী মাত্রে কালাধীন—দুর্ব্বল—সবল !
আর না প্রেয়সি ! যাও আপন ভবনে ;
গৃহকার্য্য, ভুলি' দুখ, করগে যতনে।
চালস্যু সমরে আমি, মুছ অশ্রুজল ;
রণভূমি অয়ি প্রিয়ে ! গৌরবের স্থল।
যুঝিব অগ্রেতে আমি, ভীত চিত নয়।
মরিব, তাহাতে যশঃ লভিব অক্ষয়।
পরন্তপ যুবরাজ এতেক কহিয়া,
সমুজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ লইল তুলিয়া।
নীরবে রোদন করি' নরেন্দ্র-নন্দিনী
চলিল নয়নাসারে ভাসায়ে মেদিনী ;
অনিচ্ছায় পড়ে পদ, ধীরে ধীরে যায়,
তৃষিতনয়নে ফিরে নেহারে ভর্ত্তায়।
পশিল সুন্দরী গেহে ; পতির বিরহে,
চারু গণ্ডদেশে অশ্রু শতধারে বহে।
ভূপতি-বধূর দুখে যত বামাগণ
নারিল করিতে অশ্রুবারি সংবরণ।
কাঁদিল পুরিকাকুল অধীর অন্তরে,
ট্রয়ের গৌরবরবি হেক্টরের তরে।
লজ্জায় আরক্তমুখ এবে ধীরে ধীরে,
প্যারিস্ প্রাসাদ হ'তে বাহিরে বাহিরে।

ঝাকে ঝক্‌ঝকে চারু পিত্তল বরম ;
যুবক নগর দ্রুত করে অতিক্রম।
তেজস্বী বন্ধনমুক্ত তুরঙ্গ যেমতি,
পরিহরি' অশ্বাগার ধায় দ্রুতগতি ;
পদক্ষেপে কাঁপে ভূমি, উল্লাস অন্তরে,
দর্পভরে রণ-অশ্ব প্রবেশে সমরে ;
সতত বিশাল শিরঃ কাঁপায় আকাশে ;
উড়িছে কেশররাজি প্রবল বাতাসে ;
অধীর তুরগবর তুরগী-মিলনে,
ধায় বেগভরে গর্ব্বে সমর অঙ্গনে ;
প্রায়ামের কমনীয় তরুণ নন্দন,
সাজিয়া অরুণ সম বেশে সুশোভন,
সদর্পে কাঁপায়ে ধরা, প্রফুল্লবদনে,
ধাবিল তেমতি রণে হেক্টরের সনে।

পথিমাঝে, যাত্রাকালে মিলিয়া উভয়,
পারিস্ অগ্রোজ কাছে নতশিরা হয়।
হেক্টর্ সোদরে কহে করি' সম্ভাষণ ;
হে বীর ! কুলের গর্ব্ব তোমাতে এখন !
জিনে তোমা স্থায় যুদ্ধে হেন সাধ্য কা'র ?
সকলে অমিত বীর্য্য বিদিত তোমার।
একি বিড়ম্বনা হায় ! বীরকুল-ত্রাস
বীরেন্দ্র পারিস্ হ'বে রমণীর দাস !
দুর্নামে তোমার সদা কাঁদে এ অন্তর ;
অপনীত এ কলঙ্ক কর বীরবর !
চল ত্বরা, যুঝ রণে করি' প্রাণপণ ;
তব তরে রক্ত-স্রোতে ভাসে সেনাগণ।

এহেন বিপদ দূর হইবে ত্বরায়;
পা'বে পরিত্রাণ ট্রয় যোভের কৃপায়।
কলঙ্কের ডালা শিরে ধরি' গ্রীকগণ,
ত্যজিয়া নিশ্বাস, দেশে করিবে গমন!

ষষ্ঠ কাণ্ড সমাপ্ত।

সপ্তম কাণ্ড।

হেক্টরের সহিত এজাক্সের যুদ্ধ।

বিষয়।

হেক্টরের প্রত্যাগমনে যুদ্ধ দ্বিগুণতর প্রজ্বলিত হইলে, মিনার্ভা গ্রিক্‌গণের বিপদ ভাবিয়া শঙ্কিতা হন। এপলো, দেবীকে অলিম্পস্ হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়া, স্কিয়ান্‌-তোরণের নিকট তাঁহার সহিত মিলিত হন। সে দিবস সমর স্থগিত রাখিয়া, দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে গ্রিক্‌বীরগণকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত হেক্টরকে উত্তেজিত করিতে উভয়ে স্বীকার করেন। নয় জন ভূপতি যুদ্ধে সম্মত হইলে ভাগ্য পরীক্ষা আরম্ভ হয়; এবং এজাক্স নির্ব্বাচিত হন। বীরদ্বয় বহুক্ষণ যুদ্ধের পর, নিশাগমে ক্ষান্ত হন। ট্রোজানেরা একত্র সমবেত হইলে, এণ্টিনর গ্রিক্‌গণকে হেলেনা-প্রত্যার্পণের প্রসঙ্গ করেন; কিন্তু পারিস্ তাহাতে অসম্মত হইয়া হৃত-ধনরাশি তাহাদিগকে অর্পণ করিতে স্বীকার করেন। প্রায়াম্, এ বিষয় জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত এবং হত সেনাগণের সৎকারের জন্য গ্রীক্‌-শিবিরে দূত প্রেরণ করেন; কিন্তু এগামেমনন্ কেবল শেষোক্ত প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন। অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হইলে, গ্রীক্‌গণ নেষ্টরের পরামর্শানুসারে, শিবির এবং তরী রক্ষার নিমিত্ত প্রাকার নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হন; এবং তাহার চৌদিকে পরিখা কাটিয়া দৃঢ় কাষ্ঠকীলকে রক্ষিত করেন। নেপ্‌চ্যুন্ ইহাতে ঈর্ষ্যা প্রকাশ করায় যোভ্ তাঁহাকে শান্ত করেন। উভয় সেনা আমোদ আহ্লাদে নিশা যাপন করে; কিন্তু যোভ্ বজ্রাঘাত ও অন্যান্য কোপচিহ্ন দ্বারা ট্রোজান্‌গণকে ভগ্নোৎসাহ করেন।

(হেক্টর্ এবং এজাক্সের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে ত্রয়োবিংশ দিবস সমাপ্ত হয়; পর দিবস সন্ধি হয়; তৎপরদিন হত-সেনার সৎকার হয়; এবং আরও একদিন পোত রক্ষার্থ প্রাকার নির্ম্মিত হয়। এইরূপে তিন দিবসের অধিক এই কাণ্ডে গ্রহণ করা হইয়াছে। দৃশ্য প্রাঙ্গণে।)

এত কহি' হেক্‌টর্ বীর অনুপম,
স্কিয়ার্ তোরণ দ্রুত করে অতিক্রম।
পারিস্ পশ্চাতে চলে তর্জ্জিয়া সঘনে;
প্রবল রুধির-তৃষা উভয়ের মনে।
যথা বারিধির বক্ষে নাবিকনিকর,
বিফল ক্ষেপনী-ক্ষেপে ক্লান্ত-কলেবর,
অনুকূল বায়ু যোভ্ করিলে প্রেরণ,
চলে তরী, হেরি' হয় উল্লাসে মগন;
তেমতি পাইয়া দোঁহে অনীক নিকর,
ভাসে হর্ষনীরে; পুনঃ গর্জ্জিল সমর।
প্রথমে পারিস্ বীর্য্য করে প্রদর্শন,
মেনিস্থস্ 'পরে, এরিথাউস্-নন্দন;
জন্মে বীর ফিলোমিডা রূপসী-উদরে,
রমণীর শিরোমণি; আর্‌নি নগরে।
সংসারের মায়াজাল করি' পরিহার,
বীর ইয়োন্সুস্ রণে পড়িল এবার;
শূরত্রাস হেক্টরের তীব্র প্রহরণ,
সুকঠিন গ্রীবা তাঁর করিল ছেদন।
নির্ভয় ইফিনায়ুস, নিজ রথ 'পরে
আরোহে যেমতি, মরে গ্লকসের করে;
বরষা ভেদিল স্কন্ধ; স্পন্দহীন কায়,
দীর্ঘ তালতরুসম পড়িল ধরায়।
মিনার্ভা এহেন হত্যা হেরিল নয়নে;
ত্যজি' অলিম্পস্ দেবী তারকা-গমনে
নামে ধরা 'পরে; হেরি' এপলো তাঁহায়,
ত্যজি' ইলিয়ন্-চূড় ধাবিল ত্বরায়।

মিলিল উভয়ে এবে আলোকি' অম্বর ;
রণেশীরে সম্বোধিয়া কহে দিবাকর ;
কি হেতু, হে যোভ্‌সুতে ! সমর-ঈশ্বরি !
ধাবিছ ধরণীধামে স্বর্গ পরিহরি' ?
রোষাবেশে মত্ত হয়ে তবে কি আবার,
রক্ষিতে গ্রীসীয়দলে বাসনা তোমার ?
তব কোপে জর্জ্জরিত ট্রোজাননিকর ;
ক্ষান্ত হও দেবি ! আজি নিবার সমর।
নাহি এ সংগ্রামে অদ্য প্রয়োজন আর ;
ত্বরা ইলিয়ম্ রাজ্য হ'বে ছারখার ;
একত্র সমরিকুল মিলিত যখন,
পড়িবে প্রাকার ভূমে, রাখে কোন্ জন ;
নিবারিতে যুদ্ধ, (কহে বিবুধকুমারী,)
ত্যজিনু অমর-সভা রৌপ্য-ধনুধারী !
এ ভীষণ রণ কহ নিবারি কেমনে ?
কিরূপে বিরত করি মত্ত বীরগণে ?
কহে দেব, উৎসাহিত করহ হেক্টরে,
আহ্বানিতে দ্বন্দ্বযুদ্ধে গ্রীক্ বীরবরে ;
তা হ'লে, হে দেবি ! দর্পী গ্রীস্‌বাসিগণ,
অরি-সমকক্ষ বীরে করিবে প্রেরণ।
এতেক কহিয়া দোঁহে চলিল ত্বরিত ;
হেলিনস্ দেবভাব হলেন বিদিত ;
হেক্টরে প্রবীণ ত্বরা করে অন্বেষণ,
পূর্ণ দেবতেজে ; তাঁয় কহিল বচন,
ওহে বীরকুল-ত্রাস ! প্রায়াম্‌কুমার !
কর অবধান এবে বচন আমার।

যাও বীর, সেনা মাঝে ত্বরিতগমনে ;
বিরত হইতে ক্ষণ কহ যোধ-গণে ;
অতঃপর গ্রীকৃমাঝে মহাবলবান্,
তব সহ দ্বন্দ্বযুদ্ধে করহ আহ্বান।
হে বীরেশ। আজি তব না হ'বে নিধন ;
মানহ অলঙ্ঘ্য পূজ্য দেবতা-বচন।
শুনিয়া বচন হেন, উল্লাস-মগন
হেক্টর্, ভ্রাতার গতি করে নিবারণ,
ধরি' বরষার মধ্য। দুই পাশে সরে
রণক্লান্ত ট্রয়-সেনা উৎসুক-অন্তরে।
এগামেম্নন্ রণ নিবারে এবার ;
গ্রীক্ যোধকুল অস্ত্র করে পরিহার।
ভীষণা সমরেশ্বরী, দেব দিবাকর,
নেহারি' বিরাম হেন প্রফুল্ল অন্তর ;
ধরিয়া গৃধিনীরূপ, বটবৃক্ষোপরে,
বসে দোঁহে দ্বন্দ্বযুদ্ধ দরশন তরে।
দলবদ্ধ সেনা ভূমি করিল আঁধার,
করে সমুজ্জ্বল ঢাল, বর্শা খরধার।
আবরে বারিধি যবে প্রগাঢ় তিমির,
(বহে ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ পশ্চিম সমীর,)
চঞ্চল তরঙ্গকুল নীরবে ঘুমায়,
অতি পরাক্রমী সিন্ধু প্রতাপ হারায় ;
তেমতি উভয় দল ভীমদরশন,
বসিল নীরবে এবে আঁধারি' প্রাঙ্গণ।
ট্রয়ের আদিত্যসম বীরেন্দ্র হেক্টর,
অগ্রসরি' দর্পভরে কহে অতঃপর ;—

শুন ট্রয়সেনা ! ওহে গ্রীক্ বলবান্ !
দেবতার আজ্ঞা এবে কর অবধান।
প্রতিকূল বিশ্বপাতা ; মানস তাঁহার,
হরিতে এহেন গুরু ধরণীর ভার।
জ্বলিবে সমর পুনঃ, জানিও নিশ্চিত,
মজে ট্রয়, কিংবা গ্রীক্‌পোত ভস্মীভূত।
তবে, গ্রীক্-বীরকুল হও অগ্রসর,
আহ্বানিছে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে বীরেন্দ্র হেক্টর্।
সাজ ত্বরা বীর-সুত ! বিলম্বে কি ফল !
দেখিব গ্রীসীয় বাহু ধরে কত বল।
যদি যায় হেন রণে জীবন আমার,
বর্ম্ম অস্ত্র-শস্ত্র মম সকলি জেতার ;
কিন্তু কায়া অন্তরঙ্গে ক'রো সমর্পণ,
বিধিমতে চিতানলে করিতে দাহন।
আজি যদি, মম করে, এপলো-কৃপায়,
হতভাগ্য প্রতিযোধ জীবন হারায়,
অঙ্গ হ'তে বর্ম্ম তার হরিয়া অচিরে,
সমর্পিব ফিবসের পবিত্র মন্দিরে ;
তোমাদের করে কায়া করিব অর্পণ,
শবোপরে যশঃস্তম্ভ করিতে স্থাপন ;
যেন দূরদেশবাসী নাবিকনিকর,
ভাবিকালে হেরি' স্তম্ভ সৈকত উপর,
কহে, 'গ্রীক্ বীর এক শায়িত হেথায়,
বীরেন্দ্র হেক্টর্ রথী বিনাশিল তাঁয়।'
প্রস্তরে খোদিত র'বে নিহতের নাম ;
যুগে যুগে দীপ্তি পা'বে মম গুণগ্রাম !

শুনি' এ সগর্ব্ববাণী ভয়ে গ্রীক্‌গণ,
পরস্পর পরস্পরে করে বিলোকন।
নীরব বীরেন্দ্রদল ! এহেন সময়,
দর্পী মেনিলস্ বীর ক্ষোভভরে কয় :—
গ্রীসের অবলাদল ! একি লজ্জা হায় !
কাপুরুষ ! বহ মাত্র বীরসম কায় !
গ্রীস্ মাঝে, (এ কলঙ্ক হ'বে কি মোচন !)
যুঝে বলী শত্রু সনে নাহি এক জন !
যাও ভীরুগণ ! যদি গৌরব না চাও,
মাটিতে উৎপত্তি, পুনঃ মাটিতে মিশাও।
কেন আর কলুষিত করিছ ধরণী !
শত্রুসনে আজি রণে যুঝিব আপনি।
কে পারে বলিতে ভাগ্য প্রসন্ন কাহার ?
জয় পরাজয়ে হাত জগত-পিতার।
এত কহি' স্পার্টারাজ ক্রোধে কম্পমান,
পরিল ত্বরিত অঙ্গে নীল তনুত্রাণ।
আজি আট্রাইডিস্ ! অসময়ে হায় !
ত্যজিতে মানবলীলা হইত তোমায়।
তব ক্রোধ-শান্তি তরে, নরপালগণ
উঠিয়া ত্বরিত তোমা করিল বেষ্টন।
এগামেম্‌নন্, যিনি প্রধান সেনানী
ধরি' তব কর, কহে উপদেশ-বাণী ;—
না ভাবিয়া ভবিষ্যৎ, ক্রোধে অন্ধমন,
কোথা মেনিলস্ ! তুমি করিছ গমন ?
এ ভীষণ অভিসন্ধি কর পরিহার ;
নহে হেক্টরের সহ তুলনা তোমার।

মহাবল একিলিস্ আছয়ে বিদিত
হেন বীরবল ; রণে সঘনে কাঁপিত।
স্থিরভাবে প্রিয় ভ্রাতঃ ! কর অবস্থান ;
সাজিবে এখনি কোন বীরের সন্তান।
সমগ্র একিয়ামাঝে, বীর মহত্তর,
মহাবল, বীর-মদেমত্ত নিরন্তর,
ত্যজিবে সভয়ে ভ্রাতঃ ! এ হেন আহব ;
বীরেন্দ্র হেক্টর্ নহে সামান্য মানব।
এত কহে নরবর ; বচনে তাঁহার,
মেনিলস্ রোষাবেশ করে পরিহার,
বিদিত বিপদ। যত বীরেশ মিলিয়া,
নিল নীল তনুত্রাণ ত্বরিত খুলিয়া।
বচনে পিযূষধারা, জ্ঞানের আধার,
নেষ্টর্ ধরার রত্ন উঠেন এবার।
কহে ধীর ধীরস্বরে, এত দিনে হায় !
গ্রীক্‌গণ জন্মভূমি কলঙ্কে ডুবায় !
কি ক'বে একিয়া ! তব বৃদ্ধ বীরগণ,
সন্ততির অপবাদ করিলে শ্রবণ !
অজস্র অশ্রুর ধার, কলঙ্ক শ্রবণে,
স্থবির পিলুস্ ! তব ঝরিবে নয়নে !
ফিরিত যদ্যপি যত গ্রীসের তনয়,
বিপুলবিভবী ট্রয় করি' ধ্বংসময়,
হৃদে তাঁর হর্যসিন্ধু উথলি' উঠিত ;
কি নাম কাহার, বীর জিজ্ঞাসা করিত।
যদ্যপি প্রাচীন এবে বিলোকন করে,
এক শত্রু হেরি' গ্রীক্ কাঁপে থরথরে,

অমর নিকর কাছে, দুর্নাম কারণ,
এখনি কামনা নিজ করিত মরণ!
সে মম পূরব বল আসে যদি হায়,
মিনার্ভা, ফিবস্, বজ্রী যোভের কৃপায়!
কোথা সে সাহস (হায়! বিদরে মরম!)
কোথা সে যৌবন মম, পূর্ব্ব পরাক্রম!
ফিয়া দেশে, প্রবাহিত জর্ডান্ যথায়,
সসৈন্যে করিনু যাত্রা সমর-আশায়;
সুবিশাল সিলাডন্ উপকূল' পর,
আর্কেডীয় সেনা সনে বাঁধিল সমর।
লয়ে এরিথাউসের ভীম প্রহরণ,
আক্রমিল মহাক্রোধে ইরুথেলিয়ন্।
গ্রন্থিময় ভীম আশাদণ্ড ধরি' করে,
ভ্রমিত এরিথাউস্ নগরে নগরে।
না ধরিত ধনুঃ বর্ষা সমরে কখন,
আশাঘাতে বীর অরি করিত নিধন।
লাইকর্‌গস্ তাঁয় অন্যায় প্রহারে,
নাশিল, লুকায়ে দেহ কানন মাঝারে;
বীরেশের সুবিশাল দৃঢ় বক্ষঃ' পর,
বাজে অলক্ষিতভাবে নারাচ প্রখর;
পড়ে বীর ভূমে; জেতা করিল হরণ,
মার্স্-রণদেবদত্ত দিব্য প্রহরণ।
লাইকর্‌গস্ পরে হারা'য়ে নয়নে,
অর্পিল সে হৃত অস্ত্র ইরুথেলিয়নে।
হেন অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে বীরবর,
পড়ে বজ্রাঘাত সম বাহিনী উপর;

নারিল সহিতে কেহ পরাক্রম তাঁর ;
ভয়ে বীরগণ তাঁয় করে পরিহার।
ধাবিনু সরোষে আমি, যুবক তখন,
হেন ভীম শত্রু সহ করিবারে রণ।
বাজিল তুমুল যুদ্ধ ; মিনার্ভা-কৃপায়,
অরির বিশাল দেহ পড়িল ধরায়।
হায় ! যদি পূর্ব্ব বল থাকিত আমার,
বীরেন্দ্র হেক্টর নহে পাত্র তুলনার !
যুবক তোমরা, ওহে বীরের সন্তান !
একিয়ার পরাক্রম যেন মূর্ত্তিমান !
জন্মিয়াছ বীরবংশে ; ভুলি' বীরপনা
কাঁপিছ পরাণ-ভয়ে, নহে কি লাঞ্ছনা ?
নাচিল এ তিরস্কারে বীরের অন্তর ;
নয় জন মহাবীর বাহিনী-ভিতর
উঠিল সদর্পে এবে ; প্রথমে সবার,
দর্পী গ্রীস্-অধীশ্বর ; পশ্চাতে তাঁহার,
মহাবল টিডাইডিস্ সমরে ভীষণ ;
উদ্ধত এজাক্সবীর ভীমদরশন।
উঠিল অইলুস্ ; ইডোমেন্ বলবান ;
মেরিয়ন্, পরাক্রমে রণেশ সমান।
থোয়াস্, উরিপিলস্ উঠিল উভয় ;
উঠে বিজ্ঞ উলেসিস্ নির্ভয়হৃদয়।
হেন বীরগণ, ক্রোধে অধীরঅন্তর
যাচে রণ। স্মিতমুখে কহেন নেষ্টর্ ;
মীমাংসিতে, শত্রুসহ যুঝে কোন্ জন,
ভাগ্য পরীক্ষার ত্বরা কর আয়োজন।

সেই বীর, সুপ্রসন্ন অদৃষ্ট যাঁহার,
ধরাতে অক্ষয় যশঃ করুন বিস্তার।
পত্রে এবে প্রতিবীর করিয়া স্বাক্ষর,
স্থাপে গ্রীস্-অধিপের উষ্ণিষ ভিতর।
উৎসুক অনীককুল উত্তোলিত করে,
ত্রিদিব-ঈশ্বর কাছে যাচিল কাতরে,—
হে যোভ্! অচিন্ত্য-শক্তি! অনাদি-নিধন
মহাবলবান গ্রীকে কর নির্ব্বাচন।
এজাক্স্ বা টিডাইডিস্ করুন সমর,
কিংবা প্রিয়পাত্র তব বলী নরবর।
নেষ্টর্ উষ্ণিষ নাড়ে; ঈশের কৃপায়,
রণার্থীর ভাগ্যফল ত্বরা বাহিরায়।
ত্বরিত অদৃষ্ট লয়ে বিজ্ঞ দূতগণ,
পর্য্যায়ে বীরের করে করে সমর্পণ।
প্রতিজন নিজ নিজ বিলোকন করে;
এজাক্সের ভাগ্য পড়ে এজাক্সের করে;
হেরিল স্বাক্ষর বীর, হরিষ অন্তর,
নিক্ষেপি' ভূতলে তাহা, করিল উত্তর;—
শুন হে বীরেন্দ্রদল! আমারি উপর
হেন রণভার; তবে সাজিব সত্বর।
পরি যতক্ষণ আমি বরম উজল,
যাচ যোভ্ কাছে সবে গ্রীসের মঙ্গল।
প্রার্থহ নীরবে; যদি শুনে শত্রুগণ,
ভাবিবে গ্রীকের হিয়া ভয়েতে মগন।
কি কাজ নীরবে? ওহে গ্রীসীয় নিকর!
উচ্চরবে সমস্বরে কাঁপাও অম্বর।

কোন্ মহাবল বীর আছে এ ধরায়,
বীরেন্দ্র এজাক্স্ রথী ডরিবে তাহায় ?
দর্পী সেলামিস্-কুলে জনম আমার,
ব্যবসা সমর, শত্রু না ডরি ধরার।
এতেক কহিল বীর। যত গ্রীক্-সেনা,
কুলিশ-ধারণ কাছে করিল প্রার্থনা ;—
বিধাতঃ ! ইচ্ছায় তব জগত সৃজিত ;
ইডার শিখরি-শিরে সতত পূজিত !
উন্নত অমরালয়ে আবাস তোমার !
(অদ্বয়, অব্যয় তুমি পূজ্য দেবতার !)
কর দেব শিবদাতঃ ! যেন এ সমরে,
টেলামন্ বীরে আজি জয়লক্ষ্মী বরে ;
অথবা হেক্টর্ যদি কৃপারভাজন,
উভয়ে সমান যশঃ করহ অর্পণ।
এজাক্স্ শূরের অঙ্গে শোভিল এবার,
প্রখর-অনলদ্যুতি দৃঢ় বাণবার।
চলে বীর, মূর্ত্তিমতী যেন গম্ভীরতা ;
যথা অস্ত্রে সুসজ্জিতা থ্রেসের দেবতা
ধায় দর্পে, ক্রোধে যবে ত্রিদিব-ঈশ্বর,
শাসিতে পাতকিগণে জ্বালেন সমর !
বদনে বিকট হাস, চলে বীরমণি
সুরসম ; পদক্ষেপে কাঁপিল ধরণী।
ঘূরায়ে সুদীর্ঘ গুরু প্রখর বরষা,
দাঁড়াইল অরিত্রাস, গ্রীসের ভরসা।
উল্লাসে গ্রীসীয়দল করে বিলোকন ;
কাঁপে ভয়ে হেরি' বীরে ট্রয়-সেনাগণ।

চমকে হেক্টর্ নিজে ; বিষম সংশয়,
ব্যথিত করিল তাঁর অভয় হৃদয়।
পলায়নে নাহি পথ, বৃথা শঙ্কা তাঁর,
আহ্বানে আপনি, শত্রু নিকটে এবার !
শোভে টেলামন্ বীর বিকট-মূরতি—
গিরিসম ; করে ঢাল সমুজ্জ্বল অতি,
প্রকাণ্ড গোলক মাঝে ; দীর্ঘ সপ্ত ভাঁজ
দৃঢ় বৃষচর্ম্মে, তাহে পিতলের কাজ।
(হাইলি প্রদেশবাসী দক্ষ শিল্পকার,
বিজ্ঞবর টিকিয়স্ রচয়িতা তার।)
এজাক্স এহেন ঢাল ধরি' বক্ষঃ'পরে,
তর্জ্জিয়া বিকট, এবে কহে ধীর স্বরে ;—
হেক্টর্ ! এস হে ত্বরা, বিলম্ব না সয়।
গ্রীক-ভুজে কত বল লহ পরিচয়।
নাহি একিলিস্ বটে ; কিন্তু জেনো মনে,
আছে হেন জন, নহে অনভিজ্ঞ রণে।
থাকুন শিবিরে নিজ দেবীর নন্দন,
মত্ত রোষাবেশে ; তাঁয় নাহি প্রয়োজন।
এখনো অসংখ্য বীর গ্রীসের সহায় ;
আদর্শের সম মাত্র প্রেরিল আমায় !
জানিতে বাসনা মম বীরত্ব তোমার ;
ধর অস্ত্র, অকারণ বিলম্ব কি আর ?
ওহে অভিমানী টেলামনের কোঙর !
(এজাক্সে উত্তর করে বীরেন্দ্র হেক্টর।)
ভাব কি অবলা মোরে, নাহি জানি রণ,
যুদ্ধ-ক্ষেত্রে এই মম নব আগমন ?

বীর তুমি, পড়িয়াছ যোগ্যশত্রু-করে,
জন্মে বীরকুলে, বসে বীরের নগরে।
জানি ভালমতে আমি সমর-কৌশল ;
গতিবিধি আদি মম বিদিত সকল।
পারি চালাইতে গুরু বরষা ভীষণ ;
ঢালে অরাতির অস্ত্র করি নিবারণ।
তোমাসনে অকপট করিব সমর,
বীর সহ ন্যায় যুদ্ধে যুঝি নিরন্তর।
এত কহি' ট্রয়বীর করি' উলম্ফন,
হানে এজাক্সের পানে নারাচ ভীষণ।
ছুটিল প্রচণ্ড অস্ত্র বিকট গর্জ্জিয়া ;
পিত্তল গোলক, ষষ্ঠ গোচর্ম্ম ভেদিয়া
ঠেকিল সপ্তমে। ত্যজে এজাক্স্ এবার।
ছেদি' হেক্টরের ঢাল, বর্ষা খরধার,
ভেদিয়া কবচ দৃঢ়, বসন সুন্দর,
হ'য়ে নিম্নগামী এবে পরশে পঞ্জর ;
কিন্তু, দক্ষ ট্রয়বীর অমিত-বিক্রম,
হইয়া আনত, অস্ত্র করে অতিক্রম।
পুনঃ ঢাল হ'তে বর্ষা তুলি' আকর্ষিয়া,
প্রহারে উদ্যত দোঁহে বিকট গর্জ্জিয়া ;
রুধিরে আপ্লুত যেন কেশরী ভীষণ,
অথবা বরাহ ক্রোধে আরক্ত নয়ন।
হেক্টর্, এজাক্সে পুনঃ করিল প্রহার ;
দৃঢ় চর্ম্মে ঠেকি' বর্ষা কুন্ঠিত এবার।
নিপুণ এজাক্স্ এবে সময় বুঝিয়া,
ধাতু ঢাল মাঝে বর্ষা দিল চালাইয়া ;

গ্রীবাদেশে লাগে অস্ত্র মহাবেগভরে ;
শোণিত-নিস্রাব ঢাল সুরঞ্জিত করে।
রুষিল হেক্টর বীর ; আনত হইয়া,
প্রকাণ্ড পাষাণ ত্বরা লইল তুলিয়া ;
নিক্ষেপে সবলে, ক্রোধে কাঁপে কলেবর ;
বাজে শিলা সমুজ্জ্বল গোলক উপর।
পিত্তল কঠোরাঘাতে বাজিল ঝঞ্ঝনে।
এজাক্স প্রস্তর এক নিল সেইক্ষণে।
সবেগে সবলে রোষে অরাতির গায়,
ঘূরায়ে ত্বরিত বীর নিক্ষেপিল তায়।
উঠিল কঠোর শব্দ ; ভাঙ্গে ধাতুঢাল ;
ব্যথিত করিল শিলা জানু সুবিশাল।
ট্রয়ের গৌরব-রবি পড়িল ধরায়,
ভগ্ন ধাতুঢাল'পরে রাখি' নিজ কায় ;
স্মরে ইষ্টদেবে। তাঁয় এপলো ভাস্কর,
পূর্ব্ব পরাক্রম বীর্য্য দিলেন সত্বর।
নিষ্কাষিল্ আসি দোঁহে, পাবকের প্রভা,
ঝলসে সেনার আঁখি যেন ক্ষণপ্রভা।
হেন কালে ধর্ম্মপর পবিত্র-অন্তর
দূত-কণ্ঠস্বর হয় শ্রবণ-গোচর।
গ্রীক্ দূত বহুদর্শী টাল্‌থিবিয়স্,
ট্রয় পক্ষে পূতআত্মা বিজ্ঞ ইডিয়স্,
অসি মাঝে পূত দণ্ড করে উত্তোলন।
কহে ইডিয়স্ দোঁহে করি' সম্ভাষণ ;—
ক্ষান্ত হও বৎসদ্বয় ! সংহর এবার ;
দোঁহে নরপ্রিয়, স্নেহপাত্র দেবতার।

বিদিত উভয় দল বীর্য্য দোঁহাকার ;
উদীরিত সাধুবাদ বদনে সবার।
অস্তগত দিনমণি, আগতা শর্ব্বরী ;
রাখ নিশাদেবী-মান অস্ত্রপরিহরি'।
এজাক্স্ এ হেন বাক্যে করিল উত্তর ,—
জিজ্ঞাস হেক্টরে আগে ওহে বিজ্ঞবর !
অগ্রে গ্রীক্ বীরে উনি করেন আহ্বান,
করুন প্রথমে তবে সম্মতি প্রদান।
যাচিলে বিরাম বীর, পালিব বচন ;
ক্ষান্ত হ'ব, হেরি' অস্ত্র করিতে বর্জ্জন।
হে গ্রীক্-প্রধান ! (কহে বীরেন্দ্র হেক্টর,)
সুরশ্রেষ্ঠ ইচ্ছাময় জগত-ঈশ্বর
করেছেন নানাগুণে ভূষিত তোমায় ;
তব সম বলী বীর বিরল ধরায় !
সাংগ্রামিক বিধি এবে করে নিবারণ ;
এক দিন হ'বে পুনঃ সমরে মিলন।
যাবৎ জীবন র'বে যুঝিব আবার,
বলবীর্য্য দেবগণ করিবে বিচার।
তিমিরে বেড়িল ধরা,—দিবা অবসান ;
নিবারে দেবতা, রাখ নিশার সম্মান।
যাও হে এজাক্স্ বীর ! যথা বন্ধুগণ ;
সেনার হৃদয়ে কর আনন্দবর্দ্ধন।
আমিও চলিনু গেহে : মম প্রণয়িণী,
দরদর অশ্রুধারে ভাসায় মেদিনী।
এস, উপহার দোঁহে করি বিনিময়,
দিনের স্মরণ হেতু ; যেন সবে কয়,—

গৌরবে উভয়ে রণ করে পরিহার ;
অকৃত্রিম বন্ধুভাব অন্তরে দোঁহার।
এত কহি' অরিন্দম, চারু তরবারি,
রজতের তারা তাহে শোভে সারি সারি,
দিল প্রতিযোধে ; গ্রীক্ করিল অর্পণ,
উজল কোমর পাটা ধূমল বরণ।
উল্লাসে উভয় বীর চলে অতঃপর,
এজাক্স্ স্বদলমাঝে, নগরে হেক্টর।
ট্রয়সেনা হেক্টরের হেরি' আগমন,
উল্লাসে সাদরে তাঁয় করে সম্ভাষণ।
দারুণ অরাতি সহ ভীষণ সমরে,
নাহি অস্ত্রাঘাত চিহ্ন বীর কলেবরে।
আস্ফালি' সদর্পে সেনা পুলকে ভাসিয়া,
চলিল নগরে ট্রয়-গৌরবে লইয়া।
আনন্দে এজাক্স্ বীরে গ্রীক সেনাগণ,
চলিল লইয়া যথা এগামেমনন।
পঞ্চমবর্ষীয় এক বৃষ বলবান,
বলি তরে নরবর করেন প্রদান।
পড়ে পশু ; মিলি' এবে গ্রীক্ বীরভাগ,
ছাড়াইয়া চর্ম্ম, মাংস করিল বিভাগ,
রণশ্রমে ক্লান্ত, যত গ্রীক্ সেনাগণ,
বসে শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে করিতে অশন।
বৃষ-শিরঃ-নিম্ন-অর্দ্ধ (সম্মান-লক্ষণ,)
এজাক্স্-সম্মুখে ভূপ করেন স্থাপন।
প্রচুর আহারে ক্ষুধা নিবারি' এবার,
নেষ্টর্, বদনে যাঁর পিযূষের ধার,

গ্রীকের সুবিজ্ঞ মন্ত্রী, বহুদর্শী জন,
এরূপে বাসনা নিজ প্রকাশে এখন ;—
কি ভীষণ দৃশ্য আজি দেখহে রাজন্!
অকালে নিহত কত গ্রীক্ বীরগণ!
ঐ যে সমরশায়ী শব-সমুচ্চয়,
কোন্ নিঠুরের নাহি বিদারে হৃদয়?
নরবর! শুন এবে বচন আমার,
পরদিন যুদ্ধে নাহি প্রয়োজন আর।
লহ কিছুক্ষণ তরে অবকাশ রণে,
অনলে করিতে দাহ হত বীরগণে।
কর একত্রিত ত্বরা নিহত নিকরে ;
রচহ বিশাল চিতা বেলাভূমি'পরে।
একত্র রক্ষিত হ'বে অস্থি-সমুচয় ;
রোদন করিবে হেথা ধার্ম্মিক তনয়।
এক স্থানে শবরাঁশি হইলে দাহন,
উপরে তাহার স্তম্ভ করহ রচন।
অতঃপর বীরগণ! রক্ষিতে শিবির,
করহ নির্ম্মাণ দৃঢ় উন্নত প্রাচীর ;
র'বে স্থানে স্থানে তার বিস্তৃত তোরণ,
রথের গমন হেতু ; পরিখা বেষ্টন।
নির্ভয়ে তাহ'লে গ্রীক্ পারিবে যুঝিতে ;
শিবির, ভীষণ শত্রু নারিবে লুণ্ঠিতে।
এরূপে প্রবীণ নিজ প্রকাশে অন্তর ;
সম্মত হইল তাহে ভূপাল নিকর।
প্রায়ামের দ্বারে হেথা, (রজনী-সময়,)
করিছে মন্ত্রণা বসি' প্রধান-নিচয়।

বসিয়াছে ম্লানমুখে সমরি-নিকর,
রুদ্ধ কণ্ঠরব, ভয়ে কাঁপে কলেবর।
উঠিলেন এণ্টিনর্; কহে বৃদ্ধ জন,—
ট্রোজান্! ডার্ডান্! শুন বিদেশীয়গণ!
কহি উপদেশবাণী, অমর-কৃপায়;
কর অবধান সবে দেব-অভিপ্রায়।
বিদেশীয় গ্রীক্‌গণে, ত্বরা হৃত ধন,
রূপসী হেলেনা সহ কর সমর্পণ।
পূর্ব্বিতন অঙ্গীকৃত সন্ধিভেদ তরে,
জ্বলিয়াছে কোপানল দেবতা-অন্তরে।
কি কাজ অন্যায় রণে? হে বীর সকল!
পাল বাক্য, কিংবা লভ বিষময় ফল।

বসেন প্রবীণ জন! চারুকলেবর
কুমার পারিস্ এবে করিল উত্তর;—
এ বাক্য স্থবির! তব পক্ষে মধুময়;
কিন্তু বিন্ধে শেল সম বীরের হৃদয়!
কপটতা, প্রবঞ্চনা করি' পরিহার,
দেশের মঙ্গলে বটে বাসনা তোমার;
হেন উপদেশ তব বিফল এখন।
শুন ওহে মহাবল ট্রয়-বীরগণ!
একিয়ার হৃত ধন করিব অর্পণ;
কিন্তু যত দিন দেহে জীবন আমার,
না দিব রমণীধনে রূপসীর সার।
মহামূল্য মণি মুক্তা অর্পিব সকল;
নারিব ত্যজিতে সেই রতন উজ্জ্বল।

কলহের সূত্রপাত করি' বিলোকন,
উঠেন প্রায়াম্ বৃদ্ধ ত্যজিয়া আসন।
সসম্ভ্রমে সেনাদল নিরখে তাঁহায়।
কহেন ভূপাল এবে কোমল ভাষায়;—
ট্রয়ের ভরসা ওহে সমরি-নিকর!
অপনীত রণশ্রম করহ সত্বর।
সতত সতর্কভাবে রক্ষহ প্রাকার,
যাবৎ না দূরীভূত নিশার আঁধার।
কল্য নিবেদিতে মম শুভ-অভিলাষ,
প্রেরিত হইবে দূত গ্রীক্-রাজপাশ।
অনলে করিতে দাহ নিহত নিকরে,
যাচিবে বিরাম রণে কিছুকাল তরে।
এ কার্য্য সমাধা হ'লে যুঝিব আবার;
জয় পরাজয় যোভ্ করিবে বিচার।
এতেক কহিল রাজা। ত্বরা বীরগণ,
(না ত্যজি' সমর সাজ) করিল অশন।
বিজ্ঞ দূত ইডিয়স্ প্রভাত-সময়,
গ্রীকের শিবির মাঝে উপনীত হয়।
দাঁড়ায়ে প্রবীণ এবে অরির সভায়,
কহে উচ্চে; শুনে গ্রীক্ বেড়িয়া তাঁহায়।
শুন হে এট্রুস্-সুত! গ্রীক্ বলবান!
ট্রয়েশের অভিলাষ কর অবধান;
শুন সবে, (যেন পূরে মম এ কামনা,)
রণমূল পারিসের বিনীত প্রার্থনা;
আনিয়াছে যত ধন ট্রয়ের নগরে,
(কেন না ডুবিল তরী অতল সাগরে!)

অর্পিবে তা ছাড়া বহু মণি মুক্তা আর,
যদি এবে সন্ধি পুনঃ কর অঙ্গীকার।
কিন্তু সেই সুকোশনী রমণী-রতন,
সমর্পিতে পুনর্ব্বার নহে তাঁর মন।
পরে বীরবৃন্দ! যাচি বিরাম কাতরে,
অনলে করিতে দাহ নিহত নিকরে।
এ কার্য্য সমাধা হ'লে যুঝিব আবার,
জয় পরাজয় যোভ্ করিবে বিচার।
শুনে গ্রীকগণ; কেহ না দিল উত্তর।
উঠি' টিডাইডিস্ বীর কহে অতঃপর;—
পরিহরি' যশোরাশি ওহে বন্ধুগণ,
ধনরাজি কিংবা নারী না কর গ্রহণ।
লভিব জিনিয়া রণ; ঐ যে প্রাকার,
গ্রীক্‌দর্পে ধরাশায়ী নিশ্চয় এবার।
শুনিয়া সমরিকুল পুলকিতকায়,
উচ্চরবে সাধুবাদ প্রদানে তাঁহায়।
কহিলেন নরবর,—হে দূত-প্রবর!
শুনিয়াছ বীরমুখে গ্রীসের অন্তর।
করিনু বিরাম দান; হত যোধগণে,
কর দগ্ধ; নাহি যুঝি নিহতের সনে।
রণাঙ্গনে মৃতদেহ কর অণ্বেষণ;
বিধিমতে প্রেতকৃত্য কর সম্পাদন।
সাক্ষী ত্রিদিবের পতি যোভ বজ্রধর;
এত কহি' রাজদণ্ড তুলে রাজেশ্বর।
চলিল প্রবীণ দূত ট্রয়ের নগরে,
কহিতে বারতা হেন ভূপতি-গোচরে।

দাঁড়ায়ে সুবিজ্ঞ জন বীরের সভায়,
প্রকাশিল সবিস্তারে গ্রীক্ অভিপ্রায়।
শশব্যস্তে সেইক্ষণে ট্রয়-সেনাগণ,
রণভূমে মৃতদেহ করে অন্বেষণ।
বিস্তৃত সৈকত' পরে গ্রীসীয় নিকর,
কাননের কাষ্ঠে চিতা রচিল সত্বর।
এবে ধীরে ধীরে ত্যজি' বারিধি-আগার,
হরিবারে পুনর্ব্বার ধরার আঁধার,
উঠিয়া রবির রথ সুবর্ণখচিত,
শিখরি-শিখরাবলী করিল রঞ্জিত।
মিলি' মিত্রভাবে এবে উভ-সেনাগণ,
শবরাশি মাঝে দেহ করে অন্বেষণ।
বিবর্ণ শোণিত-স্রাবে, দূষিত মাটিতে,
আত্মীয় আত্মীয়-দেহ না পারে চিনিতে।
ধৌত করি' ক্ষত স্থান, স্থাপি' রথ' পরে,
দুখে বীরগণ অশ্রু বরিষণ করে।
সাত্ত্বনে প্রায়াম্ সবে; নীরবে ত্বরায়,
সেনাকুল মৃতদেহ স্থাপিল চিতায়।
অনলে করিয়া দাহ বান্ধব নিকরে,
বিরষ বদনে ধীরে ফিরিল নগরে।
স্রাবি' অশ্রুধারা হেথা গ্রিসীয় নিকর,
আত্মীয়ের দেহরাশি রাখে চিতা'পর;
সযতনে শব দগ্ধ করিয়া অনলে,
আক্ষেপি' শিবির পানে ধীরে ধীরে চলে।
রূপে সুরঞ্জিত করি' পূরব আকাশ,
না হইতে সুহাসিনী উষা-পরকাশ,

চিতাপাশে গ্রীক্‌গণ গিয়া পুনর্ব্বার,
রচিল সমাধি-গৃহ উপরে তাহার ;
নিবারিতে পরাক্রমী অরি-আক্রমণ,
উন্নত প্রাচীর এক করিল রচন ;
করে স্থানে স্থানে তার বিস্তৃত তোরণ,
রথের গমন হেতু ; পরিখা বেষ্টন
নির্ম্মাইল স্থকৌশলে অতীব গভীর।
ট্রয়ের প্রাকারে স্পর্দ্ধি' শোভিল প্রাচীর !
বসিয়া ত্রিদিবালয়ে ত্রিদশ নিকর,
যোভ সহ, বহ্নিসম দীপ্ত বপুধর,
সবিস্ময়ে নরকীর্ত্তি করে বিলোকন।
ত্রিশূলী নেপ্‌চ্যুন বলী কহিল বচন ;—
অহমিকা-মদে মত্ত গ্রীস্‌-সুতগণ,
এ হেন প্রাকার যদি করিল রচন,
তবে ধরাবাসী কোন্ নরের সন্তান,
অতঃপর মোসবার রাখিবে সম্মান ?
নির্ম্মিল গ্রীসীয় দল সুদীর্ঘ প্রাকার,
নাহি চায় অনুগ্রহ ইথে দেবতার !
তাসবার যশোভাতি ব্যাপিবে ভুবন,
প্রভাত সময়ে যথা তপন-কিরণ।
লেওমিডনের ঐ প্রাকার মহান,
যতনে অমর যায় করেছে নির্ম্মাণ,
ডুবিবে তিমির মাঝে চিরদিন তরে।
এতেক বারিধিপতি কহে খেদভরে।
উত্তরিল বজ্রপাণি ; (তর্জ্জনে তাঁহার,
সমগ্র অম্বরতল হইল আঁধার।)

অমর জলধিপতে! তব ক্রোধানল,
থরথর প্রকম্পিত করে পৃথ্বীতল!
সমগ্র মানব যদি মিলয়ে ধরার,
তিলমাত্র ভয়াবহ নহে দেবতার।
যতদূর দিবাকর বরিষয় তাপ,
সতত পূজিত হ'বে তব পরতাপ।
বীর গ্রীক্-বিরচিত ঐ যে প্রাকার,
হ'বে ধ্বংস; নাম মাত্র না র'বে উহার।
ভাঙ্গিবে বিশাল ভিত্তি তব পরাক্রমে;
পড়িবে দেউল তব তরঙ্গী-সঙ্গমে;
ক্রমশঃ প্রোথিত হ'বে সিকতা ভিতরে;
বিলুপ্ত হইবে কীর্ত্তি চিরদিন তরে।
স্বরগে অমর হেন। ভূমে গ্রীকগণ
সমাপ্ত করিল কার্য্য; ডুবিল তপন
জলধি-সলিল মাঝে! সমরী ত্বরায়,
দিল বলিদান; ধূম আকাশে মিশায়।
লেম্‌নস্ হ'তে তরী মদিরা লইয়া,
গ্রীকের শিবির পাশে উতরে আসিয়া;
উনিয়স্ মহাধন, সুরা শত ভার,
গ্রীসের ভূপতিবরে প্রেরে উপহার;
(ধনশালী উনিয়স্ উদারহৃদয়,
বিখ্যাত মেষপালক জেসন্-তনয়।)
অবশিষ্ট দ্রব্য সবে কিনিয়া লইল;
হেন আয়োজনে সেনা আমোদে মাতিল।
বিনিময়ে ধন গ্রীক্ দিল বহুতর;
স্বর্ণ, রৌপ্য, বৃষ কেহ, কেহ বা কিঙ্কর।

আনন্দে উভয় দল যাপিছে যামিনী,
শিবিরে গ্রীসীয়, পুরে ট্রয়-অনিকিনী।
প্রকাশেন চিহ্ন যোভ্ ক্রোধান্ধ হৃদয়,
লোহিত তড়িত ধরা করে আলোময়।
গর্জ্জি' ইরম্মদ ঘন কাঁপায় অম্বর;
চমকে বিষম ভয়ে ট্রোজান নিকর।
প্রতিবীর সুররাজে পূজে সেই ক্ষণে;
ধাবিল সুরার স্রোত মদিরা-তর্পণে।
সমরের পরিশ্রমে ক্লান্ত-কলেবর,
ঘুমায় নীরবে এবে সমরি নিকর।

সপ্তম কাণ্ড সমাপ্ত।

অষ্টম কাণ্ড।

দ্বিতীয় যুদ্ধ ও গ্রিক্‌দিগের দুর্দৈব।

বিষয়।

জুপিটার (যোভদেব) অমর-সভায় দণ্ডভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক, কোন পক্ষ আশ্রয় না করিতে দেবতাগণকে আদেশ করেন। কেবলমাত্র মিনার্ভা দেবী, গ্রীকগণকে পরামর্শ দিতে অনুমতি প্রাপ্ত হন। যুদ্ধ আরম্ভ হয়। জুপিটার, ইডা পর্ব্বতের উপর উভয় দলের অদৃষ্ট, তুলা দণ্ডে পরিমাণ করেন; এবং বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত দ্বারা গ্রীকগণকে ভীত করেন। কেবল মাত্র নেষ্টর্ বিপদময় রণ ভূমে অবস্থান করেন। ডায়োমেড্ তাঁহার সাহায্যার্থে আগমন করেন; তাঁহার এবং হেক্টরের বীরত্ব সুন্দররূপে বর্ণিত হয়। গ্রীকগণকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত জুনোদেবী নেপ্‌চ্যুন্‌কে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু নিস্ফল হয়। টিউসার, হেক্টর কর্ত্তৃক আহত হইয়া রণাঙ্গন হইতে অপসারিত হ'ন। জুনো এবং মিনর্ভা গ্রীক পক্ষাবলম্বনে প্রবৃত্তা হন। জুপিটার কর্ত্তৃক প্রেরিতা আইরিস্ দেবী তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করেন। রাত্রে যুদ্ধ শেষ হয়। গ্রীকেরা পরাস্ত হইয়া দুর্গে প্রবেশ করিলে, হেক্টর্ সমর-ক্ষেত্রে অবস্থান করেন; এবং তরী যোগে শত্রুগণের পলায়ন নিবারণার্থ প্রহরী নিযুক্ত করেন। রক্ষীরা অগ্নি জ্বালিয়া সমস্ত রাত্রি সশঃ জাগরণ করে।

এই গ্রন্থ-বর্ণিত যুদ্ধ ব্যাপার, আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত, সাতাইশ দিনে সমাপ্ত হয়। দৃশ্য, (স্বর্গ ছাড়িয়া দিলে) সমুদ্রতীরস্থ রণ-স্থলে।

এবে সমুজ্জ্বলদ্যুতি সুচারুহাসিনী,
প্রভাত-তনয়া উষা আলোকে মেদিনী।
অমর নিকর সহ ত্রিদশ-ঈশ্বর,
হইলেন সমাসীন অলিম্পস্-'পর।

কহিলেন বজ্রপাণি সুগম্ভীর স্বরে ;
শুনে দিববাসি-কুল চকিত অন্তরে ;
ওহে দিব-লোকবাসী অনশ্বরগণ !
নত শিরে আজ্ঞা মম করহ পালন।
অলঙ্ঘ্য অভেদ্য হেন আদেশ আমার,
পাল ভাগ্য ! দেবগণ করহ স্বীকার।
আজি হ'তে যে অমর পশিবে সমরে,
অথবা সাহায্য-দানে অভিলাষ করে,
স্বরগে না পা'বে স্থান হেন দুরাচার ;
প্লাবিবে দূষিত তনু রুধিরের ধার ;
অথবা এ গিরি'হ'তে হ'বে নিক্ষেপিত,
টার্টারীয় কুপ মাঝে বিষাদ-পূরিত ;
নিগড়ে আবদ্ধ হ'য়ে র'বে চিরকাল,
গভীর নিরয় মাঝে অতীব ভয়াল।
অনলে দুখের তার না রবে অবধি ;
করিবে রোদন সেই দুষ্ট নিরবধি,
করহ স্মরণ সেই নরক আঁধার ;
দেখ ভাবি' পরাক্রম জগত-পিতার !
দেবগণ ! হও যদি একত্র মিলিত,
কি সাধ্য অনন্ত যোভে কর পরাজিত।
সুবর্ণ নিগড় যদি করহ ধারণ,
স্বর্গ সিন্ধু পৃথ্বী পারে করিতে বেষ্টন,
নারিবে সমগ্র জীবে করিয়া সহায়,
ধরা'পরে নিক্ষেপিতে কদাচ আমায়।
সর্ব্বশক্তিমান আমি ! কর-সঞ্চালনে,
পারি ধ্বংসিবারে এই বিশাল ভুবনে !

অলিম্পস্-চূড়ে বদ্ধ মম এ শৃঙ্খল;
ঝুলিছে নিয়ত তায় সংসার সকল।
নিখিল জগত সদা পূজয়ে আমায়;
যোভ্ সহ দেবগণ তুচ্ছ তুলনায়।
এতেক কহিল বজ্রী। ত্রিদশ নিকর,
ভয়ে জড়সড়, নারে করিতে উত্তর।
কাঁপিয়া অমরকুল নীরবে দাঁড়ায়।
কহিলেন জ্ঞানেশ্বরী কাতর ভাষায়;
অনাদি, অচিন্ত্যশক্তি! পূজ্য দেবতার!
হে পিতঃ! বিদিত মোরা মহিমা তোমার।
না চাহি রক্ষিতে নরে; দেহ অনুমতি
করিতে রোদন, হেরি' ভক্তের দুর্গতি।
তব আজ্ঞাক্রমে অস্ত্র না ধরিব আর,
হেরিব নয়নে মাত্র গ্রীকের সংহার।
করিব মন্ত্রণা দান প্রিয় গ্রীকদলে,
নতুবা মরিবে তারা তব ক্রোধানলে।
এ হেন প্রার্থনা তাঁর করিয়া স্বীকার,
বজ্রধর দিবেশ্বর হাসিল এবার;
তুরঙ্গ নিকরে পরে করেন আহ্বান
অম্বর চরণাঘাতে হয় কম্পমান।
ধাবিল বরূথী সহ তুরঙ্গ নিকর;
পিত্তল রচিত ক্ষুর, সুবর্ণ কেশর—
নির্ম্মল স্বর্গীয় হেম। সাজিল ঈশ্বর
সমুজ্জ্বল সাজে যেন দীপ্ত দিবাকর।
রাজে বজ্রী রথোপরে; দ্রুত অশ্বগণ
ধাবিল তারকা সম উজলি' গগন।

উরে দেব, ইডাগিরি উচ্চ চূড়' পরে,
(শোভিত সুরম্য শত নির্ঝর নিকরে,)
উন্নত মন্দির তাঁর শোভিছে তথায় ;
হোমের সুগন্ধি ধূম আকাশে মিশায়।
সমুজ্বল রথ হ'তে, সুরগণেশ্বর
নামিলেন তথা ; (মুক্ত তুরঙ্গ নিকর)।
সুনীল কুয়াসা ঢাকে তুরগ নিকরে।
বসিলেন বজ্রী এবে অভ্ররাশি 'পরে।
সর্ব্বদর্শী নেত্র তাঁর সে স্থান হইতে,
নগর, শিবির, সিন্ধু, লাগিল হেরিতে।
আহারে নিবারি' ক্ষুধা গ্রীক চমূচয়,
পরিল ত্বরিত পুনঃ বর্ম্ম ধাতুময়।
সাজিল ট্রয়ের সেনা, বিরষ অন্তরে,
পিতা মাতা দারা পুত্র রক্ষণের তরে ;
খুলিল তোরণ-দ্বার ; চলে বীরদল ;
বাহিনী আঁধারময় করে রণস্থল।
দ্রুত তুরঙ্গম, রথ ধরণী কাঁপায় ;
সিংহনাদে বীরকুল গগন ফাটায়।
মিলে উভদল এবে করি' হুহুঙ্কার ;
বাজে ঢাল ; বর্ষা রোধে গতি বরষার।
বাহিনী বাহিনী পানে চলিছে ধাবিয়া ;
ছুটিছে সায়ক জাল বিকট গর্জ্জিয়া।
বিজিত বিজেতা দোঁহে করিছে চীৎকার ;
মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ, আনন্দ জেতার।
প্রবল শোণিত-স্রোতে মগ্ন রণস্থল ;
বাড়ায় তরঙ্গ হত বীরেশ সকল।

যাবৎ কিরণ-ধারা প্রভাত-তপন,
বিশাল অবনী' পরে করে বরিষণ,
যুযুৎসু অনীককুল মরে অনিবার ;
সমভাবে উভ সেনা স্রাবে রক্ত-ধার।
আকাশের মধ্যদেশে উঠিলে তপন,
ধরে মানদণ্ড যোভ্ জগত-কারণ,
রচিত কনকে ; দেব স্থাপিয়া তাহায়
উভদল-ভাগ্যফল, তুলেন ত্বরায়।
গুরু ভারে গ্রীক-শিক্যা ঝুলিয়া পড়িল
ধরা'পরে ; ট্রোজানের আকাশে ঠেকিল।
ইডা হ'তে যোভ্ দেব করেন তর্জ্জন ;
গ্রীক'পরে ঘনঘটা আবরে গগন।
ঝকিল বিদ্যুল্লতা ; নাদিল অশনি।
গ্রীসীয়ের পরাক্রম হরে বজ্রপাণি।
কাঁপে পরমাদ গণি' অনীক নিকর ;
দেবেশের কোপানলে জ্বলিছে অম্বর।
এ দৃশ্য হেরিতে নারে নির্ভয়হৃদয়
ইডোমিনিয়স্ ; কাঁপে এজাক্স উভয়।
পলায় সেনানীপতি গ্রীক্-রাজেশ্বর ;
রহে মাত্র এ বিপদে স্থবির নেষ্টর্।
রহে অনিচ্ছায় বৃদ্ধ ; পারিসের শর
গর্জ্জি' রথ তুরগের বিন্ধে কলেবর ;
সুশাণিত লৌহবাণ ললাটে লাগিয়া
বাহিরিল সুবিশাল শিরস ভেদিয়া।
তেজস্বী তুরঙ্গ হেন গুরু যাতনায়,
সঞ্চালন করে পদ উন্মত্তের প্রায়।

ত্বরিত কৃপাণ বৃদ্ধ করিল ধারণ,
ছেদিবারে মৃতপ্রায় অশ্বের বন্ধন,
হেন কালে হেক্‌টর বীরেন্দ্র-কেশরী,
ক্রোধে আক্রমিল রথ সিংহনাদ করি'।
আজি সুনিশ্চয় হেন বীর অরি-করে,
পশিত পিলিয়া-পতি শমন-নগরে;
হেরিলেন ডায়োমেড্; ত্বরিত ধাবিয়া,
উলেসিসে উচ্চ রবে কহেন ডাকিয়া;
ওহে ভীরু উলেসিস্! পলাও কোথায়
কেন লেয়ার্টিস্-কুলে জনমিলে হায়!
কহ, কি মরিতে এবে করিছ বাসনা,
শত্রু-শরে বিদ্ধপৃষ্ঠ, হায়! কি লঞ্ছনা?
ফের ত্বরা; রক্ষ বীর! করি' প্রাণপণ,
অরি-রাহু-মুখে গ্রীস্-গৌরব-তপন!
বিফল হইল তাঁর এ হেন আহ্বান;
উলেসিস্ তরী মাঝে করিল পয়ান!
বীর টিডাইডিস্ বৃদ্ধে করিতে উদ্ধার,
একাকী অররু মাঝে ধাবিল এবার।
রথ হ'তে লম্ফ দিয়া পড়িয়া ধরায়,
সভয়ে কাতর ভাষে কহিল রাজায়;
সমর অসমসহ, বিপদ-জড়িত;
যুবা শত্রুগণ আর্য্য! জিনিবে নিশ্চিত।
নাহি আছে এবে তব পূর্ব্ব পরাক্রম;
দুর্ব্বল সারথি তব, ক্লান্ত তুরঙ্গম।
উঠ তাত! শীঘ্রতর মম রথ' পরে,
যোজিত ট্রসের অশ্ব, সুদক্ষ সমরে।

ফিরিতে থামিতে দেখ শিক্ষিত কেমন,
নির্ভয়ে অরাতি-দলে করে আক্রমণ।
পূর্ব্বে ইনিয়স্ ইহা করে অধিকার।
হে আর্য্য ! আপন রথ কর পরিহার।
এস দোঁহে আরোহিয়া হেন রথ' পরে,
আক্রমিব রণদক্ষ বীরেন্দ্র হেক্টরে।
অসমসাহসী অরি সমরে দুর্ব্বার,
নারিবে করিতে সহ্য বরষা আমার।
এত কহে বীর ; সুধী নেষ্টর তাহায়,
দিয়া অভিমতি, রথে আরোহে ত্বরায়।
ত্যজে নিজ-হয়ে বৃদ্ধ ; ধরে সেইক্ষণ,
বীর স্থিনিলস্, দর্পী ইউরিমিডন্।
স্থবির সারথি হ'য়ে রশ্মি ধরি' করে,
করিলেন কশাঘাত অশ্ব-পৃষ্ঠ' পরে।
আক্রমে হেক্টরে দোঁহে ; নেষ্টর চালায়
দ্রুত অশ্বে ; টিডাইডিস্ বরষা ঘূরায়।
প্রখর নারাচ তাঁর বক্রগতি হ'য়ে,
পশিল ইনিয়োপুস্ সারথি-হৃদয়ে।
রশ্মি কর হ'তে তাঁর খসিয়া পড়িল ;
পড়ে হত বীর ; অশ্ব পশ্চাতে হটিল।
সক্ষোভে হেক্টর হেরি' সূতের পতন,
দিতে যুক্ত প্রতিশোধ করিল মনন।
বলী আর্কিটোলিমস্ কুমার-আজ্ঞায়,
উঠি' রথে অশ্ব-রশ্মি ধরিল ত্বরায়।
জ্বলিল এবার ঘোর সমর-অনল।
প্রাকারের পাশে ভীত ট্রয়-সেনাদল,

ভাসে শোণিতের স্রোতে। ত্রিদিব-ঈশ্বর
ত্যজিলেন বজ্র রোষে; কাঁপিল অম্বর।
ঝলসিল টিডাইডিস্-আঁখি সৌদামিনী;
আলোকে আলোকময় হইল মেদিনী।
পড়ে ভূমে ভয়ে ভীত তুরঙ্গ নিকর;
মহাজ্ঞানী নেষ্টরের কাঁপে কলেবর;
ত্যজিল প্রবীণ রশ্মি; হইয়া বিদিত
দেবকোপ, ডায়োমেডে করে সতর্কিত;—
হে বীরেশ! অমানুষ সাহস তোমার;
মম উপদেশে রণ কর পরিহার।
আজি প্রতিকূল যোভ্ জগত-কারণ
রক্ষেন হেক্টরে; গ্রীকদর্প অকারণ।
অন্য দিন গ্রীক্‌দল প্রসাদে তাঁহার
সমর, হে মহারথ! জিনিবে আবার।
অনন্ত ঈশ্বর-ইচ্ছা কে করে খণ্ডন?
যোভের তুলনে তুচ্ছ নরবীরগণ।
মহোদয়! (টিডাইডিস্ করিল উত্তর,)
পূজ্যপাদ তুমি, জ্ঞান অতীব প্রখর!
স্মরিতে এ কথা হৃদি বিদরিছে হায়!
হাসিবে হেক্টর্, হেরি' পলা'তে আমায়!
এ হেন ভীষণ লাজ নহে যতক্ষণ,
গ্রাসগো অবনি! মম কামনা এখন।
উত্তরিল পিলিয়ার স্থবির ভূপাল,—
তব দর্প ওহে বীর! খ্যাত চিরকাল।
নিন্দুক হেক্টর; বাক্য কে শুনে তাহার?
বিদিত ডার্ডান্‌দল বীরত্ব তোমার।

নাশিবে নিন্দিতে ট্রয়; তব পরাক্রমে,
বিষম যাতনা তার জাগিছে মরমে;
ফ্রিজিয়ার ম্লানমুখী বিধবা ললনা,
স্রাবি' অশ্রুধারা, তব ঘোষে বীরপণা!
এত কহি' নেস্‌টর্‌ ত্বরিত চালায়
দ্রুত অশ্বগণে; রথ বায়ু-বেগে ধায়।
উল্লাসে ট্রোজানদল করে জয়ধ্বনি;
পশ্চাতে নারাচ গর্জ্জে যেন কাল ফণী॥
সুগম্ভীর কণ্ঠরবে কাঁপায়ে অম্বর,
কহে ধাবমান বীরে বীরেন্দ্র হেক্টর;
ত্বরিত হে মহারথ! কর পলায়ন,
পূজে তব শৌর্য্য ভরে গ্রীক্‌ বীরগণ!
স্বদেশীয়-মাঝে আর না র'বে গৌরব;
অন্তরে অবলা; মাত্র বীর-অবয়ব।
ধ্বংসিতে প্রাকার দৃঢ়, দহিতে নগরে,
হরিতে ট্রয়ের চারু সুন্দরী নিকরে,
পূর্ব্ব আশা, ওহে ভূপ! বিফল তোমার;
বীরেন্দ্র হেক্টর-করে নাহি রক্ষা আর।
হেন বাক্যে গ্রীক্‌ বীর আরক্তনয়ন,
থামাতে অশ্বের গতি করিল মনন।
ফিরে পুন তিন বার; যোভ্‌ বজ্রধর,
তিন বার হানে বজ্র ইডাগিরি'পর।
শুনিল হেক্টর রথী; আলোক হেরিল,—
(জয় চিহ্ন); সেনাদলে এবে উৎসাহিল;—
শুন বাক্য মম ওহে ট্রয়-সেনাদল!
অসমসাহসী! রণদক্ষ মহাবল!

নিজ নিজ বীর্য্য-যশঃ করহ স্মরণ ;
স্মর, ধরে কত বল পূর্ব্ব-পিতৃগণ।
শুনিয়াছ বজ্রনাদ ? ট্রয়ের এবার
শুভ দিন ; গ্রীক্‌দল হ'বে ছারখার।
প্রাকার-পশ্চাতে গ্রীক্ পলায় বৃথায় ;
দুর্ব্বল প্রাচীর ! ভূমে পড়িবে ত্বরায়।
উলঙ্ঘি' পরিখা, ট্রয়-রণ-তুরঙ্গম,
হরিবে গ্রীসের ধন, দর্প, পরাক্রম।
ঐ শোভে পোতশ্রেণী বারিধি উপর,
আক্রমিব উল্কা করে হে বীর নিকর।
দহিব অনলে ; দিক হ'বে ধূমময় ;
সমূলে গ্রীসীয় দল পাইবে বিলয়।
এতেক কহিল রথী ; হেলি' যুগ'পরে,
আশ্বাসিল অতঃপর তুরগ নিকরে ;—
হে জ্যান্থস্ ! ল্যাম্পস্ ! ইথন্ ভীষণ !
হয়শ্রেষ্ঠ পোডার্গিস্ ! কর আক্রমণ।
চল দ্রুতবেগে ; ভয় কর পরিহার ;
পেলেছি যতনে, তার দাও পুরস্কার।
চারু অশ্বশালা মাঝে, এ হেন আশায়,
নিজ করে রাজপুত্রী আহার যোগায়।
মদিরায়, প্রিয়া মম, এ হেন কারণে,
সিক্ত করে শস্যরাশি সদা সযতনে।
চল বেগভরে ধরা করি' প্রকম্পিত ;
হরি নেষ্টরের ঢাল সুবর্ণ-খচিত।
ঐ যে উরস্ত্র দেব-শিল্পির রচন,
বিনাশিয়া টিডাইডিসে করিব হরণ।

হেন ঢাল, বর্ম্ম যদি করি অধিকার,
সমগ্র গ্রীসীয়ে আজি করিব সংহার।
ক্ষোভে জুনো (বীর-মুখে শুনি' এ উত্তর,)
কাঁপালেন সিংহাসন; কাঁপিল অম্বর;
নেপ্‌চ্যুনে কহিল দেবী;—ওহে জলেশ্বর!
তব দর্পে ধরাতল কাঁপে থরথর!
হেরিয়া এ অত্যাচার গ্রীসীয় উপরে,
নাহি কি উপজে রোষ তোমার অন্তরে?
এখনো হেলিসি, ইজি অর্চ্চিছে তোমায়;
নানা উপহারে তব বেদি শোভা পায়।
একত্র মিলিলে গ্রীস্-দেবতা সকল,
কি পারে করিতে দেব! যোভ্ মহাবল?
সুর-পরিত্যক্ত ঈশ বসিয়া বিজনে,
করিবেন অশ্রুপাত ট্রোজান-নিধনে!
চল হে জলধিপতে! ত্বরা রণস্থলে;
হউক বজ্র! সংহারিব ট্রয়-সেনাদলে।
ক্রোধে দর্পী নেপ্‌চ্যুন্ করিল উত্তর;—
বুঝিনু হে দেবি! ক্ষিপ্ত তোমার অন্তর!
না যুঝি ঈশের সনে; দিববাসিগণ
কাঁপে থরথরি', যোভ্ করিলে তর্জ্জন!
এবে হেক্‌টর রথী, অমর-প্রতিম,
লভি' দেবেশের বলে প্রতাপ অসীম,
চালান ট্রয়ের সেনা অসংখ্য সবল;
রথবাজি ঢালরাজি ছায় রণস্থল।
গভীর গ্রিসীয়খাত পরিখা বেষ্টিয়া,
দাঁড়ায় অনীককুল সঘনে গর্জ্জিয়া।

অতীব ভীষণ দৃশ্য! মশাল উজ্জ্বল,
শোভে করে দহিবারে অরি-তরীদল।
জুনোর আদেশে এবে রাজরাজেশ্বর,
আশ্বাসি' স্বদলে ভ্রমে শিবির ভিতর।
উত্তোলিয়া রাজচিহ্ন, বসন ধূমল,
দ্রুতপদে সেনা মাঝে ধায় মহাবল।
মধ্যতরী মাঝে ভূপ করি' আরোহণ,
কহে উচ্চে ;—উলেসিস্ করিল শ্রবণ ;
একিলিস্ এজাক্সের পোত শোভা পায়
দূর দেশে ; উচ্চরব প্রবেশে তথায় ;
কি লজ্জা, আর্গিভ্গণ! (কহে রাজমণি,
ঘোর রবে, তরীকুল করে প্রতিধ্বনি,)
কহ কোথা এবে সেই পূর্ব্ব অহঙ্কার,
হেলায় ধ্বংসিবে দৃঢ় ট্রয়ের প্রাকার?
আমোদ-সময়ে সুরাপাত্র ধরি' করে,
কর দর্প পরাজিতে শত বীরবরে ;
এবে এক বীর গ্রীকে সমূলে মজায়!
সে গর্ব্ব, রে ভীরুগণ! এখন কোথায়?
বিপদ-বারণ যোভ্! করুণা-নিদান!
কে আছে অসুখী ভূপ আমার সমান?
বৃথা পরাক্রম মম, বৃথা সুবিচার,
ঘৃণ্য আমি, প্রজাকুল মজিল এবার।
পূজিয়াছি তোমা সর্ব্ব বারিধির তীরে ;
রঞ্জিত সমগ্র বেদী পশুর রুধিরে।
অনলে বৃষের বসা করেছি অর্পণ,
পাপময় ট্রয়দেশ বিনাশ-কারণ।

নাহি চাহি অন্য, ওহে করুণা-নিদান!
কাল হেক্টরের করে কর পরিত্রাণ!
কৃতাঞ্জলিপুটে এবে কহিছে কাতরে,
কর রক্ষা এ বিপদে গ্রীসীয় নিকরে।
এত কহে নরবর ক্ষোভ-ক্ষুণ্ণমতি;
অধীর হইল যোভ্ জগতের পতি;
শুভ চিহ্নে প্রসন্নতা করে প্রদর্শন;
রক্ষিতে গ্রীসীয়ে ঈশ করিল মনন!
প্রেরেন ঈগলে দেব, স্বর্গ-বিহঙ্গম,
(শুভচিহ্ন) নখে বিদ্ধ শিশু কুরঙ্গম।
কাতরে অনীককুল অর্চ্চিছে ঈশ্বরে;
উড্ডীন বিহগবর মস্তক উপরে;
নিক্ষেপিল হত মৃগে বেদীর নিকটে;
অপার আনন্দ গ্রীক-হৃদয়ে প্রকটে।
হেরি' শুভচিহ্ন সৈনা সাহসে মাতিয়া,
পুনঃ আক্রমিল ট্রয়ে বিকট গর্জ্জিয়া।
রথে রথী টিডাইডিস্ প্রথমে সবার,
গভীর গ্রীসীয় খাত উলঙ্ঘি' এবার,
আক্রমে আরাতিদলে, যেন প্রভঞ্জন;
রুধিরে রঞ্জিত তাঁর নারাচ ভীষণ।
যুবা এজিলস্ (ফ্রাড্মনের তনয়,)
পলায় ফিরায়ে রথ সশঙ্ক-হৃদয়;
গ্রীসীয় বরষা তাঁর বাজে পৃষ্ঠদেশে;
গর্জ্জিয়া ভীষণ অস্ত্র উরসে প্রবেশে।
পড়ে রথী ভূমে; বর্ম্মে উঠিল নিক্কন;
ভূমে ঠেকি' গুরু ঢাল বাজিল ভীষণ।

ধায় গ্রীক্‌-স্রোত প্লাবি' অরাতিনিচয় ;
প্রথমে এট্রুস্‌-সুত, এজাক্স্‌ উভয় ;
বীরেন্দ্র মেরিয়নিস্‌ যেন রণেশ্বর,
দেবসম ইডোমেন ধায় তার পর।
ইভীমন্‌-সুত দর্পে ছুটিল সমরে ;
পরিশেষে টিউসার্‌ ধনুঃ ধরি' করে।
ভ্রাতার বিশাল ঢালে ঢাকি' নিজ কায়,
সুশিক্ষিত ধনুর্দ্ধারী চারিভিতে চায় ;
প্রতিশরে বলশালী অরাতি নাশিয়া,
পুনঃ সপ্ততল ঢালে প্রবেশিছে গিয়া,
যথা সুকুমার শিশু, যবে ভয় পায়,
জননীর ক্রোড়-মাঝে ত্বরিত লুকায়।
এরূপে এজাক্স্‌ বীর রক্ষি' সহোদরে,
ভ্রমিছে ভ্রাতার সহ, ঢাল ধরি' করে।
শরাঘাতে টিউসার নাশে অগণন ;
পড়ে ওর্মিনস্‌, অর্সিলোকস্‌ ভীষণ।
দেবসম লিকোফন্‌ পড়ে অতঃপর ;
হত ক্রোমিয়স্‌, ওফিলোষ্টিস্‌, ডিটর।
নির্ভয় হেনোপেয়ন্‌ পরাণ হারায় ;
রক্তাক্ত মেলানিপস্‌ পড়িল ধরায়।
ঘোষিছে বিজয় তাঁর শব-সমুচ্চয় ;
প্রতিশরে প্রেত-আত্মা আবির্ভূত হয়।
এরূপে ধ্বংসিছে ধন্বী অরি অগণন ;
হেরি' পুলকিত অতি এগামেম্‌নন্‌।
হে যুবক! (স্নেহভরে কহে নরবর,)
এরূপে অরাতি সনে যুঝে নিরন্তর।

মাতিবে দৃষ্টান্তে তব গ্রীসীয়ের মন ;
পিতার সুপুত্র তুমি, দেশের ভূষণ !
জনমিলে বিদেশীয়া রমণী-জঠরে;
জনকের যশোরাশি বিস্তারের তরে।
লভি' হেন সুতে পিতা গর্ব্বিত যেমন,
সুধিতেছে পিতৃঋণ তেমতি নন্দন !
শুন বীর ! মম পণ ; ঈশের কৃপায়,
ট্রয়ের প্রকার যদি ভূতলে লুঠায়,
চারু উপহার, সর্ব্ব বীরের গোচরে,
অর্পিব হে ধনুর্দ্ধর ! তব প্রীতি তরে।
সুবর্ণ ত্রিপদ, * কিংবা রথ মনোহর,
যোজিত সমরপ্রিয় তুরঙ্গ নিকর ;
কিংবা অরিনারী, তব অভিলাষ যায়,
হেন বীরপনা তরে অর্পিব তোমায়।
উত্তরিল ধনুর্দ্ধর, আশ্বাস অপরে ;
প্রজ্বলিত বহ্নি ভূপ ! মম এ অন্তরে।
প্রতিশরে অরি বীরে করিয়া বিনাশ,
ধরি কত বল, আজি করিব প্রকাশ।
নগরে ট্রোজানগণে দিব খেদাইয়া ;
বিন্ধিব শাণিত শরে হেক্টরের হিয়া।
অষ্ট তীর ধনুঃ হ'তে নির্গত আমার,
অষ্ট মহাবল বীরে করেছে সংহার।
বিপক্ষ অমর কোন, বুঝিনু নির্ঘাত,
বিনাশিতে ট্রয়দর্পে দিতেছে ব্যাঘাত।

---

* ত্রিপদ—বলীপ্রদানার্থ তিনপদবিশিষ্ট চৌকি।

টঙ্কারিল ধনুঃ বীর ; তীক্ষ্ণ প্রহরণ
ছুটিল হেক্টরপানে গর্জ্জিয়া ভীষণ।
বৃথা লক্ষ্য! খর শর বক্রগতি হ'য়ে,
প্রবেশিল গোর্গিথিও বীরের হৃদয়ে ;
(সুন্দরী কেষ্টিয়ানীরা, দেবী তুলনায়,
প্রায়ামের রাজবংশে প্রসবে তাঁহায়।)
যথা অহিফেন বৃক্ষ প্রবল আসারে,
লুঠায় সুন্দর শির ক্ষেত্রের মাঝারে ;
তেমতি পড়িল যুবা ; বদন সুন্দর,
বিলুণ্ঠিত হয দৃঢ় বক্ষের উপর।
তীক্ষ্ণ শর ধনুর্দ্ধর নিল পুনর্ব্বার ;
বিষধর সম অস্ত্র ছুটিল আবার।
ফিবস্ সঞ্চালি' কর ফিরায়ে তাহায়,
অরিত্রাস হেক্টরের জীবন বাঁচায় ;
আর্কিটোলিমস্-হৃদে লাগিল গর্জ্জিয়া ;
বাহিরিল পুনঃ শ্বেত পক্ষ সুরঞ্জিয়া।
পড়ে সূত ভূমে ; বর্ম্মে উঠিল নিক্বন ;
সহসা চমকে ভয়ে তুরঙ্গমগণ।
সারথির হেন দশা নয়নে হেরিয়া,
ব্যথিত হইল অতি হেক্টরের হিয়া।
বরুথী সেব্রিয়নিসে করি' সমর্পণ,
নামিলেন ভূমে ট্রয়-গৌরব-তপন।
নাদিল বিকট বীর ; প্রকাণ্ড পাষাণ
ধরি' করে, ধন্বীপানে হয় ধাবমান।
অকস্মাৎ ধনুর্দ্ধর বিকট গর্জ্জিয়া,
তূণ হ'তে তীক্ষ্ণ শর লইল টানিয়া ;

ক্রোধে মত্ত গ্রীক বীর ত্যজিতে তাহায়,
আকর্ণ টানিয়া গুণ, কার্ম্মুক নোঙায়।
ট্রয়ের গৌরবরবি মহাক্রোধ ভরে,
নিক্ষেপে প্রস্তর এবে মণিবন্ধ'পরে।
প্রবল অঘাতে দৃঢ় শিঞ্জিনী ছিঁড়িল;
কর হ'তে বক্রধনুঃ খসিয়া পড়িল।
শায়িত ভূতলে ধন্বী; এজাক্স এবার,
সুবিশাল চর্ম্মে ভনু আবরে ভ্রাতার।
এলাষ্টর্, মিসিস্থুস্ ত্বরিত ধাবিয়া,
চলিল বারিধিতীরে আহতে লইয়া।
ট্রয়ের সমরিগণে, জগত-কারণ,
নব বল, নব বীর্য্য করেন অর্পণ।
পলায় প্রাকারপাশে গ্রীসীয়নিকর,
কিংবা দলবদ্ধ পড়ে পরিখা ভিতর।
অগ্রেতে হেক্টর্, যেন ভয় মূর্ত্তিমান্,
চলে ঘোর সিংহনাদে কাঁপায়ে বিমান।
কেশরীর আক্রমণে কুকুর যেমতি,
ভ্রমে সতর্কতাসহ ব্যাকুলিত অতি,
ত্যজিয়া সম্মুখভাগ পশ্চাতে দাঁড়ায়,
ফিরে যদি সিংহ, পুনঃ পশ্চাতে পলায়;
এরূপে গ্রীসীয়গণ ফিরে অনিবার;
বীরেন্দ্র হেক্টর বহু করেন সংহার।
এরূপে অসংখ্য বীর ত্যজিল জীবন।
উলঙ্ঘি' পরিখা এবে গ্রীক্‌সেনাগণ,
পরিহরি' জীবনাশা, তরিশ্রেণীধারে,
দাঁড়াইয়া সুরগণে স্মরিল কাতরে।

ডাকিল ঘর্ঘরে রথ; আসিল হেক্টর;
জ্বলিছে গর্জন্ সম নয়ন প্রখর।
কাঁপিল গ্রীসীয়দল; সমুজ্জ্বলকায়,
মার্স রণেশ্বর সম বীরেশ দাঁড়ায়।
গ্রীসের দুর্গতি হেরি', ত্রিদশ-ঈশ্বরী,
কহিলেন রণেশীরে অশ্রুপাত করি';—
অয়ি সুলোচনে দেবি! জ্ঞান-বিধায়িনি!
বজ্রধর দিবেশ্বর যোভের নন্দিনি!
এবে গ্রীক্‌গণ, (সীমা নাহি দুর্দ্দশার!)
মোদের সাহায্য কিলো নাহি পা'বে আর?
অসংখ্য গ্রীসীয় বীর হেন রণস্থলে,
ভস্মীভূত হ'বে আজি দেব-কোপানলে?
এক বীর হায়! সর্ব্বে করিবে নিধন!
অসংখ্য নিহত, কত মরিবে এখন!
নিবারে হেক্টরে, কহ, হেন সাধ্য কার?
গর্জ্জে বীর; গ্রীক্‌সেনা হ'ল ছারখার!
এত কহি' দিবেশ্বরী ক্ষোভে উচ্ছ্বাসিল
মৃহরবে সুলোচনা রণেশী কহিল;—
আর্গিত্ বীরের অস্ত্রে বিভিন্নহৃদয়,
হে দেবি! হেক্টর রথী মরিত নিশ্চয়;
কিন্তু দিবেশ্বর যোভ্ করি' পক্ষপাত,
মোসবার অভিলাষে দিতেছে ব্যাঘাত।
প্রবল প্রতাপী ঈশ, হৃদি বজ্রসার,
বিস্মৃত এখন মম পূর্ব্ব উপকার।

হার্কু'লিস্।

এ হেতু কি প্রিয় পুত্রে * রক্ষিনু যতনে,
বাঁধে যবে অরিস্থূস্ কঠিন বন্ধনে ?
আখি' অশ্রু যাচে বীর কাতর ভাষায় ;
ত্যজি' দিবলোক, অস্ত্র অর্পিনু তাহায়।
জানিতাম যদি হেন ফল বিষময়,
প্রবেশিল বীর যবে প্লুটোর আলয়,
ত্রিশিরা কুক্কুরে কভু নারিত বাঁধিতে ;
পারিত কি ভীম প্রেতনদী উত্তরিতে ?
তুষিতে থিটিসে, মোর করি' অপমান,
ইঙ্গিতে কাঁপান বজ্রী বিশাল বিমান।
প্রদানিতে যশঃ ক্রূর তনয়ে তাঁহার,
মম প্রিয় গ্রীকে দেব করেন সংহার।
নিশ্চয় কহিনু, যোভ্ কিছুকাল পরে,
অর্পিবে প্রণয় চারু থিটিসের পরে।
হে দেবি ! আহ্বান রথ, চলহ সত্বর ;
রণসাজে তব পাশে কাঁপা'ব অম্বর।
বীরেন্দ্র হেক্টর রথী, অয়ি দিবেশ্বরি !
(গ্রীসীয় নিকর-ত্রাস, মানব-কেশরী,)
রণবেশে হেন দুই দেবী নিরখিয়া,
না হ'বে কি হীনপ্রভ অন্তরে কাঁপিয়া ?
এ হেন ট্রোজান্ বীর না দেখি ধরায়,
অমর, অমিতবল দেবে না ডরায় !

থামে দেবী। জুনো অশ্ব যোজেন যতনে,
বিষম বিষাদে, রোষে আরক্ত নয়নে।
রণেশী পালাস্ দেবী ত্বরিত এবার,
সুচারু অবগুণ্ঠন করে পরিহার

উজ্জল সুন্দর সাজ রচিত স্বকরে,
শোভে এবে দেবেশের গৃহতল প'রে।
দিব্য অস্ত্রাবলী তাঁর দেহে শোভা পায় ;
যোদ্ধৃভর কবচ বক্ষঃ উজলে আভায়।
উঠিল ভীষণা দেবী রকথী উপরে ;
সুতীক্ষ্ণ ভীষণ ভল্ল শোভে চারু করে,
প্রকাণ্ড, অতীব গুরু! পরাক্রম তার,
নিমেষে ব্রহ্মাণ্ড পারে করিতে সংহার!
দিবেশ্বরী হানে কশা ; ধায় অশ্বগণ ;
ছটায় অমর রথ উজলে গগন।
খুলিল স্বর্গের হৈম সুবিশাল দ্বার,
দ্রুতগামী হোরাকুল প্রহরী তাহার।
সতত সতর্ক ভাবে তারা পরে পরে,
রবির গমন-পথ, দিব রক্ষা করে।
স্বরগের সুবিশাল অক্ষয় দুয়ার,
মেঘেতে আবৃত হ'য়ে শোভে অনিবার।
খুলে দ্বার, ঘনচয় দুই পাশে সরে ;
দিব ত্যজি' মর্ত্তে দোঁহে চলে বেগভরে।
ইডাচূড় হ'তে যোভ্ করি' বিলোকন,
নির্দেশিল আইরিসে, তর্জ্জিয়া ভীষণ ;—
থমাণ্টিয়া! যাও শীঘ্র, নিবার দোঁহায় ;
হেন সাধ্য কার, জিনে জগত-পাতায় ?
তথাপি যদ্যপি উভে অভিলষে রণ,
অবশ্য বচন মম হইবে পূরণ।
চক্রতলে অশ্বগণ হইবে পেষিত ;
কোটিখণ্ডে দিব্য রথ হ'বে বিচূর্ণিত।

এই যে কুলিশ মম, ফেলিবে দোঁহায়,
উগারি' অনলরাশি, অচিরে ধরায়।
ছিন্ন ভিন্ন দেহে, বজ্র-আঘাতে ভীষণ,
হ'বে দশ বর্ষকাল, করিতে রোদন।
তা হ'লে উচিত শিক্ষা মিনার্ভা লভিবে;
পিতার অবাধ্য আর কভু না হইবে।
ভীষণা কোপনা জুনো বনিতা আমার,
মম সহ বাদে তাঁর আছে অধিকার।
ত্বরা শক্রধনু-দেবী, সম সমীরণ,
ত্যজি' ইডা-গিরিশৃঙ্গ আরোহে গগন;
অলিম্পস্-দীপ্ত দ্বারে, ধাবিয়া সত্বর,
হেরিল বিমান চলে আলোকি' অম্বর।
বরূথীর গতি দেবী করি' নিবারণ,
ঈশের নিদেশ দোঁহা করিল জ্ঞাপন;—
একি দেবি! অবহেলি' জগতপাতায়,
করিছ কি কার্য্য আজি পাগলিনী প্রায়?
ক্ষান্ত হও, আজ্ঞা তাঁর করহ পালন;
অবশ্য ঈশের ইচ্ছা হইবে সাধন।
ভীষণ কুলিশ তাঁর ফেলিবে দোঁহায়,
উগারি' অনলরাশি অচিরে ধরায়।
চক্রতলে অশ্বকুল হইবে পেষিত;
কোটি খণ্ডে দীপ্তরথ হ'বে বিচূর্ণিত!
ছিন্ন ভিন্ন দেহে, বজ্র-আঘাতে ভীষণ,
দীর্ঘ দশ বর্ষকাল করিবে রোদন!
তা হ'লে উচিত শিক্ষা মিনার্ভা লভিবে;
পিতার অবাধ্য আর কভু না হইবে।

ভীষণা কোপনা জুনো বনিতা তাঁহার ;
ঈশসহ বাদে বটে আছে অধিকার ;
কিন্তু কহ, কি সাহসে, কি ভাবিয়া মনে,
যুঝিতে উদ্যতা আজি পরমেশ সনে ?
এত কহি' আরোহিয়া বায়ুরাশি'পরে,
চলে দেবী ; কহে জুনো কাতর-অন্তরে ;—
অয়ি সুলোচনে দেবি ! জ্ঞানবিধায়িনি !
বজ্রধর দিবেশ্বর যোভের নন্দিনি !
কি কাজ অবনীবাসী তুচ্ছ নরতরে,
জ্বালিয়া রোষ-অনল ঈশের অন্তরে ?
কেহ বা নির্জীত, কেহ জয়শীল অতি,
মরুক, জীউক যার যেমন নিয়তি !
ঈশের বিধান দেবি ! ব্যাপ্ত বিশ্বময় ;
কদাচ তাহার নাহি হ'বে বিপর্য্যয়।
এতেক কহিয়া দেবী, পাবক-বরণ
দিব্য অশ্বগণে পুনঃ ফিরান তখন।
ব্যগ্রভাবে হোরাকুল মোচি' তা'সবায়,
কনকের পাত্রে দিব্য আহার যোগায়।
অশ্বগণ শ্রান্তি দূর করে অশ্বাগারে ;
আবদ্ধ রহিল রথ স্ফটিক-প্রাকারে।
ম্লানমুখে দেবীদ্বয় ব্যথিত লজ্জায়,
বসিলেন হেমাসনে অমর-সভায়।
পরিহরি' ইডা এবে কুলিশ-ধারণ,
যেতে অলিম্পস্'পরে করেন মনন।
মুহূর্ত্তেকে, যথা চিন্তা কিংবা ক্ষণপ্রভা,
স্বরগে আরোহে রথ অনলের প্রভা।

নেপ্‌চ্যুন্ বন্ধনমুক্ত করি' অশ্বগণে,
যথাস্থানে দিব্য রথ স্থাপেন যতনে।
অক্ষয় বরূথী স্বর্গ উজলে আভায়,
শুভ্র আবরণে দেব আবরিল তায়।
সর্ব্বশক্তিমান আদি অখিলের পতি,
বসিলেন হৈমাসনে সমুজ্জ্বল অতি।
পদদ্বয় সুবিশাল গগন ব্যাপিল;
সমুন্নত অলিম্পস্ সঘনে কাঁপিল।
দাঁড়া'লেন নতশিরে দূরে দেবীদ্বয়,
নীরবে, ঈশের কোপে সশঙ্ক হৃদয়।
বুঝি' দেবীভাব যোভ্ কহিল বচন,—
হে জুনো! পালাস্! ক্ষোভ কর কিকারণ?
ত্বরা যুদ্ধ হ'বে শেষ; ট্রয়ের নগর,
তোমাদের অভিশাপে মজিবে সত্বর।
কে জিনে সে জনে, যিনি সর্ব্বশক্তিমান?
অজেয় অক্ষয় আমি অমর-প্রধান।
দিবেশে করিবে বাধ্য হেন সাধ্য কার?
নহে সুরলোকবাসী বলী দেবতার!
ধরি যদি অস্ত্র আমি, কাঁপিবে সঘনে;
অমরের বলবীর্য্য লুপ্ত সেইক্ষণে!
কহিনু যে বাক্য ইহা ফলিবে নিশ্চয়;
না পালে আদেশ মম সেই দুরাশয়,
না পা'বে আশ্রয় আর সুরগিরি'পরে,
দেবকুলচ্যুত হ'বে চিরদিন তরে।

জুনো ও পালাস্ ক্ষোভে হইল মগন;
দমিলেন দুঃখ স্মরি' ট্রয়ের পতন।

জ্বলে মিনার্ভার হৃদে ক্রোধের দহন ;
বুদ্ধিমতী দেবী তায় করিল দমন ;
কিন্তু জুনো রোষভরে কহিল উত্তর ,—
কি কহিলে অত্যাচারী অমর-ঈশ্বর ?
বাহুবলে আধিপত্য করিবে স্থাপন ;
দণ্ডদাতা তুমি, মোরা করিব রোদন ।
বিষম আক্রোশ তব গ্রীসের উপর
অসহায়, সেই ক্ষোভে কাঁদি নিরন্তর ।
ত্যজেছি সমরক্ষেত্র আদেশে তোমার ;
সবিষাদে হেরি সদা ভক্তের সংহার ।
আশ্বাসিব, দেহ আজ্ঞা, প্রিয় গ্রীকদলে,
নতুবা পুড়িবে সবে তব ক্রোধানলে ।
নীরবিল দেবী ; বজ্রী করেন উত্তর,
অশনি প্রতাপে যাঁর কাঁপায় ভূধর ;—
যেমনি অরুণ-কর প্রকাশিবে আজ,
সাজিবে সমরসাজে অমরের রাজ ।
লক্ষ লক্ষ আরগিভ্ হইবে নিহত ;
বৃথা বাক্যব্যয় তব, কাঁদিবে নিয়ত ।
হেক্টর দহিবে তরী বলী মম বলে ;
খেদাইবে চারিদিকে গ্রীকবীরদলে,
যাবৎ না, (ভাগ্যদেব প্রসন্ন আবার !)
শুনি' একিলিস্ পেট্রোক্লসের সংহার,
আসিয়া সমরে, বন্ধু-বিরহ-কাতর,
করিবেক অস্ত্রবৃষ্টি ট্রোজান উপর ।
এ হেন অদৃষ্ট-গতি, না পারে রোধিতে
তব ক্রোধ দলবল কি পারে করিতে ?

যাও ধরাপ্রান্তে, যদি বাসনা তোমার,
যথায় জলধি ঘোর গর্জ্জে অনিবার,
যথা সেটারন্, এপিটস্ দুষ্টমতি,
গভীর নিরয় মাঝে করিছে বসতি।
নাহি হরে রবি তার গাঢ় অন্ধকার;
নাহি তথা সুশীতল সমীর সঞ্চার।
ধরে যদি অস্ত্র পুনঃ টিটেনায়গণ,
বৃথা সজ্জা! মম ইচ্ছা হইবে সাধন।
অতল বারিধিমাঝে ডুবিল তপন;
প্রগাঢ় আঁধারে ধরা হইল মগন।
রবির বিরহে ট্রয়সেনা বিষাদিত;
হেরি' নিশাগম গ্রীক অতি পুলকিত।
ট্রোজান্ রক্ষিছে ক্ষেত্র; বিজয়ী হেক্টর,
তরীপাশে বীর-সভা রচিল সত্বর।
সভ্যসহ চলে বীর স্কামাণ্ডার-তীরে,
সে স্থান পূরিত নহে মৃতের শরীরে।
সমবেত বীরগণ নামিয়া ধরায়,
রাজপুত্র হেক্টরের চৌদিকে দাঁড়ায়।
শোভিছে কুমার-করে বরষা প্রখর,
দশহস্ত-পরিমিত, অতি ভয়ঙ্কর;
অয়স-নির্ম্মিত তার বিশাল ফলক
সতত ঝলসি' আঁখি, করে ঝকমক।
করিয়া নির্ভর বীর হেন বর্ষা 'পরে,
হেলিয়া সম্মুখে কহে সমরি-নিকরে;—
শুন হে ট্রোজান্ সেনা! শুন হে ডার্ডান্!
মিত্র সেনাদল! বাক্য কর অবধান।

আজি গ্রীক-তরী-শ্রেণী পুড়িত অনলে ;
শিবির দলিত হ'ত ট্রয়-পদতলে ;
রক্ষিবারে ভীরুদলে, প্রগাঢ় আঁধার
ব্যাপিল ধরণী ; গ্রীক্ আশ্রিল প্রাকার।
রাখহ নিশার মান ; অর্পহ এখন
খাদ্য অশ্বগণে ; শ্রম কর নিবারণ।
ত্বরিত নগর হ'তে আনহ প্রচুর
মেষ বৃষ ভক্ষ্যবস্তু, মদিরা মধুর।
জ্বালহ অসংখ্য অগ্নি উজলি' আকাশ,
ভাতুক অঙ্গন যেন রবি-পরকাশ।
বর্দ্ধিত করহ বহ্নি অর্পিয়া ইন্ধন,
যাবৎ গগনে পুনঃ না উদে তপন ;
পাছে গ্রীক্ অন্ধকারে, নিশীথ-সময়ে,
পলায় বারিধি-পারে পোতশ্রেণী ল'য়ে।
অক্ষত শরীরে যেন দুষ্ট অরিগণ,
না পারে করিতে পুনঃ তরী আরোহণ।
দীর্ঘ চিহ্ন, ফ্রিজিয়ার নারাচে ভয়াল,
প্রতিশত্রু-গাত্রে যেন রহে চিরকাল ;
সেবিবে বনিতা বহু হেন ক্ষত তরে,
সন্ততি সতর্ক হ'বে ট্রয়ের সমরে।
ভ্রমিয়া প্রাকারশোভী নগর ভিতর,
ঘোষণা করুন উচ্চে ঘোষক-নিকর,—
মাননীয় বৃদ্ধবর্গ, নবযুবাগণ,
নগরের দুর্গশ্রেণী করিবে রক্ষণ ;
জাগুক প্রহরী,—যবে দূরে সেনাদল ;

গাঢ় অন্ধকারে পাছে বুঝি' অবসর,
আক্রমণ করে অরি শূন্যিত নগর।
এই সব কার্য্য আজি করহ সাধন,
নব কর্ম্মে নিয়োজিব উদিলে তপন।
দেব-অনুগ্রহে, আমি কহিনু নিশ্চয়,
গ্রীক্ শত্রু-হস্ত হ'তে উদ্ধারিব ট্রয়।
কুক্ষণে গ্রীসীয় দল হয় সিন্ধু পার,
ইলিয়মে শাকুনির হইতে আহার!
রাত্রে চিন্তামাত্র সাধারণের কুশল;
কল্য উষা আলোকিলে ধরণীমণ্ডল,
প্রতিসেনা দৃঢ় বর্ম্ম ধরি' কলেবরে,
মৃতকল্প অরি সহ মাতিবে সমরে।
হেক্‌টর্, টিডাইডিস্ সংগ্রামে এবার,
দিবে পরিচয় ভাগ্য গুরুতর কার।
কল্য প্রাতে, (হায়! ত্বরা পোহাও শর্ব্বরি!)
হরিব সর্ব্বস্ব তাঁর জয়ধ্বনি করি'।
এই তীক্ষ্ণ বর্ষা তাঁর ভেদিবে হৃদয়;
স্রাবিবে শোণিত বীর শত্রু সমুদয়।
নিশ্চয় ফলিবে ইহা; বৃদ্ধদশা হায়!
কিংবা মৃত্যু নারে যদি লঙ্ঘিতে আমায়,
কে ক'বে গৌরব মম! হইব পূজিত
পালাসের সম, রবিতুল্য পরিচিত!
রজনী-প্রভাতে যত গ্রীক্ দুষ্টমতি
মজিবে; হইবে দূর ট্রয়ের দুর্গতি।

এতেক কহিল রথী। হৃষ্ট বীরদল
কাঁপাইল সাধুবাদে বারিধির জল।

বিমোচিল প্রতি রথী অশ্বের বন্ধন;
রথপাশে অশ্বাগার করিল রচন।
ত্বরিত কিঙ্করকুল পশিয়া নগরে,
মদ্য মাংস আদি অন্ন আনে থরে থরে।
প্রজ্বলিত হোমানল উজলে গগন;
দেবলোকে ধূমরাশি বহে সমীরণ।
হেন পূজা দেবতার প্রীতিকরী নয়,
অধীর ধ্বংসিতে ট্রয় অমর-হৃদয়।
ট্রয়েশ প্রায়াম্ নহে কৃপার ভাজন;
অধার্ম্মিক বংশে ঘৃণা করে দেবগণ।
মাতিয়া উল্লাস-নীরে বসে সেনাদল।
দীপ্ত বহ্নি আলোকিত করে রণস্থল।
যথা যবে নিশাপতি কনকের ভাস,
সাজায় নির্ম্মল করে সুনীল আকাশ;
না নড়ে সমীরে যবে চঞ্চল সাগর;
মেঘলেশ নাহি হয় নয়ন-গোচর;
বেড়িয়া বিমল ইন্দু ভ্রমে গ্রহগণ;
অসংখ্য তারকামালা উজলে গগন;
পীতের আভাস পড়ে তরুশিরোপর;
কনকের রঙে সাজে পর্ব্বত-শিখর;
ঝকে উপত্যকা-রাজি, ক্ষুদ্র গিরিচয়;
অতুল সুষমা সর্ব্ব গগনে উদয়;
কৃষক বিমলাকাশ নয়নে হেরিয়া,
প্রশংসে সুধাংশু-করে হরিষে ভাসিয়া;
তেমতি জ্বলিল ক্ষেত্রে অসংখ্য অনল;

অনল সমগ্র ক্ষেত্র করি' আলোময়,
সুদীর্ঘ প্রাকার-গাত্রে প্রতিভাত হয়।
সহস্র পাবককুণ্ড দীপ্ত একবারে,
বিনাশিল তামসীর প্রগাঢ় আঁধারে।
প্রতিকুণ্ড রক্ষে পঞ্চাশৎ বীরবর;
অনল-প্রভায় বর্ম্ম ঝকে নিরন্তর।
খায় হয়কুল শস্য হ্রেসারব করি';
প্রভাত প্রতীক্ষা করে উৎসুক সমরী।

অষ্টম কাণ্ড সমাপ্ত।

নবম

একিলিসের নিকট দূত প্রেরণ।

বিষয়।

শেষ দিবসের পরাজয়ের পর এগামেম্‌নন্, গ্রীক্‌দিগকে যুদ্ধ পরিত
পূর্ব্বক স্বদেশে গমন করিতে পরামর্শ দেন। ডায়োমেড্ তাহাতে বাধা দে
এবং নেষ্টর্ তাঁহার বুদ্ধি ও অভিসন্ধির ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি প্র
বর্দ্ধিত করিতে এবং বিপদে কর্ত্তব্যতা অবধারণের জন্য সভা করিতে অনু
করেন। এগামেম্‌নন্ তাঁহার মন্ত্রণা-অনুসারে কার্য্য করেন, এবং নেষ্টর্ পু
একিলিস্‌কে শান্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিতে অনুে
করেন। উলেসিস্ এবং এজাক্স্ নির্ব্বাচিত হন; এবং ফিনিক্স্ তাঁহা
সঙ্গে গমন করেন; তাঁহারা প্রত্যেকেই অনুরোধ ও কারুণ্যপূর্ণ বক্তৃতা করে
কিন্তু একিলিস্ তৎসমুদায় অগ্রাহ্য করিয়া ফিনিক্স্‌কে আপনার শি
রাখেন। অকৃতকার্য্য দূতদ্বয় শিবিরে প্রত্যাগত হইলে গ্রীকেরা নিদ্রা
অনুভব করেন।

(নবম ও দশম কাণ্ডের বিষয় এক রাত্রির ঘটনা মাত্র,—গ্রন্থ আ
হইবার দিবস হইতে এই রাত্রি সপ্তবিংশতিতম। দৃশ্য—গ্রীক্-অধি
বারিধি-তীরে।)

সতর্কে ট্রোজান্ সেনা যপিছে শর্ব্বরী;
ভীষণা আশঙ্কা পলায়ন-সহচরী,
গ্রিকের সম্মুখভাগে বিকট তর্জ্জনে,
করে নৃত্য; বীর-হৃদি কাঁপিছে সঘনে।

যথা ত্যজি' ঘনাগার, ভীম প্রভঞ্জন,
উত্তর-পশ্চিম দিক করি' প্রকম্পন,
ধায় দর্পে থ্রেসিয়ার উপকূল'পর ;
উথলে গভীর-নাদে ইজীয় সাগর ,
সবেগে তরঙ্গকুল হয় আন্দোলিত ;
নানা চিন্তাবেগে তথা গ্রীক্ বিষাদিত।
এগামেম্‌নন্, গ্রীক্-রাজ-কুলপতি,
এ হেন বিপৎপাতে ব্যাকুলিত অতি।
নিজে গিয়া কহে ভুপ ঘোষক নিকরে,
অনুচ্চে ঘোষিতে যত ভুপতি গোচরে,
হইতে একত্র ত্বরা ; সবে সেই ক্ষণে,
বেড়িল নরেশবরে বিষণ্ণবদনে।
দাঁড়াইল নেতৃভাগ-মাঝে নরবর ;
গণ্ডদেশে অশ্রুধারা ঝরে দর দর ;
গণ্ডগিরিশৃঙ্গ হতে নীরবে যেমতি
প্রবাহিত হয় ধীরে ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী।
আধস্ফুট স্বরে ভুপ বিষাদ-মগন,
উচ্ছ্বাসিয়া মুহুর্মুহুঃ কহিল বচন ;—
শুন ওহে গ্রীক্‌দল! সমরের বল!
তোমাদের ক্লেশে কাঁদে অন্তর কেবল!
ঈশের বিচার দেখি' হ'য়েছি নিরাশ ;
বৃথা ভবিষ্যৎবাণী করিনু বিশ্বাস!
ধ্বংসিয়া শত্রুর দেশ হয়ে পুলকিত,
নিরাপদে দেশযাত্রা ছিল অঙ্গীকৃত ;
ধন মান যশঃ লজ্জা করি' পরিহার,
রক্ষিতে পরাণ এবে পলায়ন সার!

যোভের নির্ব্বন্ধ ইহা, ইচ্ছায় যাঁহার,
পতন রাজ্যের কিংবা সুন্দর বিস্তার।
নির্ম্মূল করেন তিনি নরের বিশ্বাস।
বহু দেশ, সেনাদল পাইছে বিনাশ।
স্বদেশ-গমনে সবে হও হে তৎপর,
পরিহরি' হেন রণক্ষেত্র ভয়ঙ্কর।
ত্বরা গ্রীক্! তরীযোগে কর পলায়ন;
জয়-সম্ভাবনা আর না আছে এখন!
এত কহে নরাধিপ; গ্রীসীয়-নিকর,
নীরব, চকিত, নারে করিতে উত্তর।
বীরেন্দ্র টিডুস্‌-সুত, এ হেন সময়,
ঘূরায়ে নয়নযুগ, নরবরে কয়;
এ হেন মন্ত্রণা শুনি' সেনানী-নেতার,
উদিত বিষম লাজ অন্তরে আমার!
বিরুদ্ধে কহিব বাক্য, না রুষ রাজন্!
কদাপি অন্যায্য নহে মম এ বচন।
একমাত্র তুমি ভুপ! প্রথমে সবার,
রণক্ষেত্রে অপযশঃ রটেছ আমার।
কুপিল বান্ধব মম, পরুষ বচনে;
সাক্ষী গ্রীক্‌গণ; সেনা শুনেছে শ্রবণে।
যশোদাতা সুরগণ, ওহে গ্রীসপতি!
করেছেন তোমা মাত্র অর্দ্ধেক ভুপতি।
দিয়াছেন তাঁরা রাজদণ্ড, প্রভুবল;
অতীব বিশাল রাজ্য ব্যাপ্ত জলস্থল;
কিন্তু সে আশঙ্কাহীন নির্ম্মল অন্তর,
নাহি দিল তোমা, যাহে বশ্য চরাচর।

কহ ভূপ! এই কি হে নেতার করম,
ভেদিতে প্রদর্শি' ভয় সেনার মরম?
হতাশ হৃদয়ে গ্রীক্ করে অবস্থান,
পলাই যদ্যপি মোরা,—তব অপমান!
না চাও গৌরব, রণ কর পরিহার,
সমুদ্র নিকটে তরী স্থাপিত তোমার।
যুঝিবে গ্রীসীয়দল করি' প্রাণপণ,
ট্রয়দেশ ধ্বংসময় নহে যতক্ষণ।
পলায় যদ্যপি গ্রীক্, একাকী এখন,
বিনাশিব ট্রয়, কিংবা ত্যজিব জীবন।
স্থিনিলস্ সহ মিলি করিব সমর;
রক্ষিবে সতত দোঁহা ত্রিদশ-ঈশ্বর।
নিরস্ত হইল বীর। গ্রীসীয়-নিকর,
উল্লাসে প্রশংসা তাঁর করে পরস্পর।
উঠিয়া নেষ্টর্ সুধী মহাজ্ঞানবান্
কহে বাক্য: বীরকুল করে অবধান;—
হে বীর! অর্পিল তোমা অমর নিকর,
অসীম দৈহিক বল, উন্নত অন্তর।
তব সাহসের কভু না আছে তুলন;
মন্ত্রণা তোমার সদা গ্রাহ্য মহাত্মন্!
জ্ঞানবান তুমি; তব মহদাচরণে,
না ধরে প্রশংসাবাদ গ্রীকের বদনে।
পার গঞ্জিবারে তুমি ভূপতি নিকরে,
বলিবারে সত্য বাক্য, শূর নাহি ডরে।
লভেছ অদ্ভুত জ্ঞান! বয়সে এখন,
নহ যোগ্য নেষ্টরের কনিষ্ঠ নন্দন!

কহিব সে বাক্য এবে বীরভাগ-পাশ,
বিশাল মানসে তব যাহা অপ্রকাশ।
দিবে উপদেশ বৃদ্ধ; বাঞ্ছা মম নয়,
নিন্দি বীরগণে, ভেদি ভূপতি-হৃদয়।
ধরার কণ্টক সম সেই নীচ জন,
বৃথা ধন জন তার, কলুষিত মন,
নাহি জানে শান্তিসুখ তিলেকের তরে,
দুর্বৃত্ত রাক্ষস যার উল্লাস সমরে;
হিংসিতে মানবে যার সদা অভিলাষ,
অন্তরঙ্গ, স্বদেশের করে সর্ব্বনাশ!
সতর্কে বিশ্রামে সেনা যাপুক শর্ব্বরী;
পরিখা-প্রাকার মাঝে জাগুক প্রহরী।
এ কার্য্যে নিযুক্ত হ'ক যুবক নিকর;
ত্বরিত বৃদ্ধের সভা রচ নরবর!
রাজেশ্বর তুমি, সীমা নাহি ক্ষমতার;
যুঝিবে বীরেন্দ্র দল আদেশে তোমার।
অর্পহ গ্রেসীয় সুরা আমন্ত্রিতগণে;
না খুলে মনের ভাব মদিরা বিহনে।
মত্ত অবস্থায়, হেন বিপদ সময়,
জ্ঞানময়ী সুমন্ত্রণা প্রকাশিতা হয়।
দেখহ অসংখ্য অগ্নি জ্বলে ক্ষেত্র'পর!
পোতশ্রেণী পানে ক্রমে হয় অগ্রসর।
নিরখি' আলোক নহে ভীত কোন্ জন?
কে পারে বিরাম-আশে মুদিতে নয়ন?
বিভাবরী-অবসানে জানিও নিশ্চয়,

নিরস্ত এতেক কহি' স্থবির-প্রবর;
বাহিরিল দ্রুতপদে প্রহরিনিকর;—
অতিক্রম করে আগে তনয় তাঁহার,
রণদক্ষ থ্রাসিমেড্, প্রাকারের দ্বার;
পশ্চাতে এস্কেলাফস্, ইল্মেন্ ভীষণ,
দাঁড়ায় সদর্পে উভে রণেশ-নন্দন;
ডিপিরস্, এফেরুস্ ধায় অতঃপর,
লিকোমেড্, ক্রিয়নের বলী বংশধর;
চলে রণবেশে শেষে বীর মেরিয়ন্;
সপ্তনেতা, শত বর্ষী শাসে প্রতিজন।
জ্বালে বীরদল বহ্নি; করে অল্লাহার;
পরিখা রক্ষয়ে কেহ, কেহ বা প্রাকার।
মাননীয় গ্রীসাধিপ এগামেম্নন্,
আমন্ত্রিল রাজগণে শিবিরে আপন।
রসনার তৃপ্তিকর সরস আহারে,
সযতনে নরবর তুষিল সবারে।
সুধীকুল অগ্রগণ্য স্থবির নেষ্টর্
উঠি' ধীরে ধীরে বাক্য কহে অতঃপর;—
হে সম্রাট্! সমবেত গ্রীক্ রাজগণ,
নতশিরে আজ্ঞা তব করে সম্পাদন।
বিশাল সাম্রাজ্যভার সদা তব 'পর;
তব অনুগ্রহবলে জীবে লক্ষ নর!
মম বাক্য, হে নরেশ! কর অবধান;
সতত কামনা করি তোমার কল্যাণ।
জ্ঞানোচিত বাক্য, তব কর্ত্তব্য রাজন্!
কহিতে সভায়, শুনা অন্যের বচন।

কার্য্যের পরীক্ষা ভূপ! উচিত তোমার;
করিবে সতত, যাহে কুশল প্রজার।
যদি উপদেশ দান করে নীচ জন,
না হও কুপিত, জ্ঞান করিবে অর্জ্জন।
শুন মম মনোভাব, এ হেন সময়,
সহসা হে ভূপ! মম মানসে উদয়।
যবে বঞ্চি' পেলিডিসে করিলে গ্রহণ
নারী-রত্ন, আগে আমি করি নিবারণ;
কিন্তু তুমি ক্রোধে মত্ত, অতীব দর্পীত,
লাঞ্ছিলে সে জনে, দেবনর-প্রশংসিত।
ত্বরা কোপ-শান্তি তাঁর করহ এবার,
স্তুতিবাদে, কিংবা অর্পি রম্য উপহার।
কহিল নরেশ;—সর্ব্ব বুঝিনু এখন;
অবশ্য পালিব আর্য্য! তব এ বচন।
যে জনে প্রসন্ন যোভ্‌ জগত-নিদান,
শতেক বাহিনী নহে সে বীর সমান!
বর্দ্ধিতে তাঁহার মান, ত্রিদশের পতি
যুঝে রণে; তেঁই মম আজি এ দুর্গতি!
আচরিণু রোষাবেশে অতি কুকরম,
করিব যাহাতে হয় রোষ উপশম।
যদি শান্ত হয় শূর লয়ে উপহার,
শুন ওহে গ্রীকগণ! প্রতিজ্ঞা আমার;—
দশটী বৃহৎ তোড়া কনক-পূরিত;
বিংশ পুষ্পপাত্র চারু সুকারু-রচিত;
সাতটী ত্রিপদ নব শোভার আধার,

তেজস্বী দ্বাদশ অশ্ব খ্যাত বেগভরে,
যথা সমীরণ, সদা বিজয়ী সমরে ;
(অধিকরে যে সুভগ হেন তুরঙ্গম,
ধরাতে সম্পদ তার সদা অনুপম !)
সপ্ত লেস্‌বিয়া-বংশসম্ভবা বন্দিনী,
নানা কারুকর্ম্মে দক্ষা, চারু-নিতম্বিনী ;
লেস্‌বস্‌ যবে বীর করে অধিকার,
বিমুগ্ধ মানস মম রূপে তা'সবার !
অর্পিব এ সব তাঁর সন্তোষ কারণ,
সহ সে বিবাদ-হেতু কুমারীরতন ;
ত্যজিনু সে সুভাষিণী বিস্রিস্‌ সুন্দরী ;
ধরম প্রমাণ, তায় স্পর্শ নাহি করি।
অদূষিতা সেই সাধ্বী যুবতী এখন ;
অদ্যাবধি মম পাশে না করে শয়ন।
অর্পিনু এখনি তাঁয় ; যদি দৈববলে,
ট্রয়ের প্রাকার গ্রীক্‌ দলে পদতলে,
বিবিধ লুণ্ঠিত দ্রব্য, (বিভাগ সময়,)
সুবর্ণ-পিত্তলে পূর্ণ হ'বে তরীচয়।
তা'ছাড়া বিংশতি ট্রয়-নবীনা ললনা,
সতত সেবিবে তাঁয়, আয়তলোচনা।
মোহিত হইবে বীর রূপে তা'সবার,
মোহিনী হেলেনা মাত্র পাত্রী তুলনার !
শুন কহি আরবার ; ট্রয় ধ্বংস করে',
হই যদি প্রত্যাগত আর্গস্‌ নগরে,
যত্নে সুতসম তাঁয় করিব পালন ;
হ'বে অরিস্তিস্‌ সম স্নেহের ভাজন।

আছয়ে প্রাসাদে মম তিনটী নন্দিনী,
জিনি' সুধাকর-কান্তি, মধুরহাসিনী,
লোডিসা, ইফিজেনিয়া সৌন্দর্য্যে চপলা,
রূপসী ক্রিসোথেমিস্ সুচারু কুন্তলা।
করুন গ্রহণ যায় ধায় তাঁর মন;
কন্যারত্ন দান হেতু নাহি ল'ব পণ।
করিব যৌতুক দান, এহেন প্রকারে,
জনক কদাচ নাহি অর্পে দুহিতারে।
সাতটী প্রদেশ তাঁর পালিবে শাসন,
বিশাল ইনোপি, ফিরি নগর শোভন,
রম্য কার্ডেমেলি তুঙ্গ গুম্বজ শোভিত,
পূত পিডেসস্, দ্রাক্ষা হেতু পরিচিত,
সুচারু ইপিয়া দেশ, হিরা শোভাকর,
সমৃদ্ধ এন্থিয়া পুষ্পপূর্ণ নিরন্তর;
পিলস্ মাঝারে হেন দেশ সমুদায়,
উর্ব্বর বারিধিতীরে অতি শোভা পায়।
চরিছে গোপাল তথা, নানা শস্যে ভরা,
সাহসী মানব, ভূমি অতীব উর্ব্বরা।
নির্ব্বিঘ্নে করুন বীর রাজত্ব তথায়;
বেষ্টিত সামন্তগণ পূজিবে তাঁহায়।
মিত্রতা আশায় সর্ব্ব করিনু প্রদান;
ইথে ক্রোধানল তাঁর হইবে নির্ব্বাণ।
ভীম প্লুটোদেব তার করেন দুর্গতি,
কঠিন-হৃদয় যেই না শুনে মিনতি;
বসেন তিমিরময় নরকে ভীষণ;
অমর-অধম বলি' ঘৃণে নরগণ।

বীরের উচিত মম রাখিতে সম্মান,
গ্রীস-অধীশ্বর আমি, বয়সে প্রধান।
নিরস্ত হইল ভূপ। কহেন নেষ্টর,—
ধন্য এগামেম্‌নন্‌! নরেশ-প্রবর!
অর্পিতে ভূপতি-সুতে হেন উপহার,
যুক্ত তব সম মহা প্রতাপী রাজার!
দক্ষ প্রতিনিধিগণে প্রেরহ অচিরে,
(নির্ব্বাচিব আমি,) পেলিডিসের শিবিরে।
ফিনিক্স্‌ সুধীর সহ করুন গমন,
বীরেন্দ্র এজাক্স্‌, ইথেকস্‌ বিজ্ঞজন;
প্রমাণিতে বাক্য তব প্রেরহ তথায়,
হোড়ুস্‌, উরিবিটিস্‌ ধার্ম্মিক দোঁহায়।
যোভ্‌ কাছে, যা'তে সিদ্ধ হয় এ কামনা,
নীরবে পবিত্র দেহে করহ প্রার্থনা।
দিল অভিমতি সবে। প্রণিধি সকল
আনে অঙ্গধৌত হেতু নির্ঝরের জল।
সেই ক্ষণে দেবতার করিতে তর্পণ,
সুরাতে পুরিল পাত্র যত যুবগণ।
সমাধা হইল ক্রিয়া; প্রেরিত নিকর
করিয়া অশন পান, বাহিরে সত্বর।
নিরখিয়া তাঁ'সবায় নেষ্টর্‌ ধীমান,
কুপিত করিতে বীরে করে সাবধান।
উলেসিসে বিজ্ঞবর দিল উপদেশ,
করিতে যাহাতে হয় দুর্গতির শেষ।
চলিল আঁধারে সবে; নীরব সকল,
ঘোর নাদে বারিনিধি গর্জ্জিছে কেবল।

ধরিত্রীর চন্দ্রহার রত্নাকর-পতি
অমর ন্যেপ্‌চ্যুন্-পদে করিয়া প্রণতি,
কাতরে প্রেরিত-দল করিল প্রার্থনা,
কর শান্ত একিলিসে, পূরাও কামনা।
এবে উপনীত সবে বারিধির তীরে,
পূরিত সে স্থান মার্মিডনের শিবিরে;
অমর-প্রতিম বীরে দেখিল নয়নে,
বাজান মোহিনী বীণা প্রফুল্লিত মনে;
(রজতরচিতা হেন বীণা শোভাকরী,
লভিলেন বীরবর থিব্ জয় করি')
হেন যন্ত্রে, শমিবারে নিজ অভিমান,
বীরকুল-যশোরাশি করিছেন গান।
এক মাত্র পেট্রোক্লস্ শিবির ভিতরি,
শুনেন একান্ত মনে সঙ্গীত-লহরী;
বসিয়া সম্মুখভাগে করে অবধান,
নহে যতক্ষণ তাঁর গীত-অবসান।
পশিল শিবিরে এবে গ্রীক্‌দূতগণ
অলক্ষিতে; অগ্রে উলেসিস্ বিজ্ঞজন।
সসম্ভ্রমে একিলিস্, হেরি' তাঁ'সবায়,
ত্বরিত ত্যজিয়া বীণা, উঠিয়া দাঁড়ায়।
উঠে সবিস্ময়ে মেনিটিয়স্-তনয়।
ধরি' কর পেলিডিস্ ধীরে ধীরে কয়;—
স্বাগত মহাত্মাগণ! হেথা আগমন,
কোন্ প্রয়োজনে? কিবা ভয়ের কারণ?
পশহ নির্ভয়ে, নহ অরাতি আমার,
যদিও গ্রীসীয়! তবু ভাজন শ্রদ্ধার।

এতেক কহিয়া বীর, লয়ে তাঁ'সবায়,
আপন শিবিরে রম্য আসনে বসায়;
কহিলেন,—পেট্রোক্লস্! মদিরা অর্পণে,
তুষহ ত্বরিত পূজ্য আগন্তুকগণে।
সমগ্র সেনানীমাঝে গ্রীসীয় সেনার,
প্রিয় এঁরা মম, সখে! বান্ধব তোমার।
থামে বীর। পেট্রোক্লস্ হ'য়ে ত্বরান্বিত,
বহ্নি'পরে পাকপাত্র করেন স্থাপিত।
বৃহৎ পিত্তলপাত্র অতি শোভাকর,
শোভিত হইল পক্ক মাংসে বহুতর।
নিজ করে একিলিস্ দেবীর নন্দন,
দিল অভ্যাগতগণে করিয়া বণ্টন।
অবিলম্বে পেট্রোক্লস্ বর্দ্ধিল অনল;
শিবির ভাতিতে তার হইল উজল।
মনোসুখে বীরকুল শরীর তাপায়।
শয্যা সযতনে বীর রচিল ত্বরায়;
নিবারিল অনলের ধূম-উদগীরণ,
ছড়ায়ে উপরে তার পবিত্র লবণ।
আনে অন্নপূর্ণপাত্র কিঙ্কর নিকর;
অর্পেন সবায় মেনিটিয়স্-কোঙর।
বসি' উলেসিস্-পাশে, করেন অশন
দেবীসুত; কুলপ্রথা করে সম্পাদন;
পেট্রোক্লস্, অগ্রভাগ, তুষিতে অমরে,
নিক্ষেপিল শুদ্ধচিতে অনল ভিতরে।
বিবিধ সম্মানলাভে পুলকিত মন,
প্রতি বীর পরিমিত করিল অশন।

ফিনিক্সে, এজাক্স বীর বুঝিয়া সময়,
করেন সঙ্কেত ; পানপাত্র হেমময়
ভরিয়া সুরায়, উলেসিস্‌ বিজ্ঞজন
কহিলেন দেবীসুতে সম্বোধি' তখন ;—
স্বস্তি একিলিস্‌ ! কভু এ হেন সম্মান,
আট্রাইডিস্‌ ভূপ না করে প্রদান !
পূরিত প্রাচুর্য্যে যথা ভাণ্ডার তোমার,
তেমতি হে মহাবীর ! গ্রীসের রাজার ;
কিন্তু ক্লিষ্ট গ্রীকদল গুরু চিন্তাভারে ;
আহার বিহার তাহা শমিতে না পারে !
হায় ! কি ভীষণ দৃশ্য সমর-অঙ্গনে !
কাঁদি মৃততরে, চিন্তি জীবিত-রক্ষণে।
মরে গ্রীক্‌দল, আর না দেখি নিস্তার ;
তুমি বিনা বীরবর ! কে করে উদ্ধার ?
বিদেশি-সাহায্যলাভে ট্রয়সেনাগণ,
গ্রীকের প্রাকার এবে করেছে বেষ্টন।
শুন, অরি সিংহনাদে কাঁপায় অম্বর ;
অনলে গ্রীসীয় পোত দহিবে সত্বর !
সুপ্রসন্ন শত্রু প্রতি জগত-কারণ ;
কাঁপায় গ্রীকের হিয়া কুলিশ ভীষণ !
যোভ্‌-বলে বলবান বীরেন্দ্র হেক্টর,
নাহি ডরে কোন শূরে এ মহী ভিতর ;
ফিরিছে চৌদিকে, মুখে বিকট তর্জ্জন ;
জ্বলিছে বিদ্যুৎ সম যুগল নয়ন !
হুতাশনে, অবসান হইলে নিশার,
পোতশ্রেণী সহ গ্রীক্‌ হ'বে ছারখার !

স্বদলের পরিণাম অন্তরে ভাবিয়া,
শতধা বিদীর্ণ মম হইতেছে হিয়া!
তবে কি এ ট্রয়দেশে, হে অমরগণ!
মহাবল গ্রিক্‌দল হারা'বে জীবন?
চল একিলিস্! ক্রোধ কর পরিহার;
মৃতপ্রায় যোধগণে রক্ষহ এবার।
বিষম বিদ্বেষ রোষ ঘোর অভিমান,
দমন করহ এবে, হে বীর-প্রধান!
হেরিয়া সমরশায়ী স্বদেশীয়গণে,
অবশ্যই অশ্রু তব ঝরিবে নয়নে!
এখনো সময় আছে, হে দেবীকুমার!
পাল উপদেশ তব ধীমান পিতার।
রাজেন্দ্র পিলুস্ তোমা ধরি' বক্ষঃ'পরে,
কহেন বিদায়কালে, স্নেহময় স্বরে;—
"অসীম সাহস বল, হে প্রিয়নন্দন!
পারেন মিনার্ভা, জুনো করিতে অর্পণ;
লভিবে সন্মানরাশি আশীষে আমার,
কোপন স্বভাব বৎস! কর পরিহার।
গৌরব, বিনীতভাবে লভিবে অতুল;
না কর বিবাদ কভু, বিনাশের মূল!
বদনে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-যুবার,
সদা র'বে সাধুবাদ তব নম্রতার।"
পিতৃবাক্য অবহেলা না কর ধীমন্!
ঘোর ক্রোধাবেশ এবে কর সংবরণ।
বলী আট্রাইডিস্ অধিপ রাজার,
অর্পিবে সাদরে তোমা নানা উপহার।

কর অবধান ওহে অমরীকুমার !
কহি উপায়ন-দ্রব্য গোচরে তোমার ;
দশটী বৃহৎ তোড়া কনক-পূরিত ;
বিংশ পুষ্পপাত্র চারু সুকারু-রচিত ;
সাতটী ত্রিপদ নব শোভার আধার,
অনর্পিত তদুপরি দেব-উপহার ;
তেজস্বী দ্বাদশ অশ্ব খ্যাত বেগতরে,
যথা সমীরণ, সদা বিজয়ী সমরে ;
(অধিকরে যে সুভগ হেন তুরঙ্গম,
ধরাতে সম্পদ তার সদা অনুপম !)
সপ্ত লেসবিয়া-বংশ-সম্ভবা বন্দিনী,
নানা কারুকার্য্যে দক্ষা, চারু নিতম্বিনী ;
লেস্‌বস্ যবে বীর ! কর অধিকার,
বিমুগ্ধ মানস তাঁর রূপে তা'সবার !
অর্পিবে এ সব তব সন্তোষ কারণ,
সহ সে বিবাদ-হেতু কুমারী-রতন ;
ত্যজিলেন নরবর ব্রিসিস্‌সুন্দরী,
ধরম প্রমাণ, তায় স্পরশ না করি' ।
অদূষিতা সেই সাধ্বী যুবতি এখন ;
অদ্যাবধি পাশে তাঁর না করে শয়ন ।
অর্পিল সে নারী তোমা ; যদি দৈববলে,
ট্রয়ের প্রাকার গ্রীক দলে পদতলে,
বিবিধ লুণ্ঠিত দ্রব্য, (বিভাগ সময়,)
সুবর্ণ-পিত্তলে পূর্ণ হ'বে তরীচয় ।
তা'ছাড়া বিংশতি ট্রয়-নবীনা-ললনা,
সতত সেবিবে তোমা আয়তলোচনা ;

মোহিত হইবে বীর ! রূপে তা'সবার,
মোহিনী হেলেনা মাত্র পাত্রী তুলনার !
কহে পুনঃ নরবর,—ট্রয় ধ্বংস ক'রে,
হ'ন যদি প্রত্যাগত আর্গস্ নগরে,
যত্নে সুতসম তোমা করিবে পালন ;
হ'বে অরিষ্টিস্ সম স্নেহের ভাজন।
আছয়ে প্রাসাদে তাঁর তিনটী নন্দিনী,
জিনি' সুধাকর-কান্তি, মধুরহাসিনী,—
লোডিসি, ইফিজেনিয়া সৌন্দর্য্যে চপলা,
রূপসী ক্রিসোথেমিস্ সুচারু-কুন্তলা ;
করহ গ্রহণ যায় ধায় তব মন ;
কন্যারত্ন-দান হেতু নাহি ল'বে পণ।
করিবে যৌতুক দান, এ হেন প্রকারে,
জনক কদাচ নাহি অর্পে দুহিতারে ;
সাতটী প্রদেশ তব পালিবে শাসন,—
বিশাল ইনোপি, ফিরি নগর শোভন,
রম্য কার্ডেমেলি তুঙ্গ গুম্বজ-শোভিত,
পূত পিডেসস্ দ্রাক্ষা হেতু পরিচিত,
সুচারু ইপিয়া দেশ, হিরা শোভাকর,
সমৃদ্ধ এন্থিয়া পুষ্পপূর্ণ নিরন্তর ;
পিলস্ মাঝারে হেন দেশ সমুদায়,
উর্ব্বর বারিধিতীরে অতি শোভা পায়।
চরিছে গোপাল তথা, নানা শস্যে ভরা,
সাহসী মানব, ভূমি অতীব উর্ব্বরা।
নির্ব্বিঘ্নে করহ বীর ! রাজত্ব তথায় ;
প্রণত সামন্তগণ পূজিবে তোমায়।

পরিহর অভিমান, ওহে বীরবর !
অনুতাপানলে ভূপ দগ্ধ নিরন্তর।
যদি নাহি কর গ্রাহ্য হেন উপায়ন,
নহে যদি নরবর কৃপার ভাজন,
ধর অস্ত্র ত্বরা ওহে বীরেন্দ্র-প্রধান !
রক্ষিবারে এ বিপদে গ্রীসীয়ের প্রাণ !
স্বদেশের প্রতি যদি বিরাগ তোমার,
সমরে আপন যশঃ করহ বিস্তার।
ট্রয়ের গৌরব সম বীরেন্দ্র হেক্টর,
যাঁর নামে কাঁপে ভয়ে শূরেন্দ্র নিকর,
সমগ্র গ্রীসীয় বীরে করিয়াছে জয় ;
তব করে দেবীসুত ! মরিবে নিশ্চয় !
কহে বীর,—উলেসিস্ ! শুনহ উত্তর ;
কহিব অবাধে, কভু নাহি জানি ডর।
আছয়ে যেরূপ ভাব অন্তরে আমার,
বাহিরে তেমতি, কার্য্য অনুরূপ তার !
কহ গিয়া গ্রীক্‌গণে, দৃঢ় মম পণ,
বৃথা উপাসনা, পুনঃ না হ'বে মিলন।
মুখে কহে একরূপ, অন্যরূপ মনে,
নরকের সম সদা ঘৃণি হেন জনে।
শুনহ প্রতিজ্ঞা, কহি সংক্ষেপে তোমায়,
গ্রীসাধিপ, কিংবা গ্রীক্ কি সাধ্য টলায়।
সহিয়াছি নানা ক্লেশ গ্রীসের কারণ,
সকলি নিষ্ফল। চির নিরস্ত এখন।
কেহ যুঝে রণে, কেহ অন্তরালে রয়,
সমভাবে পুরস্কার লভয়ে উভয়।

হত কাপুরুষ সহ সাহসীর কায়,
সমভাবে রণাঙ্গনে ধূলাতে লুঠায়!
গ্রীকৃতরে প্রাণপণে যুঝিনু কেবল,
স্রাবিনু শোণিতধারা! ফলিল কি ফল?
আপন শাবকগণে বিহঙ্গ যেমন,
পালে সযতনে, করে বিপদে রক্ষণ;
অবহেলি' ক্লেশরাশি যোগায় আহার,
কদাপি না লয় নিজে আস্বাদন তার;
অকৃতজ্ঞ গ্রীক্‌গণে রক্ষিনু তেমতি;
মম শ্রমে পায় রক্ষা, বনিতা সন্ততি।
জাগিনু বহুল নিশা অস্ত্র ধরি' করে,
দিবাভাগে রক্তধারা ঝরে কলেবরে;
লুণ্ঠিনু দ্বাদশ দেশ বারিধির তীরে;
ধ্বংসিনু দ্বাদশ ট্রয়-সাম্রাজ্যভিতরে।
তুষ্ট আট্‌রাইডিসে অর্পিনু সকল,
নানা মনোরম দ্রব্য—মম শ্রমফল!
মম সৈন্যগণে, নীচ ভূপাল তোমার,
অর্পিয়া কিঞ্চিৎ, নিজ পুরান ভাণ্ডার।
মম শ্রমার্জ্জিত ধন, সামন্ত নিকরে,
অর্পিলেন গ্রীসরাজ সম্ভাষি' সাদরে।
একাকী কেবল আমি হইনু বঞ্চিত!
এই কি প্রাধান্য মম, কার্য্যে বীরোচিত?
মম ধন উপভোগে তৃপ্ত দুরাচার;
মম পত্নীসহ তার নিশাতে বিহার!
ভূপতি ভুঞ্জুক সুখ রমণীর সনে;
ট্রয়েতে গ্রীসের রণ কহ কি কারণে?

কেন সমবেত আজি বীরসুতগণ
হেন দূরদেশে? নহে নারী কি কারণ?
গুণবতী যুবতীর মোহিনী মুরতি,
কহ, কি চিনেছে মাত্র এট্রুস্-সন্ততি?
যে নারীর রূপরাশি ভুলায় নয়ন,
অবশ্যই মুগ্ধ তাহে জ্ঞানী-জন-মন।
হরেছিল মম মন সে নব কামিনী;
বাসিতাম ভাল তায়, যদিও বন্দিনী।
না চাহি লইতে তার হেন উপহার;
ভূপবাক্যে আর নাহি প্রত্যয় আমার।
শুনিলে উত্তর মম? যা হয় যুকতি,
করুন হে উলেসিস্! গ্রীসদেশপতি।
কিবা আবশ্যক মম সাহায্যে তাঁহার,
নহে কি সম্পূর্ণ এবে অভেদ্য প্রাকার?
রচিত সুদৃঢ় দুর্গ সৈকত উপর,
পরিখা-বেষ্টিত; তবে শত্রুতে কি ডর?
মহাবল তিনি; ভয়-প্রদর্শনে তাঁর,
নহে কি কম্পিত তুচ্ছ প্রায়াম-কুমার?
এককালে, (যুঝি যবে গ্রীসের কারণে)
বিরত হেক্টর বীর বীর্য্য-প্রদর্শনে।
পশিল প্রাকারে রথী ত্যজি' স্কিয়া দ্বার,
কম্পান্বিত-কলেবর প্রতাপে আমার!
পুনঃ আক্রমিল বীর গর্জ্জিয়া ভীষণ;
ছিল দেবকৃপা, তাই পাইল জীবন।
পূর্ব্ব বৈরিভাব আর না আছে এখন;
কল্য ইষ্টদেবতার করিব অর্চ্চন;

পরে যাত্রাতরে তরী হইবে সজ্জিত ;
ক্ষেপণী হেলেস্‌পণ্ট্ করিবে ধ্বনিত।
তিন দিনে, সুবাতাসে, নেপ্‌চ্যুন-কৃপায়,
পোতশ্রেণী উপনীত হ'বে পিথিয়ায়।
আসিয়াছি ট্রয়ে সর্ব্ব করি' পরিহার ;
স্বদেশে সম্পদ-রাশি ভুঞ্জিব আবার।
সুবর্ণ, পিত্তল, লৌহ লভেছি সমরে,
শোভিবে সত্বর তথা ভাণ্ডার ভিতরে।
জিত ধনরাশি, হৃত নারীগণ সনে,
পশিব হরিষে পুনঃ আপন ভবনে।
একমাত্র উপহার অর্পি' গ্রীসপতি
নিল পুনঃ তায়—লির্ণেসিয়ার যুবতি।
কহ গিয়া উচ্চরবে দুর্ম্মতি রাজায়,
দাস গ্রীক্‌গণ যেন শুনিবারে পায় ;—
(সতত জ্ঞানাভিমানী সেই নীচমনা,
ঘৃণে নরগণে, গ্রীকে করে প্রতারণা ;
মম ক্রোধানল যদি করে উদ্দীপিত
পুনর্ব্বার ; কাল-পুরে প্রেরিব নিশ্চিত !)
কহ তা'য়, তুচ্ছ ভাবি হেন উপহার ;
সমরে সাপক্ষে তার না যুঝিব আর।
করে যদি হতমান পুনশ্চ কখন,
অবশ্য প্রতিজ্ঞা মম করিব পূরণ।
বৃথা নিন্দা,—যোভ যা'য় করিল বঞ্চিত
হিতাহিত বোধে, তা'র সর্ব্ব সম্ভাবিত।
ঘৃণিত সে উপহার ; সদা জ্ঞানবান
ঘৃণে হেন ভূপগণে ইতর সমান।

আপনার গ্রীস্‌ব্যাপী সর্ব্ব অধিকার,
অপরে বঞ্চিয়া যাহা সংগ্রহ তাহার,
সুরম্য সুবর্ণ-রাশি আঁখি-মুগ্ধকর,
সমুজ্জ্বল যাহে অর্কোমিনিয়া সহর;
মিসরের অন্তঃপাতী, শোভিত প্রাকারে,
আছে যত ধন ঋদ্ধ থিবের মাঝারে,
(সহস্র নগর থিব্‌ করে অধিকার,
প্রাচীরের চারি ভিতে শোভে শত দ্বার;
প্রত্যেক তোরণ দিয়া, সমর-সময়,
চারি শত অশ্বী রথী বহির্গত হয়;)
প্রচুর উৎকোচ, যা'র না হয় তুলনা,
ধূলিরাশি সহ কিংবা সিকতার কণা,
সন্ধি তরে যদি ভূপ অর্পিবারে চায়,
দুর্জ্জন-প্রদত্ত ধন, তুচ্ছ জ্ঞানি তায়।
নীচাশয় দুষ্ট গ্রীসাধিপের নন্দিনী,
না পারে হইতে কভু মম প্রণয়িনী;
যদিও ভিনস্‌ সম লাবণ্যে ভুলায়,
নিপুণা পালাস্‌ সম বিবিধ বিদ্যায়।
অন্য গ্রীক্‌ বীর তায় করুক গ্রহণ;
নীচবংশে নাহি করি সম্বন্ধ স্থাপন।
প্রাণ ল'য়ে যদি দেশে হই উপনীত,
করিবেন পিতা মম পত্নী নির্ব্বাচিত।
আছে থেসালিয়া-নারী শশাঙ্ক-বদনী,
বাচিয়া অর্পিবে কন্যা শতেক নৃমণি।
সদা সহবাস-সুখে সুন্দরী প্রিয়ার,
ভুঞ্জিব কুশলে মম পিতৃ-অধিকার।

স্বরাজ্যে সমর ত্যজি' চিরদিন তরে,
পালিব প্রকৃতিপুঞ্জে প্রফুল্ল অন্তরে।
স্বর্ণরাশি দানে চির না রহে জীবন;
পিথিয়ায় এপলোর অনুপম ধন,
ট্রয়ের বিত্তবরাজি কে লইতে চায়?
দিবসের পরমায়ু শ্রেষ্ঠ তুলনায়।
বিনাশিয়া বাহুবলে শত্রু সবাকারে,
হৃত স্বত্ব পুনঃ মোরা পারি লভিবারে;
প্রাণবায়ু একবার করিলে পয়াণ,
লভে পুনর্ব্বার তায় কোন্ বলবান্?
মৃত্যু রণে মম, শুনি থিটিসের মুখে,
ত্যজিলে সমর কাল কাটাইব সুখে;
যুঝিলে ট্রয়ের রণে মরিব নিশ্চয়;
কিন্তু ইথে যশোকীর্ত্তি লভিব অক্ষয়।
যাই যদি নিজ দেশে ত্যজিয়া আহব,
হ'ব দীর্ঘজীবী; কিন্তু না পা'ব গৌরব।
আসি' ট্রয়ে, নিজ ভ্রম বুঝিনু এখন।
মম উপদেশ যদি চাহে গ্রীক্‌গণ,
সবে মিলি' নিজদেশে চলুক্ ত্বরায়,
ত্যজি' ট্রয়, দেশকুল রক্ষা করে যায়।
রক্ষিছেন ইলিয়মে দেবতা-ঈশ্বর;
অমরের বলে বলী ট্রোজান নিকর।
যাও তবে, মম পণ কহ গ্রীক্‌গণে;
একত্র যুঝহ পুনঃ অরিদল সনে;
কর হেন কার্য্য, বল-বুদ্ধির কৌশলে,
যা'তে পোতশ্রেণী নারে পুড়িতে অনলে।

চেষ্টায় অসাধ্য পারে হইতে সাধন;
একিলিস্ সনে পুনঃ না হ'বে মিলন!
মম বার্ত্তা গ্রীক্‌গণে কহ গে সত্বর;
থাকুন ফিনিক্স্ হেথা স্থবির-প্রবর।
জরা, পরিশ্রমে দেখি যে রূপ আকার,
স্বদেশগমন ত্বরা উচিত ইঁহার।
থাকিবেন হেথা কিংবা যাবে মম সনে,
করুন বিচার আর্য্য, যাহা লয় মনে।
নিরস্ত পিলুস্-সুত; শুনি' এ উত্তর,
নীরবে চকিতভাবে প্রেরিত নিকর
চিন্তে অধোমুখে। উঠে ফিনিক্স্ এবার,
(সিক্ত করে শ্বেত শ্মশ্রু বাষ্পবারি-ধার।)
স্থবির, গ্রীকের দশা ভাবিয়া অন্তরে,
মৃদুস্বরে দেবী-সুতে কহেন কাতরে;—
বৎস একিলিস্! হায়! তবে কি এবার,
সমগ্র গ্রীসীয়দল হ'বে ছারখার!
মত্ত রোষাবেশে যদি চলিলে ভবনে,
ফিনিক্স্ ত্যজিয়া তোমা রহিবে কেমনে?
রাজেন্দ্র পিলুস্ যবে সমর-কারণ,
গ্রীক্‌সেনা সহ তোমা করেন প্রেরণ;
সবে তুমি পদার্পণ করেছ যৌবনে,
নহ সুশিক্ষিত, নব সমর-অঙ্গনে।
শিখাইতে নানা বিদ্যা, আদেশে তাঁহার,
কুমার! শিক্ষক আমি হইনু তোমার।
না ত্যজ আমায় হায়! হে ভূপ-নন্দন!
বিচ্ছেদ থাকিতে প্রাণ না হ'বে কখন॥

অলঙ্ঘ্য বিধানবশে হায়! বিধাতার,
না আসিবে পুনঃ সেই যৌবন আমার,
পুরাকালে গ্রীস্ যা'য় করে বিলোকন,
(রম্য গ্রীস্ খ্যাত চির সুন্দরী কারণ।)
পত্নীসত্ত্বে বৃদ্ধকালে জনক আমার,
মজিলেন রূপে কোন বিদেশি-বালার।
করিনু প্রয়াস আমি, (জননী-আজ্ঞায়)
লভিতে সে নারীধনে বঞ্চিয়া পিতায়।
সাক্ষী করি' স্বর্গপতি ত্রিদশ-ঈশ্বরে,
কালপুরবাসী ভীম অমর নিকরে,
ক্রোধে পিতা অভিশাপ করেন প্রদান,
কদাচ সে নারী-গর্ভে না হ'বে সন্তান।
ক্ষোভে ক্ষিপ্তপ্রায়, ক্রোধাবেশে অন্ধ মন,
হায়! কি ভীষণ পাপ করিনু মনন!
ভেবেছিনু, (দৈব কোন করে নিবারণ,)
অস্ত্রাঘাতে জনকের বধিব জীবন;
ভাবিনু পলা'ব পরে; বান্ধব সকল
নারিল রাখিতে করি অনুনয়, বল;
প্রতি দিন তাঁরা, মম সন্তোষ কারণ,
উপাদেয় মদ্যমাংস করে আয়োজন;
জাগিল প্রহরী নয় রাত্রি অবিরত,
আলোকে যামিনী করি' দিবসের মত।
দশম রজনী যোগে সময় বুঝিয়া,
বাহিরিনু অলক্ষিতে প্রাচীর লঙ্ঘিয়া;
পর্য্যটিয়া সুবিশাল গ্রীসের ভিতর,
পিথিয়ায় উপনীত হ'নু অতঃপর।

প্রদর্শিয়া স্নেহ বৎস! জনক তোমার,
সাদরে অর্পেন মোরে রাজ্য-অধিকার।
তদবধি শাসি ডেলোপিয়ান্ নিকরে,
বারিধির কূলস্থিত বিবিধ নগরে।
অর্পি' স্নেহ, জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়া তোমার,
কথঞ্চিৎ ঋণে মুক্ত বদান্য রাজার।
বাল্য হ'তে উপদেশ করেছিনু দান,
তেঁই নাহি রথী কেহ তোমার সমান।
শৈশবে আমায় ভাল সতত বাসিতে;
বিহরিতে মম সহ, ক্রোড়েতে বসিতে;
থাকিতে নিয়ত বৎস! নিকটে আমার;
না খাইতে অন্য জনে অর্পিলে আহার।
শৈশবে যতনে তোমা করেছি রক্ষণ;
পেয়েছি প্রয়াস তব সন্তোষ কারণ।
হরিলেন দেবগণ পিতৃ-শাপ দুখ,
ভাবি সপুত্রক আমি হেরি' তব মুখ।
নানা গুণে হেরি' বৎস! তোমা গুণবান্,
হরিষ সাগরে এবে হই ভাসমান।
শান্ত হও, হেন ক্রোধ উপযুক্ত নয়;
নহে বীরযোগ্য, যার হৃদি নিরদয়।
দেবগণ, (মহাজ্ঞানী, অমেয়, অমর,)
পূজা প্রার্থনায় হ'ন তুষ্ট নিরন্তর।
পাপিজন দেব-কৃপা লভয়ে আবার;
প্রত্যাহিক স্তবে হয় প্রায়শ্চিত্ত তার।
প্রার্থনা নিকর বৎস! যোভের নন্দিনী,
খঞ্জপদী, লোলচর্ম্মা, বিশীর্ণ-বদনী;

ম্লানমুখে সদা তাঁরা শ্রাবি' অশ্রুধার,
ভ্রমিছেন আর্ত্তনাদি' যথা অবিচার।
অবিচার ভীম বেগে ঝঞ্ঝাবাত সম,
কাঁপায় ধরণী, ভেদে মানব-মরম;
প্রার্থনা নিকর ধা'ন পশ্চাতে তাহার,
নিবারিতে মর্ম্মভেদী ভীম অত্যাচার।
মানে যে মানব যোভ্-তনয়া নিকরে,
ক্ষমিতে পাতক তাঁরা কহেন ঈশ্বরে।
তাঁ'সবার বাক্যে যেই নাহি দেয় কান,
ত্রিদিব-ঈশ্বর দণ্ড করেন বিধান।
ভীম অবিচার পরে, ঈশের আজ্ঞায়,
শাসিতে সে দুষ্ট জনে নামেন ত্বরায়।
হায় বৎস! ক্রোধানল করিয়া নির্ব্বাণ,
রাখ হেন হিতৈষিণী অমরীর মান।
পরম আরাধ্য যোভ্ সন্ততি নিকর;
অনুনয়ে নত হয় দর্পীর অন্তর।
আজি প্রয়োজন তোমা যদি না হইত,
যদ্যপি দাম্ভিক ভূপ রোষ না ত্যজিত,
গ্রীকগণ ধনরাশি করিয়া স্বীকার,
না প্রেরিত মোরে কভু সকাশে তোমার।
রক্ষিতে গৌরব নিজ রাজা জ্ঞানবান,
প্রেরিলেন তব পাশে হে বীর-প্রধান!
মাননীয় মহাবল সেনানী নিকরে;
নাহি কর প্রত্যাখ্যান অভিমান-ভরে।
হে পুত্র! শুনহ কহি পূর্ব্ব ইতিহাস,
মহৎ দৃষ্টান্ত ইথে পাইবে প্রকাশ;

করিল কি কার্য্য শুন পূর্ব্ব-পিতৃগণ,
বিষম জিঘাংসা বৎস ! করি' সংবরণ ;—
ইটোলীয় দল সহ, উচ্চ কেলিডনে,
কিউরিটিয়ান্ সেনা মাতে ঘোর রণে।
ইটোলীয় দল করে নগর-রক্ষণ ;
উভপক্ষে কত বীর হইল নিধন।
বাঁধান সিন্থিয়া দেবী বিবাদ ভীষণ,
অঙ্গীকৃত পূজা তাঁর অগ্রাহ্য কারণ।
অদ্ভুত বরাহ এক আদেশে তাঁহার,
বিশাল ইনুস্-ক্ষেত্র করে ছারখার।
বিনাশিল বহু বীরে পশু ভয়ঙ্কর ;
বলী মেলিগার তায় বধে অতঃপর।
পশুদেহ তরে নব বিরোধ ঘটিল ;
নিকটস্থ জাতিগণ অরাতি হইল।
রণে কিউরিটীয় দল মানে পরাজয় ;
জিনে মেলিগার বীর নির্ভয়-হৃদয়।
পরে ক্রোধানল তাঁর জ্বলিল অন্তরে,
(রোষাবেশে জ্ঞানী জন আপনা পাশরে।)
অল্থিয়ার শাপে বীর ক্রোধে অন্ধমন,
প্রিয়া-সহবাসে যুদ্ধ হয় বিস্মরণ।
(জন্মে ধনী সুবদনী মার্পিসা-জঠরে,
ইডাস্-ঔরসে, যাঁর সম্মান সমরে :
দিবাকর করে বাঞ্ছা সুন্দরী মাতায় ;
জনক অমর প্রতি কার্ম্মুক নোভায়।
প্রকাশিতে ঘোর দুঃখ, অধীর দম্পতী,
নাহি কহি' ক্লিওপেট্রা পুত্রী গুণবতী,

কহিত এল্‌সিওনি ; হেন অভিধান,
দম্পতীর দুখরাশি করিছে প্রমাণ।)
রহে বীর প্রিয়া কাছে ত্যজিয়া সমর,
অল্‌থিয়ার অভিশাপে ব্যথিত অন্তর ;
অল্‌থিয়ার শাপানলে হ'য়ে জ্বালাতন,
আপন মাতুলে বীর করেন নিধন।
ভ্রাতৃ-শোকাতুরা বৃদ্ধা, অধোদেবগণে,
কহেন কাঁদিয়া, শাস পা॰ র নন্দনে ;
আর্ত্তনাদ, অধোলোকবাসী দেবগণ,
লোহিতা পিশাচীকুল, করিল শ্রবণ।
ইটোলিয়া সর্ব্বনাশে ডুবিল এবার,
কাঁপায় অমর তার সুদৃঢ় প্রাকার।
পুরোহিত, বিজ্ঞগণে প্রবীণা তখন,
অবিলম্বে দূত সম করিল প্রেরণ ;
রক্ষিতে নগর বীরে করিল মিনতি,
স্বীকারিয়া উপহার মূল্যবান অতি,
(বিশাল উর্ব্বর দেশ নয়ন-রঞ্জন,
অর্দ্ধ তৃণক্ষেত্র তার, অর্দ্ধ দ্রাক্ষাবন।)
স্থবির ইনুস্ পুত্রে ক্ষেদভরে কয় ;
কাঁদে ভগ্নীগণ ; পরে করে অনুনয়,
জননী তাঁহার ; রণে পড়িল স্বজন ;
অভিমানী বীরেশের নাহি টলে মন !
ঘোর নাদে জয়ধ্বনি করে শত্রুগণ ;
চূর্ণীত প্রাচীর ; ধূম পরশে গগন ;
অবশেষে সুবদনী বনিতা তাঁহার,
পতির চরণে ধরি করে হাহাকার ;

কাঁদিতে কাঁদিতে ধনী লাগিল বর্ণিতে,—
হত বীরগণ, হর্ম্ম্য লুণ্ঠিত মাটিতে,
নরনারীকুল বদ্ধ কঠিন শৃঙ্খলে ;
শুনে বীর, পরাজিত করে শত্রুদলে।
পূর্ব্ব-পরিত্যক্ত ইটোলিয়ান নিকর,
করিল লাঞ্ছনা বহু বুঝি' অবসর !
কর সংবরণ ক্রোধ থাকিতে সময়,
যাবৎ না পোতশ্রেণী ভস্মীভূত হয়।
কর উপহার গ্রাহ্য ; ধর তরবার ;
ধরাতে গৌরব বৎস ! করহ বিস্তার।

থামে বৃদ্ধ। একিলিস্ করিল উত্তর ;—
পিতৃতুল্য তুমি, মম পূজ্য নিরন্তর !
তুচ্ছ ভাবে তব দাস হেন উপহার,
অনিত্য অস্থায়ী যত সম্পদ ধরার !
মম প্রতি সুপ্রসন্ন জগত-কারণ ;
নেতা যোভ মম ; খ্যাতি তাঁহারি কারণ।
থাকিব হেথায়, (যদি নিদেশ তাঁহার,
যাবৎ জীবন দেহে রহিবে আমার।
শুন আর্য্য ! মম আন্তরিক অভিপ্রায়,
মিলিতে সে দুষ্টসনে না বল আমায়।
নহে কি সে নীচ তরে এ দুখ তোমার,
ঝরে অশ্রু ? ভূপ ঘোর অরাতি আমার।
বান্ধবে বান্ধবে সদা সমান হৃদয়,
দুখে দুখ, ক্রোধাগমে ক্রোধের উদয়।
যেই জন অরি মম, করে অপকার,
অবশ্য ঘৃণিবে তায় বান্ধব আমার।

হে আর্য্য! ত্যজিয়া সেই নীচাশয় জনে,
মনোসুখে রাজ্যভোগ কর মম সনে।
ফিরুন অপরে। যাত্রা কিংবা অবস্থান,
হইবে নির্ণীত নিশা হ'লে অবসান।
পূজ্য বৃদ্ধ তরে, এত কহিয়া বীরেশ,
পাতিতে কোমল শয্যা, করেন আদেশ।
থাকি' স্থিরভাবে ক্ষণ, ক্ষোভযুত অতি,
কহেন এজাক্স্ বীর, উলেসিস্ প্রতি ;—
চল যাই ফিরে ; বৃথা বিলম্ব কি আর ?
হইল কি পরিণাম হেন হীনতার !
এ হেন বারতা গিয়া কহিব সকল ;
রহিয়াছে পথপানে চাহি' গ্রীকদল।
পাষাণ-হৃদয় বীর মাতি' অহঙ্কারে,
করিল অবজ্ঞা আজি আত্মীয় সবারে।
অপ্রিয় ভ্রাতার অঙ্গে হেরি' রক্তধার,
অবিলম্বে করি মোরা প্রতিকার তার।
স্নেহপাত্র পুত্রে যদি নাশে কোন জন,
পিতা অপরাধ তার করেন মার্জ্জন।
অতিক্রোধী ত্যজে ক্রোধ ; উপায়ন হায় !
শমে সর্ব্বে, নাহি পারে শমিতে তোমায় !
ওহে বীর ! কোন্ মহাপাতক কারণ,
করিয়াছ লাভ হেন দৃঢ় হিয়া মন ?
অর্পিছেন নরবর, এক নারী তরে,
সপ্ত নিতম্বিনী রামা, সমরূপ ধরে।
হে বীরেন্দ্র একিলিস্ ! ত্যজি' অভিমান,
রাখ আজি আগন্তুকগণের সম্মান।

সতত আমরা তব, হে বীরপ্রবর !
হিত-অভিলাষী গ্রীক্‌বাহিনী ভিতর ।
ওহে মহামতি ভূপ অরাতিদমন !
(উত্তর করিল তাঁয় দেবীর নন্দন ;—
যুক্ত বাক্য তব ; নাম স্মরণে তাহার,
পুনঃ উদ্দীপিত ক্রোধ অন্তরে আমার ।
নিরদোষী যদি পদে হয় বিদলিত,
হেন রোষ কভু তার নহে অনুচিত !
যাও বীরগণ ! কহ দুর্ম্মতি রাজায়,
মিত্রভাবে পুনঃ আর না পা'বে আমায় ।
না যাইব, গ্রীক্‌বক্ষে নহে যদবধি,
সুরঞ্জিত ঐ নীল বিশাল জলধি ;
যতকাল অরি-দত্ত প্রবল অনল,
না আসে নিকটে মম ধ্বংসিয়া সকল ;
সেই কালে দৃঢ় ভুজে ল'ব তরবার,
ফুরা'বে সমর ; রম্য পা'ব উপহার ।
থামে বীর । পানপাত্র সুরাতে ভরিয়া,
প্রতিজন দেবোদ্দেশে দিলেন ঢালিয়া ।
আঁধারে শিবিরে সবে চলে অতঃপর,
ধীরে ধীরে ; অগ্রে উলেসিস্ বিজ্ঞবর ।
এবে একিলিস্ বারবরের আজ্ঞায়,
রচিল কোমল শয্যা কিঙ্কর ত্বরায় ।
কিনিক্স্ তথায় সর্ব্ব সন্তাপ পাশরি',
নিদ্রার কোমল কোলে যাপেন শর্ব্বরী ।
সুবিস্তৃত শয্যা'পরে শিবির মাঝারে,

সুহাসিনী ডায়োমিডি লেসবিয়ারমণী ;
দৃঢ় ভুজপাশে তায় বাঁধে বীরমণি।
ভুঞ্জে নিদ্রা পেট্রোক্লস্ নিজ শয্যা'পরি ;
রাজে পার্শ্বভাগে তাঁর ইফিস্ সুন্দরী ;
স্কিরস্ ধ্বংসিয়া বলে দেবীর নন্দন,
সখায় এ নারীধন করেন অর্পণ।

অতিক্রমি' সেনাদলে, প্রেরিত নিকর
উপনীত হ'ন এবে ভূপতি-গোচর।
উঠি' ত্বরা তাঁসবার হেরি' আগমন,
লয়ে পানপাত্র করে সেনাপতিগণ
করে সংবর্দ্ধনা ; আগে নরবর কয় :—

কহ কি বারতা, লেরিটিসের তনয় !
কি কহিল একিলিস্, কহ প্রকাশিয়া ?
মজিবে কি গ্রীক্ কিংবা রক্ষিবে আসিয়া ?

মহারাজ ! "(ইথেকস্ করিল উত্তর ;)
ঘোর অহঙ্কারে মত্ত সে বীর-অন্তর।
না মিলিবে পুনঃ, নাহি ল'বে উপায়ন ;
কহিল এতেক শূর ক্রোধে অন্ধমন।
রক্ষিতে বিপদকালে গ্রীসীয় নিকরে,
করিয়াছে ভারার্পণ বীর তব'পরে।
প্রাতঃকালে হে রাজন্ ! শুনিবে শ্রবণে,
নাদিবে গভীর সিন্ধু ক্ষেপণী-ক্ষেপণে।
মোসবায় বীরবর দিল উপদেশ,
ত্যজিতে দেব-রক্ষিত ইলিয়ম দেশ ;
জগত-ঈশ্বর ট্রয় রক্ষেন আপনি,
করেতে প্রলয়কারী বিকট অশনি।

নিবেদিনু বাক্য তাঁর ; অন্য যত কয়,
শুনেছে এজাক্স বীর, পূত দূতদ্বয় ।
ফিনিক্সে রাখিল বীর আপন শিবিরে ;
নিজ দেশে সুনিশ্চয় নেযাবে স্থবিরে ।
কল্য প্রাতে অবস্থিতি অথবা গমন,
করিবেন বৃদ্ধ, তাঁর বাসনা যেমন ।
বিজ্ঞ উলেসিস্-মুখে শুনি' এ বচন,
বিষাদ-বিরস মুখে যত বীরগণ
লাগিল চিন্তিতে । এবে নির্ভয়-হৃদয়
বীর টিডাইডিস্ রথী দর্পভরে কয়,—
কেন প্রেরি একিলিসে হেন উপহার ?
কেন অনুনয়, যার হেন অহঙ্কার ?
সুখী তুষ্ট স্বদেশীর হেরি' অশ্রুজল ;
তোষামোদে দর্প তার বাড়িবে কেবল ।
রাখিয়া বজায় বীর ক্রোধ আপনার,
করুক সাহায্য দান, কিংবা পরিহার ।
সাজুক সমরে বীর, যোত যবে চায়,
কিংবা যবে যুদ্ধে তার ক্ষিপ্ত মন ধায় ।
করিব তেমতি মোরা, সামর্থ্য যেমন ;
সেনাগণ পরিমিত করুক অশন ।
(সাহস্, শোণিত যার, বলী সেই জন ;
মদ্য, খাদ্য এ দুটীর প্রধান সাধন ।)
রঞ্জিয়া পূরব দিক দেব দিবাকর
সাজাইলে স্বর্ণরঙে পর্ব্বত-শিখর,
পরি' সমুজ্জ্বল বর্ম্ম, সেনা অগণন,
প্রাণপণে পোতশ্রেণী করুক রক্ষণ ।

বলী আট্রাইডিস্ গ্রীক্ মহারাজ,
সেনার সম্মুখভাগে করুন বিরাজ।
প্রশংসি' গম্ভীর রবে যত বীরগণ,
মদিরায় সুররাজে করিল তর্পণ।
ধীরে ধীরে নিদ্রা দেবী ধরাতে নামিয়া,
মোহিত করিল গ্রীকে মায়া প্রসারিয়া।

নবম কাণ্ড সমাপ্ত।

দশম কাণ্ড।

ডায়োমেড্ ও উলেসিসের নিশা-ভ্রমণ।

বিষয়।

একিলিস্ প্রত্যাগমন করিতে অস্বীকার করাতে, এগামেমননের মনোকষ্ট বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি রাত্রিতে নিদ্রাসুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেনাপতিগণকে জাগরিত করেন, ও কিসে গ্রীক্‌সেনা রক্ষা হয় তাহার উপায় চিন্তা করেন। মেনিলস্, নেষ্টর, উলেসিস্ ও ডায়োমেড্ অবশিষ্ট বীরগণকে জাগ্রত করিতে নিযুক্ত হন। তাঁহারা শত্রুশিবিরে গুপ্তচর প্রেরণ পূর্ব্বক শত্রুগণের অবস্থা ও অভিপ্রায় অবধারণার্থ সামরিক সভা করেন। ডায়োমেড্ এই দুঃসাহসিক কর্ম্মে অগ্রসর হন, এবং উলেসিস্‌কে তাঁহার সঙ্গী নির্ব্বাচন করেন। পথিমধ্যে তাঁহারা হেক্টর-প্রেরিত ডোলন্ নামক চরকে দেখিতে পান। তাহার প্রমুখাৎ তাঁহারা ট্রোজান ও সহকারিগণের, বিশেষতঃ নবাগত রূসস্ ও থ্রেসীয়গণের অবস্থান-স্থান অবগত হন। তাঁহারা গোপনে সেনাপতি-গণের সহিত রূসস্‌কে বিনাশ করেন; এবং তাঁহার বিখ্যাত অশ্বগণকে অপহরণ করিয়া স্বশিবিরে প্রত্যাগত হন।

(পূর্ব্বরাত্রি চলিতেছে। দৃশ্য—উভয় শিবিরে।)

নিজ নিজ শয্যা'পরে গ্রীক্‌বীরগণ,
সমরের পরিশ্রম করে নিবারণ।
জাগ্রত সম্রাট মাত্র; নানা চিন্তা-ভরে,
ব্যথিত হৃদয় তাঁর; নেত্রবারি ঝরে।
প্রকাশি' বিদ্যুৎ যবে করেন ঘোষণা,
দিবেশ্বর যোভ্, শিলা-সম্পাত-সূচনা;

অথবা তুষারে ভূমে করেন প্রেরণ ;
কিংবা আদেশেন রণে করিতে গর্জ্জন ;
পর্য্যায়ে সতত হয় তাড়িত বিকাশ ;
ক্ষণে ক্ষণে প্রজ্বলিত বিশাল আকাশ ;
সেইরূপ ঘন ঘন প্রবল উচ্ছ্বাস,
ভূপের ভীষণ ভীতি করে পরকাশ।
সবিষাদে বিলোকন করিল ভূপতি,
অরির অনলে ক্ষেত্র সমুজ্জ্বল অতি ;
শুনিলেন অরিকুল গায় সমস্বরে ;
পশে শত্রুবাক্য তাঁর শ্রবণ-বিবরে।
ফিরিয়া পশ্চাতে, চাহি' পোতশ্রেণী পানে,
কাঁদেন নরেন্দ্র এবে বিপদ-স্মরণে।
দিব পানে গ্রীক্-নেতা করি' দৃষ্টিপাত,
খেদভরে বক্ষোপরে করে করাঘাত।
কাঁদে ভূপ পুনঃ ; তাঁর হৃদয় ভিতর,
গৌরব নিরাশা দোঁহে করিছে সমর।
সহস্র উদ্বেগে নৃপ অতি ক্ষুণ্ণমন,
হেরিতে নেষ্টরে এবে করিল মনন ;—
জ্ঞানময়, সুমধুর উপদেশে তাঁর,
যদি এ চিন্তার কিছু হয় প্রতিকার।
উঠি' ভূপ, পরে অঙ্গে বেশ সমুজ্জ্বল ;
বাঁধিলেন পরে পদে পাদুকাযুগল।
সিংহ-চর্ম্ম গ্রীক্‌পতি দিল পৃষ্ঠোপরে ;
শাণিত বরষা এক ধরিলেন করে।
হেথা সমদুখে দুখী সোদর তাঁহার,
সমকালে নিদ্রাসুখ করি' পরিহার,

কাঁদেন নীরবে ; হায় ! তাঁহারি কারণ,
অসংখ্য নিহত, কত মরে বা এখন !
পৃষ্ঠোপরে চিতাচর্ম্ম অতীব সুন্দর ;
উজ্জল শিরাস্ত্র তাঁর ঝকে শিরোপর ;
সাজি' হেন, (সুশাণিত বর্শা লয়ে করে,)
চলে শূর দ্রুতপদে অগ্রোজ-গোচরে।
দূর হ'তে ভূপে বীর হেরিল নয়নে,
বাজে পোতশ্রেণী তাঁর অস্ত্রের নিক্কনে।
সানন্দে মিলিল দোঁহে ; স্পার্টানাথ কয়,—
কেন সুসজ্জিত আর্য্য ! এ হেন সময় ?
হে রাজন্ ! এবে তব বাসনা কি চিতে,
প্রেরি' গুপ্তচর শত্রুসেনা পরীক্ষিতে ?
করিবে এ কার্য্য কহ কোন্ বীর জন ?
এ কর্ম্ম নরেন্দ্র ! নহে সামান্য কখন,—
একাকী এ তমোময় নিশীথ-সময়,
পশি' শত্রুমাঝে লওয়া অরি পরিচয় !
কহে নরবর ;—ভ্রাতঃ ! এ বিপদে হায় !
কোন্ জন সুমন্ত্রণা প্রদানে আমায় ?
গ্রীকের উদ্ধার নহে সামান্য ব্যাপার ;
(বৃথা বীর্য্য !) বিনা বুদ্ধি না দেখি নিস্তার !
অগ্রাহ্য করেন যোভ্ মম উপহার ;
হেক্টর-প্রদত্ত-পূজা অভিমত তাঁর।
বহু বীরে ভ্রাতঃ ! তুমি দেখেছ নয়নে,
অনেকের বীরপণা শুনেছ শ্রবণে,
মহারথী, মহাবীর্য্য হেক্টর সমান,
ধরে শৌর্য্য ভূমে কোন্ শূরের সন্তান ?

দিয়াছেন দর্প তায় জগতকারণ ;
নহে দেবপুত্র কিংবা দেবীর নন্দন,
তথাপি এ হেন যশঃ শ্রবণে তাহার,
অজ্ঞাত গ্রীসীয় ট্রয়ে না আসিবে আর।
পোতশ্রেণী পাশে ভ্রাতঃ! যাও ত্বরা ক'রে ;
আহ্বান এজাক্সে, আর ক্রিটের ঈশ্বরে।
চলিনু এখনি আমি নেষ্টর-গোচর ;
প্রহরি-রক্ষণ-ভার দিব তাঁর' পর।
(এ কার্য্যে প্রবীণ হ'ন দক্ষ অতিশয় ;
জাগে মেরিয়ন্ সহ তাঁহার তনয়।)
কহে স্পার্টাপতি,—আর্য্য ! এ কার্য্য সাধিয়া,
রহিব কি তথা, কিংবা আসিব ফিরিয়া ?
থাকিবে তথায়, (ভূপ কহিল বচন,)
নতুবা উভয়ে পুনঃ না হ'বে মিলন।
অসংখ্য শিবিরশ্রেণী শোভে পর পর,
ব্যাপিয়া বিপুল স্থল ; মার্গ বহুতর।
অলস সৈনিকগণে করহ জাগ্রত,
উচ্চরবে পিতৃযশঃ কহি' অবিরত।
উচ্চবংশে জন্ম এবে হও বিস্মরণ ;
হেথা মান্য তার, শ্রম করিবে যে জন।
সবাই করিবে শ্রম এ মহী ভিতর ;
আছে কষ্টভোগ, যবে সৃজিল ঈশ্বর।
দ্রুত পদক্ষেপে এবে চলিল উভয়।
নেষ্টর্-শিবিরে ভূপ উপনীত হয় ;
দেখে নরবর তাঁয় সুপ্ত শয্যা'পরে,
বেষ্টিত বিবিধ তীব্র আয়ুধ নিকরে ;

সুচিত্রিত উত্তরীয়, ঢাল শোভমান,
সমুজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ, বর্শা খরশাণ,
শোভে নানা অস্ত্র তথা অরি পুরাতন,
অরাতি-নিকর-ত্রাস, দেখিতে ভীষণ।
সতর্ক স্থবির শিরঃ রাখি' করোপরে,
উন্মিলি' নয়ন, এবে কহে ধীরস্বরে ;—
কে তুমি ? প্রকাশ ত্বরা, কোন্ কার্য্য তরে,
ভ্রমিছ এ নিশাকালে শিবির ভিতরে ?
খুঁজিছ কাহায় হেথা ? অথবা প্রহরী ?
দাঁড়াও, এসনা, বিনা ভাব ব্যক্ত করি'।
নিলুস্-নন্দন ! (কহে ভূপাল-প্রধান,)
গ্রীসের গৌরব তুমি যেন মূর্ত্তিমান !
শুন পরিচয়, আমি গ্রীক্-সেনাপতি,
হীন এগামেম্‌নন্, হতভাগ্য অতি !
যোভ্ যা'য় নানা চিন্তা করেছে প্রদান ;
দুখভোগে জীবনের হ'বে অবসান।
না পারে বহিতে দেহ চরণ আমার ;
ধরিতে না পারে হিয়া যাতনার ভার ;
না জানে এ দু'নয়ন নিদ্রা বলে কা'য়,
হতাশ-হৃদয়ে একা ভ্রমি এ নিশায় !
নাহি অভিসন্ধি কোন, ভীত এ অন্তর ;
স্মরিয়া প্রজার দশা কাঁদি নিরন্তর।
ভাবিতেছ আর্য্য ! যদি কোন সদুপায়,
(চিন্তাভয়ে নিদ্রা নারে ভজিতে তোমায় !)
প্রদানি' সে উপদেশ বাঁচাও পরাণ ;
চল দোঁহে যাই ত্বরা খাত-সন্নিধান।

প্রতিদ্বারে উৎসাহিব প্রহরি নিকরে ;
ক্লান্ত তারা নিশাদিন পরিশ্রম তরে।
সন্নিহিত অরিদল, এ হেন আঁধারে,
সুযোগ পাইয়া দুর্গ আক্রমিতে পারে।
কহিল নেষ্টর্,—ঈশে করহ নির্ভর ;
না ভাবিও চিরদেব-প্রিয় সে হেক্টর।
সহ মনুষ্যের মন, দুস্ট গর্ব্ব তরে,
অনন্ত অন্তর কত বিভিন্নতা ধরে !
নির্ব্বোধ হেক্টর ! যদি দেবতানিকর
ত্যজে তোমা ; বাম হন যোভ্ বজ্রধর ;
ধরে যদি একিলিস্ পুনঃ তরবার ;
কে পারে বলিতে কত দুর্গতি তোমার !
নেস্টর্ প্রবৃত্ত তব আদেশ পালনে ;
চল ভূপ ! জাগাইব সুপ্ত বীরগণে।
উলেসিস্, ডাইয়ামেড্ নির্ভয় হৃদয়,
মেজিস্, অইলুসে আবশ্যক এসময়।
দূরস্থিত পোতপাশে ত্বরিত রাজন্ !
দ্রুতগামী বীরগণে করহ প্রেরণ,
বলী ক্রিটপতি আর এজাক্স যথায়,
রণশ্রমে ক্লান্ততনু সুখে নিদ্রা যায়।
চলিলাম আমি, যথা স্পার্টার ঈশ্বর ;
প্রিয় মোসবার তিনি, তব প্রিয়তর ;
তবু গঞ্জি তাঁয় হেন আলস্য কারণ ;
ভ্রাতার সাহায্যে তাঁর নাহি আছে মন।
উচিত তাঁহার, তব শ্রম লাঘবিতে,
ফিরি' দ্বারে দ্বারে, সর্ব্ব বীরে জাগাইতে।

হে ভূপাল ! এ সমূহ বিপদ্-সময়,
পরিশ্রমে অবহেলা উপযুক্ত নয়।
কহে নরনাথ ; নহে অযুক্ত কথন,
হেন তিরস্কার ; কিন্তু না নিন্দ এখন ;
মম সহোদর আর্য্য ! নির্ম্মল-স্বভাব,
নম্র বটে, সাহসের না আছে অভাব।
না করি' দ্বিরুক্তি ভ্রাতা, হে জ্ঞানিপ্রবর।
নতশিরে আজ্ঞা মম পালে নিরন্তর।
ইতিপূর্ব্বে নিবারিতে মম দুখ-ভার,
গিয়াছিল স্পার্টাপতি শিবিরে আমার।
উল্লিখিত বীরগণ, তাঁহার আহ্বানে,
একত্রিত এবে আর্য্য ! খাত-সন্নিধানে।
পরিখা-প্রাকার মাঝে মিলি' বীরগণ,
করিছে প্রতীক্ষা মোসবার আগমন।
মানিবে সকলে তাঁয়, (কহে বৃদ্ধজন) ;
এ দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হ'বে বীরগণ।
এত কহি', বৃদ্ধ শয্যা করি' পরিহার,
উজল পাদত্র পায়ে বাঁধিল এবার ;
পরিলেন অঙ্গে তনুচ্ছদ সুকোমল,
হেম তারা শোভে, নানা বর্ণে সমুজ্জ্বল।
শশব্যস্তে বর্ষা তুলি' নিল বৃদ্ধ জন,
সুশাণিত অতি, ভাতি ঝলসে নয়ন।
দ্রুত পাদচারে এবে জ্ঞানীর প্রধান,
সুপ্ত উলেসিস্ বীরে করিল আহ্বান।
উচ্চ কণ্ঠরব তাঁর, জাগাইল বীরে ;
চমকি' উঠিয়া বিজ্ঞ আইল বাহিরে।

কোন্ অভিনব ঘোর বিপদ কারণ,
আঁধারে, (জিজ্ঞাসে বীর), করিছ ভ্রমণ ?
ধীমন্ ! (কহিল তাঁয় পিলিয়ার পতি,)
জ্ঞানী তুমি, কালোচিত অর্পহ যুকতি।
আছে যত, বিজ্ঞবর ! পরিত্রাণোপায়,
আছয়ে কৌশল যত বিজয়-আশায়,
যুক্ত যুদ্ধ, কিংবা পুনঃ স্বদেশ-গমন,
আজি এ নিশায় সর্ব্ব হ'বে নির্দ্ধারণ।
শুনি' বীর দ্রুতপদে শিবিরে পশিয়া,
ল'য়ে ঢাল, বৃদ্ধসনে চলিল মিলিয়া।
দেখে তাঁরা সুসজ্জিত ডায়োমেড্ বীরে,
সুপ্ত সঙ্গিদলসহ শিবির বাহিরে;
শোভে ঢাল 'পরে তাঁর বিশাল মস্তক;
ভীষণ বরষা-গুচ্ছ করে ঝক্মক্,
প্রোথিত ভূপৃষ্ঠে; অতি নিকটে তাঁহার;
বৃষচর্ম্ম-শয্যা ধরে গুরু দেহভার।
উত্তরীয় উর্ণাবস্ত্র করিয়া কুঞ্চিত,
তদুপরি শির বীর করেছে স্থাপিত।
করিতে জাগ্রত তাঁয়, জ্ঞানী বৃদ্ধ জন,
কাঁপায়ে চরণ তাঁর, কহিল বচন;
উঠহ টিডুস্-সুত ! সুদীর্ঘ নিশায়,
বীরের আলস্য হেন নাহি শোভা পায়।
কেমনে হে মহারথ ! ঘুমাও এখন ?
বেড়িয়াছে পোতশ্রেণী ভীম শত্রুগণ।
হেন বাক্যে নিদ্রা আঁখি পলায় ত্যজিয়া,
কহিলেন বীরবর, বৃদ্ধে নিরখিয়া;

আশ্চর্য্য প্রবীণ! তুমি নহ নিদ্রাবশে!
না লভ বিশ্রাম-সুখ এ হেন বয়সে!
যুবাগণ নিদ্রা ভঙ্গ করুক সবার;
না সাজে স্থবির! তব হেন কায্য-ভার।
হে বন্ধো! (প্রবীণবর করিল উত্তর,)
মম প্রতি স্নেহদৃষ্টি তব নিরন্তর।
প্রজাকুল মম, আর তনয় নিকরে,
লাঘবিতে শ্রম মম ক্রটি নাহি করে;
কিন্তু আজি এ ভীষণ বিপদ্-সময়,
ক্ষণতরে অলসতা উপযুক্ত নয়।
প্রতিহতভাগ্য গ্রীক্, এ দুর্দ্দিনে হায়!
অবস্থিত মৃত্যু কিংবা জীবন-সীমায়।
স্থবিরের দুখে বীর! যদি হে দুঃখিত,
যৌবন-সামর্থ্য নিজ কর নিয়োজিত
এস শূব! কর সবে জাগ্রত এখন;
সেই তুষে মোরে, দেশ-হিতৈষী যে জন
শুনি' বীর পৃষ্ঠদেশে বাঁধিল ত্বরিত,
কেশরীর পীত চর্ম্ম আগুল্ফ-লম্বিত;
শাণিত সুদীর্ঘ এক বরষা লইয়া,
চলিলেন দ্রুতপদে শিবির ত্যজিয়া।
মেজিস্, এজাক্স্ বীরে করি' জাগরিত,
খাত-পাশে লয়ে রথী ধাবিল ত্বরিত।
জাগে রক্ষিদল যথা বিকট আকার,
রণবেশে; বীরদল উতরে এবার।
নিদ্রা পরিহরি' দর্পী রক্ষি-নেতাগণ,
সতর্কে প্রাকার-দ্বার করিছে রক্ষণ।

অবহেলি' ক্লেশরাশি কুক্কুর যেমতি,
করে রক্ষা মেঘদলে সাবধানে অতি,
আক্রমে ক্ষুধার্ত্তা যবে সিংহী ভয়ঙ্করী,
পরিহরি' গিরি-গুহা, সিংহনাদ করি'।
গমনের বেগে ভাঙ্গে নিবিড় গহন ;
ক্রমশঃ অদূরে তার ভীম গরজন
শুনে সারমেয়, নর ; চকিত অন্তরে,
সতর্কে চৌদিকে তারা বিলোকন করে।
প্রাকার-তোরণ তথা রক্ষে বীরগণ,
প্রতি স্বরে, প্রতি শব্দে সতর্কিত মন।
প্রতি পদশব্দে রক্ষী চকিত অন্তরে,
সম্মুখীন অরিদলে বিলোকন করে।
সজাগ প্রহরিগণে নয়নে হেরিয়া,
কহেন নেষ্টর্ বৃদ্ধ উল্লাসে মাতিয়া ;—
রক্ষ সযতনে দ্বার, ওহে পুত্রগণ !
বঞ্চিতে অরাতি যেন না পারে কখন।
বাঁচিবে গ্রীসীয়। বৃদ্ধ এতেক কহিয়া,
চলিল পরিখা-পারে বীরগণে নিয়া।
মেরিয়ন্ সহ চলে তনয় তাঁহার,
(সভাস্থলে আমন্ত্রণ আছয়ে দোঁহার।)
লঙ্ঘিয়া গভীর খাত, ভূপতি নিকর,
নীরবে বসিল এবে সংসদ ভিতর।
নররক্তে অদূষিত ছিল এক স্থান,
না যায় হেক্টর্ তথা বীরেন্দ্র-প্রধান ;
দেখিয়া আগতা বীর তামসী শর্ব্বরী,
ত্যজে হেন স্থল গ্রীক্-অরি পরিহরি'।

(তা' ছাড়া সমগ্র ক্ষেত্র মগ্ন রক্তধারে ;
পতিত অসংখ্য শব পর্ব্বত-আকারে।)
বসে দুখে রাজগণ ; নিলুস্-তনয়,
অগ্রে সম্বোধিয়া সবে ধীরে ধীরে কয় ;—
অসমসাহসী হেন আছে কোন্ জন,
রক্ষে গ্রীক্‌গণে, অর্পি' আপন জীবন ?
আছে কোন্ বীর এই বাহিনী ভিতর,
একাকী অররু পানে হ'বে অগ্রসর ;
যাইয়া নিকটে, গাঢ় আঁধারে ঢাকিয়া,
অরাতির মনোভাব আসিবে জানিয়া ;
অনলে কি পোতকুল হ'বে ছার খার ;
অথবা ভীষণ যুদ্ধ বাঁধিবে আবার ?
অক্ষত শরীরে যেই বীরের নন্দন,
অরি-বার্ত্তা ভূপগণে করিবে জ্ঞাপন,
মহাদ্যুতি দিবাকর যাবৎ উদিবে,
কদাপি যশের তাঁর সীমা না রহিবে।
কৃতজ্ঞ গ্রিসীয় দিবে কত উপহার।
ঋণে বদ্ধ র'বে গ্রিস্ এ কার্য্যে তাঁহার !
প্রত্যেক সেনানী সুখে হ'য়ে ভাসমান,
সবৎসা অসিতা মেষী করিবে প্রদান।
ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকার বর্দ্ধিবে তাঁহার ;
উৎসবে সম্মান তাঁর অগ্রে সবাকার।
ভয়ে-মূক সবে। সদা শঙ্কাহীন মন,
কহে টিডাইডিস্,—হের হেথা সেই জন।
শত্রু-সন্নিবেশ স্থানে করিতে প্রবেশ,
অলক্ষিতে দেব কোন করেন আদেশ।

কিন্তু মম সনে আর্য্য! প্রের অন্য জনে
পরামর্শ-দানে মম সাহায্য কারণে।
মন্ত্রণা, সাহায্য দান করি' পরস্পরে,
সাধে গুরু কার্য্য, নব আবিষ্ক্রিয়া করে।
জ্ঞানী হ'তে জ্ঞান লাভ করে জ্ঞানী জন;
বীরে হেরি' উৎসাহিত হয় বীর-মন।
মাতি' বীরমদে হেন বচনে তাঁহার,
উৎসাহিত রথিগণ উঠিল এবার;
দাঁড়াইল দর্পভরে এজাক্স্ উভয়;
উঠে মেরিয়ন্ আর নেষ্টর-তনয়।
স্পার্টাপতি হেন কার্য্যে করিল মনন;
উঠেন উৎসাহে উলেসিস্ বিজ্ঞজন।
কহে নরবর হেরি' প্রতিদ্বন্দ্বিগণে;—
ওহে বীর-অগ্রগণ্য, সদা জয়ী রণে
মহারথ ডায়োমেড্! নির্ব্বাচ এবার,
কোন্ বীর সহচর হইবে তোমার।
বিনা পক্ষপাতে বীর! কর নির্ব্বাচন,
আভিজাত্য, পদমান না করি গণন।
গুণের মর্য্যাদা হেথা, কহে নরবর
সশঙ্ক-হৃদয়ে, পাছে যায় সহোদর।
তবে, (কহে ডায়োমেড্ মানব-কেশরী,)
শুন নরবর! যাঁয় অভিলাষ করি।
এ ভীষণ কার্য্যে ভূপ! শঙ্কা কোথা আর,
যান যদি উলেসিস্ সাহায্যে আমার?
বিপদে মিনার্ভা সদা রক্ষা করে যাঁয়,
যাঁর সম মহাবীর না দেখি ধরায়!

পেলে হেন সঙ্গী, নাহি ডরি অরিদলে ;
হেন জ্ঞানশালী কভু না পোড়ে অনলে !
বীরভাগ পাশে, (বিজ্ঞ কহিল এবার,)
সুখ্যাতি অথবা নিন্দা অন্যায্য তোমার ।
বন্ধুর প্রশংসাবাদে, শত্রুর নিন্দায়,
করে পরিহাস, যারা জানে পরিচয় ।
চল যাই ত্বরা ; নিশা অবসান প্রায় ;
রঞ্জিত পূরবদিক্ দেখ রক্তিমায় ।
ধবল আকাশে তারা নিস্প্রভ এবার ;
প্রহরেক মাত্র নিশা অবশিষ্ট আর ।
হেন বাক্য-শেষে, দোঁহে হয়ে ত্বরান্বিত,
ভীষণ বরমে দেহ করে আবরিত ।
টিডাইডিসে থ্রাসিমেড্ করিল প্রদান,
দৃঢ় ঢাল, দুইধার-শাণিত কৃপাণ ।
চর্ম্ম শিরঃচ্ছদ বীর পরিল মাথায়,
দীর্ঘ পক্ষিপুচ্ছ তাহে নাহি শোভা পায়,
(অশোভিত শিরস্ত্রাণ এ হেন প্রকার,
রণ-অনভিজ্ঞ যুবা করে ব্যবহার) ।
তীব্র তরবারি নিল উলেসিস্ বীর,
প্রচণ্ড ধনুক, আর পূরিত তূণীর ;
বীরেন্দ্র মেরিয়নিস্-দত্ত শিরস্ত্রাণ,
পরিলেন শিরে ত্বরা জ্ঞানীর প্রধান,
কোমল পশমে তার আবৃত ভিতর ;
উপরে বরাহ-দন্ত অতি ভয়ঙ্কর ;
বঞ্চি' এমিণ্টরে, অর্মিনসের নন্দন,
সবলে অটালিকস্ করিয়া হরণ,

অর্পিল এক্ষিডেমসে ; বন্ধুত্বের তরে,
মোলস্ এ শিরস্ত্রাণ পায় অতঃপরে ;
পরে করে অধিকার বীর মেরিয়ন ;
অবশেষে উলেসিস্ পাইল এখন।
সুসজ্জিত শূরদ্বয় লইয়া বিদায়,
প্রগাঢ় তিমির মাঝে ত্বরিত মিশায়।
মিনার্ভা, প্রসাদ নিজ করিতে জ্ঞাপন,
দীর্ঘপক্ষ গৃধ্রে এক করেন প্রেরণ।
যদিও সমগ্র সৃষ্টি আবৃত আঁধারে,
স্বরে, পক্ষশ্বনে দোঁহে চিনিল তাহারে।
দক্ষিণে উড়িল পক্ষী, অতি সুলক্ষণ ;
মহোল্লাসে উলেসিস্ করেন স্তবন ;
অয়ি জ্ঞানেশ্বরি ! সর্ববিদ্যা-বিধায়িনি !
বজ্রধর দিবেশ্বর যোভের নন্দিনি !
সদা বিদ্যমানা তুমি দাসের গোচরে,
বিপদ-সঙ্কট-সঙ্ঘ হরণের তরে।
হে দেবি ! পাইয়া রক্ষা এ ঘোর আঁধারে
পারি যেন ফিরিবারে স্বদল মাঝারে।
কৃপাতে তোমার আজি হে সুরকুমারি !
অমানুষ কার্য্য যেন সাধিবারে পারি।
এবে ডায়োমেড্ বীর করিল প্রার্থনা ;—
পূরাও পালাস্ দেবি ! দাসের কামনা।
আছিল টিডুস্ তব কৃপার ভাজন,
হে দেবি ! নন্দনে তাঁর করহ রক্ষণ।
ইসোপস্-তীরে রাখি' সৈনিক নিকরে,
প্রবেশেন পিতা মম থিবের নগরে,

গ্রীসের প্রণিধিসম ; পড়ে পরমাদ ;
থিব্‌পতি সনে ঘোর ঘটিল বিবাদ।
প্রসাদে তোমার, অয়ি সমর-ঈশ্বরি !
ফিরিলেন পিতা সর্ব্বে পরাজয় করি'।
বিবুধ-কুমারি ! কৃপাবিন্দু-বরিষণে,
রক্ষ গো তেমতি মাতঃ ! অধম নন্দনে।
যৌবন-দর্পিত বৃষ উপহারোচিত,
কৃষিকার্য্যে অদ্যাবধি নহে নিয়োজিত,
সুবর্ণমণ্ডিত যার বিশাল বিষাণ,
ভক্তিভাবে দেবি ! তোমা দিব বলিদান।
করে স্তুতি বীরদ্বয় ; প্রকাশি' গগনে,
আশ্বাসে পালাস্ শুভ চিহ্ন প্রদর্শনে।
নানা চিন্তা দোঁহাকার হৃদয় নাচায়,
ক্ষুধিত কেশরী সম ভ্রমে বীরদ্বয়,
রক্তধারে নিমজ্জিত অঙ্গন মাঝারে,
শোভে শবদেহ যায় পর্ব্বত আকারে।
হেথা বীরকুল-ত্রাস কুমার হেক্টর,
জাগেন সতর্কে সহ সেনানী নিকর।
ট্রয়ের প্রবীরকুল বেড়িয়াছে তাঁয় ;
প্রকাশিল শূর এবে নিজ অভিপ্রায় ;
যামিনীর ভয়ঙ্কর প্রগাঢ় আঁধারে,
সাধিতে অদ্ভুত কার্য্য কোন্ বীর পারে ?
পশি' গ্রীক্ মাঝে কোন্ শূরের তনয়,
অরাতির গতি বিধি ল'বে পরিচয় ?
পলায় কি তারা ত্যজি' ট্রয়ের নগর ;
কিংবা নাহি জাগে শ্রমে ক্লান্ত কলেবর ?

যে বীর অরির ভাব আসিবে জানিয়া,
তুষিব তাহায় রথ, শক্রধন দিয়া ;
অর্পিব তাহায় যত তেজী তুরঙ্গম ;
লভিবে গৌরবরাশি সাধি' এ করম।
আছিল ডোলন্ নামে যুবা একজন,
ট্রয়ের নগরে, উমিডিসিস্-নন্দন।
একাকী তনয় তিনি ধনিক পিতার ;
সুবর্ণ পিত্তলে তাঁর পূরিত ভাণ্ডার ;
না করিল ঈশ তাঁয় সুরূপ শ্রীমান্,
কিন্তু দ্রুতগামী, গুণী, অতি বলবান।
কহে দর্পভরে বীর ;—শুন হে কুমার !
অর্প মম'পরে হেন গুরু কার্য্যভার।
কিন্তু কহ রাজদণ্ড করি' উত্তোলিত,
অর্পিবে আমায় যত দ্রব্য অঙ্গীকৃত।
পেলিডিস্ প্রবীরের রথ তুরঙ্গম,
দিবে পুরস্কার, যদি সাধি এ করম।
পাইলে আশ্বাস, গ্রীক শিবিরে পশিয়া,
ইচ্ছিত বিষয় তব আসিব জানিয়া।
হে কুমার ! পশি' গ্রীকরাজের শিবিরে,
অরির মনন আসি' কহিব অচিরে।
বীরেন্দ্র হেক্টর এবে দণ্ড উত্তোলিয়া,
কহিলেন উচ্চরবে যোভে সম্বোধিয়া,
সাক্ষী হও মৃত্যুঞ্জয় ! অমর-ঈশ্বর।
অশনি আদেশে তব কাঁপায় অম্বর।
ডোলনে অর্পিব সর্ব্ব, করিলাম পণ ;
প্রদানিব অরাতির দিব্য তুরঙ্গম।

হেক্টর কহিল হেন, না শুনে অমর।
বীরোচিত সাজে যুবা সাজিল সত্বর।
লম্বমান স্কন্ধদেশে ধনুক ভীষণ ;
শোভে পৃষ্ঠোপরে চিতাচর্ম্ম সুশোভন।
রাজে শিরে অরিত্রাস ধাতু-শিরস্ত্রাণ ;
ঝকে করে ভীমাকৃতি বর্শা খরশাণ।
এরূপে সাজিয়া যুবা চলে দর্পভরে,
অরিসেনা পানে, হায় ! জনমের তরে !
সাধিতে সাহসী যুবা দুষ্কর করম,
সবে করিয়াছে ট্রয়সেনা অতিক্রম,
হেন কালে শুনি' আগন্তুক-পদধ্বনি,
কহে ডায়োমেডে উলেসিস্ বীরমণি ;—

শুন সখে ! দুঃসাহস অরি কোন জন
যায় দ্রুত, কিংবা হেথা করে আগমন ;
অরাতির গুপ্তচর বুঝিনু ইহায় ;
কিংবা হত বীর-সাজ হরিছে নিশায়।
হ'ক অগ্রসর, বাধা নাহি প্রয়োজন,
পশ্চাৎ হইতে পরে কর আক্রমণ ;
যদি দ্রুতবেগে দুষ্ট হয় ধাবমান,
নারিবে স্বদলে পুনঃ করিতে পয়ান।
র'বে মধ্যভাগে অরি, ধরিব বরষা,
উন্মূলিত হ'বে ট্রয়-গমন-ভরসা।

এত কহে বিজ্ঞ। দোঁহে গিয়া একধারে,
লুকায় ত্বরিত শবরাশির মাঝারে।
নিশঙ্ক-হৃদয়ে চর দ্রুতপদে ধায় ;
নিঃশব্দে প্রবীরদ্বয় অনুসরে তায়।

যথা বলী যুগ্ম বৃষ যোজিত লাঙ্গলে,
সমভাবে অবস্থিত, সমভাবে চলে ;
উত্তোলিয়া ভীমাকৃতি বরষা তেমতি,
চলে ডায়োমেড্, উলেসিস্ মহামতি ।
পদধ্বনি ডোলনের পশিল শ্রবণে ;
ভাবিল হেক্টর্ বুঝি প্রেরে অন্য জনে ।
অতীব নিকটে, তবু নাহিক উত্তর,
শত্রু বলি' বুঝে এবে যুবক-প্রবর ।
নিবিড় কান্তারে যবে, তুরগে যেমন,
শিকারি কুক্কুরদ্বয় করে আক্রমণ,
কভু দৃশ্যমান তারা, কভু বা লুকায় ;
কুরঙ্গ পরাণ-ভয়ে উভরড়ে ধায় ;
পলায় তেমতি ভয়ে ট্রয়-গুপ্তচর ;
আক্রমে তেমতি দুই গ্রীক্ বীরবর ।
ধাবি' ঊর্দ্ধশ্বাসে যুবা প্রাণ রক্ষিবারে,
মিশাইল প্রায় গ্রীক্ প্রহরি-মাঝারে ।
দাঁড়াইল টিডাইডিস্ ; বোধ জ্ঞানময়,
(পালাস্-প্রসাদে) তাঁর হৃদয়ে উদয়;
পাছে অগ্রসরি' কোন গ্রীক বীরজন,
নাশি' চরে, খ্যাতি তাঁর করয়ে হরণ ।
কহে বীর উচ্চরবে ;—কর অবস্থান,
নতুবা নিক্ষেপি' অস্ত্র নাশিব পরাণ ।
এত কহি' শূন্যে অস্ত্র হানে বীরবর ;
গর্জ্জি, ভীম প্রহরণ চর-শিরোপর,
বিদ্ধিল ভূপৃষ্ঠে ; হতভাগ্য যুবা হায় !
ত্যজিয়া জীবন-আশা কাঁপিয়া দাঁড়ায় ।

ঘূরিল মস্তক, দেহ অবশ হইল ;
বাজে ভয়ে দন্তপাঁতি, বর্ণ পলাইল।
গ্রীক্ বীরদ্বয় এবে ধরিল তাহায় ;
কাতর বচনে যুবা প্রাণভিক্ষা চায়।

আশ্রিত যুবার আজি কর প্রাণদান ;
বহু ধন পিতা মম করিবে প্রদান।
সুবর্ণ পিত্তল লৌহ পর্ব্বত-আকারে,
স্থাপিত হইবে ত্বরা তরণী মাঝারে।

হেন বাক্যে বিজ্ঞবর উলেসিস্ কয় ;
ত্যজ শঙ্কা, নাহি যুবা, মরণের ভয়।
এ হেন যামিনী-যোগে কহ কি কারণ,
ভীম রণাঙ্গণে একা করিছ ভ্রমণ ?
হেক্টর-আদেশে তব বাসনা কি চিতে,
গুপ্তভাবে মোসবার দুর্গ পরীক্ষিতে ?
অথবা আঁধারে, তুমি কাপুরুষ জন,
শায়িত বীরের সাজ করিছ হরণ ?

বিবর্ণ ডোলন্ এবে কহিল কাতরে ;
(আতঙ্কেতে অঙ্গ তার কাঁপে থরথরে)।
হেক্টরের প্রলোভনে হ'য়ে ক্ষিপ্তপ্রায়,
আঁধারে হে বীরদ্বয় ! আইনু হেথায়।
একিলিস্ প্রবীরের রথ অনুপম,
সমরে সতত জয়ী দিব্য তুরঙ্গম
পা'ব পুরস্কার, এই অলীক আশায়,
বাহিরিনু জানিবারে গ্রীক্-অভিপ্রায় ;
পলায় কি গ্রীক্দল ত্যজিয়া সমর,
কিংবা নাহি জাগে শ্রান্ত প্রহরি নিকর ?

বীর তুমি ; যুক্ত বটে হেন পুরস্কার !
(উত্তরিল উলেসিস্ হসিয়া এবার ;
সে সব স্বর্গীয় অশ্ব দুর্লভ মহীতে,
সামান্য মানব কভু না পারে দমিতে।
দেবী-গর্ভে একিলিস্ লভিল জনম ;
কষ্টেতে শাসেন তবু হেন তুরঙ্গম।
জিজ্ঞাসি এখন, কহ যথার্থ-প্রমাণ,
বীরেন্দ্র হেক্টর কোথা করে অবস্থান ?
কোথা অশ্ব তাঁর ? কোথা সেনাপতিগণ
যায় নিদ্রা ? কহ আজি জাগে কত জন ?
কি করে মন্ত্রণা, রণে লভিয়া বিজয়,
প্রকাশ ত্বরিত, যদি থাকে প্রাণ-ভয় ?
কহ কি আবার যুদ্ধ বাজিবে এ স্থলে,
অথবা নগর-সীমা প্রাকারের তলে ?
উত্তরিল ভয়ে উমিডিসিস্-কুমার ;—
প্রকাশিব বীর ! যাহা বিদিত আমার।
ইলসের স্তম্ভ পাশে শিবিরে আপন,
হেক্টর মন্ত্রণা করে সহ নেতাগণ।
না আছে নির্দ্দিষ্ট কোন প্রহরীর দল ;
জাগিছে ট্রোজান্ যথা জ্বলিছে অনল।
জাগে মাত্র ট্রয়বাসী ঘোর আশঙ্কায় ;
বিদেশীয় সেনাদল সুখে নিদ্রা যায় ;
দূরে তা'সবার পুত্র পত্নী পরিজন,
অরি-আক্রমণে তাই নিশ্চিন্ত এমন।
নিদ্রিত কি তারা এবে ট্রোজান্ মাঝারে,
(কহে বিজ্ঞবীর) কিংবা ব্যাপ্ত চারিধারে ?

ককন্-কেরিয়া সেনা (কহে গুপ্তচর,)
ভীষণ পিগনদল মহাধনুর্দ্ধর,
লিলিজি-সমরী, পিলাস্গিয়া-যোধগণ,
করেছে বারিধিতীরে শিবির স্থাপন।
বসিছে অনতিদূরে, ক্ষেত্রের উপর,
লিসীয়া, মিসীয়া, মিয়োনিয়ান্-নিকর,
ফ্রিজিয়ার অশ্বী যথা থিস্‌ব্রাস্ প্রাকার;
থ্রেসিয়ার সেনা নাহি সংশ্রবে কা'র;
লইয়া সম্প্রতি ট্রয়ে হেন সেনাগণ,
আসিল হ্রসস্, ইয়োনুসের নন্দন।
শুভ্র অশ্বগণ তাঁর, হেরেছি নয়নে,
গমনের বেগে জিনে ভীম প্রভঞ্জনে।
সমুজ্জ্বল রথ তাঁর রজত-মণ্ডিত;
অস্ত্রাবলী, তনুত্রাণ সুবর্ণ-খচিত;
হেন দীপ্তিমান বর্ম্ম সৌন্দর্য্য আধার,
মনুষ্যের যোগ্য নহে, সাজে দেবতার!
গ্রীক্-দুর্গে মোরে এবে ল'য়ে চল হায়!
কিংবা বাঁধি' হতভাগ্যে রাখহ হেথায়,
কঠিন নিগড়ে; নহ জ্ঞাত যতক্ষণ,
যথার্থ অথবা মিথ্যা, মম এ বচন।
তর্জ্জি' টিডাইডিস্ বীর করিল উত্তর;—
জীবনের আশা তব নাহি গুপ্তচর!
রক্ষিব কি পাপ প্রাণ, ভবিষ্যৎ রণে,
হেন সাহসের কার্য্য সাধন কারণে?
কিংবা গ্রীক্ গূঢ়তত্ব করা'তে প্রকাশ?
বিশ্বাসঘাতক জনে কে করে বিশ্বাস?

এত কহে রোষে বীর ! হতভাগ্য জন,
উদ্যত সভয়ে তাঁর ধরিতে চরণ,
হেনকালে কাল অসি চপলার প্রায়,
ছেদিয়া মস্তক তার পাড়িল ধরায়।
শমন-আগারে আত্মা করে পলায়ন ;
অস্ফুট বিনয়-বাক্য উচ্চারে বদন।
হরে বীরদ্বয় তার বর্ষা খরশাণ,
চিতা-চর্ম্ম, ভীম চাপ, রম্য শিরস্ত্রাণ।
হৃত অস্ত্র স্বর্গপানে করি' উত্তোলন,
মিনার্ভায় উলেসিস্ করে নিবেদন ;—
রণেশ্বরি ! শত্রুসাজ লহ উপহার ;
অর্পগো থ্রেসীয় অশ্ব শ্রম-পুরস্কার।
সমগ্র অমর আগে পূজিগো তোমায়,
মনস্কাম পূর্ণ মাতঃ ! করগো কৃপায়।
এত কহি' হৃত দ্রব্য রুধির-দূষিত,
উচ্চ এক বৃক্ষোপরে করিল স্থাপিত।
শাখা পত্র, পরে বীর সংগ্রহ করিয়া
রাখে স্তূপাকারে, পুনঃ আসিবে চিনিয়া।
ক্ষেত্র মধ্য দিয়া দোঁহে চলিল ত্বরিত,
পিচ্ছিল শোণিতে, ঢাল-বরম-পূরিত।
উত্তরিয়া বীরদ্বয়, নিশ্চিন্তে যথায়,
ক্লান্ত থ্রেসিয়ার সেনা সুখে নিদ্রা যায়,
করে বিলোকন, দল বিভক্ত ত্রিভাগে ;
অবস্থিত অশ্ব প্রতি বীর-পার্শ্বভাগে।
তাসবার সুশাণিত নানা প্রহরণ
শোভে, সারিসারি, ভূমে ঝলসি' নয়ন।

নিদ্রিত হৃসস্ রথী স্বসেনা মাঝারে ;
বদ্ধ অশ্বগণ তাঁর বরূথীর ধারে।
হেন দৃশ্য উলেসিস্ প্রথমে হেরিয়া,
কহিলেন ডায়োমেডে উল্লাসে মাতিয়া ;—
ঐ রথ, ঐ অশ্ব, ঐ সেই জন,
শোভে হেমবর্ম্ম, যথা বর্ণিল ডোলন্ !
যাও রথপাশে টিডাইডিস্ বীরবর !
অশ্বগণে উন্মোচিত করহ সত্বর ;
কিংবা বীরকার্য্যে যদি ধায় তব মন,
কর হত্যা ; মোচি আমি অশ্বের বন্ধন।
এত কহে বিজ্ঞ বীর ; পালাস্ এবার,
অর্পিল অতুল বল ভক্তজনে তাঁর।
বীর টিডাইডিস্ যথা হয় ধাবমান,
তৃপ্ত রক্ত পানে তাঁর তৃষিত কৃপাণ।
প্রবল শোণিত-নদী ভাসায় প্রাঙ্গণ ;
উঠে সমরে ক্ষীণ অস্ফুট রোদন।
নিশায় কানন ত্যজি' ভয়াল কেশরী,
সেইরূপ অলক্ষিতে আক্রমে নগরী ;
নখরে করিয়া ভগ্ন কুটীরের দ্বার,
অসহায় মেষগণে করয়ে সংহার।
দ্বাদশ অরির প্রাণ করিয়া হরণ,
বিজাতীয় কোপ বীর করে সংবরণ।
উলেসিস্ বান্ধবের পশ্চাতে থাকিয়া,
হত জনে পদে ধরি' আনিছে টানিয়া ;
লইতে শিবিরে হৃত তুরঙ্গম গণে,
পথ পরিষ্কার বিজ্ঞ করে সযতনে ;

পাছে এ তুরগগণ সমরে নূতন,
হেরি' শবরাশি ভয়ে করে উলম্ফন।
টিডাইডিস্, ভূপতিরে হেরিয়া এবার,
সুশাণিত খড়্গে শির ছেদিল তাঁহাব।
রণেশ্বরী এ সময় প্রেরিল স্বপন,
পশিয়া শিবিরে যেন বীর একজন,
তীব্র অসিঘাতে বক্ষ ভেদিল তাঁহার ;
হেরি' এ স্বপন ভূপ না জাগিল আর !
এবে শ্বেত অশ্বগণে উন্মোচিত করি',
আনিলেন উলেসিস্ রৌপ্য রশ্মি ধরি'।
ধনুর আঘাতে বিজ্ঞ তুরঙ্গে চালায়,
(হৃসসের রথে কশা,—বিস্মরিল তায় ;)
বান্ধবে নিবৃত্ত হ'তে কহে অতঃপর ;
কিন্তু নহে পরিতৃপ্ত সে বীর-অন্তর।
চিন্তে ডায়োমেড্ বীর উত্তোলি' কৃপাণ,
হরিতে এখনো বহু অরাতির প্রাণ,
দলি' শত্রুদেহ রথ আনিব টানিয়া,
কিংবা লঙ্ঘি' তায় বাহুবলে উত্তোলিয়া।
এই চিন্তা মনে বীর করে আন্দোলন ;
কহেন মিনার্ভা এবে দিয়া দরশন ;—
ক্ষান্ত হও পুত্রগণ ! সংবরি' এবার,
ভীমহত্যা, নিজস্থানে যাও পুনর্ব্বার।
পলাও ত্বরিত, পাছে করি' বিলোকন,
হ'ন ক্রুদ্ধ ট্রয়পক্ষ দর্পী সুরগণ।
এত কহি' রণেশ্বরী ধাবিল অম্বরে।
উঠে অশ্বে ডায়োমেড্ চকিত অন্তরে।

উলেসিস্ দৃঢ় ধনু করেন আঘাত;
ধাবিল তুরঙ্গগণ যেন ঝঞ্ঝাবাত।
পলায় এরূপে দোঁহে; দেব দিবাপতি,
হেরেন অম্বর-পথে মিনার্ভার গতি;
জয়ী ডায়োমেড্ বীরে দেখেন নয়নে;
জ্বলে ক্রোধানল তাঁর হৃদে সেইক্ষণে।
উরি দেব দ্রুতগতি ট্রোজান-শিবিরে,
জাগাইল (দিবামুখে) হিপোকুন্ বীরে।
(রণভূমে হৃসসের সদা পার্শ্বচর,
নিকট আত্মীয়, উপদেষ্টা নিরন্তর।)
উঠি' বীর দেখে রক্তে আপ্লুত প্রাঙ্গণ,
নাহি পূর্ব্বস্থানে শ্বেত তুরঙ্গমগণ।
মৃতকল্প বীরকুল লুণ্ঠিত ভূতলে,
হেরি' দুঃখে বক্ষঃ তাঁর ভাসে অশ্রুজলে
দ্বিখণ্ড বান্ধব-দেহ করি' দরশন,
আর্ত্তনাদে শূর এবে ফাটায় প্রাঙ্গণ।
ধাবিয়া ট্রোজান-দল চকিত অন্তরে,
ভীষণ নিশার হত্যা বিলোকন করে।
ইতোমধ্যে ত্বরিত গ্রীক বীরদ্বয়,
ডোলনের হত্যাস্থানে উপনীত হয়।
উলেসিস্ দমে অশ্বে; টিড্রুস্-নন্দন,
উতরিয়া হৃতদ্রব্য আনে সেইক্ষণ;
আরোহিল পুনর্ব্বার কাঁপায়ে প্রাঙ্গণ;
দুর্গপানে বায়ুবেগে ধায় অশ্বগণ।
প্রবীণ নেস্টর এবে শুনিয়া শ্রবণে
পদধ্বনি, কহে সমবেত শূরগণে;—

অদূরে বিকট শব্দ শুন বীরচয় !
তুরগের পদধ্বনি হেন জ্ঞান হয়।
বোধ হয় অরাতির হয় বেগবান,
(ঈশ্বর করুন সিদ্ধ মম অনুমান !)
ডায়োমেড, উলেসিস্ আনিছে হরিয়া,
জিনিয়া অগণ্য অরি উল্লাসে মাতিয়া ;
কিন্তু ভীত আমি, (যেন না হয় এমন !)
বেড়িয়াছে দোঁহাকারে শত্রু অগণন ;
হয় ত পশ্চাতে তারা প্রধাবিত হয় ;
হায় ! বুঝি হত আজি মহাবীরদ্বয় !
হেনকালে শূরযুগ উতরি' তথায়,
অশ্ব হ'তে লম্ফ দিয়া পড়িল ধরায় ;
সম্ভাষে ভূপতিগণে, করে নমস্কার।
উল্লাসে নেষ্টর বৃদ্ধ জিজ্ঞাসে এবার ;—
ধন্য বীরদ্বয় ! আজি করিলে যে কাজ,
চিরদিন যশোকীর্ত্তি করিবে বিরাজ !
কা'র অশ্ব, কি উপায়ে করিলে হরণ,
দেবদত্ত উপহার, কিংবা শত্রুধন ?
অরুণের অশ্ব বিশ্ব আলোকে আভায় ;
কিন্তু এ তুরগ কাছে তুচ্ছ তুলনায় !
যদি বৃদ্ধ আমি, তবু দিনেকের তরে,
না জানি আলস্য, যুঝি ভীষণ সমরে ;
কিন্তু হেন তুরঙ্গম, কহিনু নিশ্চয়,
কদাপি নয়নে মম পতিত না হয় !
অর্পিল অমর কোন, বিশ্বাস আমার,
ধার্ম্মিক তোমরা, সদা প্রিয় দেবতার।

যতনে দোঁহায় রক্ষে দিবস শর্ব্বরী,
বজ্রপাণি যোড়্, ভীমা সমর-ঈশ্বরী।
শুন তাত! (ইথেকস্ করিল উত্তর)
নহে দেবদত্ত এই তুরঙ্গ নিকর।
হেন অশ্ব ধনশালী থ্রেসের রাজার;
বীর টিডাইডিস্ তাঁয় করেছে সংহার।
নিদ্রিত আছিল ভূপ, না জাগিল আর!
মরিল দ্বাদশ জন পার্শ্বভাগে তাঁর।
এই যে অপর দ্রব্য হেরিছ নয়নে,
লভিয়াছি, মহাভাগ! জিনিয়া ডোলনে,
অতি দ্রুতগামী যুবা, হেক্টরের চর;
শায়িত অকালে এবে সৈকত উপর।
চলিল তুরগ এবে পরিখার পার;
পাছু ধায় হৃষ্ট গ্রীক করিয়া চীৎকার।
টিডাইডিস্ প্রবীরের সুচারু বিস্তৃত
অশ্বাগার অশ্বগণ করে আলোকিত।
গ্রীকের বশ্যতা হয় মানিয়া এবার,
তুলি' হ্রেষারব সুখে করহে আহার।
হত ডোলনের বর্ম্ম আদি প্রহরণ,
বিজ্ঞবর উলেসিস্ করিয়া গ্রহণ,
তরীমাঝে, উচ্চস্থানে রাখিল তুলিয়া,
ইষ্টদেবী রণেশীরে যত্নে নিবেদিয়া।
সাধি' নৈশ কাণ্ড, বীরদ্বয় অতঃপরে,
ধৌত করে ঘর্ম্ম রক্ত নিকট সাগরে।
পশি' স্নানাগারে দোঁহে অতি আয়াসিত,
স্নিগ্ধ তৈলে দেহগ্রন্থি করেন মর্দ্দিত;

রণেশ্বরী পালাসেরে পূজি' ভক্তি ভরে,
তৃপ্ত পরিমিতাহারে, শ্রান্তি দূর করে।
প্রসন্না রণেশী শান্তি অর্পিল দোঁহায়।
কাঞ্চনের পাত্র গ্রীক্ ভরিল সুরায়।

দশম কাণ্ড সমাপ্ত

একাদশ কাণ্ড।

তৃতীয় যুদ্ধ ও এগামেম্‌ননের শৌর্য্য।

বিষয়।

এগামেম্‌নন্‌ সমরসাজে সজ্জিত হইয়া গ্রীক্‌গণকে লইয়া যুদ্ধে গমন করেন। হেক্টর সমরার্থে ট্রোজানগণকে সজ্জিত করেন; এবং যোভ্‌, জুনো ও মিনার্ভা যুদ্ধের ইঙ্গিত করেন। এগামেম্‌নন্‌ অদ্ভুত বীর্য্য প্রদর্শন করেন; এবং যোভ্‌ (আইরিস্‌ দেবীকে প্রেরণ করিয়া) হেক্টরকে, যে পর্য্যন্ত না সম্রাট আহত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হন, যুদ্ধে ক্ষান্ত থাকিতে আদেশ করেন। রাজপুত্র অনেক শত্রু নিহত করেন; উলেসিস্‌ ও ডায়োমেড্‌ কিছুক্ষণের জন্য তাঁহাকে বাধা দেন; কিন্তু ডায়োমেড্‌ পারিস কর্তৃক আহত হইয়া, সহচরকে বিপদ-সাগরে ফেলিয়া পলাইতে বাধ্য হ'ন; উলেসিস্‌ ট্রোজানগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া আহত হ'ন; এবং মেনিলস্‌ ও এজাক্স এই মহাবিপদ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করেন। হেক্টর, এজাক্সের বিরুদ্ধে আগমন করেন; কিন্তু ঐ বীর একাকী বহু শত্রুকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া গ্রীক্‌গণকে স্থির রাখেন। ইত্যবসরে অপর পার্শ্বে মেকেয়ন্‌, পারিসের শরে আহত হইয়া নেষ্টরের রথে যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে অপসারিত হন। একিলিস্‌, (নিজ পোত হইতে দর্শন করিয়া) কোন্‌ গ্রীক্‌ আহত হইয়াছেন জানিবার নিমিত্ত পেট্রোক্লস্‌কে প্রেরণ করেন। নেষ্টর আপন শিবিরে তাঁহার অভ্যর্থনা করেন; এবং সেই দিবসের ও পূর্ব্ব যুদ্ধ সকলের বিবরণ বর্ণন করিয়া,স্বদেশীয়গণের রক্ষার্থ একিলিস্‌কে অনুরোধ করিতে কিংবা তাঁহার বর্ম্মে সজ্জিত হইয়া নিজে যুদ্ধে আসিবার অনুমতি লইতে প্রার্থনা করেন। প্রত্যাগমন সময়ে পেট্রোক্লস্‌ আহত উরিপিলস্‌কে অবলোকন করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করেন।

(অষ্টবিংশ দিবসের বিবরণ এই কাণ্ডে আরম্ভ হইয়া দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ,ও অষ্টাদশ কাণ্ডের কিয়দংশে শেষ হইয়াছে। দ্রুে-ইলসের স্তম্ভ সমীপস্থ প্রাঙ্গনে।)

সুন্দর প্রভাত সুখশয্যা পরিহরি',
নামিলেন ভূমে এবে রক্ত বস্ত্র পরি' ;
আলোকে মানবগণ পুলকিত মন ;
পুনঃ সুমধুর হাসি হাসিল গগন।
কৃতাস্তা ইরিস্‌দেবী, যোভের আজ্ঞায়,
উজলি' অম্বরতল লোহিত আভায়,
জ্বলন্ত বিবাদচিহ্ন বাতি লয়ে করে,
নামিলেন বাত্যাসহ বাহিনী উপরে।
উলেসিস্‌-তরীপ'রে, সুদূর গগনে,
আবির্ভূতা দেবী, হাঁকে কঠোর নিশ্বনে।
এজাক্স ও একিলিস্‌ দূরে করে বাস,
শুনি' ভীম হুহুঙ্কার, পাইল তরাস।
এবে এ ভীষণ বার্ত্তা, অর্থীয় নিকর
গায় উচ্চরবে, গ্রীক্‌ বাহিনী ভিতর ;
কাঁপে পোত শ্রেণী ; শুনি' এ হেন আহ্বান,
সাজে ব্যগ্রভাবে যত বীরের সন্তান।
স্বদেশ-গমন-বাঞ্ছা না রহিল আর ;
অন্তর সমররঙ্গে মাতিল সবার!

উচ্চাদেশে, স্বদৃষ্টান্তে এগামেম্‌নন্‌
করে উৎসাহিত যত সমরীর মন।
দর্পী গ্রীস্‌অধিপতি, সবার প্রথমে,
আবরিত করে দেহ সুদৃঢ় বরমে।
শশব্যস্তে নরবর পরিলেন পায়,
সুন্দর পাদুকা, রৌপ্য তারা ঝকে তায়।
সিনিরস্‌ ভূপতির চারু উরস্ত্রাণ,
বিশাল উরস্‌ তাঁর করে শোভমান,

(সাইপ্রিয়ান্ উপকূলে ভূপতি উদার,
গ্রীসের সমর-যশঃ শুনিয়া অপার,
দর্পী নরবর সহ মিত্রতা-কারণ,
হেন উরস্ত্রাণ তাঁয় করেন প্রেরণ।)
দশ শ্রেণী লৌহ তারা শোভে'পরে তার,
সুবর্ণ দ্বাদশ শ্রেণী, বিংশ টিনসার।
কৃত্রিম সপক্ষ তিন সর্প ভয়ঙ্কর,
বক্র গল-ত্রাণে; তা'সবার শল্ক'পর,
প্রতিফলি' রবিকর, বিবিধ বরণে,
ঝকে যেন রামধনুঃ উদিত গগনে;
(রঞ্জিত যোভের ধনুঃ প্রকাশি' অম্বরে,
দেখায় সৌভাগ্যচিহ্ন মানব নিকরে।)
প্রলম্বিত উত্তরীয় অতি চমৎকার,
স্কন্ধ হ'তে; দুলে তায় দীর্ঘ তরবার;
অতি স্থূল মুষ্টি তার নির্ম্মিত কনকে,
রজত-রচিত কোষ ঝকে ঝকঝকে।
প্রকাণ্ড গোলক, সুবিশাল ঢাল'পরে,
চারি ভীতে তীব্র ছটা বিকীরণ করে;
দশধা পিত্তল সেই ঢালের বেষ্টন,
বিংশধা পিত্তল তার দৃঢ় আবরণ;
তর্জ্জে ক্ষেত্র'পরে তার গর্গন্ ভয়াল;
কুণ্ডলিত নানা সর্পে বেষ্টিত সে ঢাল।
দুলে রৌপ্য রজ্জু এক নিম্নেতে তাহার,
জড়িত ভুজঙ্গ তায় ভীষণ আকার,
সুনীল সুদীর্ঘ অঙ্গ ক্রমে তরঙ্গিত,
তিনটী মস্তক কারুকার্য্য-সমন্বিত।

সুন্দর শিরস্ত্র ভূপ পরিল মাথায়,
তুরঙ্গম-পুচ্ছে তার শিখা শোভা পায়;
ধরিলেন অতঃপর বরষা-যুগল;
ছটায় সমর-ভূমি হইল উজ্জ্বল!
এবে দিবেশ্বরী জুনো, সমর-ঈশ্বরী,
জানান মঙ্গল গ্রীকে বজ্রনাদ করি'।
শূন্যে আবির্ভূতা দোঁহে ভূপ-শিরোপরে,
অপেক্ষা করেন রণ মেঘের অন্তরে।
খাত-সন্নিধানে দ্রুত তুরঙ্গ-যোজিত,
সারথি, অগণ্য রথ করিয়া সজ্জিত,
করিছে অপেক্ষা; এবে উঠে রথিগণ;
ছুটে অশ্বকুল রণে, সম সমীরণ।
ধরিয়া বিশাল ঢাল, কাঁপায়ে মেদিনী,
ধাবিল পশ্চাতে তার বিশাল বাহিনী।
শুনি' সিংহনাদ ক্ষোভে তপন তাপিত;
উথলে বারিধি-জল; পৃথ্বী প্রকম্পিত।
নিজে যোভ্, সাজে সেনা আদেশে যাঁহার,
বরিষেন রণাঙ্গনে শোণিতের ধার;
হায়! ঘোর দুঃখ তাঁর সমুদিত চিতে,
হেন নরহত্যা-কাণ্ড নয়নে হেরিতে!
ইলসের স্তম্ভপাশে, নানা অস্ত্রধারী
অসংখ্য ট্রোজান্ সেনা শোভে সারি সারি;
হেক্টর্, পলিডেমস্ প্রজ্ঞা-সমন্বিত,
ইনিয়স্ দেবসম সতত পূজিত,
দর্পী পলিবস্, এজিনর মহামতি,
সহোদর দোঁহে এণ্টিনরের সন্ততি,

একামস্, রূপে যাঁর দেব লাজ পায়,
বাহিনীর মধ্যভাগে সদর্পে দাঁড়ায়।
আবৃত বিশাল ঢালে হেক্টর্ ধীমান,
কৌশলে অদ্ভুত ব্যূহ করেন নির্ম্মাণ।
লোহিত তারকা যথা ঝলসি' নয়ন,
কভু ঝকে, কভু মেঘে হয় অদর্শন,
তেমতি বাহিনী মাঝে বীরেন্দ্র বেড়ায়,
কভু বা সম্মুখে, কভু সেনাতে মিশায়;
বর্ম্ম তাঁর, যবে শূর ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে,
স্রাবে অগ্নিকণা, যে বিদ্যুৎ বিকাশে।
যথা ক্ষেত্রে শ্রেণীবদ্ধ কৃষকের দল,
করেতে কর্ত্তনী, দেহে ঝরে স্বেদজল,
পরিশ্রমি' অবিরাম, সমভাবে যায়;
পক্বশস্য-তৃণকুল ভূতলে লুঠায়;
তেমনি ট্রোজান্ গ্রীক্ মাতিল সমরে;
পড়িল অসংখ্য সেনা রণভূমি' পরে।
না ফিরে পশ্চাতে কেহ, যুঝে প্রাণপণে,
পদাতি পদাতি সহ, রথী রথী সনে।
ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল যেন করিছে শিকার;
প্রতিবীর-দেহ বাহি' ঝরে রক্তধার।
পলায় অমর! একা বিবাদ ভীষণ,
নাচিয়া উল্লাসে, হত্যা করে বিলোকন।
সমুজ্জ্বল বপুধারী যতেক অমর
বসে হেম হর্ম্ম্য মাঝে দেবগিরি'পর;
হেরিয়া ভীষণ হত্যা বিষাদের ভরে,
একবাক্যে নিন্দে যোভে পক্ষপাত তরে।

একান্তে একাকী বজ্রপাণি দেবরাজ,
স্বর্ণ সিংহাসন' পরি করেন বিরাজ ;
হইয়া বেষ্টিত দীপ্ত গৌরবে অপার,
করিছেন একমনে অদৃষ্ট-বিচার।
পৃথ্বী পানে দিবেশ্বর ফিরায়ে নয়ন,
নিরখেন হর্ম্ম্যদামে শোভে ইলিয়ন্,
পোতপরিবিত সিন্ধু, ভীম রণস্থল,
গর্জ্জে জেতা, পড়ে ভূমে হত বীরদল।
এরূপে, অম্বরে যবে বালক তপন
বিস্তারেন ক্রমে ক্রমে উজ্জ্বল কিরণ,
তর্জ্জিয়া করাল কাল চৌদিকে বেড়ায় ;
শোণিতে সমরিকুল অঙ্গন ভাসায় ;
কিন্তু এবে, (যবে স্নিগ্ধ উপত্যকা'পরে,
তপ্ততনু কাঠুরিয়া শ্রান্তি ক্লান্তি হরে ;
আয়াসিত বাহু নারে ধরিতে কুঠার,
না থাকে ছেদিতে কাষ্ঠ সামর্থ্য তাহার,
ত্যজে পরিশ্রম তবে ; কিন্তু যতক্ষণ,
নহে মহীরুহশূন্য অর্দ্ধেক কানন।)
উঠিলে অম্বর মাঝে মধ্যাহ্ন তপন,
হইল শিথিল রণে গ্রীক্ সেনাগণ।
বলী এগামেম্নন্ ধাবিয়া এবার,
রোষভরে বিয়েনরে করেন সংহার ;
অইলুস্, সারথি তাঁর, প্রতিহিংসা তরে,
রথ হ'তে লম্ফ দিয়া পড়ে ভূমি'পরে ;
কিন্তু ভূপকরচ্যুত নারাচ ভীষণ,
ভেদিয়া মস্তক তাঁর, হরিল জীবন।

অস্ত্র তনুত্রাণ ভূপ লইল কাড়িয়া ;
ভূমে হায় ! যুবাদ্বয় রহিল পড়িয়া।
ধূলায় লুঠায় এবে রম্য কলেবর ;
হরে চারু মুখকান্তি প্রখর ভাস্কর !
ধায় রণে প্রায়ামের যুবা সুতদ্বয়,
পত্নীজাত এক, অন্য কৃত্রিম তনয়।
এক রথে যুবাযুগ করিছে বিরাজ ;
বুঝে এক, করে অন্য সারথির কাজ।
চরা'ত যুবকদ্বয় সতত কুশলে,
জনকের পশুপাল ইডাগিরি-তলে।
একিলিস্ গিরি'পরে হেরিয়া দোঁহায়,
বেঁধেছিল এককালে কঠিনা লতায়।
প্রচুর নিস্ক্রয়ে পিতা উদ্ধারে তখন,
আট্রাইডিস্-করে হারা'তে জীবন।
ইসস্ রথীর বক্ষঃ ভাসে রক্তধারে ;
ছিন্নশিরা ভ্রাতা পরে পড়ে তাঁর ধারে।
নিরখিয়া অসময়ে দোঁহার নিধন,
আতঙ্কে ট্রোজান্‌কুল করে পলায়ন ;
সেইরূপ, বনস্বামী কেশরী যেমন,
কাননে কুরগশিশু করে আক্রমণ,
ভাঙ্গি' গ্রীবা রক্তপান করে হৃষ্টমনে,
চিবায় কোমল অস্থি বিকট দশনে ;
হরিণী, এ ভীম দৃশ্য নয়নে হেরিয়া,
পলায় সুদ্রুত ঘোর আতঙ্কে কাঁপিয়া ;
আহা ! ঊর্দ্ধশ্বাসে মাতা ধায় বনান্তরে,
আয়ত যুগল নেত্রে অশ্রুধারা ঝরে !

ভগ্ন ব্যূহ মাঝে এবে করিল শয়ন,
দুষ্ট এণ্টিমেকসের দর্পী পুত্রগণ।
নীচ পিতা, পারিসের উৎকোচ-গ্রহণে,
না করে সম্মতি-দান হেলেনা-অর্পণে।
দূরে আট্রাইডিস্ হেরি, তা'সবায়,
শাসিতে করিল বাঞ্ছা দুর্ম্মতি পিতায়।
নিরখি' সম্মুখে ভূপে সহোদরগণ,
ত্যজিল তুরগ-রশ্মি সশঙ্কিত মন :
জানু পাতি' রথ 'পরে বসি' অতঃপরে,
করপুটে প্রাণভিক্ষা যাচিল কাতরে ;—
রক্ষ ভীত যুবাগণে, হে বীরপ্রধান !
সর্ব্বস্ব এণ্টিমেকস্ দিবে তোমা দান,
পশিবে এ বার্ত্তা যবে তাঁহার গোচরে,
বন্দী করিয়াছ সুতে না বধি' সমরে।
কনক পিত্তল লৌহে, কহিনু নিশ্চিত,
তব পোতশ্রেণী বীর ! হইবে পূরিত।
এত কহি' অশ্রুধারে ভাসে যুবাগণ,
প্রাণ ভয়ে ; নাহি টলে ভূপালের মন।
সরোষে গ্রীসীয়নেতা করিল উত্তর,
নহে কৃপাপাত্র এণ্টিমেকস্-কোঙর ;
তুচ্ছ অর্থলোভে সেই পামর দুর্ম্মতি,
উলেসিস্, মেনিলসে করিল দুর্গতি ;
করে সন্ধিভঙ্গ ; কহ দয়া কোথা আর !
প্রাণদানে কর এবে প্রায়শ্চিত্ত তার।
এত কহি', রথ হ'তে বলে আকর্ষিয়া,
নাশে পিসেণ্ডারে ; আত্মা যায় পলাইয়া।

রথ হ'তে ভ্রাতা ভূমে পড়িবে যেমন,
ভীম অসি, বাহুদ্বয় করিল ছেদন।
ছেদিত মস্তক তার, শোণিত শ্রাবিয়া,
যোধকুল মাঝে, দ্রুত যায় গড়াইয়া।
তুমুল সংগ্রামে জিষ্ণু ধাবিল এবার ;
ছুটে গ্রীক বীরদল পশ্চাতে তাঁহার।
পদাতি, পদাতিপদে হইল দলিত ;
অশ্ব পদতলে অশ্ব হয় বিমথিত।
স্তূপাকারে রজোরাশি উঠিয়া এবার,
অমল অম্বরতল করিল আঁধার।
পিত্তল-মণ্ডিত-খুর অশ্ব সঞ্চালনে,
উঠে ঘোর শব্দ যেন অশনি নিস্বনে।
বিনাশি' অসংখ্য বীরে ধায় নরবর ;
সবিস্ময়ে হেরে তাঁয় অনীক নিকর।
যবে হুতাশন সখা প্রচণ্ড পবন,
বনমাঝে দাবানল করে সঞ্চালন,
নিকুঞ্জ সে কমনীয়া মাধুরী হারায় ;
মুহূর্ত্তেকে বনস্থলা ভস্মীভূতা, হায়!
সেই রূপ ভূপালের ঘোর ক্রোধানলে,
ছিন্ন ভিন্ন ব্যূহ, সেনা লুঠায় ভূতলে।
পলায় তুরগকুল অসির চিকুরে ;
রথীসুতশূন্য রথ ভীমবেগে ঘূরে,
বিকট ঘর্ঘর রবে সমর অঙ্গনে,
করি' বিদলিত চক্রে ট্রয় সেনাগণে।
শোণিততৃষিত কাল কৃপাণ রাজার,
তুষে গৃধ্রগণে, ধন হরিয়া প্রিয়ার।

বীরেন্দ্র হেক্টর রথী পড়িত এবার ;
কিন্তু রক্ষে যোভ্, নহে কাল পূর্ণ তাঁর।
আয়ুধ-ঝটিকা মাঝে, ট্রয়ের ভূষণ
দাঁড়ায়ে বিকট হত্যা করে বিলোকন।
অতিক্রমি' ইলসের সমাধি-মন্দির,
পলায় ট্রোজান সেনা আতঙ্ক-অধীর।
ডুম্বুর কানন যথা শোভে গিরি পরে,
ছুটে সেই পথে সবে পশিতে নগরে।
পশ্চাতে গর্জ্জিয়া ঘন ধায় নরবর,
ক্রুদ্ধ পরিশ্রমে, রক্তে আর্দ্র কলেবর।
বটবৃক্ষ তলে, যথা শোভে স্কিয়াদ্বার,
সহচর সহবীর থামিল এবার।
এদিকে ট্রোজান দল রণে ভঙ্গ দিয়া,
প্রাণ ভয়ে চারিদিকে যায় পলাইয়া।
যেই রূপ ঊর্দ্ধপুচ্ছে ধায় বৃষগণ,
নিশীথে অদূরে শুনি' কেশরি-গর্জ্জন।
ভয়ে সংজ্ঞাহীন সবে, পড়ে স্তূপ 'পরে ;
খণ্ড খণ্ড করে হরি প্রখর-নখরে।
আটরাইডিস্ রথী বিকট তর্জ্জনে,
আক্রমে তেমতি যত পলায়িত জনে।
নাশে রথিগণে বলে নিক্ষেপি' ভূতলে ;
অট্টহাসি' ভীম কাল নাচে রণস্থলে।
প্রাকারের পাশে জেতা করে মহামার ;
হেরে ভিত্তি, হৃষ্ট স্মরি' পতন তাহার।
উরি' ইডা-গিরি'পরে যোভ্, ক্রুদ্ধমতি,
চালিলেন রোষভরে শত স্রোতস্বতী।

ভীম ভুজে বজ্রপাণি কুলিশ লইয়া,
বিচিত্রা দেবীরে এবে কহেন তর্জ্জিয়া ;—
আইরিস্ ! উতরি ত্বরা রণাঙ্গন ’পরে,
মম উপদেশ কহ বীরেশ হেক্টরে।
যবে এগামেম্নন্ ভূপ মহাবল,
যুঝে অগ্রভাগে, ধ্বংস করে রণস্থল।
নিবার যুঝিতে তাঁয় ; থাকিয়া অন্তরে,
অর্পে যেন রণভার অপরের ’পরে।
কিন্তু যবে গ্রীসাধিপ বিদ্ধ শরাঘাতে,
আরোহিয়া রথে পুনঃ হঠিবে পশ্চাতে।
অসীম সাহস বল অর্পিব তাঁহায় ;
পলা’বে গ্রিসীয় সেনা বিষম শঙ্কায়।
যাবৎ বারিধি মাঝে না ডুবে তপন,
না পরে যাবৎ পৃথ্বী তিমির-বসন।
এতেক কহিল বজ্রী ; আইরিস্ অমরী
চলিল সমর ভূমে আজ্ঞা শিরে ধরি’।
প্রাকার সমীপে দেবী করে বিলোকন,
শোভে দীপ্ত রথে ট্রয়-গৌরব-তপন।
কহিল ত্রিদশী,—শুন প্রায়াম্-কুমার !
আসিয়াছি জানাইতে আজ্ঞা বিধাতার।
যতক্ষণ গ্রীসাধিপ বীর মহাবল,
যুঝে অগ্রভাগে, ধ্বংস করে রণস্থল।
নাহি ধর অস্ত্র বীর ! থাকিয়া অন্তরে,
অর্পহ সমর ভার অপরের ’পরে।
কিন্তু এগামেম্নন্ বিদ্ধ শরাঘাতে,
আরোহিয়া রথে যবে পিছা’বে পশ্চাতে।

অসীম প্রতাপ যোত্ অর্পিবে তোমায় ;
পলা'বে গ্রীসীয় সেনা বিষম শঙ্কায়।
যাবৎ জলধি মাঝে না ডুবে তপন,
না পরে যাবৎ পৃথ্বী আঁধার-বসন।
অদৃশ্যা হইল দেবী। হেক্টর অমনি,
রথ হ'তে পড়ে ভূমে ; কাঁপিল ধরণী।
বাজিল ঝঞ্চনে অস্ত্র ; ভল্ল ধরি' করে,
ভ্রমে বীরবর দ্রুত বাহিনী ভিতরে ;
উচ্চ রবে আশ্বাসিত করে ভীতগণে ;
জ্বলিল জিঘাংসা পুনঃ বীরকুল-মনে।
দাঁড়াইল ট্রয়দল ; গ্রীক্ যোধকুল,
একত্র অপেক্ষা করে সংগ্রাম তুমুল।
নব বলে বলী এবে যতেক সমরী ;
গর্জ্জিল সমর পুনঃ ভীম মূর্ত্তি ধরি'।
ধায় নরবর আগে,'পরে চমূচয়,
মরণ অথবা জয় করিয়া নিশ্চয়,
কহ কলকণ্ঠে অয়ি মিউজ নিকর !
ভূপ-করে অগ্রে পড়ে কোন্ বীরবর ?
তরুণ ইর্ফিডেমস্ সুদক্ষ সমরে,
এণ্টিনর-সুত, জন্মে থিয়নো জঠরে।
শৈশব হইতে থ্রেসে নিজ নিকেতনে,
মাতামহ সিসিয়ুস্ পালেন যতনে।
না পাইতে গুম্ফরেখা বদনে প্রকাশ,
না হ'তে যৌবন-কান্তি সম্যক বিকাশ।
মাতামহ, নিজ কন্যা ভুবন মোহিনী,
অর্পিল সাদরে তাঁয়, (থিয়নো-ভগিনী।)

যৌবন-সম্ভোগ-সুখ না ভুঞ্জিয়া হায়!
আসে যুবা ট্রয়রণে গৌরব-আশায়।
তুষি' নব বধূজনে বিষাদিত চিতে,
করিলেন যাত্রা, জন্মভূমি উদ্ধারিতে।
পের্কোপির তীরে রাখি' দ্বাদশ তরণী,
স্থলপথে ট্রয় যাত্রা করে যুবামণি।
সেনা মুখে বীরবর ধাবি' বেগ ভরে,
আহ্বানিল রণে জিষ্ণু রাজরাজেশ্বরে।
আট্রাইডিস্ বর্ষা হানেন সবলে;
নত যুবা, ব্যর্থ অস্ত্র পড়িল ভূতলে।
এবে মহাক্রোধভরে নেষ্টর নন্দন,
ভূপে লক্ষ্য করি' হানে তীব্র প্রহরণ।
লাগিয়া কবচ 'পরে রজতমণ্ডিত,
তুলি' বজ্রনাদ অস্ত্র হয় বিকুণ্ঠিত।
কঠিন আঘাতে ভূপ ক্রোধে হুতাশন,
ধরি' বাম করে তাঁর নারাচ ভীষণ,
মূহুর্ত্তে করাল অসি নিষ্কাসিয়া বলে,
হানে গ্রীবাদেশে; মুণ্ড পড়িল ভূতলে।
কমনীয় নবযুবা লুণ্ঠিত ধূলায়,
মুদিল নয়নযুগ অনন্ত নিদ্রায়।
ধার্ম্মিক তরুণ আহা! স্বদেশের তরে,
অকালে অমূল্য প্রাণ দিল অকাতরে!
কান্তায় যুবক বীর না তুষিবে আর;
কৌমার্য্যের অবসানে বৈধব্য তাহার!
নাহি পাবে প্রেয়সীর প্রেম আলিঙ্গন,
জীতশত্রু-ধনরাশি করিয়া অর্পণ।

দিয়াছিল কত আশা যুবক প্রেমিক,
নব প্রেয়সীরে,—আহা। হইল অলীক!
ধূলিশয্যা 'পরে জীত শায়িত অঙ্গনে ;
হরে জেতা বর্ম্ম অস্ত্র উল্লাসিত মনে।
কোয়ুন, অগ্রজ তাঁর, পায় দেখিবারে,
পড়িল কনিষ্ঠ ভ্রাতা শবের মাঝারে।
কোমল সুন্দর তনু বিবর্ণ দেখিয়া,
শত ধারে অশ্রু তাঁর পড়ে গড়াইয়া।
শোকে ক্ষিপ্তপ্রায় বীর ধাবি' বেগভরে,
ভূপ-ভূজে অলক্ষিতে বর্ষা লক্ষ্য করে।
অতি দৃঢ় সমুজ্বল বরম ভেদিয়া,
বাহুমাঝে গুপ্ত অস্ত্র পশিল গর্জ্জিয়া।
ফিরিয়া চকিত ভাবে নির্ভীক নৃমণি,
কোয়ুনের পানে বর্ষা তুলিলা অমনি।
ভ্রাতৃদেহ এবে বীর করি' আকর্ষণ,
ডাকে স্বদেশীয়দলে সাহায্য কারণ ;
সুবিশাল দৃঢ় ঢাল করিয়া বিস্তার,
রক্ষা করে সযতনে শরীর ভ্রাতার।
আট্রবাইডিস্ বীর অব্যর্থ সন্ধানে,
ট্রয় যোধে খরধার ভল্ল অস্ত্র হানে।
শুইল ট্রোজান বীর ভ্রাতৃ বক্ষোপরে ;
ভূপের ভীষণ অসি শিরশ্ছেদ করে।
আল্লায়ু অভাগা আহা! সহোদরদ্বয়,
সমকালে প্রেতপুরে উপনীত হয়!
গর্জ্জিছে সমর মাঝে জিষ্ণু নরবর,
নানা অস্ত্র-শস্ত্রাঘাতে ক্ষত কলেবর।

কৃপাণে, নারাচাঘাতে, প্রস্তর বর্ষণে,
ছিন্ন ভিন্ন করে ভূপ ট্র্য়-সেনাগণে।
সর্ব্বাঙ্গে শোণিত তাঁর ঝরে দর দরে;
অনুভব করে রথী ক্ষণকাল পরে,
প্রবল যাতনা তাঁর ভেদিছে অন্তর;—
নারে অঘাতিতে হেন লিথিয়ী নিকর,
(ভয়ঙ্করী দেবীকুল; শরে যাঁ'সবার,
আসন্নপ্রসবা নারী করে হাহাকার।)
যাতনায় ক্ষিপ্তপ্রায় গ্রীক্ নরবর,
উঠি' রথে রশ্মি সূতে অর্পিল সত্বর;
ক্ষোভে বিষাদিত রোষে লোহিত-লোচন,
উচ্চরবে যোধগণে কহেন বচন;—
যুঝ রণে প্রাণপণে ওহে গ্রীক্‌গণ!
মম আরব্ধিত ব্রত কর উদযাপন।
দেখ চেয়ে ক্রোধময় যোভ্ প্রতিকূল,
করিল ছেদন মম সামর্থ্যের মূল।
এত কহে নরবর; সারথি তখনি,
হানে কশা; ধায় রথ কাঁপায়ে ধরণী।
নাসিকায় বাষ্পস্রাবে তুরঙ্গ সবল;
কলেবরে ঘর্ম্ম ঝরে তুষার ধবল।
মুহূর্ত্তে ঘর্ঘর রবে রথ জ্যোতির্ম্ময়,
ভূপের শিবিরদ্বারে উপনীত হয়।
নৃপেরে নিবৃত্ত হেরি' বীরেন্দ্র হেক্টর,
উৎসাহেন সেনাগণে কাঁপায়ে অম্বর।
শুনহে ডার্ডানকুল! লিসিয়ান্ জাতি!
সম্মুখ সমরে বহু লভিয়াছ খ্যাতি।

পূর্ব্বের বিজয় এবে করহ স্মরণ
স্মর লভে কত যশঃ পূর্ব্ব পিতৃগণ।
হের পলাইছে ঐ গ্রীক্ নরবর !
ট্রয়ে অনুকূল বজ্রী জগত ঈশ্বর ।
হও অগ্রসর রণে, ত্যজ প্রাণভয়,
নাশ শত্রু ; আজি রণে বিজয় নিশ্চয় ।
এরূপে হেক্টর রথী, নরদেব-ত্রাস,
ভগ্নমনা বীরগণে প্রদানে আশ্বাস ;
শিকারি কুকুরগণে, লুব্ধক যেমন,
করে উত্তেজিত সিংহে করি' বিলোকন ;
তুষি' মৃদুবাক্যে, ধীরে গাত্রে হানি' কর,
করয়ে ইঙ্গিত, অগ্রে ত্যজি' তীক্ষ্ণ শর ;
তেমতি হেক্টর আগে ধাবিয়া সমরে,
ট্রয়ের সমরিগণে উৎসাহিত করে ।
সদলে বীরেন্দ্র এবে আক্রমে অরাতি ;
যথা দর্পে প্রভঞ্জন ভয়ঙ্কর অতি,
ঘন বৃষ্টি ধারা সহ, গর্জ্জি সিন্ধু'পরে,
সহসা নিক্ষেপে কূলে তরঙ্গ নিকরে ।
কহ গো মিউজ ! যোদ্ধ্-বলে বলবান
বীরেশ হেক্টর হরে কত বীর-প্রাণ ?
ডোলপ্‌স্, অটোনাউস্, এসুস্ পড়িল ;
ওপিটিস্ তা'সবার পশ্চাতে চলিল ।
নির্ভয় হিপেনাউস্ সুদক্ষ সমরে,
ওরস্, ওফেল্টিয়স্ মরে অতঃপরে ।
এসিম্নস্, এজিলস্ করিল শয়ন ;
মরে কত বীর নহে বিখ্যাত এমন ।

পশ্চিম পবন যথা ক্রোধে মত্ত হ’য়ে,
সঞ্চালে নোটস্কৃত কাদম্বিনী চয়ে;
ক্রমে গর্জ্জে প্রভঞ্জন; প্রতাপে তাহার,
ঘন’পরে ঘন পড়ে হ’য়ে স্তূপাকার;
উলম্ফি’ প্রবল বেগে তরঙ্গ নিকর,
ভাঙ্গি’ মহাশব্দে পড়ে বারিধি-ভিতর;
তেমতি হেক্টর বীর অস্ত্র-সঞ্চালনে,
ছিন্ন ভিন্ন করে রোষে গ্রীক্ সেনাগণে।
বুঝি’ ভীম পরিণাম গ্রীসীয় তরাসে,
পলায় কম্পিতদেহে প্রাকারের পাশে।
হেরি’ হেন দশা উলেসিস্ বিজ্ঞবর
কহে টিডাইডিসে, ক্রোধে কম্পিত অধর;—
পোড়ায় হেক্টর পোত, একি লজ্জা হায়!
দাঁড়াইয়া মোরা চিত্র-পুত্তলিকা প্রায়।
চল ত্বরা, দোঁহে মিলি’ করিব সমর।
থামে বিজ্ঞ; টিডাইডিস্ করেন উত্তর;—
হে সখে! সংগ্রামে কভু নাহি করি ভয়;
আসুক হেক্টর, মম পা’বে পরিচয়।
কিন্তু যোভ্-বলে বলী ট্রয়সেনা-দল;
ঈশ শত্রু যবে, কহ বীরত্বে কি ফল?
উচ্ছ্বাসিল বীর; কিন্তু ফিরিয়া অচিরে,
নাশে তীব্র অসিঘাতে থিম্ব্রস রথীরে।
নিষ্কাসি’ করাল অসি উলেসিস্ বীর,
ছেদিলেন মেলিয়ন্ সারথির শির।
বিনাশিয়া দোঁহা তথা গ্রীক্‌বীরদ্বয়,
সমর সঙ্কুলে পুনঃ প্রধাবিত হয়।

সারমেয়-দলাক্রান্ত শূকর যুগল,
পলা'য়ে প্রথমে কাঁপাইয়া বনস্থল,
ফিরি' অকস্মাৎ পুনঃ, বিকট দশনে,
সেই রূপ বিদারিত করে শত্রুগণে।
ক্ষণেক হেক্টর রথী হইয়া নিশ্চল,
দাঁড়ায় বিস্ময়ে ; পুনঃ গর্জ্জে গ্রীক্‌দল।
এক রথে মেরপ্‌সের তনয় নিকর,
বরমে ঝলসি' আঁখি করিছে সমর।
সুতগণে ভাবিবাদী জনক ধীমান্,
যুঝিতে ট্রয়ের রণে, করে সাবধান।
নিয়তি অপরিহার্য্য ; বৃথা নিবারণ !
ধরে অস্ত্র, নরলীলা করে সংবরণ !
বিনাশিয়া টিডাইডিস্, সোদর নিকরে,
মহোল্লাসে জ্যোতির্ম্ময় বর্ম্ম অস্ত্র হরে।
বিজ্ঞ উলেসিস্, হিপিরোকসে নাশিল ;
ধনী ইপোডেমসের বরম হরিল।
ইডা হ'তে ঈশ হত্যা বিলোকন করে ;
জানায় সমান শিক্ষা সংশয় সমরে।
পিয়োনীয় দলপতি খ্যাত শৌর্য্যভরে,
মরিল এগাষ্ট্রোফস্, টিডাইডিস্-করে।
উঠিবারে রথে বীর দিল বাড়াইয়া
এক পদ ; পড়ে শত্রু নিকটে আসিয়া ;
দূরে রথ ; জানি' মৃত্যু আসন্ন এবার,
ছুটে প্রাণপণে ; কিন্তু না পায় নিস্তার।
দূর হ'তে হেক্‌টর্ হেরিয়া নয়নে,
রক্ষিবারে বীরবরে ধায় সেইক্ষণে ;

ঘন সিংহনাদে তাঁর কাঁপে অনম্বর ;
পশ্চাতে আস্ফালি' ধায় ট্রোজান নিকর।
ট্রয়ের গৌরবে হেরি' সশঙ্কিত মন
ডায়োমেড্, সহচরে কহিল বচন ;—
দেখ আসে অগণন ট্রোজান সমরী,
যেন প্রভঞ্জন ; আগে হেক্টর্ কেশরী।
ধর অস্ত্র ত্বরা। এত কহি' বীরবর
হানিলেন ভীমাকৃতি বরষা সত্বর,
নহে ব্যর্থ ; দিবাকর-কিরণে ঝকিয়া,
মহাবেগভরে অস্ত্র বিকট গর্জ্জিয়া,
লাগে শিরস্ত্রাণে (ফিবসের উপহার ;)
পাইলেন পরিত্রাণ প্রায়াম্-কুমার।
কিন্তু সে নিঠুরাঘাতে, কাতর অন্তরে,
জানু পাতি' পড়ে রথী ধরণী উপরে।
ঘূরিল মস্তক, অঙ্গ কাঁপিল সঘনে ;
প্রগাঢ় আঁধার বীর হেরে দুনয়নে।
টিডুস্-তনয় এবে হয় অগ্রসর,
লইতে বরষা পুনঃ ; কুমার হেক্টর
উঠি' রথে, মিশাইল সেনার মাঝারে।
পশ্চাতে ধাবিল গ্রীক্ ভীম হুহুঙ্কারে।
ফিবসেরে সাধুবাদ অর্প পুনর্ব্বার,
প্রাণদাতা ; কিংবা ধন্য দ্রুততা তোমার।
অর্পিল এপলো তব অর্চনার ফল,
তব 'পরে দিবাদেব দয়াদ্র্র কেবল।
কুমার ! নিশ্চয় তব হইত মরণ,
পে'ত যদি দেববল টিডুস্-নন্দন।

পলাও ত্যজিয়া লজ্জা ; কিন্তু জেন মনে,
মরিবে অগণ্য সেনা হেন পলায়নে।
গর্জ্জে জিষ্ণু ! দূর হ'তে হেরিল এবা
সুন্দর পারিস্ তাঁয়, (রণমূলাধার)।
রণাঙ্গণে করে যুবা পত্রী বরিষণ,,
ইলসের স্তম্ভ হ'তে, উন্নত, প্রাতন।
স্তম্ভের পশ্চাতে ধন্বী ঢাকি' নিজকায়,
অজ্ঞাতে অরাতি প্রতি ধনুক নোঙায়।
এগাষ্ট্রোফসের বর্ম্ম করিতে হরণ,
হয় গ্রীক্ বীরবর আনত যেমন,
ঝঙ্কারিল ধনুর্গুণ ; গর্জ্জি' তীক্ষ্ণ শর,
বিন্ধি' পদতল, পশে ধরণী ভিতর।
গুপ্তস্থল হ'তে যুবা এবে উলম্ফিয়া,
মহোল্লাসে ভূপতিরে কহিল ডাকিয়া ;—
করিয়াছি রক্তপাত, অমর-কৃপায় !
কেননা পশিল শস্ত্র উরস্থলে হায় !
তা'হলে ট্রয়ের শল্য হইত মোচন,
চিরতরে ; স্থির রণে হ'ত যোধগণ।
কাঁপে বীরকুল তব বরষাব ডরে,
যথা মেষ-শিশুদল সিংহের গোচরে।
উত্তরিল ডায়োমেড্,—ধিক্‌রে দুর্ম্মতি !
হরিলি অবলা তুই কাপুরুষ অতি !
বৃথা শরশিক্ষা তোর ! দূরেতে থাকিয়া,
হান অস্ত্র, বীরগর্ব্বে জলাঞ্জলি দিয়া !
করিলি পামর ! আজি অবলার কাজ।
হেন অস্ত্রাঘাতে বীর নাহি পায় লাজ।

কেন অহঙ্কার মিছে করি' রক্তপাত ?
শূরে কাপুরুষ নারে করিতে আঘাত।
একদিন পরিচয় পা'বি ভীরু জন!
অস্ত্র কা'র নাম, তা'য় সঞ্চালে শমন;
নহে ব্যর্থ কভু; যদি গর্জ্জে একবার,
শিশু পিতৃহীন,—অশ্রু ঝরে বিধবার;
ভাসায় শোণিতে ধরা; বীর কলেবরে,
তুষে পরিতোষে যত মাংসাশি নিকরে।
বিজ্ঞ উলেসিস্ এবে ত্বরিত ধাবিয়া,
সবিষাদে বিদ্ধ শর তুলেন টানিয়া।
ঝরে রক্তস্রোত; ঘোর যন্ত্রণা-কাতর,
রথে টিডাইডিস্ চলে শিবিরে সত্বর।
একমাত্র উলেসিস্ দাঁড়ায়ে এবার;
পলায় গ্রীসীয়, ট্রয় করে হুহুঙ্কার।
অবস্থিত অরিমাঝে, তবু ভীত নয়,
বিজ্ঞ বীরবর এবে মনে মনে কয়;—
একাকী সমরে আমি, কি আছে উপায় ?
ত্যজি যদি রণস্থল, কত লজ্জা তা'য়!
বিপদের নাহি সীমা! পলায় স্বদল।
অগণন অরি বেড়িয়াছে রণস্থল।
কেন ভয়? বিপদের সদা শূরজন
হয় সম্মুখীন; ভীরু করে পলায়ন।
জিনে বীর, কিংবা রণে জীবন হারায়;
বুঝিব, অন্তর মম মৃত্যু না ডরায়।
হেন চিন্তা উলেসিস্ করে আন্দোলন;
ক্রমে অগ্রসর হয় ট্রয়সেনাগণ।

বৃত্তাকারে অরিদল বেড়িল তাঁহায়,
উত্তোলি' নারাচ ; কত জীবন হারায়।
দুর্দ্দান্ত বরাহে যথা কানন মাঝারে,
বেড়ে মৃগজীবিদল ঘোর হুহুঙ্কারে ;
কড়মড়ে' দন্ত পশু ; আরম্ভে গর্জ্জন ;
স্রাবে যেন অগ্নিকণা যুগল নয়ন।
এদিক ওদিক পশু ধাবি' ক্রোধভরে,
শিকারির দেহ দন্তে বিদারিত করে।
চিওপিস্ নরলীলা সংবরে এবার ;
এনেমিস্, থূন্ পড়ে পশ্চাতে তাঁহার।
মরিল চার্সিডেমস্ ; নাভিকুণ্ডমাঝে,
গ্রীক্ করচ্যুত অস্ত্র তীব্র বেগে বাজে।
এবে হিপেনস্-সুত চারপ্সে হেরিয়া,
আক্রমিল উলেসিস্ বর্ষা উত্তোলিয়া।
রক্ষিতে সোদরে, দ্রুত ধাবিল এবার,
নির্ভীক সোকস্ জ্ঞানী নানা গুণাধার।
অগ্রসরি' বীরবর কহিল বচন ;—
শুন বাক্য মম উলেসিস্ মহাত্মন্ !
রণভূমে সদা তুমি অগ্রভাগে রও,
কদাপি সমর-শ্রমে পরাঙ্মুখ নও !
দুই সহোদর মোরা, আজি তব করে,
মরিব ; মজিবে বংশ চিরদিন তরে ;
কিংবা আজি পূর্ণ তব হইয়াছে কাল !
এত কহি' বীরবর বিন্ধে তাঁ'র ঢাল।
ভেদিয়া পিত্তল সেই নারাচ ভীষণ,
ঝঞ্ঝনি' পঞ্জর তাঁর করে বিদারণ।

গভীর বিন্ধিল অস্ত্র ; পালাস্-কৃপায়,
ভীম মৃত্যুমুখে বীর পরিত্রাণ পায় !
পিছাইল উলেসিস্ ; বুঝি' অতঃপরে,
নহে সাংঘাতিক ক্ষত, কহে রোষভরে ,—
হতভাগ্য নর ! আজি নিশ্চয় পতন !
পূর্ণ তব কাল ! শুন আহ্বানে শমন !
না হইবে গতি মম রোধিবারে আর ;
অচিরে এ কালমূর্ত্তি নারাচ আমার,
ভেদি' বক্ষঃ, উষ্ণ রক্ত করিবেক পান ;
প্রেতবেশে আত্মা তব করিবে পয়ান !
এত কহে বীর ; ভয়ে কাঁপি থর থরে,
সোকস্ ফিরায় পৃষ্ঠ পলায়ন তরে ;
গ্রীক্ করচ্যুত ভল্ল সঘনে গর্জ্জিয়া,
বাজি' পৃষ্ঠে, বাহিরিল উরস্ ভেদিয়া !
প্রবল শোণিত-স্রোত ধাবিল অঙ্গনে ;
পড়ে বীর ভূমে ; বর্ম্ম বাজিল ঝঞ্চনে।
হত বীরে উলেসিস্ কহে নিরখিয়া ;—
কৃতী হিপেসস্-পুত্র ! রহিলে পড়িয়া !
অল্প পরমায়ু তব ফুরাল এবার !
এখনও আয়ুঃ নহে নিঃশেষ আমার।
হায়রে অভাগা ! তব জনক স্থবির,
না পা'বে এ দেহ ; বৃথা অশ্রু জননীর !
উপাড়িবে আঁখিদ্বয় বায়স নিকর ;
শকুনির ভক্ষ্য হায় ! এদেহ সুন্দর !
গ্রীকগণ, যবে আমি ত্যজিব পরাণ,
ভস্ম'পরে কীর্ত্তিস্তম্ভ করিবে নির্ম্মাণ।

অতঃপর যাতনায় হইয়া কাতর,
বিদ্ধ অস্ত্র বিজ্ঞবর তুলেন সত্বর !
ঝরে রক্ত-স্রোত ; শত্রু-শোণিত হেরিয়া,
হরষে পূরিল যত ট্রোজানের হিয়া।
আক্রমে অসংখ্য অরি ; পিছায়ে এবার,
ডাকে গ্রীক্‌গণে বীর করিয়া চীৎকার ;
তিনবার উচ্চরবে আকাশ কাঁপায়।
তিনবার মেনিলস্‌ শুনিবারে পায়।
শুনি' পরিচিত কণ্ঠ স্পার্টা-অধিপতি
কহিলেন সহচর এজাক্সের প্রতি ;—
শুন সখে ! উলেসিস্‌ করেন চীৎকার ;
বুঝিবা কি দুর্ব্বিপাকে পতিত এবার !
বলী বটে বীর ; কিন্তু সহে কতক্ষণ,
বীরেন্দ্র একাকী বহু অরি-আক্রমণ ?
ভগ্নাশ হইবে সেনা বিহনে তাহার ;
হেন মহারথে গ্রীস্‌ না পাইবে আর !
স্বর লক্ষ্য করি' ভূপ চলিল সত্বর ;
পশ্চাতে এজাক্স ধায় যেন রণেশ্বর।
বিপন্ন বিজ্ঞেরে দোঁহে করে বিলোকন,
বেড়িয়াছে ভীমাকৃতি শত্রু অগণন।
যথা যবে শিকারির সুশাণিত শরে,
কুরঙ্গী আহত হয় কান্তার ভিতরে ;
আঘাতে কাতরা হয়ে' স্রাবি' রক্তধার,
ঘুরে চারিদিকে বেগে করিয়া চীৎকার ;
হেন কালে অকস্মাৎ বৃক অগণন,
গর্জ্জি' ক্রোধভরে তায় করিল বেষ্টন।

আক্রমে শার্দ্দূল দল ; হুঙ্কারি' এবার,
বাহিরিল মহাসিংহ কাঁপায়ে কান্তার।
ক্ষুধাক্লান্ত বৃককুল চমকি' পিছায় ;
পশুরাজ কুরঙ্গের জীবন বাঁচায়।
পাশরি' যন্ত্রণা উলেসিস্ মহামতি,
একাকী অসংখ্য যোধে নিবারে তেমতি।
এজাক্স বিশাল ঢাল করেন বিস্তার ;
চৌদিকে ট্রোজান সেনা পলায় এবার।
আট্রাইডিস্ ল'য়ে আহত প্রবীরে,
আরোহিয়া রথে ত্বরা চলেন শিবিরে।
এজাক্স, অরাতিগণে করে আক্রমণ ;
পড়িলেন ডেরিক্লস্, প্রায়াম-নন্দন।
হইল আহত পেণ্ডোকস্ বলবান ;
যুঝি' রণে লিসেণ্ডার্ ত্যজিলেন প্রাণ।
যথা জলস্রোত, বর্ষাবৃষ্টি-প্রবর্দ্ধিত,
গিরিশৃঙ্গ হ'তে ভূমে হয় নিপতিত ;
দীর্ঘ দেবদারু-দল প্রবাহে তাহার,
হয়ে উন্মূলিত পড়ে সমুদ্রমাঝার ;
করে ছারখার শত্রু, এজাক্স তেমতি ;
পলায় আতঙ্কে অশ্ব, পদাতিক, রথী।
ট্রয়ের গৌরবরবি কুমার হেক্টর,
বাম ভাগে গ্রীক্ সনে করেন সমর।
নাশে মহারথ বহু অরি ভুজবলে।
মৃতদেহে স্কামাণ্ডার তটিনী উথলে।
বীরেন্দ্র ইডোমিনুস্, প্রবীণ নেষ্টর্,
আক্রমে কুমারে ; গর্জ্জে তুমুল সমর।

কভু পদব্রজে, কভু রথ-আরোহণে,
নাশে ট্রয়-রথী, শত্রু অসি-সঞ্চালনে।
পারিস্ সুন্দরতনু মহাধনুর্ধর,
হানিলেন মেকেয়নে সুশাণিত শর।
ভেদিল দক্ষিণ স্কন্ধ সে ভীষণ বাণ।
বৈদ্যের বিপদে গ্রীক হয় কম্পমান।
সভয়ে ইডোমিনুস্, নেষ্টরেরে কন ;—
হে গ্রীস্‌গৌরব। বৃদ্ধ নিলুস্-নন্দন !
আরোহ সত্বর রথে ; ত্বরিত গমনে,
পলাও শিবিরে, লয়ে বিক্ষ মেকেয়নে।
আহতগণের বৈদ্য করে প্রাণ দান ;
নহে লক্ষ যোধ কভু এ জন সমান !
নেষ্টর্ উঠেন রথে ; পার্শ্বদেশে তাঁর,
বসিল আহত দেব-বৈদ্যের কুমার।
বাজে কশা ; অশ্বগণ কাঁপায়ে অঙ্গনে,
ধায় সমীরণ-বেগে শিবিরের পানে।
আরূঢ় সিব্রীওনিস্, হেক্টর-স্যন্দনে,
নানা স্থানে রণরঙ্গ নেহারে নয়নে ;
কি কাজ, (কহিল) নাশি' পরাস্ত নিকরে ?
পড়িছে ট্রোজান্ ঐ ট্রোজান উপরে।
বীর এজাক্সের করে, কর বিলোকন,
পদাতিক, রথারোহী মরে অগণন !
মহাবল গ্রীক্ উনি ; চিনেছি উহাঁয় ;
সপ্ততল দীপ্ত ঢাল, আঁখি ঝলসায়।
চল ত্বরা হে হেক্টর্ ! ট্রয়ের তপন !
উদ্ধার বিপন্নে, গ্রীকে কর নিবারণ।

দেখহ রথীর রক্তে লোহিত ধরণী ;
মুমূর্ষুর খেদ সঙ্গ উঠে জয়ধ্বনি।
সারথি সবলে কশা হানে সেইক্ষণে ;
ছুটিল উন্নত রথ ঘর্ঘর নিস্বনে।
আঘাতে তুরগকুল হইয়া কুপিত,
ধায় মৃতদেহ-রাশি করি' বিদলিত।
বরুথি-তুরগগণে রঞ্জিত করিয়া,
বীররক্ত চারি দিকে পড়ে ছড়াইয়া।
প্রতি চক্রদণ্ড হ'তে রক্তধারা ঝরে ;
ভীম হত্যা বরুথীর গতিরোধ করে।
এবে মহাবল রথী হেক্টর্ কেশরী,
প্রবেশিল গ্রীক্ মাঝে ব্যূহ ভেদ করি'।
(কৃপাণে, নারাচাঘাতে, প্রস্তর বর্ষণে,
নিপাতিত বহু অরি সমর অঙ্গনে।)
এজাক্সে হেক্টর রথী করে পরিহার ;
জানে শূর ভালমতে পরিচয় তাঁর ;
কিন্তু যোভ্, ট্রয়-বীরে করিয়া করুণা,
প্রেরিলেন গ্রীক্-হৃদে আশঙ্কা ভীষণা।
অকস্মাৎ রুদ্ধশক্তি, কণ্টকিত কায়,
কৃত্রিম আতঙ্কে কাঁপি' ভূপতি দাঁড়ায় ;
অতঃপর দীপ্ত ঢাল পৃষ্ঠেতে রাখিয়া,
বিস্ময়স্তিমিত নেত্রে যায় পিছাইয়া।
পিছায় কেশরী যথা সচকিত মনে,
কৃষকের কোলাহলে, কুক্কুর-গর্জ্জনে ;
বহুজনে একসঙ্গে রোধে তার গতি ;
ক্ষুধায় কাতর হরি ক্রোধমত্ত অতি,

সহি' বহুক্ষণ বাণবৃষ্টি অনিবার,
ধীরে ধীরে বন মাঝে প্রবেশে আবার ;
বহুবীর-সমাক্রান্ত এজাক্স তেমন,
দশনে অধর চাপি' ত্যজিলেন রণ।
যথা শস্যক্ষেত্র মাঝে বালকের দল,
বৃষের পশ্চাতে ধায় করি' কোলাহল ;
একত্র সকলে দীর্ঘ দণ্ডের তাড়নে,
না পারে করিতে তায় বিরত ভক্ষণে।
অবহেলি' পশু যষ্টিবৃষ্টি অনিবার,
ধীর মনে শস্যক্ষেত্র করে ছারখার ;
ক্লান্ত হ'য়ে অতঃপর বিস্তর প্রহারে,
যায় ধীরে, কিন্তু নহে বিরত আহারে ;
তেমতি এজাক্স্ বীরে ট্রোজান সংঘাত,
আক্রমিল ; বাজে ঢালে কঠোর আঘাত।
মহাবল গ্রীক্ বীর কভু বা দাঁড়ায়,
কভু বা পশ্চাতে ফিরি' ট্রোজানে খেদায় ;
ধাবি' রোষভরে কভু, আততায়িগণে,
প্রদর্শন করে ভীতি আরক্ত নয়নে।
উভ'সেনা মাজে বীর করে অবস্থান ;
বরিষার ধারা সম পড়ে লৌহবাণ।
সুবিশাল ঢালে তাঁর নানা প্রহরণ,
বিন্ধিয়া হইল যেন কণ্টক-কানন।
ব্যর্থ হ'য়ে কত শত ভল্ল খরধার,
পড়ে ভূমে ধরি' হৃদে নিরাশার ভার।
বীরেন্দ্র উরিপিলস্ সাহসে মাতিয়া,
অস্ত্র-কুজ্ঝটিকামাঝে পড়ে লাফাইয়া ;

উত্তোলি’ নারাচ তীব্র, ক্রোধে মত্ত হয়ে,
আঘাতে এপিসেয়ন্-শূরের হৃদয়ে।
প্রবল শোণিত-ধারা ঝরে দরদর ;
মহাশব্দে পড়ে ভূমে গুরু কলেবর।
নিহতের অস্ত্র জেতা হরিবারে যায়,
পারিস্ এ হেন কালে ধনুক নোঙায়।
গর্জ্জি’ কালফণী সম সে শাণিত বাণ,
বিন্ধি’ উরুদেশ তাঁর, করে রক্ত পান।
এবে উচ্চে সহচরগণে উৎসাহিয়া,
আহত গ্রীসীয় বীর যায় পিছাইয়া।
কোন্ জনে গ্রীক্‌গণ! করিতেছ ডর ?
ধর অস্ত্র, এজাক্সেরে রক্ষহ সত্বর।
দেখ লক্ষ অরি তাঁয় করে আক্রমণ ;
বুঝিবা বীরের আজি এই শেষ রণ।
মৃত্যুর দুয়ারে রথী, কি দেখিছ আর ?
ফের, ধর অস্ত্র, কর দেশের নিস্তার।
এরূপে উৎসাহে বীর ! গ্রীক্ অগণন,
ধরি’ ঢাল, বর্ষামালা করে উত্তোলন,
রক্ষিতে বিপন্ন বীরে! হেরি’ তা’সবায়,
উল্লাসে এজাক্স বলী নারাচ কাঁপায়।
নাচিল সৈনিক-হৃদি বীরে নিরখিয়া ;
এজাক্স্ আরম্ভে রণ পুনঃ হুঙ্কারিয়া।
এরূপে সংগ্রামে পুনঃ মাতে উভ’দল ;
দূরেতে নেষ্টর্ চলে ত্যজি’ রণস্থল।
রক্তসিক্ত অশ্ব (ঘর্ম্ম ঝরে কলেবরে,)
লয়ে বৈদ্য মেকেয়নে ধায় বেগভরে।

হেন কালে একিলিস্, দেবীর নন্দন,
উচ্চ তরী হ'তে রণ করে বিলোকন।
রণস্থলে বীরবর দেখিবারে পায়,
আতঙ্কে গ্রীসীয় সেনা চৌদিকে পলায়।
মিত্রবর মেকেয়নে আহত হেরিয়া,
দ্রবিত হইল তাঁর সুকঠিন হিয়া।
ডাকে বীর ত্বরা মেনিটিয়স্-নন্দনে ;
মার্স্‌সম পেট্রোক্লস্ আসে সেইক্ষণে।
কুক্ষণে আসিল বীর, কাল পূর্ণ তাঁর :
অচিরে ত্যজিতে হ'বে এ ভবসংসার!

কি আজ্ঞা, (কহেন তিনি) করিছ বীরেশ
সদা পেট্রোক্লস্ তব পালিবে আদেশ।

প্রিয় সখে! (পেলিডিস্ করেন উত্তর,)
প্রাণসম তুমি, মম সদা পার্শ্বচর!
আগত সে দিন ; গ্রীক্ জানিবে এবার,
হারা'য়েছে যেই জনে, কত মূল্য তা'র।
কাঁদিবে গ্রীসীয় মম ধরিয়া চরণে ;
কাঁপিবেন দর্পী ভূপ রাজসিংহাসনে।
যাও নেষ্টরের পাশ ; জিজ্ঞাস তাঁহায়,
লয়ে যান রথে বৃদ্ধ আহত কাহায় ?
দেখেছি নয়নে ; কিন্তু দূরত্ব কারণ,
না পারি চিনিতে ; বুঝি সখা মেকেয়ন্
নাহি দেখি মুখ ; মেঘ রোধে দৃষ্টি-পথ ;
মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হ'ল সে সুদ্রুত রথ।

এত কহে শূর! ত্বরা সুহৃৎ তাঁহার,
চলে দ্রুতপদে গ্রীক্ শিবির মাঝার।

দেখে বীর, রথ হ'তে নামে দুইজন ;
মুক্ত করে অশ্বগণে ইউরিমিডন্।
দাঁড়াইয়া যোধদ্বয় বারিধির তীরে,
সেবে সমীরণ, রক্ত ধৌত করে নীরে।
বিশ্রামে ক্ষণেক তথা ; সমুদ্র-বাতাস,
করে অপনীত গুরু সমর-আয়াস।
পদব্রজে বীরদ্বয় গিয়া অতঃপর,
বসিলেন সুশীতল শিবির ভিতর।
চারু হিকামিডি, আসিনাউস্-নন্দিনী,
স্নিগ্ধ খাদ্য আয়োজন করে সুহাসিনী ;
(বন্দিনী সে নারী ; গ্রীস্ দিল উপহার,
বৃদ্ধ নেষ্টরেরে ; তাঁর প্রজ্ঞা-পুরস্কার।)
আনিয়া সুনীল মেজ্ রূপসী সত্বর,
বিশাল পিত্তল পাত্র রাখে তা'র 'পর ;
সুবাসিত নব মধু, শক্তু ধবলিত,
রোগঘ্ন লশুন আর রাখিল ত্বরিত।
স্বর্ণ পানপাত্র ধনী আনে তা'র পর ;
পিলিয়ার পূর্ব্বতন ভূপতি নিকর
ব্যবহারে বহুকাল ; কনকমণ্ডিত
চারিটি হাতল ; দুই পদ সুগঠিত।
প্রত্যেক হাতল 'পরে, অদ্ভুত নির্ম্মাণ,
নত মুখে কূর্ম্মযুগ যেন করে পান।
অনায়াসে হেন গুরু পাত্র ধরি' করে,
তৃষাতুর বিজ্ঞ বীর সুখে পান করে।
হাসিয়া যুবতী তা'য় ঢালিল প্রচুর,
প্রাম্নিয়া-দেশজাত মদিরা মধুর ;

ছাগ-দুগ্ধ, নবনীতে মিষ্ট করে তা'য় ;
পরিশেষে শুভ্র শক্তু উপরে ছড়ায় ;
হেন পথ্য আহতেরে দিল সুবদনী।
সুখে করে সুরাপান নেষ্টর নৃমণি।
স্বাস্থ্যকর পানে এবে তৃষা নিবারিয়া,
কথোপকথন দোঁহে করেন বসিয়া।
পেট্রোক্লস্, একিলিস্-প্রবীর-প্রেরিত,
শিবির-দুয়ারে এবে হ'ন উপনীত।
নেষ্টর নিরখি' তাঁ'য়, উঠিয়া এবার,
দিল নিজাসন ; বীর করে অস্বীকার ;
নাহি অপেক্ষার কাল ; যাইব অচিরে ;
মহাবীর একিলিস্ অধীর শিবিরে।
প্রেরিলেন মোরে বিজ্ঞ ! তোমার গোচরে,
জিজ্ঞাসিতে কোন্ যোধ আহত সমরে।
তব রথে বীর তাঁ'য় করে বিলোকন,
দূর হ'তে ; অনুভব সখা মেকেয়ন্।
জানিয়া এ হেন বার্ত্তা যাইব এখনি ;
উদ্ধত স্বভাব তাঁর বিদিত আপনি।
হতভাগ্য গ্রীক্ (বিজ্ঞ কহিল এবার,)
হইবে কি পুনঃ তাঁর পাত্র করুণার ?
জানিতে মোদের দুখ বীরের বাসনা ;
অর্দ্ধেক বর্ণিতে নারে মম এ রসনা !
ব'ল বীর ! তাঁয়, নহে একা মেকেয়ন্,
শায়িত শিবির মাঝে মহারথিগণ।
উলেসিস্, ডায়োমেড্, এগামেম্নন্।
সমরে উরিপিলস্ আহত এখন।

উন্মূলিতা এবে মম আশালতা হায়!
নহে ক্ষুব্ধ একিলিস্, সুখী দুর্দ্দশায়!
নিশ্চিন্তে অপেক্ষা এবে করে বীরবর,
যাবৎ না ভস্মীভূত বহিত্র নিকর।
জীবের অপরিহার্য্য বার্দ্ধক্য ভীষণ,
পূরব পৌরুষ মম করেছে হরণ।
এককালে মম এই ভুজযুগ হায়!
করেছিল অবরোধ ইপীয় সেনায়;
হরেছিল ইলিসের বৃষভনিকরে;
সংহারে ইটিমোনুসে, অজেয় সমরে!
মম ভয়ে এককালে কম্পান্বিত-কায়,
ত্যজি' পশুপাল যত রাখাল পলায়;
পঞ্চাশ শূকর-পাল, মেষ পঞ্চাশৎ,
পঞ্চাশৎ ছাগ-পাল, গাভী-পাল তত,
তেজস্বিনী তুরঙ্গমা ত্রিগুণ ইহার,
ধরাতলে নাহি মিলে তুলা তা'সবার;
প্রথম ধরিয়া অস্ত্র জিনি এ সকল;
বিস্মিত নিলুস্ শুনি' তনয়ের বল!
এইরূপে ইলিসের বিশাল ভূভাগ,
পিলিয়ার ভূপগণ লইলেন ভাগ!
ডুবেছিল পিলিরাজ্য বিপদ-সাগরে,
যবে ইলিয়ান্‌গণ মাতিল সমরে;
আল্‌সাইডিস্ নাশে সোদরে আমার;
রহিনু কেবল আমি দ্বাদশ ভ্রাতার!
ধরিলাম অস্ত্র মোরা; জিনি' শত্রুদলে,
তিনশত মেষ দিনু পিতৃ-পদতলে।

(নহে নিন্দনীয় তাঁর হেন অধিকার ;
অতীব অপমানিত জনক আমার ;
পথিমাঝে ইপাসের নৃপতি নির্ব্বোধ,
রথ তুরঙ্গম তাঁর করে অবরোধ।)
অবশিষ্ট নিল অন্যে ; আপনি স্বকরে,
যথাযৎ হৃত দ্রব্য দিনু অংশ ক'রে।
তিন দিন পরে পুনঃ করিল সাজনী,
সুবিশাল ইলিসের বিপুল বাহিনী।
মহাবল এক্টরের দর্পী পুত্রগণ,
(যুবা তারা) হেন সেনা করিল চালন।
বিস্তৃত উর্ব্বর পিলি-সাম্রাজ্যের শেষ,
শোভে উচ্চ গিরিপরে থ্রিসোইসা দেশ।
তাহার অনতিদূরে অল্‌ফ্‌স্‌ তটিনী ;
অতিক্রমি' তায় শত্রু করিল ছাউনী।
পালাস্‌ উতরি' ভূমে আঁধার নিশায়,
যুঝিবারে দিল আজ্ঞা পিলির সেনায়।
নাচিল জীঘাংসা প্রতিবীরের অন্তরে ;
সাজি আমি, পিতা মোরে নিবারণ করে ;
গণি' মোরে শিশু, ভয়-বিচঞ্চল মনে,
রোধিলেন মম অস্ত্র রথ অশ্বগণে।
বৃথা পিতৃ-নিবারণ ; পদব্রজে গিয়া,
পশি রণে ; দিল দেবী পথ দেখাইয়া।
ধাবি' ধীরে এরিনির সমতল 'পরে,
মিনিয়স্‌ শৈবলিনী মিলিছে সাগরে।
তথা পিলিয়ার রথী পদাতিক দল,
সাজিয়া প্রতীক্ষা করে প্রভাত কেবল।

তথা হ'তে, প্রাতঃকাল না হ'তে অতীত,
অল্‌ফুস্ তটিনী-পাশে হই উপনীত।
যোভ্‌দেবে বিধিমতে পূজিনু তথায় ;
ধেনু বলিদান দিনু রণদেবতায় ;
অল্‌ফুসে অর্পিনু বৃষ ; ষণ্ড বলবান,
প্রতাপী বারিধিনাথে করিনু প্রদান।
সসজ্জ ঘুমাই মোরা সৈকত উপর ;
দাঁড়ায়ে ইপির সেনা বেড়িয়া নগর।
দীপ্তরথে সমাসীন, স্বর্গ পরিহরি'
উদিলে অরুণ পূর্ব্ব সুরঞ্জিত করি',
সে রম্য সুচারু দেশ ভীম বেশ ধরে ;
উন্মত্ত বিবিধ জাতি মাতিল সমরে।
ভূপ অগিয়াস্-সুত, এগামিডি-পতি,
মম ভল্লাঘাতে পশে শমন বসতি ;
(আরোগ্যিতে ছিল পত্নী দক্ষা অতিশয় ;
জানিতেন নানা ওষধির পরিচয়।)
ধরিলাম রথ তাঁর, রণে অগ্রসর ;
নিরখি' পলায় ভয়ে ইপীয় নিকর।
বীরের নিধনে অরি রণে দিল ভঙ্গ ;
আরম্ভিনু বাত্যাসম হত্যার তরঙ্গ।
পঞ্চাশ বরুথী এবে করি অধিকার ;
প্রতিরথে দুই বীরে করিনু সংহার।
এক্টর্ নির্ব্বংশ হ'ত ; কিন্তু যুবাগণে
আবরেন জলেশ্বর মেঘ-আবরণে।
দলি' পদে নিপাতিত শত্রু-দেহরাশি,
লুণ্ঠি' অরিসাজ, বহু হতভাগ্যে নাশি,'

খেদাইনু সবে বপ্রেসীয় ক্ষেত্র'পর,
শোভে যথা অলিনীয় পাহাড় নিকর।
যথায় ওলিসিয়ম্, পূত স্রোতস্বতী
প্রবাহে, পালাস্ রোধে মোসবার গতি;
তবু বহু সমরীর হরিলাম প্রাণ;
পলায় ইপীয়; যুদ্ধ হ'ল অবসান।
জিনিয়া অসংখ্য অরি প্রফুল্ল অন্তর,
ফিরিলাম অতঃপর পিলির নগর।
সাধারণ জনগণ পূজিল তথায়,
দেবশ্রেষ্ঠ যোভে, বীরপ্রধান আমায়!
যৌবন সময়ে আমি আছিনু এমতি!
ছিল হেন অনুরাগ স্বদেশের প্রতি!
একিলিস্ যাপে কাল কাপুরুষ সম;
গ্রীক্ দুঃখে নহে তাঁর ব্যথিত মরম।
মজে যদি গ্রীস্, তবে কত অনুতাপ;
নারিল রক্ষিতে তাঁর অসীম প্রতাপ!
হে বৎস! সে দিন মম মানসে উদয়,
সংগ্রহি' বেড়াই যবে যোধ সমুদয়,
উলেসিল্ সহ নামি' পিথিয়া বন্দরে,
প্রবেশিনু পিলুসের আস্থান ভিতরে।
ভূপ এক বলী বৃষ যোভে নিবেদিয়া,
অনলে পবিত্র সুরা দিলেন ঢালিয়া।
তুমি, একিলিস্, মেনিটিয়স্ স্থবির,—
পিতা তব, কর দগ্ধ পশুর শরীর।
একিলিস্ মোসবারে সম্মানে তখন;
একত্র বসিয়া সবে করিনু অশন।

আগমন-বার্ত্তা ব্যক্ত করি' সে সময়,
উৎসাহিনু রণে বীর! দোঁহার হৃদয়।
দিল উপদেশ বিজ্ঞ পিতা দোঁহাকার।
কহেন পিলুস,—"হও সাহসী কুমার!"
ক'ন পিতা তব,—"বটে একিলিস্ বীর
ধরে অনুপম বল, সন্তান দেবীর,
তবু বিজ্ঞতর তুমি, বয়সে প্রধান;
সখারে করিও সদা উপদেশ দান।"
কহে পিতা হেন থেসালিয়ার সভায়;
কার্য্যকালে ওহে বীর! ভুলিলে তাহায়!
হায়! কর আর্দ্র তব বান্ধবের মন;
দেশের কল্যাণে কহ বিনয় বচন।
শমিবে অমর তাঁর কঠিন হৃদয়;
যশো-আশে পুনঃ বীর মাতিবে নিশ্চয়।
হায়! যদি হেরি' কোন ভীষণ স্বপন,
অমর-প্রেরিত, কিংবা অশুভ লক্ষণ,
মার্মিডীয় সেনা সহ প্রেরেন তোমায়,
এ ঘোর বিপদ হ'তে গ্রীক্ রক্ষা পায়।
এলে' তুমি বর্ম্ম তাঁর করি' পরিধান,
পলা'বে অরাতি, ট্রয় হ'বে কম্পমান!
নব সেনা আগমনে অরুরু দুর্ব্বার,
পশে পুরে; গ্রীক দল নিশ্বসে আবার!
হেন বাক্যে বীরবর দয়ার্দ্র হইয়া,
চলিলেন দ্রুতপদে সে স্থান ত্যজিয়া।
বারিধির কূলে শূর উতরে ত্বরায়,
কোষাগার, ধর্ম্মশালা স্থাপিত যথায়,

শোভিছে উলেসিসের বহিত্র-কানন,
রাজে কুল-দেবতার বেদি অগণন;
তথা ইভিমন্-সুতে বিলোকন করে,
সর্ব্ব অঙ্গে রক্ত তাঁর ঝরে দরদরে।
এখনো শর-ফলক প্রোথিত শরীরে;
বেষ্টিত সে ক্ষত স্থান উত্তপ্ত রুধিরে।
তীব্র যাতনার বলে অস্থির বীরেশ;
ধীর গতি তাঁর; কিন্তু নাহি ভয়-লেশ।
ভগ্নহৃদি পেট্রোক্লস্ এ দশা হেরিয়া,
কহেন আহত বীরে, ক্ষোভে উচ্ছ্বাসিয়া;-
হায়! হতভাগ্য গ্রীক্ সেনাপতিগণ!
বিদেশে কি এই ভাবে হারা'বে জীবন!
এই কি নিয়তি! ত্যজি' ভূমি জননীরে,
আইলে কুক্কুরগণে তুষিতে রুধিরে!
কহ হে উরিপিলস্! এ ভীম সমরে,
গ্রীসীয় কি পা'বে রক্ষা হেক্টরের করে!
কিংবা পরমায়ুঃ হায় নিঃশেষ সবার,
এককালে! গ্রীস্-কীর্ত্তি ফুরা'ল এবার!
উত্তরে উরিপিলস্; নাহি রক্ষা হায়!
গ্রীস্-রবি সখে, আজি অস্তমিত প্রায়!
রণভরি ট্রয়সেনা করে আক্রমণ;
জয়োল্লাসে মত্ত এবে অরি যোধগণ।
আহত অরাতিত্রাস বীরেশ নিকর,
যাতনায় স্রাবে অশ্রু শিবির ভিতর!
লয়ে চল মোরে বীর করুণা করিয়া,
তরী মাঝে; রক্ষ প্রাণ শল্য উন্মোচিয়া।

কোষ্ণ জলে ধৌত মম কর রক্ত-ধার ;
অর্পিয়া ঔষধ, শান্তি কর এ জ্বালার।
একিলিসে যে ঔষধি কাইরণ্ শিখায়,
বৈদ্য-পিতা ; একিলিস্ অর্পিল তোমায়।
আছে দুই বৈদ্য ; কিন্তু ঘিরেছে এখন,
পোডালিরিয়সে শত্রু সেনা অগণন ;
আহত সে মেকেয়ন্, শিবিরে এবার ;
অন্যের চিকিৎসা হায় ! আবশ্যক তাঁ'র।
উত্তর করিল বীর ;—কি করিবে নর ?
জানেন ঘটিবে যাহা অমর নিকর !
পিলিরাজ্য-অধিপের বারতা লইয়া,
যাইতেছি ত্বরা, ক'ব একিলিসে গিয়া ;
কিন্তু তব দুখে ভগ্ন মম এ অন্তর ;
এত কহি' ধরে শূর প্রসারিয়া কর।
প্রভুরে আহত হেরি' কিঙ্কর সকলে,
সুবিস্তৃত বৃষচর্ম্ম পাতে গৃহতলে।
অবসন্ন শূর তা'য় করিল শয়ন ;
বিদ্ধ শর পেট্রোক্লস করে উন্মোচন ;
পরে ওষধির মূল করে নিষ্পেষিয়া,
ধৌত করি' রক্ত, ক্ষতে দিলেন ঢালিয়া।
তখনি জুড়িল চর্ম্ম, পলায় বেদনা,
থামিল শোণিত-স্রাব, অসহ্য যাতনা।

একাদশ কাণ্ড সমাপ্ত।

দ্বাদশ কাণ্ড।

গ্রীক্ প্রাকার সমীপে যুদ্ধ

বিষয়।

গ্রীকেরা দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলে, হেক্টর্ বলপূর্ব্বক তাহাদের অনুসরণের চেষ্টা করেন; কিন্তু পরিখা পার হওয়া অসম্ভব বোধ হওয়াতে, পোলিডেমস্ ট্রোজানদিগকে রথ পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে আক্রমণ করিতে পরামর্শ দেন। ট্রোজানেরা এই উপদেশ-অনুসারে কার্য্য করে; এবং সেনা পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া আক্রমণ আরম্ভ করে; কিন্তু নখবিদ্ধ সর্প সহিত একটী ঈগলকে বাম-ভাগে উড্ডীন দেখিয়া পোলিডেমস্ পুনর্ব্বার ট্রোজানদলকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন। হেক্টর্ ইহা অগ্রাহ্য করিয়া আক্রমণে প্রবৃত্ত হন। অনেক ক্ষণ যুদ্ধের পর সার্পিডন্, গ্রীক্ প্রাকারের এক স্থান ভগ্ন করেন। হেক্টরও প্রকাণ্ড প্রস্তরাঘাতে একটী তোরণ উদ্ঘাটিত করিয়া সদলে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করেন; এবং জয়লাভ পূর্ব্বক রণতরি পর্য্যন্ত গ্রীকগণের অনুধাবন করেন।

বীরবর পেট্রোক্লস্ এ হেন প্রকারে,
সেবিছেন সযতনে আহত সখারে;
এদিকে উভয় সেনা করিছে সমর;
অসংখ্য প্রবীর পশে শমন-নগর।
প্রাকার পরিখা নারে রোধিবারে আর,
গ্রীক্ দুর্গ অভিপ্রেত নহে দেবতার;
না পূজিল সুরগণে দর্পী গ্রীক্‌দল,
পড়িল প্রাচীর, খাত গেল রসাতল!

দেব-অনুগ্রহ বিনা রহে কতদিন,
মানব-রচিত ভিত্তি, ধ্বংসের অধীন!
হেক্‌টর্, একিলিস যুঝে যতকাল,
ছিল সিন্ধুতীরে এই দেউল বিশাল;
কিন্তু পুণ্যভূমি ট্রয়্ হ'লে ধ্বংসময়,
ফিরে দেশে হতশেষ গ্রীসের তনয়;
এপলো, নেপ্‌চুন্ পরে সৈকত কাঁপায়;
ইডাগিরি লক্ষ স্রোতে নগর ভাসায়।
আঘাতি' তরঙ্গমালা করিল মিলন,
ফেনিল ক্রিসস্, হ্রোডিয়স্ সুভীষণ,
কেরিসস্ ক্ষুদ্র গিরি অতিক্রম করি'
ইসোপস্, গ্রেনিকস্ ভীম বেগ ধরি',
পবিত্র জেন্থস্ নদী কাঁপায়ে ধরায়;
সিমইস্, শবরাশি সমুদ্রে ভাসায়;
এই সব নদীগণে ফিবস্ লইয়া,
নয় দিন গ্রীক্ দুর্গ রাখে ডুবাইয়া।
প্রাকার করিল ভগ্ন প্রবল সলিল;
নিল নিজ গর্ভে তা'য় বারিধি সুনীল।
অবিরত ঢালে ধারা দেব বজ্রধর;
বরিষে জীমূতচয় কাঁ'পায়ে অম্বর।
পরাক্রমী সিন্ধুনাথ সরোষে ধাবিয়া,
বিকট ত্রিশূলে বসুমতী বিদারিয়া,
দুর্গ-ভিত্তি হ'তে শিলা তুলিয়া সবলে,
নিক্ষেপেন বীচিমালী বারিধির তলে।
তরঙ্গ অদ্ভুত দুর্গ সাগরে ভাসায়;
কালবশে চিহ্নমাত্র না রহিল হায়!

দেববাক্যে নদীকূল প্রাকার ধ্বংসিয়া,
নিজস্থানে পুনর্ব্বার চলিল ফিরিয়া।
ঘটে রণশেষে এই কাণ্ড ভয়ঙ্কর;
এখনো প্রাকার শোভে যেন অনশ্বর।
হইছে ধ্বনিত তা'য় বীরের হুঙ্কার;
গর্জ্জিছে লোহিত রণ তোরণে তাহার।
যোত-বক্ষে রুদ্ধশক্তি, ভয়ে কম্পমান,
পোত-পাশে গ্রীকগণ করে অবস্থান।
কাঁপে তা'রা হেক্টরের আগমন-ভয়ে,
সম্মুখে নিরখে যেন প্রায়াম্-তনয়ে।
বীরেন্দ্র হেক্টর রথী যেন প্রভঞ্জন,
মহাবেগে রণস্থল করে বিলোড়ন।
কুক্কুর-শিকারি মাঝে দাঁড়ায় যেমতি,
বরাহ অথবা সিংহ বলবান্ অতি;
বেষ্টে অগণন অরি' চৌদিক তাহার;
গর্জ্জিয়া নারাচ-বৃষ্টি পড়ে অনিবার।
ইথেও ভীষণ পশু ভ্রূক্ষেপ না করে;
যথা ধায় শত্রুগণ পলায় বা মরে;
অকাতরে অরি'পরে করে উলম্ফন;
তিলমাত্র নাহি শঙ্কা ত্যজিতে জীবন।
বেষ্টিত-অসংখ্য-অরি হেক্টর্ তেমতি,
চলেন পরিখা-পারে স্বসেনা সংহতি।
সুদীর্ঘ সমর-ক্লান্ত তুরঙ্গ তাঁহার,
নেহারি' গভীর খাত আরম্ভে চীৎকার;
দাঁড়ায়ে পরিখা-ধারে চকিত অন্তরে,
আঁচড়ে ধরণী; দুর্গ কাঁপে থর থরে।

সভয়ে তুরগকুল করে বিলোকন,
অতীব বিস্তৃত খাত, বৃথা উলম্ফন,
অদ্ভুত গভীর, (অঙ্গ হয় লোমাঞ্চিত !)
সূচমুখ কাষ্ঠদণ্ডে তল কণ্টকিত।
নহে অশ্ব-যোগ্য এই পরিখা অতল,
পারে উলঙ্ঘিতে কষ্টে পদাতিক দল।
সুবিজ্ঞ পোলিডেমস্ এ দৃশ্য হেরিয়া,
শূরত্রাস যোধগণে কহে সম্বোধিয়া ;—
হে হেক্টর্ মহারথ! ট্রয়-সেনাপতি !
শুন সহকারী যত বীরের সন্ততি !
কিরূপে বৃহৎ রথ হইবেক পার,
গভীর পরিখা, পারে সুদৃঢ় প্রাকার ?
খাত মাঝে লক্ষ যোধ হারাইবে প্রাণ,
অরি-অস্ত্রে ; হের, নাহি যুঝিবার স্থান।
যোভ-অনুগ্রহ-বলে হইয়া দর্পিত,
বিষম বিপদে সবে হইছ ধাবিত।
নাশিতে ট্রয়ের অরি যদি বাঞ্ছা তাঁর,
গ্রীক্ নাম আজি ভূমে না রহিবে আর !
এ বিদেশে আর্গসের বীর পুত্রগণ,
একদিনে, একক্ষণে হারা'বে জীবন !
কিন্তু যদি অস্ত্র তারা ধরে পুনর্ব্বার,
কি আছে উপায় তবে ট্রয়ের সেনার ?
এ কুস্থানে অরি-আক্রমণ-চমকিত,
হইয়া কণ্টকময় খাতে নিপতিত,
সমগ্র সমরি-দল হা'রাবে জীবন ;
অর্পিতে সংবাদ নাহি র'বে একজন !

শুন উপদেশ মম, বীরেশ নিকর!
দূর দেশে অশ্ব রথ রাখহ সত্বর;
অবতরি' পরে বীর হেক্টরের সনে,
পদব্রজে আক্রমণ কর অরিগণে।
তা' হ'লে গ্রীসীয় দল হারিবে নিশ্চয়:
আজি (যদি ইচ্ছে যোভ্) চরম সময়।
গ্রাহ্য এ মন্ত্রণা তাঁর। হেক্টর তখনি,
পড়ে ভূমে রথ হ'তে; কাঁপিল ধরণী।
মহাবল যোধগণ দৃষ্টান্তে তাঁহার,
নামিলেন ভূমে, রথ করি' পরিহার।
সুদক্ষ সারথিগণ, অতি সাবধানে,
তেজস্বী তুরগগণে রাখে যথাস্থানে'
বিপুল ট্রোজান সেনা ভক্ত পাঁচ ভাগে;
অবিরাম নেতাগণ চলিছেন আগে।
চলিছে প্রথম দলে শ্রেষ্ঠ সৈন্যগণ,
দহিবারে গ্রীক পোত সমুৎসুক মন;
হেক্টর, সিব্রিয়নিস্ সম্মুখে তাহার;
নির্ভীক পোলিডেমস্ করে হুহুঙ্কার।
প্যারিস শোভিছে অগ্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর,
সহ এজিনর, এল্কাথাউস্ প্রবীর।
তৃতীয় সেনার আগে করিছে গমন,
ডিফো স্, হেলিনস্ প্রায়াম-নন্দন।
চলে এসিয়স্ রথী সনে তাঁসবার,
বীর হিটেকস্ হ'তে সম্ভব তাঁহার;
এরিস্বার পীত অশ্ব আনে বীরবর,
প্রবাহিত নদ তটে সেলি-কূলোপর!

এণ্টিনর্-সুতগণ চতুর্থে চালায়,
বীর ইনিয়স্, ইডা'পরে জনমায়।
শেষ দলে সার্পিডন্ চলেন গর্জ্জিয়া,
নির্ভয় এষ্টারোফুস্, গ্লকসে লইয়া।
এবে সুসজ্জিত হেন সেনা অনুপম,
দুর্গম পরিখা দ্রুত করে অতিক্রম।
উল্লাসে অনীককুল করে অনুমান,
পোড়ে পোতশ্রেণী, পড়ে গ্রীসের সন্তান।
এইরূপে যবে সমবেত বীরগণ,
পলিডেমসের ইচ্ছা করে সম্পাদন,
একা এসিয়স্ রথী, রথে আরোহিয়া,
ধাবিল অরাতি পানে ববষা তুলিয়া।
হতভাগ্য বীর! নহ বশ মন্ত্রণার!
ও সুন্দর রথ তব না ফিরিবে আর;
ঐ যে তুরঙ্গ দলী ধায় বেগভরে,
না ফিরিবে প্রভু সহ ট্রয়ের নগরে!
গ্রীক্ দুর্গ পাশে হ'বে নিশ্চিত পতন;
বীরেন্দ্র ইডোমিনুস্ তোমার শমন।
বামভাগে ট্রয়বীর ভীমবেগে ধায়;
চকিত গ্রীসীয় সেনা শিবিরে পলায়।
অশ্ব, রথ, পদাতিক, অর্দ্ধমুক্ত দ্বারে,
কাতর পরাণ-ভয়ে, পশিছে প্রকারে।
দ্রুত রথে ট্রয় বীর পশ্চাতেতে ধায়;
হুঙ্কারিয়া সেনা তাঁর গগন ফাটায়;
উল্লাসে অলীক আশা করিছে সকলে,
ডুবাইবে গ্রীক্ দলে জলধির জলে!

রক্ষিছে তোরণ দুই প্রবীর অদ্ভুত,
মহাবল লেফিথ্সের বংশ-সমুদ্ভূত;
বলী পেরিথাউসের তনয় দুজন,
বীর লিয়ণ্টস্, পোলিপিটস্ ভীষণ।
শোভে শূরযুগ, যেন শালতরুদ্বয়,
ভেদিয়া আকাশ ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হয়;
দীর্ঘ ভুজ শাখা, পত্র নানা প্রহরণ,
নিবারিছে বাত্যা ভূমি করিতে রক্ষণ!
অতিক্রমে শিরঃ উচ্চ গিরি-শৃঙ্গগণে;
দৃঢ়মূল নাহি ডরে দর্পী প্রভঞ্জনে!
এইরূপে অবস্থিত প্রবীর দুজন
সহে অকাতরে বহু অরি-আক্রমণ।
অরিষ্টিস্, একামাস্ সম্মুখে সেনার;
রাজে ইনোমস্, থুন পশ্চাতে সবার।
বৃথা ট্রোজানের দর্পময় আস্ফালন;
বৃথা তাসবার ভীম ঢাল প্রকম্পন;
প্রবীর সোদরদ্বয় নিশঙ্ক অন্তরে,
প্রাণপণে গ্রীক্‌দুর্গদ্বার রক্ষা করে।
যবে সিংহনাদে ট্রয় সেনা অগণন,
পলায়িত গ্রীকগণে করে আক্রমণ,
নির্ভয়ে সোদরদ্বয় ত্যজিয়া দুয়ার,
দাঁড়ায় রোধিয়া গতি বিপক্ষ সেনার,
শুনিয়া চৌদিকে শিকারির কোলাহল,
বাহিরায় তথা দর্পে বরাহ-যুগল।
ক্রোধে দোঁহে ছিন্ন ভিন্ন করে তরুগণে;
ধ্বংসে বনস্থল লতা-গুল্ম-উৎপাটনে;

কড়মড়ে দন্ত ; ঘূরে আরক্ত নয়ন,
বিষম আঘাতে ক্লান্ত নহে যতক্ষণ ;
পড়ে অস্ত্রবৃষ্টি শিরে সোদর-দোঁহার ;
কবচে ঝঞ্ঝনি' বাজে বিকট প্রহার।
বাজিল তুমুল যুদ্ধ : গ্রীক্ যোধগণ,
এখনও প্রাণপণে রক্ষিছে তোরণ ;
পোত উদ্ধারিতে শেষ চেষ্টা তা'সবার ;
প্রস্তর, আয়ুধধারা পড়ে অনিবার।
যবে প্রকম্পনকারী উত্তর বাতাস,
শীতঋতু সহ ভূমে হয় পরকাশ,
ঘোর কুজ্ঝটিকা হ'তে তুষার ভীষণ,
নামি' দর্পে যথা ধরা করে আচ্ছাদন ;
পড়ে তথা উভদলে শর অবিরল ;
গড়ায়ে প্রস্তর চলে পরিখার তল।
বিকট আঘাত বাজে ভগ্ন ঢাল'পর ;
রোধে ঘন হুহুঙ্কার শ্রবণ-বিবর।
হইয়া তাড়িত, লাজে উন্মত্তের প্রায়,
এসিয়স্ নিন্দি' কহে জগত পাতায় ;—
কে করে বিশ্বাস আর অমর নিকরে ?
পাতক-নিয়ন্তা যোভ্ প্রতারণা করে !
ট্রয় পরাক্রমে গ্রীক্ হ'বে ছারখার,
সুনিশ্চয় আজি, ইথে সন্দেহ কাহার ?
কিন্তু যথা ত্যজি' চক্র ক্ষৌদ্র অগণন,
বাহিরায়, যদি শত্রু করে আক্রমণ ;
রক্ষে মধুক্রম-দ্বার আঁধারি' গগনে ;
দংশনে ব্যথিত করে আততায়িগণে ;

অতীব দুর্ব্বল, তবু মৃত্যুতে না ডরে ;
তেমতি গ্রীসীয় আজি দুর্গ রক্ষা করে।
খেদা'বে তবে কি দুই মানব কেবল
এ বাহিনী, ফিরাইবে অদৃষ্টের ফল ?
উড়াইল শব্দবহ এ হেন বচন ;
না টলিল ইথে দৃঢ় ঈশ্বরের মন।
আরত্রাস মহারথ হেক্টর উপর,
অদ্যতন বীরযশঃ করিছে নির্ভর।
দুর্গময় বীরপণা করিছে গর্জ্জন ;
মগ্ন হেন সেনা-স্রোতে সকল তোরণ।
রোধে কর্ণপথ, শিলা বরিষণ-ধ্বনি ;
অস্ত্রছটা, দীপ্ত বহ্নি আলোকে ধরণী।
নিজ শক্তি দেব কোন দিল মোরে দান,
তুমুল সংগ্রাম হেন করিবারে গান !
জীবনাশা পরিহরি' গ্রীসীয় নিকর,
করে প্রহরণ বৃষ্টি শত্রুশিরোপর ;
অনুকূল দেবকুল দুঃখে তা'সবার,
আতঙ্ক-কম্পিত দেহে করে হাহাকার।
এখনও লেফিথ্‌সের বংশধরদ্বয়
রক্ষে দ্বার ; চারিভিতে পড়ে যোধচয়।
নির্ভীক পোলিপিটিস্ প্রথমে সবার,
বীরবর ডেমেসসে করিল সংহার ;
সুশাণিত ভল্ল তাঁর শিরস্ত্র ভেদিয়া,
পশিল মস্তিষ্কে ; প্রাণ যায় পলাইয়া।
পড়ে অর্মিনস্ রথী, তেজস্বী পিলন্ ;
নাশে বহুবীরে লেয়ণ্টিয়স্ ভীষণ ;

প্রথমে হিপমেকসে করি' বর্ষাঘাত,
কাল অসি বীরবর খুলে অকস্মাৎ।
আতঙ্কে এণ্টিফেটিস্ পলা'বে যেমন,
করিল কৃপাণ তাঁর মস্তক ছেদন।
এমিনস্, অরিষ্টিস্, মেনন্ সুন্দর
ভাসে রক্ত-স্রোতে; শোভে শবের ভূধর।
এদিকে হেক্টর্, পলিডেমস্ মিলিয়া,
আক্রমিল অরি-দুর্গ ঘন হুঙ্কারিয়া,
অতীব উৎসুক মন দহিতে অনলে,
প্রাকার গগনস্পর্শী, দুর্গ, তরিদলে।
হেন কালে দৈব কাণ্ড নিরখি' গগনে,
চমকি' দাঁড়ায় দোঁহে স্তিমিত নয়নে।
আতঙ্কে সেনার আর না চলে চরণ;
বিস্ময়ে বীরত্ব সবে হয় বিস্মরণ।
[illegible]াভের বিহঙ্গ করে পক্ষের ঝঙ্কার;
অজগর বিদ্ধ এক নখরে তাহার,
অতীব বিকটমূর্ত্তি; কুণ্ডলিয়া কায়,
দংশিল সে বিহগের বিশাল গ্রীবায়।
জ্বালায় কাতর হয়ে' পক্ষী সেইক্ষণে,
নিক্ষেপিয়া তায়, ঘূরে বিশাল গগনে,
ধায় বায়ুভরে, রবে বিদারি' অম্বর;
বিপুল বাহিনীমাঝে পড়ে অজগর।
কুণ্ডলিত নিপতিত সর্পে নিরখিয়া,
কাঁপিল আতঙ্কে সেনা, বিপাক গণিয়া।
সুবিজ্ঞ পোলিডেমস্ অনেক চিন্তিয়া,
কহেন, হেক্টরপানে আঁখি ফিরাইয়া; —

যথার্থ বচন তরে, কহ, কত বার,
শুনিব শ্রবণে ভ্রাতঃ! কটূক্তি তোমার?
পারে যত দূর হ'তে মম বিবেচনা,
সতত প্রদানি তোমা এ হেন মন্ত্রণা।
সকলের সত্যবাক্যে আছে অধিকার,
সন্ধি বা বিগ্রহে কিংবা গৃহে মন্ত্রণার।
নেতা তুমি; কিন্তু সদা না করি পালন
তব আজ্ঞা, বীর্য্য তব করিতে বর্দ্ধন।
এবে মম বাক্যে বীর! কর্ণপাত করি',
বিরত হও হে আজি ধ্বংসিবারে তরি;
প্রেরে হেন চিহ্ন যোভ্ তোমা সতর্কিতে,
জানিও নিশ্চয়; হেন লয় মম চিতে।
বিজেতা বিহগরাজ বামে উড়ে যান,
রোধি' গতি মোসবার, কাঁপায়ে সেনায়,
গগনের মধ্যদেশে শিকার ত্যজিয়া
অধিকৃত সর্পে নারে রাখিতে ধরিয়া।
দাহিবারে শত্রু-পোত বাঞ্ছা মোসবার,
যদিও কাঁপিছে ঐ উন্নত প্রাকার,
অবশেষে ঘোরতর বিপদ ঘটিবে;
মরিবে অসংখ্য; রক্তে ধরণী ভাসিবে।
অগ্রে উপদেশ তোমা করিনু প্রদান;
শকুনজ্ঞ আমি, জানি শকুন-সন্ধান।
হেক্টর ধরার গর্ব্ব করিল উত্তর,
(ঘুরে আঁখিদ্বয় ক্রোধে, পাবক প্রখর।)
এই কি এখন তব মন্ত্রণা সরল?
হেন বাক্যে পক্ষপাত নেহারি কেবল!

অথবা কাপট্যহীন যদি ও হৃদয়,
মূঢ়! বুদ্ধি তব যোভ্ হয়েছে নিশ্চয়!
কাপুরুষ! কেন মিছে বাসনা তোমার,
রোধিবারে অভিলাষ জগত-পাতার?
ঈশের ইঙ্গিত, শুভচিহ্ন প্রদর্শন,
অরাতির শঙ্কনীয় অশনি-নিশ্বন,
করিব কি অবহেলা প্রলাপে তোমার,
নিরখিয়া তুচ্ছ পক্ষী গগন মাঝার?
বিমানবিহারী ওহে বিহঙ্গমগণ!
সমগ্র গগন মাঝে কর বিচরণ;
উড়হ দক্ষিণে বামে; হেক্টর বীরেশ
সাধিবে ঈশের ইচ্ছা, ত্যজি' ভয়-লেশ।
বিনা শুভচিহ্ন বীর খুলে তরবার;
না মানে শকুন, চাহে স্বদেশ-উদ্ধার।
রে ভীরু! সন্দেহ তব কেন এ বিজয়ে?
নাহি শঙ্কা; জ্বলে বহ্নি সবার হৃদয়ে।
মরে যদি তরীমাঝে মহাবীরগণ,
পলাইয়া রক্ষ ভীরু! ও পাপ জীবন।
যদি এক দিনে যত ট্রয়ের সন্তান
মরে, মজে ট্রয়্, নাহি তব পরিত্রাণ।
যদি কাপুরুষ! তব এহেন বচনে,
পশে তিলমাত্র ভয় যোধগণ-মনে,
মম এ ভীষণ ভল্ল, অচিরে তোমার,
বধি' প্রাণ, উপশম করিবে শঙ্কার।

এত কহি' দুর্গ পানে ধায় বীরবর
আস্ফালি' বিকট; ছুটে ট্রোজান নিকর,

নেতার পশ্চাতে; যেন অসংখ্য শমন।
ঘন ঘন সিংহনাদ বিদারে গগন।
ইডাগিরি হ'তে যোভ্‌ প্রেরি' প্রভঞ্জনে,
ঢাকিলেন গ্রীক্‌-পোত রজঃ-আবরণে।
পূরিল আতঙ্কে ঈশ গ্রীকের হৃদয়;
ট্রয়দর্প হেক্টরেরে অর্পেন বিজয়।
বলী যোধকুল দেবদর্প-প্রদর্পিত,
বিশাল প্রাকার এবে করিল বেষ্টিত।
বৃথা স্থূল ভিত্তি! গুরু কাষ্ঠ অকারণ!
করে লণ্ড ভণ্ড তায় অরি-বীরগণ;
উপাড়ি' প্রস্তর দূরে নিক্ষেপে সবলে।
স্তূপাকারে গ্রীক-কীর্ত্তি পড়ে ভূমিতলে।
যুঝে গ্রীক্‌গণ উচ্চস্থানে আরোহিয়া;
সঞ্চালিত অস্ত্র চলে দুর্গ আলোকিয়া।
বিশাল ধাতব ঢাল শোভে সারি সারি;
ছুটে নিম্নে শর যেন বরিষার বারি।
নির্ভীক এজাক্স্‌ বীর, সহোদর সনে,
ভ্রমে দুর্গময় দ্রুত পদ-সঞ্চরণে,
উৎসাহি' সমরিদলে; প্রশংসা বচন
কহে বীরে; কাপুরুষে ভয় প্রদর্শন;—
ওহে অস্ত্রধারিকুল! প্রবীর নির্ভয়
রণযশঃ-অভিলাষী নব যোধচয়!
শৌর্য্য, শস্ত্রশিক্ষা নহে সমান সবার,
কর কার্য্য সেই রূপ সামর্থ্য যাহার।
এদুর্দ্দিনে হ'ক দীপ্ত বীরের হৃদয়।
ত্যজ শঙ্কা ভীরু! খ্যাতি করহ সঞ্চয়।

উৎসাহ অলসে ; ক্ষীণে আশ্বাস অচিরে ;
ডুবাও হেক্টরদর্প সিংহনাদ-নীরে।
লভহ বিজয়, শঙ্কা করি' পরিহার,
বাহিরাও বীরদর্পে ত্যজিয়া প্রাকার।
পুনঃ যোক্ত্ জয়দান পারেন করিতে ;
নগরে পলা'বে শত্রু কাঁপিতে কাঁপিতে।

নাচিল সৈনিক-হৃদি এহেন বচনে ;
অবিরল শিলাবৃষ্টি পড়ে শন্ শনে।
যথা, যবে ক্রোধে দর্পী ত্রিদিব-ঈশ্বর,
ঘনজালে আচ্ছাদিত করি' অনশ্বর,
প্রেরে ভীম বাত্যা, শীত-ঋতু-অধিকারে,
হিমানী-নিস্রব করে প্লাবিত ধরারে ;
অতঃপর নিবারিয়া সমীর-সঞ্চার,
ধীরে ধীরে ধরা'পরে বরষে তুষার ;
শিখরি-শিখর আগে হয় আচ্ছাদিত,
পরে ক্ষেত্র, সিন্ধুতীর সিকতা-পূরিত ;
গুরু ভারে তরুগণ নতশিরা হয় ;
শোভে শুভ্রবাসে নর-কীর্ত্তি সমুদয় ;
ব্যাদানি' বদন গ্রাসে ভীম বারিধি অপার,
তেমনি চৌদিকে ঘন শিলা-বরিষণ,
শুভ্রাকারে ভূমিতল করে আচ্ছাদন।

সুরাভ হেক্টর্ ল'য়ে সেনা অগণন,
করেন প্রয়াস ভগ্ন করিতে তোরণ।
আবরে আকাশ গ্রীক্ প্রহরণ-জালে ;
মহাবীর সার্পিডন্ আসে হেন কালে ;

অর্পি' যোভ্ নরোত্তম নন্দনে আপন
সুরবীর্য্য, যশোলাভে করেন প্রেরণ।
নিরখি' উদ্ধৃত ঢাল, দীপ্ত বাণবার,
দূর হ'তে পায় সবে পরিচয় তাঁর,
অদ্ভুত পিত্তল ঢাল! গোলক শোভিত
বৃষচর্ম্মে, চারিধার কনকবেষ্টিত;
দুই হাতে দুই ভল্ল; কাঁপিছে মেদিনী
পদক্ষেপে; পাছে ভীম লিসীয়বাহিনী।
তেমতি ক্ষুধার্ত্ত সিংহ গিরি পরিহরি;
সদর্পে পতিত হয় মেষপাল'পরি;
চলে বেগে, নাহি করে ভ্রূক্ষেপ কাহায়,
ভবিষ্য বিপদপাত না ভাবে হেলায়।
বৃথা গর্জ্জে দূরস্থিত সারমেয়গণ;
বৃথা মেষপালকের শর-বরিষণ!
নাহি করি' কর্ণপাত দুর্জ্জয় কেশরী,
ক্রোধমত্ত, গ্রাসে ভক্ষ্য সিংহ নাদ করি'।
মহাবাহু সার্পিডন্ সদর্পে তেমতি,
পড়ে অরি'পরে দ্রুত, ক্রোধদীপ্ত অতি।
উন্নত প্রাকার মুহুঃ হেরে [illegible]
উৎসাহ [illegible] তার পতন সত্বর;
অতঃপর সখাপানে আঁখি ফিরাইয়া,
যশোতৃষা-পিপাসিত, কহে আক্ষেপিয়া;—
গ্লকস্! কি গর্ব্ব-যোগ্য রাজ্য মোসবা:
বৰ্দ্ধিছে জেন্থস্-স্রোত প্রাচুর্য্য যাহার,
বহুগৃহ, পশুপাল সতত বিচরে,
তৃণক্ষেত্রে, দ্রাক্ষাপূর্ণ রম্য গিরি'পরে,

কনকের পান-পাত্র পূরিত সুধায়,
উৎসব-সঙ্গীত যার মানস মাতায় ?
কেন এ সম্ভ্রম সখে! কহ দোঁহাকার,
সর্ব্বত্র পূজিত, মান্য সম দেবতার,
পুরোচিত কার্য্য যদি নারিনু করিতে,
না পারিনু খ্যাতি-দাতা অমরে তুষিতে ?
কর্ত্তব্য মোদের বীরপণা-প্রদর্শন,
মহাবীর বলি' লোকে বাখানে যখন ;
যেন কহে জনগণ একবাক্য হ'য়ে,
নিরখি' অসীম শৌর্য্য বিস্মিত হৃদয়ে,
এ হেন বিশাল রাজ্য যোগ্য দোঁহাকার ;
ধরাধামে কোন্ বীর আছে তুলনার ?
স্মরহ সে ভয়ঙ্কর মৃত্যুর দুয়ার,
ভীরু সাহসিক, নাহি পরিত্রাণ কা'র !
তাই ওহে মিত্রবর ! খ্যাতি-আকাঙ্ক্ষায়,
ধাই রণে, উত্তেজিত করি হে তোমায়।
হায়, সখে ! আসিতেছে বার্দ্ধক্য ভীষণ,
ঘোর ব্যাধি, বিশ্বব্যাপী বিকট মরণ ;
এস এ নশ্বর জীব করি' পরিহার,
যশঃ-দানে করি মুক্ত স্বদেশের দ্বার।
মরণে অক্ষয় কীর্ত্তি, জীবনে সম্মান,
এস করি খ্যাতি লাভ, কিংবা খ্যাতি দান।
এতেক কহিল বীর ; হৃদয়ে সখার,
জ্বলে বহ্নি, আঁখি স্রাবে স্ফুলিঙ্গ তাহার।
উল্লাসে অনীকদল, সেনাপতিদ্বয়ে
অনুসরে বেগে, বীরমদে মত্ত হ'য়ে।

বীর মেনিস্থূস্ উচ্চ স্থান আরোহিয়া,
নিরখে সেনার ঝড় বহিছে গর্জ্জিয়া ;
হেরে চারিধার, দূর করে বিলোকন,
জানিবারে কোন্ অরি করে আগমন ;
টিউসারে, এজাক্সেরে দেখিল নয়নে,
রুধির-লোহিত-অঙ্গ, মাতিয়াছে রণে।
বৃথা আহ্বানিল বীর ; অস্ত্রাঘাত-ধ্বনি,
ঢাল-শিরস্ত্রাণ' পরে, কাঁপায় ধরণী।
নড়িছে কপাট ; ঘোর প্রতিধ্বনি করে
প্রাকার পর্ব্বতশ্রেণী ; আকাশ বিদরে।
কহিল থোউসে শূর,—যাও ত্বরা করি'
আহ্বান এজাক্স্ বীরে মানব-কেশরী।
মহাবল যোধগণ একত্র হইয়া,
বহুক্ষণ অরি-স্রোত রাখিবে রোধিয়া।
অসংখ্য অনীক সহ সননের প্রায়,
লিসীয় ভূপতিযুগ আসিছে হেথায় ;
কিন্তু যদি গর্জ্জে সেথা সমর ভীষণ,
করুন এজাক্স্ বীর দুর্গের রক্ষণ ;
ধন্বী টিউসার্ ভীম ধনুঃ ল'য়ে করে,
আসিয়া খেদান ত্বরা বিপক্ষ নিকরে।
ধাবিল সত্বর দূত বারতা লইয়া,
কণ্টকিত গ্রীক্-সেনা-কানন ভেদিয়া ;
নিরখে প্রবীরদ্বয়ে সিক্ত স্বেদ-জলে,
রুধির-আপ্লুত দেহ, রোধে অরিদলে।

পারিবে তোমরা দোঁহে একত্র হইয়া,
প্রবল অরাতি-স্রোতে রাখিতে রোধিয়া।
অসংখ্য অনীক সহ, শমনের প্রায়,
লিসীয় ভূপতিযুগ ধাবিছে তথায়;
কিন্তু যদি গর্জ্জে হেথা সমর ভীষণ,
কর টেলামন্, তুমি দুর্গের রক্ষণ;
ধন্বী টিউসার! ভীম ধনুঃ ধরি' করে,
আসিয়া খেদাও ত্বরা বিপক্ষ নিকরে।
তখনি ধাবিল দ্রুত এজাক্স্ বীরেশ,
সহকারী যোধগণে অর্পি' উপদেশ;
প্রকাশ হে লিকোমিডি! সমর-কৌশল;
নির্ভীক অইলুস্! ঘোষ নিজ ভুজবল।
দোঁহা'পরে রণভার অর্পিনু দুঃসহ,
যাবৎ ফিরাতে নারি বিপক্ষ-প্রবাহ।
সাধিয়া এ কার্য্য ত্বরা আসিব ফিরিয়া;
এত কহি' ধায় শূর দীপ্ত ঢাল নিয়া।
সমবেগে, সমদর্পে চলে টিউসার;
বলী পেণ্ডিয়ন্ বহে কার্ম্মুক তাঁহার।
বাত্যাসম আস্ফালনে কাঁপায়ে মেদিনী,
প্রকাশে প্রাকার'পরে লিসীয়বাহিনী।
বিকট আতঙ্কে কাঁপি' গ্রীসীয় নিচয়,
অসম সমর-আশে, সমবেত হয়।
বাজিল তুমুল রণ; জেতার গর্জ্জন,
আহতের আর্ত্তনাদ, বিদরে গগন।
ধাবিয়া সরোষে আগে এজাক্স্ কেশরী,
প্রেরে বীর এপিক্লিসে শমন-নগরী,

সার্পিডন্‌-সখা ; ছিল সম্মুখে তাঁহার,
প্রস্তর, প্রাকারচ্যুত, ভীষণ-আকার।
আধুনিক মহাকায় কৃষি বলবান,
না পারে নাড়িতে কভু এ হেন পাষাণ !
গ্রীক্‌বীর হেন শিলা তুলিয়া হেলায়,
ঘূরাইয়া শূন্যপথে সঞ্চালিল তায় ;
পড়ে শত্রু-শিরস্ত্রাণে তুলি' বজ্রধ্বনি,
কঠিন মস্তক চূর্ণ করিল তখনি।
যথা দক্ষ সন্তরক উচ্চে আরোহিয়া,
অধোমুখে বারিধিতে পড়ে লম্ফ দিয়া।
পড়ে তথা এপিক্লিস্‌ ; পরাণ হারায় ;
সমীরণ-বেগে আত্মা কালপুরে যায়।

অবতরে দুর্গমাঝে গ্লকস্‌ যেমন,
ত্যজিলেন টিউসার্‌ শর সুভীষণ।
স্বনি' শ্বন শ্বনে পত্রী ধাবি' বেগভরে,
বাজিল বিষম তাঁর অকবচ করে।
আহত গ্লকস্‌ বীর, বিচারিয়া মনে,
চকিত হইবে সেনা আঘাত-শ্রবণে,
ঢাকিলেন ক্ষত ত্বরা ; লম্ফ দিয়া পরে,
উচ্চ হ'তে, পিছালেন বিরষ অন্তরে।

গ্লকস্‌ সমর ত্যজি' ধীরে ধীরে যায়,
নরোত্তম সার্পিডন্‌ দেখিবারে পায়।
ক্রোধে দিবেশ্বর-সুত উন্মত্ত হইয়া,
আক্রমিল অরিগণে বিকট তর্জ্জিয়া।
হানে বীর ভীম প্রাস সিংহনাদ করি'.
বলী অল্কপিয়নের বজ্র বক্ষঃ 'পরি ;

অতঃপর বিদ্ধ অস্ত্র টানিয়া সবলে,
তুলিলেন পুনঃ ; রক্ত প্রবাহিয়া চলে।
পড়িল ভূতলে গ্রীক্, উঠে বজ্রধ্বনি ;
কঠিন ধাতব বর্ম্ম বাজিল ঝঞ্ঝনি'।
প্রাকার-সমীপে জেতা ধাবি' দ্রুতগতি,
ঠেলে তায়, সমর্পিয়া যতেক শকতি।
নড়িল প্রাচীর ; শিলা হইয়া স্খলিত,
স্তূপাকারে চারিধারে হয় নিপতিত।
প্রসর গহ্বর এক হইল তাহায় ;
ধায় শত্রু-সেনা তাহে প্রবাহের প্রায়।
ধন্বীবর টিউসার নোঙাইল ধনুঃ ;
এজাক্স্ ত্যজিল ভল্ল জ্বলন্ত কৃশানু।
ট্রয়-বীর-কটিবন্ধে বিন্ধিল সে শর ;
ভেদিল ধাতব ঢাল, নারাচ প্রখর ;
কিন্তু অন্তর্য্যামী ঈশ তথা বর্ত্তমান,
রক্ষিতে বিপদ-পাতে নন্দনের প্রাণ।
পিছাইল নরপতি, (নহে পলায়ন),
ক্রোধমত্ত, হৃদে প্রতিহিংসার দহন ;
আশায় উৎফুল্ল মন হ'য়ে অতঃপরে,
উৎসাহেন নিরুৎসাহ সৈনিক নিকরে ;
কি বীর্য্যে লিসীয় সেনা ! কর অহঙ্কার ?
পূর্ব্ববল, পূর্ব্বদর্প নাহি আছে আর !
মুক্তপথ ; কিন্তু আমি যা'ব কি একাকী
অরিপুরে ? নিরখিবে বাহিরেতে থাকি' ?
হও সমবেত ; শত্রু হইবে নিধন ;
একতায় কোন কার্য্য না হয় সাধন ?

ক্ষিপ্ত লিসিয়ার সেনা হেন তিরস্কারে,
আক্রমিল বৈরিদলে ঘোর হুহুঙ্কারে।
গ্রীসীয় সমরিকুল অচলের প্রায়,
দাঁড়ায় অচলভাবে রোধিয়া তাহায়।
লিসীয় নিকরে গ্রীক্ নারে খেদাইতে ;
না পারে লিসীয় সেনা দুর্গে প্রবেশিতে।
দুই সংযোজিত ক্ষেত্র-সীমায় যেমন.
দাঁড়ায়ে বিবদমান কৃষক দুজন,
করে বাহুযুদ্ধ ; কেহ কভু না পিছায়,
নিজ স্থান ত্যজি' ; স্বেদবারি ঝরে কায় ;
যুঝে তথা উভদল, পরিহরে প্রাণ ;
নহে পরাঙ্মুখ কেহ, না করে পয়াণ।
বীর-বক্ষঃ ছিন্ন ভিন্ন করে প্রহরণ ;
উঠিছে আঘাত-ধ্বনি, বর্ম্মের নিক্কন।
শবপুঞ্জে রণভূমি হইল আবৃত,
জীবের শোণিতে উচ্চ প্রাচীর প্লাবিত।
যথা দুই তৌল-শিক্য ভারে অসমান,
কভু উচ্চে, কভু নিম্নে হয় দুল্যমান,
(দরিদ্র-গৃহিণী যবে পরিমাণ করে,
পসমের সূত্র, মানদণ্ড ধরি' করে।)
অতঃপর উভ ভার সমতুল হয় ;
নাহি নড়ে শিক্য, দণ্ড বক্রগতি লয় ;
তেমতি সংগ্রাম রহে, নহে যতক্ষণ
অমরপ্রতিম হেক্টরের আগমন।
ঝঞ্ঝাবাত-সমবেগে আসিছে কুমার.

ট্রয়ের অনীকবৃন্দ! হও অগ্রসর;
ধাও পোত পাশে, দহ অনলে সত্বর।
নেতার বচনে ক্ষিপ্ত ট্রয়-অনীকিনী,
আরোহিতে প্রাকারেতে স্থাপে আরোহিনী।
সহসা বেড়িল দুর্গ নারাচ-কানন,
দাবানলসম-দীপ্তবপু সেনাগণ।
প্রকাণ্ড প্রস্তর এক ধরিল কুমার,
সূচ-অগ্র, নিম্নদেশ আয়ত তাহার।
আধুনিক মহাবল নর দুই জন,
কি সাধ্য পাষাণ হেন করে উত্তোলন।
অনায়াসে ট্রয়বীর তুলে নিল তা'য়,
লোমগুচ্ছ যথা কৃষি উত্তোলে হেলায়;
হেক্টরে করুণা করি' জগত-কারণ,
শিলার গুরুত্ব নিজে করেন ধারণ।
এ হেন প্রস্তর-বীর শূন্যে উত্তোলিয়া;
ধাইল তোরণ পানে, ঘন আস্ফালিয়া;
অদ্ভুত রচিত দ্বার। স্থূল লৌহদণ্ডে,
পূরিত; চৌদিক বদ্ধ গুরু কাষ্ঠ-খণ্ডে।
হেক্টর্ অরাতি-ত্রাস হানে ক্রোধভরে,
ধৃত শিলা; ভাঙ্গে দ্বার বজ্রনাদ ক'রে'।
বিচূর্ণ হইল কাষ্ঠ; লৌহদণ্ড তা'য়,
স্থানভ্রষ্ট হ'য়ে বেগে চৌদিকে ছড়ায়।
প্রভঞ্জন-বেগে বীর ধায় অভ্যন্তরে,
কালমূর্ত্তি, তীক্ষ্ণ দুই বর্ষা শোভে করে;
নয়ন ঝলসি' ঝকে বর্ম্ম জ্যোতির্ম্ময়;
জ্বলন্ত অনলসম জ্বলে আঁখিদ্বয়।

অবাধে চলিছে শূর অমরসমান,
ধীরে, বীর্য্য অমানুষ হেন হয় জ্ঞান।
ট্রয়ের বাহিনী এবে ঘন হুঙ্কারিয়া,
পশে দুর্গে স্রোতসম, ভগ্ন দ্বার দিয়া
নিরখিয়া গ্রীক্ চমূ আতঙ্কে পলায় ;
মরে লক্ষ ; সিংহনাদ গগন ফাটায়।

দ্বাদশ কাণ্ড সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ কাণ্ড।

চতুর্থ যুদ্ধে নেপ্‌চুন্‌দেবের গ্রীক্‌-পক্ষাবলম্বন। ইডোমিনুসের শৌর্য্য।

বিষয়।

গ্রীক্‌বিনাশ-দুঃখিত নেপ্‌চুন্‌ দেব হেক্টরকে দুর্গে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ক্যাল্‌কাসের মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক এজাক্‌সদ্বয়কে শত্রুবীরকে প্রতিরোধ করিতে উত্তেজিত করেন; পরিশেষে অন্য সেনানীর বেশ ধারণ করিয়া পোতমধ্যে প্রবিষ্ট অন্য বীরগণকে উৎসাহিত করেন। এজাক্‌সদ্বয় ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া হেক্টর্‌ ও তাঁহার সৈন্যগণকে বাধা দেন। অনেক বীরত্ব প্রদর্শিত হয়। মেরিয়নিস্‌, বর্শা হারাইয়া অন্য একটীর প্রার্থনায় ইডোমিনুসের শিবিরে প্রবেশ করেন। এই ঘটনায় উভয় বীরের কথোপকথন হয়; এবং উভয়ে একত্র যুদ্ধে আগমন করেন। ইডোমিনুস্‌ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি অর্থিওনুস্‌, এসিয়স্‌ ও এল্কাথাউস্‌কে নিহত করেন। ডিইফোবস্‌ ও ইনিয়স্‌ বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে, ইডোমিনুস্‌ সমর পরিত্যাগ করেন। মেনিলস্‌, হেলিনস্‌কে আহত করিয়া, পিসাণ্ডারকে নিহত করেন। বামভাগে ট্রোজানেরা পরাস্ত হয়। পুনঃ পুনঃ শরাঘাত সহ্য করিয়াও হেক্টর্‌ এজাক্‌সদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করেন; পলিডেমস্‌ সামরিক সভা করিতে পরামর্শ দেন। হেক্টর তাঁহার উপদেশ গ্রাহ্য করেন; কিন্তু প্রথমে ছিন্ন ভিন্ন ট্রোজান-গণকে একত্রিত করিতে গমন করেন; পলিডেমসের সহিত পুনর্ম্মিলিত হন এবং এজাক্‌সকে পুনর্ব্বার আক্রমণ করেন।

অষ্টবিংশ দিবস এখনও চলিতেছে। দৃশ্য,—গ্রীক্‌-প্রাকার ও সমুদ্রতীরের মধ্যস্থলে।

[illegible] [illegible] [illegible] প্রাচীর,
[illegible] বিস্তৃত নীল বারিধির তীরে,
[illegible] রণ-শ্রম তাঁয় করেন অর্পণ,
যাবৎ না অস্তমিত পদ্মিনীরমণ।

অতঃপর দিবেশ্বর নয়ন ফিরায়,
রণস্থল হ'তে, সুবিস্তৃত থ্রেসিয়ায়,
মিসীয়-নিকর যথা সমর-কৌশল
প্রকাশে ; থ্রেসীয় দমে তুরঙ্গ সবল ;
হিপিমেলোজীয় নর যথায় বিচরে,
দীর্ঘজীবী ন্যায়পর খ্যাত চরাচরে,
শিবময় জাতি ! জীবহিংসা নাহি জানে,
সতত জীবন ধরে পূত দুগ্ধপানে ;
সানন্দে নিরখে বজ্রী ; নাহি বাঞ্ছা তাঁর,
দেখিতে ট্রয়ের দৃশ্য,—মানব-সংহার।
অসহায় উভদল, ভাবে দিবেশ্বর,
নিরস্ত আদেশে তাঁর অমর নিকর।
একান্তে আসীন এবে ত্রিদশ-ঈশ্বরে,
প্রতাপী জলধিনাথ বিলোকন করে।
সিন্ধুকূলে রম্য গিরি ; উপরে তাহার,
বিরাজে সেমোথ্রেসিয়া শোভার আধার ;
বসি' সিন্ধুপতি তথা ফিরায়ে নয়ন,
অভ্রভেদী ইডা গিরি করে বিলোকন।
দৃষ্ট হয় ইলিয়ম্-গুম্বজ সকল,
দীর্ঘ গ্রীকপোত-শ্রেণী, বারিধি অতল।

স্মরি' ঈশ-অবিচার, উন্মত্তের প্রায়,
সহসা জলধিনাথ নামেন ধরায়।
কাঁপে গিরি থর থরে পদক্ষেপে তাঁর;
নড়ে বন; ধরা নারে ধরিবারে ভার;
অধীরা হইল পৃথ্বী। বারিধি-ঈশ্বর
করে অতিক্রম রোষে বিবিধ নগর,
তিন পদ-ক্ষেপে; দেব চতুর্থে এবার,
উপনীত দূরস্থিত ইজির মাঝার।
ইজীয় উপসাগরে রাজে জ্যোতির্ম্ময়
অক্ষয় প্রাসাদ তাঁর! নরকীর্ত্তি নয়।
উতরি' তথায় দেব সাজান অচিরে,
দিব্য অশ্বগণে, স্বর্ণকেশ শোভে শিরে;
পরিলেন অঙ্গে ত্বরা দীপ্ত রণসাজ,
রচিত কনকে, তাহে হীরকের কাজ।
উঠি' রথে সিন্ধুনাথ রোষস্ফীত-কায়,
হানে হেম কশা; হয় বায়ুবেগে ধায়।
ঘূরে রথচক্রচয় সলিল কাটিয়া।
ভীমকায় জলজন্তু উপরে ভাসিয়া,
করে ক্রীড়া মহোল্লাসে বেড়িয়া তাঁহায়;
বক্রভাবে তিমিকুল খেলিয়া বেড়ায়।
নতশিরে বারিনিধি সমতল হ'য়ে,
করে স্তুতি অধিপেরে বক্ষঃ'পরে লয়ে।
ত্যজে তুরঙ্গের পথ তরঙ্গ সকল;
না পারে ভিজাতে চক্র ভীত সিন্ধুজল।
রাজে বারি-রাজ্যে এক বিশাল গহ্বর;
শোভে এক ধারে তার নগর সুন্দর

টিনিডস্ ; অন্য পাশে শিখরি-বেষ্টিত
ইম্ব্রস্, লহরী যাহে হয় নিনাদিত।
শৈবলিনী-নাথপতি তথায় উতরি',
থামান জ্যোতিষ্ক রথ ; অশ্বে মুক্ত করি'
অর্পিলেন দিব্য তৃণ আপনি স্বকরে ;
অক্ষয় প্রদীপ্ত হেমরজ্জু দিয়া পরে,
বাঁধিলেন তা'সবায় ; তুরগ সকল
রহে তথা। চলে সিন্ধুপতি মহাবল ;
প্রভঞ্জন সম যথা আঁধারি' গগন,
কিংবা ধরা-মগ্নকারী ভীষণ প্লাবন,
ধায় বীরদর্পে ভীম ট্রয়ের বাহিনী,
বীর হেক্টরের সনে কাঁপায়ে মেদিনী।
ঘন ঘন সিংহনাদ গগন বিদরে ;
পদক্ষেপে বসুমতী কাঁপে থরথরে।
চলে ট্রয়-চমূ গ্রীক্-শমনের প্রায় ;
জ্বলিছে বহিত্রচয় হেরে কল্পনায় !
পৃথ্বীপ্রকম্পনকারী প্রবল অমর
উঠিয়া নেপ্চুন্ দেব ত্যজিয়া সাগর,
ধরে নরমূর্ত্তি ; যেন ক্যাল্কস্ স্থবির,
সম দেহভাব, কণ্ঠস্বর সুগভীর।
মাতিল চীৎকারে তাঁর গ্রীক্ বীরদল,
রুষিল এজাক্সদ্বয়, অনলে অনল ;
গ্রীসের ভরসা ওহে বীর-পুত্রগণ !
পূর্ব্ব খ্যাতি, পূর্ব্ব কীর্ত্তি করহ স্মরণ।

যদিও অরাতি-স্রোতে মগ্ন চারিধার ;
যদিও পতনোন্মুখ এ দৃঢ় প্রাকার,
এখনও আছে আশা ; কিন্তু এই স্থান,
জিনে যদি শক্র, তবে নাহি পরিত্রাণ !
দৈববলে অহঙ্কৃত, সম হুতাশন
গর্জ্জিছে হেক্টর যেন যোভের নন্দন।
যদ্যপি অমর কোন আর্দ্র করুণায়,
উৎসাহ, সাহস, বল অর্পেন সবায়,
গ্রীসের বিজয়-লক্ষ্মী রাজিবে আবার ;
বিফল যোভের কোপ ! পিছা'বে কুমার !
এত কহি' সিন্ধুনাথ রাজদণ্ড দিয়া,
স্পর্শি' বীরগণে, দৃঢ় করিলেন হিয়া।
অমিতবিক্রম পূত সুর-পরশনে,
সহসা সবল পুন করে শূরগণে।
অনন্তর শ্যেন যথা ভক্ষ্য লক্ষ্য করি'
দূরদেশে, অকস্মাৎ গিরি পরিহরি',
ধায় ব্যগ্রভাবে নিম্নে চপলা-গমনে,
পাকশাটে মুখরিত করিয়া গগনে ;
মুহূর্ত্তে সিন্ধুপ তথা ধাবি' বেগভরে,
সেনার নয়ন হ'তে মিশান অম্বরে।
নররূপধারী দেবে, অইলুস্-তনয়
চিনিয়া প্রথমে, বীর টেলামনে কয় ;—
নররূপে, মিত্র ! কোন সদয় অমর
উৎসাহেন গ্রীকে পুনঃ করিতে সমর !
মনিষী-ক্যাল্কস্ কভু নহে এই জন ;
আবির্ভূত সুর, বৃদ্ধ করিলে গমন।

চিনেছি অমর ইনি, নাহি সন্দ মনে,
মনুষ্য-দুর্লভ দীপ্ত বপু-দরশনে।
অদ্ভুত ... এর তেজে মম কলেবর
পূর্ণ এবে; ভাসি যেন অম্বর উপর।
সম পরাক্রমে, বীর! (কহে টেলামন্‌)
মত্ত আমি; জ্বলে হৃদে দর্প-হুতাশন।
লভিয়াছি নব আত্মা যেন এ সময়;
চাহি রণ; দৃঢ়ীভূত অঙ্গ সমুদয়।
হের এ সতেজ ভুজ বরশা কাঁপায়
অকারণ; বেগে রক্ত ধমনীতে ধায়।
ধাবিয়া একাকী, হেন ইচ্ছা এ অন্তরে,
বিনাশি এখনি ঐ দুর্জ্জয় হেক্টরে।
বারিধি-অধিপ-তেজে পূর্ণ বীরগণ,
পরস্পর নিজ ভাব প্রকাশে এমন।
প্রতাপী নেপচুন্‌ এবে প্রদানে আশ্বাস,
ভীত গ্রীক্‌গণে, যারা হইয়া হতাশ,
কাঁপে পোতমাঝে, যবে ট্রয় অনীকিনী,
বেড়িয়া প্রাকার, গর্জ্জে কাঁপায়ে মেদিনী।
ভাঙ্গে শত্রু-সিংহনাদে হৃদি তা'সবার;
ঝরে গণ্ডে দরদরে ক্রোধ-অশ্রুধার।
শেষ দিন সমাগত ভাবে গ্রীক্‌গণ;
সহসা সাহসে মাতে তা'সবার মন।
লিটুস্‌ ও টিউসার হইল অধীর;
উত্তোলিল অস্ত্র পেনিলুস্‌ মহাবীর;
থোয়াস্‌, ডিইপিরস্‌ সমর-নিপুণ,
বীর মেরিয়ন পরে লভে এ আগুন;

পাইল অদ্ভুত বীর্য্য নেষ্টর্-তনয়,
যবে পয়োনিধিপতি উচ্চ রবে কয় ;—
ধিক্ গ্রীক্ নামে! যত বীরের সন্তান,
কলঙ্ক-সাগরে এবে হয় ভাসমান!
ছিল সাধ হায়! মম, অমর-কৃপায়,
হেরিব নয়নে জয়ী তোমা সবাকায়।
বৃথা আশা! পলাইলে ভঙ্গ দিয়া রণে;
আবৃত সে যশোরবি কলঙ্কের ঘনে!
অশ্রুত, অদৃষ্টপূর্ব্ব কি দৃশ্য ভীষণ,
হেরিল হে ঈশ! আজি মম দু'নয়ন!
পলাইব মোরা তুচ্ছ ট্রোজানের ভয়ে,
ত্যজি' লক্ষ পোত, সিংহকুলে জন্ম ল'য়ে?
হেন ভীত সশঙ্কিত কাপুরুষগণ,
যেন রণস্থলে অস্ত্র না ধরে কখন!
চকিত কুরঙ্গসম দক্ষ পলায়নে,
প্রসবিত শ্বাপদের উদর-পূরণে!
তবে কি, কাঁপিত যা'রা গ্রীক্‌নাম শুনে,
লুণ্ঠিবে শিবির, তরি দহিবে আগুনে?
এ হেন পরিবর্ত্তন কহ কি কারণ?
দোষী কি সেনানী, কিংবা ভীরু সৈন্যগণ?
ওরে রে নির্ব্বোধ দল! নেতার পাতকে,
মজিবে কি কলঙ্কেতে, মরিবে পলকে?
হ'ন হতমান একিলিস্ বীরবর,
দোষ অপরের, লজ্জা তোমাদের 'পর।
ক্রোধ কিংবা লোভ বশে যদি সেনাপতি
করে অপকার্য্য, তাহে দিবে কি সম্মতি?

কর নরোচিত কর্ম্ম, রক্ষ জন্ম-দেশ ;
বীরের হৃদয়ে নাহি থাকে ভয়লেশ।
কর বিবেচনা ; নাহি করি তিরস্কার,
নীচ জনে কভু, লাজ-ভয় নাহি যা'র।
অসংখ্য গ্রীসায় এবে আক্রমে তাঁহায় ;
দীপ্ত হ'ল রণস্থল কৃপাণ-প্রভায়।
রুদ্ধগতি তাঁর ; বীর দাঁড়ায়ে এবার,
উৎসাহেন সৈন্যগণে করিয়া চীৎকার ;—
স্থির হও যোদ্ধৃকুল ! এই ভুজবলে,
নিমেষে ভাঙ্গিব ব্যূহ নাশি' শত্রুদলে।
হ'বে দর্পী গ্রীক্‌দল, এই ভল্লে মম,
ছিন্ন, ভিন্ন, বহ্নিমাঝে পতঙ্গের সম।
বিরাজেন যিনি সদা জুনোর অন্তরে,
সেই দেবেশ্বর আজি জয়দান করে।
এতেক কহিল বীর ; মাতে সেনা তা'য়।
অগ্রে অরিব্যূহ পানে, যশঃ-আকাঙ্ক্ষায়,
ছুটিল ডিইফোবস্ ; কিন্তু যাত্রাকালে,
স্বদেহ চতুর যোধ আবরিল ঢালে।
মেরিয়ন্ হানে বর্শা, (অব্যর্থ সন্ধান) ;
ভেদে বটে বৃষচর্ম্ম, বর্শা খরশান
নারিল পশিতে মাঝে। উজ্জ্বল ফলক,
ভগ্ন হ'য়ে ভূমি'পরে করে ঝকমক।
ট্রয়বীর আশঙ্কায় অধীর হৃদয়ে,
পলায় সুদূরে, ঢালে বিদ্ধ বর্শা ল'য়ে।
বিরস ভগ্নাশ গ্রীক্ পিছায়ে এবার,
নিজ ব্যর্থ বরষায় প্রদানে ধিক্কার,

সুদ্রুত নিরস্ত্র যোধ চলে অতঃপর,
পোত পানে, আনিবারে ভল্ল অন্যতর।
ভীষণ বাজিল এবে তুমুল সংগ্রাম;
কর্ণভেদী সিংহনাদ উঠে অবিরাম।
টিউসার ইম্প্রিয়সে হানে ভীম শর,
বহু-অশ্ব-অধিকারী মেণ্টর্-কোঙর।
ট্রয়ে কতকাল নাহি আসে গ্রীকগণ,
সুরম্য পিডুস দেশে, যুবা ফুল্লমন,
করিতেন সুখে বাস, রণ-শঙ্কাহীন,
মেডিসিকাষ্টির প্রেমে মত্ত নিশাদিন।
(প্রায়ামের বলাৎকারে যূনীর সম্ভব;
তাই রাজবংশে যুবকের সংস্রব।)
আসিয়া ট্রয়ের মাঝে যুবা আহ্লাদিত,
সর্ব্বত্র সুযোদ্ধা বলি' হইল পূজিত।
রহে যুবা, সহ প্রায়ামের পুত্রগণ;
ভূপতি ভাবেন তাঁয় নন্দন আপন।
টিউসার বিন্ধে তাঁয়; শস্ত্র ভয়ঙ্কর,
ভেদে গ্রীবা, বাজি' বেগে কর্ণমূলোপর।
তোমরা দেশের গর্ব্ব, খ্যাতির তনয়;
শতধা এ অপযশে বিদরে হৃদয়।
হইয়াছ পরাজিত, না ভাব এমন;
কে পারে বলিতে কত দুর্গতি এখন!
কি চাহ, বিচার এবে কর যোদ্ধৃচয়!
যশের মরণ কিংবা অপযশো ময়;
দেখ, পূর্ণকাল। ঐ আসিছে শমন;
শুন ভাঙ্গে দ্বার! শত্রু-বরমনিক্কণ!

গর্জ্জিছে অশনিনাদে হেক্টর দুর্জ্জয় ;
কর যুদ্ধ কিংবা প্রাণ ত্যজ এ সময়।
ভগ্নহৃদি গ্রীক্‌দল, অমর-বচনে,
অমিত বিক্রম পুনঃ পায় সেই ক্ষণে।
বৃত্তাকারে নিজ ভীম চমূ সাজাইয়া,
এজাক্স, সোদরসহ গর্জ্জে দাঁড়াইয়া ;
অদ্ভুত অভেদ্য ব্যূহ! দেখিলে তাহায়,
পালাস পূজিত বীরে বহু প্রশংসায় ;
অথবা হেরিত যদি দেব রণেশ্বর,
অবশ্য বিস্ময়ে তাঁর পূরিত অন্তর।
রণদক্ষ মহাকায় বীর যোধগণ,
করিছে প্রতীক্ষা হেক্টরের আগমন।
ভূমি আবরিল লৌহবন জ্যোতির্ম্ময় ;
বর্ম্মে বর্ম্মে, ঢালে ঢালে সংযোজিত হয়।
নর পানে ধায় নর ; বরষা হেলিছে
বর্ষাপানে ; শিরস্ত্রাণে শিরস্ত্র বাজিছে।
শিখাগুচ্ছ খেলিতেছে অসংখ্য লহরী,
ভূকম্পনে কুঞ্জ যথা কাঁপে থরথরি'।
জ্যোতিষ্ক ঘূর্ণিত সিত বর্ষা তা'সবার,
আকাশে অসংখ্য ছটা করিছে বিস্তার।
এইরূপে চলে দর্পে বীর অনীকিনী
শোণিত-তৃষিতা, যেন কালের ভগিনী।
অধীর হানিতে অস্ত্র সমরি নিকর।
আক্রমিল ট্রয়সেনা—অগ্রেতে হেক্টর।
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ হ'তে স্খলিত হইয়া,
প্রকাণ্ড প্রস্তর যথা বেগে গড়াইয়া,

(করে স্থানচ্যুত দ্রুত স্রোতস্বতী বা'য়,)
উচ্চ হ'তে ক্রমে ক্রমে উতরে ধরায় ;
উলম্ফিয়া বজ্রনাদে নামে ধাপে ধাপে ;
কঠোর আঘাতে তার মহীরুহ কাঁপে।
ক্রমে বর্দ্ধে বেগ তার ; হ'য়ে বিঘূর্ণিত,
অশনি-নিশ্বনে হয় ভূমি সন্নিহিত ;
থামে তথা,—থামে বীর হেক্টর্ তেমন ;
অরি-বীর্য্য বীরবর বুঝিল এখন।
অসংখ্য গ্রীসীয় এবে আক্রমে তাঁহায় ;
দীপ্ত হ'ল রণস্থল কৃপাণ-প্রভায়।
রুদ্ধ গতি তাঁর ; বীর দাঁড়ায়ে এবার,
উৎসাহেন সৈন্যগণে করিয়া চীৎকার ;—
স্থির হও যোদ্ধৃকুল ! এই ভুজবলে,
নিমেষে ভাঙ্গিব ব্যূহ নাশি' শত্রুদলে।
হ'বে দর্পী গ্রীক্‌দল, এই ভল্লে মম,
ছিন্ন ভিন্ন, বহ্নি মাঝে পতঙ্গের সম।
বিরাজেন যিনি সদা জুনোর অন্তরে,
সেই দেবেশ্বর আজি জয়দান করে।
এতেক কহিল বীর ; মাতে সেনা তায়।
অগ্রে অরিব্যূহ পানে, যশঃ-আকাঙ্ক্ষায়,
ছুটিল ডিইফোবস্ ; কিন্তু যাত্রাকালে,
স্বদেহ চতুর যোধ আবরিল ঢালে।
মেরিয়ন্ হানে বর্শা; (অব্যর্থ সন্ধান,) ;
ভেদে বটে বৃষচর্ম্ম; বর্শা খরশান,
নাঁরিল পশিতে মাঝে। উজ্জ্বল ফলক,
ভগ্ন হ'য়ে, ভূমিপদে বরে ঝকমক।

ট্রয়বীর আশঙ্কায় অধীর হৃদয়ে,
পলায় সুদূরে, ঢালে বিদ্ধ বর্ষা ল'য়ে ।
বিরস ভগ্নাশ গ্রীক্ পিছায়ে এবার,
নিজ ব্যর্থ বরষায় প্রদানে ধিক্কার ।
সুক্রুত নিরস্ত্র যোধ চলে অতঃপর,
পোত পানে আনিবারে ভল্ল অন্যতর ।
ভীষণ বাজিল এবে তুমুল সংগ্রাম ;
কর্ণ-ভেদী সিংহনাদ উঠে অবিরাম ।
টিউসার্, ইম্প্রিয়সে হানে ভীম শর,
বহু অশ্ব-অধিকারী মেণ্টর-কোঙর ।
ট্রয়ে যতকাল নাহি আসে গ্রীক্‌গণ,
সুরম্য পিডুস্ দেশে, যুবা ফুল্লমন,
করিতেন সুখে বাস ; রণ শঙ্কাহীন,
মেডিসিকাষ্টির প্রেমে মত্ত নিশাদিন ।
(প্রায়ামের বলাৎকারে যুনীর সন্তন ;
তাই রাজবংশে যুবকের সংস্রব ।)
আসিয়া ট্রয়ের মাঝে যুবা আহ্লাদিত,
সর্ব্বত্র সু-যোদ্ধা বলি' হইল পূজিত ।
রহে যুবা, সহ প্রায়ামের পুত্রগণ ;
ভূপতি ভাবেন তাঁয় নন্দন আপন ।
টিউসার বিন্ধে তাঁয় ; শস্ত্র ভয়ঙ্কর,
ভেদে গ্রীবা, বাজি' বেগে কর্ণমূলোপর ।
যথা উচ্চ শিখরীর শিখর হইতে,
ছিন্ন গুরু শিরোবৃক্ষ পড়িল ভূমিতে ;
লুটায় সুকান্তে রম্য পত্র-গুচ্ছ তার ;
পড়ে বীর তথা ; মর্ম্মে উঠিল ঝঙ্কার ।

হৃষ্ট টিউসার দ্রুত ধায় শবপাশে ;
হেক্টর-চ্যুত ভল্ল উড়িল আকাশে।
পিছাইল গ্রীকবীর শশব্যস্ত হ'য়ে ;
বাজিল সে অস্ত্র এম্ফিমেকস্-হৃদয়ে,
স্কিটস্-তনয়, দেব নেপ্‌চুন্-প্রসব ;
বৃথা বীর্য্য তাঁর, বৃথা বংশের গৌরব !
পড়িল ভূতলে বীর, বাজে বাণবার ;
ভূমে ঠেকি' ধাতুঢাল করিল ঝঙ্কার।
ধাবি' দ্রুতপদে হন্তা পুলকিত মন,
শিরস্ত্র হরিতে হস্ত বিস্তারে যেমন,
হানিল সবলে বর্ষা এজাক্স প্রবীর ;
ঢালের গোলকে তাঁর বাজিল গভীর।
আঘাতে কাঁপিল শূর ; লৌহ বাণবারে
আবরিত অঙ্গে অস্ত্র প্রবেশিতে নারে।
নিরস্ত হেক্টর এবে ; গ্রীসীয় নিকর,
হত বীর-দেহ লয়ে পলায় সত্বর।
দুই এথেনীয় সেনাপতির মাঝার,
(দর্পী ষ্টিচিয়স্ মেনিস্থুস্ অত্যুদার,)
শায়িত এম্ফিমেকস্ ভূতল-শয্যায় !
এজাসীয় দ্বয় হ'রে ইম্ব্রিয়সে হায় !
কুক্কুর কুলের কালকবল হইতে,
আচ্ছেদি' কুরগে, যথা গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে,
ভ্রমে সিংহযুগ, ঊর্দ্ধে উত্তোলি' তাহায় ;
তৃণবন সুরঞ্জিত হয় রক্তিমায়,
সেইরূপ শবে দোঁহে ; এজাক্স দুর্ব্বার
ছেদে হস্ত, আইলুস্ মস্তক তাহার।

রুধিররঞ্জিত শিরঃ জড়পিণ্ড প্রায়,
গড়ায়ে ঠেকিল গিয়া হেক্টরের পায়।
পরাক্রমী সিন্ধুনাথ, পৌত্রের নিধনে,
শোকে ক্ষিপ্তপ্রায়, রোষে লোহিত লোচনে,
উৎসাহেন গ্রীকে, হৃদে দেন দর্পভার,
ভীম ট্রয়-অনীকিনী করিতে সংহার।
বাত্যাবেগে সিন্ধুপতি ধাবি' পোত পানে,
হেরে ইডোমেনে দক্ষ বরষা-সন্ধানে।
সেবেন ভূপতি এক আহত সেনায়,
(বিষাদে বদন তাঁর পূর্ণ কালিমায়,)
ছিন্ন ভিন্ন অঙ্গ যা'র বরষা প্রহারে,
ভীমরণে, নীত এবে শিবির মাঝারে।
ভিষকের করে ভূপ অর্পিয়া তাহায়,
ত্যজিলেন পটগৃহ সমর-আশায়,
দ্রুতপদে। সম্বোধিল তাঁয় সিন্ধুপতি,
থোয়াসের স্বরে, এণ্ড্রিমনের সন্ততি,
রাজ্য যাঁর শুভ্র গিরিমালী কেলিডন্,
প্লুরন্, পর্ব্বত যাহে শোভে অগণন।
কোথা এবে সেই শূন্যগর্ভ অহঙ্কার,
গ্রীক্-দর্পে ইলিয়ন্ হ'বে ছারখার?
কহে ক্রিটপতি,—নহে কলঙ্ক ভাজন
গ্রীস; হট্ট রণ তার, পণ্য প্রহরণ!
দৃঢ় শ্রমদক্ষ যত গ্রীসের তনয়,
ভয় বা আলস্য হেতু পরাঙ্মুখ নয়।
বিধির নির্ব্বন্ধ ইহা! অদৃষ্ট ভীষণ
যোভের প্রেরিত, দূরদেশে সে কারণ,

অভিলষে ওহে বীর! ধ্বংস মো সবার!
ছিলে সম্মুখীন, পুনঃ করহ এবার,
সুমন্ত্রণাদান, কিংবা যুঝহ সমরে;
একাকী নারিবে যাহা, উৎসাহ অপরে।
নিরস্ত হইল বীর; দেব জলেশ্বর,
কাঁপে পৃথ্বী দর্পে যাঁর, করেন উত্তর;—
এ হেন দুর্দিনে যেই কাপুরুষ জন
রহিবে বহিত্র মাঝে, পরিহরি' রণ,
ত্যজি' লজ্জা; না হেরিবে নয়ন তাহার,
জন্মভূমি, হ'বে হেথা গৃধিনী-আহার!
সেই হেতু, দেখ পরি' ভীষণ বরম,
কহি তোমা করিবারে কার্য্য মম সম।
চল যাই রণাঙ্গনে একত্র যুঝিব;
সম যোদ্ধা দোঁহে; মম পরিচয় দিব।
খেদাইব জয়োন্মত্ত ট্রোজান সেনায়;
ভালমতে বীরদল বিদিত দোঁহায়।
এত কহি' যায় রণে যারীশ ভীষণ;
মহাবল ক্রিটপতি শিবিরে আপন।
তথা হ'তে ল'য়ে বীর বরষা যুগল,
পরিহিত-বর্ম্ম, যাহে দীপ্ত রণস্থল,
সদর্পে চলিল রণে বীর শূরত্রাস,
যোভ্বজ্র হ'তে যেন বিদ্যুৎ বিকাশ,
অমরের কোপ যাহা মানবে জানায়,
কিংবা অর্পে রণভীতি পাপিষ্ঠ ধরায়।
সমুজ্জ্বল প্রভা, অন্তরীক্ষ আলোকিয়া,
ধায় দ্রুত অবিরল স্ফুলিঙ্গ প্রাবিয়া

রুধিররঞ্জিত শিরঃ জড়পিণ্ড প্রায়,
গড়ায়ে ঠেকিল গিয়া হেক্টরের পায়।
পরাক্রমী সিন্ধুনাথ, পৌত্রের নিধনে,
শোকে ক্ষিপ্তপ্রায়, রোষে লোহিত লোচনে,
উৎসাহেন গ্রীকে, হৃদে দেন দর্পভার,
ভীম ট্রয়-অনীকিনী করিতে সংহার।
বাত্যাবেগে সিন্ধুপতি ধাবি' পোত পানে,
হেরে ইডোমেনে দক্ষ বরষা-সন্ধানে।
সেবেন ভূপতি এক আহত সেনায়,
(বিষাদে বদন তাঁর পূর্ণ কালিমায়,)
ছিন্ন ভিন্ন অঙ্গ যা'র বরষা প্রহারে,
ভীমরণে, নীত এবে শিবির মাঝারে।
ভিষকের করে ভূপ অর্পিয়া তাহায়,
ত্যজিলেন পটগৃহ সমর-আশায়,
দ্রুতপদে। সম্বোধিল তাঁয় সিন্ধুপতি,
থোয়াসের স্বরে, এণ্ড্রিমনের সন্ততি,
রাজ্য যাঁর শুভ্র গিরিমালী কেলিডন্,
প্লুরন্, পর্ব্বত যাহে শোভে অগণন।
কোথা এবে সেই শূন্যগর্ভ অহঙ্কার,
গ্রীক্-দর্পে ইলিয়ন্ হ'বে ছারখার ?
কহে ক্রিটপতি,—নহে কলঙ্ক ভাজন
গ্রীস ; হট্ট রণ তার, পণ্য প্রহরণ।
দৃঢ় শ্রমদক্ষ যত গ্রীসের তনয়,
ভয় বা আলস্য হেতু পরাঙ্মুখ নয়।
বিধির নির্ব্বন্ধ ইহা ! অদৃষ্ট ভীষণ
যোভের প্রেরিত, দূরদেশে সে কারণ,

অভিনবে ওহে বীর! ধ্বংস মো সবার!
ছিলে সম্মুখীন, পুনঃ করহ এবার,
সুমন্ত্রণাদান, কিংবা যুঝহ সমরে;
একাকী নারিবে যাহা, উৎসাহ অপরে।
নিরস্ত হইল বীর; দেব জলেশ্বর,
কাঁপে পৃথ্বী দর্পে যাঁর, করেন উত্তর;—
এ হেন দুর্দিনে যেই কাপুরুষ জন
রহিবে বহিত্র মাঝে, পরিহরি' রণ,
ত্যজি' লজ্জা; না হেরিবে নয়ন তাহার,
জন্মভূমি, হ'বে হেথা গৃধিনী-আহার!
সেই হেতু, দেখ পরি' ভীষণ বরম,
কহি তোমা করিবারে কার্য্য মম সম।
চল যাই রণাঙ্গনে একত্র যুঝিব;
সম যোদ্ধা দোঁহে; মম পরিচয় দিব।
খেদাইব জয়োন্মত্ত ট্রোজান সেনায়;
ভালমতে বীরদল বিদিত দোঁহায়।
এত কহি' ধায় রণে বারীশ ভীষণ;
মহাবল ক্রিটপতি শিবিরে আপন।
তথা হ'তে ল'য়ে বীর বরষা যুগল,
পরিহিত-বর্ম্ম, বাহে দীপ্ত রণস্থল,
সদর্পে চলিল রণে বীর শূরত্রাস,
যোভ্হস্ত হ'তে যেন বিদ্যুৎ বিকাশ,
অম্বরের কোপ যাহা মানবে জানায়,
কিংবা অর্পে রণভীতি পাপিষ্ঠ ধরায়।
সমুজ্জ্বল প্রভা, অন্তরীক্ষ আলোকিয়া,
ধায় ক্রান্ত অবিরল স্ফুলিঙ্গ প্রানিয়া

শোভে অঙ্গে যে সকল অস্ত্রাঘাত-চিহ্ন,
না ঘোষে কলঙ্ক তব, যশোরাশি ভিন্ন;
জানায় মানবে, তুমি বক্ষঃ প্রসারিয়া,
দুর্জ্জয় বিপক্ষ বীরে রাখহ রোধিয়া!
কি কাজ এ স্থলে তুচ্ছ বালকের সম,
কথোপকথনে, এবে পাশরি' বিক্রম!
পশ বীর! আনি' হস্ত বরষা বাছিয়া,
পূর্ব্ব অধিকারিগণে দাও ফিরাইয়া।
মুহূর্ত্তে বরষা লয়ে বীর মেরিয়ন্,
ভূপের পশ্চাতে চলে করিয়া তর্জ্জন;
যথা মার্স্ দেব বীরকুল-ক্ষয়কারী,
ধাবেন সমরক্ষেত্রে বিকট হুঙ্কারি'।
নিঠুর নন্দন তাঁর, ভয় ভয়ঙ্কর,
চলে সঙ্গে রণরঙ্গে প্রফুল্লঅন্তর,
সমীরণ সমবেগে. করিতে দমন
দর্পী বীরকুল-দর্প, ভূভার হরণ।
চলে দোঁহে থ্রেস্ হ'তে, যবে মাতে রণে
ফেলিজীব দল, ইফিরীয় সেনা সনে।
দেবদ্বয় দুষ্ট ফেলিজীয়ে পরাজিয়া,
তুষিলেন ইফিরীরে জয়লক্ষ্মী দিয়া।
তেমতি ধাবিছে দুই ক্রীট্-সেনাপতি;
কাঁপে সশঙ্কিত শত্রু হেরি' বর্ম্ম-জ্যোতিঃ।
কহে মেরিয়ন্ এবে; কহ মহাভাগ!
রক্ষিব দক্ষিণ পার্শ্ব, কিংবা মধ্য ভাগ?
কিংবা বাম দিক বীর! করিব আশ্রয়?
বিপদ সর্ব্বত্র সম সুলক্ষিত হয়।

নহে মধ্য, (ইডোমেন্ করেন উত্তর,)
রক্ষিছে ও স্থান দক্ষ সেনানী নিকর।
যুঝে ঐ নরদেব এজাক্স দুর্ব্বার ;
নাশে বহু অরি, হের ধন্বী টিউসার্।
মহাবীর দোঁহে ; দূরঘাতী ভীম শরে,
কিংবা দীর্ঘ ঢাল সহ, সম্মুখ সমরে,
চূর্ণিবে নিশ্চয় হেক্টরের অহঙ্কার।
পোত-শ্রেণী পা'বে রক্ষা শৌর্য্যে দোঁহাকার,
যাবৎ না ক্রোধমত্ত যোভ্ বজ্রধর,
বরিষেণ অগ্নিবৃষ্টি গ্রীক্-শিরোপর।
অজেয় অক্ষয় যিনি পরাক্রমাধার,
নাহি বর্দ্ধে যাঁয় তুচ্ছ ধরার আহার,
পাষাণ চূর্ণিতে নারে, অভেদ্য শরীর,
না পারে নাশিতে তাঁয় এজাক্স প্রবীর!
বীর একিলিস্ সহ উহাঁর তুলন,
স্থির যুদ্ধে, শ্রেষ্ঠ মাত্র দ্রুততা কারণ।
এস তবে বাম পার্শ্ব করিগে আশ্রয় ;
জীবনে, মরণে খ্যাতি লভিব নিশ্চয়।
হেন বাক্যে মেরিয়ন্ অমিতবিক্রম,
চলে যথাস্থানে দ্রুত রণদেব সম।
ধায় বীরদ্বয় রণাঙ্গন আলোকিয়া
দীপ্ত বর্ম্মে ; অরিগণ নয়নে হেরিয়া,
আক্রমিল স্রোতসম প্লাবি' চারিধার!
বাজে রণ ; কাঁপে পৃথ্বী শুনিয়া হুঙ্কার।
যথা ঝঞ্ঝাবাত রোষে আস্ফালি' ভীষণ,
সিরিয়স্-রাজ্যে, বেগে করে আগমন ;

চতুর্দিকে ঘূর্ণাবায়ু দর্পভরে বয় ;
আকাশে ধরার দ্রব্য সমুত্থিত হয়,
তেমতি উভয় চমূ হয় একত্রিত ;
যুগপৎ রোষ-আশা-নৈরাশ্য-পূরিত।
মুহূর্ত্তে সমরস্থল সাজিল ভীষণ ;
উর্দ্ধমুখ বর্ষাবন ঝলসে নয়ন।
শিরস্ত্র কবচ ঢাল দাবানল প্রায়,
জ্বলিল সমগ্র দেশ কৃপাণ-প্রভায় ;
ভীম দৃশ্য। হেরি' সর্ব্বজন সশঙ্কিত ;
বীরের হৃদয় মাত্র অতি উল্লাসিত।
সেটারণ-সুতগণ * পরাঙ্মুখ নয় ;
তাঁ'সবার কোপানলে মরে অরিচয়।
বিশ্বপতি থিটিসের বাক্যবন্ধ হ'য়ে,
অর্পিতে গৌরব-রাশি পিলুস্‌-তনয়ে,
রক্ষিলেন ক্ষণকাল ট্রয়ের বিনাশ ;
গ্রীক্‌ধ্বংসে কভু তাঁর নহে অভিলাষ।
প্রতাপী নেপ্‌চুন্‌ দেব ত্যজিয়া সাগর,
দেবেশের অবিচারে কুপিত-অন্তর,
পাপময় ট্রয়দেশ বিনাশ-মানসে,
অর্পেন জিঘাংসা যত গ্রীকের মানসে।
দেবকুলে এক গর্ভে জন্ম দোঁহাকার,
অমর উভয়ে, স্বর্গ দোঁহার আগার ;
কিন্তু জ্যেষ্ঠ যোভ্‌, শ্রেষ্ঠ অমর মাঝারে,
সর্ব্বশক্তিমান্‌, সৃষ্টি পূজা করে তাঁরে ;

* দেবগণ। সেটারণ—কশ্যপ।

পরাক্রমী সিন্ধুনাথ চকিত অন্তরে,
অধিষ্ঠান রণে তেঁই নরমূর্ত্তি ধ'রে।
দেবদ্বয় জড়ীভূত করে উভ'দলে,
রক্ত-আঁখি বিবাদের বিকট শৃঙ্খলে,
অতীব কঠিন; কাল বন্ধনে তাহার,
গ্রীসীয় ট্রোজান্ প্রাণ করে পরিহার!
সংগ্রাম-অভিজ্ঞ, সমুজ্জ্বল-বর্ম্মধর
নরেশ ইডোমিনুস্ করেন সমর।
পড়িল ওথ্রিওনুস্ বিষম প্রহারে,
উচ্চ-অভিলাষী, মত্ত বৃথা অহঙ্কারে।
লভিবারে বীরযশঃ যুবা ক্ষিপ্ত প্রায়,
দূর কেবিসস্ হ'তে আসিল হেথায়।
কেসাণ্ড্রার রূপে মুগ্ধ গর্ব্বী করে পণ,
গ্রীক্-পরাজয় হেন কন্যারত্ন-পণ।
হইলেন ট্রয়াধিপ সম্মত তাঁহায়
নিজ কন্যা দানে; কিন্তু অদৃষ্ট না চায়!
ভাবী পত্নী রূপ ভাবি' সগর্ব্বিত মনে,
চলে যুবা রণে দীর্ঘ পদ-সঞ্চরণে।
ক্রিটীয় বরষা তাঁর হৃদয়ে বাজিল;
উরস্ত্রাণ এ আঘাত রোধিতে নারিল।
সুখের স্বপন যত ফুরাল তাঁহার;
পড়ে অহঙ্কারী; বর্ম্ম করিল ঝঙ্কার।
অগ্রসরি' ইডোমেন্ কহিল বচন;—
কোথা হে যুবক! সেই প্রতিজ্ঞা এখন?
ট্রয়ের উদ্ধার এবে এই কি তোমার?
বৃথা ভূপতির কন্যাদান-অঙ্গীকার!

এস গ্রীক্‌দলে এবে, হে নৃপনন্দন !
কি নারে আর্গস্ তোমা করিতে অর্পণ ?
ধ্বংস ট্রয়, অর্পি' গ্রীকে আপন বাহিনী ;
বরিবে তোমায় গ্রীস্-অধিপ-নন্দিনী।
শুন উপদেশ, ত্যজি' পক্ষ পুরাতন,
এস গ্রীক্‌সহকারী হও হে এখন।
বৃথা কালক্ষেপ ! বীর এতেক কহিয়া,
চলে মৃতদেহ ল'য়ে ত্বরিত টানিয়া।
হেরে এসিয়স্, নারে হ'তে অগ্রসর ;
ত্যজি' রথ, ভূমে বীর করিছে সমর।
(আরোহিতে রথে রথী বদন ফিরায় ;
ব্যগ্রভাবে সূত দ্রুত তুরঙ্গ চালায়।)
দিতে প্রতিশোধ বীর অধীর-অন্তরে)
পদব্রজে ক্রিট্‌নাথে আক্রমণ করে ;
রোষে ক্রিট্‌পতি, হেরি' শত্রু-আগমন,
হানিলেন গ্রীবাদেশে নারাচ ভীষণ।
ভেদিয়া চিবুক, তার উজ্জ্বল ফলক,
হ'য়ে বহির্গত এবে করে ঝক্‌মক্।
যথা দৃঢ় অভ্রভেদী প্রকাণ্ড আকার,
পার্ব্বতীয় দেবদারু শোভার আধার,
ছিন্ন গুরু কুঠারের অসংখ্য আঘাতে,
কাঁপাইয়া ভূমি, হয় পতিত ধরাতে ;
তেমতি পড়িল এসিয়স্ অহঙ্কারী,
নিজ অশ্ব-পদতলে শরীর বিস্তারি'।
হইল রঞ্জিত ভূমি রুধিরে তাঁহার ;
ধরে চারু মূর্ত্তি তাঁর ভীষণ আকার।

সারথি এ ভীম দৃশ্য, নয়নে হেরিয়া,
আতঙ্কে অজ্ঞান হ'য়ে কাঁপে দাঁড়াইয়া;
না ফিরায় রথ, নাহি করে পলায়ন,
অবাধে অরিরে আত্মা করে সমর্পণ।
এণ্টিলোকসের অস্ত্রে হয়ে আঘাতিত,
রথ হ'তে সূত ভূমে হয় নিপতিত।
মহামূল্য অশ্বগণে, (নাহি প্রভু আর,)
করিলেন অধিকার নেস্টর্-কুমার।
ধাবিয়া ডিইফোবস্ বিষাদের ভরে,
ত্যজিলেন ভীম প্রাস প্রতিশোধ তরে।
হেরি', নত হ'য়ে ত্বরা ঢাল হেলাইয়া,
অরি-অস্ত্র ক্রিট্নাথ দিলেন ঠেলিয়া।
বিশাল ঢালের নিম্নে, (কৌশলে নির্ম্মিত,
বৃষ চর্ম্মে, পিত্তলের বেষ্টনী-বেষ্টিত,
দুই দৃঢ় রজ্জু দিয়া বদ্ধ ভুজে তাঁর)
বীরবর দেহ রক্ষা করে আপনার।
ক্ষীণ শব্দে অস্ত্র, ঢাল-প্রান্তেতে লাগিয়া,
চলে শন্শনে তাঁর শিরঃ উলঙ্ঘিয়া;
তবু এ ভীষণ শস্ত্র কভু ব্যর্থ নয়;
বিন্ধে বক্রভাবে হিপ্সেনরের হৃদয়;
ভেদিয়া যকৃত তাঁর, মাটিতে পশিল;
নির্ভীক সেনানী হায় ভূতলে পড়িল!
এসিয়স্! (ট্রয়বীর দর্পভরে কয়,)
অকাল মরণ তব অকারণ নয়।
প্রবেশিতে কালপুরে না হ'বে একাকী,
তুষিবে এ সহচর সদা সঙ্গে থাকি'!

হৃদিভেদকারী হেন সগর্ব্ব বচনে,
ব্যথিত করিল অতি নেষ্টর্-নন্দনে।
ত্বরা বীর দীর্ঘ ঢাল করিয়া বিস্তার,
সবিষাদে রক্ষে দেহ নিহত সখার।
মিসিস্থুস্, এলাষ্টর্ মিলি' অনন্তর,
শিবিরে শরীর ল'য়ে পলায় সত্বর।
নহে সে ইডোমিনুস্ বিরত সমরে;
দেশের মঙ্গল হেতু মৃত্যুতে না ডরে;
সমকক্ষ অরিবীরে করে অন্বেষণ,
বিনাশিতে, কিংবা নিজ ত্যজিতে জীবন।
হেরে বীর সম্মুখেতে করিছে তর্জ্জন,
এল্‌কাথাউস্, এসিইটিস্-নন্দন;
মদিরাক্ষী হিপোডেমি তাঁহার বনিতা,
মহাত্মা এঞ্চিসিসের জ্যেয়সী দুহিতা;
রূপে গুণে শিল্পে ধনী করে বিমোহিত,
জনক জননী, হেন বীরপতিচিত।
ছিল বীর বাল্যে ইলিয়মের সুন্দর;
রমণী রূপসী ছিল ট্রয়ের ভিতর।
ক্রোধে সিন্ধুনাথ তাঁর আঁখি আবরিয়া
ঘনজালে, বলবীর্য্য নিলেন হরিয়া
প্রেরিতে শমনাগারে; রহে বীরবর,
স্থিরভাবে; ক্রিট্‌নাথে নাহি করে ডর।
দৃঢ় স্তম্ভ কিংবা স্থির দেবদারু সম,
ধরে বক্ষঃ তাঁর অস্ত্রাঘাত বজ্রোপম!
অরি-অস্ত্রচূর্ণকারী দীপ্ত উরস্ত্রাণ,
এ হেন বিষমাঘাতে হয় খানখান।

ঝঙ্কারিল বাণবার ধাতু-বিরচিত;
বক্ষঃ-বিদ্ধ দীর্ঘ বর্ষা হয় প্রকম্পিত।
পড়িল ভূতলে বীর; ক্ষত স্থান দিয়া,
ধাবিল শোণিত-নদী প্রাঙ্গণ প্লাবিয়া।
উপহাসি' ইডোমেন্ কহেন এবার;—
দেখ হে ডিইফোবস্! কোথা অহঙ্কার?
এক গ্রীক্ আত্মা সহ তিন প্রেত ধায়;
তৃতীয় ট্রোজান্ হের, পতিত ধরায়।
প্রকাশ বিক্রম নিজ, হ'ও অগ্রসর,
দেখ ধরে কত বল যোভ-বংশধর।
যোভের ঔরসে, নর-কন্যার উদরে,
শূর মাইনস্ ভূমি বিলোকন করে।
ডিউকেলিয়ন্ ভূপ তনয় তাঁহার;
পুত্র আমি তাঁর, পৌত্র জগত পাতার।
রাজ্য মম বীরপ্রসূ ক্রিট্ সুবিস্তৃত,
তথা হ'তে এ আহবে এবে উপনীত।
নেহার প্রাঙ্গণ-ব্যাপ্ত বাহিনী আমার;
ধ্বংসিব অচিরে তব পিতৃ-অধিকার
হেন বাক্যে আন্দোলন করেন কুমার,
একাকী চূর্ণিব গর্ব্ব ক্রিটের রাজার,
অথবা সাহায্যে কা'র; মীমাংসিল পরে,
অর্পিতে এ কার্য্যভার মহাবীর 'পরে
অকস্মাৎ ইনিয়স্ সুরথে স্মরিয়া,
ধায় বীর ত্বরা ট্রয়সেনা-মধ্য দিয়া,
অবস্থিত যথা শূর বিরস অন্তরে,
হেরি' বীরকার্য্য-ভার দুর্ব্বলের করে।

দূর হ'তে মহারথে বিলোকন করি',
প্রফুল্ল ডিইফোবস্ কহে অগ্রসরি' ;—
ধর প্রহরণ ত্বরা, ওহে অরিত্রাস !
লভিতে নির্ম্মল যশঃ যদি অভিলাষ।
মরিল এল্কাথাউস্ তব ভগ্নীপতি।
রক্ষ মৃতদেহ তাঁর আসি' দ্রুতগতি।
হইয়াছ সুশিক্ষিত উপদেশে তাঁর,
এক গৃহে একাসনে আহার বিহার।
অনিষ্টের মূল ইডোমিন্যুস্ দুর্ম্মতি।
এস, যুক্ত প্রতিশোধ অর্প শীঘ্রগতি।
শুনি' এ দারুণ বার্ত্তা ইনিয়স্ বীর,
বিষম শোকের ভরে হ'লেন অধীর ;
সহসা সরোষে বেগে অরিপানে ধায়।
ফিরিলেন ক্রিট্‌রাজ সমর-আশায়।
দুর্গম উন্নত গিরি-শিখরে যেমন,
দুর্দ্দান্ত বরাহ বন্য ভীম-দরশন,
দূরে কৃষিনিকরের হুঙ্কার শুনিয়া,
ক্রোধে কড়মড়ি' দন্ত গর্জ্জি দাঁড়াইয়া।
পৃষ্ঠব্যাপী রোমরাজি উর্দ্ধমুখ হয় ;
জ্বলন্ত অনল যেন স্রাবে আঁখিদ্বয়।
দশনে কুক্কুরগণে বিদারিত ক'রে,
আক্রমণ করে পশু শিকারি নিকরে।
তেমতি ইডোমিন্যুস্ ভল্ল কাঁপাইয়া,
আক্রমিল ট্রয়বীরে ঘন হুঙ্কারিয়া।
ছিল এণ্টিলোকস্, ডিইপিরস্ রথী,
পরাক্রমী রণেশের যুবক সন্ততি,

মেরিয়ন্, এফেরুস্ নিকটে তাঁহার ;
সম্বোধিয়া সবে বীর কহেন এবার ;
মম সহায়তা এবে কর বীরগণ।
দেখ, শূর ইনিয়স্ করে আগমন।
অমরী-নন্দন উনি, অমিতবিক্রম,
তরুণ বয়স ; এবে বৃদ্ধদশা মম।
আসন্ন সমর ঘোর বিপদ-জড়িত ;
হয় যশোলাভ, কিংবা মরণ নিশ্চিত।
এতেক কহিল বীর ; বচনে তাঁহার,
যোধকুল দীর্ঘ ঢাল করিল বিস্তার,
ক্রিটেশের চারি ধারে। নিরখি' নয়নে,
ইনিয়স্ আহ্বানিল সহকারিগণে।
পারিস্, ডিইফোবস্, বীর এজিনর্,
বেড়িল তাঁহায়, (তিন সেনানী-প্রবর।)
শ্রেণীবদ্ধ যোধকুল চলে পরে পরে,
ইডা-মেষযূথ যথা তৃণক্ষেত্র'পরে।
পালের সম্মুখভাগে ধীরভাবে যায়,
দর্পী দলপতি মেষ বৃদ্ধ মহাকায়।
সর্ব্বাগ্রে পালক চলে পুলকিত মনে,
শীতল নির্ঝরে, হেন যূথ ল'য়ে সনে ;
সেইরূপ ইনিয়স্ প্রফুল্ল অন্তরে,
চলেন স্বসেনাসহ রণাঙ্গণ'পরে।
হত এল্কাথাউসের শরীর বেষ্টিয়া,
গর্জ্জে রণ ; অস্ত্র চলে অম্বর রোধিয়া।
কবচ শিরস্ত্র ভাঙ্গে, উঠে বজ্রধ্বনি ;
মস্তক উপরে ভল্ল চলে শন্‌শনি'।

সেনা মাঝে দুই বীর শোভে স্তম্ভপ্রায়,
হেথা ইনিয়স্, ইডোমিন্যুস্ হোথায়।
দাঁড়ায়ে রণেশ সম দুই বীরমণি,
অভিলষে রক্তস্রোতে প্লাবিতে ধরণী।
ট্রয়বীর-চ্যুত ভল্ল উড়িল গগনে ;
হেরি' ক্রিট্পতি হয় নত সেইক্ষণে।
বীরক্ষিপ্ত ভীম অস্ত্র গায়ে না লাগিয়া,
প্রোথিত হইয়া ভূমে কাঁপে দাঁড়াইয়া ;
কিন্তু ক্রিটেশের বর্ষা গরজি' ভীষণ,
বার ইনোমস্-বর্ম্ম করিল ছেদন ;
প্রবেশি' উদরে পরে, হইয়া জড়িত
অন্ত্রসহ, ভূমিতলে হয় নিপতিত।
শায়িত সেনানী, হেরি' কালের তর্জ্জন,
আতঙ্কেতে হস্ত পদ করে সঞ্চালন।
বক্ষঃ হ'তে বর্ষা জেতা তুলেন ত্বরিতে ;
(নারে হরিবারে বর্ম্ম, শত্রু চারি ভিতে।)
ক্রিট্রাজ পুনর্ব্বার যুঝিতে না পারে,
স্থবির বয়স, ক্লান্ত গুরু অস্ত্রভারে,
রণ-পরিশ্রমে ক্লিষ্ট অঙ্গ সমুদয়,
তথাপি সমর ত্যাগে বাঞ্ছা তাঁর নয় ;
বলবান্ অরিদল বুঝি' অতঃপর,
পিছালেন ধীরে ধীরে ত্যজিয়া সমর।
নিরখি' ডিইফোবস্ পরাঙ্মুখ তাঁয়,
রোষে নিক্ষেপেন ভল্ল দীপ্ত বহ্নিপ্রায়।
ব্যর্থ এ সন্ধান ; কিন্তু অস্ত্র বেগভরে,
পশিল এস্কালাফস্ যুবা-কলেবরে।

হইলেন ধরাশায়ী মার্সের তনয় ;
রক্তে তাঁর রণাঙ্গণ সুরঞ্জিত হয়।
না জানিল পিতা প্রিয়সুতের নিধন ;
দিব্যাসনে অলিম্পীয় আগারে এখন,
উপবিষ্ট দেবকুল হেম ঘন' পরে,
যোভের আদেশবদ্ধ, না মিশি' সমরে।
এস্কালাফসের এবে মৃতদেহ নিয়া।
বীরের সমর পুনঃ উঠিল গর্জ্জিয়া।
ধাবিয়া ডিইফোবস্ প্রায়াম্-নন্দন,
লইল শিরস্ত্র খুলি' অতি সুশোভন।
প্রবার মেরিয়নিস্, গ্রীসের ভরসা,
মাসপ্রভ, হানে করে বিকট বরষা।
পড়ে শিরস্ত্রাণ ভূমে কঠোর ঝঙ্কারি',
ধায় দ্রুত শ্যেন যথা শিকার নেহারি,'
বীর তথা, ক্ষত হ'তে উত্তোলি' সবলে,
বিদ্ধ বর্ষা, পুনর্ব্বার মিশেন স্বদলে।
ভ্রাতার এ হেন দশা হেরিয়া নয়নে,
ধায় পলিটিস্ তথা সচকিত মনে ;
বাহুযুগ মাঝে তাঁয় ধরি' অতঃপর,
চলিলেন ধীরে ধীরে ত্যজিয়া সমর।
দ্রুত তুরঙ্গম-যুক্ত দীপ্ত রথ'পরে,
নরেশ-নন্দন দ্বয় উঠিলেন পরে,
ট্রয়পানে ধায় রথ ঘর্ঘর নিশ্বনি,'
কুমারের রক্তে রক্তা করিয়া ধরণী।
নবীভূত হ'ল রণ, পড়ে লক্ষ নর
স্তূপাকারে, কাঁপে পৃথ্বী, বিদরে অম্বর।

ইনিয়স্ বিনাশিল একেরুস্ বীরে ;
আঘাতিয়া বীর তাঁর সমুন্নত শিরে,
ভেদে গ্রীবাদেশ ; নত মস্তক সুন্দর,
ভারাক্রান্ত শিরস্ত্রাণে, ঝুলে বক্ষঃ' পর।
পড়ে বীর, শোভে ঢাল বিপরীত ভাবে ;
নিমিলিত নেত্র চিরনিদ্রার প্রভাবে।
হানিল এণ্টিলোকস্ নারাচ ভীষণ,
পৃষ্টদেশে, থুন্ বীর ফিরিল যেমন।
প্রবীর-বিচ্যুত অস্ত্র গরজি' অদ্ভুত,
দৃঢ় মেরুদণ্ড তাঁর করে চূর্ণীভূত।
পড়িয়া ভূতলে যোধ প্রসারিল করে,
কহিতে, রক্ষিত দেহ স্বদেশিনিকরে।
শবের উপরে জেতা পড়ি' লম্ফ দিয়া,
শিরস্ত্র বরম অস্ত্র লইল ছিঁড়িয়া ;
সতর্কে চৌদিক হেরে ; চারি ধারে তাঁর,
হইতেছে অরাতির বরম-ঝঙ্কার।
বাজে তাঁর ঢালে অস্ত্র শিলাবৃষ্টি প্রায় ;
কিন্তু নারে কোন বীর বিদ্ধিতে তাঁহায়।
(বারীশ নেপ্‌চুন দেব রক্ষে সযতনে,
মহাবিজ্ঞ নেষ্টরের প্রবীর নন্দনে।)
সতত নির্ভীক যুবা সুদক্ষ সমরে,
যুঝে অগ্রে, নাহি ডরে অরাতি নিকরে।
সমুজ্জ্বল ভয়প্রদ দীর্ঘ ভল্ল তাঁর,
সুদ্রুত প্রভুর ইচ্ছা পালে অনিবার ;
অবাধে ভুজঙ্গ সম গরজি' ধাবিয়া,
ক্ষান্ত হয় দূরশত্রু-জীবন হরিয়া।

দর্পী এডামস্, এসিয়সের কোঙর,
সরোষে হানিল বর্ষা দীর্ঘ ঢাল'পর,
ধাইয়া সম্মুখে তাঁর ; কিন্তু সিন্ধুপতি
হরিলেন ত্বরা সেই নারাচের গতি।
দ্বিখণ্ড হইল অস্ত্র ; অর্দ্ধভাগ তা'র,
বিদ্ধে ঢালে, অর্দ্ধ লভে আশ্রয় ধরার।
নিরস্ত্র হইয়া যোধ স্বদলে মিশায় ;
হেনকালে মেরিয়ন আঘাতেন তাঁয়,
ভীম ভল্লে ; পশে শস্ত্র ত্বরিত উদরে,
ভেদিয়া কবচ ; বেগে রক্তধারা ঝরে।
অসাড় আহত বীর পড়িয়া ধরায়,
ফেলে দীর্ঘশ্বাস ; যথা বৃষ মহাকায়,
শায়িত, আবদ্ধ দৃঢ় শৃঙ্খল-বন্ধনে,
অতীব কাতর, ভীম কালের তাড়নে,
নারে সঞ্চালিতে অঙ্গ, স্থিরভাবে রয়,
মরণ সময়ে, শ্বাস ঘন ঘন বয়।
অঙ্গ হ'তে তুলে জেতা নারাচ ভয়াল ;
আঁধারিল আঁখি তাঁ'র শমনের জাল।
ভূতলে ডিষ্টপিরস্ হইল পতিত,
থ্রেস্‌রাজ হেলিনস্ করি' বিঘূর্ণিত
ভীম অসি, হানে তাঁ'র বদন-মণ্ডলে ;
শিরস্ত্র ভূতলে পড়ি' গড়াইয়া চলে।
শিরঃ-সাজ অন্য গ্রীক্ লইল তুলিয়া,
শিরস্ত্র অধিকারী রহিল পড়িয়া।
ভূপ মেনিলস্ এবে কাতর অন্তরে,
ধা'ন হন্তারক পানে প্রতিহিংসা ভরে।

নিক্ষেপিতে নরপতি বরষা কাঁপায় ;
ট্রয়-বীর ত্বরা ভীম ধনুক নোওয়ায়।
গভীর গরজি' ছুটে সে ভীষণ শর ;
কিন্তু বিকুণ্ঠিত লাগি' দৃঢ় বর্ম্ম'পর।
সুবিস্তৃত দীর্ঘ শস্য-আগারে যেমন,
(প্রতি দ্বার দিয়া যাহে পশে সমীরণ,)
মহাবেগে সুবিস্তৃত সূর্প-সঞ্চালনে,
অতি লঘু শস্য ভূমি ত্যজে উল্লম্ফনে ;
তেমতি স্পার্টাধিপের উরস্ত্রে লাগিয়া,
ঝঞ্ঝনি' সুদূরে শর পড়ে লাফাইয়া।
আটরাইডিস্ এবে বুঝি' অবসর,
হানি' বর্ষা অরাতির বামমুষ্টি'পর,
বিন্ধিলেন ধনুঃসহ ; ধন্বী যাতনায়,
পিছান রঞ্জিয়া ধরা টানিয়া তাহায় ;
সদাশয় এজিনর্ ধাবিয়া ত্বরিত,
বাঁধে পটি ক্ষতে, অস্ত্র করি' অপসৃত ;
ক্ষেপণযন্ত্রের ঊর্ণা অচিরে ছিঁড়িয়া,
সৈনিকের পার্শ্ব হ'তে, দিল লাগাইয়া।
কালের কুচক্রে পড়ি' পিসাণ্ডার হায় !
মরিবারে হের, বেগে আসিছে হেথায়,
তব করে মেনিলস্ ! করিতে বর্দ্ধন
খ্যাতি তব, উপস্থিত প্রবীর এখন।
ত্যজে আটরাইডিস্ বরষা আপন ;
সুদূরে উড়ায় তায় শীঘ্র সমীরণ ;
পিসাণ্ডার-চ্যুত ভল্ল, নারিয়া ভেদিতে
চাল তাঁ'র, ব্যর্থ হ'য়ে পড়ে ধরণীতে।

অদূরদরশী ভূপ নহে ক্ষান্ত তা'য়,
উথলিল হৃদি তাঁর বিজয়-আশায়।
ধায় বীর রোষে, স্পার্টা-অধিপ যথায়,
সৌদামিনী সম দীপ্ত কৃপাণ ঘুরায়।
উদ্ধৃত বিশাল ঢাল বাম হস্তে তাঁর;
শোভিছে দক্ষিণ করে সুশিত কুঠার।
(জলপাঁই কাষ্ঠে তার দণ্ড বিরচিত,
গ্রন্থিময়; পিত্তলেতে ফলক নির্ম্মিত।)
এ হেন পরশু বীর সবলে হানিল
শিরস্ত্রাণে; ছিন্ন শিখা ভূতলে পড়িল,
নিঠুর আঘাতে। আটরাইডিস্ বীর
উত্তোলে কৃপাণ, ক্রোধে কম্পিত শরীর।
প্রচণ্ড প্রহারে তা'র, ছিন্ন তরুপ্রায়,
ছিন্ন-অঙ্গ ট্রয়বীর পড়িল ধরায়।
শোণিত প্রবাহি' চলে; ত্যজি' নিজস্থল,
হয় বহির্গত অক্ষিগোলক-যুগল।
আটরাইডিস্ ক্রোধে পদাঘাতি' শবে,
ছিন্ন করি' বর্ম্ম তা'র, কহে উচ্চরবে।)
এরূপে ট্রোজানকুল! হইবি সংহার;
রে পামর জাতি! যুদ্ধে তৃপ্তি তো'সবার!
ইতিপূর্ব্বে অপরূপ করিলি সাধন,
মহাযশস্কর কার্য্য,—রমণী-হরণ!
হেন বীর-কর্ম্মে থাক ব্যাপ্ত নিরন্তর,
কি পারে করিতে যোভ্, কিবা তাঁ'য় ডর?
বিশ্বাস-ঘাতন, পর রমণী-হরণ,
নরহিংসা, গ্রিসীয়ের তরণী দাহন,—

পুঞ্জ পুঞ্জ অপরাধে, হইবে নিশ্চয়,
এহেন সমৃদ্ধ ট্রয় ত্বরা ধ্বংসময়।
সর্ব্বশক্তিমান্ পিতঃ! ভুবন-ঈশ্বর,
অচিন্ত্য, অব্যক্ত, ব্যক্ত, সর্ব্বগুণাকর!
করিতেছে যদি নাথ! ধরম-বিচার,
তবে কেন অধার্ম্মিকে করুণা তোমার;
পাষণ্ড পাপীষ্ঠ শত্রু, অধর্ম্ম নিরত,
কামদাস, ব্যাভিচারে ব্যাপৃত সতত?
আছে ভবে সুখকর বিবিধ বিষয়,
শান্তি-প্রদায়িনী নিদ্রা, পবিত্র প্রণয়,
মহোৎসব, নৃত্য; নর অভিলষে যা'য়,
কত সুখ ধর্ম্মময়ী স্তোত্র-কবিতায়;
কিন্তু সদা লভে ট্রয় আনন্দ অপার,
নরহিংসাপাপে, রণে সন্তোষ তাহার!

এত কহি' লয়ে ভূপ শত্রু-শিরস্ত্রাণ,
সহকারী যোধগণে করেন প্রদান;
অকস্মাৎ অতঃপর বিপক্ষ মাঝারে,
পশি' দ্রুত, বধে পিলিমিনিস্-কুমারে;
আসিল হার্পিলিয়ন্ এসিয়া হইতে,
বীর জনকের সহ ট্রয় উদ্ধারিতে;
পিতৃ স্নেহে জন্মদেশ করে পরিহার,
হায়! হতভাগ্য তাহা না হেরিল আর!
করে স্পার্টানাথে শূর নারাচ সন্ধান;
কিন্তু ঠেকি' ঢালে, ব্যর্থ অস্ত্র খরশাণ;
নিরস্ত্র হইয়া এবে জীবন-শঙ্কায়,
পলায় সুদ্রুত, ভয়ে চারি দিকে চায়।

মেরিয়ন্ হেরি' তাঁ'র হেন পলায়ন,
শরাঘাতে বিন্ধি' জানু, হরিল জীবন।
অস্থিনিম্নে শরফলা সবেগে লাগিয়া,
বাহিরিল সুপীবর মাংস বিদারিয়া।
বান্ধব-নিকর করে করিয়া নির্ভর,
যুবা বীর প্রাণ বায়ু ত্যজিল সত্বর।
(ঘৃণা দ্রব্যসম দেহ হইল রক্ষিত,
ভূমিতলে ;) রক্ত স্রোতে প্রাঙ্গণ প্লাবিত।
পাফ্লাগনীয় দল লইয়া তাঁহায়,
দিব্য রথে, ধীরে ধীরে রণ ত্যজি' যায়।
শোক-সন্তাপিত পিতা, পিতা নহে আর--
চলেন জনতাসহ করি' হাহাকার ;
আক্ষেপেন, অশ্রুধারা ঝরে দু'নয়নে,
নাহি দিয়া প্রতিশোধ পুত্রের নিধনে।
শোচনীয় হেন ভীম দৃশ্য-দরশনে,
উদিল করুণাক্রোধ পারিসের মনে ;
সহকারী হত যুবা অতুল সুন্দর,
পাফ্লাগনীয় মাঝে অতি প্রিয়তর!
আকর্ণ টানিয়া বীর ধনুক নোঙায় ;
শন্ শন্ রবে শর শত্রুপানে ধায়।
ছিল এক শূর তথা, উচিনর নাম,
বহু ধনেশ্বর, ধরে নানা গুণগ্রাম ;
নিবাস তাঁহার রম্য করিস্থনগরে ;
পিতা তাঁর পলিডস্, খ্যাত প্রজ্ঞাতরে।
তনয়ে মরণ পিতা অগ্রেতে জানায়,
বিদেশে সমরে, কিংবা স্বদেশে পীড়ায়।

রণ-আশে আসে বীর তরী আরোহিয়া,
সমরে জীবন-ত্যাগ গৌরব গণিয়া।
পশে শ্রোত্রমূলে তাঁ'র তীর খরশান ;
পরাণ শমনাগারে করিল পয়ান।
অসাড় অস্পন্দ দেহ পড়িল ভূতলে ;
আঁধারিল অন্ধকার নয়নযুগলে।
হেক্টর্ স্বদল-দশা না পান দেখিতে.
(করে ঘোর হুহুঙ্কার শত্রু চারি ভিতে।)
বাম ভাগে গ্রীকচমূ করিছে সমর ;
ঢুলেন বিজয়-লক্ষ্মী একেয়ান্ 'পর।
গ্রীসের প্রবীরগণ প্রকাশে শকতি.
সাহায্য করেন দান নিজে সিন্ধুপতি।
হেক্টর, ট্রয়ের রবি যুঝে মধ্য ভাগে,
ভাঙ্গিয়া দুয়ার যথা প্রবেশেন আগে।
সেই স্থলে ফেনমালী সিন্ধু-কূলোপরে,
(এজাক্স যুগল যথা তরী রক্ষা করে ;
রোধিবারে সিন্ধুস্রোত নির্ম্মিত-যথায়
অনুচ্চ প্রাকার, নহে বিপক্ষ সেনায় ;
পূর্ব্বে যথা বীরদর্পে আরম্ভে সমর,
মহাপরাক্রমী রথী পদাতি নিকর ;)
করে অবস্থিতি ভীম বিয়োসীয়দল,
রণদক্ষ আয়োনীয় অসংখ্য সবল,
লোক্রীয়, পিথীয়, দর্পী ইপীয় সংহতি ;
নারে কিন্তু রোধিবারে হেক্টরের গতি।
বায়াস্, মেনিস্‌থুস্, ফিডাস্ সবল,
ষ্টিক্বিয়স্, চালিছেন এথেন্সের দল।

রণদক্ষ শ্রমশীল ইপীয় সেনায়,
ড্রেসিয়স্, এম্ফিয়ন্, মেজিস্ চালায়;
পিথীয় অনীককুলে মেডন্ দুর্জ্জয়,
রণদক্ষ পোডার্সিস্ নির্ভীক হৃদয়;
ইপিক্লস্ উৎপাদন করেন এ জনে,
খ্যাত ফিলেকস্ কুলে; অইলুস্ মেডনে,
(কনিষ্ঠ এজাক্স-ভ্রাতা, অন্যায় আবেশে;
ত্য'জি যুবা জন্মভূমি বসে দূর দেশে।
পিতৃ-রাজ্য হ'তে দিল খেদাইয়া তাঁরে,
ক্রোধেতে বিমাতা, তাঁ'র সোদর-সংহারে।)
হেন নেতাদ্বয় ল'য়ে পিথীর নিকরে,
মিলি' বিয়োসীয় সনে যুঝেন সমরে।
এবে পরস্পর পার্শ্বে করি' অবস্থান,
যুঝিছে এজাক্সযুগ মহাবলবান্।
মহাকায় বলী বৃষযুগল যেমতি,
ভূতল কর্ষণ করে সম দ্রুতগতি,
বদ্ধ এক যুগে; কভু শ্রমে না ডরায়,
বিদারি' মৃত্তিকা হল আকর্ষে হেলায়;
উদরে লক্ষিত হয় ফেন শুভ্রাকার;
ললাট বহিয়া ঘর্ম্ম ঝরে অনিবার।
এজাক্সের পশ্চাতেতে ফিরে বীরদল,
বহিতে পর্য্যায়ে তাঁ'র ঢাল সপ্ততল,
যবে বীর শত্রুশিরঃ ছেদি' অবিরাম,
ক্লান্ততনু ক্ষণকাল লভেন বিরাম।
না ফিরে পশ্চাতে তাঁ'র কোন অনীকিনী;
সম্মুখ সমরে অজ্ঞ লোক্রীয় বাহিনী

না বহে বিশাল ঢাল, দীপ্ত শিরস্ত্রাণ,
অভিজ্ঞ সুদূর হ'তে হানিবারে বাণ,
কিংবা ক্ষেপ-যন্ত্রযোগে প্রস্তর-বর্ষণে,
আহত করিতে দক্ষ অরি-যোধগণে।
ঝঙ্কারে শিঞ্জিনী ভীম ; শরে তা'সবার,
ট্রয়ের প্রবীরবৃন্দ পড়ে অনিবার।
সম্মুখে যুঝিছে টেলামনীয় বাহিনী,
করে সমুজ্বল বর্শা, যেন ভুজঙ্গিনী।
পশ্চাতে বরষে ভীম লোক্রীয় নিকর,
অবিরল শিলাশর আবরি' অম্বর।
বিপক্ষের শিরে তা'রা ঢালে প্রহরণ,
বর্শাসম ; ভঙ্গ দেয় ট্রয়-সেনাগণ।
এবে গ্রীকদল রণে লভিত বিজয়,
নগরে ট্রয়ের সেনা পলাত নিশ্চয়,
যদি না পলিডেমাস মহাপ্রজ্ঞাবান্,
হেক্টরে সম্বোধি' দিত উপদেশ-দান ;
যদিও প্রাধান্য তব সম্যক হেথায়,
না হইও রুষ্ট বীর ! বন্ধুর কথায়।
বিদিত তোমার গুণ মানব অমর ;
ভীষণ সমরে তুমি জয়ী নিরন্তর ;
কিন্তু বীর ! অনুপম প্রজ্ঞাবল যা'র,
মহাযোধ সহ কত অন্তর তাহাব !
তুষ্ট হও তাহে, দেব অর্পিল যেমন ;
লভিবারে সর্ব্বগুণ না করিও মন।
অসীম দৈহিক বল লভে কোন নর,
সঙ্গীতে দক্ষতা কেহ, মিষ্ট কণ্ঠস্বর ;

অতি অল্প জনে যোভ্ করিল অর্পণ,
সুপ্রশান্ত, দূরদর্শী, সমুন্নত মন ;
প্রাধান্য তাহারা লভে মানব-মণ্ডলে ;
রাজ্য জনপদ রক্ষা করে প্রজ্ঞাবলে।
হেন গুণ যদি মোরে অর্পিল ঈশ্বর,
লহ উপদেশ মম হে বীর হেক্টর !
বিপদ বিপদ'পরে, দেখহ এবার ;
জ্বলে ঘোর রণানল চৌদিকে তোমার।
দেখ, দেখ ওহে বীর ! দুর্গের ভিতরে,
কত শত ট্রয়যোধ্ লুণ্ঠে ভূমি 'পরে !
বিলোড়িত কত সেনা বিপক্ষ-তুফানে !
হের কত বীর হত অরিসন্নিধানে !
ক্ষান্ত হও এবে ; বীর আহ্বান এখন,
সেনানী, ভূপালগণে করিতে মন্ত্রণ ;
কর্ত্তব্য কি এবে; (যদি ইচ্ছে দেবেশ্বর,)
দহিতে এখনি গ্রীক্-বহিত্র নিকর ;
অথবা পশিতে পুরে সেনাদল লয়ে,
অদ্যতন জয় লাভে পরিতুষ্ট হয়ে।
শঙ্কা মম, নহে গ্রীক্ নির্জ্জীত এখন,
পাছে করে জয় লাভ ডুবিলে তপন।
এখনো সে একিলিস্ বীর বর্ত্তমান,
অদূরে, শিবিরে নিজ, অমরী-সন্তান।

এতেক কহিল বিজ্ঞ ; হেক্টর্ তখনি,
পড়ে ভূমে রথ হ'তে কাঁপল ধরণী ;
উল্লম্ফনে বর্ম্ম তাঁর বাজিল ঝঞ্ঝনি'।

ধর অস্ত্র, (কহে বীর) রক্ষ এই স্থল,
না পারে পলা'তে যেন ভীত সেনাদল।
চলিনু, ও যোধগণে আশু উদ্ধারিব ;
সমর-উপসংহার আসিয়া করিব।

এতেক কহিয়া বেগে চলে বীরবর,
সমীরণে শুভ্র শিখা কাঁপে শিরোপর,
তুষার-ভূষিত যেন জঙ্গম ভূধর।
প্রতি সেনাদল মাঝে পর্য্যায়ে ভ্রমিয়া,
রণ-বহ্নি পুনঃ বীর দিলেন জ্বালিয়া।
হেক্টরের আজ্ঞা ধরি' যত বীরগণ,
পেন্থস্-তনয়ে ত্বরা করে আক্রমণ ;
উৎসুক হেক্টর্ বীর চারি দিকে চায়,
স্বপক্ষায় বীরে কিন্তু দেখিতে না পায়।
নাহি সে ডিইফোবস্, বিজ্ঞ হেলিনস্,
নাহি এসিয়স্-পুত্র, নিজে এসিয়স্ ;
বিদ্ধ বিপক্ষের অস্ত্রে হেন বীরগণ,
কেহ মৃতপ্রায়, কেহ ত্যজেছে জীবন।
শায়িত ভূতলে, হায়! কোন বীরবর ;
কেহ বা নিহত গ্রীক্-প্রাকার উপর।
বাম ভাগে সেনামাঝে দেখেন কুমার,
(উৎসাহি' অনীকে, অরি করিয়া সংহার,)
সুন্দর পারিসে ; বীর কুপিত অন্তরে,
কহেন সম্বোধি' তাঁয় সুকর্কশ স্বরে ;—
পারিস্! রে হতভাগা! রমণী-কিঙ্কর!
শঠ, প্রবঞ্চক, মুখে মধু নিরন্তর!

কোথা সে ডিইফোবস্, এসিয়স্ হায়!
কোথা দেবসম পিতা, তনয় কোথায়?
কোথা ভাবিবাদী হেলিনস্ জ্ঞানবান?
কোথা সে ওর্থিয়োনুস্ শমন-সমান?
আসন্ন নিয়তি তব, রুষ্ট দেবগণ;
সমৃদ্ধ বিশাল ট্রয় কম্পিত এখন।
লভ পাপ-ফল, বৃথা বিজয়-প্রয়াস;
বিপক্ষের ক্রোধ সর্ব্ব করিতে গরাস।
কহিল পারিস্; আর্য্য! কি দোষ আমার!
অধৈর্য্য তুমি হে, তাই কর তিরস্কার।
সহিয়াছি কত-নিন্দা অপর সমরে,
যদিও অলস নহি তিলেকের তরে।
যুঝিতেছ দুর্গ মাঝে, হেরিয়া নয়নে,
নাশিতেছি বহু শত্রু শর-বরিষণে।
খুঁজিতেছ যা'সবায়, নিহত সকল;
অবশিষ্ট এবে আর্য্য! দু'জন কেবল;
নিহত ডিইফোবস্, হেলিনস্ নয়;
অরি-অস্ত্রাঘাতে কিন্তু অক্ষম উভয়।
যাও হে নিশ্চিন্তে যথা ধায় তব মন;
এই ভুজ তব ইচ্ছা করিবে সাধন।
মম প্রহরণ-বল বুঝিবে এখনি;
অরিদেহে পরিপূর্ণ হইবে ধরণী;
কিন্তু আর্য্য! কিবা হেন সাধ্য মোসবার,
যুঝি এ সংগ্রামে; বল বলী দেবতার।
হেন বাক্যে ধরে ধৈর্য্য বীরের হৃদয়;
মিশান সেনার মাঝে সোদর উভয়।

রুধির-লোহিত পোলিডেমসে বেষ্টিয়া,
সিব্রিয়ন্, ফালসিস্ আছে দাঁড়াইয়া,
অথুর্স্, পাল্মাস্ পোলিপিটিস্ উদার,
হিপোটিয়নের বংশ, ভ্রাতাদ্বয় আর,
(দূর আস্কোনিয়া হ'তে রম্য ইলিয়নে,
আসে পূর্ব্ব উভে ; এবে মাতিয়াছে রণে।

যথা যবে ঝঞ্ঝাবাত জীমূত ত্যজিয়া,
নামি' ধরাপানে বেগে, যোভ্‌বজ্র নিয়া,
ভ্রমি' স্থল 'পরে, ভীম সিংহনাদ করি',
একত্রিত হয় পরে সমুদ্র উপরি ;

প্রতাপে তাহার সিন্ধু হয় বিলোড়িত ;
তরঙ্গ তরঙ্গাঘাতে হইয়া তাড়িত,
গর্জ্জি' ভীম, বেলা'পরে হয় নিপতিত ;

উভয় বাহিনী এবে মিলিল তেমতি ;
নেতা পানে ধায় নেতা, যোধ যোধপ্রতি।
অগণন ঢাল-অস্ত্র-বরম-প্রভায়,
বিশাল অম্বরতল, ধরা দীপ্তি পায়।
হেক্টর্ বাহিনী-আগে অবস্থান করে,
প্রবৃত্ত রণেশ যেন মানব-সংহারে।

শোভিছে সম্মুখে তাঁর ঢাল অনুপম,
আলোকি' সমর-স্থল, দিবাকর সম।

দীপ্ত শিরস্ত্রাণ শিরে শ্রাবিছে কিরণ ;
ঘুরিছে চৌদিকে তাঁর সতর্ক নয়ন।

যবে ট্রয়কুল-রবি দ্রুতবেগে ধায়,
কাঁপে অরি-বীরকুল নিরখি' তাঁহায়।

এরূপে ভীষণ বীর ভ্রমে ক্ষেত্র'পরে,
কাঁপে সর্ব্বজাতি, কিন্তু আর্গিভ্ না ডরে।
এজাক্স অররুত্রাস ভীম-দরশন,
অগ্রসরি' এবে দর্পে কহিল বচন ;—
এস হে হেক্টর্! বৃথা গর্ব্ব নাহি সাজে ;
না ডরি তোমায়, ডরি যোভ্ দেবরাজে।
অকারণ অস্ত্রশিক্ষা নহে মোসবার ;
পরাজিত গ্রীক্ আজি কোপে দেবতার।
জানিও গর্ব্বিত! সেই বাসনা বিফল ;—
ধ্বংসিবে বহিত্র ; গ্রীক্ নহে হীনবল।
শক্র-তরীদাহনের আছে বহুকাল ;
হের আগে, দেবকৃত দেউল বিশাল
পড়িবে ভাঙ্গিয়া মোসবার পদতলে ;
এ বিশাল জনপদ যাবে রসাতলে।
এ হেন ভীষণ দিন আসিবে দুর্ম্মতি!
খেদ তব না শুনিবে জগতের পতি ;
প্রাণ-ভয়ে ঈশকাছে, রে গর্ব্বিতমনা!
শ্যেনবেগ তুরগের করিবে প্রার্থনা ;
পলাইবি উভরড়ে ভুলি' বীর-কাজ,
বন্ধু-পদোত্থিত রজে আবরিয়া লাজ!
এতেক কহিল বীর ; এ হেন সময়,
শ্বনশ্বনি' গৃধ্র এক আবির্ভূত হয়।
গ্রীক্ বীরকুল যোভে প্রসন্ন জানিয়া,
শিহরে অম্বরদেশ ঘন হুঙ্কারিয়া।
সে ভীম নিশ্বন বহু করি' প্রতিধ্বনি,
হইল নিস্তব্ধ। কহে ট্রয়-বীর-মণি ;—

হেন ভয়-প্রদর্শন কি হেতু তোমার ?
রে গর্ব্বিত ! হ'বে চূর্ণ ত্বরা অহঙ্কার।
হেক্টর্ লভিবে আয়ু অমর-কৃপায়,
(নহে সেই আয়ু, যাহা নরগণ পায় ;
কিন্তু যাহা লভে যোভ্-সন্ততি নিকর,
দেবী জ্ঞানেশ্বরী, কিংবা দেব দিবাকর।)
জ্ঞাত হ'বে গ্রীশ আজি ভীম পরিণাম,
ক্ষণ পরে ; না রহিবে আর্গসের নাম।
তুমিও জীবিত যদি থাক, দুরাচার !
মরিতে হেক্টর্-করে, পতন তোমার।
পেয়ে ও প্রকাণ্ড দেহ, গৃধিনী নিকর,
মেদমাংসে পরিপূর্ণ করিবে উদর।
এত কহি' বীর ধরা প্রকম্পিত করি',
সিংহনাদে, চলে যেন দুর্জ্জয় কেশরী।
গর্জ্জে সেনাদল তাঁর ; গ্রীসীয় নিকর,
হুঙ্কারি' বিকট তার প্রদানে উত্তর ;
অতি উচ্চ নাদ। তাহে বিদরে গগন ;
কাঁপিল স্বরগে দিবপতি-সিংহাসন !

ত্রয়োদশ কাণ্ড সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ কাণ্ড।

জুনো, ভিনসের মোহন কটিবন্ধ পরিধান করিয়া যোভ্‌কে বিমোহিত করেন।

বিষয়।

শিবিরে নেষ্টর্, মেকেয়নের সহিত ভোজন কালে বর্দ্ধিত রণ-নিনাদ শুনিয়া, দ্রুতপদে এগামেম্‌ননের নিকট গমন করেন; পথিমধ্যে তিনি ডায়োমেড্ ও উলেসিসের সহিত নরপতিকে দর্শন করিয়া, 'বিপদবার্ত্তা জ্ঞাপন করেন। এগামেম্‌নন, রাত্রিযোগে পলায়নের পরামর্শ দেন; উলে-সিস্ নিবারণ করেন; ডায়োমেড্ কহিলেন, যদিও তাঁহারা আহত তথাপি উপস্থিতির দ্বারা সেনাগণকে সাহস দেওয়া উচিত; তাঁহার পরামর্শ গ্রাহ্য হয়। জুনো ট্রোজানের উপর যোভের পক্ষপাত দেখিয়া তাঁহাকে প্রবঞ্চিত করিতে মনোস্থ করেন; তিনি মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ ও পতিকে মোহিত করিবার নিমিত্ত ভিনসের সম্মোহন কটিবন্ধ পরিধান করেন। তৎপরে তিনি স্বপ্নদেবের নিকট উপস্থিত হন, এবং যোভ্‌কে নিদ্রাভিভূত করিতে অতি কষ্টে স্বীকার করান। ইহা করিয়া তিনি ইডাপর্ব্বতে গমন করেন; সেখানে যোভ তাঁহার লাবণ্য অবলোকন করিয়াই বিমোহিত হন; এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। নেপ্‌চুন তাঁহার নিদ্রায় সুযোগ পাইয়া, গ্রীকপক্ষে সাহায্য করেন! হেক্টর্ এজাক্স কর্ত্তৃক বৃহৎ প্রস্তরাঘাতে আহত হইয়া রণস্থল হইতে অপসারিত হন। অনেক ক্ষণ যুদ্ধের পর ট্রোজানেরা রণ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। কনিষ্ঠ এজাক্স আপনাকে বিশেষ পরিচিত করেন।

মনোমুগ্ধকরী সুরা, অশন মধুর,
নেষ্টরের চিন্তা নারে করিবারে দূর।

অবিরাম কর্ণভেদী হুঙ্কার শুনিয়া,
আহত বান্ধবে বৃদ্ধ কহে চমকিয়া ;—
কেন সিংহনাদ, কহ বিজ্ঞ মেকেয়ন !
কি ভীম ঘটনা পুনঃ হইল ঘটন ?
শুন, কি বিকট নাদ বিদারি' আকাশ,
আসিতেছে ক্রমে ক্রমে পোত-শ্রেণীপাশ।
পানাশনে শ্রান্তি দূর করহ হেথায় ;
হিকোমেডি উষ্ণ বারি আনিয়া ত্বরায়,
ধৌত করি' ক্ষত, রক্ত দিবে মুছাইয়া।
চলিলাম আমি, কাণ্ড আসিব জানিয়া।
এত কহি' থ্রাসিমিডিসের ঢাল লয়ে,
(পুত্র তাঁর,) চলে বৃদ্ধ ত্বরান্বিত হ'য়ে,
(পিতৃ-ঢাল লয়ে যুঝে তনয় সে দিন ;)
পরে বর্ষা ধরি' দ্রুত ধাবিল প্রবীণ।
এবে সে ভীষণ রণ-দৃশ্য দৃষ্ট হয় ;
সবিষাদে বৃদ্ধ ভূপ দেখে সমুদয় ;
ছত্র ভঙ্গ ব্যূহ ! ভীম শত্রুর তর্জ্জন,
বিচূর্ণ প্রাচীর, গ্রীক্ করে পলায়ন।
যথা যবে বৃদ্ধ সিন্ধু নীরবে ঘুমায়,
তরঙ্গ কল্লোলি' নাহি খেলিয়া বেড়ায়,
যদিও উপরে তার প্রবল বাতাস,
মিলিছে গর্জ্জিয়া, মেঘে আবরি' আকাশ,
তবুও তরঙ্গ চয় বিচঞ্চল নয় ;
প্রেরে যোভ বাত্যা, তারা বিলোড়িত হয়।
যদিও উদ্বেগাগমে ব্যথিত তেমতি,
করে চিন্তা মনে মনে পিলিয়ার পতি,

পশিব সমরে, কিংবা যা'ব রাজপাশ;
ভাবি' বহু করে স্থির শেষ অভিলাষ;
তথাচ হৃদয়ে তাঁর জ্বলে বীরপণা।
চলে বৃদ্ধ, শুনে ঘোর অস্ত্রের ঝঞ্চনা।
ঝকে ঢাল রাজি, ভল্ল উড়িছে অম্বরে,
বাজিছে আঘাত, কেহ মারে, কেহ মরে।
দ্রুতপদ-সঞ্চালনে বৃদ্ধবর ধায়;
আহত সেনানীগণ নিরখে তাঁহায়;
রাজরাজেশ্বর, উলেসিস্ ধর্ম্মমতি,
মহাযশা, মহাবল টিডুস্-সন্ততি।
রণ হ'তে বহুদূরে পোত তাঁসবার,
বিস্তৃত বেলার পরে শোভে সার সার;
রাখিবে সমগ্র তরী নাহি হেন স্থান
সে উপসাগরে; যত গ্রীসের সন্তান,
পর্য্যায়ে রাখিল পোত বেলা-ভূমি'পরে;
অগ্রে তরি তা'র, যেই অগ্রে অবতরে।
চলেন প্রবীরত্রয় অক্ষম যুঝিতে,
বর্ষা'পরে করি' ভর, বারতা জানিতে।
চমকি' সহসা নেষ্টরের আগমনে,
কহিলেন নরবর অনুচ্চ বচনে;—
হে সুভগ, একেয়ার খ্যাতি মূর্ত্তিমান!
কি হেতু ত্যজিলে রণ, ভুলি' বীরমান?
তবে কি হইবে পূর্ণ হেক্টর-বচন,
দগ্ধ হ'বে পোত, হ'ত হ'বে বীরগণ?
হেন অহঙ্কার, হায়! ফলিল অচিরে,
বহু গ্রীকবীর-হৃদে লিখিত রুধিরে।

তব সম রুষ্ট কি হে সকলে এখন,
সম্রাটের 'পরে ; নাহি যুঝে একজন ?
হায়রে অভাগা আমি, জীবিত কি হায় !
নিরখিতে প্রতিবীর একিলিস্ প্রায় ?
কহিল নেষ্টর, ভাগ্যদেবী হেন চায় ;
প্রতিকূল কাল তাঁর বাসনা পূরায় !
যোভদেব, বজ্র যাঁর কাঁপায় অম্বর,
তাঁহারো ক্ষমতা নাহি অতীত উপর।
যে দেউল মোসবার পরিত্রাণোপায়,
অরাতি-অভেদ্য, আজি ভূতলে লুঠায়।
পোতশ্রেণী ট্রয়সেনা করে আক্রমণ ;
মুমূর্ষু গ্রীকের খেদ পরশে গগন।
ত্বরিত উপায় চিন্তা কর মহারাজ !
এ হেন বিপাকে, নহে বীরত্বের কাজ,
কৌশলেতে পরিত্রাণ ; আশ্বাসে এখন,
মার্স যদি, বৃথা মোরা ক্ষত-নিবন্ধন !
কহে রাজা, পরাজিত মম অনীকিনী ;
দহিতে বহিত্র ধায় বিপক্ষ-বাহিনী ;
যে প্রাকার মোসবার পূবর আশ্রয়,
সতত অভেদ্য, হায় ! এবে ধ্বংসময় ;
এ সকল সাধো ! সেই যোভের ইচ্ছায় ;
নাশিতে, আর্গস্ হ'তে আনে মোসবায়।
গ্রীসের সে সুখদিন নাহি আছে আর,
ভুঞ্জিত নিয়ত যবে প্রসাদ তাঁহার।
এবে ঈশ গ্রীকবল করেছে হরণ,
ট্রোজানের খ্যাতি-ভাতি-বিস্তার-কারণ।

।ক ফল বিফলে আর শোণিত স্রাবিয়া ?
সিন্ধু-সমীপস্থ তরী দিই ভাসাইয়া ;
যাবৎ না সমাগতা তামসী শর্ব্বরী,
ভাসুক বহিত্রচয় সলিল উপরি ;
পরে, যদি শত্রু যায় রণে ক্ষমা দিয়া,
ভাসায়ে সমগ্র পোত যা'ব পলাইয়া।
যে বিপদ পারি মোরা এড়াইতে আজ,
তাহাতে বিনষ্ট হওয়া অবুদ্ধির কাজ।
থামে নরবর ; বিজ্ঞ উলেসিস্ কয়,
ক্রোধে অগ্নিকণা যেন স্রাবে আঁখিদ্বয় ;
কি লজ্জার কথা (কভু নহে রাজোচিত)
আজি ও রসনা হ'তে হ'ল উচ্চারিত।
হা ধিক ! প্রভুত্ব তব ঘৃণিত সবার,
বীরকুল কাছে তুমি পাত্র অবজ্ঞার,
বীরহৃদি যোভ্‌দেব দিল যা সবায়,
জিনে যুদ্ধ যারা, কিংবা মৃত্যু না ডরায়।
রণস্থলে মো সবার অতীত যৌবন,
ক্ষান্ত নহি তবু, যদি বার্দ্ধক্য এখন।
ত্যজিতে এরূপে ট্রয় বাসনা তোমার,
বৃথা কি ফেলিনু তবে রুধিরের ধার ?
কহ যদি হেন পুনঃ আতঙ্ক-কারণ,
বল মৃদুরবে, পাছে শুনে গ্রীকজন।
কে আছে এ হেন ভীরু, পারে চিন্তিবারে
[illegible] নীচ চিন্তা, কিংবা প্রকাশিতে তারে ?
হেন বাক্য বিনিস্থত বদনে কাহার,
সমগ্র গ্রীসের বীর বশীভূত যাঁর ?

যুদ্ধকালে সেনানীর এই কি বচন,
অনিশ্চিত ভাবে রণ চলিছে যখন ?
কি পারে করিতে ট্রয় ? অর্পিছ আপনি
জয় শত্রুগণে ; গ্রীক্ মজিবে এখনি।
সৈন্যগণ ভয়ে (পোত হেরিয়া নয়নে,
পলা'তে প্রস্তুত), আর না যুঝিবে রণে ;
সিন্ধু'পরি তব তরী নিরখিয়া হায় !
বিনাশের মূল বলি' নিন্দিবে তোমায়।
সাধু তিরস্কার, (মৃদু কহে নরবর,)
বিন্ধে মম হৃদি বিজ্ঞ ! যেন তীক্ষ্ণ শর।
হেন ভীরুচিত বাক্য কহি' আর বার,
বিমর্ষিতে গ্রীকে নহে বাসনা আমার।
দিনু অনুমতি, কেহ যুবা বা স্থবির,
করুন অর্পিয়া বুদ্ধি এ অন্তর স্থির।
কহে টিডাইডিস্, বাক্য না হইতে শেষ
যদি ইচ্ছা, হের হেথা সে জনে নরেশ !
অর্পিতে সুপরামর্শ ; ধর বাক্য তার,
যুবা বটে, নহে তবু পাত্র অবজ্ঞার।
যে যুবক জন্মে টিডুসের বংশ মাঝে,
পারে কহিবারে কথা ভূপতি-সমাজে।
শুন পরে, কৃতী এমিডিসের তনয়,
ভুজবলে, (খ্যাতি যাঁর ব্যাপ্ত বিশ্বময়,)
করিলেন ধ্বংস দৃঢ় থিবের প্রাকার ;
জীবনে সম্পদ ; কীর্ত্তি পতনে তাঁহার।
শাসিয়া প্লুরণ দেশ, রম্য কেলিডন,
লভে প্রোথায়ুস্ তিন তনয়-রতন ;

মিলস্, এগ্‌রিয়স্, (কিন্তু অমানুষ,
শূর তা' সবার মাঝে) কনিষ্ঠ ইনুস্।
তাঁর সুত পিতা মম; তাড়িত হইয়া,
কেলিডন্ হ'তে বসে আর্গসেতে গিয়া;
লভিলেন রাজকন্যা (লিখন বিধির)
সহ রম্য রাজ্য এড্রেস্টস্ ভূপতির।
করিতেন সুখে তিনি ক্ষেত্রের কর্ষণ,
অর্পিত মদিরা তাঁয় বহু দ্রাক্ষাবন,
আছিল তাঁহার শুভ্র মেষ অগণন।
টিডুস্ ছিলেন হেন সুরথী ধরায়!
হেন জন নাহি গ্রীসে না জানে তাঁহায়।
শুন ভূপ! কহি, যাহে দেশের কল্যাণ,
মানিয়া তনয়ে রাখ পিতার সম্মান।
যদিও আহত মোরা এ ভীম সময়ে,
চল উৎসাহিব গিয়া সমরি-নিকরে,
যশোপথ দেখাইয়া দিব অন্য জনে,
অদ্ভুত সমর-রঙ্গ হেরিব নয়নে;
পাছে অরি-অস্ত্রে হই আহত আবার,
দাঁড়াইব হেন স্থানে, যথা বরষার
না পারে থাকিতে বেগ; এরূপে নির্ভয়ে,
রহি' দূরে, দিব দর্প সেনার হৃদয়ে।

নীরবিল বীর! শুনি' ভূপতিত্রিকর
চলে ধীরে ধীরে; অগ্রে অগ্রে নরবর।
সিন্ধুপতি, (উত্তেজনা দিতে তাঁসবায়,)
ধরিলেন মূর্ত্তি, অতি বৃদ্ধ বোধপ্রায়।

ধরিয়া আপন করে সম্রাটের কর,
এরূপে কহেন দেব নরবপু-ধর ;
আট্রাইডিস্ ! একিলিস্ বা কেমনে,
স্বদেশীর পলায়ন হেরিছে নয়নে ?
অন্ধ অধার্ম্মিক নর ! ক্রোধক্রীত দাস,
হেন অহঙ্কারে ভাবে গৌরব প্রকাশ !
গোভ্‌দেব দর্প তার পারেন চূর্ণিতে,
মুহূর্ত্তে ; না র'বে স্থান এ লজ্জা রাখিতে।
বিধি নহে তব শত্রু ; অচিরে রাজন !
হেরিবে পলা'বে দর্পী ট্রয় সেনাগণ,
ঊর্দ্ধশ্বাসে ; বিপক্ষীয় ভূপতি নিচয়,
মহাবীর জয়মদে উদ্ধত হৃদয়,
দ্রুতরথে, রজোজালে আঁধারি' অম্বরে
ধাবিবে, ঢাকিতে মুখ, ট্রয়ের নগরে।
এত কহি' ধায় দেব সমর মাঝার,
উচ্চারি' সঘনে রোষে বিকট হুঙ্কার,
হেন উচ্চ, যেন বিংশসহস্র প্রবীর
মিলে রণস্থলে দর্পে আস্ফালি' গভীর !
করিলেন সিন্ধুনাথ হেন হুহুঙ্কার,
পৃথিবী বিদীর্ণ হয় ত্রিশূলের যাঁহার।
মাতিল সমর-রঙ্গে আর্গিভের মন ;
নাচে রণ নববেশ করিয়া ধারণ।
এবে সেটার্ণিয়া দেবী অলিম্পস' পরে
স্বর্ণাসনাসীনা রণ বিলোকন করে।
সাহায্য করিছে গ্রীকে সোদরে হেরিয়া,
উল্লাসে অন্তর তাঁর উঠে উথলিয়া ;

কিন্তু দেবী নিরখিল ইডা-শৃঙ্গ' পরে,
সমাসীন যোভ্ ; শঙ্কা পশিল অন্তরে।
প্রবঞ্চিতে দেবী তাঁয় কি করে এবার,
কি কৌশলে মুদে সর্ব্বদর্শী আঁখি তাঁর ?
স্মরি' শক্তি নিজ শক্তি করেন মনন,
মোহিতে তাঁহায় অর্পি' প্রেম-প্রলোভন ;
অপরূপ মায়ারূপ রূপের বিকাশে,
বাঁধিতে ত্বরিত ঈশে অনঙ্গের পাশে।
সজ্জাগৃহে সুরনারী চলিল ত্বরিতে,
উজ্বল, বিলাসপূর্ণ, মোহিনী সাজিতে।
কৌশলে ভল্কান শিল্পী রচে এ আগারে ;
অপর ত্রিদশ তাহে প্রবেশিতে নারে।
কর-পরশনে মুক্ত হ'ল হেমদ্বার,
পশিলে ঈশ্বরী, বন্ধ হইল আবার।
হেথা দেবী করি' স্নান, সর্ব্বাঙ্গে ছড়ায়,
স্বর্গীয় সুগন্ধি তৈল, সুর ভুঞ্জে যায়।
বিচঞ্চল গন্ধবহ সে গন্ধ বহিয়া,
ভ্রমে শূন্যে বসুমতী, দিব আমোদিয়া,
স্বর্গীয় সুবাস ! দূরে থা'ক তুচ্ছ নর,
হয় বিমোহিত তাহে অমর-অন্তর !
অতঃপর কান্তমন করিতে হরণ,
বাঁধে দেবী সুকৌশলে চাঁচর চিকণ ;
কিয়দংশ কুণ্ডলিয়া শিরে শোভা পায়,
কুন্তল বা স্কন্ধদেশে লহরী খেলায়।
পরিলেন পরে শক্তি কাঁচলী, ঘাঘরী,
সুরঞ্জিত পালাসের কারুকার্য্যে মরি !

উজ্জল সুবর্ণ ঝকে প্রতি ভাঁজে ভাঁজে ;
কটিদেশে কনকের কোটিবন্ধ সাজে।
দুলে চারু আভরণ শ্রবণ-যুগলে ;
প্রতি রত্ন' পরে তিন দীপ্ত তারা জ্বলে।
অতঃপর দিবেশ্বরী দিলেন মাথায়,
শুভ্র অবগুণ্ঠ, নব হিম লাজ পায় ;
পরেন পাদুকা পরে সুচারু চরণে।
সাজি' হেন যোভ্-প্রিয়া মন্থর গমনে,
বাহিরিল ত্যজি' গৃহ ; পরে সম্মোহিনী
উপনীতা, বসে যথা কাম-প্রসবিনী।
কতকাল, (সুরেশ্বরী কহেন ভিনসে,
র'বে ঘোর মনান্তর অমর-মানসে ?
নহে কিলো কামপ্রসূ ! বাসনা তোমার,
ত্যজিতে এখনি তুচ্ছ সমর ধরার ?
কর ব্যক্ত, (' সীথেরিয়া করেন উত্তর,
তব বাঞ্ছা সুরেশ্বরি ! সাধিব সত্বর।
অর্প তবে, (কহে ঈশী, সে শক্তি স
মুহূর্ত্তে মোহিত যাহে হয় চরাচর,
সে লাবণ্য, যাহে নর চেতনা হারায়,
আবেশে অধীর হয় সুর সমুদায়।
অতি দূরদেশে দেবি ! যা'ব শীঘ্র গতি,
অমরনিকর-প্রসূ স্থবির দম্পতি,
ওসেন, থিটিস্ দোঁহে নিবসে যথায়,
সিন্ধুমালী ধরিত্রীর চরম সীমায় ;
বাল্যে তাঁ' দোঁহার কোলে হইনু পালিত,
যবে অলিম্পস্ হ'তে হ'য়ে নিক্ষেপিত,

পশিলেন সেটারন্ ভূগর্ভ ভিতরে,
ত্যজিয়া ত্রিদশ রাজ্য যোভ্‌দেব-করে।
বিদরিছে সে দম্পতী, শুনিনু শ্রবণে,
পূর্ব্বের প্রণয় নাহি উভয়ের মনে।
এ বিবাদ যদি আমি নারিনু ভঞ্জিতে,
কোথায় মাহাত্ম্য মম, কি কাজ শক্তিতে?
দম্পতী-যুগলে মিলাইব পুনর্ব্বার,
এত কালে সুধিব সে শৈশবের ধার।
স্বরগঈশ্বরী-মুখে শুনি' এ কাহিনী,
অর্পিল সম্পতি পুষ্পচাপ প্রসবিনী;
কটি হ'তে কটিবন্ধ খুলেন অব্যাজে,
সমুজ্জ্বল, সুশোভিত নানা শিল্পকাজে।
সমগ্র মোহিনী শক্তি বিরাজে তাহায়,
মুগ্ধ জ্ঞানী জন, মত্ত বিতরাগী যায়,
আবেশ, সম্মতি, রমণীয় ভালবাসা,
চাতুরী কৌতুকপূর্ণ, মদন-পিপাসা,
মনোহারী মৃদু ভাষ, ঘন দীর্ঘশ্বাস,
ভাবার্থজ্ঞাপক মৌন, নয়ন-বিকাশ।
হেন কোটিবন্ধ দেবী তুলি' ধীরে, ধীরে,
"লহ, পূর্ণ কর বাঞ্ছা," কহে ঈশ্বরীরে।
মৃদু হাসি' যোভ-কান্তা করে লয়ে তায়,
রাখিলেন সযতনে হৃদয়ে ত্বরায়।
যোভের আগারে ধীরে চলিল ভিনস্;
যায় সেটার্ণিয়া দেবী ত্যজি' অলিম্পস্।

* ওদেন্—সমুদ্রের অধিষ্ঠাতৃ দেব।

শূন্যপথে মহাবেগে চলেন ঈশ্বরী,
অতি উচ্চ পায়েরিয়া অতিক্রম করি',
সুরম্য ইমেথিয়ার সৈকত সুন্দর,
হিমস্ পাহাড় হিমে পূর্ণ নিরন্তর।
এথসের শৃঙ্গ হ'তে পরে দিবেশ্বরী,
চলেন লেম্‌নসে সিন্ধু অতিক্রম করি,
শমনের বৈমাত্রেয় স্বপন-নগরী

সুখদ স্বপন! (ঈশী কহেন এবার,)
সমগ্র নর অমর আয়ত্ত তোমার,
পালিতে জুনোর আজ্ঞা যদি হে মনন,
ওহে নিদ্রাপতে! শুন কহি' যা এখন,
শুইবেন যবে যোভ্ কামে মত্ত হ'য়ে,
মায়ায় আবদ্ধ তাঁর কর আঁখি-দ্বয়ে।
রম্য পাদপীঠ, স্বর্ণ সিংহাসন আর,
বহ্নিদীপ্ত, সোম্‌নস্! তব উপহার,
ভল্কানের বিনির্ম্মিত; উৎসব সময়,
পুলকে পূরিত তব করিবে হৃদয়।

হে দেবি! (কহিল দেব নত শির করি,'
সেটারণ্‌সুতে! দিবরাজ্য-অধিশ্বরি!
অমরে মোহিতে পারি মুহূর্ত্ত মাঝারে,
সমুদ্র, বিশ্বজনক, এড়াইতে নারে;
নীরবে ঘুমায় দীর্ঘ বারিরাজ্য তাঁর,
লহরী নিকর নারে কল্লোলিতে আর!
কিন্তু দেবি! কহ, কোন্ বলে বলী হ'য়ে,
সুষুপ্ত করিব ঈশে আদেশ না ল'য়ে?

বহু দিন গত মাতঃ! তব আজ্ঞা ধরি,'
নিদ্রিত করিনু তাঁয় শঙ্কা পরিহরি';
যবে আল্‌সাইডিস্, তনয় তাঁহার,
ত্যজি' ইলিয়ন ভাসে জলধি-মাঝার।
হেন কালে প্রভঞ্জন সিন্ধু আন্দোলিয়া,
কোয়ান্ প্রদেশে বীরে দিল তাড়াইয়া।
জাগ্রত হইয়া যোভ্ স্বরগ কাঁপায়,
ক্রোধভরে; দেব'পরে দেব পড়ে হায়!
অনর্থের হেতু মোরে জানি' ভগবান,
নিক্ষেপেন শূন্যপথে ক্রোধ-কম্পমান;
ভয়ে যামিনীর পাশে গেনু পলাইয়া;
পৃথ্বী-দিব-সখী সতী রাখে লুকাইয়া,
শান্ত্বনিতে বিশ্বকোপ সমর্থা সে ধনী,
তেঁই বশীভূত তাঁর ঈশ্বর আপনি।

অকারণ শঙ্কা তব, (দিবেশ্বরী কয়,
করি' বিঘূর্ণিত পদ্মপত্র আঁখিদ্বয়,)
ভেবেছ কি জয়ী আল্‌সাইডিস্ সম,
লভিয়াছে দুষ্ট ট্রয় যোভের মরম?
দিবেশ্বরী আমি, আজ্ঞা পালহ আমার;
অর্পিব এ কার্য্যতরে রম্য উপহার;
সুহাসিনী পেসিথেয়ী নবীনা রমণী,
চির ভালবাসা তব, লভিবে এখনি।

কর পণ, (কহে দেব,) স্রোতকুল নামে,
প্রবাহিত যারা ভীম প্রেতধামে।
এক হস্ত বিস্তারিত কর ধরা 'পরে,
সিন্ধু 'পরে প্রসারিত কর অন্য করে।

নারকী টিটন্‌গণে করগো আহ্বান,
ক্রোনসের সঙ্গী, সাক্ষ্য করিবারে দান,
সুহাসিনী পেসিথেয়ী নবীনা রমণী,
চির ভালবাসা সম, লভিব এখনি।
স্বপনের বাক্য ধরি' আহ্বানে ঈশ্বরী,
দেবগণে, বসে যাঁরা ভূগর্ভ ভিতরি,
তীব্র স্রোতকুলে যাঁরা করেন শাসন,
ভীম টিটেনীয় দেব কহে নরগণ।
সমীরণবেগে দোঁহে আরোহে অম্বর,
আঁধার লেম্‌নস্‌ দ্বীপ, ইম্ব্রস্‌ উপর ;
তিমিরে আবরি' দেহ উতরেন পরে,
মুহূর্ত্তে লেক্টস্‌মাঝে, ইডাশৃঙ্গ 'পরে,
শ্বাপদ-প্রসূতি, যার শত স্রোতপণ,
বিকট পতন-নাদে বিদারে গগন।)
দেবভারে রম্য ইডা প্রকম্পিত হয় ;
স্তম্ভিত হইল গিরি, কাঁপে তরুচয়।
তথা সুবিশাল এক দেবদারু 'পরে,
বিটপসমূহ যার পরশে অম্বরে,
অলক্ষিত-ভাবে, দেহ আঁধারে আবরি,'
বসে নিদ্রাদেব, পেচকের মূর্ত্তি ধরি'।
(কল্‌সিস্‌ কহে তায় অমর নিকর,
সিমিণ্ডিস্‌ নামে খ্যাত ধরণী ভিতর।)
সম্মোহিনী জুনো, তুঙ্গ ইডা'পরে ধায়,
জগত-ঈশ্বর যোভ্‌ নিরখে তাঁহায়।
ত্রিদিবেশ, বজ্র যাঁর গরজি' গম্ভীর
আলোকে অম্বর, কামে হইল অধীর,

অতীব প্রখর, যথা প্রথমে যখন,
সংজ্ঞাহীন, করে তাঁয় গুপ্ত আলিঙ্গন।
এক দৃষ্টে ঈশ সেই লাবণ্য হেরিয়া,
কহে ধরি' কান্তাকর উল্লাসে ভাসিয়া ;—
কি হেতু ত্যজিলে স্বর্গ, অয়ি প্রাণেশ্বরি !
পদব্রজে, বহ্নিপ্রভা রথ পরিহরি' ?
উত্তরিল দেবী,—কান্ত ! যাব শীঘ্রগতি,
সমগ্র অমরপ্রসূ স্থবির দম্পতি,
ওসেন্, টিথিস্‌সহ নিবসে যথায়,
সিন্ধুনেমি ধরণীর চরম সীমায়,
বন্দিব দোঁহার পদ ; শৈশব সময়
জান নাথ ! যত্নে মোরে পালেন উভয় ;
বিবদিছে সে দম্পতী শুনিনু শ্রবণে ;
পূরব প্রণয় নাহি দোঁহাকার মনে।
তুরঙ্গ নিকর মম হইয়া সজ্জিত,
দীপ্ত রথ সহ, মোরে বহিতে ত্বরিত,
অপেক্ষিছে ইডাতলে ; অনুমতি তরে,
আসিয়াছি দিব ত্যজি' তোমার গোচরে।
যাব ত্বরা প্রাণকান্ত ! দাও অনুমতি,
সিন্ধুগর্ভস্থিত পূত ওসেন্‌-বসতি।
অন্য দিনে (কহে যোভ্) যেও প্রিয়তমে !
না সহে বিলম্ব, কাম জ্বলে এ মরমে।
অধর-পীযূষ মোরে অর্প লো এখন,
নির্ব্বার ত্বরিত প্রিয়ে মদন-দহন।
না উদে কভু এ তৃষা অন্তরে আমার,
মানবীর রূপে, কিংবা অমর-বালার ;

নহে, যবে রমি ইগ্‌জিয়নের বালায়,
দেবাভ পিরিথাউস্‌ জন্মিল যাহায়,
নহে, যবে সে ডেনেয়ী রত্ন রমণীর
ভুঞ্জে মম প্রেম, জন্মে পার্স্যুস্‌ প্রবীর ;
থিব্‌ যুনীযুগ হেন না মোহে মানস,
(একে আলসাইডিস্‌, অন্যেতে বেকস্‌।)
নহে হেন, ফিনিক্সের নন্দিনী রতন,
জন্মে যাহে হ্রাডামান্থ, মাইনস্‌ ভীষণ ;
সুন্দরী লাটনা হেন বিমোহিতে নারে,
নহে সে সিরিস্‌, বিশ্ব মুগ্ধ হেরি' যারে ;
তব রূপে কভু হেন নহি বিমোহিত
পূর্ব্বে প্রিয়ে ! যথা আজি মদন-পীড়িত !

নীরবিল ঈশ ; দেবী বঙ্কিম নয়নে,
নিরখি,' কহিল লাজ-লোহিত বদনে ;
ইডাশৃঙ্গ কান্ত ! কিহে কাম-ক্রীড়াস্থল ?
হেরিবে নিশ্চয় নর অমর সকল।
শঙ্কা হেতু না পারিবে লভিতে উল্লাস,
সর্ব্বত্র এ বার্ত্তা গান হ'বে বার মাস।
ভ্রমিব কেমনে আর এ সুখ সংসারে,
বসিব বা কোন্‌ মুখে অমর-মাঝারে।
সমগ্র ত্রিদশ, নাথ ! হেরিবে নয়নে
ছিন্ন বেশ মম, তব তীব্র আলিঙ্গনে।
দেবশিল্পী ভল্‌ক্যান্‌ করিল নির্ম্মাণ,
সুকৌশলে, তব ক্রীড়াগৃহ শোভমান।
যদি হেন বাঞ্ছা তব, চলহ তথায়,
গুপ্তভাবে কর শান্ত কাম-পিপাসায়।

নীরবিল সুরেশ্বরী! সস্মিত বদনে,
কহে বজ্রপাণি তাঁয় বিনম্র বচনে
ঢাকিবে এখনি মেঘ, হ'বে বরিষণ
স্বর্ণধারা; কা'র সাধ্য করে দরশন?
নারিবে হেরিতে রবি, দীপ্ত আঁখি যাঁর,
নিরখিছে হে মোহিনি! জগৎ সংসার।
এত কহি' এক দৃষ্টে সেরূপ হেরিয়া,
কামমত্ত ঈশ তাঁয় ধরে জড়াইয়া!
উল্লাসে অবনী সতী স্ববক্ষ হইতে,
তুলি' নানা পুষ্প, দোঁহা লাগিল পূজিতে।
সহসা অসংখ্য যূথি বিকসিত হয়;
রচিল কোমল শয্যা কমল নিচয়;
কামিনী-আসারে শুভ্র হইল ভূতল,
সুলোহিত স্থলপদ্মে ভূধর উজল।
আবরে দোঁহায় স্বর্ণভাতি ঘনচয়;
বসন্ত- সমীর সুখে মন্দ মন্দ বয়।
অবতরি' ধীরে শীত পীযূষ-শিকর,
মধুগন্ধে আমোদিত করিল ভূধর।
অতঃপর দিবপতি প্রেমার্দ্র হৃদয়,
নিদ্রার কুহকে, নিদ্রা করিল আশ্রয়।
নীরবে সুদ্রুত এবে গ্রীক্-পোত পানে,
চলে নিদ্রা-দেব, সিন্ধুপতি-সন্নিধানে,
অর্পিতে মঙ্গলবার্ত্তা; সহসা তথায়,
হ'য়ে আবির্ভূত কহে অনুচ্চ ভাষায়:
হে বলী নেপ্‌চুন্! এবে নিশঙ্ক অন্তরে,
ছিন্ন কর ট্রয়-আশা ক্ষণেকের তরে;

নিদ্রিত ঈশ্বর যোভ্; বিষম মায়ায়
করিয়াছি হে বারিশ! অভিভূত তাঁয়।
জুনোর মোহিনী মূর্ত্তি, সোম্‌নসের বল
মুদিয়াছে সর্ব্বদর্শী নয়ন-যুগল!
এত কহি' স্বপ্নদেব বায়ুবেগে ধায়,
মহীস্থ মানবগণে মোহিতে মায়ায়।
প্রতাপী নেপ্‌চুন্ দেব সাহসে মাতিয়া,
উচ স্তম্ভসম রণমাঝে দাঁড়াইয়া
কহিল সক্রোধে; পূর্ব্বে ছিলে কীর্ত্তিমান
ওহে গ্রীক্‌কুল! রাখ সে নাম-সম্মান;
অর্দ্ধজীত যুদ্ধ ট্রয় করিবে কি জয়?
ধ্বংসিবে কি পোতশ্রেণী প্রায়াম-তনয়?
শুনহ! হেক্টর্ ঐ করে অহঙ্কার
দহিতে তরণী; একিলিস নাহি আর!
করিতেছে ক্ষোভ এক বীরের বিহনে,
হও স্থির, আবশ্যক নাহি অন্য জনে।
এখনো, গৌরব যদি লভিতে মনন,
বাঁধ শিরে শিরস্ত্রাণ, ধর প্রহরণ।
ধরুক সকল গ্রীক্ বরষা ভয়াল,
লউক ত্বরিত করে সুবিস্তৃত ঢাল।
লঘু অস্ত্র ল'য়ে যুদ্ধ করুক দুর্ব্বল,
নিক গুরু অস্ত্র, যার দেহে আছে বল;
পলা'বে তাহ'লে দর্পী হেক্টর সুরথ;
নিজে আমি, গ্রীক্‌দল! দেখাইব পথ।
মানি' বাক্য গ্রীক্‌গণ অস্ত্র বদলায়;
যত্নভাবে নেতাকুল স্বসেনা সাজায়।

নির্ভীক ভূপতি-দল, যদিও আহত,
সাহায্যিতে বীরকুলে হইলেন রত।
ধরে গুরু প্রহরণ বলবান চয়;
দুর্ব্বল অনীকদল লঘু ঢাল লয়।
এইরূপে চলে গ্রীক্, সজ্জিত বরমে
উজ্জ্বল পিত্তলময়; নেপ্‌চুন্ প্রথমে;
দীপ্ত তরবারি তাঁর ঘূরে শ্বনশ্বনে,
উজলা চপলা যেন চমকে গগনে।
পৃথ্বী-প্রকম্পন-কারী অমরে হেরিয়া,
আতঙ্কে নাচিল যত মানবের হিয়া।
ট্রয়ের রক্ষক মাত্র সাহসে দাঁড়ায়;
উৎসাহে অনীককুলে, দেবে না ডরায়।
হের ঐ সুর নর করে অবস্থান;
হেথা সিন্ধুপতি, হোথা হেক্টর্ মহান।
ভীম বারিনিধি এবে অধিপ-আজ্ঞায়,
হুঙ্কারি' বিকট, স্ফীত করি' নিজ কায়,
বেড়িল বহিত্রচয়ে ভীম মূর্ত্তি ধরি';
মিলে সেনা, কাঁপে পৃথ্বী, গর্জ্জিল লহরী।
নাহি গর্জ্জে সিন্ধু কভু অর্দ্ধেক এমন,
হুঙ্কারিয়া দর্পে যবে বহে প্রভঞ্জন;
ইলোনীয় গৃহ হ'তে বিকট ঝটিকা,
না হুঙ্কারে হেন, ধ্বংসি' বিটপী লতিকা;
দাবানল দহে যবে পার্ব্বতীয় বন,
কদাপি না করে হেন উচ্চ গরজন;
হেন দর্পে উভদল মিলিল সমরে,
এ হেন বিকট ধ্বনি গগন বিদরে।

হেক্টরের করচ্যুত ভল্ল ভয়ঙ্কর,
বাজে বেগে এজাক্সের দৃঢ় রক্ষঃ' পর ;
বক্রভাবে দুই পাটা শোভে বক্ষে তাঁর,
(একে বদ্ধ ঢাল, অন্যে দুলে তরবার,)
নারিল পশিতে অস্ত্র ; পিছান হেক্টর্
ধিক্কারিয়া ব্যর্থ ভল্লে, বিমর্ষ-অন্তর।
না ডরে এজাক্স বীর ; ক্রোধ-অন্ধমন
লইয়া সবলে তুলি' প্রস্তর ভীষণ,
(ছিল এক শিলারাশি সম্মুখে তাঁহার,
বসাইতে তরী, কিংবা শমিবারে ভার,)
করিয়া ঘূর্ণিত তায়, ত্যজে সেইক্ষণে।
উত্তোলিত ঢালে শিলা বাজিয়া ঝঞ্ঝনে,
পড়িল ভীষণবেগে গ্রীবাবক্ষে তাঁর ;
কিন্তু সেই গতি নহে নিঃশেষ এবার,
করিয়া বহুল ক্ষত ঘূরিয়া ঘূরিয়া,
অবতরি' ভূমে, বেগে চলে গড়াইয়া।
যথা, যবে ভীম বজ্র আলোকি' অম্বর,
পড়ে গর্জ্জি' দেবেশের পূত বৃক্ষ' পর,
পার্ব্বতীয় দেবদারু হ'য়ে দীপ্তিমান
লুণ্ঠে ভূমিতলে ; উঠে গন্ধকের ঘ্রাণ ;
দাঁড়ায়ে স্তম্ভিতভাবে দর্শক নিচয়,
যোভের বিষম কোপ অবগত হয় !
পড়িল ভূতলে বীর হেক্টর তেমতি ;
হ'ল করচ্যুত ভল্ল ভয়ঙ্কর অতি ;
সুবিস্তৃত ঢাল তাঁর আবরিল কায় ;
গুরু শিরস্ত্রাণ-ভারে মস্তক লুঠায়।

ধাতুময় বর্ম্ম তাঁর বিকট ঝঞ্জনি”
লুণ্ঠে ভূমি’ পরে ; উঠে অসম্ভব ধ্বনি।
অতি উচ্চ জয়ধ্বনি পূরিল প্রাঙ্গণ ;
হেরে গ্রীক্ মহোল্লাসে, অরির-নিধন।
ধরিতে ছুটিল সবে ; ছুটে শরাসার ;
ভীম ভল্লগ্রাসে হ’ল আকাশ আঁধার।
হেন অস্ত্রবৃষ্টি গ্রীক্ করিছে বৃথায়
নিরাপদে রহে শূর ক্ষতহীনকায়।
নির্ভীক পোলিডেমাস্, সাধু এজিনর্,
সুধার্ম্মিক যোধ, এঙ্কিসিস্-বংশধর,
লিসায় দলের সেনাপতি সমুদায়,
বৃত্তাকারে, রক্ষিবারে চৌদিকে দাঁড়ায়।
ট্রয়ের সমরিকুল ভাসি’ অস্ত্রনীরে,
ত্বরিত স্থাপিল রথে আহত প্রবীরে।
তেজস্বী তুরঙ্গকুল সমীর-গমনে,
ছুটে পুরপানে, ল’য়ে ট্রয়ের তপনে।
জ্যান্থসের তীরে রথ এবে উপনীত,
সুশীতল, মরকত জিনিয়া হরিত ;
অনুচরকুল তটে রাখিয়া নেতায়,
সর্ব্ব অঙ্গে ধীরে তাঁর সলিল ছিটায়।
কভু করে ট্রয়রবি রুধির বমন,
বসি’ জানু পাতি’, পুন হয় বিচেতন ;
ফেলে ঘন দীর্ঘশ্বাস ; ক্ষীণ আঁখি তাঁর,
হেরি’ অর্দ্ধাকাশ, হয় মুদ্রিত আবার।
গ্রীকচয়, সুরথের হেরি’ পলায়ন,
দ্বিগুণ বিক্রমে পুনঃ করে আক্রমণ।

অইলীয় এজাক্স এবে ক্রোধমত্ত হ'য়ে,
বিন্ধে সুশাণিত ভল্লে ইনপ্‌স্‌-তনয়ে ;
(নির্ভীক সেট্‌নিয়স্‌, নিইস্‌ সুন্দরী
প্রসবিল যাঁরে, সেট্‌নিত্ত-তট'পরি' ।)
উদরে পশিল অস্ত্র ; পড়ে যুবা বীর
ভূমি' পরে ; আঁখিদ্বয় আঁধারে তিমির ।
শবের চৌদিকে এবে গর্জ্জিল সমর ;
ভাসে রক্তস্রোতে গ্রীক্‌-ট্রোজান নিকর ।

সক্ষোভে পোলিডেমাস্‌ হ'য়ে অগ্রসর ,
কাঁপায় ভীষণ বর্ষা প্রোথনর'পর ।
স্কন্ধদেশে পশে অস্ত্র বিকট গর্জ্জিয়া ;
পড়িল ভূতলে বীর শোণিতে ভাসিয়া ।
হের এবে, (কহে জেতা) মোসবার বল ;
যুঝে হেন পেন্থসের সন্ততি সকল ।
এই করচ্যুত অস্ত্র কভু ব্যর্থ নয়,
অবশ্য বিন্ধিবে বীর গ্রীকের হৃদয় ।
নিজ তুচ্ছ বর্ষা' পরে নির্ভর করিয়া,
প্লুটোর আলয়ে পশ ধীরে ধীরে গিয়া ।

হেন বাক্যে ম্রিয়মাণ যত গ্রীকবীর ;
হইল এজাক্সরথী অতীব অধীর ।
নিজ পার্শ্বে স্বদেশীর পতন হেরিয়া,
ধায় অরিপানে শূর ভল্ল উত্তোলিয়া ।
ত্বরা নত হ'য়ে শত্রু পরিত্রাণ পায় ;
মরণ, আর্কিলোকস্‌ ! আহ্বানে তোমায় !
বৃথা তব এবে সমুন্নত বংশমান ;
কৃতান্ত চালায় নিজে অস্ত্র খরশাণ !

'ধাবি' ভল্ল বেগে, ঈশআদেশ পালিতে,
দৃঢ় গ্রীবাদেশে তাঁর লাগি' আচম্বিতে,
মেরুদণ্ড দুই ভাগে বিভাগ করিল;
ছিন্ন বীরশির আগে ভূতলে পড়িল।
মুণ্ডহীন দেহ এবে ক্ষণ দাঁড়াইয়া,
পড়ে পরে, রক্ত-স্রোতে সিকতা রঞ্জিয়া।
গর্ব্বিত পলিডেমস্! কর বিলোকন,
(ধিক্কারি' এজাক্স শূর কহিল বচন,)
কহ, এ শায়িত বীর তোমার গোচরে,
নহে যুক্ত প্রতিহিংসা প্রোথনর তরে ?
দেখ এঁর দেহ, শৌর্য্য আপন আঁখিতে;
হীনবল, হীনবংশী নারিবে বলিতে।
সকুল-জাত এ জন, হেন জ্ঞান হয়,
অনুজ এণ্টিনরের, অথবা তনয়।
এত কহি' হাসে বীর, জ্ঞাত পরিচয়
এ যুবার; ডুবে দুখে ট্রয়-চমূচয়।
অগ্রসরি' প্রোমাকস্ ক্রোধভরে হায়!
টানে মৃতদেহ; রোধে একামস্ তাঁয়।
বিন্ধি' হৃদি কহে বীর সুকর্কশ স্বরে;—
মরিবি আর্গিভদল! ট্রোজানের করে।
জানিবে অচিরে গ্রীস্, নহে একা ট্রয়,
মরণ, আঘাত, শোক, সমরের ভয়।
বধি', প্রোমাকসে, এবে নেহার নয়নে,
দিনু যুক্ত প্রতিশোধ ভ্রাতার নিধনে।
ভীম প্রেতলোকে তিনি বিফলে না যান,
ভূমে তাঁর প্রতিঘাতী ভ্রাতা বর্ত্তমান!

হেন গর্ব্ব, গ্রীকগণে ব্যথিত করিয়া,
বিন্ধে শেলসম, বীর পেনিলুস্-হিয়া।
আক্রমিল শূর তাঁয় আরক্ত নয়নে ;
পলায় সে অহঙ্কারী সশঙ্কিত মনে।
যুবক ইলিওন্যুস্ লভে সে প্রহার,
একমাত্র পুত্র, মহাবিভবী পিতার,
(ফোর্বাস্ অতীব ধনী, হার্মিস্ যাঁহায়,
শিখান সাদরে নানা লাভের উপায়।)
ভীম অরি-অস্ত্র তাঁর নয়নে বাজিয়া,
মুহূর্ত্তেকে চারু অক্ষি-তারা বিলোড়িয়া,
বাহিরিল গ্রীবা ভেদি' ; পড়ে নরবীর ;
উত্তোলিল ভুজদ্বয় আতঙ্ক-অধীর।
দর্পী পেনিলুস্ ত্বরা খুলি' তরবার,
মুহূর্ত্তে সুন্দর শিরঃ ছেদিল তাঁহার।
সশিরস্ত্র মুণ্ড চলে গড়া'য়ে প্রাঙ্গণে ;
দীর্ঘ বর্ষা, দৃঢ়রূপে প্রোথিত নয়নে,
ধরিল ত্বরিত জেতা ; উর্দ্ধে উত্তোলিয়া,
রুধির-রঞ্জিত শির কহে ধিক্কারিয়া ;
দেখ সে ইলিওন্যুসে, রে ট্রোজানগণ !
অর্পগে পিতায় ত্বরা এ বার্ত্তা ভীষণ।
কাটিবেক আর্ত্তনাদে চারু সৌধ তাঁর,
সেইরূপ ভীরু প্রোমাকসের আগার ;
জানাও দারুণ বার্ত্তা ত্বরা জননীরে,
প্রোমাকস্-পত্নী যাহা জানিবে অচিরে ;
ফিরিব স্বদেশে যবে রণ জয় করি,'
কাঁদিবে সে পুত্রহারা দিবা-বিভাবরী।

এত কহি' ক্রোধে বীর সে মুণ্ড ঘূরায় ;
কাঁপিয়া ট্রোজান-সেনা চৌদিকে পলায়।
আতঙ্কে নিরখে তারা বহিত্র-প্রাকার,
ক্ষিপ্তপ্রায়, জানি' শীঘ্র সংহার এবার।
হে যোভ্-তনয়াগণ! সর্ব্বজ্ঞা তোমরা,
বিরাজিছ দিবে, ধরি' বীণা সপ্তস্বরা!
কহ কৃপা করি', কোপে বারিধি-পতির,
মরিল অগ্রেতে কোন্ ট্রয়ের প্রবীর ?
হে অমরীকুল! কোন্ গ্রীক্ ভাগ্যধরে,
অর্পিবে অমর নাম, ভবিষ্য সময়ে ?
প্রথমে এজাক্স বলী করেন সংহার,
হির্টিয়স্ বীরে, নেতা মিসীয় সেনার।
ফাল্সিস্, মার্মারে, নাশে নেষ্টর-নন্দন।
মরিস্, হিপোটিয়নে, বধে মেরিয়ন্।
প্রোথুন্, পিরিফেটিস্ মরে অতঃপরে,
ধনুর্বির্দ্যা-সুনিপুণ টিউসারের শরে।
প্রবীর মেনিলসের শর-বরষায়,
পুরোধা হিপারিনর্ পরাণ হারায়।
প্রগাঢ় তিমির-জাল বেড়িল প্রবীরে ;
কালপুরে বীর-আত্মা ছুটিল অচিরে।
অইলুস্-সুতের এবে চারি পাশে হায়!
পড়ে কত যোধ, কত আতঙ্কে পলায়।
কনিষ্ঠ এজাক্স বীর নিপুণতা ধরে,
অনুসৃতে পলায়িত অরাতি নিকরে।
চতুর্দ্দশ কাণ্ড সমাপ্ত।

পঞ্চদশ কাণ্ড।

পঞ্চম যুদ্ধ, পোতসমীপে ; এবং এজাক্সের শৌর্য্য।

বিষয়।

যোভদেব জাগ্রত হইয়া, ট্রোজানের পরাজয়, হেক্টরের মূর্চ্ছা ও নেপচুনের গ্রীকপক্ষাবলম্বন, অবলোকন করেন। তিনি জুনোর প্রবঞ্চনা অবগত হইয়া কুপিত হন ; এবং দেবী তাঁহাকে বিনতি দ্বারা শান্ত করেন। জুনো, তৎপরে আইরিস্ ও এপলোর নিকট প্রেরিতা হন। জুনোদেবী দেবসভায় প্রবেশ করিয়া দেবতাগণকে যোভের বিরুদ্ধাচরণ করিতে উৎসাহিত করেন। দেবী-বাক্যে মার্স্ ক্রোধান্ধ হইলে মিনার্ভা তাঁহাকে শান্ত করেন। আইরিস ও এপলো, যোভের আজ্ঞা প্রতিপালনে সম্মত হন। আইরিস্‌দেবী, নেপচুনকে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিতে অনুমতি করেন ; সিন্ধুপতি অনিচ্ছার সহিত সম্মত হন। এপলোদেব হেক্টরকে পূর্ব্ববল প্রদান করিয়া সমরে আনয়ন করেন, এবং যুদ্ধভাগ্য ফিরাইয়া দেন। তিনি গ্রীক প্রাকারের অধিকাংশ ভগ্ন করেন। ট্রোজানেরা বেগে প্রবেশ করিয়া পোত সমূহের প্রথম শ্রেণী দগ্ধ করিতে চেষ্টা করে ; কিন্তু জ্যেষ্ঠ এজাক্স, বহু সৈন্য বিনষ্ট করিয়া তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করেন।

পলায় ট্রোজানদল পরিখা লঙ্ঘিয়া,
কত শত হত বীর রহিল পড়িয়া।
ধাবি' ঊর্দ্ধশ্বাসে সবে এবে উপনীত
রথশ্রেণী-পাশে, প্রাণভয়ে সশঙ্কিত।
এদিকে কুলিশী যোভ জাগ্রত হইয়া,
ইডার উন্নতশৃঙ্গে বসিলেন গিয়া।
করি' দৃষ্টিপাত দেব রণক্ষেত্র'পরে,
নিরখে পলায় ট্রয়, গ্রীক অনুসরে ;
বর্ষে অস্ত্র গ্রীক, মরে ট্রোজান্-সংহতি ;
গর্জ্জিছে সমর-মাঝে ভীম সিন্ধুপতি।

দেখে দেব, ধরাসনে প্রবার হেক্টরে,
(বেড়ি' বন্ধুগণ অশ্রু বরিষণ করে ;)
বমিছে রুধির রথী, ফেলে ঘন শ্বাস ;
ক্ষণেকে বিলুপ্ত জ্ঞান, ক্ষণে পরকাশ।
হেরি' হেন দৃশ্য রজা ব্যথিতঅন্তরে
সম্বোধি' জুনোরে এবে কহে ক্রোধভরে ;
মম বিরোধিনী তুমি, অয়ি দুর্ব্বিনীতে !
পাতকের সমর্থন বাঞ্ছা তব চিতে !
তোমারি কৌশলে আজি নির্জ্জিত হেক্টর,
পলাইছে ট্রয়চমূ ত্যজিয়া সমর।
হেন সাধ্য, কহ দুষ্টে ! আছে কি তোমার,
রোধিবারে অভিলাষ জগত-পাতার ?
ভুলেছ কি সেই দিন, অয়ি লজ্জাহীনে !
উন্নত আকাশ হ'তে বাঁধিয়া যে দিনে,
ঝুলাইনু তোমা, দীর্ঘ সুবর্ণ শৃঙ্খলে ?
কি করিল সুরকুল রুষিয়া সকলে ?
তব সহায়তাকারী দুষ্ট দেবগণে,
নিক্ষেপিনু অলিম্পস্ হ'তে সেই ক্ষণে।
করি হেন, সুরসম হার্কুলিস্ তরে,
পুত্র মম, প্রিয় অতি পৃথিবী-ভিতরে।
বরিয়স্, যবে তব আজ্ঞা ধরি' শিরে,
খেদায় বীরের তরী কোয়ানের তীরে,
মৃত্যুমুখ হ'তে তায় করিয়া উদ্ধার,
পাঠাই আর্গসে, তার স্বদেশে আবার।
শুন বাক্য, মম দর্প করহ স্মরণ ;
না মার কুঠার নিজে, চরণে আপন ;

সর্ব্বজ্ঞ ঈশের কাছে তব এ কৌশল
অবশ্যই অয়ি মূঢ়ে! হইবে বিফল!
 এতেক কহিল বজ্রী। আতঙ্কে কাঁপিয়া,
কাতরে কহেন জুনো, চরণে ধরিয়া;—
 সেই শক্তি-নামে, প্রভো! করিনু শপথ,
অবস্থিত যাহে পৃথ্বী, অনম্বর-পথ,
তব নামে নদ ষ্টিক্স্! প্রবাহিত তুমি
অন্ধকার অধোলোকে, ভীম প্রেতভূমি;
তব দিব্য প্রাণকান্ত; করিনু এবার;
দিব্য কৌমার্য্যের দৃঢ় পণেতে আমার।
দর্পী সিন্ধুপতি, নাথ! মম আজ্ঞা ধরি,'
না ভাসান রক্তস্রোতে ট্রয়ের নগরী।
বারীশ, গ্রীকের দুখে কাতর হইয়া,
যুঝিছেন রণে, তব আজ্ঞা না মানিয়া।
হে কান্ত! সদুপদেশ দিয়াছি তাঁহায়;
কহিয়াছি কত বার মানিতে তোমায়।
 মম পক্ষে তুমি, অয়ি ত্রিদশ-ঈশ্বরি?
(কহিলেন বিশ্বপিতা মৃদুহাস্য করি,')
অবশ্যই সিন্ধুপতি বিরত হইবে;
লঙ্ঘিতে আদেশ মম কদাচ নারিবে!
কহিতেছ যদি দেবি যথার্থ বচন,
মম ইচ্ছা দেবমাঝে করগে ঘোষণ।
জানাও আদেশ মম আইরিস্ দেবীরে;
আহ্বান ত্বরিত প্রিয়ে! রৌপ্য-ধানকীরে।
ত্বরা সে অমরী যেন নামি' ক্ষেত্র'পরে,
আদেশে বারিধিঈশে পশিতে সাগরে।

যাইয়া এখনি যেন ফিবস্ অমর,
শায়িত যথায় সুরপ্রতিম হেক্টর,
পূর্ব্ব পরাক্রম বীর্য্য অর্পিয়া তাহায়,
স্থালেন আবার ভীম সংগ্রাম ত্বরায়।
প্রাণভয়ে লক্ষ গ্রীক পলা'তে পলা'তে
একিলিস্ পানে, হত হ'বে বীরহাতে।
দয়াদ্র হইয়া শূর করিবে প্রেরণ,
বন্ধুবর পেট্রোক্লসে রণে অকারণ।
যুবাজন কত মহাবীরে বিনাশিবে।
সার্পিডন্, সুত মম, জীবন ত্যজিবে!
মারিবে সে যুবাযোধ হেক্টরের করে;
ভীম একিলিস পরে আসিবে সমরে;
হেক্টর তখনি যা'বে শমন-নগরে।
বরিবে বিজয়-লক্ষ্মী গ্রীক-বীরদলে;
পালাস্ বিশাল ট্রয় দহিবে অনলে।
যাবৎ না আসে দেবি! সে দিন ভীষণ,
নারিবে ত্রিদিববাসী অনশ্বরগণ,
সাহায্যিতে গ্রীকদলে। দৃঢ় অঙ্গীকার
করিয়াছি পূর্ব্বে, শির সঞ্চালি' আমার,
বীর একিলিস্-যশঃ আকাশেতুলিতে।
ভাগ্যদেবী বাক্য মম পালিবে নিশ্চিতে!

চমকি' ত্রিদশেশ্বরী (যোভের আজ্ঞায়,)
পরিহরি' ইডাশৃঙ্গ, স্বর্গপানে ধায়।
পৃথিবী-ভ্রমণকারী পথিক যেমন,
বিবিধ সুদূর রাজ্য করি' পর্য্যটন,

নানা স্থানে নিজ মনঃ মুহূর্ত্তে পাঠায় ;
দূর উপত্যকা গিরি ভাবে সমুদায় ;
স্বরগে ঈশ্বরী জুনো চলিল তেমতি,
দেববেগ সহ যদি তুলে চিন্তা-গতি।
দেবসভা মাঝে সমাসীন সুরগণ ;
হেরিয়া সহসা ঈশ্বরীর আগমন,
প্রণমিল সবে। ত্বরা যতেক অমর
পূরে পানপাত্র ; সুধা আমোদে অম্বর।
অর্পি' হেমপাত্র করে থিমিস্-অমরী
জিজ্ঞাসিল, বিষাদিতা কেন সুরেশ্বরি !
সুলোচনা যোভরামা করিল উত্তর ;—
জান দেবি ! তুমি, দর্পী ত্রিদশ-ঈশ্বর
করিবে অবশ্য নিজ বাসনা পূরণ ;
কিছুতেই না টলিবে সে উদ্ধত মন।
যাও দেবি ! কর গিয়া স্বর্গের উৎসব,
অর্প দেবগণ-করে অমৃত-আসব ;
যোভ্ কিন্তু বজ্রাঘাতে কাঁপাবে' আকাশ,
অচিরে ঘটিবে দেবি ! হেন সর্ব্বনাশ,
বিস্ময়ে মানবকুল স্তম্ভিত হইবে,
দেবতার এ উৎসব তখনি ভাঙ্গিবে !
এত কহি' বসে দেবী ম্রিয়মাণা হ'য়ে।
পশিল বিষম শঙ্কা ত্রিদশ-হৃদয়ে।
সমগ্র অমরগণে বিষাদিত জানি,'
পুলকে মৃদুল হাস্য করে দিবরাণী ;
কুঞ্চিত ললাটদেশে, তাঁর সে সময়,
মরমভেদিনী চিন্তা আবির্ভূতা হয়।

কহিলেন ঈশী ;—শুন হে সুরসমাজ !
দর্পী যোভ্‌সহ বাদ ক্ষিপ্ততার কাজ।
সকলের প্রভু তিনি ; মাতি' অহঙ্কারে,
হেরিছেন, কোন্ দেব না মানে তাঁহারে ;
দর্পভরে বিশ্ব সদা করেন শাসন ;
অর্পিছেন দণ্ড তা'য়, অবাধ্য যে জন।
বাধ্য হও সুরগণ ! পাল ইচ্ছা তাঁর ;
হও নত মার্স্ তুমি ! প্রথমে সবার।
নিহত এস্কেলাফস্, দেখগে সত্বর,
না করিও খেদ, পাছে রুষেন ঈশ্বর।
রণজয়ী অতিরথ নন্দনে তোমার,
হা ধিক্ ! হে রণেশ্বর ! হারা'লে এবার।
পরাক্রমী মার্স্, শুনি' সুতের নিপাত,
উত্তরিল রোষে বক্ষে করি' করাঘাত ;—
তবে হে অমরগণ ! এরূপে মানিব ;
ক্ষমা কর মোরে, যুক্ত প্রতিশোধ দিব।
নিবারিত রণস্থলে এখনি নামিয়া,
অরি-রক্তে সুশীতল করিব এ হিয়া ;
বজ্রপাণি হানি' বজ্র (কদাচ না ডরি,)
করুন শায়িত মোরে শবরাশি'পরি।
এত কহি' রুষ্ট দেব, ভয় পলায়ণে,
দিল আজ্ঞা অনুস্হতে সমীর-গমনে ;
ধাবিলেন ধরি' অস্ত্র রণে অতঃপর ;
দীপ্ত বর্ম্মে আলোকিত হইল অম্বর।
সর্ব্বদর্শী যোভ্ এবে বিদ্রোহ জানিয়া,
ক্রোধানলে অর্দ্ধাকাশ দিলেন জ্বালিয়া।

জ্ঞানদা পালাস্ দেবী উঠিয়া ত্বরিতে,
চলিলেন দ্রুত রণেশ্বরে শান্ত্বনিতে।
জ্ঞানেশ্বরী, দেবতার বিপদে কাঁপিয়া,
মার্সের বরষা ঢাল নিলেন কাড়িয়া।
বৃহৎ শিরস্ত্র তাঁর তুলি' অতঃপরে
শির হ'তে, কহে দেবী কুপিত অমরে ;—
কি রোষ রণেশ! তব হৃদয়ে উদয়?
যোভ্‌সহ বাদ? মূঢ়, মরিবে নিশ্চয়!
রোধে কুলিশীর আজ্ঞা হেন সাধ্য কার?
নহে কি সে জুনো দেবী বশীভূতা তাঁর?
কহ দর্পী দেব! তব বাসনা কি চিতে,
আপন পাতকে, সর্ব্ব সুরে মজাইতে?
ট্রয়-গ্রীস্‌যুদ্ধ যোভ্, এখনি ত্যজিয়া,
আকাশে বিকট রণ, দিবে ঘটাইয়া;
দোষী নিরদোষী পা'বে সম ভীম ফল;
রম্য অলিম্পীয় রাজ্য যা'বে রসাতল।
তব নন্দনের নহে অন্যায় মরণ;
হত কত বীর, কত মরিবে এখন।
সে জন রণেশ! কেন মরিবে সংগ্রামে,
বীরত্ববিমুখ যেই, কাঁপে যুদ্ধ-নামে?
ভীম দেবযোধ, হেন ভয়-প্রদর্শনে,
ফিরিয়া নীরবে পুনঃ বসেন আসনে।
এবে জুনো, (যোভ্‌বাক্যে) অহ্বানে সত্বরে,
অমরী আইরিসে, আর দেব দিবাকরে।
যাও যোভ্-পাশে দোঁহে (কহেন ঈশ্বরী)
সুরম্য নির্ঝরপূর্ণ, ইডা-শৃঙ্গ'পরি।

করিবেন বিশ্বপাতা আদেশ যেমন,
অচিরে উভয়ে তাহা করিও পালন।
শশব্যস্তে সেইক্ষণে, (আদেশে দেবীর)
উড়িল আকাশ-পথে আইরিস্, মিহির।
মুহূর্ত্তে উতরে দোঁহে ইডাগিরি'পরে,
(সুশোভিত শত রম্য নির্ঝর নিকরে)।
আসীন কুলিশী তথা, ইঙ্গিতে যাঁহার,
হয় প্রকম্পিত ভয়ে নিখিল সংসার।
হেম ঘনমাঝে দোঁহে হেরিল ঈশ্বরে,
সমীর সুগন্ধ ল'য়ে তাঁয় সেবা করে।
নিরখিয়া উভে, পরিতুষ্ট পশুপতি
অর্পিলেন সাধুবাদ দিবেশ্বরী প্রতি ;
অতঃপর মৃদু স্বরে, (ঈষৎ হাসিয়া)
চিত্রিতা সুরবালায় কহে সম্বোধিয়া ;—
আইরিস্! আদেশ মম, উতার' সত্বরে,
জানাও অদূরদর্শী ক্ষিপ্ত জলেশ্বরে।
কহ তাঁয়, ত্যজি' রণ পশিতে অব্যাজে,
নিজ নিষ্কুনীরে, কিংবা দিবরাজ্য মাঝে।
করে যদি অস্বীকার, কহিও তাহায়,
জ্যেষ্ঠ আমি তার, বিশ্ব পূজয়ে আমায়।
কেমনে নিস্তার পা'বে, ব'লো সে দুর্ব্বলে,
সর্ব্ব-শক্তিমান্ ঈশ্বরের কোপানলে ?
কা'র বলে সে পামর হ'ল বলবান্ ?
কেবা পরাক্রমী বিশ্বে ঈশ্বর সমান ?
এতেক কহিল বজ্রী। ত্বরিত অমরী
চলে ইলিয়নে, তুঙ্গ ইডা পরিহরি'।

যথা ঘন হ'তে বেগে করঝা উতরে।
ভীম বরিয়স্ যবে বহে দর্পভরে ;
মেঘ হ'তে অবতরি' আইরিস্ তেমতি,
কহিলেন নীলতনু জলেশ্বর প্রতি ;—

ঈশ-আজ্ঞা, সিন্ধুপতে ! কর অবধান।
প্রেরিলেন বজ্রী মোরে তব সন্নিধান।
ত্বরিত এ নিবারিত সমর ত্যজিয়া,
দিবমাঝে, কিংবা নিজ রাজ্যে পশ গিয়া।
পাল আজ্ঞা, নাহি কর অবজ্ঞা ইহায়,
জ্যেষ্ঠ তিনি তব, বিশ্ব পূজয়ে তাঁহায়।
কেমনে বারিধিনাথ পাইবে নিস্তার,
হয় যদি কোপানল প্রদীপ্ত তাঁহার ?
কার্ বলে দেব ! হইয়াছ বলবান্ ?
কেবা পরাক্রমী বিশ্বে ঈশ্বর সমান ?

ভেবেছে কি সেই স্বর্গপতি অহঙ্কারী ?
(কহে ক্রোধে সিন্ধুনাথ ভীম শূলধারী।)
শাসুন যদৃচ্ছাক্রমে নিজ অধিকার,
কদাচই নহি আমি অধীনস্থ তাঁর।
সেটারন্ উৎপাদিল তিনটী অমরে,
হ্রিয়া-নামে, পৃথিবীর অমরী-জঠরে।
তিন জনে তিন রাজ্য করি অধিকার ;
লভিলেন প্লুটোদেব নরক আঁধার।
করি আমি রাজ্য নীল বারিধি ভিতরে ;
শাসি সদা কুলধ্বংসী তরঙ্গ নিকরে।
পৃথিবী ও অলিম্পস্ সাধারণে পায় ;
কহ দেবি ! দিবেশের কি স্বত্ব হেথায় ?

স্বরাজ্য শাসিতে কহ গিয়া তাঁর পাশ,
কহ, ভীত দেবগণে দেখা'তে তরাস।
শাসুন সে দর্পী নিজ সন্ততি-নিকরে,
অধীনস্থ যারা, সদা কাঁপে তাঁর ডরে।
তবে কি, (কহিল দেবী) ওহে জলেশ্বর!
নিবেদিব ঈশে হেন ভীষণ উত্তর?
হও প্রকিতিস্থ, ক্রোধ সংবর এখন;
নাহি করে অনুতাপ বুদ্ধিমান জন।
অধোবাসী দেবকুল, দণ্ড দান করে,
অবমানে যারা জ্যেষ্ঠে, অথবা ঈশ্বরে।
যুক্ত তব বাক্য দেবি! (কহে সিন্ধুপতি)
বিবেকী যে জন, তার না' আছে দুর্গতি।
ত্রিদশের পতি পূজ্য যোভের আজ্ঞায়,
ত্যজি' রণ, নিজ স্থানে চলিনু ত্বরায়;
কিন্তু মম হেন ক্রোধ নহে অকারণ,
সম জন্ম, সম মান সম্ভ্রম যখন।
পালাস্, হার্মিস্ আর দিবেশ্বরী কাছে,
করি' অঙ্গীকার পূর্ব্বে, বিস্মরিয়া পাছে,
যদ্যপি রক্ষেন যোভ্ দুষ্ট ইলিয়নে,
শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাক্য ঠেলিয়া চরণে;
বলো দেবি! তাঁয়, যদি গ্রীক্ ভুজবলে,
ট্রয়ের প্রাকার দৃঢ় না পড়ে ভূতলে,
করুক্ সহস্র নিন্দা অপর অমর,
কিছুতেই না হইবে শান্ত জলেশ্বর।
বারীশ, এতেক কহি', ত্যজিয়া সমর,
প্রবেশিল দ্রুতপদে বারিধি-ভিতর।

তুঙ্গ গিরি হ'তে বজ্রী নয়নে হেরিয়া,
অংশুমালী দিবাকরে কহে সম্বোধিয়া ;—
দেখ রবে ! সে অমর, পরাক্রমে যাঁর,
উথলে জলধি, ধরা কাঁপে অনিবার,
মম ক্রোধাগমে, ঘোর প্রমাদ গণিয়া,
পশিল আতঙ্কে কাঁপি' নিজ রাজ্যে গিয়া !
নতুবা প্রতাপ মম, স্বর্গ কাঁপাইয়া,
নিঃশেষে বারিধি তার ফেলিত শুষিয়া।
সেটারন্ সহ বসে যতেক অমর,
শুনিত শ্রবণে মম অশনি প্রখর !
মম্ আজ্ঞা সিন্ধুনাথ যদি না পালিত,
আশ্চর্য্য অভাবনীয় সমর ঘটিত।
যাও পুত্র ! সশঙ্কিত কর গ্রীকৃগণে,
ভীষণ ইজিস্ মম কাঁপায়ে সঘনে।
দিনু তব' পরে আজি হেক্টরের ভার,
অর্পি' তেজঃ! কর দেহ দৃঢ়ীভূত আর।
যুঝ রণে, যাবৎ না একীয় পলায়,
বিশাল হেসেস্পণ্টে, ভয়ে পুনরায়।
জয়ী হ'বে গ্রীক্ পুনঃ। বজ্রী নীরবিল।
সম্ভ্রমে নন্দন তাঁর এ আজ্ঞা মানিল।
অর্দ্ধেক এ হেন বেগ শ্যেন নাহি ধরে,
কপোতে আকাশ-পথে যবে অনুসরে,
ইডাশৃঙ্গ হ'তে দেব ফিবস্ তেমতি,
অবতরে ভূমি'পরে অতি দ্রুতগতি।
আসীন হেক্টরে দেব দেখে নদীতীরে,
লভিছে চৈতন্য পুনঃ শীতল সমীরে।

ধমনীতে রক্ত তাঁর পুনঃ তেজে বয় ;
বন্ধুগণে নিরখিতে পারে আঁখিদ্বয়।
যোভের কৃপায় ব্যথা ত্যজে কলেবর।
হেক্টরে সম্বোধি' এবে কহেন ভাস্কর ;

কেন হে হেক্টর! দূরে কর অবস্থিতি,
ত্যজি' রণস্থল ? তব হ'ল কি দুর্গতি ?

ক্লান্ত বীর, হেরি' জ্যোতিঃ চকিত অন্তরে,
অর্দ্ধ উন্মিলিয়া আঁখি কহিল কাতরে ;

কে তুমি অমর ! হায় ! হ'য়ে কৃপান্বিত,
কালনিদ্রা হ'তে মোরে কর জাগরিত ?
নহ কি বিদিত দেব ! যবে রণস্থলে,
সঞ্চালি' কৃপাণ, নাশি শূর গ্রীক্‌দলে,
প্রবীর এজাক্স্ করি' পাষাণ-প্রহার,
প্রেরেছিল প্রায় মোরে শমন-দুয়ার ?
এখনও প্রেতগণে করি বিলোকন ;
এখনো নেহারি সেই নিরয় ভীষণ !

কহিল এপলো ; শঙ্কা কর পরিহার ;
লভ পূর্ব্ব বল ; বজ্রী স্বপক্ষ তোমার।
আগত ফিবস্ হের, হে বীর-কেশরী !
সাহায্যেতে তোমা, সদা তুষ্ট তব' পরি।
নিজ ভীম সেনাদলে কর উত্তেজিত ;
অশ্বগণে পোত পানে চালাও ত্বরিত।
যা'ব রথ-অগ্রে, পথ করি' পরিস্কার;
খেদাইব গ্রীকৃগণে জলধি-মাঝার।

হেক্টরে এতেক কহি' যোভের নন্দন,
অঙ্গে তাঁর দেব-তেজঃ করেন অর্পণ।

মুক্ত রণঅশ্ব যথা মন্দুরা ত্যজিয়া,
করি' ভীম হ্রেসারব ঘন উলম্ফিয়া;
নামে বেগে স্রোত-মাঝে বিলোড়িয়া জল,
অবগাহি' তপ্ত অঙ্গ করিতে শীতল :
হ'য়ে ঊর্দ্ধমুখ, শিরঃ সঘনে কাঁপায়।
গ্রীবাস্থ কেশররাজি লহরী খেলায়।
অদূরে অশ্বীর গন্ধে উন্মত্ত হইয়া,
ধায় রণে পুনঃ অশ্ব ঘন গরজিয়া ;
দেব তেজে দীপ্যমান হেক্টর তেমতি
ধাবিল ; পশ্চাতে ছুটে ট্রোজান-সংহতি।
যথা, সারমেয় সহ যবে নরচয়,
মৃগ বা ছাগ-শিকারে বহির্গত হয় ;
রহে পশু (কাল পূর্ণ নহে তা' সবার)
উন্নত পর্ব্বতস্থিত কানন-মাঝার ;
সহসা বাহিরে যদি বিকট কেশরী,
পলায় শিকারি-চয় কাঁপি' থরহরি ;
সেইরূপ গ্রীক্‌দল বিজয়দর্পিত,
অরি-রক্তে রণস্থল করিয়া প্লাবিত,
অকস্মাৎ ট্রয়-সূর্য্যে নয়নে হেরিয়া,
আতঙ্কে চৌদিকে ছুটে বীর্য্য বিস্মরিয়া।
নির্ভীক থোয়াস্‌, ইটোলীয় সেনাপতি,
হেরি' অরি-বীরদর্প বিষাদিত অতি ;
দূরে নিক্ষেপিতে বর্শা নিপুণতা তাঁর ;
সম্মুখ সংগ্রামে লভে আনন্দ অপার ;
সতত পূজিত তিনি রাজার সভায়।
মুগ্ধ সর্ব্বজন তাঁর মধুর ভাষায়।

কি দেখি! (কহিল বীর) একি অলক্ষণ!
আসিল হেক্টর ত্যজি' কাল-নিকেতন।
এজাক্সের করে হত হেরেছি উহায়।
কোন্ দেব বীরে পুনঃ আনিল হেথায়?
হত অর্দ্ধ গ্রীক্. তবু নহে তৃপ্তি তাঁর,
ধ্বংসিতে কি প্রেরে নব বিপদ আবার?
আসিল হেক্টর্, যোভ্! তোমার ইচ্ছায়;
অর্পিছ বিজয় পুনঃ বাঁচা'য়ে তাহায়।
হে গ্রীক্ সমরিগণ! মম বাক্য ধর;
মিলি' সবে প্রাণপণে তরী রক্ষা কর;
অতি অল্প বীর, যারা মৃত্যু না ডরায়,
বিপক্ষের আক্রমণ রোধুক হেথায়।
কর যুদ্ধ এই ভাবে; অরাতি নিকর
পলা'বে তরাসে; নিজে কাঁপিবে হেক্টর!
বীরের বচন ধরি' যত গ্রীকগণ,
ত্বরিত অদ্ভুত ব্যূহ করিল রচন।
প্রত্যেক এজাক্স্, টিউসার, মেরিয়ন্,
ভীম ক্রিট্‌বাহিনীর সেনানী ভীষণ,
মেজিস্ রণেশ সম, অগ্রভাগে ধায়;
হুঙ্কারি' বিকট, মুহুঃ উৎসাহে সেনায়!
পশ্চাতে সমুদ্র তীরে অসংখ্য সমরী
দাঁড়াইল স্থিরভাবে রক্ষিবারে তরী।
আসে বেগে ট্রয়চমূ অমিত বিক্রম,
সম্মুখে হেক্টর শোভে উচ স্তম্ভসম।
ফিবস্ দেখান পথ নিজে তাসবায়,
ঘন ঘন-আবরণে ঢাকি' দীপ্তকায়।

যোভের প্রকাণ্ড ঢাল দীপে তাঁর করে,
বিস্তারি' অসংখ্য ছটা অঙ্গন-অম্বরে।
দেবশিল্পী অর্পিল এ রম্য উপহার
যোভদেবে, নরকুল করিতে সংহার।
রোধে আক্রমণ গ্রীক; ভীম সিংহনাদে
ফাটে নভোস্থল, সিন্ধু উথলে বিষাদে।
বীর-করচ্যুত ভল্ল গর্জ্জে ভয়ঙ্কর;
ঝঙ্কারে শিঞ্জিনী, ছুটে জ্যোতির্ম্ময় শর।
কোন অস্ত্র বীররক্তে তৃষ্ণা শান্তি করে,
কোনটা বা ব্যর্থ হ'য়ে পড়ে ভূমি' পরে।
ফিবসের ভীম ঢাল যাবৎ না কাঁপে,
সমভাবে উভদল যুঝে বীরদাপে;
কিন্তু যবে দিবাকর উত্তোলিয়া তায়,
ভীম হুহুঙ্কারনাদে গগন ফাটায়,
পশিল বিষম ভয় গ্রীকের অন্তরে;
অবশ হইল অঙ্গ, কাঁপে থরথরে।
অরক্ষিত বৃষদল আতঙ্কে তেমতি,
ছুটে বেগে, অন্ধকারে অবরুদ্ধ-গতি,
ত্যজি' গিরিদরী যবে কেশরী যুগল,
আক্রমে তা' সবে কাঁপাইয়া বনস্থল।
ছড়ান চৌদিকে শঙ্কা দেব দিবাকর;
পশ্চাতে স্বদলসহ গর্জ্জিছে হেক্টর।
পড়িল অসংখ্য; অস্ত্র বরিষে কুমার;
মরিল আর্সিসিলাস্, ষ্টিকিয়স্ আর;
বিয়োসীয় নিকরের প্রিয় একজন,
অন্য মেনিস্থুস্-সখা, সমরে ভীষণ।

বধে দুই বীরে ইনিয়স্ গুণধাম ;
এথেনীয় নেতা এক ইয়েসস্ নাম ;
অপর, অইলুস্ সুত মেডন দুর্ব্বার,
বীরেন্দ্র এজাক্স্ রথী ভ্রাতা হ'ন তাঁর,
সুজন্মা নহে এ বীর ; তাড়িত হইয়া
নিজ দেশ হ'তে, বসে ফিলোসিতে গিয়া।
বিদ্ধ সদা বীর বাক্য-বাণে বনিতার,
ট্রয়ের সমরে শান্তি করে যন্ত্র'ণার।
নাশে মিসিষ্টিসে, পলিডেমাসের শর ;
ক্লোনিয়সে বিনাশিল বীর এজিনর।
পারিস্, সে ডিয়োকসে করিল সংহার,
পলা'বে যেমতি, বিদ্ধি'পৃষ্ঠ দেশ তাঁর।
ত্যজে প্রাণ ইকিয়স্, পলিটির করে।
উল্লাসে বিজেতাগণ অরি-অস্ত্র হরে।
অরাতির প্রহরণে লক্ষ গ্রীক মরে ;
কেহ বা লুকায় ভয়ে পরিখা-ভিতরে।
বিত্রাসিত গ্রীক্‌সেনা করে পলায়ন ;
নাচিছে বিকট কাল ব্যাদানি' বদন।
বীরেন্দ্র হেক্টর রথী পোতপানে ধায়,
উচ্চ রবে মুহুর্মুহুঃ নিবারি' সেনায়,
হরিতে হতের সাজ ; পলা'বে যে জন,
মম করে সেই ভীরু হারা'বে জীবন।
আস্ফেপিতে তার তরে কেহ না থাকিবে ;
আত্মীয়-নিকর চিতা জ্বালিতে নারিবে।
লাভ-আশে এবে অপেক্ষিবে যেইজন,
ছিঁড়িবে শরীর তার মাংসভোজিগণ।

এত কহে শূর ; কশা বাজে শন শনে;
ধায় অশ্ব ; ছুটে রথ ঘর্ঘর নিশ্বনে।
চলে চমূ ; সিংহনাদে বিদরে অম্বর।
বাজে অশ্বপদ-ধ্বনি ; গরজে সাগর।
প্রতাপী এপলোদেব খাত-পার্শ্বে গিয়া,
মুহূর্ত্তে বিশাল তট দিলেন ঠেলিয়া ;
স্খলিত মৃত্তিকাপূর্ণ হইয়া সে খাত
বিস্তৃত সুগম পথ হ'ল অকস্মাৎ !
পরিখা-উপর দিয়া (অগম্য পূরবে,)
রথী, অশ্ব, পদাতিক পার হয় সবে।
চলে ট্রয়-চমূচয় বিস্মিত হৃদয়ে,
অগ্রে অগ্রে দিবাকর দীপ্ত ঢাল ল'য়ে।
অনন্তর দিনমণি প্রাকার কাঁপায় ;
দেব-বলে গ্রীক-কীর্ত্তি পড়িল ধরায়।
যবে শিশু সুকুমার নিবিষ্ট খেলায়,
বসি' সিন্ধুতীরে হর্ম্ম্য আঁকে বালুকায়,
হ'য়ে তুষ্ট, নব খেলা খেলিবার আশে,
পূরব অঙ্কিত যথা মুছে অনায়াশে ;
মুহূর্ত্তে তেমতি দেবকর-পরশনে,
বিলুপ্ত সে কীর্ত্তি, যাহা রচে লক্ষ জনে।
স্তম্ভিত গ্রিসীয় দল, নিশ্চল নয়নে,
আতঙ্কে স্মরণ করে ইষ্টদেবগণে ;
উচ্চ রবে পরস্পরে প্রদানে আশ্বাস,
কাতরে সাহায্য মাগে অমরের পাশ।
স্বদেশীয় দুঃখে দুখী স্থবির নেষ্টর্,
কাঁদিয়া ঈশ্বরে কহে, যুড়ি' দুই কর ;—

হে যোদ্ধ! যদ্যপি কোন গ্রীকের সন্তান
করে থাকে তবোদ্দেশে পশু-বলিদান ;
যদ্যপি স্বদেশে পুনঃ গমন-আশায়,
প্রথম মেষশাবক দিয়াছি তোমায় ;
ট্রয়-ধ্বংসে করে থাকে যদি অঙ্গীকার,
কৃপা করি কৃপাময় ! পূরাও এবার !
বিপন্ন গ্রীসীয়ে আজি, ওহে গুণধাম !
কর রক্ষা এ বিপদে, রাখ গ্রীক্‌নাম।

এত কহে বিজ্ঞ। ঈশ দিলেন সম্মতি ;
আকাশে গর্জ্জিল বজ্র, কাঁপে বসুমতী।
জয়োদ্ধত ট্রয়-সেনা, না বুঝিয়া তায়।
ভাবিয়া শিবসূচক, নব বল পায়।
যথা সিন্ধু'পরে ঝড় হ'লে বহমান,
পীবর তরঙ্গ চয় পর্ব্বত-প্রমাণ,
উঠি' ভীম নাদে বেগে বহিত্র বেষ্টিয়া,
জলে পূর্ণ করি' তায় দেয় ডুবাইয়া ;
তেমতি ট্রোজান-দল, ভীম হুহুঙ্কারে,
গর্জ্জি মুহুর্মুহুঃ, উঠে উন্নত প্রাকারে।
বিবিধ বাহিনী এবে করে আরোহণ ;
চৌদিকে বহিল বেগে অস্ত্র-প্রভঞ্জন।
পদাতিক, অশ্ব রথ, পোত-শ্রেণী' পরে,
কেহ ভল্ল, কেহ বর্শা হানে ক্রোধভরে।

এইনলরূপে জ্বলে ঘোর সমর-অ,
বীরদর্পে প্রাণপণে যুঝে উভ'দল ;
এখনও পেট্রোক্লস্, শিবির ভিতরে,
সেবিছে উরিপিলসে আহত সমরে।

ক্ষত স্থানে করে বীর ঔষধ লেপন ;
মিষ্ট আলাপনে তুষে বান্ধবের মন ;
নিরখিল এবে যুবা, বিপক্ষের দল,
আসে পোত পানে ; দুখে হইয়া বিকল,
উঠিয়া ত্বরিত নিজ স্থান পরিহরি',
করে ক্ষোভে করাঘাত দৃঢ় বক্ষঃ'পরি।
যদিও অসুস্থ তুমি, (কহে বীরবর)
না পারি থাকিতে ; একি দেখি' ভয়ঙ্কর !
একিলিস্‌ প্রবীরের আদেশ পালিতে
এসেছিনু, দেখিলাম আপন আঁখিতে।
চলিনু ত্বরিত ; অস্ত্র ধরাইব তাঁয়,
করিব তেমতি, যা'তে গ্রীক্‌ রক্ষা পায়।
হয়তো ফলিবে আশা, (করুন দেবতা)
নারিবে ফেলিতে বীর বান্ধবের কথা।

এতেক কহিয়া বীর, বিষাদিত মনে
চলেন শিবির ত্যজি' সমীর-গমনে।
সমগ্র গ্রীসীয় সেনা একত্র মিলিয়া
দাঁড়ায় সাহসে অরি-প্রবাহ রোধিয়া।
ভীম ট্রয়-অনীকিনী যাইতে না পারে,
ভেদি' তা'সবায় বলে, পোত-শ্রেণী-ধারে।
সুদক্ষ সুকারু পোত-নির্ম্মাতা যেমন,
পরিস্কার করে কাষ্ঠ করিয়া যতন ;
লয় চারি ধার তার সমান করিয়া
সুকৌশলে, নানাবিধ যন্ত্র প্রয়োগিয়া।
সতর্কতা সহ সেনা সাজায় তেমতি,
শঙ্কাহীন শ্রমশীল যত সেনাপতি।

সমবীর্য্য প্রকাশিছে সকল সমরী ;
সম বিপক্ষের স্রোত রোধে প্রতিতরী।
সুদীর্ঘ উন্নত এক পোতের নিকট,
মিলিল এজাক্স সহ হেক্টর বিকট।
বাজিল তুমুল রণ ; দহিতে না পারে
ট্রয়-রবি, কিংবা গ্রীক নিবারিতে নারে।
এক বীর তরি'পরে, অপর ভূতলে ;
যুঝে প্রাণপণে এক, অন্য দেববলে।
অসম সাহসী ক্লিটিয়নের তনয়,
অগ্নি ল'য়ে করে, তরী সন্নিহিত হয় ;
ভীম বর্ষা টেলামন্ হানিল তাহায় ;
মহাশব্দে হত বীর পড়িল ধরায়।
সপক্ষীয় সমরীর দেখিয়া পতন,
ডুবিল বিষাদ-নীরে হেক্টরের মন ;
কহে বীর উচ্চরবে ; হে যোধ নিকর !
ধর অস্ত্র ; কর বৃষ্টি শত্রু-শিরোপর।
ক্লিটিয়স-পুত্র ঐ দেখ নিপাতিত ;
হায় ! মৃতদেহ সবে রক্ষহ ত্বরিত !
এত কহি' অরি পানে হানে খরশাণ
নারাচ ; এজাক্স কিন্তু পায় পরিত্রাণ।
সে ভীষণ শস্ত্র, ব্যর্থ হইবার নয়,
বিন্ধিল গরজি' লিকেফনের হৃদয় ;
অস্ত্রশাস্ত্রে সুনিপুণ, এজন প্রবাসী,
এজাক্সের অন্নভোজী, অতীব বিশ্বাসী ;
সদা সহচর তাঁর সন্ধি বা সমরে,
থাকিত সমীপে সদা, সমীপেতে মরে।

উচ্চ তরী হ'তে যোধ ভূতলে পড়িয়া,
সিকতায় স্পন্দহীন রহিল শুইয়া।
এজাক্স, এ দৃশ্য হেরি' ব্যথিত অন্তরে,
শোকউচ্ছ্বলিত চক্ষে কহে সহোদরে ;
নিপতিত ধূলি'পরে দেখ টিউসার !
অতি প্রেমাস্পদ প্রিয় সখা মোসবার।
অকৃত্রিম স্নেহবশে, যুঝিতে সমরে,
আসিল বিদেশে বীর আমাদের তরে।
দুর্ম্মতি হেক্টর করে হেন সর্ব্বনাশ ;
লহ প্রতিশোধ, দর্প করহ প্রকাশ।
কোথা তব শরচয় শমন-সোসর ?
কোথা ধনুর্ব্বেদ, যাহা দিল দিবাকর ?
ভ্রাতৃবাক্যে টিউসার অধৈর্য্য হইয়া,
অগ্রসরে ধীরে ভীম ধনুঃ নোঙাইয়া।
পূরিত তূণীর শোভে স্কন্ধদেশে তাঁর ;
ছুটে শর, ধনুগুর্ণ করিল ঝঙ্কার।
প্রসিদ্ধ ক্লিটস্, পিসেনরের নন্দন,
(বিজ্ঞ পলিডেমাসের আনন্দবর্দ্ধন,)
তুমুল সংগ্রাম মাঝে চালান গর্জ্জিয়া
দ্রুত অশ্বগণে, মুখরশ্মি কাঁপাইয়া।
ধায় বীর যশোআশে প্রফুল্ল অন্তরে,
না জানে করাল কাল বেগে অনুসরে।
স্থূল গ্রীবা মাঝে তাঁর পশিল সে শর,
অকালে হারায় প্রাণ যুবক প্রবর।
তেজস্বী তুরঙ্গগণ, শূন্য রথ নিয়া,
মহাবেগে রণাঙ্গণে বেড়ায় ঘুরিয়া।

বিষণ্ন পলিডেমাস্, ধরি' তা' সবায়,
এণ্টিনাউসের করে অর্পিল ত্বরায় ;
প্রতিহিংসা তরে বেগে ধায় অনন্তর ;
ক্রোধে অনুপম বীর্য্য ধরে কলেবর।

পুনর্ব্বার টিউসার ধানকি-কেশরী
ত্যজে শর, হেক্টরের বক্ষঃ লক্ষ্য করি'।
যদ্যপি এ ভীম শস্ত্র চলিত সমান,
ট্রয়ের গৌরব-রবি হারাইত প্রাণ ;
কিন্তু বীর হেক্টরের নহে পূর্ণ কাল!
নরের অদৃষ্টদাতা দেব বিশ্বপাল
(ত্রিদিবেশ যোভ্) নিবারিল মৃত্যু তাঁর ;
নহে এ যশের পাত্র ধন্বী টিউসার।
যেমনি সবলে ধন্বী শিঞ্জিনী টানিল,
অলক্ষিত করাঘাতে দ্বিখণ্ড হইল।
খসিয়া পড়িল ধনুঃ ; শর ভয়ঙ্কর,
অদূষিত রক্তে, পশে বালুকা-ভিতর।
এজাক্সে ডাকিয়া ধন্বী কহিল বিস্ময়ে ;
রক্ষিছে অমর কোন বিপক্ষ নিচয়ে।
প্রতিকূল দেব আজি হেক্টরে বাঁচা'তে,
মম ভীম চাপে, অলক্ষিত করাঘাতে,
দ্বিখণ্ড করিল দৃঢ় শিঞ্জিনী তাহার,
নিক্ষেপিতে বহুশর সামর্থ্য যাহার!

প্রতিকূল দেব যদি, (করিল উত্তর
এজাক্স প্রবীর) ভ্রাতঃ! ত্যজ ধনুঃশর।
লহ বর্ষা ; আছে তব বরম ভয়াল ;
তূণ-পরিবর্ত্তে এবে ধর ভীম ঢাল।

সম্মুখ সমরে কর যশের সঞ্চয়,
বুঝিবে দৃষ্টান্তে তব গ্রীক্ যোধচয়।
দহিতে বহিত্র ধায় বিপক্ষের দল ;
হেন কার্য্যে তা'সবার চাই বাহুবল,
রক্তপাত, পরিশ্রম। ভীম বরষায়,
হ'বে ছিন্ন ভিন্ন তারা ; সাজহ ত্বরায়।
ত্যজি' ধনুঃ টিউসার, ভ্রাতার আদেশে,
চতুর্ধা বিশাল ঢাল বাঁধে স্কন্ধদেশে।
পরিলেন শিরে বীর ভীম শিরস্ত্রাণ,
সুসজ্জিত অশ্ব-পুচ্ছে, অতি শোভমান।
লয়ে করে শূর এক নারাচ ভীষণে,
মণ্ডিত পিত্তলে, মিলে সহোদর সনে।
উল্লাসে হেক্টর এবে কহিল বচন ;
শুন ট্রয়-সেনা, শুন সহকারিগণ !
স্মরিয়া পূরব যশঃ, করহ এবার,
দহি' শত্রু-পোত-শ্রেণী, গৌরব বিস্তার।
অনুকূল বজ্রী, আমি দেখিনু নয়নে,
নিক্ষেপেন শত্রুধনুঃ কর সঞ্চালনে।
করুণা-নিদান যোভ্ ! সুভগ মানব
দেখি' দৈব চিহ্ন বুঝে প্রসন্নতা তব।
ক্ষণেকের মধ্যে, কত শীঘ্র সে সময়,
হয় নষ্ট দুষ্ট রাজ্য, মরে বীরচয় !
অচিরে গ্রীসের দশা ঘটিবে তেমতি,
হের যোধগণ ! এবে প্রকাশ শকতি।
জন্মেছি যখন ভবে, মরিব নিশ্চয় ;
স্বদেশ-উদ্ধারে মৃত্যু অতি সুখময়।

অসমসাহসী বীর মরে বটে রণে,
করে কিন্তু নিরাপদ স্বদেশীয়গণে ;
হয় সুবিশাল রাজ্য ঋণে বদ্ধ তাঁর ;
অর্পে জনগণ তাঁয় গৌরব অপার ;
বিধবা বনিতা তাঁর লভে বহুমান ;
ভুঞ্জে যত বংশাবলী ভূপতির দান।
জ্বলিল এ বাক্যে বহ্নি ট্রোজানের মনে ;
চীৎকারি' এজাক্স এবে কহে গ্রীকগণে ;—
কত কাল, হে আর্গিভ্-সমরী সকল !
(বীরপ্রসূ আর্গসের কলঙ্ক কেবল !)
কত কাল র'বে এই ঘৃণিত প্রদেশে,
না জানিয়া কি অবস্থা ঘটিবেক শেষে ?
কি রূপে পাইবে রক্ষা, কি হ'বে উপায়,
যদি পোতশ্রেণী শত্রু অনলে পোড়ায় ?
দেখ অগ্নি ল'য়ে অরি অগ্রসর হয় ;
আহ্বানে হেক্টর্ ; আজ্ঞা পালে চমূচয় !
দেখিতে মধুর নৃত্য নহে ও আহ্বান ;
কহিছে কালের করে অর্পিতে পরাণ !
না আছে সময় আর মন্ত্রণার তরে :
নির্ভর করিছে ভাগ্য নিজ নিজ করে।
এ ভাবে থাকার চেয়ে, সশঙ্কিত হ'য়ে,
(সঙ্কীর্ণ, সিকতাপূর্ণ সিন্ধুতীর ল'য়ে !)
প্রাণপণে এক দিন করি' ঘোর রণ,
শ্রেয়ঃ শতগুণে সর্ব্ব গ্রীকের নিধন।
যোধগণ-হৃদে, সেনাপতির বচনে,
বিষম বীরত্ব বহ্নি জ্বলে সেই ক্ষণে।

উঠে ঘোর হত্যা ; স্কিডিয়স্ ফোসিয়ার,
হেক্টরের করে প্রাণ করে পরিহার।
মরিল এজাক্স-ভল্লে, নেতা পদাতির,
এণ্টিনর-বংশ, লেয়োডেমাস্ প্রবীর।
মহাবল সেনাপতি, ইপীয় সেনার,
ওটসে, পোলিডেমাস্ করিল সংহার।
মেজিস্ হানিল বর্শা বিজেতার পানে ;
ত্বরা নত হ'য়ে জেতা বাঁচাইল প্রাণে ;
(অমূল্য জীবন তাঁর ফিবস্ রক্ষিল ;)
কিন্তু সে ভীষণ শস্ত্র ক্রোস্‌মাসে বিন্ধিল।
পড়িল ভূতলে দেহ, রুধিরে রঞ্জিয়া ;
মেজিস্ বরম তাঁর লইল ছিঁড়িয়া।
ডোলপ্স্, লেম্পাস্-সুত, হয় অগ্রসর,
সুধার্ম্মিক লেয়োমেডনের বংশধর,
বীর্য্যহেতু সুপ্রসিদ্ধ সম্মুখ-সমরে ;
হানি' ভল্ল বিজেতার ঢাল ভগ্ন করে।
ফিলুসের বর্ম্ম ছিল মেজিসের গায়,
(সেলির সমরে সবে বিদিত তাঁহায় ;
ভূপ উফিটিস্ হেন বর্ম্ম করে দান,
অতি দৃঢ় ধাতুগ্রন্থি শোভে স্থান স্থান ;)
অরি-অস্ত্র হ'তে যাহা সতত সমরে,
রক্ষিত জনকে, এবে পুত্রে রক্ষা করে।
ট্রোজানেরে হানে বীর ভল্ল ক্রোধভরে,
নাচিছে যথায় শিখা শিরস্ত্র উপরে,
নব, সুরঞ্জিত ; ভীম আঘাতে কাঁপিয়া,
চারু শিরস্ত্রাণ ভূমে পড়িল খসিয়া।

নিরখি' এ হেন রণ, স্পার্টা-অধিপতি,
মেজিসের পার্শ্বদেশে ধাবি' দ্রুতগতি,
করে ডোলপ্সের স্কন্ধে বরষা প্রহার;
পশি' কবচের মাঝে তীব্র অস্ত্র তাঁর,
বাহিরিল বক্ষঃ ভেদি' বজ্রনাদ করি';
পড়িল নিহত বীর অঙ্গন উপরি।
হরিবারে শবদেহ গ্রীক সব ধায়;
হেক্টর উৎসাহে উচ্চে ট্রয়ের সেনায়;
হিসিটেয়নের বংশ, তরুণ প্রবীর,
ক্রোধেতে মিলানিপস্ হইল অধীর।
এ যুবক (এ যুদ্ধ না ঘটে যতকাল,)
পার্কোটির ক্ষেত্রে চরাইত পশুপাল;
শত্রু হ'তে জন্মদেশ উদ্ধারিতে পরে,
আসি' ইলিয়নে, রণে খ্যাতি লাভ করে।
লভে বীর প্রায়ামের সভাতে সম্মান,
পূজিত সর্ব্বত্র তাঁর বংশের সমান।
হেক্টর্, সেনার মাঝে তাঁরে নিরখিয়া,
কহে ক্ষোভভরে, হত বীরে দেখাইয়া ;—

দেখ হে মিলানিপস্! পতিত ডোলনে;
কহ, এ পরমাত্মীয় মরিবে এমনে?
অন্যায় প্রহারে বীর পরাণ হারায়;
দুই শত্রু এককালে বিনাশিল তাঁয়!
গ্রীকগণ, দেখ তাঁর বর্ম্ম ল'য়ে যায়,
এস ত্বরা, দূরযুদ্ধ কর পরিহার;
সম্মুখ সমরে কর অরাতি সংহার,

যাবৎ গ্রীসের খ্যাতি বিলুপ্ত না হয়,
কিংবা ইলিয়ন্স্থিত রম্য হর্ম্মচয়,
শিলাময় ভিত্তি হ'তে স্খলিত হইয়া,
না পড়ে ভূতলে, সর্ব্ব মানবে গ্রাসিয়া।
হেক্টর, (এতেক কহি') করে আক্রমণ ;
হইল ব্যথিত মিলানিপসের মন।
কহিল এজাক্স্, খ্যাতি লভ গ্রীক্‌গণ !
রক্ষ বীর-নাম, রাখ গৌরব আপন।
সকলে উৎসাহ দান কর পরস্পরে,
জ্বলুক বীরত্ব বহ্নি সবার অন্তরে !
নির্ভর করিছে জয় সাহস উপরে ;
জীবনে, মরণে বীর খ্যাতি লাভ করে।
যশঃস্থান যুদ্ধ-ক্ষেত্রে কাঁপে যে সৈনিক
লভে মৃত্যু, ঘোর লজ্জা মরণ-অধিক।
নহে বৃথা তাঁর উপদেশ জ্ঞানময় ;
হ'ল দীপ্ত ইথে সর্ব্ব গ্রীকের হৃদয়।
বর্ম্মিত সমরিকুল ধাবিয়া ত্বরায়,
দাঁড়া'য় বেড়িয়া তরী প্রাকারের প্রায়।
শ্রেণীবদ্ধ ঢালমালা, উজ্জ্বল উদ্ধৃত,
রোধে ট্রয়-যোধগণে, যোভের রক্ষিত।
উল্লাসে অধৈর্য্য হ'য়ে স্পার্টা-অধিপতি
কহে উচ্চে নেষ্টরের বীর পুত্র প্রতি ;—
হে যুবক ! বীর্য্য তুমি ধর অনুপম !
কে আছে তোমার সম অমিতবিক্রম ?
রহিয়াছ বৃথা কেন দূরে দাঁড়াইয়া ;
ধর বর্শা, কর বিদ্ধ ট্রোজানের হিয়া।

এত কহি' চলে ভূপ স্বসেনা-মাঝারে।
ধায় যুবা বীরদর্পে যশো লভিবারে,
শত্রুর সম্মুখে ; পরে বরষা তুলিয়া,
চাহে চারিভিতে ক্রোধে অধীর হইয়া।
শুনিয়া সহসা তাঁর অস্ত্রের গর্জ্জন,
আতঙ্কে পিছায় যত ট্রয়-বীরগণ।
আছিল সম্মুখে মিলানিপস্ দুর্ব্বার ;
ভেদিল সে তীব্র শস্ত্র দৃঢ় বক্ষঃ তাঁর।
পড়ে বীর ভূমে ; বর্ম্মে উঠিল নিক্কন ;
ভূমে ঠেকি' ধাতু ঢাল্ বাজিল ভীষণ।
উলাস্ফিয়া পড়ে যুবা নিহত উপরে ;
শিকারি কুক্কুর যথা মহাক্রোধ ভরে,
খণ্ড খণ্ড করে মৃগে, বিনাশিল যা'রে,
দূরস্থিত ব্যাধ, তীক্ষ্ণ শরের প্রহারে।
নিরখি' হেক্টর্, দেহ উদ্ধারিতে ধায়।
নির্ভীক এণ্টিলোকস্ পশ্চাতে পিছায়।
ভীষণ শার্দ্দূল যথা ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
নিকটস্থ রাখালেরে নাশে আচম্বিতে,
গর্জ্জি' ঘন ঘন তার চারি ভিতে ঘূরে,
হেন কালে কোলাহল শুনিয়া অদূরে,
পলায় তখনি, তার আস্বাদ না ল'য়ে,
দুর্গম, আশঙ্কাশূন্য কানন-আলয়ে ;
তেমতি পলায় যুবা ; ট্রোজান্ নিকর
অনুসরে গর্জ্জি' ; বৃষ্টি হয় শিলাশর ;
কিন্তু পশি' গ্রীক্‌মাঝে যুবক-কেশরী,
ফিরিল বিপক্ষ পানে, ভীম বর্ষা ধরি'।

ধায় পোতপানে ট্রয়সেনা বলবান
স্রোতসম, পালিবারে বিধির বিধান ;
দেবরাজ, থিটিসের বাঞ্ছা পূরাইতে,
অর্পিল হতাশা-ভার গ্রীসীয়ের চিতে ;
কিন্তু করিবারে জয়ী ট্রয়ের সেনায়,
বীরত্ব, সাহস বল দিল তা' সবায়।
রহে ইডাশৃঙ্গে দেব উৎসুক অন্তরে,
হেরিতে পোতের বহ্নি জ্বলিছে অম্বরে ;
তখনি সমর-ভাগ্য ফিরিবে তা' হ'লে,
পলা'বে ট্রোজান্, ট্রয় পুড়িবে অনলে।
হেন চিন্তা বজ্রধর আন্দোলিয়া মনে,
অনতিবিলম্বে নিজ বাসনা-পূরণে,
অমানুষ পরাক্রম প্রদানি' হেক্টরে,
চালান বিদ্যুৎসম বিপক্ষ উপরে ;
তেমতি অমর মার্স্ নাশিতে মানবে,
ঘূরাইয়া দিব্য বর্মা বিনাশেন সবে ;
যেন ঘোর দাবানল করি' গরজন,
গ্রাসে ক্রোধভরে মহীরুহ অগণন।
ফুলে বীর ক্রোধে ; কৃষ্ণ ভ্রূযুগ্ম-তলায়,
বিশাল যুগল নেত্র জ্বলে উল্কাপ্রায় ;
সশিখ, ধাতু-রচিত শিরস্ত্র ভীষণ
জ্বলিতেছে শিরে যেন দীপ্ত হুতাশন ;
আপনার জ্যোতিঃ যোভ্ দিয়াছে এ বীরে,
উভয় সেনার তেজঃ তাঁহারি শরীরে।
বৃথা এ গৌরব ! মৃত্যু নিকটস্থ হায় !
বিনাশিবে পেলিডিস্ পালাস্-কৃপায় ;

তথাপি দেবেশ যোভ্, অন্যায়ু হেক্টরে,
অর্পিলেন বীরযশঃ দিনেকের তরে।
খ্যাতি লভিবারে ট্রয়-গৌরব-তপন,
মহাবল অরিবীরে করে অন্বেষণ।
পশি' শত্রুব্যূহ মাঝে বীর-দর্পভরে,
যুঝে প্রাণপণে শূর, মরণে না ডরে।
দাঁড়াইয়া গ্রীক্‌গণ দৃঢ় দুর্গপ্রায়,
যদিও বিক্ষত-অঙ্গ, নিবারে তাঁহায়।
সুদৃঢ় পাহাড় যথা সিন্ধুকূলস্থিত,
আক্রান্ত প্রচণ্ড ঝড়ে, তরঙ্গ তাড়িত,
নাহি হয় বিচলিত, যদিও তাহার,
বাত্যাঘাত শৃঙ্গে, পদে তরঙ্গপ্রহার।
দর্পী ট্রয়-রথী, দীপ্ত পাবকবেষ্টিত,
গর্জ্জে যেন বজ্র-অগ্নি যোভ্-নিক্ষেপিত;
যবে জলস্তম্ভ, ঘন হ'তে অবতরি',
তাড়িত প্রচণ্ড ঝড়ে বহিত্র উপরি,
ফেনপুঞ্জে ছায় পোত; প্রবল পবন,
কাঁপায়ে গুণবৃক্ষক, করে গরজন।
ভয়ে হতবুদ্ধি হয় নাবিকনিকর;
তর্জ্জে ভীমকাল প্রতিতরঙ্গ উপর।
তেমতি শঙ্কিত শত্রু নিরখে হেক্টরে;
কাঁপায় তেমতি বীর বহিত্র নিকরে।
দুরন্ত কেশরী যথা গুহা পরিহরি',
আসি' দর্পে জলযুক্ত সমতল 'পরি,
(স্থূলদেহ অগণন বৃষভ যথায়,
সতত স্বচ্ছন্দ মনে চরিয়া বেড়ায়,)

আক্রমণ করে পালে, রাখালগোচরে ;
রাখাল পলায় দূরে প্রাণরক্ষা ভরে।
মহাকায় বৃষে সিংহ বাছিয়া লইয়া,
নাশে তায়, (অবশিষ্ট যায় পলাইয়া) ;
যোভ্প্রভ হেক্টরের কোপেতে তেমতি
পলায় সকলে ; উঠে একের নিয়তি।
মিসিনীয় পেরিফিস্, খ্যাত চরাচরে,
মহাপ্রজ্ঞাসমন্বিত, দুর্দ্ধর্ষ সমরে ;
(কোপরুস্ পিতা তাঁর, প্রেরিলেন যুদ্ধে,
ক্রূর উরিস্থুসে, হার্কুলিসের বিরুদ্ধে ;
করিল তনয় কুলকলঙ্ক মোচন ;
সদাশয় পুত্র, যথা জনক দুর্জ্জন।)
অতিক্রম করে বীর সকল যুবায়,
নানাগুণে সর্ব্বজন আদরে তাঁহায় ;
কিন্তু জন্মে মরিবারে হেক্টরের হাতে।
ট্রয়ের গৌরব-রবি, ভীম পদাঘাতে
দীর্ঘ ঢাল-প্রান্তে, মিটাইল রণসাধ।
পড়ে যুবা ; শিরস্ত্রাণ করে বজ্রনাদ।
ভীম ট্রয়-যোধগণ সরোষে ধাবিয়া,
বিন্ধে ভল্লে, ভূপতিত যুবকের হিয়া।
রক্ষিতে যুবকে ছিল গ্রীক্ যে সকল
পলাইল, কিংবা নিল সম ভীমফল।
    নির্জ্জীত গ্রীসীয়দল তাড়িত হইয়া,
আতঙ্কে বারিধি পানে চলিছে সরিয়া।
শিবির-সমীপে সবে মিলি' অতঃপর,
দাঁড়ায় বিষণ্নমুখ, অতীব কাতর।

নরোচিত লজ্জা এবে রোধে পলায়ন;
কহে ভয় তা'সবায় করিবারে রণ।
যোধে আশ্বাসিল যোধ; নেষ্টর্ স্থবির,
(সুবিজ্ঞ রক্ষক, ভীম গ্রীক্ বাহিনীর,)
রক্ষিতে সমুদ্রতীর কহে অরিবাম,
উচ্চারিয়া উচ্চে পূর্ব্বে পুরুষের নাম;
স্থির হও বন্ধুগণ! ও ভগ্ন অন্তর,
ভীম লজ্জা-অনুরোধে, কর দৃঢ়তর!
ভাবহ সম্পদসুখ; ভাবহ এক্ষণে,
পিতামাতা পরিজন দারা পুত্রগণে;
জীবিত বৃদ্ধ জনকে স্মর একবার;
স্মর মৃত পিতৃগণে, কীর্ত্তি তাঁ'সবার,
শুন মম মুখে তাঁ'সবার অভিপ্রায়,
কহিছেন তাঁরা যশঃ রাখিতে বজায়।
আজিকার রণে ভাগ্য করিছে নির্ভর;
নষ্ট হ'বে সব, যদি না কর সমর।
এতেক কহিল বৃদ্ধ, মাতে সেনা তায়।
মিনার্ভা আশ্বাস পুনঃ প্রদানে সবায়।
বিস্তারে কুয়াসা যোভ্ চৌদিকে তাঁহার;
জ্ঞান-দেবী ত্বরা তায় করে পরিষ্কার;
অকস্মাৎ তীব্র ছটা আবির্ভূত হয়;
সমুদ্র শিবির সবে দেখে সমুদয়;
সে আলোকে দেখিবারে পায় গ্রীক্‌গণ;
হেক্টরে, যুঝিছে কিংবা পলায় যে জন।
অদূরে দেখিল তারা, প্রথমে সবার,
যুঝিছে এজাক্স্ রথী প্রকাণ্ড আকার;

দৃঢ় ভুজে হেক্‌টর্ শমনের প্রায়,
ধরিয়া বহিত্র, উচ্চে কহিল সেনায় ;—
আন বহ্নি ! পরিশ্রম এবে অপনীত
দশ বর্ষব্যাপী ! দিন এসেছে বাঞ্ছিত।
কর জয়ধ্বনি ! হ'ল এ দিব্য প্রভাত,
দর্পিত বিপক্ষকুলে করিতে নিপাত !
বার্দ্ধক্যবিলুপ্তজ্ঞান ভীরু বৃদ্ধদল,
ব্যাঘাতিল এত কাল বিজয় কেবল ;
ছলি' বহুকাল যোভ্ মায়ার ছলনে,
আশ্বাসেন একে শিব অশনি-নিশ্বনে ;
নিবারিতে আজি বজ্রী ট্রয়ের সন্তাপ,
অর্পিছেন প্রতিদ্বন্দ্বে দর্প পরতাপ।
এতেক কহিল শূর ; যোধগণ তায়,
দ্রুত তীব্র স্রোতসম গ্রিসীয়ে ডুবায়।
এজাক্স্ আপনি (হেন ভল্ল ঝড় বয় !)
পিছায়ে ভাবিল আজি জীবন সংশয় ;
তথাপি দাঁড়ায়ে শূর ক্ষেপণীর পাশে,
হেরে ব্যগ্রভাবে, কেবা মরিবারে আসে ;
শত্রুহস্ত হ'তে তরী করিতে রক্ষণ,
কাঁপায় বরষা কভু, উত্তোলে কখন।
এখনও গ্রীক্‌দল করে হুহুঙ্কার,
যদিও অনল অস্ত্রে ব্যাপ্ত চারি ধার !
ওহে বীরবৃন্দ ! সুবিখ্যাত ধরামর !
ছিলে হায় ! এক কালে সমরে দুর্জ্জয় !
পূর্ব্বতন যশঃ এবে করহ স্মরণ,
স্মরহ বংশের খ্যাতি, গৌরব আপন।

সম্মুখে দেখহ মৃত্যু, কি করিবে তার
কেমনে ধ্বংসের হস্তে পাইবে নিস্তার ?
লুকা'বে আড়ালে যার, নাহি সে প্রাকার ;
আশ্রয়ের তিলমাত্র নাহি স্থান আর ;
রক্ষিতে, হারা'তে আছে এস্থল কেবল ;
এদিকে বারিধি, হোথা বিপক্ষের দল !
আছ শত্রুভূমে ; জন্মদেশ প্রিয়তর
বহু দূর ; করে ভুজে অদৃষ্ট নির্ভর।
এত কহি' বীরবর ফিরিয়া আবার;
আরম্ভিল বর্ষাঘাতে বিপক্ষ-সংহার।
যে কোন অমিতবীর্য্য ট্রয়ের সমরী
অগ্রসরে উল্কাকরে দহিবারে তরী,
প্রবীর, শাণিত ভীম অস্ত্রের আঘাতে,
অল্পায়ু সে হতভাগ্যে ত্বরিত নিপাতে।
এরূপে দ্বাদশ যোধ মহাবলবান,
মুহূর্ত্তে এজাক্স-করে হারাইল প্রাণ।

পঞ্চদশ কাণ্ড সমাপ্ত।

ষোড়শ কাণ্ড।

ষষ্ঠ যুদ্ধে পেট্রোক্লসের আগমন ও পতন

বিষয়।

পেট্রোক্লস্ (একাদশ কাণ্ডে বর্ণিত নেষ্টরের অনুরোধ অনুসারে) একিলিসের নিকট তাঁহার সেনা ও সমরসজ্জা লইয়া গ্রিকগণকে সাহায্য করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি সম্মত হইয়া কেবল মাত্র তরী উদ্ধারের আদেশ দেন। একিলিসের সজ্জা, অশ্ব, সৈন্য ও সেনাপতিগণের বিবরণ বর্ণিত হয়। বন্ধুর মঙ্গলার্থে একিলিস্ কর্ত্তৃক তর্পণাদি অনুষ্ঠিত হইলে, পেট্রোক্লস্ মার্মিডন্ সেনা লইয়া যুদ্ধে গমন করেন। একিলিসের সজ্জায় পেট্রোক্লস্কে আগমন করিতে দেখিয়া, তাঁহাকে একিলিস জ্ঞানে ট্রোজানেরা ভয়ে অভিভূত হয়; তিনি তাহাদিগকে পোতসমূহ হইতে তাড়িত করেন। হেক্টর্ নিজে পলায়ন করেন। যোভের অনিচ্ছা সত্বেও সার্পিডন্ নিহত হন। যুদ্ধের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হয়; তাহাতে পেট্রোক্লস্, একিলিসের পরামর্শ অবহেলা করিয়া ট্রয়ের প্রাকার পর্য্যন্ত শত্রুগণের অনুসরণ করেন। সেই স্থানে এপলোদেব তাঁহাকে নিরস্ত্র, উফর্বস্ আহত এবং হেক্টর্ নিহত করেন।

এরূপে উভয় সেনা করিছে সমর;
নররক্তে সুরঞ্জিত বহিত্র নিকর।
এবে বীর পেট্রোক্লস্ উপনীত হয়
একিলিস্ পাশে; গণ্ডে অশ্রুধারা বয়;

যথা সমুন্নত রম্য গিরি পরিহরি',
নামে নির্ঝরিণী দ্রুত সমতল' পরি।
ধর্ম্মপর পেলিডিস্ ব্যথিত হইয়া,
কহিলেন প্রিয়তমে মৃদু সম্বোধিয়া ;—

পেট্রোক্লস্! কহ, আজি কোন্ দুখে হায়!
করিতেছ অশ্রুপাত অবলার প্রায় ?
শিশু সুকুমার, ত্যজে জননী যখন,
ক্রোড় হ'তে, নাহি করে এহেন রোদন ;
প্রসূতি তেমতি স্নেহে তনয়ে তুলিয়া,
নাহি ল'ন কোলে, মুখে সঘনে চুম্বিয়া
যথা তোমা প্রতি মম! প্রকাশ সত্বর,
কেন অশ্রুপাতে ভগ্ন কর এ অন্তর ?
মম কিংবা সেনা তরে কর কি বিষাদ ;
অথবা পেয়েছ কোন অশুভ সংবাদ ?
জীবিত দোঁহার পিতা, (চিন্তা সদা যায়)
ধার্ম্মিক মেনিটিয়স্ এখনো ধরায় ;
এখনো বৃদ্ধ পিলুস্ কালাধীন নয় ;
পুত্রের গৌরব শুনি' প্রফুল্ল উভয়।
অথবা কাঁদিছ সখে, সামান্য কারণে ?
হতশেষ গ্রীক্ বুঝি আজিকার রণে,
সমূলে হইল নষ্ট শত্রুর অনলে,
দুরাচার ভূপতির পাতকের ফলে ?
যাহাই হউক, ব্যক্ত করিয়া সত্বর
গুপ্ত ক্ষোভ, কর স্থির বন্ধুর অন্তর।

বীরবর পেট্রোক্লস্, রুদ্ধ-কণ্ঠস্বর,
উচ্ছ্বাসিয়া ঘন ঘন করেন উত্তর ;—

গ্রীক্ পানে কৃপাদৃষ্টি কর বন্ধুবর !
নিজে গ্রীক্ তুমি ; বীর গ্রীকের ভিতর !
গ্রীসের রক্ষক যত মহাবীরগণ,
আহত, শায়িত হায় ! শিবিরে এখন !
হায় রে ! উরিপিলস্, এট্রুস্-কুমার,
টিডাইডিস্, উলেসিস্ করিছে চীৎকার,
বিষাদের ভরে, হেরি' স্বদেশি-সংহার !
ঔষধ, সে বীরগণে আরোগ্যিতে পারে,
কিছুতেই তব ক্রোধ শমিবারে নারে !
ক্রোধের কিঙ্কর যেন না হই কখন
তব সম ! বল বীর্য্য সব অকারণ !
না দেখিলে স্বদেশীর মরণ-সময়,
বিপদে কে তবে তব লইবে আশ্রয় ?
ভবিষ্যতে ল'বে জন্ম যারা ভূমণ্ডলে,
নিঠুর ! এ অপযশঃ গাহিবে সকলে।
সত্য, নরকুলে জন্ম লভেছ নির্দ্দয় !
প্রণয়ে উদ্ভব তব কখনই নয়,
বীর-বীর্য্যে কদাচই নহ উৎপাদিত,
অমরী জঠরে তোমা না ধরে নিশ্চিত !
পাষাণে নির্ম্মিত তব দৃঢ় কলেবর,
ভীম বাত্যাকালে তোমা প্রসবে সাগর,
আত্মা তব তেঁই দর্পী প্রভঞ্জন সম ;
পেয়েছ স্বভাব হেন, কঠিন মরম !
হয় যদি দৈব চিহ্নে আতঙ্ক তোমার,
পিটিস্ অথবা যোভ্ হরে অহঙ্কার ;

যাই যদি আমি মার্মিডীয় সেনা ল'য়ে,
এখনি আলোক পশে গ্রীকের হৃদয়ে ;
যাই যদি রণে আমি তব বর্ম্ম 'পরে,
ত্যজিয়া সমর অরি পশিবে নগরে ;
জয়ী হবে গ্রীক্, বিনা তব উপস্থিতি,
পলাইবে শত্রু তব দেখি' প্রতিকৃতি।
নব সেনা আক্রমণে হইবে হতাশ
বিপক্ষ নিকর ; গ্রীক্ ফেলিবে নিশ্বাস।
এইরূপে পেট্রোক্লস্ যুবক প্রবর,
না জানিয়া সন্নিহিত মৃত্যু ভয়ঙ্কর,
যাচে বান্ধবের বর্ম্ম ! ফেলি' দীর্ঘশ্বাস,
দেবীজ অন্তর নিজ করিল প্রকাশ ;
পেট্রোক্লস্ ! একিলিস্ নাহি জানে ভয়,
ভীষণ অশুভ চিহ্নে বিচলিত নয় ;
জননীর সতর্কতা গ্রাহ্য নাহি করে ;
দুষ্ট ভূপ-বাক্য মম প্রোথিত অন্তরে।
সতত জাগিছে মনে সেই অত্যাচার ;
ক্রোধাগমে চারিদিক হেরি' অন্ধকার।
অর্পিয়াছি দর্প তা'য়, করেছি সবল,
শাসিছে আমায় ; সহ্য করিব কেবল।
মম যুবতীরে দুষ্ট করিল হরণ,
বহু ভীম সমরের শ্রমার্জ্জিত ধন ;
জিনি' পিতৃরাজ্য তার, লভেছিনু তারে ;
একবাক্যে গ্রীক্গণ অর্পিল আমারে।
বঞ্চে মোরে, বীর্য্যে যার বিশ্ব কম্পমান,
অবমানে দুষ্ট মোরে ইতর সমান ;

কিন্তু সে ক্রোধের কাল হয়েছে অতীত ;
দয়ার সময় সখে, এবে উপনীত ;
যে দিন বাঞ্ছিত মম, এসেছে নিকটে,
আসিছে হেক্টর মম তরী-সন্নিকটে,
হেরিতেছি বহ্নি, নাদ শ্রবণে প্রকটে।
যাও পেট্রোক্লস্ ! তবে মম বর্ম্ম 'পরে,
লভিতে অক্ষয় যশঃ ও ভীম সমরে।
মার্মিডীয় সেনাসহ যাইয়া সত্বর,
রক্ষ পোত ; যুঝ মম নয়ন-গোচর।
ছিন্ন ভিন্ন গ্রীক্‌দল, কর বিলোকন,
আতঙ্কে অঙ্গন-প্রান্তে কাঁপিছে এখন !
দেখ, ইলিয়ন্-সেনা তরীশ্রেণী ছায় ;
বিলোড়িত সিন্ধুতট বিপক্ষ বাত্যায় !
পেরেছে কি অরিদল করিতে এমন,
অঙ্গনে শিরস্ত্র মম ঝকিত যখন ?
মম সহ যদি ভূপ রাখিত প্রণয়,
পরিখা বিপক্ষ-দেহে পূরিত নিশ্চয়।
নির্ভয়ে শিবির-শ্রেণী দলে পদতলে
ট্রয়সেনা ; একিলিস নাহি ঐ স্থলে !
টিডুস্-সুতের বর্ষা নাহি ঝকে আর ;
বীরে না উৎসাহে ভূপ করিয়া হুঙ্কার।
শুনি হেক্টরের স্বর ; সিংহনাদ তার,
ঘোষিছে কেবল উচ্চে গ্রীকের সংহার।
সখে পেট্রোক্লস্ ! ত্বরা পশ গিয়া রণে,
নিবার দহিতে পোত ট্রয়-সেনাগণে,
রক্ষ গ্রীকে, জন্মভূমি হেরিতে নয়নে।

কিন্তু ধর বাক্য, পাল বন্ধুর বচন,
তব 'পরে মম যশঃ নির্ভরে যখন;
আশা করি, যুবতীরে একীয় আবার,—
অর্পিবে হইয়া প্রীত বীরত্বে তোমার,
বীরদর্পে অরিগণে কর ছারখার,
না ছুঁও হেক্টরে, বধ্য সে বীর আমার।
যদিও আশ্বাসে যোভ্ অশনি-নিশ্বনে,
কর ন্যায় যুদ্ধ, পরে ভঙ্গ দিও রণে।
শত্রুহস্ত হ'তে তরী করিয়া উদ্ধার,
নগর-প্রাকার-পাশে না যাইও আর;
পাছে পরাভবে কোন বিপক্ষ অমর,
ফিবস্ ট্রয়ের প্রতি প্রীত নিরন্তর।
আসন্ন মরণে গ্রীক্ পাইয়া নিস্তার,
ভুঞ্জক যেমন আছে অদৃষ্টে যাহার।
পারেন করিতে হেন সমগ্র অমর,
পালাস্, এপলো দেব, যোভ্ বজ্রধর,
একমাত্র ট্রয়বাসী ভূমে না রহিবে,
সমগ্র গ্রিসীয় দল বিলুপ্ত হইবে;
রহিব আমরা মাত্র জীবিত এস্থলে,
ট্রয়ের প্রাকার দৃঢ় পাড়িব ভূতলে!

এরূপে আলাপে দোঁহে; হেথা ক্ষেত্র'পরে,
অর্পিল বিজয় যোভ্ ট্রোজান-নিকরে।
বীরেন্দ্র এজাক্স্ নারে রোধিবারে আর,
বহিছে শায়ক ঝড় চৌদিকে তাঁহার;
পরিক্লান্ত বাহু ঢাল উত্তোলিতে নারে,
অরাতির অস্ত্র তাঁর শিরস্ত্রে ঝঙ্কারে;

সঘনে নিশ্বাস-ভার ফেলিছে প্রবীর ;
টস্ টস্ সর্ব্ব অঙ্গে ঝরে স্বেদ-নীর ;
শ্রম-আয়াসিত দেহ ভাসে রক্ত-ধারে,
বিপক্ষ-বাহিনী তবু টলাইতে নারে ;
বেড়িছে বিপদ তাঁয়, বিপদ উপর ;
চারিদিকে হাহাকার উঠে নিরন্তর।
কহ গো মিউজ্‌গণ ! ত্রিদিববাসিনী !
কিরূপে দহিল তরী ট্রোজান্ বাহিনী ?
নিষ্কাশি' কৃপাণ রোষে প্রবীর হেক্টর,
বীরেন্দ্র এজাক্স-পাশে হ'য়ে অগ্রসর,
করধৃত বরষায় আঘাতি' সবলে,
ছেদি' অগ্রভাগ তার ফেলিল ভূতলে।
শিরোহীন বর্শা শূর বিফলে ঘূরায় ;
ঝঞ্ঝনি' লৌহ ফলক পড়িল ধরায়।
নির্ভীক এজাক্স্ রথী নয়নে হেরিয়া,
কাঁপে ভয়ে, দেবেশের একার্য্য বুঝিয়া ;
পিছাইল অতঃপর। বিপক্ষের দল,
তরীতে চৌদিক হ'তে অর্পিল অনল ;
উর্দ্ধেতে উঠিল বহ্নি করিয়া হুঙ্কার ;
সমগ্র অম্বর ধূমে হইল আঁধার।
বীরবর একিলিস্ হেরি' সে অনলে,
কহে উচ্চে করাঘাত করি' উরুস্থলে ;—
সাজ, সাজ, পেট্রোক্লস্ ! উঠেছে অনল ;
দেখ সুরঞ্জিত দীর্ঘ বারিধির জল।
সাজহ, যাবৎ মম তরি দগ্ধ নয়,
যাবৎ গ্রীশের নাম বিলুপ্ত না হয়।

চলিনু সাজা'তে সেনা ! সখার বচন,
অবিলম্বে পেট্রোক্লস্ করেন পালন !
পরে ধাতু-বর্ম্ম বীর ; যুগল চরণে,
রজতের বন্ধনীর সুদৃঢ় বন্ধনে,
বাঁধে চারু পাদত্রাণ ; বক্ষে অতঃপর
পরিল কবচ, নানা বরণে সুন্দর ।
স্বর্ণতারা সুশোভিত শোভার আধার,
চারু কটিবন্ধ, তাহে দুলে তরবার ।
একিলিস্-ঢাল তাঁর পৃষ্ঠে শোভা পায় :
দেবীজ-শিরস্ত্র তাঁর শোভিল মাথায় ।
বান্ধবের ভীম সজ্জা করি' পরিধান,
দীপে পেট্রোক্লস্ যেন রবির সমান।
বরষা কেবল বীর নারিল লইতে,
একিলিস্ ভিন্ন কেহ না পারে তুলিতে।
কাইরন্, সমগ্র এক দীর্ঘ তরুবরে,
নির্ম্মিল এ বর্ষা তাঁর জনকের তরে ;
পুত্র পারে তুলিবারে এ অস্ত্র ভীষণ,
সমর-অঙ্গন-ত্রাস, বীর-বিনাশন।
নির্ভীক অটোমিডন্ (সুবিখ্যাত শূর,
দ্বিতীয় স্নেহের পাত্র প্রতাপী প্রভুর,
অকৃত্রিম বন্ধু তাঁর, সহচর রণে,)
যুজেন সুন্দর রথে দিব্য অশ্বগণে ;
জ্যান্থস্, বেলিয়স্, স্বর্গ-তুরঙ্গম,
বায়ু হ'তে জন্মে, ধরে বায়ুর বিক্রম ;
পোডার্জি, সপক্ষ-অশ্বী গর্ভিণী হইল
জেফায়ার-যোগে ; পরে দোঁহা প্রসবিল ।

পিডেসস্ রথে যুক্ত হইল এবার,
(পূর্ব্বে ইলিয়ন তায় করে অধিকার,)
যদিও এ তুরগের ভূতলে জনম,
স্বর্গ-অশ্বসম বল, বেগ, পরাক্রম।
উৎসাহিয়া দর্পী মার্মিডীয় সমবীরে,
ভ্রমিছেন একিলিস্ শিবিরে শিবিরে।
ত্বরা যোধকুল, কালান্তক কাল প্রায়,
বীরদর্পে সেনানীরে বেড়িয়া দাঁড়ায় ;
প্রবল পিপাসাক্রান্ত বৃক অগণন,
নির্ম্মল নির্ঝরে যেন করিল বেষ্টন।
যবে হৃষ্টপুষ্ট বন্য মৃগে বিনাশিয়া,
সুপ্রচুর মেদমাংশে উদর পূরিয়া,
ধায় প্রস্রবণে তারা ; রঞ্জিত শরীর
আরক্ত শোণিতে, করে গর্জ্জন গভীর ;
জ্বলে চক্ষু ; দশনেতে রক্ত ধারা ঝরে ;
নাশিতে আবার মৃগে অভিলাষ করে।
তেমতি ভীষণ মার্মিডীয় সেনাদল ;
ধরে সেইরূপ বীর্য্য পরাক্রম বল।
মধ্যে অবস্থিত একিলিস মহামনা,
উচ্চরবে রণ-আজ্ঞা করেন ঘোষণা।
দেবীসুত, দেবেশের কৃপার ভাজন,
লয়ে পঞ্চাশৎ তরী করে আগমন।
পঞ্চ ভীম সেনাপতি এ ভীম সেনার ;
বীরবর একিলিস্ প্রধান সবার।
আগে ধায় মেনিস্থস্, সুর-কুলোদ্ভব,
পবিত্র পিরিহিয়স্ হইতে সম্ভব,

প্রবল সলিল যাঁর পৃথ্বী ধৌত করে;
অমর-ঔরসে জাত, মানবী-জঠরে;
কিন্তু কহে সবে তাঁয় বোরস্-তনয়,
সে রমণী সহ যাঁর হয় পরিণয়।
চলে য়ুডোরস্ পরে; নৃত্যে সুনিপুণা
মাতা তাঁর পোলিমেলী সুন্দরী ললনা
অমর সিলিনিয়স্ নিরখিল তাঁয়,
চারু নৃত্যে যবে ধনী মানস মাতায়,
প্রপীড়িত হ'য়ে দেব মদনের শরে,
প্রবেশি' সে নারীগৃহে, আলিঙ্গন করে।
লভিল তনয় দেবজনক-বিক্রম,
নারী-জননীর চপলতা অনুপম।
এচিলুস্ মহাবল সর্ব্বগুণান্বিত,
এ নারীর রূপ হেরি' হইল মোহিত।
পূর্ব্বের প্রণয় বীর মনে না জানিয়া,
লভে কুমারীরে নানা উপহার দিয়া।
গুপ্ত পুত্রে দিল ধনী আপন জনকে;
স্নেহে এ সন্তানে পিতা পালেন পুলকে।
চলে পিসেণ্ডার্ এবে, দক্ষ অতিশয়
হানিতে বরষা কিংবা শর লৌহময়।
ইমেথীয় বংশে বীর না আছে এমন,
যদি থাকে কেহ, পেট্রোক্লস্ সেইজন।
ভীষণ চতুর্থ সেনা ফিনিক্স্ চালায়।
দর্পী লেয়ার্সিস্-পুত্র সর্ব্বশেষে যায়।
বীরবর একিলিস্ অতি সযতনে,
আমন্ত্রিয়া অরিত্রাস সেনাপতিগণে,

কহিলেন উচ্চে সম্বোধিয়া সেনাদলে ;
শুন মার্মিডন্‌গণ! বিখ্যাত ভূতলে!
পূর্ব্বের সে পরাক্রম স্মরহ এবার ;
স্মর এবে, শুনিয়াছি কত তিরস্কার।
"নিঠুর পিলুস্-পুত্র! (কহিতে সকলে,
রহিতে শিবিরে যবে ত্যজি' রণস্থলে,)
হায়! তব অকালিক ক্রোধের কারণ,
সমর-গৌরবে মোরা বঞ্চিত এখন ;
র'বে ও ভীষণ রোষ যদি নিরন্তর,
হেথা কেন আর? ফের হে বীর নিকর!"
কহিতে এরূপ। ক্ষোভ ত্যজ যোধগণ!
ঐ শত্রু! রক্ততৃষা কর নিবারণ।
লভিবে সে দ্রব্য আজি, যাহে অভিলাষ ;
নাশ অরিগণে ; বীর্য্য কর পরকাশ।
উৎসাহে এরূপে বীর সেনার হৃদয় ;
ক্রমে যোধগণ তাঁর সন্নিহিত হয়।
ধাতু-বর্ম্মধারী সেনা অতীব ভীষণ,
বৃত্তাকারে সেনানীরে করিল বেষ্টন।
নির্ম্মায় প্রাকার যবে, স্থূল, দৃঢ় অতি,
রোধিতে বায়ুর দর্প, যতনে স্থপতি ;
বসায় পর্য্যায়ে শিলা ভিত্তিতে তাহার ;
ক্রমে ক্রমে উঠে ঊর্দ্ধে বিস্তৃত প্রাকার ;
তেমতি শোভিছে দীপ্ত শিরস্ত্র নিকর!
ঢালেতে যোজিত ঢাল, নরে যুক্ত নর।
একত্র কাঁপিছে শিখা শিরস্ত্র উপরি,
বিস্তৃত সাগরে যেন খেলিছে লহরী।

সমুজ্জ্বল বর্ম্মে, সেনামাঝে শোভা পায়,
হেথা পেট্রোক্লস্, অটোমিডন্ হোথায় ;
ভ্রাতা দোঁহে, সমদর্পে পূরিত হৃদয়,
ভিন্ন বটে দেহ, কিন্তু আত্মা ভিন্ন নয়।
এবে একিলিস্ বীর দেবে আরাধিতে,
বিশাল শিবিরে নিজ চলিল ত্বরিতে ;
নানাবিধ বস্ত্র তথা করে রাশীকৃত,
বহু চারু উর্ণাসন কাঞ্চনমণ্ডিত,
(শ্বেতাঙ্গী জল-দেবীর প্রিয় উপহার) ॥
নিল বীর পানপাত্র প্রকাণ্ড আকার,
পিলুস্ নন্দন ভিন্ন অন্য জন যায়,
নাহি অর্পে, করিবারে তৃপ্ত দেবতায়,
পবিত্র মদিরা ; বলী পিলুস-নন্দন,
যোভ্ ভিন্ন অন্য দেবে না করে অর্পণ।
প্রথমে সে পাত্র বীর শোধিল অনলে,
পূরিয়া গন্ধকে ; পরে ধৌত করে জলে ;
ধোয় হস্ত অতঃপর ; ভক্তিভরা-মন,
বলীস্থানে পদদ্বয় করিয়া স্থাপন,
চাহি' স্বর্গ পানে ক্ষণ, সে পাত্র ঢালিয়া
মধ্যস্থলে, কহিলেন ঈশে সম্বোধিয়া ;
সর্ব্বশক্তিমন্! স্বর্গপতি সর্ব্বময় !
পেলাসৃগীয় ডোডোনীয় যোভ্ দয়াময় !
তুমি দেব, পরিবৃত হিমানী নিকরে,
অবস্থিত ডোডোনার হিমগিরি'পরে,
(শ্রমশীল সেলি জাতি বসিছে যথায়,
নাহি ধৌত করে পদ, ভূতলে ঘুমায় ;

শুনে যারা আজ্ঞা তব দেবদারু হ'তে ;
অদৃষ্টের ফল যারা জ্ঞাত ভাল মতে।)
তুমি দেব, মাতা থিটিসের প্রার্থনায়,
দিলে খ্যাতি মোরে, গ্রীকে, ফেলি' দুর্দ্দশায়।
দেখ প্রভো! প্রেরিতেছি ও ভীম সমরে,
অতি স্নেহপাত্র মম, প্রিয় বন্ধুবরে ;
যদিও শিবিরে আমি রহিনু এখন,
পেট্রোক্লস্ সহ কিন্তু গেল এ জীবন।
হে দেব, করুণাকর! রক্ষহ সখায় ;
অনুপ সাহস বল প্রদান ইহাঁয়।
হে অনন্ত বিভো! আজি জানাও হেক্টরে,
যুবা একিলিস্ সখা কত বীর্য্য ধরে।
শত্রুহস্ত হ'তে তরী হইলে উদ্ধার,
প্রের পেট্রোক্লসে দেব, স্বস্থানে আবার।
রক্ষ অস্ত্রশস্ত্র বর্ম্ম, রক্ষ সেনাগণে ;
তুষ আঁখি মম, পুনঃ বন্ধু-দরশনে।
অর্দ্ধ প্রার্থনায় ঈশ অর্পেন সম্মতি,
অবশিষ্ট অস্বীকার করিল নিয়তি।
গ্রাহ্য হ'ল, শত্রু হ'তে পোতের উদ্ধার ;
উড়ায় পবন কিন্তু আগমন তাঁর।
স্বশিবিরে একিলিস্ ফিরিয়া ত্বরায়,
উৎসুক অন্তরে রহে, রণ-প্রতীক্ষায়।
এবে ভীম অনীকিনী, পেট্রোক্লস্-সনে,
বীরদর্পে আক্রমিল ট্রয়যোধগণে।
বালকের উত্তেজনে, শিলীমুখদল,
যথা পরিহরি' চক্র, ক্রোধেতে বিকল,

আসি' ঝাঁকে ঝাঁকে নিরদোষী পান্থগণে,
অতীব ব্যথিত করে শিলীর তাড়নে;
তেমতি শিবির ত্যজি' ভীম সেনাদল,
বাহিরিল অস্ত্রধারী, করি' কোলাহল।
রণমত্ত যোধগণে নয়নে হেরিয়া,
কহিলেন পেট্রোক্লস্ উল্লাসে মাতিয়া;
ওহে যোধকুল! একিলিসের গৌরব!
স্মরণ করহ এবে বিক্রম পূরব।
বীর-কার্য্যে কর তুষ্ট বীর-প্রভু-মন;
নব যশঃ দেবীপুত্রে করহ অর্পণ।
একিলিস্ হেরে রণ। পরিহর ভয়;
নত কর দর্পী ভূপে রক্ষি' তরীচয়।
হেন বাক্যে উৎসাহিত সমরি-নিকর,
পশিল সদর্পে অগ্নি-ধূমের ভিতর।
চৌদিকে নাদিত হয় ঘন হুহুঙ্কার;
শূন্যগর্ভ পোত প্রেরে প্রতিধ্বনি তার।
সমভাবে চলে রণ; ধূমের আঁধারে,
দীপ্ত একিলিস্-বর্ম্ম অনল বিস্তারে।
ট্রয় সেনা, একিলিসে নিকটে ভাবিয়া,
পলায় চৌদিকে ঘোর আতঙ্কে কাঁপিয়া।
যুবা বীর পেট্রোক্লস্ প্রথমে সবার,
নিক্ষেপিল ক্রোধভরে ভল্ল খরধার।
অগ্রবর্ত্তী সুবিখ্যাত পোতের পশ্চাতে,
অল্পায়ু প্রোটিসিলস্ আসিল যাহাতে,
পিয়োনীয় পিরিক্মিস্ ছিল দাঁড়াইয়া,
(আসে অক্জিয়স্ হ'তে সেনাদল নিয়া,);

বাজে স্কন্ধদেশে তাঁর সে অস্ত্র ভীষণ;
পড়িল ভূতলে বীর বিলুপ্ত-চেতন।
সেনাদল তাঁর, হেরি' নেতার বিনাশ,
পলায় ত্যজিয়া রণ পাইয়া তরাস।
নিভায় অনল বীর অস্ত্র বৃষ্টি করি'
পলায় ট্রোজান ত্যজি' অর্দ্ধ দগ্ধ তরী।
ধূমের আঁধার এবে হ'ল তিরোহিত;
ছুটে কোলাহল করি' শত্রু বিত্রাসিত।
জয়ী গ্রীক্‌গণ, আরোহিয়া পোত'পরে,
ঘন জয়ধ্বনী করি' বিদারে অম্বরে।
যথা যবে মেঘমালা হ'য়ে পরকাশ,
আঁধারিয়া গিরি-শৃঙ্গ, আবরে আকাশ;
সহসা কুলিশ পাণি প্রেরিয়া পবনে,
বিমুক্ত করেন পুনঃ আবৃত তপনে;
ধরে অভিনব ভাব মহীধর চয়;
নদী উপত্যকা বন নয়নে উদয়।
প্রকৃতি উজ্জ্বল বেশ করে পরিধান;
আঁধার আকাশ পুনঃ হয় দীপ্তিমান।
ট্র্য়সেনা তরী হ'তে তাড়িত হইয়া
যুঝিছে এখনো চারিদিকে বিস্তারিয়া।
প্রতি গ্রীক্ হরে বিপক্ষীয় বীর-প্রাণ;
ক্রমে অগ্রসরে পেট্রোক্লস্ বলবান।
প্রবীর এরিলিকস্ ফিরিবে যেমনি,
তীব্র অস্ত্র উরুস্থলে বাজিল অমনি।
বল-নিক্ষেপিত ভীম বর্শা খরশান,
স্থূল পদ-অস্থি তাঁর করে দুই খান।

ভূতলে পড়িল শূর। থোয়াস্ এবার,
অকবচ বক্ষে ধরে ভীষণ প্রহার।
ফিলিডিস্ (এম্ফিক্লস্ আসিবে যেমনি,)
উরুদেশে ভীম বর্ষা হানিয়া অমনি,
সমগ্র চরণ-শিরা করিল ছেদন।
ভূমেতে পড়িল বীর বিগত-জীবন।
অগ্রসরে দুই ভ্রাতা, লিসীয় সেনার,
সমবেশে, আর দুই নেষ্টর-কুমার।
বীরেন্দ্র এণ্টিলোকস্ ক্রোধে বিনাশিল
এটিমিনিয়সে ; যুবা ভূতলে পড়িল !
মেরিস্ কাতর অতি ভ্রাতার নিধনে,
ভূতল-শায়িত শব রক্ষে সযতনে।
আক্রমে হস্তায় বীর হ'য়ে ক্ষিপ্তপ্রায় ;
সুরপ্রভ থ্রাসিমেড্ নিবারে তাঁহায় ;
ক্রোধভরে বাহুমূলে বরষা হানিয়া,
মুহূর্ত্তে সুদীর্ঘ বাহু ফেলিল কাটিয়া।
ভূমে পড়ি' হতভাগ্য নিরখে আঁধার ;
করিল পয়াণ প্রাণ, ছুটে রক্ত ধার।
দুই ভ্রাতা নাশে দুই সোদরে অদ্ভুত,
সার্পিডন্-সখা, ক্রমিসোডারস্-সুত ;
ক্রমিসোডারস্, ঘোর কুগ্রহ-কারণ,
নরঘাতী কিমেরায় করিল পালন।
যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ সুতদ্বয় তাঁর,
মরিল অকালে আহা ! পাতকে পিতার।
বীরেন্দ্র অইলুস্ এবে আস্ফালি' সঘনে,
বাঁধিল ক্লিয়োবুলসে ভুজের বন্ধনে।

অতঃপর বীরবর নিষ্কাসি' কৃপাণ,
হরিলেন মুহূর্ত্তেকে ট্রোজানের প্রাণ।
সুশাণিত ভীম অসি পড়িল গ্রীবায়;
অধিকার করে কাল অচিরে তাঁহায়।
রণমাঝে এবে ক্রোধপূরিত হৃদয়,
লিকন্ ও পেনিলুস্ আইল উভয়।
পরস্পর ভীম বর্ষা বিফলে হানিয়া,
অগ্রসর হয় পুনঃ অসি নিষ্কাসিয়া।
বিয়োসীয় বিপক্ষের শিরস্ত্রাণ 'পরে,
সরোষে লিকন বীর অস্ত্রাঘাত করে।
ভাঙ্গিল সে সিত অসি। হানিল এবার,
পেনিলুস্ রোষে খড়্গ গ্রীবাদেশে তাঁর।
ছিন্ন শিরঃ, বিপক্ষেরে প্রচণ্ড প্রহারে
ঝুলে চর্ম্মে; পড়ে দেহ শবের মাঝারে।
নিয়ামাস্ রথোপরে আরোহে যেমন,
বিন্ধে স্থূল স্কন্ধ তাঁর, বীর মেরিয়ন্।
উচ্চ রথ হ'তে যোধ ভূতলে পড়িল;
ভীম কাল আঁখিদ্বয়ে আঁধার ঢালিল।
আগত ইরিমাসের নিয়তি এবার;
পশিল ক্রিটীয় বর্ষা তুণ্ডমাঝে তাঁর।
মস্তিষ্ক ম্যাঝারে অস্ত্র প্রবেশিয়া হায়!
ভাঙ্গি' অস্থি দন্তপাঁতি শোণিতে ভাসায়।
মুখ নাসা নয়নেতে রক্তধারা ঝরে;
মুহূর্ত্ত মাঝারে প্রাণ পলায়ন করে।
যথা যবে মেষদল রক্ষক-হেলায়,
হ'য়ে পালভ্রষ্ট ক্রমে চারিদিকে ধায়,

অরক্ষিত তা' সবায় হেরি' বৃকগণ,
রক্তমাংসে ক্ষুধা তৃষ্ণা করে নিবারণ;
আক্রমে তেমতি গ্রীক্ বিপক্ষ নিকরে;
পলায় ট্রোজান্‌দল কাঁপি' থর থরে।
এখনো একাগ্র রথী না তেজে হেক্টরে;
বহ্নি-প্রভা বর্ষা তাঁর বক্ষে লক্ষ্য করে।
ট্রয়ের গৌরব-রবি সমর-পণ্ডিত,
দৃঢ় ঢালে নিজ বক্ষঃ আবরে ত্বরিত।
রোষে গ্রীক্‌গণ অস্ত্র করে বরিষণ;
বাজে দীর্ঘ ঢালে তাঁর ঝঞ্ঝনা ভীষণ।
গ্রীকের বিজয় বীর হেরিয়া নয়নে,
না হ'য়ে বিরত, রক্ষে সহকারিগণে।
যথা যবে প্রেরে বাত্যা ষোভ বজ্রধর,
আঁধারিতে মেঘজালে সমগ্র অম্বর,
মুহূর্ত্তেতে বাষ্পরাশি হইয়া উত্থিত,
আঁধারি' আকাশ, সূর্য্যে করে আবরিত;
তরী হ'তে সেইরূপ ক্ষেত্র মাঝে হায়!
ভয় পলায়ন যত ট্রোজানে খেদায়।
পলায় হেক্টর নিজে; অশ্বগণ তাঁর,
ধাবিছে প্রভুরে লয়ে করিয়া চীৎকার;
পশ্চাতে, অনেক দূরে ট্রোজান্ নিকর,
আতঙ্কে পড়িছে বেগে পরিখা ভিতর।
রথেন্দ্রে আঘাতে রথ; বিচলিত হয়
দৃঢ় চক্রদণ্ড; যুগ ভাঙ্গি' ছুটে হয়।
বৃথা চেষ্টা রথিকুল পায় পলাইতে;
সংজ্ঞাহীন সূতগণ লুণ্ঠিত মাটিতে।

পশ্চাতেতে পেট্রোক্লস্ আসিছে গর্জ্জিয়া,
হুঙ্কার আকাশে উঠে পৃথ্বী কাঁপাইয়া।
সমুত্থিত ধূলিরাশি দিক্ আঁধারিল,
ঘোর ঘনঘটা যেন আকাশ ঢাকিল।
চকিত তুরঙ্গকুল রথীরে ফেলিয়া।
নগরের অভিমুখে যায় পলাইয়া।
বিজেতার সিংহনাদ পশিছে শ্রবণে ;
পূরিত সমর-ভূমি হত যোধগণে ;
মৃত অশ্ব, রথ, অস্ত্র চারিদিকে হায় !
নিপতিত রথিগণ চক্রের তলায়।
পিলুসের অনুপম দিব্য অশ্বগণ,
অবাধে সমর-স্থলে করিয়া ভ্রমণ,
অনুসরে অরিগণে ; স্যন্দন সুন্দর,
বজ্রধ্বনি সম নাদ তুলিয়া ঘর্ঘর,
আক্রমে হেক্টর বীরে ; হেক্টর পলায় ;
তুলে বর্ষা পেট্রোক্লস্ ; ভাগ্য রোধে তায়।
ধাবিছে ট্রোজান দল কোলাহল ক'রে,
মহাবেগে ঊর্দ্ধশ্বাসে, প্রাণ রক্ষা তরে ;
যথা বজ্রধারী যোভ্ শরত-সময়,
ঢালেন ধরণী 'পরে স্থূল ধারাচয়,
(যবে নর ঈশ-আজ্ঞা বিরত পালনে,
কিংবা করে অবিচার উৎকোচ গ্রহণে ;
আহ্বানিয়া নদীগণে পতি দেবতার,
খুলেন সরোষে স্বরগের জল-দ্বার,
তীব্র নির্ঝরিণীকুল করি' কোলাহল,
অবতরে গিরি হ'তে প্লাবিয়া সকল ;

গর্জ্জিয়া সে জলরাশি মিশিতে সাগরে,
চলে বেগে ; হেরে নর চকিত অন্তরে।
এবে বীর, (সম্মুখীন বিপক্ষে নাশিয়া,)
পোত পানে পুনর্ব্বার চলিল ফিরিয়া ;
কুমারের শৌর্য্য হেরি' ট্র-যোধগণ
ফিরিল সহসা পুনঃ ত্যজি' পলায়ন।
এক পার্শ্বে সিমইস্ প্রবাহিত হয়,
অন্য পাশে বিরাজিত বহিত্র নিচয়,
দাঁড়াইয়া পেট্রোক্লস্ মধ্যদেশে তার,
করিছেন অবিরাম বিপক্ষ-সংহার।
সর্ব্ব অগ্রে প্রোণোয়ুস্ ত্যজিল জীবন ;
বাজিল হৃদয়ে তাঁর নারাচ ভীষণ।
শমন-সোসর বীরে নিরখি' থেষ্টর,
ভয়েতে স্তম্ভিত হ'য়ে মরে অতঃপর।
জড়প্রায় হ'য়ে যোধ রহিল বসিয়া,
নাহি ধরে অস্ত্র, নাহি যায় পলাইয়া !
বীরবর পেট্রোক্লস্ নিরখিল তাঁয়,
কাঁপিয়া আতঙ্কে যোধ রথেরে কাঁপায়,
ত্যজি' অশ্বরশ্মি ! মুখে বরষা হানিয়া,
রথ হ'তে বীর তাঁয় আনিল টানিয়া।
যথা মৎস্যজীবী, তটে পাহাড় উপর
বসিয়া, বঁড়সিযুক্ত সূত্রে দৃঢ়তর,
টানিয়া প্রকাণ্ড মৎস্যে তুলে কূলোপরে ;
তেমতি গ্রিসীয় যুবা টানি' অকাতরে,
আনিল সে ভীরু যোধে ; বরষা নাড়িয়া,
অতঃপর মৃতদেহ দিলেন ফেলিয়া।

সন্ধানি' ইরিয়লসে এবে বীরবর,
হানিল পাহাড় সম প্রকাণ্ড প্রস্তর।
বেগভরে ধাবি' শিলা শিরস্ত্র ভাঙ্গিয়া,
পড়িল ভূতলে শিরঃ দ্বিখণ্ড করিয়া।
অস্পন্দ অসাড় দেহ পড়িল অঙ্গনে;
ঢালিল আঁধার কাল যুগল নয়নে।
ইপল্টিস্, ইকিয়স্ পড়ে তার পরে;
ইফিয়স্, পোলিমিলস্, ইভিপস্ মরে;
ইরিমস্, এস্ফোটিরস্ পড়িল এখন,
শেষেতে ট্লিপোলিমস্, পাইরিস্ দুর্জ্জন।
যথা যায় গ্রীক্-যুবা, অনুসরে তাঁয়
নিজে কাল; শোভে শব পর্ব্বতের প্রায়।
এবে সার্পিডন্ বীর নিরখি' নয়নে,
লুণ্ঠিত বান্ধবগণ সমর-অঙ্গনে,
নিজ ভীত সেনাগণে করে তিরস্কার;
ওরে কাপুরুষগণ! অতীব অসার!
পলাও ত্যজিয়া রণ, লাজেতে কি ভয়?
যুঝিবে সাহায্য বিনা এই ভুজদ্বয়।
দেখিব ও গ্রীক্ যোধ কত বল ধরে,
হেরিয়া যাহায় সবে পলাইছে ডরে।
এত কহি' বীর রথ হ'তে উলম্ফিল;
নিরখিয়া পেট্রোক্লস্ ভূতলে নামিল।
যথা যবে গৃধ্রযুগ শিখরী ত্যজিয়া,
নামে যুদ্ধ-আশে ক্রোধে অধীর হইয়া,
হানে নখ চঞ্চু, করে বিকট চীৎকার।
কাঁপে মরু, প্রেরে গিরি প্রতিধ্বনি তার;

তেমতি প্রবীর দ্বয় মাতিল সমরে,
সম সিংহনাদ করি,' সম ক্রোধ ভরে!

নিরখিল রণ বজ্রী; পরিণাম হায়!
জানিয়া অন্তরে, কহে সম্বোধি' প্রিয়ায়;
সে ভীম সময় দেবি! এসেছে এখন,
নিহত হইবে মম প্রাণের নন্দন।
অবস্থিত পুত্র মম চরম সীমায়;
বীরবর পেট্রোক্লস্ নাশিবে উঁহায়।
দেখ ভেবে কত জ্বালা অন্তরে পিতার!
কাল-হস্ত হ'তে বীরে করিয়া উদ্ধার,
কহ কি প্রেরিব এবে লিসিয়া নগরে,
সমর-বিপদ হ'তে নিরাপদ ক'রে;
অথবা লো প্রিয়তমে! ও প্রিয় নন্দনে,
অর্পিব, পাশরি'-মায়া কালের বদনে?

মদিরাক্ষী দিবেশ্বরী করিল উত্তর,
এ কেমন বাক্য তব ওহে বজ্রধর!
লভে মাত্র অল্প আয়ু ও নশ্বরগণ,
নির্দ্দিষ্ট হইল নাথ! না জন্মে যখন,
বর্দ্ধিবে কি তুমি তাহে একের কারণ?
ভেবে দেখ, অমরের প্রিয় পুত্র কত,
ভীম ইলিয়ন্-ক্ষেত্রে হইবে নিহত;
কর যদি হেন, রুষ্ট হ'বে দেবগণ,
পক্ষপাতী বলি' তোমা কবে কুবচন।
সমর-মরণ-যশঃ অর্প ও প্রবীরে;
পলাইবে আত্মা যবে ত্যজিয়া শরীরে;

স্বপন, মরণ দোঁহা করহে আদেশ,
লয়ে যেতে বীরশব, যথা জন্ম-দেশ।
বান্ধব নিকর তথা সম্মান কারণ,
উন্নত প্রস্তর-স্তম্ভ করিবে রচন;
বিধিমতে প্রেতকৃত্য করিবে উঁহার।
র'বে চিরকীর্ত্তি বিধে! মৃত্যুতে কি আর?

নীরবিল দিবরাণী; বজ্রপাণি তায়,
অর্পিয়া সম্মতি, মৌনে পাশরে মায়ায়।
অশ্রু-বরিষণ-ছলে, বিস্তৃত গগন,
সবিষাদে রক্ত-বৃষ্টি করে বরিষণ।
অধীর অন্তরে ঈশ আঁখি ফিরাইয়া,
রণস্থল হ'তে, শোকে কাঁদেন বসিয়া,
মরিবে নন্দন ত্যজি', স্বরাজ্য লিসিয়া।

এবে প্রতিদ্বন্দ্বিদ্বয় হ'য়ে অগ্রসর,
তুলি' ঢাল, সন্ধানিল নারাচ প্রখর।
পেট্রোক্লস্-চ্যুত অস্ত্র মহাবেগে বাজে,
নির্ভীক থ্রাসিমেডের উরুগ্রন্থি মাঝে।
না পারে বহিতে দেহ, কম্পিত চরণ,
ভূতলে লুঠায় বীর রঞ্জিয়া অঙ্গন।
দুই ভল্ল সার্পিডন্ ত্যজে ক্রোধভরে;
একটি হইয়া ব্যর্থ, উড়ে শিরোপরে।
দর্পী পিডেসস্-অঙ্গে পশিল দ্বিতীয়,
বীর একিলিস্-অশ্ব, থিব-প্রদেশীয়।
হ'য়ে বিদ্ধ গ্রীবাদেশে তুরঙ্গ সবল,
লাগিল গড়া'তে, রক্তে রঞ্জি' রণস্থল।

ছিঁড়ে সজ্জা, আকস্মিক পতনে তাহার ;
কড় কড়ে চক্র, রথ কাঁপে অনিবার।
চমকিয়া উলম্ফিল দিব্য অশ্বদ্বয় ;
থামা'তে দোঁহার ক্রোধ, চকিত-হৃদয়,
সারথি অটোমিডন্ অসি ল'য়ে করে,
ছেদিয়া বন্ধন, হত অশ্বে মুক্ত করে।
দিব্য তুরঙ্গমযুগ হইল সুস্থির ;
ধীরে ধীরে চলে রথ ঘর্ঘরি' গভীর।

ক্রোধে অগ্রসরে বীরদ্বয় পুনর্ব্বার ;
ত্যজে সার্পিডন্ আগে বর্ষা খরধার ;
সে অস্ত্রক, বিপক্ষের স্কন্ধ উলঙ্ঘিয়া,
উড়িল আকাশে বেগে, ঘন গরজিয়া।
বীর পেট্রোক্লস্-অস্ত্র কভু ব্যর্থ নয় ;
বিষধর সম গর্জ্জি' শল্য বিষময়,
বিন্ধিয়া হৃদয়, ছিন্ন করে শিরাচয়।
যথা স্থূল শালতরু প্রকাণ্ড আকার,
কিংবা দীর্ঘ দৃঢ় দেবদারু বজ্রসার,
কুঠার-আঘাতে শিরঃ ঘন সঞ্চালিয়া,
মহাশব্দে পড়ে ভূমে ধরা কাঁপাইয়া ;
তেমতি পড়িল ভূপ ; রম্য কলেবর,
রথ পাশে বিলুণ্ঠিত, ধূলায় ধূসর।
রুধির-রঞ্জিত দেহে বীর মৃতপ্রায়,
হস্ত পদ সঞ্চালন করে যাতনায়,
তেমতি বৃকের দশা, যবে ভয়ঙ্কর
কেশরী, রঞ্জিত রক্তে দশন নখর,

ছিঁড়ে অবয়ব তার, করে রক্ত পান।
বিকৃত গম্ভীর রবে বন কম্পমান।
এবে লিসিয়ার বলী সেনানীর প্রতি,
অর্পিল চরম আজ্ঞা মুমূর্ষু ভূপতি ;—
গ্লকস্! ত্যজহ শঙ্কা; ত্বরিত এবার,
ধরি' ভীম অস্ত্র, পশি' বিপক্ষ মাঝার,
যুঝ, মম সেনাদলে করিয়া সহায় ;
বীরদর্পে উৎসাহিত কর সবাকায়।
কহিও সবায় বীর, শেষ আজ্ঞা মম,
দিতে যুক্ত প্রতিশোধ, প্রকাশি' বিক্রম।
হরে যদি কোন শত্রু এ সজ্জা আমার,
কত লজ্জা, কত ক্ষোভ গ্লকস্! তোমার!
আত্মীয়-উচিত কার্য্য করহে এখন,
প্রাণপণে মম দেহ করিয়া রক্ষণ ;
যেন তব সুদৃষ্টান্তে সমরি নিকরে
জিনে তব সম, কিংবা মম সম মরে।
নিস্তব্ধ হইল ভূপ ; কাল ভয়ঙ্কর
হরি' বাক্, দৃষ্টিশক্তি রোধিল সত্বর।
উদ্ধত বিজেতা বীর মহাদর্প ভরে,
স্থাপিল চরণ হত শূর-বক্ষঃ 'পরে :
হৃদি-বিদ্ধ বর্শা আকর্ষিয়া অতঃপর,
তুলিল সবলে, সহ ধমনী নিকর।
ক্ষত মুখে রক্ত ছুটে প্রবাহের-প্রায় ;
ভগ্নদেহ ত্যজি' আত্মা ত্বরিত পলায়।
শ্লথ-রশ্মি প্রধাবিত তুরঙ্গ নিকরে,
(সারথিবিহীন) যত মার্মিডন্ ধরে।

শুনি' শেষ বাক্য মৃতপ্রায় ভূপতির,
অভাগা গ্লকস্ ক্ষোভে অতীব অধীর।
অবশ অসাড় হস্ত যাতনা পূরিত,
ধনুর্দ্ধর টিউসার-তীর-আঘাতিত,
দাঁড়াইয়া বীরবর রাখি' সুস্থ করে,
দিনেশ ফিবস্ প্রতি কহিল কাতরে ;—
সর্ব্বদর্শী দেব! সদা নিরখিছ তুমি,
সুদূর লিসিয়া আদি ইলিয়ন্ ভূমি,
প্রভবিষ্ণু তুমি দেব! হরিতে যাতনা,
হে ওষধিপতে! শুন দাসের প্রার্থনা।
শুষ্ক রক্তে পূর্ণ কর, কর বিলোকন!
অস্থিভেদী যন্ত্রনায় হয়ে বিচেতন,
না পারি তুলিতে বর্ষা; দূরে দাঁড়াইয়া,
ফেলি দীর্ঘশ্বাস, রণে বঞ্চিত হইয়া।
পতিত ভূতলে সার্পিডন্ মহামতি;
না করিল দয়া যোভ্ তনয়ের প্রতি।
তুমি ওহে ব্যাধিহন্তঃ! ওষধি-প্রসব!
কৃপা করি' রক্ষ মম বান্ধবের শব;
তব কৃপাবলে নাথ! পুনঃ সুস্থ হ'য়ে,
পারিব যুঝিতে লিসিয়ার সেনা ল'য়ে।
শুনিল এপলো দেব; আহতের অঙ্গে,
স্পর্শি' পূত কর, ক্ষত হরিল ভ্রূভঙ্গে।
কারুণিক দেব, শুষ্ক রক্ত মুছাইয়া,
দৈব বলে পরিপূর্ণ করিলেন হিয়া।
মহাদ্যুতি-সমন্বিত অমর-কৃপায়,
নিষ্প্রভ গ্লকস্ বীর পুনঃ তেজঃ পায়।

প্রথমে উৎসাহে শূর নিজ সেনাগণে ;
পরে ডাকে ট্রয়যোধে কর্কশ বচনে।
করে উৎসাহিত বীর দ্রুত পাদচারে,
কখনো পোলিডেমাসে, কভু এজিনারে,
কভু ইনিয়সে, হেক্টরেরে আরবার ;
এইরূপে জ্বালে বহ্নি হৃদয়ে সবার,—
পূর্ণ তব হৃদি বীর ! কহ কি চিন্তায় ?
ট্রয়-সহকারিগণে ভুলিয়াছ হায় !
দূরদেশবাসী মহাবল যোধগণ,
পরের কারণে হেথা ত্যজিছে জীবন।
নিপতিত সার্পিডন্, দেখগে নয়নে,
যাঁর সম মহারথ বিরল ভুবনে,
অতি জ্ঞানী, প্রজা-হিতসাধনে নিরত ;
নহে ক্ষতি লিসিয়ার, তব ক্ষতি যত !
নিপতিত ঐস্থানে পেট্রোক্লস্-করে ;
হায় ! রক্ষ এবে প্রাণহীন কলেবরে।
গ্রীকগণ যেন শব না পারে হরিতে,
নিহত বান্ধব-মৃত্যু-প্রতিশোধ দিতে।
হেন বাক্যে বীরকুল অতি বিষাদিত ;
শূরের নিধনে ট্রয় হইল কম্পিত।
হেরে যোধগণ উচ্ছলিত শোকভরে,
ট্রয়ের আশ্রয়-স্তম্ভ লুণ্ঠে ধরা 'পরে।
নিহত আজি সে রথী, আনিল যে জন,
অসংখ্য প্রবীরে, নিজে প্রতাপে তপন !
ক্ষিপ্তপ্রায় ধায় সবে ; হেক্টর দুর্জ্জয়,
খুঁজে প্রতিহিংসা, ক্রোধ-প্রদীপ্ত-হৃদয়।

অবস্থিত পেট্রোক্লস্ হত শক্র-ধারে,
উৎসাহি' এজাক্সবীরে, উৎসাহে সবারে ;
প্রকাশ হে বীরগণ! পূর্ব্ব পরাক্রম ;
এ সময়ে আবশ্যক বীর্য্য অনুপম।
ভুজবলে যেই বীর ভাঙ্গিল প্রাকার,
দেখ নিপতিত এবে অঙ্গন মাঝার।
আসিছে অসংখ্য শক্র শব-রক্ষাতরে ;
লভ খ্যাতি খেদাইয়া অরাতি নিকরে।
খুল হত-সাজ ত্বরা, ধর তরবার,
জীবিত লিসীয়গণে করহ সংহার।
মাতিল এ হেন বাক্যে যত যোধচয়।
ক্রমে ক্রমে উভদল সন্নিহিত হয়।
ট্রোজান্, লিসীয় হেথা করে হুহুঙ্কার ;
হোথা থেসালীয়, গ্রীক্ গর্জ্জে অনিবার।
সিংহনাদি' সবে শবে করিল বেষ্টন।
অস্ত্রের ঝঙ্কারে কাঁপে সমর অঙ্গন।
জগদীশ যোভ্, রণভীতি বৰ্দ্ধিবারে,
আবরি' সমরিগণে প্রগাঢ় আঁধারে,
সমগ্র যুধানকুলে করেন স্তম্ভিত,
প্রেরিতে অসংখ্য প্রেতে পুত্রের সহিত।
ভঙ্গ দিল গ্রীক্ ; ইপিজুসের বিনাশ,
এগাক্লুস্-সুত, বডিয়মেতে নিবাস ;
হত্যা-অপরাধে হয়ে তাড়িত এ জন,
পিলুস্ ও থিটিসের লইল শরণ ;
এবে একিলিস্ সহ হইয়া প্রেরিত,
পাতকের প্রায়শ্চিত্ত করে সমুচিত।

উলকে উপল্ যথা শিকার উপর,
বিপক্ষ বাহিনী মাঝে পড়িল তেমতি ;
অতঃপর বীরবর ক্রোধযুত অতি,
হানি' রোষে স্থেনিলসে প্রকাণ্ড প্রস্তর,
প্রেরিল অচিরে তাঁয় শমন নগর,
আঁধার, ভীষণ ! যত ট্রোজান্ পলায়
চৌদিকে ; হেক্টর্ রথী কাঁপিল শঙ্কায় !
যত দূর দৃঢ়-ভুজ দক্ষ তিরন্দাজ,
পারে প্রেরিবারে লঘুগতি শররাজ,
তত দূরে পলাইল ট্রোজান্ চকিত ;
গ্লকস্ সবায় এবে করে আশ্বাসিত।
বেথিক্লুস্ ত্যজে প্রাণ তীব্র অস্ত্রে তাঁর,
অতি বৃদ্ধ চল্কনের একাকী কুমার।
বহু বিস্তারিত তাঁর রাজ্য সুশোভন,
ধনশস্য-পরিপূর্ণ, বিফল এখন !
যৌবন-দর্পিত যুবা, যবে অনুসরে,
লিসীয় সেনায়, মরে গ্লকসের করে।
অকস্মাৎ তীব্র অস্ত্র হৃদয়ে তাঁহার,
বাজিয়া মুহূর্ত্তে প্রাণ করিল সংহার।
বিষাদে একীয়গণ গণিল প্রমাদ ;
আনন্দে ট্রোজান্-দল করি' সিংহনাদ,

হরে সে বীরের সাজ ; রোষে গ্রীকগণ ;
শবের চৌদিকে জ্বলে নারাচ-কানন।
এবে অরিকুলত্রাস বীর মেরিয়ন্
প্রেরিল লেয়োগোনসে শমন-ভবন।
পূত ইডা 'পরে বীর সতত বসিত,
যোভের সেবক, যোভ্‌সম প্রপূজিত।
বাজি' তাঁর কর্ণমূলে ভল্ল খরধার,
মুহূর্ত্তে অমূল্য প্রাণ করিল সংহার।
ক্রোধে ইনিয়স্ বর্ষা হানিল জেতায় ;
নত হ'য়ে গ্রীক্‌বীর পরিত্রাণ পায়।
গর্জ্জিয়া সঘনে শস্ত্র, উঠিয়া অম্বরে,
ঠেকি' ঢাল মাঝে, পশে পৃথিবী-ভিতরে ;
ইনিয়স্-ভল্ল, ব্যর্থ যদিও এবার
প্রোথিত ভূগর্ভে, তবু কাঁপে অনিবার।
দ্রুত তুমি, (কঁহে বীর সগর্ব্ব বচনে,)
পুরস্কার-পাত্র বট মধুর নর্ত্তনে ;
পাইত যদ্যপি তোমা বরষা আমার,
অচিরে ও চপলতা হরিত তোমার।
হে ডার্ডান্-সেনাপতে ! নির্ভয়-অন্তর !
(উপহাসি' মেরিয়ন্ করিল উত্তর,)
বলবান তুমি, কিন্তু নহ অনশ্বর ;
এখনি গ্রাসিতে পারে মৃত্যু ভয়ঙ্কর।
যদি এই বর্ষা তব বিনাশে পরাণ,
বৃথা অহঙ্কার ! জয় দেবে করে দান।
এখনি যাইবে তুমি প্লুটোর আগার ;
তব প্রেত-আত্মা তাঁর, গৌরব আমার।

শব-অঙ্গে হস্ত যোধ অর্পিল যেমনি,
বজ্রনাদে শিলা শিরে বাজিল অমনি।
হেক্টর-নিক্ষিপ্ত শিলা, করি' চূর্ণীভূত
দৃঢ় শিরস্ত্রাণ, তাঁয় করিল পাতিত।
মহাক্রোধে পেট্রোক্লস্ হয় অগ্রসর;
উলম্ফে ঈগল্ যথা শিকার উপর,
বিপক্ষ বাহিনী মাঝে পড়িল তেমতি;
অতঃপর বীরবর ক্ষোভযুত অতি,
হানি' রোষে স্থেনিলসে প্রকাণ্ড প্রস্তর,
প্রেরিল অচিরে তাঁয় শমন নগর,
আঁধার, ভীষণ! যত ট্রোজান্ পলায়
চৌদিকে; হেক্টর্ রথী কাঁপিল শঙ্কায়!
যত দূর দৃঢ়-ভুজ দক্ষ তিরন্দাজ,
পারে প্রেরিবারে লঘুগতি শররাজ,
তত দূরে পলাইল ট্রোজান্ চকিত;
গ্লকস্ সবায় এবে করে আশ্বাসিত।
বেথিক্লুস্ ত্যজে প্রাণ তীব্র অস্ত্রে তাঁর,
অতি বৃদ্ধ চল্কনের একাকী কুমার।
বহু বিস্তারিত তাঁর রাজ্য সুশোভন,
ধনশস্য-পরিপূর্ণ, বিফল এখন!
যৌবন-দর্পিত যুবা, যবে অনুসরে,
লিসীয় সেনায়, মরে গ্লকসের করে।
অকস্মাৎ তীব্র অস্ত্র হৃদয়ে তাঁহার,
বাজিয়া মুহূর্তে প্রাণ করিল সংহার।
বিষাদে একীয়গণ গণিল প্রমাদ;
আনন্দে ট্রোজান্-দল করি' সিংহনাদ,

হরে সে বীরের সাজ ; রোধে গ্রীকগণ ;
শবের চৌদিকে জ্বলে নারাচ-কানন।
এবে অরিকুলত্রাস বীর মেরিয়ন্
প্রেরিল লেয়োগোনসে শমন-ভবন।
পূত ইডা 'পরে বীর সতত বসিত,
যোভের সেবক, যোভ্‌সম প্রপূজিত।
বাজি' তাঁর কর্ণমূলে ভল্ল খরধার,
মুহূর্ত্তে অমূল্য প্রাণ করিল সংহার।
ক্রোধে ইনিয়স্ বর্ষা হানিল জেতায় ;
নত হ'য়ে গ্রীক্‌বীর পরিত্রাণ পায়।
গর্জ্জিয়া সঘনে শস্ত্র, উঠিয়া অম্বরে,
ঠেকি' ঢাল মাঝে, পশে পৃথিবী-ভিতরে ;
ইনিয়স্-ভল্ল, ব্যর্থ যদিও এবার
প্রোথিত ভূগর্ভে, তবু কাঁপে অনিবার।
দ্রুত তুমি, (কহে বীর সগর্ব্ব বচনে,)
পুরস্কার-পাত্র বট মধুর নর্ত্তনে ;
পাইত যদ্যপি তোমা বরষা আমার,
অচিরে ও চপলতা হরিত তোমার।
হে ডার্ডান্-সেনাপতে ! নির্ভয়-অন্তর !
(উপহাসি' মেরিয়ন্ করিল উত্তর,)
বলবান তুমি, কিন্তু নহ অনশ্বর ;
এখনি গ্রাসিতে পারে মৃত্যু ভয়ঙ্কর।
যদি এই বর্ষা তব বিনাশে পরাণ,
বৃথা অহঙ্কার ! জয় দেবে করে দান।
এখনি যাইবে তুমি প্লুটোর আগার ;
তব প্রেত-আত্মা তাঁর, গৌরব আমার।

হে সখে ! (কহিল মেনিটিয়স্-তনয়,)
প্রবীরের বাগ্‌যুদ্ধ উচিত না হয় ।
না পলা'বে শত্রুদল বৃথা অহঙ্কার ;
বধ তা সবার প্রাণ তীক্ষ্ণ তরবারে ।
বক্তৃতা সভায় বটে ; কিন্তু রণস্থলে,
নির্ভর করিছে যশঃ মাত্র বাহুবলে ।
এত কহি' পেট্রোক্লস্ ধাবিল আবার ;
অনুসরে মেরিয়ন্ ; উঠে হুহুঙ্কার ।
মিলে যোধকুল ; ঢাল শিরস্ত্র ঝঙ্কারে ;
উঠিল বিকট ধ্বনি, ভীষণ প্রহারে ।
যথা উপত্যকা কিংবা পর্ব্বত মাঝার,
বাজে মহাশব্দে কাঠুরিয়ার কুঠার ;
নিয়ত আঘাতে শ্রুত হয় প্রতিধ্বনি ;
মহামহা মহীরুহ লুঠায় ধরণী ;
তেমতি বিকট নাদে কাঁপে রণস্থল ;
পড়ে বীরকুল ; অস্ত্র ঝঙ্কারে কেবল ।
শায়িত অঙ্গনে সার্পিডন্ মহামতি,
শোণিতে সুন্দর অঙ্গ কদাকার অতি,
বিপক্ষের নানা অস্ত্র বিদ্ধ সর্ব্ব কায়,
নিপতিত শব মাঝে, চিনা নাহি যায় ।
কলেবর তরে তাঁর যুঝে যোধ যত ;
চৌদিকে বিকট যুদ্ধ গর্জ্জে অবিরত ;
যথা কৃষকের পর্ণকুটীর ভিতর,
(শোভে দুগ্ধপাত্র, ফেনপূর্ণ নিরন্তর,)
ঝাঁকে ঝাঁকে মধুমক্ষী করয়ে ঝঙ্কার,
তাড়িত হইয়া তারা আসে পুনর্ব্বার ।

ফিরায়ে দিনেশ-দীপ্ত বিশাল নয়ন,
সমর দিবেশ যোভ্ করে বিলোকন।
স্থাপি' আঁখি রণস্থলে ভাবেন ঈশ্বর,
অর্পিবেন প্রতিহিংসা কাহার উপর ?
মরিবে কি পেট্রোক্লস্ এখনি সমরে,
অরিন্দম মহাবীর হেক্টরের করে,
অচিরে এ বীরদর্প হরিয়া তাঁহার,
পাতিবেন তাঁয়, যথা পতিত কুমার ?
অথবা এখনো মহাপ্রতাপে তাঁহার,
পশিবে অসংখ্য বীর শমন-আগার ?
একিলিস্-মিত্রে খ্যাতি করিতে অর্পণ,
করেন মনস্থ যোভ্, অন্তিমে এখন
শুভ্র যশোলাভ; এবে আদেশিল তাঁর,
বিনাশিতে বীরদর্পে বিপক্ষ সেনায়।
আতঙ্কে পূরাণ দেব হেক্টরের মন;
উঠি' রথে ট্রয়-রবি করে পলায়ন।
যোভ্-শিক্যা, ট্রোজানের গুরুভাগ্যভরে
ঝুলিল, হেরিয়া বীর কাঁপে থরথরে।
এইবার নিপতিত ভূপেরে ত্যজিয়া,
নির্জ্জীত লিসীয় সেনা যায় পলাইয়া।
অসংখ্য প্রবীর দল পড়ে স্তূপাকারে;
বেষ্টিত চৌদিক যেন শবের প্রাকারে।
যোভের নির্ব্বন্ধ ইহা। গ্রীক্ অতঃপর,
হরে বিবাদের হেতু সে সজ্জা সুন্দর।
বীর পেট্রোক্লস্ তরী করে দীপ্যমান,
হত ভূপ-অস্ত্র-শস্ত্র-বর্ম্ম-শিরস্ত্রাণ।

স্বর্ণ সিংহাসনাসীন, শিখরী উপরে
কুলিশ-ধারণ যোভ্, কহে দিবাকরে ;
ফিবস্ ! ফ্রিজীয়ক্ষেত্রে উত্তরি' ত্বরিত,
হত সার্পিডন্ বীরে কর অপসৃত।
ধূলি-ধূসরিত অঙ্গ, দূষিত রুধিরে,
কর ধৌত স্ফটিকের সম স্বচ্ছ নীরে।
স্বর্গীয় সুগন্ধি তাঁর সর্ব্বাঙ্গে ছড়াও ;
দিব্য আভরণে দেহ ত্বরিত সাজাও।
সাধিয়া এ সব কার্য্য, সে কায়া তপন !
স্বপন, মরণ দোঁহা করিও অর্পণ।
আত্মীয় নিকরে তাঁরা সে শরীর দিবে ;
দাহ করি' বন্ধুগণ স্তম্ভ বিরচিবে।
মৃত্যু পরে লভে যাহা মানব নশ্বর,
এই সেই বৃথা মান্য, নাহি অন্যতর।
এপলো বিনীতভাবে শির নোঙাইয়া,
চলে রণস্থলে, ইডা শিখরী ত্যজিয়া ;
অতঃপর মেঘজালে আবরিয়া বীরে,
রাখে ত্বরা সিমইস্-তটিনীর তীরে।
সর্ব্ব অঙ্গ ধৌত করি' সলিলে তথায়,
দিব্য পরিচ্ছদ দেব শবেরে পরায় ;
অনন্তর সঞ্জিবনী শিশির ছিটায়ে,
জীবিতের সমকান্তি দিল শুষ্ক কায়ে।
অতঃপর ভ্রাতৃদ্বয়, স্বপন, মরণ,
অতি দ্রুতগামী কিন্তু নিঃশব্দ গমন,
ল'য়ে হত সার্পিডনে, রবির আদেশে,
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল লিসিয়া প্রদেশে।

বান্ধব নিকরে উভে দিল সে শরীরে ;
করে প্রেতকৃত্য তাঁরা তিতি' অশ্রুনীরে।
　　হেথা বীর পেট্রাক্লস্ রণস্থল'পরি,
ধায় বায়ুবেগে অশ্বরশ্মি শ্লথ করি' ;
ট্রোজান্-লিসীয়গণে করে আক্রমণ,
না জানিয়া মনোজ্ঞানে নিকটে শমন।
না ভাব দর্পী যুবক ! বিধাতার খেলা,
মাতি' দর্পে বন্ধুবাক্যে কর অবহেলা !
সেই সর্ব্বশক্তিমান্, স্বর্গ-অধিপতি
হরেন দর্পীর দর্প, বলীর শকতি ;
সে ঈশ্বর, বিশ্ব বদ্ধ বিধানে যাঁহার,
প্রেরিছেন তোমা আজি ত্যজিতে সংসার।
　　অগ্রে তব করে বীর ! মরে কোন্ জন,
সর্ব্ব শেষে যায় কেবা শমন-ভবন,
যবে ঈশ খ্যাতি বৃদ্ধি করিতে তোমার,
বহু প্রবীরের আয়ু করেন সংহার ?
আগে এড্রেষ্টস্, অটোনাউস্ তৎপরে,
পরে ইচিক্লস্, শেষে সেমিগাস্ মরে।
পড়িল মিলানিপস্, বীর এপিষ্টর্।
ইলেসস্, মুলিয়স্ মরে অতঃপর।
মহাবল পিলার্টিস্ কালপুরে যায়,
অবশিষ্ট যোধকুল আতঙ্কে পলায়।
　　বীর্য্যে তাঁর ট্রয়সেনা যে'ত ছারখার,
রক্ষিছে ফিবস্ কিন্তু নগর-প্রাকার।
তিনবার পেট্রোক্লস্ আঘাতিল দ্বারে ;
ইজিস্ নাড়িয়া রবি নিবারিল তাঁরে।

চতুর্থ আঘাত-কালে কাঁপায়ে গগন,
মেঘ হ'তে দৈববাণী করিল গর্জ্জন,—
ক্ষান্ত হও পেট্রোক্লস্ ! এ দৃঢ় প্রাকার,
দেবের রক্ষিত; বৃথা প্রয়াস তোমার।
অক্ষম বান্ধব তব, তুমি তুচ্ছ নর ;
কি সাধ্য সে একিলিস্ ধ্বংসে এ নগর।
এত কহে, বজ্র যাঁর আকাশ কাঁপায়।
চমকিয়া গ্রীক্ বীর পশ্চাতে পিছায়।
থামায়ে স্কিয়ার দ্বারে তুরঙ্গ নিকরে,
প্রবীর হেক্টর মনে আন্দোলন করে,
যুঝিব কি পুনর্ব্বার বিপক্ষের সনে,
অথবা পশিব পুরে ল'য়ে সেনাগণে ?
হেন কালে পার্শ্বে তাঁর ফিবস্ দাঁড়ায়,
ভূপ এসিয়স্‌সম ধরি' নিজ কায়,
(হেকুবার ভ্রাতা, ডিমাসের বংশধর,
উদ্ধত, নির্ভীক, যুবা, সুযোদ্ধা, সুন্দর) ;
কহে নররূপী দেব, কি লজ্জার কথা,
বিরত হেক্টর রণে, বীর মহারথা !
এ ভুজে থাকিত যদি বল তব সম,
জানাইত অরি-বীর্য্য এই ভল্ল সম।
ফের বীর, খ্যাতি-ক্ষেত্রে চলহ অচিরে ;
ধৌত কর লজ্জা পেট্রোক্লসের রুধিরে।
সাহায্যিতে পারে তোমা এপলো মহান ;
তব হস্তে মৃত্যু তার, বিধির বিধান।
এতেক কহিয়া দেব, দ্রুত পাদচারে,
মিশান ত্বরিত ঘোর সংগ্রাম মাঝারে।

কুমার চালা'তে রথ কহে সিব্রিয়নে ;
বাজে কশা, অশ্ব ছুটে সমীর-গমনে।
দিনকর, গ্রীক্‌মনে সমর্পিয়া ভয়,
করিলেন, দৃঢ় যত ট্রোজান্-হৃদয়।
রণ-আশে পেট্রোক্লস্ ভূমে অবতরে,
বাম হস্তে বর্শা, শিলা শোভে ডান করে ;
রোষে অরিপানে নিক্ষেপিল বীরবর,
সূচাগ্র, অসমতল প্রকাণ্ড প্রস্তর ;
করে বিচূর্ণিত সিব্রিয়নের মস্তক,
প্রায়ামের উপপত্নী-জাত এ যুবক।
ভাঙ্গিল দৃঢ় ললাট নিঠুর আঘাতে ;
যুগল অক্ষিগোলক পড়িল ধরাতে।
অভাগা সারথি, করে রশ্মি শোভা পায়,
প্রাণহীন, রথচ্যুত, ধূলাতে লুঠায়।
অনিচ্ছায় চলে আত্মা কাল-নিকেতন ;
কহে উপহাসি' হন্তা হেরিয়া পতন ;
আহা কি কৌশল সূত প্রকাশে এখন !'
রথ-চঞ্চালনে কত দক্ষ শত্রুগণ !
দেখ, অনায়াসে কিবা সাঁতারে বালিতে !
বীরত্ব ওদের হায় ! কেবল মাটিতে !
হরিতে হতের সাজ বেগে অতঃপর,
ধায় দর্পভরে পেট্রোক্লস্ বীরবর ;
যথা যবে অতি দর্পী দুর্জ্জয় কেশরী,
নাশে মেষপালে গিরিগুহা পরিহরি' ;
বিষময় শরে পরে জীবন হারায় ;
হেন সাহসের ত্বরা প্রতিফল পায়।

উলম্ফিয়া রথ হ'তে রথীন্দ্র হেক্টর,
রক্ষে সঞ্চালিয়া অস্ত্র সূত-কলেবর।

হত মৃগ তরে রণে মাতয়ে তেমতি,
মহাবলী সিংহযুগ ভীষণ মূরতি।

আক্রমে কুরঙ্গে ক্রোধে, ক্ষুধার্ত্ত উভয় ;
গভীর গর্জ্জনে বন প্রকম্পিত হয়।
সবলে হেক্টর সূত-শিরঃ ধরি' টানে ;
আকর্ষিছে পেট্রোক্লস্ ধরিয়া চরণে।

চৌদিকে সমরিকুল মাতিল সমরে ;
পলাইছে কেহ, কেহ মারে, কেহ মরে।
শিখরীর প্রতিঘাতে তেমতি সমীর,
নিবীড় বিপিন মাঝে গরজে গভীর।

পত্র বৃক্ষ শাখা উড়ে সে বিষম ঝড়ে ;
স্থূল বজ্রসার মহীরুহ মড়মড়ে ;
মহাশব্দে আন্দোলিত হয় সে কানন ;
যুগপৎ ধরাশায়ী মহাবৃক্ষগণ।

সেইরূপ মহাশব্দে, মহাক্রোধভরে,
সদর্পে উভয় সেনা গর্জ্জিছে সমরে।
কভু ভল্লমালা শূন্যে করিছে হুঙ্কার ;
কভু যুগপৎ বহু শিঞ্জিনী ঝঙ্কা'র।
ছুটে শিলা ; কোনটা বা পড়ে ক্ষেত্র 'পরে,
কোনটা বা শক্র-ঢাল প্রকম্পিত করে।
বহিছে সমর ঝড় আঁধারি' অঙ্গন ;
ভূগর্ভে প্রোথিত হয়ে মহাবীরগণ,
তুরঙ্গ-চালন-বিদ্যা হয় বিস্মরণ।

এবে সমুজ্জ্বল রথে দেব দিবাকর,
করিলেন অতিক্রম অর্দ্ধেক অম্বর;
পড়ে অস্ত্রবৃষ্টি উভ বাহিনী উপরে,
সম ভাবে; বহু গেল শমন-নগরে;
কিন্তু যবে সিন্ধু'পরে বিরাজে তপন,
সমরে বিজয় লাভ করে গ্রীকগণ।
করি' জয়ধ্বনি তারা প্রফুল্ল অন্তর,
চলিল টানিয়া লয়ে শত্রু-কলেবর।
বীর পেট্রোক্লস্ এবে ক্রোধে পুনর্ব্বার,
পড়িল আস্ফালি' ঘোর বিপক্ষ মাঝার;
আক্রমে ত্রিবার, যেন আপনি রণেশ;
প্রতিবারে নয় বীরে নাশিল বীরেশ।
হেথা কীর্ত্তিশেষ তাঁর!' অদৃষ্ট হেথায়,
জীবনের শেষসূত্র ত্বরিত এলায়।
প্রবল এপলোদেব রোধে গতি তাঁর;
ডাকে মৃত্যু; পরমায়ু নিঃশেষ এবার।
দিবাকর মেঘ মাঝে ঢাকি' নিজ কায়;
পশ্চাৎ হইতে গুরু আঘাতে তাঁহায়।
সে ভীম প্রহারে শিরঃ হইল ঘূর্ণিত;
চক্ষুঃ স্রাবে অগ্নি; সংজ্ঞা হারা'য়ে ত্বরিত
নেহারে আঁধার বীর; শিরস্ত্রাণ তাঁর,
হয়ে চ্যুত, দূর ভূমে করিল ঝঙ্কার।
একিলিস্ প্রবীরের রম্য শিরঃসাজ,
ধূলায় প্রথম এই ধূসরিত আজ!
বহুকাল রণস্থল করিয়া উজ্জ্বল,
দেবীসুত-শিরোপরে শোভিত কেবল।

অর্পিল এ সজ্জা যোভ্, হেক্টরে এখন,
অল্প দিন তরে, তাঁরো নিকটে মরণ!

খসিল কাঁপিয়া বর্ষা; ঢাল সুবিস্তৃত
হ'ল করচ্যুত; কটিবন্ধ ভূপতিত।
পড়িল বিশাল রক্ষঃপাটা জ্যোতির্ম্ময়;
অবশ হইল অঙ্গ, কাঁপে শিরাচয়।
বিস্ময়ে দাঁড়ায় শূর মূঢ় জন সম;
ধরে সুরভুজ হেন বীর্য্য অনুপম!

ছিল ডার্ডানীয় যুবা খ্যাত চরাচরে,
পেন্থসের বংশী, উফর্বস্ নাম ধরে,
তুরঙ্গম-সঞ্চালনে দক্ষ অতিশয়,
পটু তিরন্দাজ, রণে সতত দুর্জ্জয়।
যদিও সমর-বিদ্যা শিখিছে সম্প্রতি,
বীর্য্যে তাঁর রথচ্যুত বিংশ মহারথী।
প্রথমে এ যুবা বর্ষা হানিয়া তাঁহারে,
বিন্ধে দেহ; অন্য কিছু করিবারে নারে;
বীর পেট্রোক্লস্-দর্প সহিতে নারিয়া,
সবলে সে বিদ্ধ বর্ষা তুলি' আকর্ষিয়া,
ত্বরা স্বপক্ষীয় মাঝে যায় পলাইয়া।
এইরূপে পেট্রোক্লস্ পরাভূত হ'য়ে,
দেবনর-করে, শঙ্কা পূরিত হৃদয়ে,
নিজ সেনাদল মাঝে বিফলে পলায়,
এড়াইতে সে নিয়তি, ঈশ অর্পে যায়!
বীরেন্দ্র হেক্টর হেরি' আহত প্রবীরে,
ধাবি' সেনা মধ্য দিয়া, আক্রমে অচিরে।

গ্রীক্‌বীর-অঙ্গে বর্ষা বাজিল বিষম ;
পড়ে যুবা, কাঁপে ধরা, ঝঙ্কারে বরম।
ডুখে ডুবে গ্রীক্ ; যত গ্রীসীয় জীবিত,
হইল নিহত যেন এ জন সহিত।
যথা মরুভূমি মাঝে উত্তাপ-তাপিত,
মিলয়ে ভীম কেশরী বরাহ সহিত,
শীতল নির্ঝরে ; দোঁহে জলপান তরে,
যুঝে রোষে ; দ্রংষ্টা বহি' রক্তধারা ঝরে।
অতঃপর জিনে যুদ্ধ মৃগেন্দ্র দুর্জ্জয় ;
বরাহ, পিপাসা প্রাণ ত্যজয়ে উভয়।
সেইরূপ পেট্রোক্লস্ করিয়া নিধন
বহু বীরে, ত্যজে পরে আপন জীবন।
হেক্টর্ নিরখি' তায় নিজ পদতলে,
এক দৃষ্টে হেরি' মুখ, দর্পভরে বলে ;—
থাক হেথা পেট্রোক্লস্ ! উল্লাস তোমার
ট্রয়রাজ্যধ্বংসে, হায় ! ফুরা'ল এবার ;
দহি'ত্র প্রদেশ, কত করেছিলে আশা,
শমিবে যুবতী-লাভে প্রণয়-পিপাসা।
মূঢ় নর ! সদা আমি রক্ষি এ নগরী,
সুন্দরী নিকর তব না হ'বে কিঙ্করী।
তব কলেবর হ'বে গৃধিনী-আহার ;
কি করিবে একিলিস্, কিবা সাধ্য তার ?
সেই দুষ্ট সখা তব, বিদায়-সময়,
অসম্ভব আজ্ঞা তোমা করেছে নিশ্চয়,
"ফিরনা, ফিরনা সখে ! (দিয়াছে বলিয়া)
হত হেক্টরের অস্ত্র বর্ম্ম না লইয়া।"
হারাইলে প্রাণ তুমি, সে বাক্য শুনিয়া।

স্থির নেত্রে জন্মশোধ নিরখি' অম্বরে,
ফেলি' দীর্ঘশ্বাস, যুবা কহে ক্ষীণস্বরে ;—
থাম গর্ব্বী ! দেব বলে করহ প্রত্যয় ;
এপলো যোভের কার্য্য, তব বীর্য্যে নয় !
সুরের এ কর্ম্ম, তুমি গর্ব্ব কর যা'য় ;
করিল অমর নিজে নিরস্ত্র আমায়।
তব সম বিংশ নর, ওরে দুরাশয় !
মম সহ ন্যায় যুদ্ধে মরিত নিশ্চয়।
প্রথমে ফিবস্ মোরে করিল প্রহার,
পরে উফর্বস্, শেষে বীরত্ব তোমার।
এবে শেষ বাক্য মম, শুনরে দুর্ম্মতি !
মম মুখে সুর তব ঘোষিছে নিয়তি ;
মম সম দশা তব হ'বে মূঢ়জন !
নিকটে আসিছে কাল ব্যাদানি' বদন।
দেখি, জীবনের প্রান্তে তুমি অবস্থিত,
নাশিছে তোমার এক্লিলিস্ কোপান্বিত।
অবসন্ন হ'ল বীর ; পরাণ পলায়,
(জড়পিণ্ড সম দেহ রহিল ধরায়,)
নির্জ্জন তিমিরময় কালের নগরে,
বিবস্ত্র বিকটমূর্ত্তি প্রেতরূপ ধ'রে।
নীরবে, নিশ্চলআঁখি প্রবীর হেক্টর,
হে'রি শব ক্ষণকাল, করিল উত্তর ;—
হেন ভবিষ্যৎবাণী, কি হেতু তোমার,
ঘোষিতেছে অনিশ্চিত নিয়তি আমার ?
কেন বা সে একিলিস্, হেক্টরের বাণে,
না মরিবে ? ঈশ্বরের ইচ্ছা কেবা জানে

বিষাদে এতেক কহি', স্থাপিয়া চরণ,
শত্রু-অঙ্গে, তুলি' বর্শা ক'রে আকর্ষণ,
ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপিল শব; ক্রোধে অতঃপর,
সারথিরে আক্রমণ করে বীরবর।
সুদক্ষ অটোমিডন্ অশ্ব চালাইয়া,
দ্রুতবেগে, দূরদেশে যায় পলাইয়া।
স্বর্গীয় তুরঙ্গযুগ ধায় বায়ুভরে।
দেবদেব অশ্বদ্বয়ে অর্পেছিল নরে।

ষোড়শ কাণ্ড সমাপ্ত।

সপ্তদশ কাণ্ড।

সপ্তম যুদ্ধ, পেট্রোক্লসের দেহের নিমিত্ত মেনিলসের শৌর্য্য।

বিষয়।

মেনিলস্ শত্রু-হস্ত হইতে পেট্রোক্লসের দেহ রক্ষা করেন। উফর্বস্ নিহত হ'ন। হেক্টরের আগমনে মেনিলস্ প্রথমে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, এজাক্সের সহিত পুনরাগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে তাড়িত করেন। পলায়মান হেক্টর্, গ্লকসের তিরস্কারে উত্তেজিত হইয়া, নিহত পেট্রোক্লসের বর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হন। গ্রীকেরা ভঙ্গ দিলে এজাক্স তাহাদিগকে একত্রিত করেন। ইনিয়স্ ও হেক্টর্, একিলিসের রথ আক্রমণ করিলে, অটোমিডন্ রথ লইয়া দূরে পলায়ন করেন। একিলিসের অশ্বদ্বয় পেট্রোক্লসের মৃত্যুতে আক্ষেপ করে। যোভ্‌দেব, পেট্রোক্লসের দেহ গাঢ় অন্ধকারে আবৃত করেন; এই ঘটনায় এজাক্স কাতরে প্রার্থনা করেন। পেট্রোক্লসের মৃত্যু-সংবাদ দিবার নিমিত্ত মেনিলস্, এন্টিলোকস্‌কে একিলিসের নিকট প্রেরণ করেন এবং যুদ্ধে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মেরিয়নিস্ ও এজাক্সের সাহায্যে অদ্ভুত বীর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক মৃতদেহ শিবিরে লইয়া যান।

(সময়—অষ্টবিংশ দিবসের সন্ধ্যাকাল। দৃশ্য—ট্রয়ের সমীপস্থ প্রাঙ্গণ।)

নিপতিত শব মাঝে পেট্রোক্লস্ বীর,
অরাতির প্রহরণে বিক্ষত-শরীর।
মহামতি মেনিলস্ ব্যথিত হইয়া,
রক্ষিতে সে দেহ, রোষে পড়ে লাফাইয়া,

তেমতি নবপ্রসূতী গাভী স্নেহ-ভরে,
সদ্যজাত শিশু বৎসে প্রদক্ষিণ করে,
ব্যগ্রভাবে, (যবে বৎস্য শায়িত, দুর্ব্বল,)
চারিদিকে পুনঃ পুনঃ ভ্রময়ে কেবল।
রোষে অরিগণে ভূপ অমিত-বিক্রম ;
দাপে ঢাল, বর্ষা ঝকে ক্ষণপ্রভাসম।
অস্ত্রক্ষেপ-সুনিপুণ পেন্থস্-তনয়,
নিরখিয়া হত বীরে উপহাসি' কয় ;—
এই হস্ত মেনিলস্ ! পেট্রোক্লসে নাশে ;
ক্ষান্ত হও যোধ ! বৃথা মত্ত রণ-আশে।
ত্যজ হত বীর-দেহ—মম বীর্য্য ফল ;
পলাও জীবন ল'য়ে, বৃথা বাহুবল !
এত কহে ট্রয়যোধ। স্পার্টার ঈশ্বর,
কোপদগ্ধ, ঘৃণাভরে করিল উত্তর ;—
হাসিছ না তুমি যোভ ! স্বর্ণাসন 'পর,
অপরের কার্য্যে যবে গর্ব্ব করে নর ?
হেন গর্ব্ব নাহি করে কেশরী কখন,
কিংবা মহাবলশালী শার্দ্দূল ভীষণ,
অথবা বন্য বরাহ (ভীতি কাননের,)।
দর্প করে নর মাত্র বৃথা সামর্থ্যের !
পেন্থসের পুত্রগণ, সবার উপর,
প্রকাশয়ে অহঙ্কার মনুষ্য ভিতর ;
তথাপি হিপেরিনরে, সোদর উপহার,
পাঠায়েছি অল্প দিন, শমন-আগার।
বৃথা অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে সে দুর্ম্মতি,
আসিল যুঝিতে, ফল পাইল তেমতি।

রঞ্জিত বালুকা 'পরে হেরেছি তাহায়,
ত্যজিতে জনমশোধ, জনক-প্রিয়ায়।
হ'বে তার দশা তব, নির্ব্বোধ যুবক!
যাও ভ্রাতৃপাশে, যথা ষ্টিগীয় নরক;
কিংবা কর পলায়ন প্রাণরক্ষা তরে;
না বুঝি' বলীর বল মূঢ় জন মরে।
ক্রোধে কহে য়ুফর্বস্, জানা যা'বে বল;
এস, লভ এবে মম ভ্রাতৃবধ-ফল।
পিতা মম, অভাগিনী ভ্রাতৃবধূ আর,
যৌবনে বিধবা, চাহে মস্তক তোমার।
অর্পি' তব অস্ত্র বর্ম্ম, শিরস্ত্র উজল,
শান্তনিব দোঁহাকার সন্তাপ-অনল।
ধর অস্ত্র, কালক্ষেপে নাহি ফল আর;
বজ্রপাণি বলবীর্য্য করিবে বিচার।
এত কহি' ত্বরা ভল্ল ত্যজে যোদ্ধৃবর;
বাজিয়া সে তীব্র শস্ত্র শক্র-ঢালোপর,
হ'য়ে বিকুণ্ঠিত, বেগে পড়িল ধরাতে।
আটরাইডিস্ এবে প্রস্তুত আঘাতে।
ভীষণ নারাচ তাঁর বিফলে না ধায়;
বিন্ধি' স্থূল গ্রীবা, ভূমে নিপাতিল তাঁয়।
সুবিস্তৃত ক্ষতচিহ্ন আবির্ভূত হয়;
বিলুণ্ঠিত যুবাযোধ, বাজে অস্ত্রচয়।
কেশগুচ্ছ-শ্রেণী তাঁর অতি সুশোভন,
পরিতে গরব যাহা ভাবে গ্রীক্‌গণ,
মণ্ডিত কনকে, নানা রত্ন শোভে তায়,
ধূলিময়, রক্তমাখা গড়াগড়ি যায়!

যথা শিশু শিশুতরু, সুচারু কাননে,
সতত হরিৎবর্ণ নির্ঝর-সেচনে,
উত্তোলি' সুন্দর শির কুসুম শোভিত,
মৃদুল বায়ু-হিল্লোলে হয় আন্দোলিত;
হেন কালে প্রভঞ্জন ঘন গরজিয়া,
আক্রমিল তায়, ক্রোধে বন কাঁপাইয়া।
কোমল তরুণ তরু হ'য়ে উৎপাটিত,
বিবর্ণ মাধুরীশূন্য, ভূমে বিলুণ্ঠিত;
যুবাবর য়ুফর্বস্ লুঠায় তেমতি;
হরে রম্য সজ্জা তাঁর স্পার্টা-অধিপতি।
জয়োদ্ধত উচ্চশিরা জেতারে হেরিয়া,
আতঙ্কে ট্রোজান্, সেনা যায় পলাইয়া;
পলায় তেমতি দেখি' সিংহ মহাবল,
কুক্কুর নিকর সহ রাখালের দল;
নিরখে যখন তারা, বৃষে বিনাশিয়া,
করে রক্তপান হরি ঘন গরজিয়া।
শঙ্কায় বিবর্ণ সবে পলায় অব্যাজে;
করি' ঘোর কোলাহল উপত্যকা বাজে।
এপলো নিরখি' আর্দ্র হয়ে করুণায়,
উদ্ধারিতে হত বীরে হেক্টরে পাঠায়,
(মেণ্টিসের মূর্ত্তি ধরি', যতনে যে জন
অজ্ঞ সিকোনীয়গণে শিখাইল রণ।)
ক্ষান্ত হও, (কহে দেব) বৃথা অনুসৃতে,
দিব্য একিলিস্-অশ্ব দুর্লভ মহীতে।
তা' সবায় দমিবারে নাহি পারে নর,
পারে মাত্র একিলিস্ মানব প্রবর!

বহুক্ষণ তুমি মিছা পাইছ প্রয়াস,
ফের এবে, দেখ য়ুফর্বসের বিনাশ ;
হত স্পার্টাপতি-করে ! যে বহ্নি মহান্
দগ্ধ করে বহু, এবে হয়েছে নির্ব্বাণ !

এতেক কহিয়া তাঁয় এপলো অমর,
মিশাইল বায়ুবেগে সমরি-ভিতর ।
তীব্র শেল সম হেন বচন তাঁহার,
বিন্ধে হেক্টরের হৃদে ; বীরেন্দ্র এবার,
চাহে চারি ভিতে ব্যগ্রে ; হেরিল তখনি,
লুণ্ঠিত যুবক-দেহ রঞ্জিছে ধরণী,
(ক্ষতস্থানে রক্ত-ধারা ঝরে দরদরে,)
শোভে তাঁর দীপ্ত সাজ হন্তারক-করে ।
সেনামধ্য দিয়া দ্রুত ধায় বীরবর,
বজ্রনাদসম স্বরে বিদারি' অম্বর ।
ভল্কান্-প্রেরিত বহ্নি সম সে নিস্বন,
মুহূর্ত্তে জ্বালিল যত সমরীর মন ।
আটরাইডিস্ বীর শুনি' সে আরাব,
গণি' পরমাদ, প্রকাশিল মনোভাব ;

ত্য'জব কি পেট্রোক্লসে ভূতলে শায়িত,
অকালে, আমারি তরে কাল-কবলিত ?
দিব কি স্মরণ-চিহ্ন সজ্জা অরিগণে,
অথবা বুঝিব একা হেক্টরের সনে ?
অরিবীর, ঈশ্বরের অনুগ্রহ-বলে,
ধরে সুরবল ভুজে, অজেয় ভূতলে ।
ক্ষম গ্রীস্ ! মোরে, যদি রণ ত্যজি' যাই,
না ডরি হেক্টরে আমি, দিবেশে ডরাই ।

তথাপি যদ্যপি শুনি এজাক্সের স্বর,
না পারে ত্রাসিতে মোরে নর বা অমর;
তা হ'লে যুঝিয়া পুনঃ ত্যজি' ভয়লেশ,
পেট্রোক্লস্ প্রবীরের যাহা অবশেষ,
সমর্পিব একিলিসে! বলিবারে আর
নাহি কাল; শত্রুসেনা করে হুহুঙ্কার;
অতীব ভীষণ দৃশ্য!—সম্মুখে হেক্টর।
ফেলি' দীর্ঘশ্বাস নৃপ ত্যজিল সমর।
যথা সিংহ বিতাড়িত কোলাহল-শরে,
ধীরে অনিচ্ছায় মেষশালা পরিহরে;
পলায় কেশরী বটে; কিন্তু অনিবার,
ফিরিয়া আরক্তনেত্রে দেখে চারিধার।
স্পার্টার বাহিনীমাঝে ভূপ প্রবেশিয়া,
নব বলে বলী হ'য়ে দাঁড়ান ফিরিয়া;
নিরখিয়া বীরগণে ব্যগ্রভাবে অতি,
নরদেব এজাক্সেরে চিনিল ভূপতি;
বামভাগে অরিত্রাস শূর অবস্থিত,
ভীম বর্ম্মধারী, অঙ্গ রুধিরে রঞ্জিত।
যুঝিছে সে স্থলে রথী, যথা দিবাকর
কাঁপাইছে আতঙ্কেতে সবার অন্তর।
কহিল ভূপাল তাঁয়; হে এজাক্স বীর!
এস ত্বরা, রক্ষ পেট্রোক্লসের শরীর।
দেবী-পুত্র একিলিসে সে কায়া-অর্পণ
অবশ্য উচিত; অন্য বিফল এখন!
উলঙ্গ বর্ম্মহীন সে শূর শয়ান;
হরিয়াছে সজ্জা তাঁর হেক্টর্ মহান্।

হেন বাক্যে রুষে রথী। উভয়ে এবার,
প্রবেশিল বীরদর্পে বিপক্ষ মাঝার।
এদিকে হেক্টর্ ল'য়ে হত যুবাবরে,
অভিলষে সমর্পিতে মাংসাসি-নিকরে;
কিন্তু এবে এজাক্সের হেরি' আগমন,
আরোহিয়া রথে ত্বরা করে পলায়ন।
জয়-চিহ্ন, শত্রু-সাজ ল'য়ে সেনাদল
চলে ট্রয়ে, ঘোষিবারে কুমারের বল।
প্রবীর এজাক্স এবে (ঢাল বিস্তারিয়া)
রক্ষে হতশূর-দেহ যত্নে আবরিয়া;
কভু বা পশ্চাতে, সম্মুখেতে আরবার।
তেমতি নিবিড় ভীম অরণ্য-মাঝার,
শিশু শাবকের সিংহী ভ্রমে চারি ভিতে,
প্রবেষ্টিত আততায়িগণে নিবারিতে;
প্রকাশে ভীম বিক্রম মহাক্রোধভরে;
কুঞ্চিত ভ্রূযুগ্ম ঝুলে দীপ্ত আঁখি 'পরে।
অবস্থিত পার্শ্বে তাঁর, স্পার্টাঅধিপতি
অভিলষে প্রতিহিংসা ক্ষোভযুত অতি।
লিসিয়ার সেনাপতি গ্লকস্ ভীষণ,
তর্জ্জিয়া হেক্টরে কহে হেরি' পলায়ন;—
এবে সে হেক্টর্ আর হেক্টর্ কোথায়?
দেহ বীরসম, নাহি পৌরুষ উহায়!
এই কিহে বীরবর! বীরত্ব এখন?
গুণহীন বীরনামে কিবা প্রয়োজন!
ত্যজিলে সমর যদি, ভাবহ উপায়,
কিরূপে রক্ষিবে তব ট্রয় ধ্বংসপ্রায়।

ইলিয়ন্-রক্ষা নির্ভরিছে-তব করে;
না করিও আশা এবে বিদেশীর 'পরে।
বৃথা শূন্যগর্ভ গর্ব্ব! লিসীয়ানগণ,
মরিবে কি, যা' সবায় করিলে বর্জ্জন?
তব' পরে অকৃতজ্ঞ! কি ভরসা আর?
সহকারী সার্পিডন্ প্রমাণ তাহার।
কেন বা স্রাবিবে রক্ত মম সেনাগণ,
শত্রু-হস্তে সার্পিডনে অর্পিলে যখন?
ট্রয় তরে দিল ভূপ প্রাণ আপনার,
করিলে শরীর তাঁর গৃধিনী-আহার!
আছয়ে যতেক যোধ অধীনে তোমার,
ফিরুক এখনি, ট্রয় হ'ক ছারখার।
দেবের প্রসাদে যদি জ্বলে এইক্ষণে,
বীর্য্যবহ্নি, একমাত্র ট্রোজানের মনে,
(সেইরূপ, জ্বলে যাহা হৃদয়ে সবার,
স্বদেশের তরে যারা ধরে তরবার;)
তা হ'লে পুনশ্চ মোরা যুঝি দর্পভরে;
পশি ল'য়ে শত্রু-শব ট্রয়ের নগরে।
হায়! যদি পেট্রোক্লস হ'ত মোসবার
পারিতাম সার্পিডনে করিতে উদ্ধার!
একিলিস্ মিত্রে গ্রীক্ ল'য়ে বিনিময়,
অধিকৃত সার্পিডনে অর্পিত নিশ্চয়।
বৃথা বাক্য! যদি আসে এজাক্স্ এখন,
আতঙ্কে হেক্টর রথী হ'বে বিচেতন!
দাঁড়া'তে সম্মুখে তাঁর তব সাধ্য নাই,
গণি' মনে পরমাদ পালাইছ ভাই।

ট্রয়রবি, নিরখিয়া আরক্ত নয়নে,
লিসীয় নেতায়, কহে গম্ভীর বচনে ;—
হইল কি হেক্টরের শুনিতে এবার,
হেন বীরমুখে বাক্য! হেন তিরস্কার ?
আছিল বিশ্বাস মম, তুমি বুদ্ধিমান ;
কিন্তু নাহি করে জ্ঞানী হেন অপমান।
ডরি কি এজাক্সে আমি ? ত্যজিনু স্বদলে
অসত্য এ বাক্য প্রমাণিব বাহুবলে।
ভীষণ সমরে আমি উল্লাসেতে ভাসি,
শুনিতে রথ-নির্ঘোষ সদা ভালবাসি ;
কিন্তু সে যোভের ইচ্ছা অলঙ্ঘ্য সতত,
সাহসী চকিত হয়, বীর বুদ্ধিহত ;
এই তিনি দেন নরে গৌরব অপার,
মুহূর্ত্তে জেতার যশঃ হরেন আবার !
এস, সেনা মধ্য দিঁয়া চল ত্বরা করি',
সাক্ষী তুমি বীর! যদি রণে আজি ডরি !
দেখা যা'বে কোন্ গ্রীক্ না ডরে হেক্টরে,
কিংবা কোন্ বীর সেই শব রক্ষা করে।
ফিরি' সেনা পানে শূর কহে অতঃপর ;—
ট্রোজান্ ! ডার্ডান্ ! ওহে লিসীয় নিকর !
করহ তেমন কার্য্য, নামেতে যেমন,
রাখহ স্মরণ সেই যশঃ পূর্ব্বতন।
পরিবে হেক্টর্ একিলিসের বরম,
ছিঁড়ি' সখা-অঙ্গ হ'তে, প্রকাশি' বিক্রম।
এত কহি' চলে দ্রুত প্রবীর দুর্জ্জয়,
(শিরস্ত্রে অসিত শিখা প্রকম্পিত হয়।)

কিছু দূর গিয়া বীর হেরিল নয়নে,
শত্রু-সজ্জা ল'য়ে সেনা চলে ইলিয়নে,
নাতিদূরে ক্ষেত্র 'পরে ; হয়ে উল্লাসিত
দ্রুতপদে তা'সবার হন সন্নিহিত।
নিজ সজ্জা ট্রয়রবি খুলিল ত্বরায় ;
ল'য়ে তাহা সৈন্যগণ ট্রয়মাঝে যায়।
দীপ্ত বর্ম্ম রথিশ্রেষ্ঠ পরিল এবার,
অমর-রচিত, দেবদত্ত উপহার ;
অর্পিলেন একিলিসে, পিলুস্ নৃবর,
অর্পে ছিল পিলুসেরে প্রথমে অমর।
বহু দিন একিলিস্ পরিবারে নারে,
পিতৃআয়ুঃ নাহি দিল বিধাতা তাঁহারে !
এইরূপে বীরবর সাজি' দীপ্ত সাজে,
মহাদর্পে ভ্রমে রঙ্গে, রণাঙ্গণ মাঝে ;
দূর হ'তে বজ্রধর নিরখিয়া তাঁয়,
ভাবেন অদৃষ্ট-ফল আর্দ্র করুণায়।
মনোদুখে দেবরাজ শিরঃ সঞ্চালিয়া,
কহিলেন ; অলিম্পস্ উঠিল কাঁপিয়া ;
হায় ! হতভাগ্য ! নাহি জ্ঞান পরিণাম !
ক্ষণস্থায়ী তুমি, ভাগ্যদেবী তোমা বাম !
স্বর্গীয় বরমে তুমি হইয়া সজ্জিত,
অবস্থিত, শত্রুকুল হেরি' চমকিত,
যথা হেরি' একিলিসে ! বধিয়াছ হায় !
একিলিস্ প্রবীরের প্রাণের সখায়।
হত বীর হ'তে এবে নিলে সে বরম,
এককালে পরে যাহা রথী নরোত্তম।

বাঁচ তবু! দিনু আয়ুঃ একদিন আর,
লভ খ্যাতি ক্ষণ; ত্বরা নিপাত তোমার।
ঘরে এণ্ড্রোমেকি ধনী আর না আসিয়া,
ল’য়ে যাবে তোমা গৃহে, উল্লাসে ভাসিয়া;
তব ক্লান্ত অঙ্গ হ’তে না খুলিবে আর,
পেলিডিস্ প্রবীরের দীপ্ত বাণবার!

এত কহি’ করি’ দেব শিরঃপ্রকম্পন,
করিলেন দৃঢ় মুখ-নিঃসৃত বচন।
সে প্রদীপ্ত দিব্য সজ্জা, (যোভের আজ্ঞায়)
বসিল সুন্দররূপে হেক্টরের গায়।
সুরের প্রসাদে শূর নব বল ধরে,
সহসা বীরত্ব সর্ব্ব শিরাতে সঞ্চরে।
বেগে ধমনীতে রক্ত প্রবাহিত হয়;
হৃদে তাঁর বসে মার্স্ রণেশ ডুর্জ্জয়।
হুঙ্কারি’ বিকট দ্রুত ভ্রমে বীরবর,
যেন একিলিস্ রথী, অথবা অমর।
উৎসাহে পর্য্যায়ে শূর, মেস্থিস্, গ্লকসে,
মিডন্, ফোর্সিস্, ক্রোমিয়স্, হিপোথসে;
রুষিল থার্সিলোকস্ সমরে দুর্ব্বার;
মাতিল অস্টারোফুস্ এ বাক্যে তাঁহার,
ভাবীবাদী মহাজ্ঞানী ইনোমস্ আর।

শুন ওহে বীরবৃন্দ! শুনহ বচন,
নিকটস্থ, দূরবাসী যোধ অগণন!
না করি আহ্বান হেথা তোমা সবাকারে,
বিপুল সংখ্যার মাত্র গর্ব্ব করিবারে।

এসেছ সমরে সবে ; কর পরাজয়
ভীম অরি, ট্রয়রাজ্য করিতে নির্ভয়।
ভুঞ্জিতেছ একারণ মোসবার ধন,
ট্রয়ের সে রাজকোষ নিঃশেষ এখন।
যুদ্ধ জয় কিংবা মৃত্যু পণ্ কর আজ ;
দেহপাত কিংবা জয় সমরের কাজ।
পেট্রোক্লসে অধিকার করিবে যে জন,
যে জন আনিবে তারে করি' আকর্ষণ,
হেক্টরের সম যশঃ নিশ্চয় তাঁহার ;
লভিবে এ সজ্জা, পাত্র হইবে পূজার।
হেন বাক্যে যোধকুল পরিহরি' ডর,
মিলিল সদর্পে, তুলি' নারাচ প্রখর।
রোষে গ্রীকগণে সবে করে আক্রমণ ;
এজাক্সে জিনিতে বাঞ্ছা করে প্রতি জন।
বৃথা বাঞ্ছা! কত যোধ যা'বে যম-ঘরে!
হত হ'বে কত বীর সে দেহের তরে!
এজাক্স হেরিয়া দূরে অরাতি নিকরে,
ভীম প্রভঞ্জনসম, কহে সহচরে ;—
হায়! সখে! উপনীত বিপদ দুর্ব্বার ;
ফুরাইল বুঝি নরলীলা মোসবার!
রোধিতে ও শক্র সাধ্য মোসবার নয়,
হত বীর গৃধ্রভক্ষ্য হইল নিশ্চয়!
নির্জ্জিত হইব দোঁহে ; কালের কবলে,
তুমি, আমি, কিংবা সখে! পড়িবে সকলে।
দেখ ভীম ব্যাতাসম আসিছে হেক্টর,
গর্জ্জে বজ্র যেন মোসবার শিরোপর!

আহ্বান গ্রীসীয়ে ত্বরা, যদি কোন জন
শুনে তব বাক্য; আজি দুর্দ্দিন ভীষণ!
হেন বাক্যে বীরবর আহ্বানে কাতরে
উচ্চরবে; রণস্থল প্রতিধ্বনি করে।
ওহে ভূপবৃন্দ! সদা তোমাদের 'পর
নরের রক্ষণ; যশঃ অর্পেন ঈশ্বর!
আটরাইডিস্‌দ্বয় পূজে যাঁসবায়,
দীক্ষিত রক্ষিতে যাঁরা আর্গিভ্-সেনায়,
দূরে থাকি' যাঁরা মম শুনিছ বচন,
অথবা এস্থলে যাঁরা না আছ এখন,
এস ত্বরা সবে। অস্ত্র ধরি' প্রাণপণে
রক্ষ পেট্রোক্লস্-দেহ জিনি' শত্রুগণে।
অইলীয় এজাক্স্ আগে মানি' এ বচন,
দ্রুতপদে মহাক্রোধে করে আগমন।
আসে ধীরে ধীরে ইডোমিনুস্ স্থবির,
রোষ-রক্তআঁখি মেরিয়ন্ মহাবীর।
আসিল যতেক যোধ, কে পারে বর্ণিতে?
সকলেই গ্রীক্, ব্যগ্র গৌরব লভিতে।
মহাদর্পে আক্রমিল বীরেন্দ্র হেক্টর্;
হুঙ্কারে পশ্চাতে তাঁর ট্রোজান নিকর।
যথা যবে সাগরের প্রবল তরঙ্গ,
সিন্ধুগা-লহরী সঙ্গে করে ভীম রঙ্গ,
অতি দ্রুতগামী স্রোত থামিয়া দাঁড়ায়;
দর্পে সিন্ধু ফেনরাশি চৌদিকে ছড়ায়।
চীৎকারি' সমুদ্রকান্তা কাঁপে থরথরে;
দূরস্থ শিখরি-শ্রেণী প্রতিধ্বনি করে।

সমদর্পে ভরে যত একীয় মহান,
করে ঢাল, বৃত্তাকারে করে অবস্থান ।
যোভ্‌দেব অকস্মাৎ প্রেরিয়া তিমির,
আবরিল এবে যত যোধের শরীর ।
হত বীর, যাঁর তরে যুঝে বীরগণ,
আছিল সতত তাঁর কৃপার ভাজন ।
যতনে রক্ষেন ঈশ ভক্তের শরীর ;
না হইবে ভক্ষ্য কভু শ্বাপদ-পক্ষীর ।
প্রথমে পরাস্ত হয়ে গ্রীক্ বীর সব
দিল ভঙ্গ ; ট্রয় সেনা ধরিল সে শব ।
আসে দর্পে পুনঃ তারা, ফিরিল এবার,
নির্ভীক এজাক্স্, টেলামনের কুমার,
(প্রথম পিলুস্-পুত্র, দ্বিতীয় এ জন,
সৌন্দর্য্য অনুপ বীর্য্য, গৌরব কারণ ।)
করে বীর ছিন্ন অগ্রবর্ত্তী অরিগণে ।
তেমতি ভীম বরাহ নিবিড় কাননে,
বাহিরিয়া অকস্মাৎ, মহাক্রোধ ভরে,
কুক্কুর শিকারিগণে বিত্রাসিত করে ।
লিথুস্-নন্দন, পেলাস্‌গস্ কুলোদ্ভব,
প্রবীর হিপোথাউস্ আকর্ষিল শব ;
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে নিহতের চরণ বিন্ধিয়া,
বাঁধে পদ, ক্ষত মাঝে দৃঢ় রজ্জু দিয়া ।
এ হেন ভীষণ কার্য্যে নিশ্চয় মরণ ;
এজাক্সের অস্ত্রে তাঁর হইল পতন ।
শিরস্ত্র তীব্র আঘাতে দ্বিখণ্ড হইল ;
অশ্বপুচ্ছ শিখাগুচ্ছ ভূতলে পড়িল ।

পড়িল প্রবীর ভূমে সংজ্ঞা হারাইয়া।
প্রবাহে মস্তিষ্ক বেগে ক্ষত স্থান দিয়া।
ত্যজি' পেট্রোক্লসে, তাঁর দেহের উপর,
শায়িত প্রবীর এবে শব-সহচর!
রহে যোধ, জন্মভূমি লরিসা ত্যজিয়া,
হেন দূরদেশে, পিতৃসেবা পাশরিয়া।
হায়! হতভাগ্য বীর, এ ভীম সমরে,
কৈশোরে হইল হত এজাক্সের করে!
এজাক্সের পানে ভল্ল হানিল হেক্টর।
হেরি' গ্রীক্, উড়ে অস্ত্র আকাশ উপর,
সরিয়া পাইল ত্রাণ। সে শস্ত্র ভীষণ,
ধরিল হৃদয়ে, ইফিটসের নন্দন,
মহাবল স্কিডিয়স্, ফোসীয় মাঝার,
অসম সাহসী, জ্ঞানী, গুণের আধার,
পেনোপি নগরে, যোদ্ধা হেতু পরিচিত,
বসি' বীর, চতুঃপার্শ্ব-প্রদেশ শাসিত।
ভেদিয়া পীবর গ্রীবা করি' রক্তপান,
শোভে উভ স্কন্ধ মাঝে সে ভীষণ বাণ।
পড়িল প্রবীরবর কাঁপা'য়ে ধরণী;
গুরুবর্ম্ম, অস্ত্রাবলী বাজিল ঝঞ্ঝনি'
রক্ষিবে হিপোথাউসে, ফোর্সিস্ যেমন,
উদরে হানিল বর্শা বীর টেলামন।
ভাঙ্গিল সুদৃঢ় বর্ম্ম বিকট প্রহারে,
তিতিল সমরভূমি রুধিরের ধারে।
মুমূর্ষু অভাগা বীর তীব্র যাতনায়,
ফেলি' ঘন ঘন শ্বাস, বিলুণ্ঠে ধূলায়।

এ দৃশ্যে পলায় ভয়ে ট্রোজান্ সমাজ।
সিংহনাদি' হরে গ্রীক্ হত শত্রু-সাজ।
এবে সুনিশ্চয় যত ট্রয়ের সমরী,
পলা'ত নগর মাঝে রণ পরিহরি';
বিজয়, গ্রিসীয়গণ লভিয়া এবার,
করিত ব্যাঘাত দিব-পতির ইচ্ছার;
ইনিয়সে উৎসাহিল ফিবস্ মহান,
ধরি' বপু, পেরিফস্ স্থবির সমান,
(অতি বৃদ্ধ দূত, এঙ্কিসিসের সভায়,
মহামান্যে নিজ দীর্ঘ জীবন কাটায়।)
কহিল স্থবির ;—কহ কি উপায়ে বীর !
রক্ষিবে এ ট্রয়, কোপে ত্রিদিব-পতির ?
ছিল পূর্ব্বে বীরকুল, যাঁরা বুদ্ধিবলে,
সাহসে, সংখ্যায় কিংবা সমর-কৌশলে,
যুঝি' প্রাণপণে বলী অরাতি সহিত,
রক্ষিতে স্বদেশ বাধ্য অমরে করিত ;
হায়রে ! তোমরা কিন্তু, যবে দিবেশ্বর
অর্পে জয়, অনুকূল ট্রয়ের উপর,
ঘোর বৈরিভাব প্রকাশিয়া পরস্পরে,
ধ্বংসিতে এ রাজ্য বাধ্য করিছ ঈশ্বরে !
হেরি' বৃদ্ধে ক্ষণ, ইনিয়স্ দুরজয়,
চিনি' ছদ্মবেশী দেবে, হেক্টরেরে কয় ;
কি লজ্জা ! মরিব মোরা তুচ্ছ ভয় তরে,
ত্যজিয়া সমর ধাই পশিতে নগরে !
অমর, (সামান্য নহে) আশ্বাসি' আমায়,
কহিল, জিনিব মোরা যোভের কৃপায়।

এত কহি' পশে বীর বিপক্ষ মাঝার।
ধাবিল সকল যোধ এ দৃষ্টান্তে তাঁর।
প্রথমে লিয়োক্রিটস্, ভীম ভল্লে তাঁর,
লিকোমিডি-সখা, গেল শমন-আগার;
ক্রোধে লিকোমিডি রথী মহাবলবান;
প্রতিহিংসা তরে করে নারাচ সন্ধান।
সে ভীষণ শস্ত্র ঘোর করিয়া হুঙ্কার,
পশে এপিসেয়নের হৃদয় মাঝার;
রম্য পিয়োনিয়া হ'তে করে আগমন,
এষ্টারোফুসের মাত্র দ্বিতীয় এজন।
পতন, এষ্টারোফুস্ নিরখি' নয়নে,
ক্রোধমত্ত, বৃথা আক্রমিল অরিগণে।
অসংখ্য গ্রিসীয় বীর শবেরে বেড়িয়া,
শ্রেণীবদ্ধ অগণন ঢাল বিস্তারিয়া,
উত্তোলি' নারাচমালা, সদর্পে দাঁড়ায়,
পিত্তল প্রাকার, কিংবা লৌহ বনপ্রায়!
নিরখি', তা সবে, ত্বরা এজাক্স্ ভীষণ,
সুকৌশলে বৃত্তাকারে করিল স্থাপন;
যুদ্ধ জয়, কিংবা মৃত্যু আদেশে সবায়
থাকি' একস্থানে; নিজে সম্মুখে দাঁড়ায়।
যুঝিছে অটলভাবে গ্রীক্ যোধচয়,
আঘাতে, আঘাত সহে; রক্তনদী বয়।
আহত হইল বহু গ্রীসীয় ট্রোজান;
শোভে মৃতদেহ-রাশি পর্ব্বত সমান।
প্রাণপণে, মহাদর্পে গ্রীক্ বীরগণ
দাঁড়া'য়ে নিশ্চল ভাবে, করিতেছে রণ।

যেন বাঁধিয়াছে যুদ্ধ অনলে অনলে,
পর্য্যায়ে নির্ব্বাণ হয়, পর্য্যায়েতে জ্বলে।
পূরিত সকল দিক তিমির ভীষণে;
মহাদ্যুতি চন্দ্র সূর্য্য উপগ্রহগণে,
বোধ হয় যেন লুপ্ত! দিবা তিরোহিত;
মধুর গগন-শোভা হ'ল অন্তর্হিত।
বেড়িল সে পেট্রোক্লসে এ হেন তিমির;
অন্য স্থানে দিবালোকে যুঝে যত বীর;
সর্ব্বত্র লক্ষিত হয় সুনীল আকাশ;
শিখরি-শিখরে নাহি বাষ্প-পরকাশ।
প্রখর তপনদেব বিস্তারে কিরণ;
দিবার আলোকে জ্বলে বিশাল গগন।
যুঝে যোধগণ ক্ষেত্র'পরে বিস্তারিয়া;
অবিরাম শরজাল ছুটিছে গর্জ্জিয়া;
কিন্তু পেট্রোক্লসে বেড়ি' আছয়ে তিমির;
তর্জ্জে মৃত্যু তথা, ধরাশায়ী বহু বীর।
এদিকে, পশ্চাতে নেষ্টরের পুত্রগণ,
ক্রোধভরে ভীম বর্ষা করি' প্রকম্পন,
যুঝে বিচক্ষণভাবে; পিলীয় নিকরে,
তরীতে নেষ্টর্ বৃদ্ধ হেন আজ্ঞা করে।
এরূপে সমর মাঝে গর্জ্জে ভ্রাতৃগণ,
নাহি জানে একিলিস্-সখার নিধন।
এখনও আহা! তারা করে অনুমান,
হরিছে সে যুবা বীর ট্রোজানের প্রাণ।
বেড়ি' শব বীর সব করে মহামার,
বিলুণ্ঠিত বহু যোধ অঙ্গন মাঝার।

অতি শ্রান্ত সবে ; ঘর্ম্ম রুধির ধূলায়,
জানুপদ সবাকার প্রপূরিত হায় !
বাড়িছে ঘন তিমির, পড়ে রক্তধার,
হত্যা যোধে হস্ত, আঁখি আঁধারে আঁধার।
যথা যবে বলশালী চর্ম্মকারগণ,
নিহত বৃষের চর্ম্ম করি' আকর্ষণ,
খুলে প্রাণপণে ; পরিশ্রমে না ডরায়,
বিদূষিত সর্ব্ব অঙ্গ শোণিত-বসায় ;
তেমতি সমরী সব চৌদিক বেষ্টিয়া,
আকর্ষিছে শবে, ঘর্ম্ম রুধিরে প্লাবিয়া।
সমদর্পে উভদল যুঝে প্রাণপণে,
লইতে সে দেহ পোতে, কিংবা ইলিয়নে।
অমরী পালাস্, যবে ক্রোধেতে কাতরা,
অথবা সে দেব, যাঁর কোপে জ্বলে ধরা,
এ দৃশ্য নিন্দিতে নারে ; গর্জ্জে হেন রণ
চারিদিকে ! যোদ্ধৃদেব ঘটান এমন।
নিজ পোতে একিলিস্ করে অবস্থিতি,
না জানিয়া এ ভীষণ দিনের দুর্গতি।
এখনও দেবীপুত্র, না ভাবিয়া মনে,
শায়িত সে পেট্রোক্লস্ ভূতল-শয়নে,
বিজয়ী বন্ধুর আগমন-প্রতীক্ষায়,
নানা মতে আয়োজন করেন বৃথায় ;
যদিও বিদিত তিনি ট্রয়ের সংহার,
না করে নির্ভর তাঁর করেতে সখার ;
তাঁরো নহে,—সে থিটিস্ প্রকাশে এমন ;
অবশিষ্ট কৃপা করি' রাখেন গোপন।

এখনো বেড়িয়া শব গর্জ্জিছে সমর ;
বীরগণ রক্তপাত করে পরস্পর।
ধিক্ সেই যোধে (কহে গ্রীক্ সেনাগণ)
পরিহরি' যুদ্ধ যেই করে পলায়ন !
আগে বসুন্ধরা দেবী ব্যাদানি' বদন,
সমগ্র গ্রিসীয়গণে করুন ভক্ষণ,
মরি আগে মোরা, তবে যেন শত্রু চয়,
ল'য়ে পেট্রোক্লসে, পারে ঘোষিতে বিজয় !
কহে তারা হেন। কহে ট্রোজান্ এবার ;—
অর্প জয় যোভ্ ! কিংবা করহ সংহার।
ঝঞ্জনিল অস্ত্রাবলী ; হুঙ্কার ভীষণ,
অশনি-নিস্বন সম, ফাটায় গগন।
হেথা' দূরদেশে, পরিহরি' রণরঙ্গ,
করে অবস্থান একিলিসের তুরঙ্গ।
নিরখি' নয়নে তারা রথীর বিনাশ,
অতীব বিষাদভরে ফেলে দীর্ঘশ্বাস।
প্রয়াস অটোমিডন পাইছে বৃথায়,
কশাঘাতি', রশ্মিটানি' চালা'তে দোঁহায় ;
না চলে হেলেস্‌পণ্টে অথবা সমরে,
রহে স্থির মর্ম্মভেদী বিষাদের ভরে ;
যথা গতিহীন গুরু সমাধি-মন্দির,
রচিত ভস্ম উপরে নর বা নারীর,
রহিল অটল ; কিংবা করে অবস্থান,
শুভ্র শিলা-বিনির্ম্মিত তুরঙ্গ সমান,
বীর-কীর্ত্তিস্তম্ভ 'পরে। অশ্রুবারিধার,
নীরবে বিশাল গণ্ড প্লাবিয়া দোঁহার,

তিতিছে মেদিনী। সেই কেশর সুন্দর,
খেলিত লহরী যাহা চারু গ্রীবা 'পর,
বিবর্ণ ধূসর এবে, ধূলাতে লুঠায়;
নিম্নমুখ দোঁহে, আহা! ক্ষোভে শিশু প্রায়।
নিরখি' দোঁহার দশা ব্যথিত হৃদয়ে
কহিলেন যোভ্ সম্বোধিয়া অশ্বদ্বয়ে;—
রে অসুখী স্বরগের তুরঙ্গ যুগল!
নহ জরামৃত্যুবশ, কিবা তায় ফল!
মর নরে তোমা দোঁহা করিনু প্রদান,
ভুঞ্জিতে কি দুঃখমাত্র নশ্বর সমান?
কত প্রাণী, ও অনিত্য বসুধা উপরে,
ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সদা বিচরণ করে,
কোন্ জীব, যারা ক্ষণ জীবিত কেবল,
মানব অপেক্ষা অন্ধ, দুখী ও দুর্ব্বল!
হ'লে হীন। কিন্তু ক্ষোভ কর পরিহার,
বহিতে প্রায়ামপুত্রে না হ'বে দোঁহার,
সমুজ্বল রথাসীন; হরিল সে জন,
দিব্য বর্ম্ম; অন্য ইচ্ছা না হ'বে পূরণ।
এখনি অসীম বল দানি' দোঁহাকারে,
স্থাপিব অমর-তেজঃ হৃদয় মাঝারে।
সারথি অটোমিডন্, তোমা দোঁহা নিয়া,
পলাইবে নিরাপদে সমর ত্যজিয়া।
এখনো ট্রোজানগণ, মম ইচ্ছাক্রমে,
বিনাশিবে শত্রুসেনা বিপুল বিক্রমে।
হেরিবেন দিবাকর ট্রোজানের জয়,
যাবৎ অবনী নহে অন্ধকারময়।

এত কহি' দেব, ত্বরা করিয়া প্রদান
সুরতেজঃ, হয়দ্বয়ে করে বলবান।
ত্বরিত তুরঙ্গযুগ, কেশর ঝাড়িয়া,
ধায় সমীরণবেগে, দীপ্ত রথ নিয়া;
দ্রুতবেগে বলী গৃধ্র পলায় তেমতি,
কলহংস-কোলাহলে উদ্বেজিত অতি।
পরিহরি' রণ দোঁহে উর্দ্ধশ্বাসে ধায়,
কভু বা আক্রমে বেগে বিপক্ষ-সেনায়।
একাকী সারথি আছে স্যন্দন উপরে,
নাহি নাড়ে রশ্মি, কিংবা ভীম ভল্ল ধরে।
নিরখি' আল্‌সিমিডন, বিপদ তাঁহার,
অগ্রসরি' রথপাশে, কহিল এবার;
কোন্ দেব-বলে বীর! হ'য়ে বলবান,
একাকী বিপক্ষ মাঝে কর অবস্থান?
হায়! হত বন্ধু তব; হেক্টর্ কেশরী
গর্জ্জিছে একিলিসের দীপ্ত বর্ম্ম পরি'।
কহিল সারথি;—আহা! আজি শুভক্ষণে,
বীরেন্দ্র আল্‌সিমিডনে হেরিনু নয়নে।
এ হেন সারথি নাহি-গ্রীকের মাঝারে,
তব সম দিব্য অশ্ব দমিবারে পারে।
চালা'তেন পেট্রোক্লস্ জীবিত যখন;
আহা! নামমাত্র তাঁর জীবিত এখন!
এস মম স্থানে বীর! দিনু তব করে
অশ্বভার; নিজে আমি যুঝিব সমরে।
এতেক কহিল সূত। ত্বরান্বিত হ'য়ে,
আরোহে আল্‌সিমিডন্ করে রশ্মি ল'য়ে।

অবতরে সখা তাঁর। ট্রয়ের তপন
নিরখিয়া, ইনিয়সে কহিল বচন ;—
দৃষ্টিপথে, নাতি দূরে কর বিলোকন ;
রথিহীন দীপ্ত একিলিসের স্যন্দন !
ও দিব্য তুরঙ্গদ্বয়ে ধরিব ত্বরিতে,
দুর্ব্বল সারথিগণ না পারে রাখিতে।
সমরে কি র'বে স্থির হেন শত্রুগণ ?
মোদের বিজয় মিত্র ! কর আগমন।
এ বাক্যে ভিনস্-সুত অর্পিল সম্মতি।
পৃষ্ঠে দোঁহে ভীম ঢাল রাখে শীঘ্রগতি ;
উজ্জ্বল পিত্তল জ্বলে উপরে তাহার,
নিম্নে শোভে বৃষচর্ম্ম, যেন বজ্রসার।
ধায় ক্রোমিয়স্, এরিটস্ অতঃপর ;
দিব্য অশ্ব-আশে মত্ত দোঁহার অন্তর।
বৃথা বশ যুবাযুগ, অলীক আশার,
বৃথা ধাও, না হইবে ফিরিবারে আর !

দাঁড়া'য়ে অটোমিডন্ সুধীর অন্তরে,
সাহসে নির্ভর করি', পরমেশে স্মরে ;
সহচর পানে ফিরি' কহে অতঃপর ;
কর অশ্বরশ্মি সখে ! সংযত সত্বর।
রাখহ প্রদীপ্ত রথ পশ্চাতে আমার,
সমূহ বিপদ, অরি সমরে দুর্ব্বার !
আসিছে হেক্টর্ ঐ ; ও বীর দুর্জ্জয়,
আমাদের জীবন র'বে, রণে ক্ষান্ত নয়।

অতঃপর উচ্চে সূত করিল আহ্বান,
যুগল এজাক্স্ বীরে মহাবলবান,

আটরাইডিস্ সহ। এসহে হেথায়,
এস (ক'ন তিনি) হও বিপদে সহায়।
সুরক্ষিত মৃত জনে করি' পরিহার,
জীবিতে, শত্রুর হস্তে করহ উদ্ধার।
অসহায় মোরা, ভুজে হেন শক্তি নাই,
মহাবল ইনিয়স্-হেক্টরে খেদাই।
যদিও দুর্দ্ধর্ষ শত্রু, তথাপি সমর
করিব ; যা' করে যোভ্ জগত্-ঈশ্বর।
এত কহি' ত্যজে বীর নারাচ ভয়াল ;
গর্জ্জি' শস্ত্র, অতিক্রমি' এরিটস্-ঢাল,
চারু কোটিবন্ধ তাঁর ত্বরা ছিন্ন করে ;
প্রবেশিল অতঃপর কুক্ষির ভিতরে।
যথা যবে অতি গুরু কুঠার ভীষণ,
তেজস্বী বৃষ-ললাট করয়ে ছেদন ;
যাতনা-কাতর বৃষ বেগে লাফাইয়া,
সঞ্চালে চরণ পরে, ভূতলে পড়িয়া ;
তেমতি পড়িল যুবা ; পলায় পরাণ ;
বক্ষঃ'পরে বিদ্ধ শস্ত্র হয় কম্পমান।
ট্রয়যোধ এবে অটোমিডনের প্রতি
হানিল বিকট বর্ষা ; সূত শীঘ্রগতি,
নত হয়ে পায় ত্রাণ। সে অস্ত্র গর্জ্জিয়া,
উড়িল আকাশে, তাঁর শিরঃ উলঙ্ঘিয়া।
বল-নিক্ষেপিত বর্ষা, বিন্ধি' ক্ষেত্র'পরে,
হইয়া বিফলশক্তি, কাঁপে থর থরে।
পুনঃ প্রতিদ্বন্দ্বিদ্বয় মাতিল সমরে ;
বিকট এজাক্স্-যুগ এবে অগ্রসরে ;

চকিত হেক্টর রথী শবেরে ত্যজিয়া,
পলায় স্বসেনাসহ, রণে ভঙ্গ দিয়া।
ল’য়ে শত্রুসজ্জা, কহে সে অটোমিডন :—
লহ পেট্রোক্লস্; এই তুচ্ছ উপায়ন।
যদিও সামান্য ইহা, অর্পি’ এ নবম
করিলাম কথঞ্চিৎ ক্ষোভ উপশম।
বিনাশি’ বন্য বরাহে ভয়ঙ্কর অতি,
মৃগরাজ ধরে যথা বিকট মূরতি ;
এক লম্ফে যোধ, উচ্চ রথে আরোহিয়া,
অরি-বর্ম্ম, অস্ত্রঢাল রাখে ঝুলাইয়া।
অমরী মিনার্ভা, স্বর্গ করি’ পরিহার,
নামি’ বেগে, রণানল জ্বালিল আবার ;
গ্রীক্ প্রতি হ’য়ে প্রীত কুলিশ-ধারণ,
সাহায্যিতে, কুমারীরে করেন প্রেরণ।
যথা যবে যোদ্ধ্, যোঝিবারে অমঙ্গল,
মেঘেতে বিস্তারে ধনুঃ সুচারু উজ্জ্বল,
(প্রকাশিতে,—প্রভঞ্জন আসিবে অচিরে,
কিংবা ঘোর যুদ্ধে ধরা ভাসিবে রুধিরে) ;
ক্ষেত্রেতে কম্পিত হয় গৃহ-পশুগণ ;
ত্যজিয়া কর্ষণ চাষা করে আগমন ;
ধরি’ সেইরূপ রূপ, মেঘেতে বেষ্টিয়া
নিজ দেহ, চলে দেবী ব্যোম-মধ্য দিয়া ;
ফিনিক্সের মূর্ত্তি ধরি’, ধরাতে উত্তরি’,
কহে দেবী স্পার্টানাথে সম্বোধন করি’ ;
স্নেহপাত্র একিলিস্-সখার শরীর,
হইবে কি হেথা ভক্ষ্য শ্বাপদ-পক্ষীর ?

গ্রীসের এ অপকীর্ত্তি না হ'বে মোচন,
তোমারি অধিক,—তব তরে ঘটে রণ।
হে পিতঃ! (এট্রুস্-সুত করিল উত্তর,)
বৃদ্ধ তুমি, জ্ঞানলাভ করেছ বিস্তর!
কি আর বাসনা র'বে অন্তরে আমার,
বিনা সে হিতৈষী প্রিয়জনের উদ্ধার?
মিনার্ভা যদ্যপি হায়! প্রেরি' নব বল,
এ দুর্ব্বল বাহু মম করেন সবল!
ডরি মোরা বহ্নিসম সে হেক্টর বীরে;
দেবেশ জোভের তেজঃ জ্বলে তাঁর শিরে!
অগ্র-সম্বোধনে দেবী প্রফুল্লিতা হ'য়ে,
সমর্পিয়া নব বল সে বীর-হৃদয়ে,
জ্বালিলেন প্রতিহিংসা; অন্তরে রাগাব,
রোষ, রক্ততৃষা, বীর্য্য উদিল আবার।
যথা ভীম ভীমরুল ক্রোধে অন্ধ মন,
যদিও তাড়িত, তবু করে আক্রমণ,
(বায়ু-তাপোদ্ভব) রোষে সমীর-গমনে,
পুনঃ পুনঃ ফিরি' দংশে অপকারিগণে;
ভূপ আটরাইডিস্, সরোষে তেমতি,
ধায়, অবিরাম বর্শা হানি' শত্রুপ্রতি।
যুবা ট্রয়-যোধ তথা ছিল একজন,
নামেতে পোডিস্, ইটিয়নের নন্দন;
অতি ধনশালী, সদা নিঃশঙ্ক-অন্তর,
রাজপুত্র হেক্টরের প্রিয় সহচর!
পশে ভীম ভল্ল, ভেদি' কটিবন্ধ তাঁর,
পড়ে বলী যুবা, বর্ম্ম করিল ঝঙ্কার।

সহসা হেক্টর পাশে এপলো দাঁড়ায়,
এসিয়স্-পুত্র, ফিনিক্সের সম কায়,
(মহামতি এসিয়স্ সুখেতে শাসিত
এবিডস্‌রাজ্য, সিন্ধু-তীরে অবস্থিত।)
কুমার ! (কহেন দেব) শত্রু-বিত্রাসন
কোন্ গ্রীক্ তব নামে ডরিবে এখন ?
সেই মেনিলস্ কাছে পরাস্ত হইলে,
না ডরে দুর্ব্বল যায়, সশস্ত্র দেখিলে !
একাকী শক্রর সাজ হরে সেই জন
সদর্পে ! মোদের সেনা করে পলায়ন ;
সে দুর্ব্বল ভূপ নাশে পডিসে আবার,
তব প্রিয় অতি ! কোথা প্রতিহিংসা তার ?
শুনি' এ দারুণ বার্ত্তা ব্যথিত হেক্টর
ধায় শত্রুপানে, ক্রোধে কম্পিত অধর।
অনন্ত ঈশ্বর'ঢাল কাঁপান এবার ;
ইডা-পার্শ্বস্থিত স্থল, ছায়াতে তাহার,
হইল আঁধার। ঘন জীমূত ভীষণ
আবরিল গিরি ; বজ্র করিল গর্জ্জন।
নড়িল পাহাড়মালা দিবেশের ভয়ে,
সুপ্রখর ইরম্মদে আলোকিত হয়ে।
সর্ব্বদর্শী ঈশ্বরের কটাক্ষে কেবল,
নির্জ্জিত বিজয় লভে, হারে জেতৃদল !
কাঁপে গ্রীক্ ; পেনিলুস্ করে পলায়ন :
যেমনি এ বিয়োসীয় ফিরায় বদন,
শত্রুপানে ধাবি' পোলিডেমাস্ দুর্ব্বার,
বিন্ধে ক্ষুদ্র ভল্লাঘাতে স্কন্ধদেশ তাঁর।

হেক্টরের ভীম অস্ত্রে আহত হইয়া,
পলায় লিটস্, বৃথা সে ভল্ল ধরিয়া,
এককালে বিন্ধে যাহা বহু শত্রু-হিয়া!

অনুগামী হেক্টরের বক্ষঃ লক্ষ্য করি'
হানে শল্য ইডোমেন্ মানবকেশরী।
ভাঙ্গিল উরস্ত্রে ঠেকি ফলক তাহার।
উল্লাসে ট্রয়ের সেনা করিল হুঙ্কার।
উচ্চরথে অবস্থিত ক্রিটের ঈশ্বরে,
প্রায়াম-নন্দন এবে বর্শা লক্ষ্য করে;
কিন্তু লক্ষ্য ত্যজি' অস্ত্র ধাবিয়া অচিরে,
নিপাতিল ভূমিতলে সখা সারথিরে
বীরেন্দ্র মেরিয়নের;—সিরেনস্ নাম,
আসিল লিক্টস্ হ'তে করিতে সংগ্রাম।
ভূমে যুঝে মেরিয়ন্; হইত এবার,
নিশ্চয় হেক্টর-করে পতন তাঁহার;
কিন্তু এ সারথি দ্রুত আসি' রথ নিয়া,
বাঁচায় প্রভুর প্রাণ, নিজ প্রাণ দিয়া।
গ্রীবাকর্ণ মধ্যে পশি' সে অস্ত্র ভীষণ,
চূর্ণি' দন্তপাঁতি, জিহ্বা করিল ছেদন।
পড়িল সারথি, ধরা প্রকম্পিত করি'
অসাড় শরীর, অশ্বরশ্মি পরিহরি'।
আনত হইয়া রশ্মি ধরি' মেরিয়ন্,
পলাইতে রণ ত্যজি' করিল মনন।
প্রবীণ ইডোমিনুস্ দিলেন সম্মতি;
বাজে কশা মূহুঃ; রথ ছুটে বায়ুগতি।

এজাক্স্ বুঝিল ঈশ্বরের অভিপ্রায়,
নিরখিয়া, জয়দান ট্রোজান সেনায়
করিছেন নিজে যোভ্। কহে টেলামন,
এট্রুস্-নন্দনে এবে করি' সম্বোধন ;—
কোন্ জন নাহি ভূপ ! নিরখিছে হায় !
অর্পিছেন জয় যোভ্ ট্রোজান সেনায় ?
বলী না দুর্ব্বল হ'ক, যে হানিছে বাণ,
গ্রীকের হৃদয়ে বজ্রী সে অস্ত্র চালান।
ব্যর্থ মো'সবার ভল্ল ; যদিও নিয়ত,
বর্ষে বৃষ্টি সম, ঈশ করেন ব্যাহত।
ত্যজিলেন মো'সবায় যদি সুরপতি,
এস মোরা করি কার্য্য যেমন শকতি ;
এখনও হত বীরে করিয়া উদ্ধার,
পারি যদি ল'য়ে যেতে স্বদল-মাঝার,
তরীতে বসিয়া যারা হতাশ হৃদয়ে,
শুনি' হেক্টরের নাদ কাঁপিতেছে ভয়ে।
ত্বরা করি' কোন বীরে করহ প্রেরণ,
নিবেদিতে পেলিডিসে এ বার্ত্তা ভীষণ ;
দূরদেশে অবস্থিত অমরী-কুমার,
না জানে নিশ্চয়, পেট্রোক্লস্ নাহি আর !
কিন্তু হেন বীরে কোন না পাই দেখিতে ;
উভসেনা পদাতিক রথী চারিভিতে,
নিমগ্ন গাঢ় আঁধারে। হে জগৎপতি !
চরাচর-পিতা ! শুন দাসের মিনতি ;
অপসারি' মেঘজাল ঘুচাও আঁধার,
দাও নিরখিতে, অন্য নাহি চাহি আর।

যদি ধ্বংস হয় গ্রীক্, কি পারি করিতে;
কিন্তু দিবালোকে দেব! দাও হে মরিতে।
করে অশ্রুপাত বীর; বচনে তাঁহার,
ত্বরিত হরিল বজ্রী সে ভীম আঁধার।
তখনি উদিল রবি আকাশ উজলি';
সমরীর তনুত্রাণে ঝকিল বিজলী।
এবে আটরাইডিস্! দেখ চারিদিক;
যদ্যপি জীবিত এণ্টিলোকস্ নির্ভীক,
প্রের তাঁয় ত্বরা, একিলিসেরে কহিতে
এ বার্ত্তা। এট্রুস্পুত্র চলিল ত্বরিতে।
প্রবেশি' নিশাতে যথা বিকট কেশরী
ক্ষুধার্ত্ত, পলায় মেষশালা পরিহরি',
কৃষি নিকরের অস্ত্র সহি' বহুক্ষণ,
অতি ক্লান্ত, সর্ব্ব অঙ্গে বিদ্ধ প্রহরণ।
শত হস্ত বর্ষে অবিরল শরজাল,
প্রজ্বলিত চারিদিকে উজ্জ্বল মশাল;
অবশেষে সিংহ, প্রাতঃকালে অনিচ্ছায়,
ক্ষোভযুত, পরিশ্রান্ত, ধীরে ধীরে যায়;
আটরাইডিস্ রণ ত্যজিল তেমতি,
ক্লান্ততনু, অনিচ্ছায়, ধীরে ধীরে অতি।
লভে শত্রু পেট্রোক্লসে, এই আশঙ্কায়,
ব্যগ্রভাবে আজ্ঞা ভূপ অর্পিল সেনায়;—
প্রাণপণে শব রক্ষা কর যোধগণ!
নিহতের গুণগ্রাম করিয়া স্মরণ;
আহা! কত অমায়িক ও নিহত বীর,
বিনয়ী, করুণাপর, সরল, সুধীর!

আছিল ও যুবা হায় ! বিদরে হৃদয়,
মৃত্যুকালে বীর, বন্ধু জীবন সময় !
এত কহি' ভ্রমি' ভূপ বিবিধ সেনায়,
ব্যগ্রভাবে চারিদিকে নয়ন ফিরায়।
যথা যবে বলশালী গৃধ্র পক্ষিবর,
বিহঙ্গমকুলে যার নয়ন প্রখর,
অতীব উন্নত শূন্যদেশ পরিহরি',
অবতরে প্রকম্পিত বন লক্ষ্য করি';
ধাবিত শশকে আক্রমিয়া অতঃপর,
বিনাশে জীবন তার, মেঘের ভিতর;
সেইরূপ দ্রুতবেগে দৃষ্টিপাত তাঁর,
এদিকে ওদিকে, পশে বাহিনী মাঝার।
অন্বেষি' সে বীরে ভূপ হেরিল এবার,
বামভাগে সেনাসহ, করে মহামার।
কহিল ভূপতি তাঁয়,—এসহে ধার্ম্মিক !
শুনিতে ভীষণ বার্ত্তা, অতি মর্ম্মান্তিক।
সমর-পরিবর্ত্তন দেখেছ নয়নে;
দলিছে ইলিয়নীয়, একেয়ানগণে !
এ নহে প্রচুর; আহা ! চিরদিন তরে,
ত্যজিয়াছে পেট্রোক্লস্ গ্রীসীয়নিকরে !
শিবিরে হে বীরবর ! যাইয়া সত্বর,
কর এ বারতা একিলিসের গোচর।
দেবীপুত্র, বন্ধুদেহ রক্ষিবে আসিয়া;
হেক্টর সে দিব্য সজ্জা নিয়াছে হরিয়া।
শুনি' এ দারুণ বার্ত্তা, যুবক প্রবর
দাঁড়ায় নীরবে; অশ্রু ঝরে দর দর।

পাইল প্রয়াস যুবা, বিষাদের ভরে,
করিতে আক্ষেপ; কিন্তু বাক্য নাহি সরে।
সারথি লেওডোকসে, পার্শ্বে অবস্থিত,
গুরু অস্ত্রাবলী যুবা অর্পিল ত্বরিত;
কহিতে এ ভীম বার্ত্তা চলে অতঃপর,
বাষ্প-বিগলিত-আঁখি, ব্যথিত-অন্তর।
দ্রুতপদে চলে যুবা। মেলিনস্ আর,
না রহে সাহায্য হেতু পিলীয় সেনার;
রণভার থ্রাসিমিডে করিয়া প্রদান,
চলিলেন দ্রুত পেট্রোক্লস্-সন্নিধান।
গিয়াছে এণ্টিলোকস্ (কহে অরি ত্রাস)
কিন্তু ছাড় যোদ্ধ্ বর! একিলিস্-আশ!
যদিও ক্রোধী সে বীর, শোকে মগ্ন হ'বে,
নিরস্ত্র, নারিবে কভু আসিতে আহবে।
অদৃষ্ট মোদের করে নির্ভরে এক্ষণে;
হ'বে উদ্ধারিতে শব বীর্য্য-প্রদর্শনে।
জয়োদ্ধত ক্ষেত্রব্যাপী শত্রু-কোপানলে;
আছে পরিত্রাণ মাত্র নিজ বাহুবলে।
উত্তম, (এজাক্স্ কহে) এবে হে রাজন!
মেরিয়ন সহ শব কর উত্তোলন।
আমি, মম পরাক্রমী সহোদর সনে,
নিবারিব হেক্টরের ভীম সৈন্যগণে।
না ডরি বাহিনী, যদি থাকি একস্থলে।
যত পরাক্রম বীর্য্য ধরে অরিদলে,
সহিয়াছি অকাতরে। বীরেন্দ্র নীরব।
ভূমি হ'তে যোধদ্বয় তুলিল সে শব।

এদৃশ্যে আস্ফালি' সবে গগন ফাটায় ;
হুঙ্কারি' ট্রয়ের সেনা বর্ষা বরষায়।
যথা রক্ততৃষ্ণা-পূর্ণ সারমেয় দল,
ক্রোধেতে আরক্ত-আঁখি করি' কোলাহল,
ফেলিয়া পশ্চাত্ ভাগে শিকারি নিকরে,
আহত বন্য বরাহে বেগে অনুসরে ;
কিন্তু যদি ভীম পশু ফিরিয়া দাঁড়ায়,
আতঙ্কে চীৎকারি' তারা সুদূরে পলায় ;
তেমতি ট্রয়ের সেনা গ্রী'কে অনুসরে,
সঞ্চালি' কৃপাণ, ভল্ল হানি' ক্রোধভরে ;
কিন্তু যবে সে এজাক্স্ ফিরিয়া দাঁড়ায়,
আতঙ্কে কাঁপিয়া তারা ত্বরিত পলায়।
 এরূপে চলিছে গ্রীক্ হত বীরে নিয়া,
পশ্চাতে ট্রোজানকুল যুঝিছে গর্জ্জিয়া।
আস্ফালন, আর্ত্তনাদ, আক্রোশ ভীষণ,
করিছে নিয়ত রথী পদাতিকগণ ;
সে ভীম অনিল নহে হেন ভয়ঙ্কর,
অনলের সহ যবে পোড়ায় নগর,
ডুবে সৌধরাজি ধূম-জীমূতে গভীর,
ফাটে মহাশব্দে পূত দেবতা-মন্দির ;
ছুটে অগ্নি সম্মুখীন সমস্তে গ্রাসিয়া ;
উঠে ঘোর ধূমজাল গগন ব্যাপিয়া।
স্রাবে ঘর্ম্ম বীরদ্বয় সে শবের ভরে।
যথা অশ্বতরর-যুগ, গিরি-বর্ত্মপরে,
উন্নত পর্ব্বত হ'তে সবলে টানিয়া,
আনে গুরু শালকাষ্ঠ ঘন নিশ্বসিয়া ;

হয় শ্রান্ত তারা ; ঘর্ম্ম ঝরে সর্ব্ব কায় ;
বাড়ে কাষ্ঠভার, ঠেকি' পাহাড়ের গায় ;
সেইরূপ দোঁহে। শব-পশ্চাতে থাকিয়া,
এজাক্স্ অরাতিগণে দেয় খেদাইয়া।
যেমতি তটিনী, আকস্মিক বরষায়,
যবে বেগভরে সমতল পানে ধায়,
রোধি' তায় পথিস্থিত দৃঢ় গিরিবর,
নিবারিয়া বেগ, স্রোতে ফিরায় সত্বর।
তবুও নিকটে যুঝে ট্রয়ের সমরী ;
গর্জ্জে ক্রোধে ইনিয়স্, হেক্টর কেশরী।
চলে দলবদ্ধ গ্রীক্ সৈনিক সকল,
উড়ে যথা এক সঙ্গে বলাকার দল,
চীৎকারিয়া মুহুঃ যবে শ্যেন ভয়ঙ্কর,
আক্রমিয়া করে লক্ষ্য শাবক উপর ;
ত্যজিয়া ট্রোজানে গ্রীক্ পলায় তেমতি,
উঠে ধ্বনি সেইরূপ ভয়ঙ্কর অতি।
সর্ব্ব পথে, মধ্য বহির্ভাগে পরিখার,
পড়ে স্তূপাকারে অস্ত্র বর্ম্ম সবাকার।
ঘটা'লেন হেন যোভ্! এখনো সমর
গর্জ্জিবে, মরিবে তাহে শত শত নর।

সপ্তদশ কাণ্ড সমাপ্ত।

অষ্টাদশ কাণ্ড।

একিলিসের বিলাপ ; এবং অগ্নিদেব ভল্‌কান্ কর্ত্তৃক নব বর্ম্ম-নির্ম্মাণ।

বিষয়।

এণ্টিলোকস্, একিলিস্‌কে পেট্রোক্লসের মৃত্যুসংবাদ প্রদান করেন। থিটিস দেবী, একিলিসের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সহচরীগণের সহিত আগমন করেন। এই ঘটনায় মাতা পুত্রে কথোপকথন। জুনোর আদেশে আইরিস্ দেবী সমর-স্থলে দর্শন দিতে একিলিস্‌কে আজ্ঞা করেন। তাঁহাকে দর্শন মাত্রই দিনের ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হয় ; এবং গ্রীকেরা পেট্রোক্লসের দেহ লইয়া যায়। ট্রোজানেরা মন্ত্রণার্থ সভা করে ; তথায় হেক্টর্ ও পোলিডেমাসের মতভেদ হয় ; কিন্তু হেক্টরের উপদেশই গ্রাহ্য করিয়া তাহারা রণক্ষেত্রে অবস্থান করে। পেট্রোক্লসের দেহ লইয়া একিলিস্ আক্ষেপ করেন।

থিটিস্, পুত্রের জন্য নব বর্ম্ম আনিতে ভল্কানের নিকট গমন করেন। ভল্কানের অপূর্ব্ব শিল্প ও একিলিসের নিমিত্ত নির্ম্মিত অদ্ভুত ঢাল বর্ণিত হয়।

ঊনত্রিংশ দিনের শেষভাগের ও পরবর্ত্তিনী রাত্রির ঘটনা এই কাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। দৃশ্য—প্রথমে একিলিসের শিবিরে, পরে ভল্কানের প্রাসাদে পরিবর্ত্তিত হয়।

এইরূপে জ্বলে যুদ্ধ অনল সমান,
পর্য্যায়ে প্রদীপ্ত হয়, পর্য্যায়ে নির্ব্বাণ।
এবে হেলেস্‌পণ্ট্-তীরে উপনীত হয়,
নিদারুণ বার্ত্তাবহ, নেষ্টর-তনয়।
সমাসীন একিলিস্ নিজ তরী'পরে,
পালের ছায়ায় প্রকম্পিত বায়ুভরে।

অতীব বিরস বীর ; ভাবী ভাগ্যফল,
এখনি অন্তরে তাঁর উদিত সকল !
কহে রথী মনে মনে ; কেন বা এখন,
ত্যজে যুদ্ধ রণজয়ী গ্রীক্ বীরগণ ?
আসিল কি সেই দিন, ঈশ্বর যাহায়,
অভিলষে দুঃখনীরে ডুবা'তে আমায়,
(থিটিস্ কহেন হেন) যবে শত্রুশরে,
মহাবীর কোন, মার্ম্মিডনের ভিতরে,
ত্যজিবেক ইহলোক ? পূর্ণ সে বচন,
নিহত সে বীর, পেট্রোক্লুস্ সেই জন !
বৃথা আদেশিনু তায় ফিরিতে সত্বরে,
বৃথা সতর্কিনু তায় ত্যজিতে হেক্টরে !
এরূপে চিন্তিছে বীর, এ হেন সময়,
প্রবেশি' এণ্টিলোকস্ দুখবার্ত্তা কয় ;
শুনহ দারুণ বার্ত্তা, পিলুস্-নন্দন !
অর্পিবারে এ সংবাদ নহে মম মন !
হত পেট্রোক্লুস্ ! গ্রীক্ যুঝে শবতরে,
উলঙ্গ ; সে বর্ম্ম হেক্টরের কলেবরে !
সহসা ভীষণ মূর্ত্তি ধরে বীরবর ;
দুখতমঃ আঁধারিল হৃদয় কন্দর।
পড়িয়া ভূতলে বীর শোকে ক্ষিপ্তপ্রায়,
দুই হস্তে পাংশু তুলি' মস্তকে মাখায়।
দীর্ঘ কেশরাজি, পরিচ্ছদ সুশোভন,
ধূলি-অশ্রুজল পূর্ণ বিবর্ণ এখন।
কঠিন মাটিতে পড়ি' নন্দন দেবীর,
ক্রমে গড়াইয়া, শোকে অতীব অধীর।

বন্দিনী কুমারী যত, আলু থালু ভাবে,
(লক্ষ্যা তাঁর, কিংবা পেট্রোক্লসের প্রভাবে)
আসিল শিবির ত্যজি' ; বেড়িয়া তাঁহায়,
বক্ষে করাঘাত করি' পড়িল ধরায়।
মহাবীর্য্য-সমন্বিত নেষ্টর-নন্দন,
বীরের মরণে কাঁদে বীরের মতন ;
সন্তাপিত যুবা অধীরতা পরিহরি'
নিবারে আঘাত তা'সবার করে ধরি'।
দূরদেশে সুগভীর বারিধি মাঝারে,
অপ্সরা নিকর সহ নিরুসের ধারে,
স্ফটিক আসনাসীনা সিন্ধুর নন্দিনী
কাঁদিলেন নন্দনের আর্ত্তনাদ শুনি'।
নীরবে নিরিড্কুল কবিল রোদন ;
কাঁদিল দেবীর দুঃখে জলচরগণ।
আসিল থেলিয়া, গ্লোসী সুচারুবদনী,
বিনম্রা নেসিয়া সতী, স্পিও শ্বেতাঙ্গিনী!
থিমোথোয়ী, সিমোডোসী সিন্ধুর দুহিতা,
এলিয়া সুচারুনেত্রা হন উপনীতা।
আসিল এক্টিয়া, লিম্নোরিয়া সুকেশিনী,
পেলোপী, ডোরিস্, প্রোটা সুচারুহাসিনী,
মেলিটা, কেরুসা, ডোটা, থোয়া প্রিয়ংবদা,
গম্ভীরা জেনট্রি, এম্ফিথোয়ী কৌতুকদা।
আইল কেলিয়ানাসা, কেলিয়ানিরা,
সুচঞ্চলা ডিনামিনী, ডেগজামিনী ধীরা।
দ্রুতপদে ইরা ধনী করে আগমন।
নিমার্টিস্, এস্ফুডিস্ দিল দরশন।

সমুজ্জ্বলা গালাটিয়া অতীব সুন্দরী,
আইলেন মুকুতার শয্যা পরিহরি'।
অতঃপর ওরিথিয়া, ক্লিমিনী উভয়,
মেরস্ ও এম্ফিনোমী উপনীতা হয়।
আইল জেনিরা আর জেনাসা সুন্দরী,
এমাথিয়া চারুকেশ বিস্তারিত করি'।
এই সব দেবীকুল, বসে যাঁরা আর
সিন্ধুগর্ভে, আইলেন সে দিব্য আগার।
বক্ষে করাঘাতি' সবে অশ্রুজলে ভাসে;
কাঁদিয়া থিটিস্ নিজ অন্তর প্রকাশে;—
ভেবে দেখ ভগ্নীকুল! কর অবধান,
কি জ্বালায় জ্বলিতেছে থিটিসের প্রাণ!
হ'তাম মানবী যদি, ফাটিত এ হিয়া!
কি দুখ আমার ভাগ্যে অমরী হইয়া!
জন্মিয়াছে বীর এক জঠরে আমার,
সুর-বীর্য্যশালী, সমকক্ষ নাহি তার;
জলপাই বৃক্ষসম, কত যত্নে মম,
বাড়িয়া, ধরার দিল শোভা অনুপম।
প্রেরিলাম ট্রয়ে তায়; কিন্তু ভগ্নীগণ!
ভাগ্যদোষে, রণে তার নিশ্চয় পতন!
কত অল্প আহা! তার ধরাতে বিহার,
পূরিত দুখের তমে হৃদয় আবার!
শুন আর্ত্তনাদে তার ফাটে সিন্ধুতীর!
না পারি শমিতে দুখ, আমিও অধীর।
যাইব তাহার পাশে, অয়ি ভগ্নীগণ!
করিতে কুমারে সহ অশ্রুবরিষণ।

এতেক কহিয়া দেবী ত্যজিল আগার;
তিতি' অশ্রুনীরে; চলে পশ্চাতে তাঁহার,
কাঁদিয়া অপ্সরাদল। বিভক্ত হইল
বারিধি; তরঙ্গকুল দুপাশে সরিল।
ট্রয়-সন্নিকটে সবে উতরি' অচিরে,
দুই দেবী প্রতিসারে, উঠিলেন তীরে।
দাঁড়াইয়া শোকাতুর নন্দনের পাশ,
বিষাদে অমরা মাতা ফেলে দীর্ঘশ্বাস।
বরষিল অশ্রু যত ত্রিদশ-কামিনী।
নন্দনে সম্বোধি' এবে কহে শ্বেতাঙ্গিনী;
কেন পুত্র! কর খেদ? কামনা তোমার,
পুরাইয়া ঈশ গ্রীকে দিল দুখভার।
কি আর বিষাদ-হেতু? বিদরে অন্তর!
কি দুখে কাঁদিছ বৎস! প্রকাশ সত্বর।
কহে বীর উচ্ছ্বাসিয়া,—এ যাতনা মম,
নারে বজ্রী মাতঃ! করিবারে উপশম।
পেট্রোক্লস্—হায় দেবি! গরব আমার
কোথা এবে? নারি দিতে প্রতিশোধ তার!
পেট্রোক্লস্, প্রিয় মম, ভাল বাসি যায়,
প্রাণের অধিক, আজি ধরাতে লুঠায়!
নাহি সেই সজ্জা, যাহা অমর নিকর
অর্পিল পিলুসে; নিল দুর্ম্মতি হেক্টর।
ধিক্ সেই দিনে, যবে অনশ্বরগণ,
মানবের করে তোমা করিল অর্পণ!
না ভাজিয়া নরে যদি, হে সিন্ধু-দুহিতে!
বারিরাজ্য-উপভোগে সুখেতে থাকিতে;

না মজি' অমরীরূপে পিলুস্ দুর্জ্জয়,
করিতেন যদি মানবীর পরিণয় ;
না জন্মিত এ সন্তান জঠরে তোমার,
বহিতে ধরণীধামে সন্তাপের ভার।
হায় দেবি ! হ'বে হত তব এ নন্দন,
অচিরাৎ, দুখে তোমা করিয়া মগন।
ভাগ্যদেবী অন্যরূপ না পারে করিতে ;
নাই পেট্রোক্লস্, আমি না চাই বাঁচিতে !
দাও মাতঃ ! শাসিবারে সে দুষ্ট হেক্টরে ;
অচিরে সংহার তার হ'ক মম শরে।
বাঁচিব নাশিতে তায় ; করিয়া সংহার,
নরগণে এ বদন না দেখা'ব আর।
শুনি' এ বচন দেবী তিতি' অশ্রুনীরে
কহিল ;—হে পুত্র, তব পতন অচিরে !
মরিবে হেক্টরে বধি'। মরুক হেক্টর্,
আমিও মরিব (বীর করিল উত্তর।)
দূরদেশে পেট্রোক্লস্ হারাইল প্রাণ !
নারিনু করিতে যুক্ত প্রতিশোধ দান।
যে মুহূর্ত্তে এ ঘটনা হইল ঘটন,
স্বদেশ-গমন-বাঞ্ছা করেছি বর্জ্জন ;
বিনাশিত শত বীর হেক্টরের করে,
মম অস্ত্রে ত্বরা তার মৃত্যু বাঞ্ছা করে।
মম বীরদর্পে কাঁপে জগৎসংসার,
বহিতেছি এবে আমি আলস্যের ভার !
(প্রজ্ঞা-সমন্বিত হীনবল-জনগণ,
করিছে মন্ত্রণা-দানে গৌরব গ্রহণ।)

কৃপাময় সুরগণ! করুণা করিয়া,
ক্রোধ-প্রতিহিংসা-মুক্ত কর মম হিয়া,
সদা ভাল বাসে যায় ধরার সন্তান,
আত্মার সুতৃপ্তিকর, মধুর সমান;
হন্তারক বাষ্প সম যাহা প্রকাশিয়া,
উত্তপ্ত শোণিত হ'তে, আঁধারয় হিয়া!
এগামেমনন্ মোর করে অপমান,
ভুলিয়াছি তাহা; এবে রণে দিব প্রাণ।
মম মিত্র-নিহন্তার বিক্রম দেখিব;
কিংবা (যদি ইচ্ছে দেব) এ প্রাণ ত্যজিব
ভাগ্যফল এড়াইতে নারে বলবান;
আল্‌সাইডিস্ বীর, যোভের সন্তান,
জুনোর আক্রোশে পড়ি', পাশরিয়া বলে,
প্রবেশিল সর্ব্বব্যাপী অন্তক-কবলে,
তেমতি এ একিলিস্ মরিবে সত্বর,
নিরাশি' গ্রীসীয়ে, হবি' ট্রোজানের ডর!
এখনি, এ মুহূর্ত্তেতে ধাবি' রণাঙ্গনে,
দাও মা! লভিতে যশঃ এ অল্প জীবনে।
নবীনা বিধবা কোন, প্রতাপে আমার,
করিবেনা ছিন্ন কিগো চারু কেশ তার?
মম দর্পে সে ধনী কি ত্যজি' শ্বাসভার,
না ফেলিবে' অশ্রুধারা করি' হাহাকার?
অবশ্য! করিব তার এ হেন দুর্গতি:
বৃথা নিবারিছ! অস্ত্র আন শীঘ্রগতি।
অচিরাৎ রক্তস্রোতে অঙ্গন ভাসিবে,
বীর একিলিস্-দর্প সকলে জানিবে।

কুমার! (থিটিস্ দেবী কহিল এবার,
জানি' মৃত্যু, গুপ্তভাবে ত্যজি' শ্বাসভার),
বিষম বিপদগ্রস্ত নরের উদ্ধার,
যুক্ত তব; করে সদা বীর নাম যার;
কেমনে উলঙ্গ অঙ্গে যাইবে সমরে?
সে প্রদীপ্ত বর্ম্ম তব ট্রয়-বীর-করে।
হেক্টর্ সে সজ্জাসহ ভ্রমিছে তোমার,
বৃথা গর্ব্ব! ধ্রুবা বৎস, পতন তাহার।
ক্ষণকাল ক্রোধানল কর সংবরণ;
প্রত্যূষে নিশ্চয় মম হ'বে আগমন,
অপরূপ সজ্জা সহ (দুর্লভ ধরাতে)
ভল্কানের বর্ম্ম, বিনির্ম্মিত সুর-হাতে!

সিন্ধুবালা-কুলপানে ফিরি' অতঃপর,
অমরী সুচারুনেত্রা করিল উত্তর;—
ভগিনী নিরিড্গণ! উতরি' সাগরে,
জনকের চারু হর্ম্মে পশলো সত্বরে।
তারকা-শোভিত অলিম্পস্-নিকেতনে,
করিব সাক্ষাৎ আমি দেবশিল্পি সনে।
কহিও পিতায় হেন। এ হেন আজ্ঞায়,
সাগরে অপ্সরাকুল পশিল ত্বরায়।
থিটিস্ সুন্দরী পূতধামে আরোহিয়া,
ভ্রমেন পুলকে সুরনিকেত হেরিয়া।

ত্যজি' হেক্টরের সেনা গ্রীক্ ক্ষিপ্তপ্রায়,
দীর্ঘ হেলেস্পণ্ট পানে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায়।
এখনো সে গতপ্রাণ পেট্রোক্লসে নিয়া,
নারে নিরাপদে তারা যেতে পলাইয়া।

সমদর্পে রথারোহী, পদাতিক দল
ধাবিছে পশ্চাৎ ভাগে করি' কোলাহল।
হেক্টরের ক্রোধ, যথা জ্বলে হুতাশন
পক্ক ক্ষেত্রে, করিতেছে বিপক্ষ দাহন।
তিনবার বীর শবপদ আকর্ষিল;
তিনবার ট্রয়সেনা ভীম হুঙ্কারিল।
এজাক্স্-যুগল রোধে আক্রমণ তাঁর;
মুহূর্ত্ত পিছায়ে বীর আক্রমে আবার।
চীৎকারি' উৎসাহে সেনা ট্রয়ের তপন,
নাহি নড়ে একপদ, পরাঙ্মুখ নন।
তেমতি রাখালকুল বৃথা চেষ্টা করে,
হত পশু হ'তে সিংহে খেদা'বার তরে।
এবে সুনিশ্চয় দর্পী ট্রয়ের তপন,
পেট্রোক্লস্ সহ খ্যাতি করিত-হরণ,
যদ্যপি ঈশ্বরী জুনো গোপনে অচিরে,
না প্রেরিত ধরাধামে অমরী দূতীরে।
শক্রধনুঃ-দেবী সুচিত্রিত-কলেবরা,
নামিলেন বাত্যাসহ কাঁপাইয়া ধরা।
একিলিস্ প্রবীরের তরীতে যাইয়া,
সুন্দরী বিবুধবালা কহে সম্বোধিয়া;—
উঠহে পিলুস্-সুত! সমরে দুর্ব্বার
পশি' রণে পেট্রোক্লসে করহ উদ্ধার।
তারি দেহ তরে ঘোর বেঁধেছে সমর,
নিঠুর প্রহারে মরে শত যোদ্ধৃবর।
বিপক্ষ যুঝিছে শবে ট্রয়ে লইবারে;
সে হেক্টর নহে শান্ত বিনাশিয়া তারে;

মাংসাশি-নিকরে বীর দিবে সে শরীর,
নিরূপিছে কোন্ স্থানে ঝুলাইবে শিরঃ।
উঠ, নিবার হে রথী (যদি ইচ্ছা যায়,)
বন্ধুর দুর্গতি, নিজ অপমান হায়!

কে প্রেরিল তোমা দেবি! কহে বীরবর
একিলিস্। আইরিস্ করেন উত্তর;—
আসিয়াছি পেলিডিস্। ঈশ্বরী-আজ্ঞায়,
যোভের বনিতা, সর্ব্ব পূজা করে যাঁয়;
না জানেন দেবরাজ মম আগমন,
কিংবা দিবলোকবাসী অনশ্বরগণ।

আসিয়াছ বৃথা! (বীর কহে ক্রোধভরে)
নাহি সজ্জা, কিরূপেতে যুঝিব সমরে?
অনিচ্ছায় হ'বে মোর থাকিতে এখন,
যাবৎ প্রত্যূষে থিটিসের আগমন,
ভল্কানের বর্ম্মসহ। কিবা আছে আর,
বিনা সে টেলামনের ঢাল বজ্রসার?
সে ঢালে এজাক্স্ রক্ষে সখার শরীর,
বিনাশিয়া বর্ম্মাঘাতে অগণন বীর।
রক্ষে বীর এবে মেনিটিয়স্-কুমারে;
করিছে সে কার্য্য, যাহা একিলিস্ পারে।

নাহি সজ্জা, (কহে দেবী) জানিহে বীরেশ!
পরি' ভীতি-বর্ম্ম কর সমরে প্রবেশ।
যাও একিলিস্ বীর। পরিখার পার,
বিপক্ষ পলা'বে মূর্ত্তি দেখিয়া তোমার।
তব ভীম নয়নের কটাক্ষ হেরিয়া,
যুঝিবে নিজিত গ্রীক্ সাহসে মাতিয়া।

মিশায় বায়ুতে দেবী। প্রবীর উঠিল।
পালাস্, ইজিস্ তাঁর পৃষ্ঠদেশে দিল।
হেম-মেঘে দেবী এবে আবরিল তাঁয়;
প্রখর পাবক তাঁর জ্বলিল মাথায়।
যথা, যবে অবরুদ্ধ নগর হইতে,
রাশীকৃত ধূম থাকে আকাশে উঠিতে,
(দূরসিন্ধু-বক্ষঃস্থিত দ্বিপবাসিগণ,
নিরখি' বিদিত ইহা সমর) লক্ষণ;
লোহিত স্থবির ভানু ডুবিলে সাগরে,
আলোক-স্তম্ভনিচয় জ্বলে গিরি'পরে;
দূরব্যাপী বহ্নিছটা আলোকে সলিল,
ধরে সমুজ্জ্বলভাব আকাশ সুনীল;
একিলিস্ শিরঃস্থিত সে প্রভা তেমতি,
করিল অম্বরদেশ জ্যোতির্ম্ময় অতি।
ধাবিয়া ত্বরিত বীর, আরোহি' প্রাকারে,
দূর হ'তে রণস্থল কাঁপায় হুঙ্কারে।
চীৎকারি' মিনার্ভা সেই নাদ প্রবর্দ্ধিল;
চমকিল ট্রয়সেনা, ধরণী কাঁপিল।
যথা, সুকর্কশ তুরী ভীষণ নিস্বনে,
দূর হ'তে রণ-আজ্ঞা দেয় যোদ্ধৃগণে;
প্রাকারে আঘাতি' শব্দ মিশায় অম্বরে;
উন্নত সুদৃঢ় দুর্গ প্রতিধ্বনি করে;
তেমতি করিল বীর বিকট হুঙ্কার;
ভূমে অস্ত্র ফেলি' সেনা কাঁপে অনিবার;
পশ্চাতে হটিল রথ, উলম্ফিল হয়;
অশ্বনর ভূমি'পরে নিপতিত হয়।

বিদ্যুৎ-বিকাশ সবে হেরিয়া নয়নে,
আতঙ্কে ফিরায় আঁখি কাঁপিয়া সঘনে।
তিনবার করে বীর বিকট চীৎকার,
ভয়ে শত্রুকুল পলাইল তিনবার।
দ্বাদশ প্রবীর, বিদ্ধ নিজ বরষায়,
হইল পেষিত স্ব স্ব রথের তলায়!
গ্রীক্ বীরকুল, শত্রু পরাজি' এবার,
সে বিবাদ-হেতু শব করে অধিকার।
রাখিয়া সে হত বীরে রম্য খটিকায়,
অশ্রুপাতে বন্ধুগণ ধরণী ভাসায়;
অধোমুখে একিলিস্ বীরেন্দ্র-কেশরী,
স্রাবেন নয়নাসার সখা-দেহ'পরি,
প্রেরিলেন যাঁরে রথ তুরঙ্গ সহিত,
আসিতে সমর জয় করিয়া নিশ্চিত;
(ভীষণ পরিবর্ত্তন!) সে বীর-প্রবর,
শায়িত, বিবর্ণ, ক্ষতপূর্ণ-কলেবর!
এবে দেব অংশুমালী আলোক-আকর,
অনিচ্ছায়, জুনো-আজ্ঞা ধরি' শিরোপর,
পশিলেন বারিধির তরঙ্গ ভিতরে,
করি' রণশঙ্কা-মুক্ত একীয় নিকরে।
চমকি' ট্রোজান্ কুল, (পরিশ্রান্ত অতি,
রথ হ'তে অশ্বগণে করিয়া মুকতি),
রচে সভা অকস্মাৎ; যত বীরচয়ে,
আসিয়া দাঁড়ায় ত্বরা, নাহি বসে ভয়ে।
নাহি তা' সবার কোন মন্ত্রণা-কারণ;
হেরি' একিলিসে সবে আতঙ্কে মগন!

নীরব বীরেন্দ্রকুল ; প্রকাশে এবার,
দৈবজ্ঞ পোলিডেমাস্, পেন্থস্-কুমার,
আগামী অপরিহার্য্য বিপদ বিষম ;
(হেক্টরের সখা তিনি, সম বয়ঃক্রম ;
এক শুভ রাত্রে জন্ম লভেন উভয় ;
অতি জ্ঞানী এক, অন্য সমরে দুর্জ্জয়) ।
প্রকাশ হে বন্ধুভাগ ! কি ভাব মনে৷
আমি কিন্তু এ রজনী প্রভাত না হ'তে,
তুলিব শিবির মম ; হেথা অবস্থিতি,
নগর হইতে দূরে, ভয়াবহ অতি ।
বিবদিল বীরসহ যবে নরবর,
ভেবেছিনু হ'বে হত গ্রিসীয় নিকর ;
সে কারণ মোরা, যত শঙ্কা পরিহরি',
স্থাপিনু শিবির যথা অগণন অরি ।
ডরি একিলিসে এবে ; সে বীর এবার,
ক্রোধভরে স্ব শিবিরে না রহিবে আর,
না থাকিবে রণভূমে, যথা যোধচয়,
পর্য্যায়ে হারিল কিংবা লভিল বিজয় ;
ধ্বংসিতে এ ট্রয় পুর বুঝিবে এখন,
নহে খ্যাতি তরে, কিন্তু নাশিতে জীবন !
ফের ত্বরা ইলিয়নে, নিশা না যাইতে,
যাবৎ সে বীর যুদ্ধে না পারে আসিতে ;
কিন্তু যদি কালি হেথা হয় হে প্রভাত,
রণমত্ত সেই বীরে হেরিব নির্ঘাত !
পশিতে নগরে এবে বাঞ্ছা কারো নয়,
সে সময় অভিলাষ করিবে নিশ্চয় !

যেন ভাবী বাক্য সত্য না হয় আমার !
বুঝিয়া করহ কার্য্য করিয়া বিচার।
এ অদৃষ্টে যা' হ'বার হউক ঘটন,
সুযুক্তি করিয়া কার্য্য কর সম্পাদন।
কিসে হ'বে আত্মরক্ষা করহ বিচার।
রক্ষিবে নগরবাসী তোরণ-প্রাকার।
হইলে প্রভাত, যত ট্রোজান নিকর,
সুসজ্জায় আরোহিবে প্রাকার উপর
লইবারে প্রতিহিংসা সে বীর ভীষণ,
আক্রমণ ও প্রাকার করুক তখন,
অথবা সহস্রবার ভ্রমুক ঘুরিয়া,
যাবৎ না ঝরে ঘর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া।
এরূপে হইবে ক্লান্ত কলেবর তার,
না যে'তে নগরে, হ'বে কুক্কুর আহার !
ফিরিব ! (অবজ্ঞাভাবে কহিল হেক্টর),
চাহ ল'য়ে যেতে সেনা প্রাকার ভিতর ?
ছিলে নয় বর্ষাকাল নগর ভিতর,
নহে কি প্রচুর, কহ হে বীর নিকর !
স্বর্ণখনি, সমুজ্বল পিত্তলের তরে,
ইলিয়ম্ বহুকাল খ্যাত চরাচরে ;
কিন্তু প্রাকারের মাঝে ছিনু যতকাল,
হইয়াছে নিঃশেষিত ভাণ্ডার বিশাল !
ফ্রিজীয়-নিকর সুখে লুণ্ঠিল সে ধন ;
জাতশস্য মিয়োনীয় বিনষ্টে তখন !
অবশেষে যোভ্ মোরে সমরে সাজায়,
আতঙ্কে গ্রিসীয়গণ দুর্গ নিরমায় !

কর নিরুৎসাহ, দেব উৎসাহিছে যা'য় ?
পলা'বে ট্রোজান্ ? আমি নিবারিব তায় !
যুক্তিযুক্ত বাক্য এবে কর অবধান ;
নিবারি' সমর-শ্রম, থাক সাবধান।
কাহারো যদ্যপি থাকে ধন অগণন,
আনি' ত্বরা, সেনা মাঝে করুন বণ্টন।
যুক্ত তাহা স্ব ইচ্ছায় অর্পণ এক্ষণে,
না দিয়া লুণ্ঠনকারী দেশ-অরিগণে !
রবি-করে পূর্ব্বদিক হইলে উজল,
আক্রমিব বীরদর্পে বহিত্র সকল।
যদি একিলিস্ আসে ক্রোধ-প্রদর্পিত,
তাহারি বিপদ ! আমি যুঝিব নিশ্চিত।
দাও যশঃ, দেবগণ ! কিংবা কর ক্ষয়,
যে জন বাঁচিবে তার গৌরব অক্ষয়।
সকলের প্রভু মার্স্, সবারি সমান ;
বিজেতার গর্ব্বমাত্র হারাইতে প্রাণ !
উল্লাসে সমরিকুল করিল চীৎকার,
হয়েছে পালাস্‌দেবী জ্ঞান তা' সবার ;
করি' অবহেলা নিজ সুবুদ্ধির প্রতি,
নিল সবে অনর্থের মূল এ যুকতি !
সুদীর্ঘা তামসী বিভাবরী-অধিকারে,
বেড়ি' পেট্রোক্লসে গ্রীক্ ভাসে অশ্রুধারে।
মহাদুখে পেলিডিস্ করে অবস্থান।
সে হস্ত, বিনাশে যাহা বহু বীর-প্রাণ,
বেষ্টিত সে শবে এবে ! সঘনে এবার,
বহে দীর্ঘশ্বাস, ঝরে অশ্রুবারিধার।

তেমতি, মৃগেন্দ্ররাজ বিষাদের ভরে,
গর্জ্জে মরুমাঝে, প্রিয় শাবকের তরে ;
যবে সে দুর্দ্দান্ত পশু ফিরিয়া গুহায়,
সমাগত মানবের পদগন্ধ পায়,
বন উপত্যকা মাঝে করে উলম্ফন ;
বাজে আর্ত্তনাদে তার নিবিড় কানন ;
সেইরূপ একিলিস্ ক্ষোভ-ক্ষিপ্তপ্রায়,
মার্মিডন্‌গণে নিজ বিষাদ জানায় ;—

করিনু কি বৃথা পণ, না পারি কহিতে,
স্থবির মেনিটিয়সে যবে শান্তনিতে,
কহেছিনু, ওপার্ণ্টিয়া প্রদেশে আবার,
সহ শত্রুধন পুত্র সমর্পিব তাঁর ?
কিন্তু সে সর্ব্বেশ যোভ্ করেন ছেদন,
অভাগা নরের বহুদিনের মনন !
বীর ও বন্ধুর হ'বে দুর্গতি সমান ;
করিবেক ট্রয় উভয়ের রক্তপান।
কাঁদিবে আমারো তরে অভাগী জননী,
না হেরিবে পুনঃ পিতা নয়নের মণি !
তবু, প্রিয় পেট্রোক্লস্ ! র'ব ক্ষণকাল,
যা'ব পরে তব সহ আঁধারে ভয়াল।
সমাপ্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া না হ'তে তোমার,
শত্রু হেক্টরের শিরঃ দিব উপহার।
বর্ম্ম সহ সে মস্তক ঝুলা'ব অচিরে ;
দ্বাদশ সুকুল-জাত বলী ট্রয়-বীরে
হত্যাযোগ্য, বিনাশিবে এ হস্ত আমার,
দিব বলি পার্শ্বে তব জ্বলন্ত চিতার।

যা'ব অতঃপর আমি ; এবে গুণাধার !
অশ্রুপাতে ভিজাইব বদন তোমার।
শত্রু-বন্দিগণ হেথা করিবে রোদন
দিবস যামিনী কহি' আক্ষেপ-বচন,
মম তব বীর্য্যফল ; বিপক্ষ সেনায়,
ছিন্ন ভিন্ন করি' অসি যা সবে বাঁচায়।
এতেক কহিয়া বীর, অনুচরগণে
আদেশিল শব ধৌত করিতে যতনে।
ত্বরা তারা সুবৃহৎ কটাহ আনিয়া,
জ্বলন্ত অনল-কুম্ভে দিল বসাইয়া ;
দিল কাষ্ঠরাশি পরে। পাবক হুঙ্কারে,
বিভক্ত হইয়া তলে, বাহিরিল ধারে।
সুপ্রচুর জল তারা ঢালিল তাহায় ;
ফুটিয়া ফুটিয়া নীর উথলে কানায়।
অতঃপর সবে শব-অঙ্গ ধৌত করি,
মাখাইয়া তৈল, গন্ধ দিল ক্ষত 'পরি ;
মখ্মল-আবৃত রম্য কোমল শয্যায়,
উন্নত, ভূপালোচিত, শোয়াইল তায়।
দুগ্ধফেননিভ বস্ত্রে শব আবরিয়া,
আরম্ভে বিলাপ তারা অধীর হইয়া।
এদিকে, ত্রিদশালয়ে, দেবী জুনো প্রতি
(ঈশ্বর-বনিতা), কহে যোভ স্বর্গপতি ;
তব বাঞ্ছা পূর্ণ এবে ! পিলুস্-তনয়
আসিছে সমরে ; ভাগ্যবান গ্রীকচয়।
কহ প্রিয়ে ! (নাহি জানি) তারা কি ধার্ম্মিক ?
জন্মিল কি তব গর্ভে ও জাতি নির্ভীক ?

এ কেমন বাক্য তব ? (সরোষে উত্তরে,
ঈশপ্রিয়া, রক্তনেত্রা ঘোর ক্রোধভরে।)
এ হেন সাহায্য পারে করিবারে নর ;
জিনে বুদ্ধিবলে তারা এ হেন সমর।
দ্বিতীয় মর্য্যাদা মম মাঝে দেবতার,
প্রণয়িনী বজ্রপাণি জগত-পাতার,
না পারি কি এক জাতি করিতে শাসন,
কিংবা দোষী দেশ 'পরে কোপ-প্রদর্শন ?
এরূপে আলাপে দোঁহে। গজেন্দ্র গমনে,
সিন্ধুবালা প্রবেশিল ভল্কান্‌ভবনে ;
চারিদিকে চারু হর্ম্মাবলী শোভা পায়,
স্বর্গের অক্ষয় দীপ্তি বিরাজে তথায়।
খঞ্জ শিল্পিবরে দেবী হেরিল নয়নে ;
অগ্নিকুণ্ড হ'তে ধূম উঠিছে সঘনে।
কুণ্ডে কুণ্ডে দেবশিল্পি ভ্রমিয়া সত্বরে,
টানে ভস্ত্রা, সর্ব্ব অঙ্গে স্বেদবারি ঝরে।
সামান্য করমে আজি তিনি লিপ্ত ন'ন ;
বিংশতি ত্রিপদ দেব করিছে রচন,
স্থাপিত জীবিত হেম চক্রে সুশোভন,
(কহিতে বিস্ময়) নিজে করয়ে ভ্রমণ
যথা ইচ্ছা, সুসমৃদ্ধ স্বরগ ভূমিতে,
অতীব দ্রুত গমনে, অমর ইঙ্গিতে !
বিরচে হাতল তার এবে শিল্পিরাজ,
দীপ্তহেমে, করি' তাহে কুসুমের কাজ।
যেমনি এ কারুকার্য্য সমাপ্ত হইল
চিন্তা-অনুরূপ, সিন্ধুবালা প্রবেশিল।

চেরিস্, বনিতা তাঁর, সুন্দরী-রতন,
(বেণিকায় জড়িত দীর্ঘ কেশ সুশোভন,)
হেরে আগমন তাঁর; ধরি' চারু করে,
মৃদু হাসি,' দেবী প্রতি ক'ন মধুস্বরে;—
কি হেতু লো দেবি! অনুগ্রহ অসময়?
এস, ও অন্তরে তব যাহা বাঞ্ছা রয়,
তবু অতিথিনী তুমি; প্রবেশি' এখন,
মোসবার উপহার কর আস্বাদন।
উন্নত, রজত তারা-মণ্ডিত শয্যায়,
সাদরে বসান দেবী সিন্ধু-দুহিতায়;
দিয়া পাদপীঠ পদে, কহেন ডাকিয়া,—
ভল্কান্! থিটিস্-আজ্ঞা শুনহ আসিয়া।
থিটিস্, (কহেন দেব) মম হিতৈষিণী,
সদা স্নেহ-পূজাপাত্রী বারিধি-বাসিনী।
যবে নিক্ষেপিল মোরে জননী আমার,
(হেরি' অসন্তুষ্টা এই দেহ কদাকার,)
উনি ও ইউরিনেমি করিয়া করুণা,
শ্বেতবক্ষে ধরি' মোরে করেন সান্ত্বনা।
তদবধি শিল্পকার্য্যে হ'ল মম মন;
দোঁহা তরে ক্রীড়নক করিনু রচন।
নয় বর্ষ গুপ্তভাবে রহিনু সেখানে
অতি নিরাপদে, দেবনর নাহি জানে।
আঁধার গিরিগুহায় করি দিনপাত,
সিন্ধুর তরঙ্গ তাহে করিত আঘাত।
এবে সেই হিতৈষিণী দেবী-আগমনে,
কহ, কৃতজ্ঞতা আমি দেখাই কেমনে?

কৃপা করি,' হে থিটিস্! করহ গ্রহণ
মম পূজা, ভক্ষ্যদ্রব্য কর আস্বাদন।
আমি এবে শিল্পকার্য্য করি' পরিহার,
হইতেছি নিয়োজিত সেবায় তোমার।
এতেক কহিয়া দেব করম ত্যজিয়া,
অতি ব্যগ্র হ'য়ে, অসুন্দরভাবে গিয়া,
শ্রেণীবদ্ধ সুবিস্তৃত সিন্ধুক ভিতরে,
নানাবিধ যন্ত্রাবলী রাখিল সত্বরে।
অতঃপর দেবশিল্পি সিক্ত বস্ত্র নিয়া,
মলযুক্ত হস্তপদ ফেলেন মুছিয়া।
ধরি' দৃঢ় ভুজে রাজদণ্ড দীর্ঘ অতি,
সাজিয়া লোহিত সাজে এল বহ্নিপতি।
কামিনী-মূরতি দুই, সুবর্ণ-নির্ম্মিত,
আইল দ্রুতগমনে, প্রভুর সহিত;
বাক্‌শক্তি, জ্ঞান, বিদ্যা দিল তা' সবার,
দেবশিল্পি, (দিবে হেন চমৎকার হায়!)
দোঁহা'পরে দিয়া ভর, অনল-ঈশ্বর,
উতরে থিটিস্ যথা সিংহাসনোপর।
বসি' তাঁর পার্শ্বে দেব উজ্জ্বল আসনে,
কহে শ্বেতাঙ্গিনী প্রতি মৃদুসম্বোধনে;—
ধন্য দেবি! আমি; আজি কোন্ প্রয়োজনে,
আসিয়াছ (বহুকাল পরে) এ ভবনে?
করগো আদেশ মোরে থিটিস্ সুন্দরি!
সাধিয়া সে কার্য্য, সুখ অনুভব করি।
সবিষাদে সুরনারী করিল উত্তর,
(দু'নয়নে অশ্রুধারা ঝরে দর দর,)

উত্থান্-! বলহ, কোন্ অমরী-অন্তরে
হেন দুখ, যাহে মম হৃদয় বিদরে ?
অমরী-মাঝারে, যোভ্ জগত কারণ
করিল কি মম তরে, বিষাদ সৃজন ?
জল-দেবীকুল মাঝে, এই অভাগিনী,
হইল হইতে বাধ্য মানব-ঘরণী,
ঘোর জরাদুখ-গ্রস্ত হইয়া যে জন,
দীর্ঘায়ু হ'বার ফল করিছে গ্রহণ !
জন্মিয়াছে বীর এক জঠরে আমার,
মহাবীর্য্যবান, সমকক্ষ নাহি তার।
চারুশিশু তরুসম, কত যত্নে মম,
বাড়িয়া, ধরার দিল শোভা অনুপম !
প্রেরিয়াছি ট্রয়ে তায় ; আয়ুঃশেষ তরে,
অচিরে পতন তার সে ভীম সমরে !
পূর্ণ ঘোর শোকে পুনঃ হৃদয় তাহার ;
নারি দেবী হ'য়ে, করিবারে প্রতিকার !
অর্পিল যে নারী তার গ্রিসায় সকলে,
দর্পী নরবর তায় নিল ভুজবলে।
এ হেতু সন্তপ্ত শূর ; গ্রিসীয় কাতরে
মাগিল সাহায্য, কিন্তু নাহি গ্রাহ্য করে।
প্রেরিত হইল দূত প্রসন্নিতে তায় ;
নিজে না আসিয়া বীর সখারে পাঠায় ;
নিজ অস্ত্র বর্ম্ম রথ সেনা তায় দিল।
বাহুবলে প্রায় যুবা ট্রয় জিনেছিল ;
ফিবসের কোপে, (করে হেক্টর প্রহার,)
যশঃ প্রাণ, অস্ত্র, বর্ম্ম, করে পরিহার।

তুমি কিন্তু, ওহে দেব! করুণা করিয়া,
অল্লায়ু নন্দনতরে বর্ম্ম নিরমিয়া,
রণক্ষেত্রে দীপ্তি তায় করহ প্রদান,
যাবৎ (ক্ষণেকমাত্র!) নাহি ত্যজে প্রাণ!
কহে দেবশিল্পী;—ক্ষোভ কর পরিহার,
ভস্কানের সাধ্য যাহা সকলি তোমার।
নিবারি' নিঠুরাঘাত, থাকিলে শকতি,
ফিরাতাম দেবি! তব সুতের নিয়তি!
রচিব এখনি অস্ত্র আদেশে তোমার,
অদৃষ্ট, অশ্রুতপূর্ব্ব, অতি চমৎকার!
এত কহি' দীপ্তবপু অনল-ঈশ্বর,
নিজ কর্ম্মস্থানে ফিরি' চলেন সত্বর।
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা লৌহ ভস্ত্রাকুল,
গর্জ্জিয়া সঘনে, শব্দ তুলিয়া তুমুল,
ছাড়ে শ্বাস অগ্নিকুণ্ডে; প্রবল পবনে,
বিংশতি অনলকুণ্ড জ্বলে সেইক্ষণে।
দেবের আদেশে তারা হয় বহমান,
কভু ধীরে ধীরে, কভু বধিরিয়া কান।
পিত্তল, রজত, স্বর্ণদণ্ড দীর্ঘাকার,
স্থাপিত হইল দীপ্ত অনলমাঝার।
সুবিশাল সূর্ম্মি তাঁর সম্মুখে প্রোথিত,
বামেতর করে গুরু মুদ্গার উদ্ধৃত;
সন্দংশে নাড়েন দেব ধাতু, বাম হাতে,
সমগ্র গগন ফাটে প্রবল আঘাতে।
প্রথমে রচিল দেব ঢাল দীর্ঘাকার;
নানা কারুকার্য্য শোভে উপরে তাহার।

বেষ্টিল সে ঢাল তিন বৃত্ত সমুজ্জ্বল,
লম্বমান তহে দীর্ঘ রজত শৃঙ্খল।
পঞ্চ ধাতুপাত্রে ক্ষেত্র হইল নির্ম্মিত,
দেবভাব্য, রম্য শিল্পকরম-পূরিত।
রচে শিল্পিরাজ, পৃথ্বী, নভঃ, রত্নাকর,
প্রখর আদিত্য, পূর্ণচন্দ্র শোভাকর।
গগনে যতেক তারা উদিত নিশায়,
সে বিশাল ঢাল 'পরে এসে দীপ্তি পায়;
ছায়াপথ, সপ্তভাই পাইল প্রকাশ;
দক্ষিণের তারা করে বিভার বিকাশ;
প্রদীপ্ত সন্ধ্যার তারা উজ্জ্বল বরণে,
বিস্তারি' প্রখর ছটা, বিস্তৃত গগনে,
স্থিরভাবে এক স্থানে করে অবস্থান,
না যায় জলধিগর্ভে হইতে নির্ব্বাণ।
দুইটী প্রদেশ ঢালে হইল উদয়,
সমরের দৃশ্য এক, অন্য শান্তিময়।
চারি দিকে ধর্ম্ম কর্ম্ম, উৎসব সঙ্গীত
করিছে আমোদে মাতি' লোক পুলকিত!
চলিছে নবোঢ়াকুল রাজমার্গ দিয়া,
পশিতে বাসরগৃহে, বাতি করে নিয়া।
নর্ত্তক-নর্ত্তকীদল, নানা ভাবভরে,
করে নৃত্য তালে তালে বাঁশরীর স্বরে।
শ্রেণীবদ্ধ নারীকুল, দাঁড়ায়ে তোরণে,
হেরিছে সে দৃশ্য, সাজি' বিবিধ ভূষণে।
তথা, দলে দলে লোক চলে ধর্ম্মাগার,
শুনিবারে নাগরিক-হত্যার বিচার।

এক জন সপ্রমাণ করে নিহন্তার
অপরাধ, অন্য করে প্রতিবাদ তার।
উভপক্ষ সাক্ষিকুল আহূত তথায়।
পক্ষপাতী জনগণ দু'পাশে দাঁড়ায়।
দাঁড়াইয়া বৃত্তাকারে ঘোষক সকল,
করে ধরি' দণ্ড, নিবারিছে কোলাহল।
সে পবিত্র স্থানে, রম্য শিলাসন 'পরে,
বসিয়া প্রধানগণ, সুবিচার করে।
পর্য্যায়ে পবিত্র দণ্ড করি' উত্তোলন,
উঠিয়া প্রত্যেকে দণ্ড করে উচ্চারণ।
দুইটি সুবর্ণ তোড়া, দৃশ্যতে সবার,
যে জন সুবিচারক পুরস্কার তাঁর।
অন্য পার্শ্বে, (এই দৃশ্য বিভিন্ন বহুল!)
অস্ত্রে সমুজ্জ্বল, যুদ্ধ বেঁধেছে তুমুল।
সন্ধিসূত্রে দুই সেনা মিলিত হইয়া,
করে অবস্থান এক নগর রোধিয়া।
হেথা, নাগরিকদল রণসজ্জা করি',
রহে গুপ্তভাবে, আক্রমিতে দেশ-অরি।
পিতামাতা দারাশিশু ভয়ে তা'সবার,
উঠিয়া গুম্বজ 'পরে, দেখে চারি ধার।
পালাস্-মার্সের বলে হইয়া দর্পিত,
চলে তারা; দেবদ্বয় সুবর্ণ নির্ম্মিত,
স্বর্ণ পরিচ্ছদ বর্ম্ম; সে সেনা লইয়া,
অগ্রে অগ্রে চলে দোঁহে প্রফুল্ল হইয়া।
নদীতটে উপযুক্ত পেয়ে গুপ্ত স্থান,
ঢালে আবরিয়া সবে করে অবস্থান।

দূরে গুপ্তচরদ্বয় সতর্কে নেহারে,
আসে কিনা মেষ বৃষ তটিনীর ধারে ।
তৃণক্ষেত্র দিয়া শীঘ্র আসে পশুদল
ধীরে ধীরে ; পশ্চাতেতে রাখাল-যুগল
চলে রঙ্গে মনোসুখে বাজায়ে বাঁশরী
লুক্কায়িত শত্রুগণে সন্দেহ না করি' ।
অকস্মাৎ সে বাহিনী হ'য়ে বহির্গত,
বেড়িল চৌদিক ; হত্যা চলে অবিরত ।
অগণন মেষ বৃষ জীবন হারায় ;
দুর্ব্বল রাখালদ্বয় ধরাতে লুঠায় !
অবরোধী সেনা শুনি' বৃষের চীৎকার,
ধায় অশ্ব-আরোহণে করিয়া হুঙ্কার ।
যুঝি', ত্যজে প্রাণ তারা তটিনীর তীরে ;
হইল নির্ম্মল নীর রঞ্জিত রুধিরে ।
হুহুঙ্কার, আর্ত্তনাদ উঠে অনিবার ।
শত্রু-হৃদে এক যোধ হানে তরবার ।
নবাহত অরিবীরে ধরি' অন্য জন
করে বন্দী : কেহ শব করে আকর্ষণ ।
ছিঁড়ে মৃতদেহ সবে হয়ে ক্ষিপ্তপ্রায় ।
ভীষণ মূরতি কাল নাচিয়া বেড়ায় ।
সর্ব্ব রণ-দৃশ্য এবে নয়নে উদয় ;
কেহ মারে, কেহ মরে হেন বোধ হয় !
যত্নে দেব-শিল্পী এবে করিল খোদিত,
মনোহর শস্যক্ষেত্র, ত্রিধা সুকর্ষিত ।
শাণিত লাঙ্গল ধরি', হলবাহিগণ,
শ্রেণীবদ্ধ, চারিদিকে করে পর্য্যটন ।

এইরূপে ক্ষেত্র তারা করিছে কর্ষণ ;
সুরাপাত্র লয়ে প্রভু দেয় দরশন।
সুমধুর মধুপানে নাশি' পরিশ্রমে,
পুনঃ ব্যস্ত হয় তারা ক্ষেত্রের করমে।
গড়ায় মৃত্তিকা চাপ, ফলক তাড়িত,
যদিও রচিত হেমে, দেখিতে অসিত !

পক্ক শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র রচে শিল্পিরাজ।
বিরাজে কর্ত্তনী-করে ছেদক সমাজ।
কোথাও ছেদিত তৃণদল বিস্তারিত,
কোথাও বা তৃণগুচ্ছ ক্রমে সুসজ্জিত।
ছেদিয়া ছেদকদল অগ্রে অগ্রে যায় ;
পরে সংগ্রাহকগণ যতনে গুড়ায় ;
অবশেষে শিশুকুল একত্র হইয়া,
সংগৃহীত শস্য লয়ে আসিছে রাখিয়া।
চারিদিকে তৃণগিরি হয় সমুত্থিত,
নিরখিয়া ক্ষেত্রস্বামী অতি হরষিত।
সুন্দর উন্নত দেবদারুর তলায়,
ঘাসের উপরে, নানা খাদ্য শোভা পায়।
সবল যুবক এক, বৃষ হত্যা করে,
পরিশ্রমি-নিকরের পুরস্কার তরে।

সুবর্ণ-নির্ম্মিত এক শোভে দ্রাক্ষাবন,
লম্বমান তাহে, হেমদ্রাক্ষা অগণন।
গাঢ়তর বর্ণে দ্রাক্ষা-গুচ্ছ বহুতর,
ঝলসে নয়ন, রৌপ্য কীলক উপর।
মলিন ধাতুতে সেই ক্ষেত্রের নির্ম্মাণ,
ধবল টিনের বেড়া শোভা করে দান।

সুন্দর সুগম পথ বক্র ভাবে ধায়,
চলে লোক করণ্ডক করিয়া মাথায়.
(যুবক-যুবতিকুল) আমোদ-বিহ্বল,
পাইয়া প্রচুর মিষ্ট শরতের ফল ।
তার মাঝে এক যুবা বীণা ধরি' করে,
পিক-কণ্ঠে লিনসের ভাগ্য গান করে ।
পশ্চাতে নাচিয়া যুবা-যুবতিনিকর,
মঞ্জুরবে সে গানের প্রদানে উত্তর ।
হেথা কনকের বহু বৃষ বলবান,
করিছে নিনাদ যেন, উত্তোলি' বিষাণ ;
যাইছে হরিত ক্ষেত্রে, যথা কলস্বনি',
কাঁপায়ে বেতস লতা, প্রবাহে তটিনী ।
পশ্চাতে বিরাজে চারি কনক গোপাল,
তা'সবার সঙ্গে নয় কুক্কুর ভয়াল ।
ত্যজিয়া কাননাগার দুইটী কেশরী,
করে অবস্থান এক বলী বৃষে ধরি' ।
নাদে বৃষ ; রাখালেরা নিবারিতে নারে ।
রক্তপান করি' দোঁহে খণ্ড করে তারে !
কুক্কুর নিকর, হেন দৃশ্য নিরখিয়া,
কাঁপি' ভয়ে, দূর দেশে যায় পলাইয়া ।
ভল্কান, অমরশিল্পী রচে অতঃপর,
সুবিশাল তৃণক্ষেত্র অটবী সুন্দর ;
রাজে মেষশালা, পর্ণশালা অগণন ;
শুভ্র মেষে শ্বেতবর্ণ এ দৃশ্য শোভন ।
খোদিত হইল নৃত্য,—ক্রিট্‌রাজ্ঞী তরে,
যেরূপ অঙ্কিত হয় নোসস্ নগরে

ড:ডেনীয় শিল্পবলে ; স্বরূপ সুন্দর,
যুবাযুনী করে ধরি' আছে পরস্পর।
কোমল বসনে শোভে যতেক যুবতী,
পরিহিত যুবাদল সজ্জা দীপ্ত অতি :
যুবতীর কেশপাশ কুসুম-সজ্জিত ;
যুবকের পার্শ্বে হেম কৃপাণ লম্বিত,
রৌপ্য কোটিবন্ধে বদ্ধ, আঁখি ঝলসায়।
একত্র বসিছে সবে একত্র দাঁড়ায়,
অদ্ভুত কৌশলে ; রঙ্গে নিমেষে আবার,
মোহিত করিয়া আঁখি হয় বৃত্তাকার ;
মুহূর্ত্তেকে পুনঃ তারা নয়ন বঞ্চিয়া,
দাঁড়াইছে পূর্ব্বমত, সে বৃত্ত ভাঙ্গিয়া,
সেইরূপ ঘূরে চক্র দ্রুত আবর্ত্তনে,
দীর্ঘ চক্রদণ্ডচয় না পশে নয়নে।
প্রশংসে বিস্মিত হ'য়ে দর্শক নিবহে।
ব্যায়ামকারি-যুগল মধ্যে ক্রীড়া করে ;
কভু ঊর্দ্ধে, কভু নিম্নে বক্র করে অঙ্গ ;
মধুর সঙ্গীতে সাঙ্গ হয় সেই রঙ্গ।

এইরূপে সুরশিল্পী শেষ করি' ঢাল
চৌদিকে রচিল তার বারিধি বিশাল,
অপরূপ সমুজ্জ্বল রজত বেষ্টনী,
খেলিছে তরঙ্গবৃন্দ যেন কলধ্বনি'।

সমাধা করিয়া ঢাল, বীর আবশ্যক
রচে সমুদায় দেব ; বক্ষের ফলক
অগ্নিপ্রভ, পাদত্রাণ, শিরস্ত্রাণ আর,
নানা কারুকার্য্যে পূর্ণ, স্বর্ণ শিখা তার।

স্থাপিত হইল সর্ব্ব থিটিস-চরণে।
শ্যেন সম বেগে দেবী, বিমানারোহণে
চলে শ্বেত অলিম্পস্-শিখর ত্যজিয়া,
সমুজ্জ্বল অপরূপ অস্ত্র বর্ম্ম নিয়া।

অষ্টাদশ কাণ্ড সমাপ্ত

ঊনবিংশ কাণ্ড।

এগামেম্‌ননের সহিত একিলিসের মিলন।

বিষয়।

থিটিস্‌, পুত্রের নিকট ভল্কান-নির্ম্মিত বর্ম্ম আনয়ন করেন। দেবী, পেট্রোক্লসের দেহ অদূষিত রাখিয়া, সৈন্য সজ্জা করিতে একিলিস্‌কে আদেশ করেন। এগামেম্‌নন ও একিলিসের মিলন; এই ঘটনায় বক্তৃতা, উপহার ও ধর্ম্মকার্য্য। সৈন্যগণের আহার ও বিশ্রাম পর্য্যন্ত যুদ্ধে ক্ষান্ত থাকিতে উলেসিস্‌ একিলিস্‌কে কষ্টে স্বীকৃত করেন। উপহার-দ্রব্য একিলিসের শিবিরে নীত হয়; তথায় ব্রিসিস্‌, পেট্রোক্লসের নিমিত্ত আক্ষেপ করে। বীর উপহার অস্বীকার করিয়া, বন্ধুর নিমিত্ত কাতরে রোদন করেন। যোভের আদেশে মিনার্ভা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য অবতীর্ণা হন। একিলিসের সমর-সজ্জা; তাঁহার আকৃতি বর্ণন। তিনি অশ্বদ্বয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক পেট্রোক্লসের মৃত্যুর নিমিত্ত ভৎসনা করেন। একটী অশ্ব অদ্ভুত রূপে বাকশক্তি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভাবী পরিণাম ব্যক্ত করে; কিন্তু বীরবর এই ঘটনায় ভীত না হইয়া ক্রোধভরে যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবিত হন।

ত্রিংশ দিবস। দৃশ্য—সমুদ্রতীরে।

যেমনি মোহিনী ঊষা সুসাজে সাজিয়া,
প্রকাশিল সিন্দুরীর ছটায় রঞ্জিয়া,
(মনোহর দিবাদানে আমোদিতে নরে,
স্বরগে পূত আলোক বিকীরণ তরে,)
অমর-রচিত সজ্জা লইয়া অমরী
আসে পুত্র-পাশে; দেখে সে বীরকেশরী
কাঁদে পেট্রোক্লসে নিয়া; অপর সকলে,
ভূপতি-সুতের শোকে ভাসে অশ্রুজলে।

দেবী-আগমনে স্থান হ'ল জ্যোতির্ম্ময়।
থিটিস্, স্পর্শিয়া পুত্রে মৃদুবাক্যে কয়;
পরিহর শোক বৎস! ভাবিয়া দেখ না,
নর নয়, দেব তোমা দিল এ যাতনা।
ভল্কান্-রচিত সজ্জা কর বিলোকন,
তব উপযুক্ত, কিংবা দেবের শোভন।
এতেক কহিয়া সজ্জা ভূতলে ফেলিল;
কঠিন মাটিতে ঠেকি' ঝঞ্ঝনা পড়িল।
পিছায়ে চকিত চিতে মার্মিডন্‌গণ,
তীব্র দীপ্তি হ'তে তার আবরে নয়ন।
স্থিরভাবে একিলিস্ করি অবস্থান,
হেরি' নব সজ্জা, ক্রোধে হয় কম্পমান।
যুগ্মনেত্র হ'তে তাঁর বাহিরি' অনল,
তীব্র অগ্নিস্রোত সম ঝকে অবিরল।
ফিরায়ে ঘুরায়ে বীর দেখে কুতূহলে,
রচে শিল্পী যাহা, সুর-শিল্পের কৌশলে।
দেবি! (কহে বীর) এই সজ্জা সমুজ্জ্বল
প্রকাশিছে অমরের অদ্ভুত কৌশল।
ভীষণ সমরে তবে যাইব সত্বর;
কিন্তু হায়! মম প্রিয়সখা-কলেবর,
ক্ষত স্থান দিয়া কীট পশি' অভ্যন্তরে,
করিবে কি অপবিত্র জননি! সত্বরে?
বৃথা চিন্তা পরিহার কর গুণাকর!
(তনয়ের প্রতি দেবী করিল উত্তর);
হত বীরকায়া চির রহিবে অক্ষত,
অবিবর্ণ, রক্তপূর্ণ, জীবিতের মত।

যাও একিলিস্! (কর যেমন মনন,)
গ্রীকের সাক্ষাতে ক্রোধ কর গে বর্জ্জন।
সমরে প্রবৃত্ত বৎস! হও অতঃপর ;
বল বীর্য্য দান তোমা করিবে ঈশ্বর।
এতেক কহিয়া দেবী, শবের নাসায়,
ঢালেন অমৃত ; তার সর্ব্বাঙ্গে ছড়ায়
মৃত্যুসঞ্জীবনী সুধা। কীট মক্ষীগণ
পলায় সে কায়া নারি করিতে দূষণ।
মাতৃবাক্যে একিলিস্ চলে সিন্ধু-তীর,
কাঁপায়ে সমগ্র দেশ হুঙ্কারে গভীর।
শুনে যোধগণ তাহা ; গ্রিসীয় সকল,
দাঁড়ি মাঝি আদি করি' বত্ত জনদল,
শুনি' পরিচিত কণ্ঠ, মাতিয়া উল্লাসে,
ব্যগ্রভাবে ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই দিকে আসে,
হেরিতে সে অরিত্রাস প্রবীর দুর্ব্বার,
চির পরিত্যক্ত, পুনঃ মিলিত আবার।
টিডাইডিস্, উলেসিস্ আহত সমরে,
বর্ষা'পরে করি' ভর ধীরে অগ্রসরে।
বসিল মন্ত্রণা-স্থানে আসনে উভয় ;
ভূপ আটরাইডিস্ উপনীত হয় ;
তিনিও আহত এজিনর-সুত-শরে !
একিলিস্ এবে নিজ ভাব ব্যক্ত করে ,—
হইত মঙ্গল ভূপ, পৃথ্বী-অলঙ্কার !
তব, মম, আর গ্রীক্ যোধ সবাকার,
যদি, (সে দিনের আগে, যবে দুই জনে,
করিনু বিবাদ ঘোর, সুন্দরী-কারণে)

অমরী ডায়ানা, ভীম শর নিক্ষেপিয়া,
বিদ্ধিত বিবাদভূতা যুবতীর হিয়া !
তাহ'লে, বহু প্রবীর না হ'ত নিহত,
মোসবার রক্তে ট্র্য় রঞ্জিত না হ'ত।
দোঁহার বিবাদে গ্রীক্ সহিল বহুল,
গাইবেক এ বৃত্তান্ত পরবংশকুল ;
কিন্তু আর নহে, সেই ভীম মনান্তর
অতীত, দূরিত এবে হইতে অন্তর।
কেন, (হায় !) হ'য়ে আমি মানব নশ্বর,
হইব সে মনাগুণে দগ্ধ নিরন্তর ?
শমিলাম ক্রোধ এবে ; চল, করি রণ ;
গ্রীক্ স্রাবিয়াছে রক্ত, এবে ইলিয়ন।
ডাক সৈন্যগণে ; কর পরীক্ষা সত্বরে,
রহে কি না রাত্রে শত্রু এ অঙ্গন' পরে।
নিশ্চয়, তাদের নেতা, এ বীর্য্য বুঝিয়া,
ভাসিবে উল্লাস-নীরে, দূরে পলাইয়া !

নিরস্ত হইল বীর। গ্রীক্ অবিরাম,
প্রফুল্ল মিলনে, গাহে পেলিডিস্-নাম।
না উঠি' আসন ত্যজি', পূজ্য নরবর,
এরূপে, এ বচনের অর্পেন উত্তর ;—
ক্ষান্ত হও, শুন যত গ্রিসের সন্তান !
এক মনে ভূপালের বাক্যে দেহ কান।
আকালিক হর্ষ ক্ষণ করহ বর্জ্জন,
ত্যজহ আনন্দধ্বনি, অনিষ্ট-কারণ।
অসময়ে কোলাহল, প্রশংসা, চীৎকার,
করে অপকার সদা বড়ই বক্তার।

এ বিবাদে কিছুমাত্র দোষ মম নয় ;
জানিও, ক্রোধান্ধ যোভ্, ভাগ্য নিরদয়,
ভীম ইরিনিস্ সহ, অর্পিয়া আমায়
ঘোর রোষ, এ ভীষণ বিবাদ ঘটায়।
ঈশ্বরের ইচ্ছা লঙ্ঘি, কি সাধ্য আমার
না সাধিলে ভীমা এটী হেন অপকার ?
সে দেবী যোভের কন্যা, সদা অর্পে নরে
দুখভার, প্রবেশিল আমার অন্তরে।
সে দেবী ভূতলে পদ না করে অর্পণ ;
কিন্তু সদা দর্প ভরে করে বিচরণ,
প্রবীরের শিরোপরে ; গমন সময়,
ক্ষত চিহ্ন, দুখরাশি আবির্ভূত হয় !
পূরবে ভ্রমিত দেবী দীপ্ত দিবমাঝ ;
আপনি জগত-পিতা যোভ্ দেবরাজ,
ভুঞ্জে দুঃখ তাঁর বিষময় প্রহরণে,
জুনোর নারী-উচিত চাতুরী ছলনে।
গর্ভবতী আল্কামেনা, যবে নয় মাসে
করিল অতীত ; যোভ বলী পুত্র-আশে
হ'য়ে হৃষ্ট, গোপনীয় মনন তাঁহার,
কহিলেন দেবী কাছে, করি' অহঙ্কার।
আজি (কহে দেব) মম জন্মিবে সন্ততি,
শাসিবেক রাজ্য, হ'বে ভূপতির পতি।
কহে সেটার্ণিয়া তাঁয়, সত্যে বদ্ধ হ'য়ে
অর্পিতে রাজ্যাধিকার সে প্রিয় তনয়ে।
বজ্রপাণি, প্রেয়সীর ছলা না বুঝিয়া,
করেন প্রতিজ্ঞা, যত দিব্য উচ্চারিয়া।

ত্যজি' অলিম্পস্, দেবী আনন্দ অন্তরে,
চলিলেন দ্রুতবেগে আর্গস্ নগরে।
স্থেনিলুস্-পত্নী ছিল সপ্তাহ গর্ভিনী;
জিয়ালেন পুত্রে তাঁর ঈশ-বিমোহিনী।
দেবীর মায়ায় আল্কামেনা গর্ভবতী,
না পারিল প্রসবিতে সে দিন সন্ততি।
ঈশে সেটার্ণিয়া এবে স্মরাইল পণ;
"জন্মিবে, (কহেন দেবী) যোভের নন্দন
আজি, অনশ্বর; স্থেনিলুস্ হ'তে তার
হয়েছে উদ্ভব, কর যথা অঙ্গীকার।"
পণবদ্ধ বজ্রপাণি শুনি' এ বচন,
অতি ক্ষুব্ধচিত, ক্রোধে হইল মগন।
আছিল কলহ দেবী তাঁহার মাথায়,
হস্ত সঞ্চালিয়া ঈশ ফেলিলেন তাঁয়।
অক্ষয় প্রতিজ্ঞা দেব করিল আবার,
না হইবে সুরলোকে বাসস্থান তাঁর;
হেঁটমুণ্ডে অলিম্পস্ হইতে ত্বরায়,
চিরদিন তরে নিম্নে নিক্ষেপিল তাঁয়।
তদবধি ধরাধামে বিবাদ পড়িল,
নশ্বর মানব সনে থাকিতে হইল।
বিরলে বসিয়া দেব, সুত-ভাগ্য তরে,
কাঁদিতেন, দিয়া দোষ বিবাদ উপরে।
প্রবঞ্চিত আমি সেই যোভের মতন,
অরাতি হেক্টর যবে নাশে অগণন!
কিসে যুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইবে আমার?
মম ধন জনগণ সকলি তোমার।

সেই সব দ্রব্য এবে হইবে আনীত,
তব কাছে উলেসিস্-মুখে অঙ্গীকৃত।
প্রসন্ন হইয়া বীর! মম অনুনয়ে,
ধর অস্ত্র, যুঝ পুনঃ বর্ম্মদীপ্ত হ'য়ে।

নরবর! দূরব্যাপী তোমার শাসন,
(কহে একিলিস্,) পালে সর্ব্ব জনগণ!
অর্পণ বা অনর্পণ পূর্ব্ব উপহার
সম মম পক্ষে; চাহি সংগ্রাম এবার।
মুহূর্ত্ত বিলম্ব আর না সহে এখন,
মোদের যশের কার্য্য নহে সম্পাদন।
প্রতি গ্রীক্, যে হেরিবে বরষা আমার,
নির্ভয়ে অরাতি সেনা করুন সংহার;
স্বচক্ষেতে মম কার্য্য করি' বিলোকন,
সমরে কর্ত্তব্য যাহা শিখুন এখন।

নিরস্ত পিলুস্ পুত্র। জ্ঞানের আকর
হিতবাদী ইথেকস্ করেন উত্তর;—
যদিও শ্রমেতে ডর না আছে তোমার,
আবশ্যক বাহিনীর বিশ্রাম আহার।
যবে দেববলে রণে হইবে উদয়,
দীর্ঘকাল ভীম যুদ্ধ চলিবে নিশ্চয়।
শোণিত, সাহস বল করয়ে অর্পণ;
মদিরা, অশন করে সে রক্ত বর্দ্ধন।
কোন্ মহারথ বীর আহার বিহনে,
দিনেক যুঝিতে পারে এ ভয়াল রণে?
সাহস থাকিতে পারে; কিন্তু গেলে বল,
অবশ্যই পরাজিত হ'বে মহাবল।

অনাহারে, পরিশ্রমে হইয়া কাতর,
ক্লান্ত কলেবর ত্যজি' পলাবে' অন্তর ;
কিন্তু অঙ্গ দৃঢ় করি' বলিষ্ঠ আহারে,
বহুক্ষণ যোধগণ যুঝিবারে পারে।
সৈন্যগণে ত্বরা আজ্ঞা করহ প্রদান,
প্রচুর আহার করি' হ'তে বলবান।
বীর একিলিসে যাহা আছে অঙ্গীকার,
করহ অর্পণ এবে সম্মুখে সবার।
দাঁড়াইয়া নরবর সভার মাঝারে,
করুন প্রতিজ্ঞা, (ধর্ম্মপ্রথা-অনুসারে)
যথা অদূষিতা ভাবে আসিল যুবতী,
নহে কলঙ্কিনী, আছে অদ্যাপি তেমতি।
অতঃপর কালোচিত বিপুল উৎসবে,
বীরের সে পূর্ব্ব মান্য সমর্পিত হ'বে।
আধিপত্য পুনঃ ভূপ ! না করিও আর,
বিবেচনা, বিচারের করি' ব্যাভিচার।
হেন কার্য্য ভূপালের বহু প্রশংসার,
সম্মানিতে তায়, ক্ষতি করিয়াছে যার।
উত্তরিল নরবর ;—হেন বাক্যে তব
আনন্দিত আমি, ন্যায্য তব অনুভব।
উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিব ইহার ;
ঈশ্বর এ অপরাধ মার্জ্জিবে আমার !
থাকুক এ স্থলে ক্ষণ গ্রিসীয় জনতা ;
একিলিস্ ! ক্ষণ পরিহর অধীরতা,
যাবৎ তরণী হ'তে আনি উপায়ন,
গোভে স্মরি', দোঁহাকার না হয় মিলন।

আনিবেক যুবাদল সেই উপহার।
তব' পরে উলেসিস্! নির্ব্বচন-ভার।
শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে দ্রব্য আনিবেক মাথে;
সুন্দরী বন্দিনীগণ আসিবেক সাথে।
আসুন টাল্‌থিবিয়স্ বরাহ সত্বরে,
যোভ্-দিবাকরোদ্দেশে বলিদান তরে।
এ সব, হে নৃপবর! (একিলিস্ কয়,)
করিও সময়ক্রমে, যদি ইচ্ছা হয়,
হইবে সমাপ্ত যবে এ ভীম সমর,
পলাইবে ক্রোধ, ত্যজি' এ দগ্ধ অন্তর।
মোসবার বীরগণ হেক্টর-প্রহারে,
ঊর্দ্ধনেত্রে নিপতিত অঙ্গন মাঝারে।
প্রতিহিংসা আবশ্যক! লয় মম চিতে,
এখনি, এ মুহূর্ত্তেতে যুদ্ধ আরম্ভিতে।
আগে, হে নরেন্দ্রবর! জিনিয়া আহব,
গীতবাদ্য পানাশনে করুন উৎসব।
যদবধি রক্ত-তৃষ্ণা না যায় আমার,
রসনা না রসনিবে কদাচ আহার।
হত প্রিয়সখা মম, (বড় ব্যথা প্রাণে!)
শায়িত চরণদ্বয় রাখি' দ্বারপানে।
দিব প্রতিশোধ আমি! এ হৃদি মাঝারে,
চিন্তা, লাভাকাঙ্ক্ষা কভু প্রবেশিতে নারে।
সমরে উৎসব মম; মুমূর্ষু-চীৎকার,
রক্তপাত,—পানাশন, সঙ্গীত আমার!
হে গ্রীক্‌প্রবর! (কহে উলেসিস্ ধীর)
মহাবীর্য্য-সমন্বিত, অমানুষ বীর!

সত্তত সমর-ক্ষেত্রে কৃতীত্ব তোমার,
প্রাজ্ঞতা ও জ্ঞান কিন্তু আয়ত্ত আমার।
কহিতেছি উপদেশ বুঝহ অন্তরে ;
সমরে প্রবীর শীঘ্র তৃপ্তিলাভ করে।
যদিও শবেতে পূর্ণ সমর-অঙ্গন,
বহে রক্ত-নদী, লাভ না আছে তেমন।
পর্য্যায়ে বিজয়-শিক্যা হয় আন্দোলিত ;
হ'লে প্রতিকূল যোভ্, বিজয়ী নিহত।
প্রত্যহ অসংখ্য বীর জীবন হারায় ;
কাঁদিলে অনন্ত কাল, সে দুঃখ না যায়।
চির শোকভোগে কহ, কিবা প্রয়োজন ?
খেদে উপবাস নাহি করে গ্রীকগণ।
কালপূর্ণ কোন প্রিয় বীরের মরণে,
যথেষ্ট, দিনেক তরে শোক-প্রদর্শনে।
একের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দুখে সমাপিয়া,
যাইতেছি পুনঃ ত্বরা অন্য বীরে নিয়া।
বললাভ হেতু কর আহার প্রচুর ;
হরিবেক বিরসতা মদিরা মধুর।
রণ-আশে হৃদি নৃত্য করুক সবার,
উঠুক মানসে মাত্র বিপক্ষ-সংহার।
লভিয়া বিশ্রাম ক্ষণ, গ্রিসীয় ত্বরিতে,
বাহিরিবে পুনঃ, নাহি হ'বে আহ্বানিতে।
আতঙ্কে অধীর হ'য়ে র'বে যে দুর্ব্বল
তরী মাঝে, পা'বে তার উপযুক্ত ফল।
একত্র করিয়া যাত্রা সমর-অঙ্গনে,
আক্রমিব এক সঙ্গে ট্রয়-সৈন্যগণে।

যুবাগণে উলেসিস্ প্রেরিল এবার,
আনিবারে তরী হ'তে রম্য উপহার।
নেষ্টর-নন্দনগণ, ফিলুস্-তনয়,
থায়াস্ ও মেরিয়ন্ সমরে দুর্জ্জয়,
ক্রিয়োণ্টীয় নেতা লিকোমিডিস্ দর্পিত,
যুবক মেলানিপস্ হন নির্ব্বাচিত।
আজ্ঞামাত্র যুবাগণ আনে উপহার;
রাখে বিংশ পুষ্পপাত্র মধ্যে সবাকার।
আনিত হইল ছয় ত্রিপদ সুন্দর,
দ্বাদশ তুরঙ্গ আর স্থূল-কলেবর।
আইল সপ্তবন্দিনী যৌবন-শোভিতা;
অষ্টমী বিস্রিস্, যেন গোলাপ ফুল্লিতা,
চলে ধীরে পশ্চাতেতে; ইথেকস্ আগে,
লইয়া সুবর্ণ তোড়া আসে অনুরাগে।
অন্য দ্রব্য অতঃপর রাখে যুবাগণ;
মনোহর দৃশ্য। উঠে এগামেম্নন্।
ধার্ম্মিক টাল্‌থিবিয়স্ বরাহ ধরিল;
মহীপতি কোষবদ্ধ খড়্গ উলঙ্গিল।
সে পশুর শিরঃ-রোম করিয়া ছেদন,
নিবেদিয়া দেবে, ভূপ করিলেন পণ।
দীর্ঘ বাহুদ্বয় তাঁর ঊর্দ্ধে উত্তোলিত,
নীল নভোপানে যুগ্ম নয়ন স্থাপিত।
ভক্তিভরে বসি' যত গ্রিসীয় নিকর,
শুনে এ প্রার্থনা, লোমাঞ্চিত-কলেবর।
সাক্ষী তুমি, ওহে যোভ্ জগত-ঈশ্বর!
সর্ব্বদর্শী, দয়াময়, জ্ঞানের আকর!

মাতঃ বসুন্ধরে ! দীপ্তবপু দিবাকর !
অধোলোকবাসী যত ভীষণ অমর !
দণ্ড যাঁরা, কর মগ্ন দুঃখের সাগরে,
মিথ্যাবাদী ভূপগণে, মিথ্যাবাদী নরে।
অর্পিলাম কুমারীরে সদা অদূষিতা,
না ভাবি ক্ষণেক তরে আমার বনিতা।
কহি যদি মিথ্যা, দণ্ড হউক অচিরে ;
ভীষণ অশনি ঈশ ! হান মম শিরে !
এত কহি' ভূপ, খড়্গ হানিল ত্বরায় ;
দ্বিখণ্ড হইয়া পশু পড়িল ধরায়।
ধার্ম্মিক দূতপ্রবর সে দেহ লইয়া,
(মৎস্য-খাদ্য তরে) দিল সমুদ্রে ফেলিয়া।
কহে একিলিস্ এবে,—শুন গ্রীকগণ !
যোভ্ মোসবায় দুখ করেন অর্পণ।
নতুবা ক্রোধের বশ না হ'ত এ মতি,
আট্রাইডিস্ নাহি হরিত যুবতী।
যোভের ইচ্ছায়, যাহে বদ্ধ জনগণ,
ঘটে এ বিবাদ, মরে গ্রীক্ অগণন।
যাও বীরভাগ ! তবে নিবার ক্ষুধায়,
একিলিস্ ততক্ষণ র'বে অপেক্ষায়।
ভাঙ্গিল বীরের সভা, এ হেন বচনে ;
গ্রীক্গণ নিজ পোতে চলে সেই ক্ষণে।
ফিরিলেন একিলিস্ শিবিরে তাঁহার,
পিছে অনুচরকুল, লয়ে দ্রব্য-ভার।
রাখে দ্রব্য ভৃত্যগণ শিবির ভিতরে ;
বাঁধে গিয়া মন্দুরায় তুরঙ্গ নিকরে।

পশে নবাগারে যত বন্দিনী যুবতী।
ব্রিসিস্ সুন্দরী, যেন রতি মূর্ত্তিমতী,
আলোকি' মণ্ডপ, গিয়া মন্থর গমনে,
প্রাণহীন পেট্রোক্লসে হেরিল নয়নে।
তখনি পড়িয়া ধনী মৃতদেহ' পরে,
করাঘাতি' বক্ষে, কেশ ছিন্ন করে করে।
অশ্রু-সুশোভিত চারু নয়ন যুগল,
উত্তোলি' কহিল ধনী হইয়া বিকল ;—
হায় যুবা! কৃপাপর, প্রিয় অতিশয়।
শান্ত্বনিতে তুমি মোরে দুখের সময়।
দেখেছিনু তোমা পূর্ব্বে প্রফুল্ল জীবিত ;
এবে হেরি প্রাণহীন, ধূলি-ধূসরিত!
কি ভীষণ দুখরাশি অদৃষ্টে আমার!
শোকের উপরে শোক, নাহি অন্ত তার!
এক দিনে মম তিন প্রাণের সোদর
প্রবেশিল কালান্তক অন্তকের ঘর।
তুমি মোরে ধরাসন হ'তে উত্তোলিয়া,
স্বামিহত্যা অশ্রু-বারি দিলে মুছাইয়া।
কহেছিলে তুমি মোরে, ওহে যুবাশশী,
করিবে আমায় একিলিসের প্রেয়সী,
দিবে মোরে সমারোহে ধর্ম্মপত্নী করি',
হইব দেবীসুতের রাজ্যের ঈশ্বরী।
লহ অশ্রুবিন্দু মম! ঝরে এ নয়ন,
তব তরে, ক্ষুব্ধ তুমি পরের কারণ।
অপর বন্দিনীকুল করে হাহাকার,
নহে পেট্রোক্লস্ তরে, দুখে তা সবার।

বেড়ি' দেবীপুত্রে যত প্রবীর নিচয়,
করিছে শান্ত্বনা, কিন্তু বীর শান্ত নয়।
একিলিসে সুখী যদি করিতে মনন
কর কেহ, অনুরোধ না কর এমন।
যাবৎ উদিত নহে দেব দিবাকর,
কিছুতেই নহে শান্ত মম এ অন্তর।
এতেক কহিয়া শূর ফিরায় বদন।
এখনো এট্রস্-বংশী ভূপ দুই জন,
নেষ্টর্, ইডোমিনুস্, উলেসিস্ আর,
ফিনিক্স্, প্রয়াসে ক্ষোভ শমিবারে তাঁর।
ভীম ক্রোধ-শোক তাঁরা দূরিবারে নারে;
কভু ফেলে অশ্রুনীর, কভু বা হুঙ্কারে।
তুমিও হে পেট্রোক্লস্! (কহে বীরবর)
করেছ উৎসব এই শিবির ভিতর।
তব সহবাসে, তব মধুর বচনে,
এক দিন একিলিস্ ক্ষান্ত ছিল রণে;
কিন্তু হায়! এবে তোমা দিয়া কাল-করে,
কি সুখ উৎসবে মম, না গিয়া সমরে?
কত মর্ম্মভেদী দুখ এ অদৃষ্টে আর!
কি দুঃখ, পিলুস্ যদি ত্যজেন সংসার;
যিনি এবে করিছেন অশ্রু বরিষণ
পিথিয়ায়, গণি' প্রিয় পুত্রের নিধন?
নিয়প্টোলিমস্ যদি মরে এবে হায়!
(মম একমাত্র পুত্র) কত দুখ তায়?
জীবিত সে সুত এবে (ভুলি' মায়া তার,
বহিতেছি দূরদেশে সমরের ভার।)

ভেবেছিনু এত দুখ সহিতে না হ'বে;
নাশি' ভাগ্য একিলিসে, সখারে রাখিবে।
পালিবেন পেট্রোক্লস্, ছিল আশা মম,
পিতৃহীন সেই সুতে, জনকের সম;
সিরসের দ্বীপ হ'তে করিয়া আনীত,
পৈতৃক বিভবে তার তুষিবেন চিত,—
সুরম্য রাজপ্রাসাদ, রাজ্য বিস্তারিত।
স্থবির পিলুস্ নাহি বাঁচিবেন আর;
না আছে সামর্থ্য বহিবারে রাজ্যভার।
মম অকল্যাণ গণি', এবে বৃদ্ধবর
অবসন্ন, ইহলোক ত্যজিবে সত্বর।

থামে উচ্ছ্বাসিয়া বীর। নরপতিগণ,
অধীর অন্তরে করে অশ্রু বরিষণ।
ক্ষুব্ধ হ'য়ে বজ্রী তাঁসবার আঁখিনীরে,
দয়ার্দ্র অন্তরে এবে কহে কুমারীরে;—

একিলিসে কৃপা পুত্রি! নাহি কি তোমার?
এরূপে কি কর বীরজনে পরিহার?
হের, যথা পালমালা উড়ে বায়ুভরে,
বসি' শূর অশ্রুপাত করে সখা তরে।
যাবৎ সামর্থ্য নাহি হরে অনশন,
যাও ত্বরা, সুধাধারা কর বরিষণ।

নীরবিল বজ্রপাণি; ত্বরা এ বচনে,
চলে চারুনেত্রা দেবী চপলা-গমনে;
তেমতি ভীষণ হার্পী করেন গমন,
দীর্ঘ পাকশাটে বিতাড়িয়া সমীরণ।

একিলিস্ পাশে দেবী উপনীতা হ'য়ে,
অলক্ষিত ভাবে তাঁর বরষি' হৃদয়ে,
অমিয়, (মরণহীন অমর-আহার !)
দিব্য লোকে আরোহণ করে পুনর্ব্বার।
শিবির হইতে বাহিরিয়া সেনাগণ,
ব্যাপিল প্লাবন সম, সমর-অঙ্গন।
যথা যবে বরিয়স্ হ'য়ে প্রবাহিত,
ধবল তুষারে ক্ষেত্র করে আচ্ছাদিত;
মেঘাগার হ'তে শীতঋতু ভয়ঙ্কর,
বাহিরিয়া দর্প ভরে উজলে অম্বর;
তেমতি উজল ঢাল, দীপ্ত শিরস্ত্রাণ,
ছটায় সমগ্র ভূমি, করে দীপ্যমান।
দীর্ঘ দীপ্ত বক্ষঃপাটা, নারাচ উজ্জল,
প্রভায় মিশায়ে প্রভা, ঝকিছে কেবল।
উঠিছে গগন ভেদি' অশ্ব-পদধ্বনি।
আভায় আকাশ জ্বলে, হাসিছে ধরণী।
মধ্যভাগে দীর্ঘ স্তম্ভসম শোভমান
একিলিস্ অঙ্গে সজ্জা করে পরিধান;
স্বকরে রচে এ সজ্জা দেব বহ্নিপতি,
অক্ষয় অনলপ্রভ অপরূপ অতি !
হিংসা শোক, রণে তাঁরে করে উত্তেজিত;
পাবকের সম আঁখি হইছে ঘূর্ণিত।
কড়মড়ি' দন্ত বীর, অধীর অন্তরে,
করেন অপেক্ষা, নিশা-অবসান তরে।
আগে রৌপ্য কটিসজ্জা পরে বীরবর,
সুবর্ণ কবচ বক্ষেঃ বাঁধে অতঃপর।

চারু কটিবন্ধবদ্ধ পিত্তল কৃপাণ,
রতন-খচিত, পার্শ্বে হয় লম্বমান ;
বৃহৎ চন্দ্রমা সম ঢাল বিস্তারিত,
সহস্র ছটায় ভূমি করে আলোকিত।

তেমতি নেহারে ভীত নাবিক নিকর,
নিশাতে আলোক দূর সমুদ্র উপর,
উন্নত গিরি-শিখরে যাহা প্রজ্বলিত,
আলোকি' আকাশ, লোকে করে সতর্কিত।
স্তিমিত নয়নে তারা হেরে অনিবার ;
ঝটিকা খেদায় পোত করিয়া হুঙ্কার।

পরিল শিরস্ত্র বীর ; উপরে তাহার,
সমীরে উড্ডীন শিখা শোভার আধার।
যথা পুচ্ছ হ'তে ধূমকেতু আলোময়,
ছড়ায় মরক, রোগ, সমরের ভয় ;
সেইরূপ শিরে তাঁর ঝকে শিরস্ত্রাণ,
কাঁপে দীপ্ত শিখা, দিক করি' ভাসমান।

বিস্মিত নয়নে শূর হেরে আপনারে ;
তুলে অস্ত্রশস্ত্র নিজ বল বুঝিবারে।
অনুভব করে বীর সামর্থ্য-উদয়,
অলক্ষিতে কেহ যেন তুলে অঙ্গচয়।

পৈতৃক বরষা বীর তুলিল এবার,
প্রকাণ্ড, নাড়িতে সাধ্য না আছে কাহার।
পিলিয়ন্-শৃঙ্গশোভী শাল তরুবরে,
রচিল কাইরন্ তাঁর জনকের তরে ;
ভীষণ বরষা, যাহা একিলিস্ বীর
বহে মাত্র ভুজে, শঙ্কা সমর ভূমির!

বলী আল্‌সিমস্, অটোমিডন্ দুর্জ্জয়,
দীপ্ত রথে যুক্ত এরে করে দিব্য হয়,
(তুলিছে রজত থোপ পার্শ্বেতে দোঁহার,)
বাঁধিল বদনে চারু রশ্মি শোভাধার ;
নাগদন্ত-সুমণ্ডিত সে বল্গা ঘুরায়ে,
অশ্বপৃষ্ঠ দিয়া, রাখে বরূথীর গায়ে।
ত্বরিত সারথি এবে করে কশা নিয়া,
কৌশলে উন্নত রথে উঠে উলম্ফিয়া।
মহাবীর একিলিস্ দিব্য বর্ম্ম পরি',
উঠিলেন তাহে, ক্ষেত্র প্রজ্বলিত করি'।
রথস্থ ফিবস্ যবে উদেন আকাশে,
কদাপি উজ্জ্বলতর প্রভা না প্রকাশে।
দাঁড়াইয়া বীরবর বীরদর্প-ভরে,
আদেশ করেন উচ্চে তুরঙ্গনিকরে ;—

হে জ্যান্থস্ ! বেলিয়স্ ! পোডার্জ্জিসোদ্ভূত !
(অনশ্বর বংশে যদি হয়েছ প্রসূত,)
হও দ্রুতগামী, শিক্ষা করহ এবার,
রথীরে রক্ষিতে ভীম সংগ্রাম মাঝার।
বিপক্ষ মাঝারে মোরে নে যাও অচিরে,
পেট্রোক্লস্ সম, নাহি ত্যজিও স্বামীরে।

তেজস্বী জ্যান্থস্, হেন বচন শুনিয়া,
করে অনুতাপ ক্ষোভে শিরঃ নোঙ্গাইয়া।
স্বর্ণরথ-অগ্রে অশ্ব কাঁপিয়া দাঁড়ায়,
সুদীর্ঘ কেশররাজি ধূলাতে লুঠায়।
কহিতে বিস্ময় ! (এবে জুনোর কুহকে,)
কহে অশ্ব, বাকশক্তি লভিয়া পলকে ;—

একিলিস্! আজি দোঁহে বহিব তোমায়,
করিবারে ছিন্ন ভিন্ন বিপক্ষ-সেনায়;
কিন্তু আসিতেছে দিন,—হারাইবে প্রাণ,
আমাদের দোষ নহে,—বিধির বিধান!
নাহি মরে পেট্রোক্লস্ মোদের হেলায়,
আয়ুঃ শেষ তাঁর, দেব বিনাশিল তাঁয়।
সেই দেব, দর্পে যাঁর পলায় আঁধার,
(হেরেছি নয়নে) হরে বর্ম্ম অস্ত্র তাঁর।
যদ্যপি দ্রুততা ধরি জিনি' সমীরণে,
কিংবা যদি করি ভর পশ্চিম পবনে,
সকলি বিফল! আয়ুঃ নিঃশেষ তোমার;
দেবনর-করে তব হইবে সংহার।
অমর-মায়ায় তার, ক্ষণ কণ্ঠস্বর
থামে চিরতরে। বীর করিল উত্তর,
মহা ক্রোধভরে;—যাহা হউক হ'বার;
ভাবীবাণী নহে মম কারণ শঙ্কার।
জানি মম ভাগ্য আমি; ত্যজিব সংসার,
জন্মভূমি, পিতামাতা, না হেরিব আর,
যথেষ্ট!—মরণ নারে এড়াইতে নরে।
যাক্ ট্রয়! কহি' বীর ধাবিল সমরে।

ঊনবিংশ কাণ্ড সমাপ্ত

বিংশ কাণ্ড।

দেবযুদ্ধ এবং একিলিসের বীরত্ব।

বিষয়।

একিলিস যুদ্ধে আগমন করিলে পর, যোভ্ দেবগণকে আহ্বান করিয়া, তাঁহাদিগকে উভয়পক্ষের একপক্ষ অবলম্বন করিতে অনুমতি করেন। দেবযুদ্ধের ভীষণ দৃশ্য বর্ণন। এপলোদেব ইনিয়স্‌কে একিলিসের সম্মুখীন হইতে উৎসাহিত করেন। বহু কথোপকথনের পর, এই দুই বীর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন; ইনিয়স্‌কে নেপ্‌চ্যুন রক্ষা করেন। একিলিস্ ট্রোজান সেনার উপর পতিত হইয়া, হেক্টরের প্রাণবধের উপক্রম করেন; কিন্তু এপলো তাঁহাকে মেঘে ঢাকিয়া লইয়া যান। একিলিস্ হত্যা করিতে করিতে ট্রোজান্‌গণের পশ্চাৎ ধাবমান হন।

পূর্ব্বদিবস এখনও চলিতেছে। দৃশ্য—ট্রয়সম্মুখস্থ অঙ্গন।

এরূপে সশস্ত্র যত গ্রীশের সন্তান,
পেলিডিস্ বীরে বেড়ি' করে অবস্থান;
ট্রয়সেনা, নিকটস্থ উচ্চ ভূমি' পরে,
করিছে প্রতীক্ষা শত্রু-আগমন তরে।
থিমিসে কহিল যোভ্ ডাকিতে সত্বর,
ত্রিদশ নিকরে, সুর-সভার ভিতর।
শতশৃঙ্গ অলিম্পস্ ত্যজিয়া ত্বরায়,
আহ্বান করিল দেবী যত দেবতায়।
একত্র প্রদীপ্ততনু যত দেবগণ
প্রবেশিল ঈশ্বরের অনন্তভবন।
কেহ নহে অনাগত, আইল সকলে,
অধোলোক বাসী কিংবা বসে বনস্থলে;

কাননবাসিনী যত অমর কামিনী,
চারুনেত্রা সুরবালা সিন্ধুনিবাসিনী ;
আইল সকলে, ভিন্ন ওসেন্ স্থবির,
রাজ্য যাঁর সুবিশাল জলধি গভীর।
দীপ্ত রম্য স্তম্ভশোভী শিলাসন' পর,
হইল আসীন সর্ব্ব অমর নিকর।
প্রতাপী ত্রিশূলী নিজে শুনিয়া আহ্বান,
আইলেন সিন্ধু ত্যজি' যোভ্ সন্নিধান ;
বসি' সভাগৃহে, রম্য আসন উপরে,
সমুৎসুক চিত্তে এবে জিজ্ঞাসে ঈশ্বরে ;—
ওহে পৃথ্বী-স্বর্গপতে, ত্রিলোকপূজিত !
দিব্য ভুজে ভীতিময় কুলিশ শোভিত !
কি কারণে সুরগণে ডাকিলে এবার ?
গ্রীস্ ট্রয়যুদ্ধ কিহে কারণ ইহার ?
হেরিয়াছি সুসজ্জিত উভয় বাহিনী ;
রক্তস্রোতে অচিরাৎ ভাসিবে মেদিনী।
সত্য বটে, (বজ্রধর কবেন উত্তর)
আহ্বানিনু আজি, যত অমর নিকর,
মনুষ্য-কারণে ; আহা ! যোভের নয়ন
ব্যথিত, নিরখি' বহু মানব-নিধন।
সমুন্নত অলিম্পস্ শিখরি-শিখরে,
হ'য়ে সমাসীন আমি আঁখি অগোচরে,
হেরিব অদৃষ্টফল। হে বিবুধগণ !
অবতরি', যাঁর মনে যেমন মনন,
সাহায্য করহ নরে। মজিবেক ট্রয়,
যুঝিলে অবাধে শূর পিলুস্-তনয়।

যার নামে প্রকম্পিত যত ট্রয়-বীর,
কেমনে তাহার ক্রোধে হইবেক স্থির ?
সাহায্যিতে সুরগণ ! ধাও হে ত্বরায়,
নতুবা অকালে ট্রয় মজিবেক হায় !

এত কহি' বজ্রী ক্রোধ দিল তাঁসবায় ;
সমরে অমরগণ ধাবিল ত্বরায়।
দিবেশ্বরী ; সে অমর, বেষ্টিতা মেদিনী
বারিধি-বলয়ে যাঁর ; সমর-কামিনী ;
হার্মিস্ বিবিধ লাভোপায়ের জনক ;
ভল্কান্, অধীন যাঁর প্রতাপী পাবক ;
ধাবিলেন এঁরা গ্রীক্-সাহায্যের তরে ;
কাঁপে পোতকুল, তাঁসবার পদভরে।
ট্রয়ের সাহায্যে চলে ফিবস্, লাটনা,
মার্স, দীপ্ত বর্ম্মধারী, কামের ললনা,
জ্যান্থস্, প্রবাহ যাঁর স্বর্ণপ্রভা জিনি',
সে অমরী সতী রৌপ্য কার্ম্মুক-ধারিণী।
রণেচ্ছু অমরগণ সাহায্য না দিতে,
আনন্দে আর্গিভ্-হৃদি লাগিল নাচিতে,
যবে একিলিস্ বীর (শত্রুকুল-ভয় !)
বহুকাল পরে পুনঃ সমরে উদয়।
সেনা-অগ্রভাগে বীর করে অবস্থান ;
আসন্ন বিপদে ট্রয় হয় কম্পমান।
ট্রয়ের সমরিকুল ঘোর শঙ্কা ভরে,
দ্বিতীয় রণেশে রণে বিলোকন করে।

পশিলে ত্রিদশগণ রণে অস্ত্র ধরি',
উঠে হুহুঙ্কার ; ক্রোধ, শঙ্কা ভয়ঙ্করী

আবির্ভূত প্রতিমুখে! গরজে সমর;
কাঁপে পৃথ্বী; হানে অস্ত্র সমরি-নিকর।
মিনার্ভা আস্ফালে কভু অঙ্গন-মাঝারে,
কভু বা হুঙ্কারে দেবী গ্রিসীয় প্রাকারে।
বরষিয়া ভীতিরাশি মার্স ভয়ঙ্কর,
বিস্তারিল মেঘজাল ট্রয়ের উপর।
কভু দেব ইলিয়ন্-গুম্বজ উপরে
আরোহী', আশ্বাসে ট্রয়-অনীক নিকরে;
সিমইস্-তটস্থিত গিরি কাঁপাইয়া,
কভু হাঁকে; নদী স্থির হয় চমকিয়া।
শূন্যে দেবপতি হানে বিকট অশনি;
ঘন ঘন উঠে নাদ কাঁপায়ে ধরণী।
নিম্নেতে নেপ্‌চ্যুন্ দেব পৃথিবী কাঁপায়;
সঞ্চালিত হয় বন, গিরি নড়ে তায়।
ইডার কানন বেগে হয় আন্দোলিত;
মহাশব্দে শতস্রোত হয় নিপতিত।
ট্রয়ের গুম্বজ-শ্রেণী কাঁপে থর থর;
তরঙ্গে চালিত হয় বহিত্র নিকর।
গভীর নরকধামে ভয়ঙ্কর অতি,
সিংহাসনে প্রকম্পিত হ'য়ে প্রেতপতি,
করিল আশঙ্কা, পাছে নেপ্‌চ্যুন্ দুর্জ্জয়,
করে তাঁর রাজ্য মাঝে দিবার উদয়;
আলোকে পুরিত হ'বে প্লুটোর আগার,
ঘৃণিত সতত নর দেব সবাকার!
যুঝে সুরকুল হেন! পৃথিবী বিদরে
ভীষণ আশঙ্কা, হেন অমর-সমরে।

প্রথমে রজতঃ-ধনুঃ ফিবস্ দুঃসহ,
করে রণ সিন্ধুরাজ স্নেপ্‌চ্যুনের সহ।
প্রতাপী রণেশ মার্স ভীষণমূরতি,
হানে অস্ত্র রণেশ্বরী পালাসের প্রতি।
দুর্জ্জয় হার্মিস্ আক্রমিল লাটনারে।
ডায়ানা, রবির ভগ্নী, ঘোর হুহুঙ্কারে,
(বাজে স্বর্ণশর পৃষ্ঠে বিকট নিক্কনে,)
করে যুদ্ধ দিবেশ্বরী সেটার্ণিয়া সনে।
অতঃপর ভল্কানের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়,
সেই নদ, যাহা স্বর্ণরেণু' পরে ধায় ;—
জ্যান্থস্, অমরগণ দিল অভিধান,
কহে স্কামাণ্ডার তাঁয় ধরার সন্তান।
এইরূপে দেবকুল যুঝেন সমরে ;
জ্বলে একিলিস্ অমানুষ ক্রোধভরে।
হেক্টরে খুঁজিছে বীর ; দেখে চারি ধার,
হেক্টরের তরে ; মনে হেক্টর তাঁহার ;
চপলার সমবেগে চারি দিকে ফিরে,
তর্পিতে সমরেশ্বরে সে শত্রু-রুধিরে।
দর্পভরে ইনিয়স্ প্রথমে দাঁড়ায় ;
এপলো, রোধিতে বীরে আশ্বাসিল তাঁয় ;
অসীম সাহস বল দিয়া কলেবরে,
অর্দ্ধবাক্যে, অর্দ্ধবলে, প্রেরিল সমরে।
রাজবংশসমুদ্ভব যুবা লিকেয়ন্
সম মূর্ত্তি সে অমর করেন ধারণ,
কন তাঁয়, সে অবজ্ঞা করিতে স্মরণ,
দেবীপুত্র প্রতি, যবে নাহি করে রণ।

কহে এঞ্চিসিস্-সুত, হে যোধ! কেমনে
কহিছ করিতে যুদ্ধ পেলিডিস্ সনে?
জানি তার বল আমি: এখনো এ মন
নহে শঙ্কাহীন; শুনি বরষা-গর্জ্জন!
ইডার কানন হ'তে মোসবে তাড়ায়,
নাশে গৃহ-পশুপাল, বিত্রাসে সেনায়
লির্ণেসস্, পিডেসস্ পুড়িল অনলে;
সেই দিন পরিত্রাণ পেনু ভাগ্যবলে;
নতুবা অবশ্য মম হইত সংহার
একিলিস্-করে, সাহায্যেতে মিনার্ভার!
ধাবি' দেবী অগ্রে অগ্রে ঝলসি' প্রভায়,
অরিরক্তে প্রিয়বীর-বরষা ভাসায়।
রোধে একিলিসে, বীর্য্য কোন্ নর ধরে?
শত্রুক্ষয় তরে শক্তি দিয়া কলেবরে,
রক্ষে সুরগণ তায় সতত সমরে।
ঈশ্বর যদ্যপি মম থাকিত সহায়,
জিনিতাম বীরবরে, স্থাণুবর প্রায়।

উত্তরিল যোভ্‌পুত্র;—হে যুবা-প্রধান!
তুষি' ঈশে হও এঞ্চিসিসের সমান।
অমরী ভিনস্ তোমা উৎপাদন করে;
জন্মিল জনক তব অপ্সরী-উদরে;
কোন সিন্ধুদেব পূর্ব্বপুরুষ তাঁহার;
তব মাতামহ যোভ্ বিশ্বমূলাধার!
ভীম অস্ত্র ওহে বীর! কর উত্তোলন;
তুচ্ছ নরে শঙ্কা নাহি কর অকারণ।

এ হেন বচনে বীর সাহসে মাতিয়া,
পশে ভীম ব্যূহ মাঝে ঘোর হুঙ্কারিয়া।
যুবাকার্য্য, সুরেশ্বরী হেরিয়া নয়নে,
কহিলেন সমবেত করি' সুরগণে ;—
অকুতোভয়তা হের ওহে সুরগণ !
রণ-আশে ইনিয়স্ করে আগমন।
একিলিস্ পানে বীর দর্পভরে ধায় ;
করেছে সাহস দান ফিবস্ উহায়।
নিবার ও বীরপণা ; অন্ততঃ রক্ষিতে
প্রিয় বীরে, কোন দেব যাও হে ত্বরিতে।
অমরী-সুতের খ্যাতি করিতে বিস্তার,
রণবেশে, রণে আগমন মোসবার।
মরুক তৎপরে শূর, ভাগ্য-দেবীগণ,
অতি ক্ষুদ্র আয়ুঃ-সূত্র রচেছে যখন।
না হ'তে বিপক্ষ শূর নয়নে পতিত,
সাহায্যিছে কোন্ দেব করহ বিদিত ;
কি রূপে সমরে স্থির হইবেক নর,
যুঝে যবে অস্ত্রধারী যত অনশ্বর ?
এতেক কহিল দেবী। করেন উত্তর,
দর্পে যাঁর বসুন্ধরা কাঁপে থর থর ;—
দুর্ব্বল ধরণীবাসী তুচ্ছ নর সনে,
প্রতাপী অমরগণ যুঝিবে কেমনে ?
যুক্ত মোসবার বসি' ও গিরি-শিখরে,
হেরিতে সমর, ত্যজি' ক্ষণস্থায়ী নরে।
যদি সর্ব্বশক্তিমান্, কিংবা দিবাকর,
রোধে একিলিসে, কিংবা আরম্ভে সমর,

আক্রমিব ট্রয়পক্ষ যত সুরগণে।
নিশ্চয় সমরানল নির্ভিবেক ক্ষণে।
মোসবার পরাক্রমে নির্জ্জিত হইয়া,
অধোলোকে তারা ভয়ে যা'বে পলাইয়া।
এত কহি' পরাক্রমী বারিধি-ঈশ্বর
ত্রিশূলী নেপ্‌চ্যুন্, দ্রুত হ'য়ে অগ্রসর,
চলে দীর্ঘ ক্ষেত্র মাঝে ; আছিল তথায়,
মৃত্তিকা-দেউল, প্রবেষ্টিত পরিখায় ;
রক্ষিতে আল্‌সাইডিসে হইল নির্ম্মাণ,
(মিনার্ভার সাহায্যেতে রচিল ট্রোজান,)
পুরা যবে সিন্ধুস্থ রাক্ষস মহাকায়,
ছারখার করি' দেশ খেদাইল তাঁয়।
নেপ্‌চ্যুনের সহ গ্রীকপক্ষ দেবগণ,
মেঘমাঝে এবে হইলেন অদর্শন।
এপলো সহিত যত বিপক্ষ অমর
করে অবস্থান সেময়িস্-কূলোপর।
পরস্পর নিকটেতে উভ দেবদল
বসিয়া ভাবিছে ভাবী অদৃষ্টের ফল ;
কিন্তু নাহি মিশে রণে, যদিও ঈশ্বর,
কুলিশে সঙ্কেত করি' ফাটান অম্বর।
ব্যাপিল প্রাঙ্গণ এবে উভয় বাহিনী ;
বাজে ঘোর পদধ্বনি, কাঁপিল মেদিনী।
লৌহ-আবরিত অশ্ব, সেনা বর্ম্মধর,
ঝলসে প্রাঙ্গণ, দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর !
তার মাঝে, (অপরূপ !) অতি শোভা পায়,
বীর ইনিয়স্, একিলিস্ মহাকায়।

ধীরপদে ইনিয়স্ অগ্রে অগ্রসরে,
শিরস্ত্রাণে শিখাগুচ্ছ চারু নৃত্য করে।
ধরে বক্ষঃস্থলে বীর ঢাল দীর্ঘাকার,
গমনে বরষা জ্বলে সম্মুখে তাঁহার।
নহে পেলিডিস্ হেন ; ক্রোধান্ধ-নয়ন,
ধায় দ্রুতপদে। যথা কেশরী ভীষণ,
নিরখি' প্রথমে যত অরাতি-নিকরে,
যদিও সশস্ত্র বহু নর অস্ত্র ধরে,
অবহেলি' সবাকারে হয় অগ্রসর,
যাবৎ যুবক কোন নির্ভীক-অন্তর,
সুতীব্র বরষা হানি' তাহারে রাগায় ;
মহা ক্রোধে পশুরাজ ঘন গরজায়।
কড়মড়ি দন্ত হরি হেরে চারিধার ;
উদর লাঙ্গুলাঘাতে বাজে অনিবার।
প্রকাশে আক্রোশ সিংহ, করয়ে মনন,
বিনাশিতে শত্রু, কিংবা ত্যজিতে জীবন।
একিলিস্, ইনিয়সে আক্রমে তেমতি ;
সেইরূপ ইনিয়স্ রোধে তাঁর গতি ;
কিন্তু না আরব্ধ হ'তে ভীষণ সমর,
কহিল ভিনস্-সুতে থিটিস্-কোঙর ;—

কেন ইনিয়স্ ! এতদূর আগমন ?
একিলিস্ সনে রণে কর কি মনন,
প্রায়ামের রাজ্য-উপভোগের আশায়,
রাজোচিত গুণ দেখাইতে সবাকায় ?
একিলিস্ তব অস্ত্রে মরিবারে পারে,
তবু সে ভূপতি রাজ্য না দিবে তোমারে।

বহু পুত্র আছে তাঁর ; তারাত বঞ্চিবে।
পুত্রস্নেহ-হেতু ভূপে সতত দূষিবে !
অথবা কি দিতে হেন জয়-পুরস্কার,
যত ট্রয়বাসী মিলি' করেছ স্বীকার,
অর্পিতে বিশাল বন, ক্ষেত্র মনোহর,
সুপ্রচুর শস্য, দ্রাক্ষাপূর্ণ নিরন্তর ?
হয়ত এ সব তুমি নারিবে লভিতে !
এত শীঘ্র একিলিসে পারিলে ভুলিতে ?
এক কালে হেরি' মম ভীষণ কৃপাণ,
হ'য়ে ছিলে ওহে বীর ! ভয়ে কম্পমান।
ইডাগিরি হ'তে দ্রুত পলা'লে অব্যাজে,
উর্দ্ধশ্বাসে লির্ণেসস্ নগরের মাঝে ।
উন্নত সুদৃঢ় সেই নগর-প্রাকার,
যোভ্-পালাসের বলে করেছি সংহার।
করিয়াছি বন্দি যত নাগরিকগণে ;
পেলে পরিত্রাণ তুমি দ্রুত পলায়নে।
হইয়াছি সেই দিন বঞ্চিত যাহায়,
কৃপা করি' দেবকুল মিলাইল তায় !
এখনো সময় আছে, কর পলায়ন,
আগে কার্য্য করি' পরে ভাবে মূঢ়জন।
কহে এঙ্কিসিস্-সুত,—হেন অহঙ্কার,
কর শিশু-পাশে, ভয় যে করে তোমার।
ঘৃণি ইহা ; ব্যবহার উত্তমের সনে,
নর-অনুচিত গর্ব্বে, পরুষ বচনে,
যে বংশে জন্মেছি মোরা নাহি শোভা পায়,
খ্যাতি বিস্তারিত যার সমগ্র ধরায়।

উভয়েই মহাযশা পিতার কোঙর ;
জন্মি দেবীগর্ভে দোঁহে, মনুষ্য-অমর।
মরিলে থিটিস্‌ কিংবা ভিনস্‌নন্দন,
ঝরিবেক শোকাবেগে দেবীর নয়ন !
যুদ্ধ-অভিলাষী যবে হেন বীরদ্বয়,
বচনে সমর-শেষ কদাচই নয়।
মম বংশ শ্রবণেতে যদি অভিলাষ,
(ধ্বনিত ধরণীধামে সেই ইতিহাস,)
শুন ও হে বীরবর ! জনম আমার,
খ্যাত ডার্ডেনস্‌ হ'তে, যোভের কুমার।
রচিলেন তিনি ডার্ডেনিয়ার দেউল ;
ইলিয়ন, (যাহে ভাষা প্রচার বহুল,)
না ছিল তখন ; সুখী দেশবাসিগণ,
ইডা-পার্শ্বস্থিত ভূমি করিত কর্ষণ।
ইরিচথোনিয়স্‌, ডার্ডেনসের কুমার,
অতি ঋদ্ধ মহীপতি মাঝে এসিয়ার।
ত্রিসহস্র অশ্বী তাঁর ছিল নিকেতনে ;
ত্রিসহস্র অশ্বশিশু খেলিত প্রাঙ্গনে।
যুদেব বরিয়স্‌ কামেতে শিহরি',
থাকিতেন সদা তথা অশ্বরূপ ধরি'।
ছদ্মবেশে, ক্ষেত্রপরে হ্রেসারব করি',
করিত রমণ দেব ঘোটকী সুন্দরী।
এরূপে দ্বাদশ অশ্ব জন্মিল আবার,
অতি দ্রুত, অনুরূপ সমীর পিতার।
এ সব তুরঙ্গ যবে ক্ষেত্রেতে ধাবিত,
নব দূর্ব্বাদল, শস্য কভু না ভুগ্নিত ;

উড়িলে সমীরভরে বারিধি উপরে,
না বসিত সিন্ধুজল চরণের ভরে !
হেন ইরিচ্‌থোনিয়স্ ; তাঁহার নন্দন,
সুবিখ্যাত ট্রস্, ট্রয় নাম সে কারণ।
জন্মিল ঔরসে তাঁর তিন মহাবীর,
ইলস্, এসারেকস্ গানিমেড্ ধীর ;
গানিমেড্ অপরূপ সুন্দর ধরায়,
লইল স্বরগে তুলি' অমর যাঁহায়,
দিবেশের পানপাত্র করিতে বহন,
পূরিত অমৃতে যাহা ভুঞ্জে দেবগণ।
অবশিষ্ট দুই পুত্র ধরাধামে র'ন।
ইলস্-ঔরসে জন্মে সে লেয়োমিডন্ ;
তাঁর সুত টিথোনস্, এখন স্থবির,
প্রায়াম্, (তনয় যাঁর হেক্টর প্রবীর,)
ক্লিটিয়স্, ল্যাম্পস্ সদা সম্মানিত,
প্রতাপী হিসিটেয়ন্ রণে পরিচিত।
কেপিস্, এসারেকস্-বীরের কুমার ;
তাঁর সুত এঙ্কিসিস্, জনক আমার।
ভাগ্যবলে হেনকুলে হেরিনু ধরণী,
কিন্তু গুণপনা যোভ্ অর্পেন আপনি।
সেই সর্ব্বশক্তিমান জগতের পতি
দান করে কিংবা হরে নরের শকতি।
পারিপাক্যযুদ্ধে যুঝিবারে বহুক্ষণ ;
কুবাক্যের অন্ত নাহি আছে কদাচন,
সত্য, মিথ্যা, ন্যায়ান্যায় যেমন বাসনা ;
এ হেন অক্ষয় অস্ত্র মানব-রসনা !

পর্য্যায়ে সকলে যুঝে, কেহ নহে কম ;
বাক্যে নরমাত্রে শক্তি ধরে অনুপম।
রাজমার্গে কোন্দলেতে রতা নারী সব,
বাক্‌যুদ্ধে মোসবায় করে পরাভব।
দাঁড়ায়ে জনতা মাঝে, মোদের সমান,
প্রকাশে আক্রোশ তারা বধিরিয়া কান।
থাম বীর ! যোধপূর্ণ রণক্ষেত্র মাঝ,
প্রকাশ বিক্রম, নহে বাগ্মিতার কাজ।
বহু তিরস্কার তুমি করিলে আমায়,
দিব প্রত্যুত্তর তার ভীম বরষায়।

এতেক কহিয়া বীর, সবলে হানিল
ভীম ভল্ল ; ধাতু ঢালে বঞ্চনা পড়িল।
দীর্ঘভুজ পেলিডিস্ করিয়া বিস্তার,
(রোধিতে সে শস্ত্র,) ঢাল প্রকাণ্ড আকার
ধরিল সম্মুখে ; শূর সশঙ্কিত মন,
সে ভীষণ ভল্ল শূন্যে উড়িল যখন।
বৃথা ডর ! দেবশিল্পী বিরচিল যায়,
মানবের সাধ্য কিবা ভেদিবারে তায়।
দুই ধাতু-আবরণ ভেদিয়া পলকে,
রুদ্ধ সে অস্ত্রের ফলা, তৃতীয় ফলকে।
স্থূল পঞ্চপত্রে নানা ধাতু বিরচিত,
নির্ম্মিত সে ঢাল ; পিত্তলের বহিঃস্থিত,
উপরস্থ ভাঁজ টিন, মধ্য হেমময়,
সুকৌশলে দেবশিল্পী যত্নে নিরময় ;
বাজে বর্শা তথা। এবে গরজি' সঘনে
বীর একিলিস্-বর্শা উড়িল গগনে ;

পশি' বেগে ডার্ডেনীয় ঢালের ভিতর,
বাজিল বিকট অধঃ-পিত্তল উপর।
বিচূর্ণি' টিনবেষ্টনী সে শস্ত্র ভীষণ,
করে ছিন্ন মুহূর্ত্তেকে চর্ম্ম-আবরণ।
বীর ইনিয়স্, দেহ করি' আকুঞ্চন,
ভগ্ন ঢাল ঊর্দ্ধদেশে করে উত্তোলন।
ছিদ্রমধ্য দিয়া যুবা নেহারে গগন ;
পৃষ্ঠে করে অনুভব বরষা ভীষণ।
মরণ নিকটে জানি' অন্তর শুকায়,
আঁখি-অগ্রে নানা বর্ণ উড়িয়া বেড়ায়।
হুঙ্কারি' বিকট একিলিস্ বলবান,
আক্রমিল ইনিয়সে নিষ্কাসি' কৃপাণ।
শত্রু-আগমনে ইনিয়স্ বীরবর,
হইয়া চকিত তুলে ভীষণ প্রস্তর,
অতীব প্রকাণ্ড! আধুনিক দুই জন,
কি সাধ্য সেরূপ শিলা করে উত্তোলন।
ক্রোধে ভূকম্পন যাঁর, সেই সিন্ধুপতি,
নিরখি' চমকি' কহে দেবগণ প্রতি ;—
হের ইনিয়স্ এবে করে অবস্থান,
মরণ-সীমায়, একিলিসে দিতে প্রাণ,
ফিবসের উত্তেজনে ; কিন্তু সে অমর
কোথা এবে! তাঁর চেয়ে বলবান নর!
পারি কি দেখিতে মোরা হে ত্রিদশগণ!
অপরের দোষে যুবা হারা'বে জীবন?
অতি ভক্ত বীর, সর্ব্ব দেবে পূজা করে ;
উচিত উহার রক্ষা এ ভীম সমরে।

নাহি চাহে ভাগ্য ইহা ; অথবা যোভের,
নাহি ইচ্ছা উচ্ছেদনে ডার্ডান বংশের।
এ কুলের আদিপিতা তাঁর প্রিয় অতি ;
সদা অনুকূল যোভ্ এ কুলের প্রতি।
পাপিষ্ঠ প্রায়াম্. তার বংশাবলিগণ,
হইয়াছে দিবেশের বিরাগ-ভাজন।
ট্রয়-রাজ্যে ইনিয়স্ হ'বে দণ্ডধর ;
পর্য্যায়ে ভুঞ্জিবে রাজ্য সন্ততি-নিকর।
এতেক কহিল দেব। বচনে তাঁহার,
মদিরাক্ষী দিবেশ্বরী উত্তরে এবার ;—
ডার্ডেনীয় যুবকের নাশ, বা রক্ষণ,
তব'পরে, হে নেপ্‌চ্যুন ! নির্ভরে এখন।
পালাস্ ও আমি বদ্ধ আছি অঙ্গীকারে,
অচিরাৎ ট্রোজানের বংশ ছারখারে।
মুহূর্ত্ত বিলম্ব মোসবায় নাহি সয়,
ট্রয়-রাজ্যস্থিত বিনাশিব সমুদয়,
বংশে দিতে বাতি না রহিবে একজন
ও সমৃদ্ধ জনপদ হ'বে অদর্শন।
চলিলেন সিন্ধুনাথ সংগ্রাম মাঝার ;
গর্জ্জিয়া উড়িছে অস্ত্র চারিদিকে তাঁর ;
দুই বীরমাঝে ত্বরা দিয়া দরশন,
আঁধারেন দর্পী একিলিসের নয়ন।
ইনিয়স্-ঢাল হ'তে বরষা তুলিয়া,
গ্রীক-পদতলে দেব দিলেন ফেলিয়া।
অতঃপর ডার্ডেনীয় ভূপতিনন্দনে,
লয়ে ভুজে, ত্বরা দেব আরোহে গগনে ;

না বিক্ষেপি' পদ, চলে সমীরণ-ভরে,
যুধ্যমান অশ্বরথ-সেনা-শিরোপরে।
রণভূমি-প্রান্তে এবে উতরে উভয়,
যুঝে যথা ককেনীয় সেনা সমুদয়।
তথা দেব (নিজ মূর্ত্তি করিয়া ধারণ,)
ক্লান্ত যুবাবীর প্রতি কহিল বচন ;—
কোন্ হীনবল দেব, হে ভূপনন্দন !
একিলিস্-পাশে তোমা করিল প্রেরণ ?
হও সাবধান, কেন মর অসময়ে,
ভাগ্যদেবী বাঞ্ছা তব করে যশঃক্ষয়ে !
আসিবে যবে সে দিন, (আসিবে নিশ্চয় !)
হইবেক ধরাশায়ী ও বীর দুর্জ্জয়,
প্রকাশিও সেই কালে বিক্রম আপন,
তব সমকক্ষ নাহি র'বে কোন জন।
এত কহি' যুবাবীরে করি' পরিহার,
একিলিস্-আঁখি দেব করে পরিষ্কার।
অকস্মাৎ সে আঁধার হ'ল অন্তর্হিত,
রণদৃশ্য পুনঃ তাঁর নয়নে উদিত।
কহে বীর সবিস্ময়ে ;—একি চমৎকার !
বর্শা মম, বায়ু-অগ্রে গমন যাহার,
পতিত সম্মুখে মম ! এখনি যে জনে,
নাশিতে উন্মুখ আমি, পলা'ল কেমনে !
ভেবেছিনু, অনশ্বর সহ করি' রণ,
নিশ্চয় অমর করে অরাতি-রক্ষণ।
ডার্ডেনীয় বীর বটে সমরে দুর্ব্বার,
দেবগণ সহ কিন্তু পলা'ল এবার।

মরুক অপরে তবে। কহি' বীরবর,
উৎসাহিল সৈন্যগণে, কাঁপায়ে অম্বর!
গ্রীক্‌গণ! (কহে বীর আরক্ত নয়নে)
যুঝ সবে, নরে নরে, রথী রথী সনে।
যদিও সাহায্যে সুর, মম সাধ্য নয়,
এ হেন বিপুল সেনা করিবারে জয়।
একাকী এ রণে নারে যুঝিতে অমর,
নহে সে মিনার্ভা ভীমা, মার্স্ ভয়ঙ্কর ;
কিন্তু একিলিস্ ধরে সামর্থ্য যেমন,
করে সদা সেইরূপ বীর্য্য প্রদর্শন ;
যাহা লয় চিতে, হস্ত যা পারে আমার,
একিলিস্, গ্রীকগণ ! তোমা সবাকার।
এই বাহুদ্বয়, কাঁপাইয়া রণস্থল,
বিপক্ষ-বাহিনী আজি করিবে বিরল।

নিরস্ত হইল শূর। সম দর্পভরে,
দেবাভ হেক্টর কহে অনীক নিকরে ;—
ট্রোজান্! আনিনু হেথা করিতে সমর,
পিলুস্-সুতের গর্ব্বে না করিও ডর।
কার্য্যে হ'বে পরিত্রাণ। কাপুরুষগণ
নিন্দে বীরে, কিন্তু কাঁপে করি' বিলোকন।
পাষণ্ড, দেবতাগণে গ্রাহ্য নাহি করে,
কিন্তু শুনি' বজ্রনাদ কাঁপে থরথরে।
ঐ দম্ভকারী জনে হেক্টর না মানে ;
হ'লেও অনলে হস্ত, হৃদয় পাষাণে,
সে অনল, সে পাষাণ নাহি করি ডর,
করিব (দেখা'ব বীর্য্য) সম্মুখ-সমর।

এরূপে উৎসাহে বীর সমবীর মন।
সহসা বেড়িল তাঁয় নারাচ-কানন।
ঘোর হুহুঙ্কার নাদে বিদরে অম্বর;
মহাদর্পে ছুটে রণে যত যোদ্ধৃবর।
ফিবস্ আকাশ হ'তে নিবারে হেক্টরে,
থিটিসের সুতসহ সম্মুখ সমরে;
মিশি' নিজ দলে যুদ্ধ কর্ত্তব্য এবার,
না গিয়া নিকটে সেই ভীম বরষার।
মানিয়া হেক্টর, দিবাকরের বচন,
আপন বাহিনী মাঝে পশে সেই ক্ষণ।
এবে একিলিস্, ক্রোধে হাঁকি' অনিবার,
বিপুল ট্রয়ের সেনা করে ছার খার।
পড়িল ইফিটেয়ন্[৮] মরে দুর্জ্জয়;
মহাবীর্য্য ধরে তাঁর সেনা সমুদয়।
পিতা তাঁর ওট্রিণ্টুস্ সর্ব্বগুণাধার;
নেইস্ সিন্ধুবাসিনী জননী তাঁহার;
তুষার-আবৃত-শৃঙ্গ টোমোলস্-তলে,
বসি' হিডি মাঝে রাজ্য শাসে ভুজবলে।
পড়িল কৃপাণ শিরে, উল্লম্ফে যেমনি;
মস্তক, সমান ভাগে, পড়িল ধরণী।
যাতনায় নড়ে বীর, বরম ঝঙ্কারে।
দর্পভরে একিলিস্ কহিল তাঁহারে;—
থাকহ ওট্রিণ্টিডিস্! ট্রয়ের ভিতরে
মৃত্যু তব, জন্ম বটে সে গিজি নগরে!
সেই সব রম্য ক্ষেত্র, প্রবাহে যথায়
ইলস্, হার্মস্ হেম তরঙ্গ খেলায়,

নহে তব আর! এত কহিয়া বীরেশ,
মহাদর্পে শত্রুমাঝে, করেন প্রবেশ।
গ্রীক্-রথচক্রে দেহ হয় বিদলিত,
চক্র-দণ্ডচয় বীর-রক্তে সুরঞ্জিত।
এণ্টিনর-সুত, ডিমোলিয়ন্ দুর্জ্জয়,
অসমসাহস তরে, এবে হত হয়।
বীর-নিক্ষেপিত বর্ষা প্রকাণ্ড আকার,
পড়িয়া সবলে তাঁর শিরস্ত্র-মাঝার,
মহাবেগে অতিদৃঢ় মস্তক ভেদিয়া,
মস্তিষ্ক, শোণিতসহ দিল মিশাইয়া।
নিরখি' হিপোডেমস্, আতঙ্ক-মগন,
ত্যজি' রথ পদব্রজে করে পলায়ন।
ধরিল নারাচ তাঁয়; ভীরুতার ফলে,
ভীষণ আঘাতে যোধ পড়ে ধরাতলে;
চীৎকারিয়া ত্যজে প্রাণ,—যেমতি চীৎকারে
হেলিসস্থ নেপ্‌চ্যুনের মন্দির-মাঝারে,
বলিবৃষ; প্রতিধ্বনি করে মহীধর;
মহোল্লাসে সে আরাব শুনে রত্নাকর।
পোলিডোরে, বীর এবে করিল সংহার,
বৃদ্ধ প্রায়ামের সর্ব্ব কনিষ্ঠ কুমার,
(দ্রুততায় রাজবংশে নাহি কোন জন)
শেষ পুত্র ভূপালের স্নেহের ভাজন।
যুবক-সুলভ ঘোর গর্ব্বিতে মাতিয়া,
না মানি' নিষেধ যুবা আসে লুকাইয়া;
দেখা'তে দ্রুততা নিজ ভ্রমে চারি ভিতে,
নহে বহুক্ষণ, ভূমে পড়িল ত্বরিতে।

পৃষ্ঠেতে লাগিল অস্ত্র, যথায় মিলিত
বক্ষঃপাটা, হেম অঙ্গুরীয়-আবদ্ধিত।
ভয়াল নারাচ নাভিমধ্যে প্রবেশিল;
কাঁপিয়া তরুণ বীর ধরাতে পড়িল।
উদরস্থ অন্ত্র মহাবেগে বাহিরায়;
অন্তিম আঁধার ত্বরা বেড়িল তাহায়।
রুধির-আপ্লুত-তনু সমর-শয়নে,
প্রিয় ভ্রাতা, পোলিডোরে হেরিয়া নয়নে,
ডুবিল বিষাদনীরে হেক্টরের মন।
দূর যুদ্ধে বীর আর না করে মনন।
একিলিস্ প্রতি শূর হয় ধাবমান,
কাঁপায়ে নারাচ, দীপ্ত অনল-সমান।
নিরখি' পিলুস্-সুত আনন্দে মাতিল;
মহাবেগে হৃদি তাঁর নাচিতে লাগিল;—
অহো! সেই জন মৃত্যু অন্বেষিছে যারে,
নাশে একিলিসে যেই বধিয়া সখারে!
পেলিডিস্-হেক্টরের ভল্ল ভয়ঙ্কর,
র'বে রণমার্গে সদা সঙ্গী পরস্পর।
অতঃপর ক্রোধে বীর হেরে চারি ধার;
এস, অর্পপ্রাণ! বাক্য না কহিল আর।

কহিল হেক্টর রোষে;—হেন অহঙ্কার
কর শিশুপাশে, ভর যে করে তোমার।
বচনেতে বীরপণা দেখাবা'র আশ,
শুধু মাত্র দাম্ভিকতা মূর্খতা-প্রকাশ!
জানি আমি, মমাপেক্ষা তুমি বলবান,
ঈশ্বর করেন কিন্তু বিজয় প্রদান।

হীন আমি বটে, কিন্তু সদয় অমর
চালা'বেন অস্ত্র মম ও হৃদি ভিতর।
এত কহি' হানে বর্ষা ; পালাস্ তাহায়,
দূর হ'তে ফুৎকারিয়া, ত্বরিত উড়ায়।
শত্রু-বধে সে বরষা হ'য়ে পরাঙ্মুখ,
ফিরিয়া পড়িল পুনঃ হেক্টর-সম্মুখ।
অরি প্রতি একিলিস্ হয় ধাবমান,
জ্বলে ক্রোধে নেত্রযুগ পাবক-সমান ;
এপলো অমর কিন্তু হ'য়ে কৃপাপর,
মেঘজালে ট্রয়-বীরে আবরে সত্বর।
তিনবার পেলিডিস্ করিল প্রহার ;
কিন্তু অস্ত্র বায়ু মাত্র ভেদে তিনবার !
চতুর্থ প্রহারে, বর্ষা মেঘে অদর্শন !
ক্রোধে একিলিস্ কহে করিয়া গর্জ্জন ;—
পামর ! পলা'লি পুনঃ ! বিদরে অন্তর !
পেলি রক্ষা তুই, আর তুষ্ট দিবাকর ;
কিন্তু যদি কোন দেব সাহায্যে আমায়,
না হইবে তোরে আর থাকিতে ধরায়।
পলা'রে নির্লজ্জ বীর ! কিন্তু পলায়নে,
পশিবে ট্রোজান্‌দল প্রেত-নিকেতনে।
এত কহি' বীর বহু করেন সংহার।
পড়িল ডিঅপ্স্ রথী অঙ্গন-মাঝার,
বিদ্ধস্কন্ধ। পুনঃ বীর করিয়া তর্জ্জন,
নাশে ডিমকসে, ফিলিটরের নন্দন,
মহাকায় যোধ ! তাঁর বর্ষা ভীমাকার,
প্রাণ-পলায়ন হেতু দেহে করে দ্বার।

বলী ভার্জেনস্, লেয়োগোনস্ দুর্ব্বার,
মরিল, তনয়দ্বয় অভাগা পিতার।
সমকালে রথচ্যুত উভয় সোদর,
প্রবেশিল সমকালে শমন-নগর।
এইমাত্র বিভিন্নতা দোঁহার মরণে,
বর্ষা নাশে একে, ভীম অসি অন্যজনে।
অসময়ে এলাক্টর্ ত্যজিল জীবন;
বৃথা তাঁর অপরূপ সৌন্দর্য্য যৌবন!
বৃথা যুবা করপুটে, করুণ বচনে,
রক্ষিবারে যাচে ভিক্ষা সমবর্ষী জনে!
অভাগা তরুণ! মর্ম্মভেদী অনুনয়ে,
নাহি পশে দয়া কভু ও দৃঢ় হৃদয়ে!
কাঁদে যুবাবর, প্রাণভয়ে কম্পমান,
পড়ে পার্শ্বদেশে তাঁর ভীষণ কৃপাণ।
দ্বিখণ্ড যকৃৎ হ'তে রুধিরের ধার,
ভাষায় হৃদয়; যুবা নাহি নড়ে আর।
মলিয়স্-শিরে ভীম বরষা পশিয়া,
বাহিরিল ত্বরা দুই কর্ণমধ্য দিয়া।
ইফিক্লস্ বীরেশের ললাট উপর,
পড়িল সবলে গুরু খড়্গ ভয়ঙ্কর।
পশিল সে ভীম অস্ত্র মস্তিষ্ক ভিতরে;
ভীমমূর্ত্তি কাল তাঁর দৃষ্টিশক্তি হরে।
মরে ডিউকেলিয়ন্; বর্ষা খরধার
পশিল গরজি' বাহু-গ্রন্থিমাঝে তাঁর।
ফেলি' হস্ত রথিবর, ভার না সহিয়া,
অবশ অস্পন্দ দেহে রহে দাঁড়াইয়া।

অন্তঃপর মহাবেগে ভীম তরবার,
মুহূর্ত্তে করিল ছিন্ন মস্তক তাঁহার।
সশিরস্ত্র শিরঃ বেগে চলে গড়াইয়া,
প্রাণশূন্য কায়া রহে ধূলাতে পড়িয়া।
থ্রিগ্‌মস্, থ্রেসিয়ায় জনম যাঁহার,
(পিরূস্ জনক তাঁর, জ্ঞাত সবাকার,)
মরে এবে; উদরেতে বরষা লাগিল;
রথ হ'তে রথিরাজ ধরাতে পড়িল।
নিরখি' সারথি, নিজ প্রভুর বিনাশ,
ঘুরে রথসহ, ভয়ে হইয়া হতাশ।
ভীমশস্ত্র, সূতবর যেমনি ফিরিল,
ভেদি' পৃষ্ঠ, রথী'পরে অমনি পড়িল।
যথা উপত্যকা মাঝে জ্বলিয়া অনল
ধায় গিরি'পরে, দগ্ধ করি' গুল্মদল;
পরে ক্রমে ক্রমে ধরি' মহীরুহ গণে,
বিস্তারে লোহিত ছটা বিশাল গগনে।
গর্জ্জিয়া চৌদিকে বহ্নি ছুটে দ্রুতগতি;
রণক্ষেত্র মাঝে বীর হুঙ্কারে তেমতি।
পড়ে অগণন যোধ চৌদিকে তাঁহার;
প্লাবি' ধরা, প্রবাহিত রুধিরের ধার।
শারদীয় পক্বশস্যে পূরিত যখন,
ধনদাতা সিরিসের পবিত্র ভবন:
বিভিন্ন করিতে শস্য যথা তৃণ হ'তে,
একসঙ্গে অশ্বদল আরম্ভে ঘুরিতে;
তেমতি তুরঙ্গকুল, বরূথী সহিত,
রণশায়ী বীরগণে করে বিদলিত।

ক্ষুরের আঘাতে রক্ত তাড়িত হইয়া,
ছড়াইছে চারিভিতে রথ সুরঞ্জিয়া।
দৃঢ় রথ-চক্রচয় ঘর্ঘর নিস্বনে,
করে ছিন্ন ভিন্ন মৃতপ্রায় যোধগণে।
মধ্যভাগে একিলিস্ বীর অবস্থিত,
অতীব ভীষণমূর্ত্তি, শোণিত-রঞ্জিত ;
তথাপিত্ত নহে তৃপ্ত, ক্রোধ-কম্পমান !
বীর-হৃদে হেন দর্প করে অবস্থান !

বিংশকাণ্ড সমাপ্ত।

একবিংশ কাণ্ড।

স্কামাণ্ডার নদীতে যুদ্ধ।

বিষয়।

ট্রোজানেরা, একিলিসের ভয়ে বিভক্ত হইয়া, একদল নগরের দিকে ও অন্যদল স্কামাণ্ডার নদীর দিকে পলায়ন করে। একিলিস্ শেষোক্ত দলকে আক্রমণ করিয়া, বহু শত্রুর প্রাণ সংহার করেন; এবং হত বন্ধুর চিতায় বলিদান করিবার জন্য দ্বাদশ ট্রোজানকে বন্দি করিয়া লইয়া যান। লিকেয়ন্ ও এষ্টারেফুস্ তাঁহার করে নিহত হন। স্কামাণ্ডার তরঙ্গকুল সহ তাঁহাকে আক্রমণ করেন; পালাস ও নেপচুন বীরের সাহায্য করেন। সিমইস্, স্কামাণ্ডারের সহিত যোগ দেন। পরিশেষে ভল্‌কান্ জুনোর আদেশে, নদী-জল শোষণ করেন। এ যুদ্ধের শেষ হইলে, অন্যান্য দেবগণ পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত হন। এদিকে একিলিস্ বহু শত্রু সংহার করিয়া অবশিষ্টকে ট্রয়ে খেদাইয়া দেন। এজিনর একাকী অবস্থান করেন; এবং এপলো তাঁহাকে মেঘে ঢাকিয়া লইয়া যান; তিনি একিলিস্‌কে প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত এজিনরের মূর্ত্তি ধারণ করেন। এবং বীরের ছদ্মবেশী দেবতার অনুসরণাবকাশে ট্রোজানেরা নির্ব্বিঘ্নে প্রাকার-মধ্যে প্রবেশ করে।

পূর্ব্ববর্ণিত দিবস এখনও সমাপ্ত নহে। দৃশ্য—নদীতট ও স্কামাণ্ডার গর্ভ।

জেন্থসের পানে সেনা করে পলায়ন,
জেন্থস্. নদী-দেবতা, যোভের নন্দন।
দুভাগে বিভক্ত তারা হইল হেথায়;
কিয়দংশ নগরেতে পলাইয়া যায়,
দীর্ঘ ক্ষেত্র দিয়া, যথা পূর্ব্বে লভে জয়,
এবে শত্রু-বিতাড়িত কম্পিত-হৃদয়।

(কুয়াসায় সেটার্ণিয়া তা সবে ঢাকিয়া
স্তূপাকার মেঘ পিছে দিল তাড়াইয়া।)
কিয়দংশ নামে জলে ; জেন্থুস্ গর্জ্জিল।
তরঙ্গ,উগারি' ফেন, তীরেতে ধ্বনিল।
পূরিল সকল দিক মিশ্রিত চীৎকারে।
স্থানে স্থানে বিঘূর্ণিত তরঙ্গ মাঝারে,
অগণন যোধবৃন্দ, তুরঙ্গ নিচয়,
রথী রথসহ, ক্রমে অনুদ্দিষ্ট হয়।
পশ্চাতে জ্বলিলে যথা অনল ভয়াল,
পলায় ত্যজিয়া ক্ষেত্র পতঙ্গ-পাল-পাল ;
হ'য়ে অর্দ্ধদগ্ধ, ধূমে আবদ্ধ-নয়ন,
বেগে নদীজলে সবে হয় নিমগন ;
জেন্থুসের জলে সেনা নামিল তেমতি,
তুলিয়া গভীর শব্দ ভয়ঙ্কর অতি।
রাখিলেন বীর এবে হরষা ভীষণ,
(তীর-তরু-পত্রমাঝে করিয়া গোপন ;)
অতঃপর সুরসম নিশঙ্ক অন্তরে,
অবতরি' জলে, গর্জ্জি তরবারি ধ'রে।
কভু ডুবে জলে বীর, কভু ভাসমান,
বিনাশিয়া বহু অরি, সঞ্চালি' কৃপাণ।
লোহিত হইল নদী অসংখ্য-সংহারে ;
জমে গাঢ় রক্ত যত তরঙ্গ মাঝারে।
চকিত ট্রোজানদল বেগে সন্তরিয়া,
গিরিতে, গুহাতে কিংবা, রহে লুকাইয়া।
যথা যবে তিমি মৎস্য দর্পভরে ধায়,
চমকিত মীনদল চৌদিকে পলায়।

কেহ বা প্রবেশে গুপ্ত গহ্বর ভিতরে ;
নিমগ্ন তরঙ্গে কেহ শঙ্কিত অন্তরে।
দ্বাদশ ট্রোজান্ বীরে এবে বন্দি করি',
ক্লান্তদেহে শূরবর উঠে তীরোপরি ;
নিজ কোটিবন্ধে কর বদ্ধ তা'সবার,
(বন্ধন-সাধন এবে, পূর্ব্বে অলঙ্কার !)
বন্দিকুলে ল'য়ে চলে অনুচরগণ,
পেট্রোক্লস্-সকাশেতে বলির কারণ।
যেমনি তরঙ্গে বীর ঝম্পিল আবার,
নিরখিল লিকেয়নে সম্মুখে তাঁহার,
প্রয়ামের পুত্র ; বীর সম্প্রতি যাঁহায়
করেছিল বন্দি, পিতৃরাজ্যের সীমায়,
(যবে যুবা সুশাণিত অস্ত্র ধরি' করে,
কাটে শাখা, চক্রদণ্ড নির্ম্মাণের তরে।)
বিক্রীত করিল লেম্নসের দ্বীপে গিয়া,
কিনিল জেসন্‌সুত যথামূল্য দিয়া ;
দয়াবান ইটিয়ন্ প্রচুর নিষ্ক্রয়ে,
করি' মুক্ত, আসিলেন এরিস্‌বিতে ল'য়ে।
দশদিন-অবসানে পুনশ্চ কুমার,
পাইলেন ভুঞ্জিবারে বিভব পিতার।
এবে সে অমর, যাঁয় সদা নর ডরে,
অর্পিলেন সেই জনে, সে বীরের করে,
না ফিরিতে পুনর্ব্বার, করিতে গমন,
ভীষণ আঁধারময় কাল-নিকেতন।
হেরি' একিলিস্ পরিচিত সে বয়ান,
(ফেলিয়া দিয়াছে যুবা চারু শিরস্ত্রাণ,

আতঙ্কে উন্মত্তপ্রায়, করেছে বর্জ্জন,
দৃঢ় সুবিশাল ঢাল, বরষা ভীষণ,)
পলাইছে যুবা যবে সলিল হইতে,
বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে লাগিল কহিতে;

ওহে দেবগণ! একি হেরি চমৎকার!
তবে কি বিফল হেন বীর্য্য মোসবার?
নিশ্চয় নিহত ঐ অরি-যোধগণ
আক্রমিবে মোরে পুনঃ পাইয়া জীবন,
যবে এই যুবা, যারে বাঁধিয়া সম্প্রতি,
বেচিনু লেম্‌নসে, এল এত শীঘ্রগতি!
নারিল রোধিতে এরে বিশাল সাগর,
রুদ্ধ যাহে দেশত্যাগী অগণন নর।
আইল আবার! তবে বরষা হানিয়া,
দেখি, আসিয়াছে ভবে কত আয়ুঃনিয়া;
দেখি, পৃথ্বী এরে করে কিনা অধিকার,
কবলিত হার্কুলিস্ কবলে যাঁহার!

শুনি এ বচন যুবা কাতরঅন্তরে,
অগ্রসরি' অনুনয়ে, অশ্রুবারি ঝরে;
এ বয়সে মরিবারে নাহি ইচ্ছা তার,
আতঙ্কেতে সর্ব্বঅঙ্গ কাঁপে অনিবার।
ক্রোধে একিলিস্ বর্ষা করে উত্তোলন;
পড়িয়া ভূতলে যুবা ধরিল চরণ।
যবে উত্তোলিত শস্ত্র করে অবস্থান,
তৃষিত যুবক-রক্ত করিবারে পান,
এক হস্তে বর্ষা রোধ করিয়া কুমার,
অন্য করে ধরি' পদ কহিল এবার;—

তব বন্দি, একিলিস্ ! দেখহ নয়নে,
পুনর্ব্বার লিকেয়ন্ পতিত চরণে !
সে জনে করুণাবিন্দু কর বিতরণ,
তব গৃহে যেইজন করিল অশন,
যারে বন্দি করি' যাও লেম্‌নসেতে নিয়া,
ট্রয় হ'তে বহুদূর, স্বজনে বঞ্চিয়া।
পেয়েছিলে শত বৃষ মম বিনিময়ে,
এবে রক্ষ প্রাণ, অগণন ধন ল'য়ে।
এখনও না লভেছি সম্যক বিশ্রাম,
দ্বাদশ দিবস মাত্র আসিয়াছি ধাম।
হায় ! যোভ্ দিল মোরে পুনঃ তব করে ;
পুনঃ ক্রুর ভাগ্য মম নাশ ইচ্ছা করে !
লেওথেয়ি মাতামম, প্রায়াম-বনিতা,
(লেলিজিয়ী হ'তে জন্ম, অল্টির দুহিতা,
বসি' পিডেসসে যিনি করেন শাসন,
সেট্‌নিয়া-তীরস্থিত প্রদেশ শোভন।)
দুই পুত্র (হতভাগা) জন্মে গর্ভে তাঁর ;
উভয়েই বধ্য হায় ! এক বরষার !
পোলিডোর হত, আমি চলিনু এবার !
কিরূপে এ ভীমভুজে পা'ব পরিত্রাণ,
উত্তেজিছে দৈত্য কোন, যাবে এ পরাণ !
যদি হই কৃপাপাত্র, হে বীর-প্রবর !
ভেবে দেখ, নহি আমি হেক্টর-সোদর।
মম প্রসূতির গর্ভে না জন্মে সে জন,
নাশিয়াছে যেই পেট্রোক্লাসের জীবন।

এ হেন বিনয় যুবা করিয়া বিফলে,
নিকট মরণ জানি' ভাসে অশ্রুজলে।
প্রাণদান, (কহে বীর) না বল আমায়,
হত পেট্রোক্লস্, আজি নাশিব সবায়।
কোন ট্রোজানের আজি না আছে নিস্তার,
প্রায়ামের পুত্র যদি, কাজ কি কথার ?
হে বন্ধো ! ত্যজহ প্রাণ, রোদনে কি ফল ?
নাহি সেই রথী পেট্রোক্লস্ মহাবল !
তোমাহ'তে শ্রেষ্ঠজন মরিল যখন,
কেন করিতেছ শঙ্কা ত্যজিতে জীবন ?
দেখ মম পানে, আমি কত বলবান,
জন্মি দেবীগর্ভে, মহাবীরের সন্তান।
আসিবেক হেন দিন, (কে রোধে তাহায় ?)
যবে শরে, শল্যে কিংবা ভীম বরষায়,
দিবাতে অথবা রাত্রে, বলে বা কৌশলে,
পশিতে হইবে মম কালের কবলে।
মর তবে। কহি' বীর তুলিল কৃপাণ।
প্রাণভয়ে নবযুবা হয় হতজ্ঞান।
শিথিল হইল মুষ্টি, বরষা খসিল;
থরথরি' কলেবর কাঁপিতে লাগিল।
বীর একিলিস্ অসি করি' নিষ্কাসন,
অকস্মাৎ গ্রীবা তার করিল ছেদন।
পড়িল তরুণ ভূমে; হস্ত-পদচয়
সঞ্চালিয়া বেগে, ক্ষেএ করে রক্তময়।
নিঠুর নিহন্তা, শব জলে নিক্ষেপিয়া,
কহিল সদর্পে, তায় ভাসিতে দেখিয়া ;—

থাক হেথা লিকেয়ন্। মীন অগণন
বেড়ি' তোমা, ক্ষতস্থান করিবে লেহন।
না আছে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আবশ্যক আর,
ল'য়ে যাবে নদী তোমা সমুদ্র মাঝার,
প্রত্যেক তরঙ্গ যার, রাক্ষস আনিয়া,
করে তৃপ্ত ভূপালের মেদ রক্ত দিয়া।
মজুক বিশাল ট্রয়, মরুক ট্রোজান।
হেন কৃপা তা' সবায় করিব প্রদান।
নদীদেব স্কামাণ্ডারে পূজ অনিবার,
কি হিত করিল আজি তোমা সবাকার?
অগণন বৃষ-বলি বিফল এখন;
বৃথা উৎসর্গিলে বলী তুরঙ্গম গণ!
দেন তিনি তো' সবায় হেন পুরস্কার,
যাবৎ এ জনপদ নহে ছারখার!
ধর্ম্মপর পেট্রোক্লস-নিধনের তরে,
পাইবি এ হেন ফল একিলিস্-করে।
শুনি' হেন দর্প, রুষে নদীর ঈশ্বর।
উথলিল মহাশব্দে তরঙ্গ নিকর।
করিল কি কার্য্য এই দেব ক্রোধময়,
নিবারিতে একিলিসে, রক্ষিবারে ট্রয়?
এ দিকে প্রবীরবর করি' উলম্ফন,
মহাত্মা এষ্টারোফুসে করে আক্রমণ,
পিলাগন্-পুত্র, তাঁর বংশের উদয়,
পূতনীর এক্সিয়স্ যথা জন্ম লয়;
(পেরিবিয়া সুন্দরীর রূপেতে মজিয়া,
বেড়িল অমর তাঁয় নিজ নীর দিয়া)

ধায় একিলিস্। বীর নিশঙ্ক হৃদয়ে,
উঠে তীরে, দুই করে দুই বর্ষা ল'য়ে।
নদী তাঁয় উত্তেজিত করে শাসিবারে
দুষ্ট পেলিডিসে, ক্লান্ত হ'য়ে শবভারে।
রণার্থী হেরিয়া তাঁয় একিলিস্ কয়;—
কে তুমি হে, নরমাঝে নিশঙ্ক-হৃদয়?
কা'র পুত্র? কোন্ বংশে? দুর্ভাগ্য সে জন,
যার সুত মম সনে বাঞ্ছা করে রণ!
পিলুস্-নন্দন! আছে কিবা প্রয়োজন,
(কহে বীর,) মম খ্যাত বংশের কীর্ত্তন?
সুশোভন পিওনিয়া প্রদেশ হইতে,
মম বর্ষধারী সেনা আইল জুঝিতে।
আজি দশদিন আমি এসেছি এ স্থলে,
রক্ষিবারে ইলিয়নে, ল'য়ে দলবলে।
এক্সিয়স্, শত স্রোত পড়িছে যাহায়,
প্রদেশ প্রসাদে যাঁর উর্ব্বরতা পায়,
মম জনকের পিতা, দক্ষ বর্ষা-রণে;
তুল অস্ত্র, যুঝ আজি তাঁর সুত সনে।
এত কহে দর্পে বীর। মিলিল উভয়;
একত্র এষ্টারোফুস্ হানে বর্ষাদ্বয়,
(দুই হস্ত অস্ত্রাঘাতে দক্ষ সমকালে;)
একটী হইল ব্যর্থ ভল্কানের ঢালে।
অন্য বিন্ধে বাহু তাঁর; ঝরে ঝর ঝরে
প্রগাঢ় শোণিত। বর্ষা বিন্ধে ভূমি'পরে।
পিলীয় বরষা এবে গর্জ্জিয়া ভীষণ,
সৌদামিনী সম বেগে আলোকে গগন।

পড়িয়া সে ভীম শস্ত্র নদী-তীরোপরে,
মাটিতে গভীর বিদ্ধি' কাঁপে থরথরে।
রোষে পেলিডিস্ এবে নিষ্কাশি' কৃপাণ,
ধায় বেগে অরাতির হরিতে পরাণ।
বর্ষা ধরি' শত্রু টান দিল তিনবার,
নাড়িবারে তায় নাহি সামর্থ্য তাঁহার ;
প্রয়াসে চতুর্থবার তুলিতে তাহায়,
হেঁটমুখে বীর এবে পড়িল ধরায়।
কঠিন আঘাতে ছিন্ন হইল উদর ;
বাহিরিয়া অন্ত্ররাশি পড়ে ভূমি'পর।
বিজেতার পদতলে পড়িয়া প্রবীর,
ত্যজিল জীবন এবে অসাড়-শরীর।
সমুজ্জ্বল বর্ম্ম তাঁর ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে,
মহোল্লাসে বীরবর লাগিল কহিতে,—
  হেথা কীর্ত্তিশেষ তব। হেন দশা তার,
যোভবংশ সনে রণে বাসনা যাহার!
নদী হ'তে লভি' জন্ম এত অহঙ্কার ?
আপনি সেটার্ণিয়স্ উৎপত্তি আমার।
জলেতে জন্মিয়া কহ কি হেতু গরব ?
পিলুস্, ইকস্, যোভ্ আমার সম্ভব।
এ বংশে ও বংশে আছে বহুল অন্তর,
যথা নদীসহ সেই দেব বজ্রধর।
নদীর সামর্থ্য দেখায়েছে স্কামাণ্ডার।
যোভবংশ-অপকারে কি সাধ্য তাঁহার ?
মম সহ রণে একিলুয়স্ না পারে ;
সিন্ধুর তরঙ্গ যত সমরেতে হারে।

অনন্ত সাগর, যাঁর অনুকম্পা বলে,
নদনদী আদি বিদ্যমান ধরাতলে,
ক্ষোভের সে বজ্রনাদ শ্রবণে শুনিয়া,
কাঁপে থরথরে ভয়ে অধীর হইয়া।
এতেক কহিয়া বীর, বর্ষা ভীমাকার,
তুলিয়া সবলে শব করে পরিহার।
স্রোতজলে বীর-দেহ হয় ভাসমান,
আঘাতে তরঙ্গ তায় পর্ব্বতপ্রমাণ,
যাবৎ সে কায়া সন্নিহিত কিনারার,
নাহি ভীমাকার জল-জন্তুর আহার।
ত্যজিয়া তটিনী-তীর, (নেতার নিধনে)
ছুটে পিয়োনীয় সেনা সশঙ্কিত মনে।
নাশে শূর রোষে এবে ধাবিয়া অচিরে,
নিসস্, এষ্টিপিলাস্, থ্রেসিয়স্ বীরে।
সিডন্, আর্সিলোকস্, এনিয়স্ মরে;
ভীম ভল্ল তাঁর, বহু যোধ-প্রাণ হরে
বসিয়া গভীর-নীরা তটিনী ভিতরে,
কহে স্কামাণ্ডার; তীর কাঁপে থরথরে;
ওহে নরশ্রেষ্ঠ! (সদা অমর-রক্ষিত!)
অভিরথ! অমানুষ বিক্রম-শোভিত!
দিয়াছেন যোভ্ তোমা ট্রোজানের শির,
না করিও ভারাক্রান্ত আমার শরীর।
হের, মম শ্রোতকুল বদ্ধ শব-ভরে,
নারে করদান হেতু যাইতে সাগরে।
ফের বীর! মম নীর করি' পরিহার।
দেবতা বিস্মিত বীরপণাতে তোমার!

এতেক কহিয়া দেব, নররূপ ধ'রে,
হ'ন আবির্ভূত ; এবে প্রবীর উত্তরে ;
হে তটিনী-পতে ! তব পালিব বচন ;
কিন্তু ট্রয় ধ্বংসময় নহে যতক্ষণ ;
যাবৎ অধর্ম্মপর অরাতি নিকর,
নাহি কাঁপে থরথরে প্রাকার উপর ;
যাবৎ এ বরষায় হেক্টর দুর্জ্জন,
নাহি মরে, কিংবা একিলিসের পতন !
এত কহি' শত্রুপানে ধাবিল অচিরে।
এবে দীপ্তবপুধারী রৌপ্য-ধানকীরে,
কহিল তটিনীদেব ; হে যোভকুমার !
নহে কি হেন আদেশ জগতপিতার,
সর্ব্ব সমক্ষেতে, দেব ফিবস তপন
করিবে, রক্ষিতে ট্রয় শর-বরিষণ ;
ট্রয়ের বিজয় দিবে, যাবৎ আঁধার,
নামি' ভূমে, না আবরে বদন সবার ?
বৃথা এ বচন তাঁর ! প্রবীর নির্ভয়ে,
করে সন্তরণ দর্পে তটিনী-হৃদয়ে।
মহারোষে স্রোতস্বতীকুল উছলিয়া,
তুলি' কলকল নাদ বিকট গর্জ্জিয়া,
আঘাতিয়া তীরে প্লবমান শবচয়ে,
তটস্থ নিহতে আনে আপন হৃদয়ে।
উঠিয়া তরঙ্গকুল, গর্জ্জিয়া সঘনে,
(সলিল-প্রাচীর !) ঢাকে পলায়িত গণে।
আঘাতিয়া শিরে, তুলি' বিকট নিস্বন,
বেড়িল প্রবীরবরে বিকট প্লাবন।

ঘুরিল প্রকাণ্ড ঢাল তীব্র স্রোতভরে।
না পারে চরণদ্বয়, সলিল ভিতরে,
রাখিবারে স্থির বীর! সৈকত উপর,
ছিল দীর্ঘশাখাশোভী মহীরুহবর;
ধরে এক শাখা শূর লইতে আশ্রয়।
দেহভারে তরুবর উন্মূলিত হয়,
সৈকত করিয়া স্ফীত, গহ্বর সৃজিয়া।
অতি ঘন পত্রচয় সলিলে পড়িয়া,
বাজে শ্বনশ্বনে! হয় দীর্ঘ তরুবর,
সেতু সম; উঠি বীর তাহার উপর,
অতি কষ্টে, প্রাণপণে, প্রাণরক্ষা তরে,
পড়ে উলম্ফন করি' সৈকত উপরে।
বিলোড়িত হ'ল জল; উঠে গরজন,
ক্রোধে নদীদেব এবে করিল ক্ষেপণ
প্রকাণ্ড তরঙ্গ এক, ভাঙ্গি' তীরস্থল,
ট্রয়-নিহন্তারে ত্বরা দিতে রসাতল।
ধায় দেব বেগভরে, ঈগলের সম,
(বলী, বেগবান, পক্ষিকুলে অনুপম।)
বর্ষাক্ষেপ-দূর ব্যাপি' একিলিস্ বীর
চলে প্রতিলম্ফে; বাজে বরম গভীর।
স্থানে স্থানে বীরবর, চকিত অন্তরে
ফিরে সদা, স্রোত হ'তে প্রাণরক্ষা তরে।
ভীষণ তরঙ্গ বেগে, যথা শূর ধায়,
তুলিয়া অশনিনাদ অনুসরে তাঁয়।
যথা যবে কৃষিজীবী আপন উদ্যানে,
রম্য প্রস্রবণ হ'তে স্রোতজল আনে,

ইলিয়ড্।

ঊর্দ্ধ নেত্রে মেঘ কাছে অনুনয় করে,
করিবারে বরিষণ নিকুঞ্জ উপরে ;
যেমনি কুদ্দাল ধরি' কৃষক সুজন
নিরময় জলপথ করিয়া খনন,
শিখরীর পাদ হ'তে অতি বেগভরে,
পশে স্রোতকুল ত্বরা উদ্যান ভিতরে।
আপনি সে স্রোত পথ করে পরিষ্কার ;
নাহি হয় পরিশ্রম আবশ্যক আর।
ধায় একিলিস্, কিন্তু যে দিকে নেহারে,
মহা বেগে স্কামাণ্ডার আক্রমিছে তাঁরে ;
নদীসহ নারে বীর করিবারে রণ,
নরশ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু দেবতুল্য ন'ন।
রোধিবারে নদীবেগ যবে অরিত্রাস
করে চেষ্টা যত শক্তি করিয়া প্রকাশ,
ভীষণ তরঙ্গ তত পর্ব্বত আকারে,
পড়ে পৃষ্ঠে শিরে তাঁর ঘোর হুহুঙ্কারে ;
তবুও নির্ভয়ে বীর ক্রোধান্ধ অন্তরে,
করে উলম্ফন দর্পে সলিল উপরে।
পরিশ্রান্ত শূর আর, কম্পিত চরণ,
পিচ্ছিল ভূমিতে নারে করিতে স্থাপন।
এবে বীরবর, (আঁখি স্থাপিয়া অম্বরে,)
কহিলেন উচ্চৈঃস্বরে সরোষ অন্তরে ;
এ হেন প্রাণঘাতিনী-বিপদ-বহুলে,
নাহি কি অমর কোন মম অনুকূলে ?
মিবার হে যোভ! হেন ঘৃণিত মরণ ;
বীরকার্য্যে যায় যেন এ প্রিয় জীবন।

বৃথা ভবিষ্যৎবাণী করিনু বিশ্বাস;
থিটিসে অধিক ক্ষোভ করিব প্রকাশ!
কহিলেন দেবী মোরে, ফিবসের শরে,
হ'বে মৃত্যু মম, যথা বীর জন মরে।
অহো! সে নিধন হায়, কত প্রিয় মম,
বীর-অস্ত্রে রণভূমে, বীর-সুত সম!
হেক্টর্ যদ্যপি হৃদি বিন্ধে বরষায়,
পারি পুনঃ নিরখিতে নিহত সখায়!
এই রূপে একিলিস মরিবে নিশ্চয়,
শুনি' বীরহৃদে হয় ঘৃণার উদয়!
নীচ কৃষকের সম, বরিষার কালে,
যাইতে অপর পারে, মগ্ন ক্ষুদ্র খালে,
স্রোত-বেগে সমুদ্রেতে হয় ভাসমান;
অপর মানব তা'র না জানে সন্ধান!

ধাবিল সাহায্য হেতু নেপ্চুন্, পালাস।
নররূপ ধরি' ত্বরা গিয়া তাঁর পাশ,
কহিলেন সিন্ধুনাথ; পিলুস্-নন্দন!
ত্যজ শঙ্কা, হের আসিয়াছে দেবগণ!
দেখ বীর! সমাগত, যোভের আজ্ঞায়,
নেপ্চুন্ ও জ্ঞানেশ্বরী রক্ষিতে তোমায়।
স্থির হও, নদী আর নারিবে গর্জ্জিতে;
তরঙ্গেতে কভু তোমা না হ'বে মরিতে।
দেবের মন্ত্রণা এবে কর অবধান;
নাহি হও ক্ষান্ত, নাহি ত্যজ ও কৃপাণ,
যাবৎ শঙ্কিত মনে অরি সমুদায়,
ত্যজি' ক্ষেত্র, প্রাকারের পাশে না লুকায়।

হেক্টর্ থাকিবে একা অঙ্গন মাঝার;
তব বর্ষা রক্তপান করিবে তাহার।
তোমারি অক্ষয় যশঃ। কহি' দেবগণ,
ত্বরিত অমরধামে করে আরোহণ!
দেব বাক্যে উৎসাহিত হ'য়ে অরি ত্রাস
ধায় উলম্ফিয়া অরি করিতে বিনাশ।
বিশাল অঙ্গন এবে হ'ল জলময়;
তরঙ্গ-ভীম-হিল্লোলে নাচে শবচয়,
প্লবমান বর্ম্মমাঝে; শিরস্ত্র শোভন,
আন্দোলিত ঢাল, করে জ্যোতিঃ বিকীরণ।
তীব্র স্রোত' পরে বীর করে উলম্ফন,
মহাদর্পে; গর্জ্জে যত তরঙ্গ ভীষণ।
বিবুধকুমারী দেবী পালাস-কৃপায়,
নারে নদী পরিশ্রান্ত করিবারে তাঁয়।
সরোষে জেন্থস্ এবে হুঙ্কারি' গভীর,
তরঙ্গ চালিয়া ভঙ্গ করিলেন তীর।
কহে সিময়িসে পরে;—হে ভ্রাতঃ! ত্বরায়,
নিবার এ নরে, দেব পরাস্ত যাহায়,
নতুবা পলা'বে মোসবার বীরগণ,
হবে ধরাশায়ী সমুন্নত ইলিয়ন।
অধীনস্থ স্রোতকুলে আহ্বানি' অচিরে,
প্লাবি স্থল, করি' স্ফীত আপনার নীরে।
ভাসায়ে তরঙ্গে শব, প্রকাণ্ড প্রস্তর,
করহ নিক্ষেপ ঐ দুষ্ট-শিরো-পর।
হের, ঐ দর্পী বীর দেবে না মানিয়া,
বিচরিছে স্রোত মাঝে সঘনে গর্জ্জিয়া;

কিন্তু ঐ পরাক্রম, ও দেহ শোভন,
মিলি' যদি দোঁহে, ভ্রাতঃ! হ'বে অকারণ!
আঁধার সলিল-গর্ভে, ডুবিবে নিশ্চয়
ও সজ্জা, প্রদীপ্ত অতি, ট্রজানের ভয়;
হ'য়ে মগ্ন রাশীকৃত সিকতা মাঝারে,
থাকিবে ও দর্পী বীর, পৃথ্বী ডরে যারে।
এ ভাবে নদীর গর্ভে রহিবে ও বীর,
নাহি পাবে গ্রীকগণ খুঁজিয়া শরীর;
কদাচ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া না হ'বে উহার;
সাধিবে বালুকারাশি, যে কার্য্য চিতার।
এতেক কহিয়া দেব যতেক লহরী,
রক্তমাখা, শবময়, হানে বীর' পরি।
হুঙ্কারিয়া নদীনাথ স্ফীত করি' কায়,
লোহিত সলিল পূর্ণ করিল ফেনায়।
আরক্ত তরঙ্গচয় হ'য়ে প্রধাবিত,
করে একিলিস্ বীরে রুধিরে প্লাবিত।
হেরিলেন সুরেশ্বরী; চকিত হইয়া,
কহিলেন উচ্চরবে ভল্কানে ডাকিয়া;
যাও রণস্থলে, ঐ নদ দুরাচার
বশ্য তব অস্ত্রে; লহ অনলের ভার।
তব সাহায্যের হেতু করিবে গমন,
দ্রুতগামী পূর্ব্ব-পশ্চিমের সমীরণ।
তোমার আদেশে দোঁহে সিন্ধু পরিহরি',
হ'বে বহমান অগ্নি বিস্তারিত করি'।
ভাসমান শবচয় ছারেখারে যা'বে,
কাঁদি বীচীরবে যত সলিল শুকা'বে।

যাও হে পাবক! ক্রোধ প্রকাশি' ত্বরায়,
করহ শোষণ নদীনীর সমুদায়;
পোড়াও সৈকত, (না নিবারি যতক্ষণ,)
অনলের পরাক্রম কর প্রদর্শন।
দেবীর বচনে দেব ক্রোধান্ধ হইয়া,
ক্ষেত্র'পরে বহ্নিরাশি দিলেন ঢালিয়া;
ভস্ম করি' শবচয়ে, দগ্ধ করে স্থল;
লাগিল ফুটিতে এবে তটিনীর জল।
বহি' বরিয়স্ বায়ু, শরৎ-সময়,
যথা যবে করে শুষ্ক ক্ষেত্র সমুদয়,
সেইরূপ শ্বেতভাব ধরে ভূমিতল;
করিল তেমনি এই ভল্কান-অনল।
দগ্ধ হয় শরবন অতি দ্রুতগতি;
বেড়িল সৈকত বহ্নি ভয়ঙ্কর অতি।
মহামহা মহীরুহ ভস্মীভূত হয়;
ত্যজে প্রাণ কুমুদিনী, কমল নিচয়;
অশ্বত্থ তমাল তাল হয় অন্তর্হিত;
যতেক জলজ বৃক্ষ পুড়িল ত্বরিত।
জ্বলিল তরঙ্গচয়; জলচর গণ,
হইয়া অনলদগ্ধ, হারায় জীবন।
কাতর রোহিতকুল, অনল-জ্বালায়,
কভু ডুবে, কভু ভাসে, কভু বা গড়ায়।
অবশেষে নদীনাথ উত্তোলিয়া শির,
কহেন অনল-দেবে হইয়া অধীর;—
ভল্কান্! রোধিবে তোমা হেন সাধ্য কা'র?
মৃতপ্রায় আমি, নাহি সামর্থ্য আমার—

দিনু ভঙ্গ,—ইলিয়ন্ হ'ক ধ্বংসময় ;
না হানিও আর ঐ অনল দুর্জ্জয়।
 নিরস্ত হইল দেব ; বহ্নিদর্পে হায় !
আর্ত্তনাদি' অবিরত সলিল শুকায়।
যথা যবে সুবৃহৎ কটাহের তলে,
গলাইতে বলিঘৃত দীপ্ত বহ্নি জ্বলে ;
ইন্ধনের মধ্যস্থিত সলিল তখন,
ফুটিয়া নিয়ত ধূম করে উদ্গীরণ ;
তেমনি প্রবাহ আর নারি প্রবাহিতে,
ধূমজালে পূর্ণ হ'য়ে লাগিল ফুটিতে।
দগ্ধবপু নদীশ্বর কাতর হইয়া,
দিবেশ্বরী জুনো প্রতি কহে সম্বোধিয়া ;—
 হায় ! সেটার্ণিয়া ! তব প্রতাপী নন্দন,
কেন মম'পরে করে কোপ প্রদর্শন ?
অপর অমর প্রতি করুন বিক্রম ;
ট্রয়ে সাহায্যিছে বহু দেব মম সম।
হ'ব ক্ষান্ত আমি, যদি আজ্ঞা কর দান ;
নিবার ত্বরিত এই বিনাশ মহান।
শুনহ প্রতিজ্ঞা মম, অয়ি দিবেশ্বরি !
রহিব একান্তে ইলিয়নে পরিহরি',
যাবৎ না ধ্বংসে সর্ব্ব গ্রীকের অনল,
ট্রোজানের নাম নাহি ত্যজে ধরাতল।
 দয়াদ্রা হইল দেবী শুনি' এ বচন ;
সেইক্ষণে নিজ সুতে করে নিবারণ,
ত্যজিতে বহ্নি-সায়ক, নরের সমরে
দোষী নহে দেব ; বহ্নিপতি মান্য করে।

হইয়া শীতল এবে উত্তপ্তা তটিনী,
মধুর হিল্লোলে পুনঃ বহে কলধ্বনি'।
জুনোর আদেশে যবে বিরত উভয়,
মহাদর্পে সুরকুল রণে মত্ত হয়।
উদিত বিষম ক্রোধ অন্তরে সবার ;
অবিরত দেববর্ম্ম আরম্ভে ঝঙ্কার।
শূন্যে দিবেশ্বর বজ্রে করে তূর্য্যনাদ ;
কাঁপিলেন বসুমতী গণিয়া প্রমাদ।
হ'য়ে কুতূহলাক্রান্ত জগৎ-ঈশ্বর,
প্রফুল্ল নয়নে হেরে দেবের সমর।
রোষান্ধ রণেশ, দীপ্ত বর্যা খরশান,
সমর-ঈশ্বরী প্রতি করিল সন্ধান।
কি ক্ষিপ্ততা হেতু তুমি অমর-অন্তরে,
রোপিয়া বিদ্বেষ, সুরে আনিলে সমরে ?
একি অপরূপ ! তুমি প্রেরিলে কি ক'রে,
তুচ্ছ নরে, অমরের অপমান তরে ?
দুষ্ট টিডাইডিস্-বর্যা স্বকরে বহিয়া,
দেবের রুধিরে তাহা দিয়াছ রঞ্জিয়া ?
এত কহি' রণেশ্বর করিল প্রহার ;
যোভ্বজ্র-রোধকারী সে ঢাল মাঝার,
সে ইজিস্, ঈশ-ভুজে যাহা শোভা পায়,
প্রদীপ্ত অশনি নারে ভেদিবারে তায়।
দৃঢ় ভুজে রণেশ্বরী তুলিল সত্বর,
দেশসীমা-স্থিত এক প্রকাণ্ড প্রস্তর,
স্থাপিত পুরায়, দীর্ঘ অসিতবরণ ;
দেববীর প্রতি দেবী করিল ক্ষেপণ।

অবশ রণেশ, বজ্র-নির্ঘোস তুলিয়া,
পড়িল ভূতলে সপ্ত ক্রোশ বিস্তারিয়া।
ভীষণ আঘাতে অঙ্গ শিথিল হইল ;
অঙ্গনে বিকট শব্দে বর্ম্ম ঝঙ্কারিল।
নিরখি' বিজয় হেন অমরী সুন্দরী,
কহিলেন ধরাশায়ী দেবে হাস্য করি ;—
পাইলে কি পরিচয়, রে দর্পী অমর !
তুমি আর মিনার্ভায় কত যে অন্তর ?
জুনো, হইয়াছ যাঁর অপ্রিয়-ভাজন,
মম করে তব দর্প করিল হরণ,
এরূপে রে অবিশ্বাসী ! অর্পিল তোমায়,
যুক্ত ফল, সাহায্যেতে ট্রয়ের সেনায়।
এতেক কহিয়া দেবী হন অন্তর্ধান,
ক্ষণপ্রভা সম, দেশ করি' দীপ্তিমান।
কামেশ্বরী যোভসুতা, ভূমে অবতরি',
আহত অমরে ত্বরা তুলে হস্ত ধরি'।
উঠে ধীরে রণেশ্বর ; যন্ত্রণা-কাতর,
নির্ভরি' কোমল ভুজে, ত্যজিল সমর।
হেন দৃশ্য দিবেশ্বরী করি' বিলোকন,
বিজয়িনী রণেশীরে কহিল বচন ;—
দেখনা দুহিতে ! এবে মার্সে সেবা করে,
সে অমরী, কাম যার জন্মিল জঠরে !
দেখ, ঐ লজ্জাহীনা সম্মুখে সবার,
চলিছে কেমন ! হর গরব উহার।
মিনার্ভা বিকট হাসি', ধাবিয়া সত্বর,
হানিল কোমল হৃদে বরষা প্রখর।

পড়িল ভূতলে দেবী, (পলাইল-বল) ;
শায়িত ভূতলে এবে প্রণয়ি যুগল।
সবার হউক দশা দোঁহার মতন,
(কহিল মিনার্ভা) ট্রয় রক্ষে যত জন।
ট্রয়-দেবগণ কাছে, গ্রীক্-দেবতার,
হ'ক হেন শঙ্কা, যথা ভিনসে আমার!
ট্রয়ের নগর ধ্বংস হইবে সত্বরে।
নিরস্ত হইল দেবী ; জুনো হাস্য করে।

এ দিকে অতুল দর্পে, কাঁপায়ে অঙ্গন,
সিন্ধুনাথ, তপনেরে করে আক্রমণ।
কি হেতু অলস মোরা, যবে চারি ধারে,
করে যুদ্ধ দেবকুল ভীম হুহুঙ্কারে ?
লাজ লজ্জা পরিহরি', না করিয়া রণ,
কি রূপে ঈশ্বরে মোরা দেখা'ব বদন ?
এস, কর পরাক্রম ! প্রথমে প্রহার,
বলশালী আমি, কভু না সাজে আমার।
বাঞ্ছা তব ট্রয়-রাজ্য রাখিতে বজায়,
(ভুলিয়া সে অপমান, যা ভুঞ্জি দোঁহায়)
লেওমিডনের বংশ রক্ষিবারে হায় !
ভুলেছ কি তুমি এবে, ভূপের বচনে
বর্ষাবধি পরিশ্রম করি প্রাণপণে ?
যোভের আদেশে রচি ট্রয়ের প্রাকার ;
নির্ম্মিত ও দৃঢ় দুর্গ স্বহস্তে আমার।
ইডার আঁখিরঞ্জন উপত্যকা-তলে,
চরাইতে তুমি সদা গৃহ-পশুদলে ;

কিন্তু যবে দুখনিশা হ'য়ে অবসান,
পোহাইল মোসবার মুক্তি-দিনমান,
অবমানি' মোসবায় ভূপ দুরাচার,
অঙ্গীকৃত পুরস্কার করে অস্বীকার।
ক্ষিপ্ত ভূপ ঘোর ঘৃণা করি' প্রদর্শন,
মোসবে অসভ্য দেশে করে নির্ব্বাসন।
ক্রোধে মোরা আরোহিনু সুরলোক মাঝে,
দুষ্ট ভূপে প্রতিফল অর্পিতে অব্যাজে।
হইলে কি রূপে ইলিয়নের সহায়,
মোসবার সম নাহি ধ্বংস করি' তায়;
না করিয়া ট্রোজানের বংশ ছার খার,
না পাড়ি' ভূতলে ঐ প্রকাণ্ড প্রাকার?
কহিল এপলো;—যুদ্ধ মানব-কারণ,
প্রাজ্ঞ অমরের কভু না সাজে কখন।
কি পদার্থ নর? সদা বিপদ-জড়িত,
পৃথিবী হইতে জন্ম, পৃথিবী-পোষিত;
বাৎসরিক পত্রসম সূর্য্যের প্রভায়,
ঝকে যাহা ক্ষণ, পুনঃ পতিত ধরায়!
নিজে নিজে নরকুল করুক সমর;
হেন তুচ্ছ কাজে কেন ব্যাপৃত অমর!
এতেক কহিয়া দেব, প্রদীপ্ত বদন
ফিরায়ে প্রবল শত্রু করিল বর্জ্জন।
নিরখি' পিছা'তে তাঁয়, ডায়ানা অমরী,
রৌপ্য ধানকিনী, কহে তিরস্কার করি';—
বৃদ্ধ সিন্ধুনাথে হেরি' আতঙ্ক-মগন,
যুবক ফিবস্! করিতেছ পলায়ন?

বৃথা তব ভীমমূর্ত্তি বীরজনোচিত,
বৃথা রৌপ্য ধনুঃ, তূণ-সায়ক-পূরিত।
না করিও গর্ব্ব আর অমর-সমাজে,
ভূকম্পনকারী দেবে জিনিতে অব্যাজে।
বনদেবী বাক্য রবি শুনেন নীরবে।
অধীরা হইয়া জুনো দেবীর গরবে,
কহিল সরোষে,—দুর্ব্বিনীতে! কি সাহসে,
কহিছ এ হেন বাক্য দিবেশ্বরী-পাশে?
যদিও দেবেন্দ্র যোভ করিল সৃজন,
নারী তরে প্রসবের অসহ্য বেদন,
তব শরে গর্ভবতী অতীব কাতর;
রমণীর মাঝে তুমি কঠিন-অন্তর।
যদিও কানন মাঝে সদা তব শরে,
অগণন মহাকায় বন্য পশু মরে,
কি সাহসে কর ইচ্ছা সে অস্ত্র হানিতে
সুর-গাত্রে, কিংবা মম সমান হইতে;
আজি হ'তে রণে সাধ না করিও আর।
এত কহি' ধরে দেবী দুই হস্ত তাঁর;
বাম করে ধরি' ভুজ, বামেতর দিয়া,
রৌপ্য ধনুঃ শর তূণ নিলেন কাড়িয়া;
দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ ধনুঃ আঘাতে বদনে।
ঘুরে দেবী চারি ভিতে সশঙ্কিত মনে।
সুশাণিত শরচয় ভীম ঝঙ্কারিয়া,
তূণ ত্যজি' চারিদিকে পড়ে ছড়াইয়া।
দ্রুতবেগে বনদেবী করে পলায়ন,
অপমানে ঝর ঝর ঝরে দুনয়ন।

যথা যবে শ্যেন পক্ষী উড়িলে আকাশে,
কপোত গিরিগহ্বরে পলায় তরাসে,
(নহে কাল পূর্ণ তার) নির্ব্বিঘ্নে তথায়,
করে অবস্থান, তবু উদ্বেগ না যায়।

ত্বরিত লাটনা তাঁয় সাহায্যেতে চলে,
দূর হ'তে হারমিস্ নিরখিয়া বলে ;—
হে দেবি ! কেমনে তাঁর হ'বে সম্মুখীন,
বজ্রপাণি যাঁর তরে সুখী অনুদিন ?
যাওগো অমরি ! এবে ত্রিদিব মাঝার ;
করিলাম তব কাছে পরাস্ত স্বীকার।

অন্তর্হিত হ'ল দেব। লাটনা সুঙ্গিয়া,
ভূমি হ'তে ধনুঃ শর লন কুড়াইয়া,
বিক্ষিপ্ত চৌদিকে, ঝকে সূর্য্যের প্রভায়,
হীনবলা ডায়ানার রণ-চিহ্ন হায় !
দিবে ত্বরা আরোহিয়া দেবী অতঃপর,
চলিলেন যথা বিরাজিত দিবেশ্বর ;
কাঁদিয়া ধরেন পদ ; বক্ষের বসন
তিতে অশ্রুজলে, বহে দীর্ঘশ্বাস ঘন।
হাসিয়া কহেন ঈশ ;—কোন্ দেব সতি !
তব প্রিয় দুহিতার করেছে দুর্গতি ?
যোত-কান্তা নাম দেবী করে লাজ ভরে,
ললাটস্থ অর্দ্ধচন্দ্র পাণ্ডুবর্ণ ধরে।

এ রূপে ত্রিদিবে দোঁহে ; এপলো এবার,
পশিলেন ইলিয়ন্ নগর মাঝার।
গ্রীক দর্পে প্রাচীরের পতন গণিয়া,
কাঁপিলেন দিবাকর অধীর হইয়া।

অস্ত্রধারী দেবকুল ত্যজিয়া সমর,
চলিলেন পুনঃ ফিরি' অলিম্পস্' পর ;
কেহবা বিজয়হৃষ্ট, কেহ রুষ্ট অতি,
বসে সবে সিংহাসনে, যথা স্বর্গপতি।
এখনও একিলিস্ সিংহনাদ করি',
ভ্রমিছেন দর্পভরে শবরাশি' পরি।
যথা যবে হুঙ্কারিয়া বহ্নি ভয়ঙ্কর
করে দগ্ধ পাপকার্য্য নিরত নগর ;
মরে নাগরিক কত, কেহ বা পলায় ;
আকাশ রঞ্জিত হয় লোহিত আভায় ;
দাপে একিলিস্ তথা ! মৃত্যু-পলায়ন-
ভয়-পরিশ্রমপূর্ণ এ দিন ভীষণ।
আরোহি' প্রায়াম্ হেথা গুম্বজ উপরে,
স্থিরনেত্রে সেনানাশ বিলোকন করে।
নিরখিল বৃদ্ধ ভূপ, ট্রোজান্ পলায়,
গর্জ্জি' গ্রীক্ বীর অনুসরে তা সবায়।
নিরাশ্রয়, সশঙ্কিত ! কম্পিত চরণ,
বিষাদে কালিমাময় পলিত বদন
দ্রুতপদে প্রাণ পণে নামি' সেইক্ষণে,
উচ্ছ্বাসিয়া বৃদ্ধভূপ কহে রক্ষিগণে ;—
তোরণ রক্ষণ-ভার যা সবার করে,
কর মুক্ত দ্বার, সেনা প্রবেশের তরে।
হের, আসে শত্রুবীর যেন হুতাশন,
বিনাশিয়া বহু ট্রয়-যোধের জীবন।
প্রবেশিলে সেনাগণ নগর মাঝার,
বদ্ধ করি' দ্বার পুনঃ বাঁচাও এবার

আদেশিল হেন ভূপ ; তখনি তোরণ
হ'ল মুক্ত তুলি' শব্দ অতি বিভীষণ।
ফিবস্ ধাবিয়া ত্বরা, পলায়িতগণে
করে রক্ষা নিরাপদে পশিতে তোরণে।
পাইয়া জীবন-আশা ট্রোজান-নিকর
ধায় দলে দলে দ্বার উদ্দেশি' সত্বর।
পিপাসা-কাতর সবে, বালুকা-মণ্ডিত
ক্ষেত্র' পরে অতি বেগে হয় প্রধাবিত ;
জ্ঞানহত, পরিশ্রান্ত দ্রুত পাদচারে,
করিছে প্রয়াস আগে পশিতে প্রাকারে।
অনুসরে একিলিস্ ক্রোধেতে মগন,
উত্তোলিয়া বীরঘাতী নারাচ ভীষণ !
লভিত গ্রিসীয় এবে বিজয় অক্ষয়,
নগরে পলাত ট্রয়-সেনা সমুদয় ;
কিন্তু সে অমর, যিনি কিরণ বিস্তারে,
নামিলেন ভূমে ট্রয়-যশঃ রক্ষিবারে !
স্বর্গীয় সামর্থ্য দেব দিল এজিনরে,
(এণ্টিনর-সুত, দর্পী, দুর্দ্ধর্ষ সমরে।)
মেঘ জালে ঢাকি' দেহ ভানু ভাতিমান,
রক্ষিতে যুবকে তীরে করে অবস্থান।
নিরখিল যুবা যবে একিলিস বীরে,
নাচিল হৃদয়, তেজঃ উদিল শরীরে।
(প্রভঞ্জন-পূর্ব্বে যথা স্ফীত হয় নীর)
দাঁড়াইয়া আন্দোলন করে যুবা বীর ;—
গ্রিসীয়ের ডরে করিব কি পলায়ন ?
পলাইয়া অন্য সম ত্যজিব জীবন ?

ও পথে নারিব কভু ত্যজিতে উহায়,
বহু যোধ জন যাহে জীবন হারায় !
নহে, ঘৃণা করি আমি ও রূপ মরণ ;
ফেলিয়া পলায় মোরে ট্রয়-বীরগণ ;
ঐ পথ দিয়া তবে কেননা এক্ষণে,
না করি প্রবেশ আমি ইডার কাননে ?
তা' হইলে নির্ঝরেতে গিয়া অলক্ষিতে,
শোণিত বালুকা ঘর্ম্ম পারিব ধুইতে ;
যেমনি ঢাকিবে ভূমি নিশার আঁধার,
স্বদলের সহ আসি' মিলিব আবার।
কি তা' হ'লে ? কেন মিছে করি আন্দোলন ?
এই কি বিচারস্থল, যথায় শমন ?
হয়ত না প্রবেশিতে নগর মাঝার ;
ভীম একিলিস্-করে পতন আমার।
হেন দ্রুতগামী বীর, বৃথা পলায়ন ;
এ হেন প্রতাপী, মরে রহে যেই জন।
যা হ'ক, এ রণক্ষেত্রে সম্মুখ সমরে,
উচিত মরণ মম রাজ্যরক্ষা তরে।
নহে অনশ্বর শত্রু ; শরীর উহার,
(সর্ব্ব পৃথ্বীসুত সম) আঘাত-আধার।
এক আত্মা বিরাজিছে ও ভীম কায়ায়,
যোভের প্রসাদে বীর বিত্রাসে সবায়।
এত কহি' যুবা দাঁড়াইয়া দর্পভরে,
অতীব উৎসুক চিতে, রণ ইচ্ছা করে।
ত্যজিয়া কানন যথা দ্বীপী মহাকায়,
শরবৃষ্টি-বরিষণে বেগে বাহিরায় ;

নাহি জানে কভু ডর, নাহি গ্রাহ্য তার,
চারিদিকে শিকারির বিকট হুঙ্কার;
যদিও আহত, নাহি ভ্রুক্ষেপ তাহায়,
ভীষণ নারাচ গাত্রে বাজিছে বৃথায়।
ধাবি' মহাক্রোধভরে সে পশু ভীষণ,
নাশে ব্যাধগণে, কিংবা ত্যজয়ে জীবন;
করে অবস্থান মহাপ্রতাপে তেমতি,
মহা বীর্যবান এণ্টিনবের সন্ততি,
ঘৃণি' ঘৃণ্য পলায়নে; সম্মুখে তাঁহার,
উদ্ধৃত সুদৃঢ় ঢাল প্রকাণ্ড আকার।
অতঃপর যুবাবর বরষা লক্ষিয়া,
কহিলেন সন্নিহিত অরিরে ডাকিয়া;—
একিলিস্! জয়লাভে হইয়া গর্ব্বিত,
করিছ বাসনা আজি ডুবাতে ত্বরিত,
অক্ষয় ট্রোজান্-নাম! বৃথা হেন সাধ,
নাহি জান এখনও কত পরমাদ;
বাল বৃদ্ধ শত্রুক্ষয়ে উৎসুক সমান!
অগণন মহাবল ট্রয়ের সন্তান।
বলবান তুমি, কিন্তু মৃত্যু বাধ্য কার?
হয়ত তোমার নাশ বিদেশ মাঝার।
এতেক কহিয়া বীর, বল সহকারে,
হানিল জানুতে; সেই বিকট প্রহারে,
ঝঙ্কারিল পাদত্রাণ; অরি বলবান,
দেববর্ম্মে, নিরাপদে করে অবস্থান।
ধাবি' বীর শত্রু পানে মহা ক্রোধ ভরে,
সমর-অঙ্গন-ত্রাস অস্ত্র লক্ষ্য করে;

কিন্তু সে এপলো দেব দয়ার্দ্র হইয়া,
দেবাভ ট্রোজানে ঢাকে অভ্ররাশি দিয়া।
বিষম বিপদে মুক্ত যুবক এবার,
পলায় সমর ত্যজি' অজ্ঞাতে সবার।
নিবারিতে দিবাকর পশ্চাৎ-গমন,
এজিনর্ সম মূর্ত্তি করেন ধারণ।
হেন ছদ্মবেশে দেব ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায়,
মহাবীর একিলিস্ অনুসরে তায়।
কভু বা ভ্রমিছে দোঁহে অঙ্গন মাঝার,
কখন বা প্রবাহিছে যথা স্কামাণ্ডার।
এবে দেব দ্রুতপদে নদী-তীরোপরে,
ভ্রমিয়া নিয়ত তাঁয় প্রবঞ্চনা করে।
যতেক ট্রোজান্-সেনা এই অবসরে,
প্রবেশিল দলে দলে প্রাকার-ভিতরে।
সবে শশব্যস্ত ; নাহি এ হেন সময়,
জিজ্ঞাসিতে কে পলায়, কেবা হত হয়।
ছত্র ভঙ্গ, একাকার। অন্তরে সবার,
যুগপৎ হর্ষ ভয় উদিত এবার।
একিলিস-ভয়ে বন্ধ হইল তোরণ ;
আসন্ন বিপদে এবে মুক্ত যোধগণ।

একবিংশ কাণ্ড সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ কাণ্ড।

হেক্টরের পতন।

বিষয়।

ট্রোজানেরা প্রাকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, একিলিস্‌কে নিবারণ করিবার নিমিত্ত হেক্টর একাকী ক্ষেত্রে অবস্থান করেন। প্রায়াম্, একিলিসের আগমনে ভীত হইয়া, পুত্রকে নগরে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করেন। হেকুবা ও বৃথা অনুনয় করেন। হেক্টর, একিলিস্‌কে আসিতে দেখিয়া মনে মনে নানা আন্দোলন করেন; কিন্তু শত্রুকে সম্মুখীন দেখিয়া হতাশ হৃদয়ে পলায়ন করেন। একিলিস্ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তিনবার ট্রয়-প্রাকার প্রদক্ষিণ করেন। হেক্টরের অদৃষ্ট লইয়া দেবগণের বাদানুবাদ হয়; অবশেষে মিনার্ভা একিলিসের সাহায্যার্থে অবতীর্ণা হন। তিনি ডিইফোবসের মূর্ত্তি ধরিয়া হেক্টরকে প্রলোভিত করেন। যুদ্ধে হেক্টরের মৃত্যু হয়। একিলিস্, প্রায়াম্ ও হেকুবার সমক্ষে, মৃত দেহ রথে বাঁধিয়া শিবিরে টানিয়া লইয়া যান। তাঁহাদের খেদ। এণ্ড্রোমেকি অন্তঃপুরে ছিলেন; তাঁহার কর্ণে এই শোকধ্বনি প্রবিষ্ট হয়। তিনি প্রাকারে আরোহণ করিয়া হত স্বামীকে অবলোকন করেন। তিনি বিচেতনা হন। তাঁহার হৃদয়ভেদী আক্ষেপ।

ত্রিংশ দিবস এখনও অতিবাহিত নহে। দৃশ্য—নগরমধ্য এবং ট্রয়-প্রাকার।

তাড়িত কুরঙ্গ সম ট্রোজান-নিকর
পশিল এরূপে দ্রুত নগর ভিতর।
নিরাপদে যোধগণ উত্তরি' তথায়,
মুছি' ঘর্ম্ম, শ্রান্তি দূর করে মদিরায়।
উল্লাসিত জয়োদ্ধত গ্রিসীয়-নিকর,
দীর্ঘ সুকঠিন ঢাল যুজি' পরস্পর,

কিন্তু সে এপলো দেব দয়াদ্র হইয়া,
দেবাভ ট্রোজানে ঢাকে অভ্ররাশি দিয়া।
বিষম বিপদে মুক্ত যুবক এবার,
পলায় সমর ত্যজি' অজ্ঞাতে সবার।
নিবারিতে দিবাকর পশ্চাৎ-গমন,
এজিনর্ সম মূর্ত্তি করেন ধারণ।
হেন ছদ্মবেশে দেব ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায়,
মহাবীর একিলিস্ অনুসরে তায়।
কভু বা ভ্রমিছে দোঁহে অঙ্গন মাঝার,
কখন বা প্রবাহিছে যথা স্কামাণ্ডার।
এবে দেব দ্রুতপদে নদী-তীরোপরে,
ভ্রমিয়া নিয়ত তাঁয় প্রবঞ্চনা করে।
যতেক ট্রোজান্-সেনা এই অবসরে,
প্রবেশিল দলে দলে প্রাকার-ভিতরে।
সবে শশব্যস্ত ; নাহি এ হেন সময়,
জিজ্ঞাসিতে কে পলায়, কেবা হত হয়
ছত্র ভঙ্গ, একাকার। অন্তরে সবার,
যুগপৎ হর্ষ ভয় উদিত এবার।
একিলিস-ভয়ে বদ্ধ হইল তোরণ ;
আসন্ন বিপদে এবে মুক্ত যোধগণ।

একবিংশ কাণ্ড সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ কাণ্ড।

হেক্টরের পতন।

বিষয়।

ট্রোজানেরা প্রাকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, একিলিস্‌কে নিবারণ করিবার নিমিত্ত হেক্টর একাকী ক্ষেত্রে অবস্থান করেন। প্রায়াম্‌, একিলিসের আগমনে ভীত হইয়া, পুত্রকে নগরে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করেন। হেকুবা ও বৃথা অনুনয় করেন। হেক্টর, একিলিস্‌কে আসিতে দেখিয়া মনে মনে নানা আন্দোলন করেন; কিন্তু শত্রুকে সম্মুখীন দেখিয়া হতাশ হৃদয়ে পলায়ন করেন। একিলিস্‌ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তিনবার ট্রয়-প্রাকার প্রদক্ষিণ করেন। হেক্টরের অদৃষ্ট লইয়া দেবগণের বাদানুবাদ হয়; অবশেষে মিনার্ভা একিলিসের সাহায্যার্থে অবতীর্ণা হন। তিনি ডিইফোবসের মূর্ত্তি ধরিয়া হেক্টরকে প্রলোভিত করেন। যুদ্ধে হেক্টরের মৃত্যু হয়। একিলিস্‌, প্রায়াম্‌ ও হেকুবার সমক্ষে, মৃত দেহ রথে বাঁধিয়া শিবিরে টানিয়া লইয়া যান। তাঁহাদের খেদ। এণ্ড্রোমেকি অন্তঃপুরে ছিলেন; তাঁহার কর্ণে এই শোকধ্বনি প্রবিষ্ট হয়। তিনি প্রাকারে আরোহণ করিয়া হত স্বামীকে অবলোকন করেন। তিনি বিচেতনা হন। তাঁহার হৃদয়ভেদী আক্ষেপ।

ত্রিংশ দিবস এখনও অতিবাহিত নহে। দৃশ্য—নগরমধ্য এবং ট্রয়-প্রাকার।

তাড়িত কুরঙ্গ সম ট্রোজান-নিকর
পশিল এরূপে দ্রুত নগর ভিতর।
নিরাপদে যোধগণ উত্তরি' তথায়,
মুছি' ঘর্ম্ম, শ্রান্তি দূর করে মদিরায়।
উল্লাসিত জয়োদ্ধত গ্রিসীয়-নিকর,
দীর্ঘ সুকঠিন ঢাল যুজি' পরস্পর,

হইয়া শীতল এবে উত্তপ্তা তটিনী,
মধুর হিল্লোলে পুনঃ বহে কলধ্বনি'।
জুনোর আদেশে যবে বিরত উভয়,
মহাদর্পে সুরকুল রণে মত্ত হয়।
উদিত বিষম ক্রোধ অন্তরে সবার;
অবিরত দেববর্ম্ম আরম্ভে ঝঙ্কার।
শূন্যে দিবেশ্বর বজ্রে করে তুর্য্যনাদ;
কাঁপিলেন বসুমতী গণিয়া প্রমাদ।
হ'য়ে কুতূহলাক্রান্ত জগৎ-ঈশ্বর,
প্রফুল্ল নয়নে হেরে দেবের সমর।
রোষান্ধ রণেশ, দীপ্ত বর্ষা খরশান,
সমর-ঈশ্বরী প্রতি করিল সন্ধান।
কি ক্ষিপ্ততা হেতু তুমি অমর-অন্তরে,
রোপিয়া বিদ্বেষ, সুরে আনিলে সমরে?
একি অপরূপ! তুমি প্রেরিলে কি ক'রে,
তুচ্ছ নরে, অমরের অপমান তরে?
দুষ্ট টিডাইডিস্-বর্ষা স্বকরে বহিয়া,
দেবের রুধিরে তাহা দিয়াছ রঞ্জিয়া?
এত কহি' রণেশ্বর করিল প্রহার;
যোভ্বজ্র-রোধকারী সে ঢাল মাঝার,
সে ইজিস্, ঈশ-ভুজে যাহা শোভা পায়,
প্রদীপ্ত অশনি নারে ভেদিবারে তায়।
দৃঢ় ভুজে রণেশ্বরী তুলিল সত্বর,
দেশসীমা-স্থিত এক প্রকাণ্ড প্রস্তর,
স্থাপিত পুরায়, দীর্ঘ অসিতবরণ;
দেববীর প্রতি দেবী করিল ক্ষেপণ।

অবশ রণেশ, বজ্র-নির্ঘোস তুলিয়া,
পড়িল ভূতলে সপ্ত ক্রোশ বিস্তারিয়া।
ভীষণ আঘাতে অঙ্গ শিথিল হইল ;
অঙ্গনে বিকট শব্দে বর্ম্ম ঝঙ্কারিল।
নিরখি' বিজয় হেন অমরী সুন্দরী,
কহিলেন ধরাশায়ী দেবে হাস্য করি ;—
পাইলে কি পরিচয়, রে দর্পী অমর !
তুমি আর মিনার্ভায় কত যে অন্তর ?
জুনো, হইয়াছ যাঁর অপ্রিয়-ভাজন,
মম করে তব দর্প করিল হরণ,
এরূপে রে অবিশ্বাসী ! অর্পিল তোমায়,
যুক্ত ফল, সাহায্যিতে ট্রয়ের সেনায়।
এতেক কহিয়া দেবী হন অন্তর্ধান,
ক্ষণপ্রভা সম, দেশ করি' দীপ্তিমান।
কামেশ্বরী যোভসুতা, ভূমে অবতরি',
আহত অমরে ত্বরা তুলে হস্ত ধরি'।
উঠে ধীরে রণেশ্বর ; যন্ত্রণা-কাতর,
নির্ভরি' কোমল ভুজে, ত্যজিল সমর।
হেন দৃশ্য দিবেশ্বরী করি' বিলোকন,
বিজয়িনী রণেশীরে কহিল বচন ;—
দেখনা দুহিতে ! এবে মার্সে সেবা করে,
সে অমরী, কাম যার জন্মিল জঠরে !
দেখ, ঐ লজ্জাহীনা সম্মুখে সবার,
চলিছে কেমন ! হর গরব উহার।
মিনার্ভা বিকট হাসি', ধাবিয়া সত্বর,
হানিল কোমল হৃদে বল্লষা প্রখর।

পড়িল ভূতলে দেবী, (পলাইল বল) ;
শায়িত ভূতলে এবে প্রণয়ি যুগল।
সবার হউক দশা দোঁহার মতন,
(কহিল মিনার্ভা) ট্রয় রক্ষে যত জন।
ট্রয়-দেবগণ কাছে, গ্রীক্-দেবতার,
হ'ক হেন শঙ্কা, যথা ভিনসে আমার!
ট্রয়ের নগর ধ্বংস হইবে সত্বরে।
নিরস্ত হইল দেবী ; জুনো হাস্য করে।

এ দিকে অতুল দর্পে, কাঁপায়ে অঙ্গন,
সিন্ধুনাথ, তপনেরে করে আক্রমণ।
কি হেতু অলস মোরা, যবে চারি ধারে,
করে যুদ্ধ দেবকুল ভীম হুহুঙ্কারে ?
লাজ লজ্জা পরিহরি', না করিয়া রণ,
কি রূপে ঈশ্বরে মোরা দেখা'ব বদন ?
এস, কর পরাক্রম ! প্রথমে প্রহার,
বলশালী আমি, কভু না সাজে আমার।
বাঞ্ছা তব ট্রয়-রাজ্য রাখিতে বজায়,
(ভুলিয়া সে অপমান, যা ভুঞ্জি দোঁহায়)
লেওমিডনের বংশ রক্ষিবারে হায়!
ভুলেছ কি তুমি এবে, ভূপের বচনে
বর্ষাবধি পরিশ্রম করি প্রাণপণে ?
যোভের আদেশে রচি ট্রয়ের প্রাকার ;
নির্ম্মিত ও দৃঢ় দুর্গ স্বহস্তে আমার।
ইডার আঁখিরঞ্জন উপত্যকা-তলে,
চরাইতে তুমি সদা গৃহ-পশুদলে ;

কিন্তু যবে দুখনিশা হ'য়ে অবসান,
পোহাইল মোসবার মুক্তি-দিনমান,
অবমানি' মোসবায় ভূপ দুরাচার,
অঙ্গীকৃত পুরস্কার করে অস্বীকার।
ক্ষিপ্ত ভূপ ঘোর ঘৃণা করি' প্রদর্শন,
মোসবে অসভ্য দেশে করে নির্ব্বাসন।
ক্রোধে মোরা আরোহিনু সুরলোক মাঝে,
দুষ্ট ভূপে প্রতিফল অর্পিতে অব্যাজে।
হইলে কি রূপে ইলিয়নের সহায়,
মোসবার সম নাহি ধ্বংস করি' তায়;
না করিয়া ট্রোজানের বংশ ছার খার,
না পাড়ি' ভূতলে ঐ প্রকাণ্ড প্রাকার?
কহিল এপলো;—যুদ্ধ মানব-কারণ,
প্রাজ্ঞ অমরের কভু না সাজে কখন।
কি পদার্থ নর? সদা বিপদ-জড়িত,
পৃথিবী হইতে জন্ম, পৃথিবী-পোষিত;
বাৎসরিক পত্রসম সূর্য্যের প্রভায়,
ঝকে যাহা ক্ষণ, পুনঃ পতিত ধরায়!
নিজে নিজে নরকুল করুক সমর;
হেন তুচ্ছ কাজে কেন ব্যাপৃত অমর।
এতেক কহিয়া দেব, প্রদীপ্ত বদন
ফিরায়ে প্রবল শত্রু করিল বর্জ্জন।
নিরখি' পিছা'তে তাঁয়, ডায়ানা অমরী,
রৌপ্য ধানকিনী, কহে তিরস্কার করি';—
বৃদ্ধ সিন্ধুনাথে হেরি' আতঙ্ক-মগন,
যুবক ফিবস্! করিতেছ পলায়ন?

বৃথা তব ভীমমূর্ত্তি বীরজনোচিত,
বৃথা রৌপ্য ধনুঃ, তূণ-সায়ক-পূরিত।
না করিও গর্ব্ব আর অমর-সমাজে,
ভূকম্পনকারী দেবে জিনিতে অব্যাজে।
বনদেবী বাক্য রবি শুনেন নীরবে।
অধীরা হইয়া জুনো দেবীর গরবে,
কহিল সরোষে,—দুর্ব্বিনীতে! কি সাহসে,
কহিছ এ হেন বাক্য দিবেশ্বরী-পাশে?
যদিও দেবেন্দ্র যোভ করিল সৃজন,
নারী তরে প্রসবের অসহ্য বেদন,
তব শরে গর্ভবতী অতীব কাতর;
রমণীর মাঝে তুমি কঠিন-অন্তর।
যদিও কানন মাঝে সদা তব শরে,
অগণন মহাকায় বন্য পশু মরে,
কি সাহসে কর ইচ্ছা সে অস্ত্র হানিতে
সুর-গাত্রে, কিংবা মম সমান হইতে;
আজি হ'তে রণে সাধ না করিও আর।
এত কহি' ধরে দেবী দুই হস্ত তাঁর;
বাম করে ধরি' ভুজ, বামেতর দিয়া,
রৌপ্য ধনুঃ শর তূণ নিলেন কাড়িয়া;
দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ ধনুঃ আঘাতে বদনে।
ঘুরে দেবী চারি ভিতে সশঙ্কিত মনে।
সুশাণিত শরচয় ভীম ঝঙ্কারিয়া,
তূণ ত্যজি' চারিদিকে পড়ে ছড়াইয়া।
দ্রুতবেগে বনদেবী করে পলায়ন,
অপমানে ঝর ঝর ঝরে দুনয়ন।

যথা যবে শ্যেন পক্ষী উড়িলে আকাশে,
কপোত গিরিগহ্বরে পলায় তরাসে,
(নহে কাল পূর্ণ তার) নির্ব্বিঘ্নে তথায়,
করে অবস্থান, তবু উদ্বেগ না যায়।

ত্বরিত লাটনা তাঁয় সাহায্যেতে চলে,
দূর হ'তে হারমিস্ নিরখিয়া বলে ;—
হে দেবি ! কেমনে তাঁর হ'বে সম্মুখীন,
বজ্রপাণি যাঁর তরে সুখী অনুদিন ?
যাওগো অমরি ! এবে ত্রিদিব মাঝার ;
করিলাম তব কাছে পরাস্ত স্বীকার।

অন্তর্হিত হ'ল দেব। লাটনা নুঙ্গিয়া,
ভূমি হ'তে ধনুঃ শর লন কুড়াইয়া,
বিক্ষিপ্ত চৌদিকে, ঝকে সূর্য্যের প্রভায়,
হীনবলা ডায়ানার রণ-চিহ্ন হায় !
দিবে ত্বরা আরোহিয়া দেবী অতঃপর,
চলিলেন যথা বিরাজিত দিবেশ্বর ;
কাঁদিয়া ধরেন পদ ; বক্ষের বসন
তিতে অশ্রুজলে, বহে দীর্ঘশ্বাস ঘন।
হাসিয়া কহেন ঈশ ;—কোন্ দেব সতি !
তব প্রিয় দুহিতার করেছে দুর্গতি ?
যোভ-কান্তা নাম দেবী করে লাজ ভরে,
ললাটস্থ অৰ্দ্ধচন্দ্র পাণ্ডুবর্ণ ধরে।

এ রূপে ত্রিদিবে দোঁহে ; এপলো এবার,
পশিলেন ইলিয়ন্ নগর মাঝার।
গ্রীক দর্পে প্রাচীরের পতন গণিয়া,
কাঁপিলেন দিবাকর অধীর হইয়া।

অস্ত্রধারী দেবকুল ত্যজিয়া সমর,
চলিলেন পুনঃ ফিরি' অলিম্পস্‌' পর ;
কেহবা বিজয়হৃষ্ট, কেহ রুষ্ট অতি,
বসে সবে সিংহাসনে, যথা স্বর্গপতি।
এখনও একিলিস্‌ সিংহনাদ করি',
ভ্রমিছেন দর্পভরে শবরাশি' পরি।
যথা যবে হুঙ্কারিয়া বহ্নি ভয়ঙ্কর
করে দগ্ধ পাপকার্য্য-নিরত নগর ;
মরে নাগরিক কত, কেহ বা পলায় ;
আকাশ রঞ্জিত হয় লোহিত আভায় ;
দাপে একিলিস্‌ তথা ! মৃত্যু-পলায়ন-
ভয়-পরিশ্রমপূর্ণ এ দিন ভীষণ।
আরোহি' প্রায়াম্‌ হেথা গুম্বজ উপরে,
স্থিরনেত্রে সেনানাশ বিলোকন করে।
নিরখিল বৃদ্ধ ভূপ, ট্রোজান্‌ পলায়,
গর্জ্জি' গ্রীক্‌ বীর অনুসরে তা সবায়।
নিরাশ্রয়, সশঙ্কিত ! কম্পিত চরণ,
বিষাদে কালিমাময় পলিত বদন
দ্রুতপদে প্রাণ পণে নামি' সেইক্ষণে,
উচ্ছ্বাসিয়া বৃদ্ধভূপ কহে রক্ষিগণে ;—
তোরণ রক্ষণ-ভার যা সবার করে,
কর মুক্ত দ্বার, সেনা প্রবেশের তরে।
হের, আসে শত্রুবীর যেন হুতাশন,
বিনাশিয়া বহু ট্রয়-যোধের জীবন।
প্রবেশিলে সেনাগণ নগর মাঝার,
বন্ধ করি' দ্বার পুনঃ বাঁচাও এবার

আদেশিল হেন ভূপ ; তখনি তোরণ
হ'ল মুক্ত তুলি' শব্দ অতি বিভীষণ।
ফিবস্ ধাবিয়া ত্বরা, পলায়িতগণে
করে রক্ষা নিরাপদে পশিতে তোরণে।
পাইয়া জীবন-আশা ট্রোজান-নিকর
ধায় দলে দলে দ্বার উদ্দেশি' সত্বর।
পিপাসা-কাতর সবে, বালুকা-মণ্ডিত
ক্ষেত্র' পরে অতি বেগে হয় প্রধাবিত ;
জ্ঞানহত, পরিশ্রান্ত দ্রুত পাদচারে,
করিছে প্রয়াস আগে পশিতে প্রাকারে।
অনুসরে একিলিস্ ক্রোধেতে মগন,
উত্তোলিয়া বীরঘাতী নারাচ ভীষণ !

লভিত গ্রিসীয় এবে বিজয় অক্ষয়,
নগরে পলাত ট্রয়-সেনা সমুদয় ;
কিন্তু সে অমর, যিনি কিরণ বিস্তারে,
নামিলেন ভূমে ট্রয়-যশঃ রক্ষিবারে !
স্বর্গীয় সামর্থ্য দেব দিল এজিনরে,
(এণ্টিনর-সুত, দর্পী, দুর্দ্ধর্ষ সমরে।)
মেঘ জালে ঢাকি' দেহ ভানু ভাতিমান,
রক্ষিতে যুবকে তীরে করে অবস্থান।
নিরখিল যুবা যবে একিলিস বীরে,
নাচিল হৃদয়, তেজঃ উদিল শরীরে।
(প্রভঞ্জন-পূর্ব্বে যথা স্ফীত হয় নীর)
দাঁড়াইয়া আন্দোলন করে যুবা বীর ;—

গ্রিসীয়ের ডরে করিব কি পলায়ন ?
পলাইয়া অন্য সম ত্যজিব জীবন ?

হইয়া শীতল এবে উত্তপ্তা তটিনী,
মধুর হিল্লোলে পুনঃ বহে কলধ্বনি'।
জুনোর আদেশে যবে বিরত উভয়,
মহাদর্পে সুরকুল রণে মত্ত হয়।
উদিত বিষম ক্রোধ অন্তরে সবার;
অবিরত দেববর্ম্ম আরম্ভে ঝঙ্কার।
শূন্যে দিবেশ্বর বজ্রে করে তূর্য্যনাদ;
কাঁপিলেন বসুমতী গণিয়া প্রমাদ।
হ'য়ে কুতূহলাক্রান্ত জগৎ-ঈশ্বর,
প্রফুল্ল নয়নে হেরে দেবের সমর।
রোষান্ধ রণেশ, দীপ্ত বর্ষা খরশান,
সমর-ঈশ্বরী প্রতি করিল সন্ধান।
কি ক্ষিপ্ততা হেতু তুমি অমর-অন্তরে,
রোপিয়া বিদ্বেষ, সুরে আনিলে সমরে?
একি অপরূপ! তুমি প্রেরিলে কি ক'রে,
তুচ্ছ নরে, অমরের অপমান তরে?
দুষ্ট টিডাইডিস্-বর্ষা স্বকরে বহিয়া,
দেবের রুধিরে তাহা দিয়াছ রঞ্জিয়া?
এত কহি' রণেশ্বর করিল প্রহার;
যোভ্বজ্র-রোধকারী সে ঢাল মাঝার,
সে ইজিস্, ঈশ-ভুজে যাহা শোভা পায়,
প্রদীপ্ত অশনি নারে ভেদিবারে তায়।
দৃঢ় ভুজে রণেশ্বরী তুলিল সত্বর,
দেশসীমা-স্থিত এক প্রকাণ্ড প্রস্তর,
স্থাপিত পুরায়, দীর্ঘ অসিতবরণ;
দেববীর প্রতি দেবী করিল ক্ষেপণ।

অবশ রণেশ, বজ্র-নির্ঘোস তুলিয়া,
পড়িল ভূতলে সপ্ত ক্রোশ বিস্তারিয়া।
ভীষণ আঘাতে অঙ্গ শিথিল হইল ;
অঙ্গনে বিকট শব্দে বর্ম্ম ঝাঙ্কারিল।
নিরখি' বিজয় হেন অমরী সুন্দরী,
কহিলেন ধরাশায়ী দেবে হাস্য করি ;—
পাইলে কি পরিচয়, রে দর্পী অমর !
তুমি আর মিনার্ভায় কত যে অন্তর ?
জুনো, হইয়াছ যাঁর অপ্রিয়-ভাজন,
মম করে তব দর্প করিল হরণ,
এরূপে রে অবিশ্বাসী ! অর্পিল তোমায়,
যুক্ত ফল, সাহায্যিতে ট্রয়ের সেনায়।
এতেক কহিয়া দেবী হন অন্তর্ধান,
ক্ষণপ্রভা সম, দেশ করি' দীপ্তিমান।
কামেশ্বরী যোভসুতা, ভূমে অবতরি',
আহত অমরে ত্বরা তুলে হস্ত ধরি'।
উঠে ধীরে রণেশ্বর ; যন্ত্রণা-কাতর,
নির্ভরি' কোমল ভুজে, ত্যজিল সমর।
হেন দৃশ্য দিবেশ্বরী করি' বিলোকন,
বিজয়িনী রণেশীরে কহিল বচন ;—
দেখনা দুহিতে ! এবে মার্সে সেবা করে,
সে অমরী, কাম যার জন্মিল জঠরে !
দেখ, ঐ লজ্জাহীনা সম্মুখে সবার,
চলিছে কেমন ! হর গরব উহার।
মিনার্ভা বিকট হাসি', ধাবিয়া সত্বর,
হানিল কোমল হৃদে বরষা প্রখর।

পড়িল ভূতলে দেবী, (পলাইল বল) ;
শায়িত ভূতলে এবে প্রণয়ি যুগল।
সবার হউক দশা দোঁহার মতন,
(কহিল মিনার্ভা) ট্রয় রক্ষে যত জন।
ট্রয়-দেবগণ কাছে, গ্রীক্‌-দেবতার,
হ'ক হেন শঙ্কা, যথা ভিনসে আমার!
ট্রয়ের নগর ধ্বংস হইবে সত্বরে।
নিরস্ত হইল দেবী ; জুনো হাস্য করে।

এ দিকে অতুল দর্পে, কাঁপায়ে অঙ্গন,
সিন্ধুনাথ, তপনেরে করে আক্রমণ।
কি হেতু অলস মোরা, যবে চারি ধারে,
করে যুদ্ধ দেবকুল ভীম হুহুঙ্কারে ?
লাজ লজ্জা পরিহরি', না করিয়া রণ,
কি রূপে ঈশ্বরে মোরা দেখা'ব বদন ?
এস, কর পরাক্রম! প্রথমে প্রহার,
বলশালী আমি, কভু না সাজে আমার।
বাঞ্ছা তব ট্রয়-রাজ্য রাখিতে বজায়,
(ভুলিয়া সে অপমান, যা ভুঞ্জি দোঁহায়)
লেওমিডনের বংশ রক্ষিবারে হায়!
ভুলেছ কি তুমি এবে, ভূপের বচনে
বর্ষাবধি পরিশ্রম করি প্রাণপণে ?
যোভের আদেশে রচি ট্রয়ের প্রাকার ;
নির্ম্মিত ও দৃঢ় দুর্গ স্বহস্তে আমার।
ইডার আঁখিরঞ্জন উপত্যকা-তলে,
চরাইতে তুমি সদা গৃহ-পশুদলে ;

কিন্তু যবে দুখনিশা হ'য়ে অবসান,
পোহাইল মোসবার মুক্তি-দিনমান,
অবমানি' মোসবায় ভূপ দুরাচার,
অঙ্গীকৃত পুরস্কার করে অস্বীকার।
ক্ষিপ্ত ভূপ ঘোর ঘৃণা করি' প্রদর্শন,
মোসবে অসভ্য দেশে করে নির্ব্বাসন।
ক্রোধে মোরা আরোহিনু সুরলোক মাঝে,
দুষ্ট ভূপে প্রতিফল অর্পিতে অব্যাজে।
হইলে কি রূপে ইলিয়নের সহায়,
মোসবার সম নাহি ধ্বংস করি' তায়;
না করিয়া ট্রোজানের বংশ ছার খার,
না পাড়ি' ভূতলে ঐ প্রকাণ্ড প্রাকার?
কহিল এপলো;—যুদ্ধ মানব-কারণ,
প্রাজ্ঞ অমরের কভু না সাজে কখন।
কি পদার্থ নর? সদা বিপদ-জড়িত,
পৃথিবী হইতে জন্ম, পৃথিবী-পোষিত;
বাৎসরিক পত্রসম সূর্য্যের প্রভায়,
ঝকে যাহা ক্ষণ, পুনঃ পতিত ধরায়!
নিজে নিজে নরকুল করুক সমর;
হেন তুচ্ছ কাজে কেন ব্যাপৃত অমর!
এতেক কহিয়া দেব, প্রদীপ্ত বদন
ফিরায়ে প্রবল শত্রু করিল বর্জ্জন।
নিরখি' পিছা'তে তাঁয়, ডায়ানা অমরী,
রৌপ্য ধানকিনী, কহে তিরস্কার করি';—
বৃদ্ধ সিন্ধুনাথে হেরি' আতঙ্ক-মগন,
যুবক ফিবস্! করিতেছ পলায়ন?

বৃথা তব ভীমমূর্ত্তি বীরজনোচিত,
বৃথা রৌপ্য ধনুঃ, তূণ-সায়ক-পূরিত।
না করিও গর্ব্ব আর অমর-সমাজে,
ভূকম্পনকারী দেবে জিনিতে অব্যাজে।
বনদেবী বাক্য রবি শুনেন নীরবে।
অধীরা হইয়া জুনো দেবীর গরবে,
কহিল সরোষে,—দুর্ব্বিনীতে! কি সাহসে,
কহিছ এ হেন বাক্য দিবেশ্বরা-পাশে?
যদিও দেবেন্দ্র যোভ করিল সৃজন,
নারী তরে প্রসবের অসহ্য বেদন,
তব শরে গর্ভবতী অতীব কাতর;
রমণীর মাঝে তুমি কঠিন-অন্তর।
যদিও কানন মাঝে সদা তব শরে,
অগণন মহাকায় বন্য পশু মরে,
কি সাহসে কর ইচ্ছা সে অস্ত্র হানিতে
সুর-গাত্রে, কিংবা মম সমান হইতে;
আজি হ'তে রণে সাধ না করিও আর।
এত কহি' ধরে দেবী দুই হস্ত তাঁর;
বাম করে ধরি' ভুজ, বামেতর দিয়া,
রৌপ্য ধনুঃ শর তূণ নিলেন কাড়িয়া;
দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ ধনুঃ আঘাতে বদনে।
ঘুরে দেবী চারি ভিতে সশঙ্কিত মনে।
সুশাণিত শরচয় ভীম ঝঙ্কারিয়া,
তূণ ত্যজি' চারিদিকে পড়ে ছড়াইয়া।
দ্রুতবেগে বনদেবী করে পলায়ন,
অপমানে ঝর ঝর ঝরে দুনয়ন।

যথা যবে শ্যেন পক্ষী উড়িলে আকাশে,
কপোত গিরিগহ্বরে পলায় তরাসে,
(নহে কাল পূর্ণ তার) নির্ব্বিঘ্নে তথায়,
করে অবস্থান, তবু উদ্বেগ না যায়।
ত্বরিত লাটনা তাঁয় সাহায্যিতে চলে,
দূর হ'তে হারমিস্ নিরখিয়া বলে ;—
হে দেবি ! কেমনে তাঁর হ'বে সম্মুখীন,
বজ্রপাণি যাঁর তরে সুখী অনুদিন ?
যাওগো অমরি ! এবে ত্রিদিব মাঝার ;
করিলাম তব কাছে পরাস্ত স্বীকার !
অন্তর্হিত হ'ল দেব। লাটনা নুঙ্গিয়া,
ভূমি হ'তে ধনুঃ শর লন কুড়াইয়া,
বিক্ষিপ্ত চৌদিকে, ঝকে সূর্য্যের প্রভায়,
হীনবলা ডায়ানার রণ-চিহ্ন হায় !
দিবে ত্বরা আরোহিয়া দেবী অতঃপর,
চলিলেন যথা বিরাজিত দিবেশ্বর ;
কাঁদিয়া ধরেন পদ ; বক্ষের বসন
তিতে অশ্রুজলে, বহে দীর্ঘশ্বাস ঘন।
হাসিয়া কহেন ঈশ ;—কোন্ দেব সতি !
তব প্রিয় দুহিতার করেছে দুর্গতি ?
যোভ-কান্তা নাম দেবী করে লাজ ভরে,
ললাটস্থ অর্দ্ধচন্দ্র পাণ্ডুবর্ণ ধরে।
এরূপে ত্রিদিবে দোঁহে ; এপলো এবার,
পশিলেন ইলিয়ন্ নগর মাঝার।
গ্রীক দর্পে প্রাচীরের পতন গণিয়া,
কাঁপিলেন দিবাকর অধীর হইয়া।

অস্ত্রধারী দেবকুল ত্যজিয়া সমর,
চলিলেন পুনঃ ফিরি' অলিম্পস্' পর;
কেহবা বিজয়হৃষ্ট, কেহ রুষ্ট অতি,
বসে সবে সিংহাসনে, যথা স্বর্গপতি।
এখনও একিলিস্ সিংহনাদ করি',
ভ্রমিছেন দর্পভরে শবরাশি' পরি।
যথা যবে হুঙ্কারিয়া বহ্নি ভয়ঙ্কর
করে দগ্ধ পাপকার্য্য নিরত নগর;
মরে নাগরিক কত, কেহ বা পলায়;
আকাশ রঞ্জিত হয় লোহিত আভায়;
দাপে একিলিস্ তথা! মৃত্যু-পলায়ন-
ভয়-পরিশ্রমপূর্ণ এ দিন ভীষণ।
আরোহি' প্রায়াম্ হেথা গুম্বজ উপরে,
স্থিরনেত্রে সেনানাশ বিলোকন করে।
নিরখিল বৃদ্ধ ভূপ, ট্রোজান্ পলায়,
গর্জ্জি' গ্রীক্ বীর অনুসরে তা সবায়।
নিরাশ্রয়, সশঙ্কিত! কম্পিত চরণ,
বিষাদে কালিমাময় পলিত বদন
দ্রুতপদে প্রাণ পণে নামি' সেইক্ষণে,
উচ্ছ্বাসিয়া বৃদ্ধভূপ কহে রক্ষিগণে;—
তোরণ রক্ষণ-ভার যা সবার করে,
কর মুক্ত দ্বার, সেনা প্রবেশের তরে।
হের, আসে শত্রুবীর যেন হুতাশন,
বিনাশিয়া বহু ট্রয়-যোধের জীবন।
প্রবেশিলে সেনাগণ নগর মাঝার,
বন্ধ করি' দ্বার পুনঃ বাঁচাও এবার

আদেশিল হেন ভূপ ; তখনি তোরণ
হ'ল মুক্ত তুলি' শব্দ অতি বিভীষণ।
ফিবস্ ধাবিয়া ত্বরা, পলায়িতগণে
করে রক্ষা নিরাপদে পশিতে তোরণে।
পাইয়া জীবন-আশা ট্রোজান-নিকর
ধায় দলে দলে দ্বার উদ্দেশি' সত্বর।
পিপাসা-কাতর সবে, বালুকা-মণ্ডিত
ক্ষেত্র' পরে অতি বেগে হয় প্রধাবিত ;
জ্ঞানহত, পরিশ্রান্ত দ্রুত পাদচারে,
করিছে প্রয়াস আগে পশিতে প্রাকারে।
অনুসরে একিলিস্ ক্রোধেতে মগন,
উত্তোলিয়া বীরঘাতী নারাচ ভীষণ!

লভিত গ্রিসীয় এবে বিজয় অক্ষয়,
নগরে পলাত ট্রয়-সেনা সমুদয় ;
কিন্তু সে অমর, যিনি কিরণ বিস্তারে,
নামিলেন ভূমে ট্রয়-যশঃ রক্ষিবারে!
স্বর্গীয় সামর্থ্য দেব দিল এজিনরে,
(এণ্টিনর-সুত, দর্পী, দুর্দ্ধর্ষ সমরে।)
মেঘ জালে ঢাকি' দেহ ভানু ভাতিমান,
রক্ষিতে যুবকে তীরে করে অবস্থান।
নিরখিল যুবা যবে একিলিস বীরে,
নাচিল হৃদয়, তেজঃ উদিল শরীরে।
(প্রভঞ্জন-পূর্ব্বে যথা স্ফীত হয় নীর)
দাঁড়াইয়া আন্দোলন করে যুবা বীর ;—

গ্রিসীয়ের ডরে করিব কি পলায়ন ?
পলাইয়া অন্য সম ত্যজিব জীবন ?

ও পথে নারিব কভু ত্যজিতে উহায়,
বহু যোধ জন যাহে জীবন হারায় !
নহে, ঘৃণা করি আমি ও রূপ মরণ ;
ফেলিয়া পলায় মোরে ট্রয়-বীরগণ ;
ঐ পথ দিয়া তবে কেননা এক্ষণে,
না করি প্রবেশ আমি ইডার কাননে ?
তা' হইলে নির্ঝরেতে গিয়া অলক্ষিতে,
শোণিত বালুকা ঘর্ম্ম পারিব ধুইতে ;
যেমনি ঢাকিবে ভূমি নিশার আঁধার,
স্বদলের সহ আসি' মিলিব আবার।
কি তা' হ'লে ? কেন মিছে করি আন্দোলন ?
এই কি বিচারস্থল, যথায় শমন ?
হয়ত না প্রবেশিতে নগর মাঝার ;
ভীম একিলিস্-করে পতন আমার।
হেন দ্রুতগামী বীর, বৃথা পলায়ন ;
এ হেন প্রতাপী, মরে রহে যেই জন।
যা হ'ক, এ রণক্ষেত্রে সম্মুখ সমরে,
উচিত মরণ মম রাজ্যরক্ষা তরে।
নহে অনশ্বর শত্রু ; শরীর উহার,
(সর্ব্ব পৃথ্বীস্থত সম) আঘাত-আধার।
এক আত্মা বিরাজিছে ও ভীম কায়ায়,
যোভের প্রসাদে বীর বিত্রাসে সবায়।
এত কহি' যুবা দাঁড়াইয়া দর্পভরে,
অতীব উৎসুক চিতে, রণ ইচ্ছা করে।
ত্যজিয়া কানন যথা দ্বীপী মহাকায়,
শরবৃষ্টি-বরিষণে বেগে বাহিরায় ;

নাহি জানে কভু ডর, নাহি গ্রাহ্য তার,
চারিদিকে শিকারির বিকট হুঙ্কার;
যদিও আহত, নাহি ভ্রুক্ষেপ তাহায়,
ভীষণ নারাচ গাত্রে বাজিছে বৃথায়।
ধাবি' মহাক্রোধভরে সে পশু ভীষণ,
নাশে ব্যাধগণে, কিংবা ত্যজয়ে জীবন ;
করে অবস্থান মহাপ্রতাপে তেমতি,
মহা বীর্যবান এণ্টিনবের সন্ততি,
ঘৃণি' ঘৃণ্য পলায়নে ; সম্মুখে তাঁহার,
উদ্ধৃত সুদৃঢ় ঢাল প্রকাণ্ড আকার।
অতঃপর যুবাবর বরষা লক্ষিয়া,
কহিলেন সন্নিহিত অরিরে ডাকিয়া ;—
একিলিস্ ! জয়লাভে হইয়া গর্ব্বিত,
করিছ বাসনা আজি ডুবাতে ত্বরিত,
অক্ষয় ট্রোজান-নাম ! বৃথা হেন সাধ,
নাহি জান এখনও কত পরমাদ ;
বাল বৃদ্ধ শত্রুক্ষয়ে উৎসুক সমান !
অগণন মহাবল ট্রয়ের সন্তান।
বলবান তুমি, কিন্তু মৃত্যু বাধ্য কার ?
হয়ত তোমার নাশ বিদেশ মাঝার।
এতেক কহিয়া বীর, বল সহকারে,
হানিল জানুতে ; সেই বিকট প্রহারে,
ঝঙ্কারিল পাদত্রাণ ; অরি বলবান,
দেববর্ম্মে, নিরাপদে করে অবস্থান।
ধাবি' বীর শত্রু পানে মহা ক্রোধ ভরে,
সমর-অঙ্গন-ত্রাস অস্ত্র লক্ষ্য করে ;

কিন্তু সে এপলো দেব দয়াদ্র হইয়া,
দেবাভ ট্রোজানে ঢাকে অভ্ররাশি দিয়া।
বিষম বিপদে মুক্ত যুবক এবার,
পলায় সমর ত্যজি' অজ্ঞাতে সবার।
নিবারিতে দিবাকর পশ্চাৎ-গমন,
এজিনর্ সম মূর্ত্তি করেন ধারণ।
হেন ছদ্মবেশে দেব ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায়,
মহাবীর একিলিস্ অনুসরে তায়।
কভু বা ভ্রমিছে দোঁহে অঙ্গন মাঝার,
কখন বা প্রবাহিছে যথা স্কামাণ্ডার।
এবে দেব দ্রুতপদে নদী-তীরোপরে,
ভ্রমিয়া নিয়ত তাঁয় প্রবঞ্চনা করে।
যতেক ট্রোজান্-সেনা এই অবসরে,
প্রবেশিল দলে দলে প্রাকার-ভিতরে।
সবে শশব্যস্ত ; নাহি এ হেন সময়,
জিজ্ঞাসিতে কে পলায়, কেবা হত হয়।
ছত্র ভঙ্গ, একাকার। অন্তরে সবার,
যুগপৎ হর্ষ ভয় উদিত এবার।
একিলিস-ভয়ে বন্ধ হইল তোরণ ;
আসন্ন বিপদে এবে মুক্ত যোধগণ।

একবিংশ কাণ্ড সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ কাণ্ড।

হেক্টরের পতন।

বিষয়।

ট্রোজানেরা প্রাকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, একিলিস্‌কে নিবারণ করিবার নিমিত্ত হেক্টর একাকী ক্ষেত্রে অবস্থান করেন। প্রায়াম্‌, একিলিসের আগমনে ভীত হইয়া, পুত্রকে নগরে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করেন। হেকুবা ও বৃথা অনুনয় করেন। হেক্টর, একিলিস্‌কে আসিতে দেখিয়া মনে মনে নানা আন্দোলন করেন; কিন্তু শত্রুকে সম্মুখীন দেখিয়া হতাশ হৃদয়ে পলায়ন করেন। একিলিস্‌ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তিনবার ট্রয়-প্রাকার প্রদক্ষিণ করেন। হেক্টরের অদৃষ্ট লইয়া দেবগণের বাদানুবাদ হয়; অবশেষে মিনার্ভা একিলিসের সাহায্যার্থে অবতীর্ণা হন। তিনি ডিইফোবসের মূর্ত্তি ধরিয়া হেক্টরকে প্রলোভিত করেন। যুদ্ধে হেক্টরের মৃত্যু হয়। একিলিস্‌, প্রায়াম্‌ ও হেকুবার সমক্ষে, মৃত দেহ রথে বাঁধিয়া শিবিরে টানিয়া লইয়া যান। তাঁহাদের খেদ। এণ্ড্রোমেকি অন্তঃপুরে ছিলেন; তাঁহার কর্ণে এই শোকধ্বনি প্রবিষ্ট হয়। তিনি প্রাকারে আরোহণ করিয়া হত স্বামীকে অবলোকন করেন। তিনি বিচেতনা হন। তাঁহার হৃদয়ভেদী আক্ষেপ।

ত্রিংশ দিবস এখনও অতিবাহিত নহে। দৃশ্য—নগরমধ্য এবং ট্রয়-প্রাকার।

তাড়িত কুরঙ্গ সম ট্রোজান-নিকর
পশিল এরূপে দ্রুত নগর ভিতর।
নিরাপদে যোধগণ উত্তরি' তথায়,
মুছি' ঘর্ম্ম, শ্রান্তি দূর করে মদিরায়।
উল্লাসিত জয়োদ্ধত গ্রিসীয়-নিকর,
দীর্ঘ সুকঠিন ঢাল যুজি' পরস্পর,

ব্যাপিয়া বিস্তৃত ভূমি, ভীম আস্ফালনে,
ধায় দ্রুতগতি, ট্রয়-প্রাকারের পানে।
বাহিরে হেক্টর একা ; অদৃষ্ট-বন্ধনে
বদ্ধ বীরবর রহে স্কিয়ার তোরণে ;
এখনো বাসনা তাঁর, স্বদেশ-কারণ,
যুঝিবারে শক্রসনে করি' প্রাণপণ।
একিলিস্ পানে এবে এপলো ফিরিল,
(সে প্রদীপ্ত দিব্যদেহ প্রকাশ পাইল) ;
কি দেখিছ (কহে দেব) পিলুস-নন্দন !
তুচ্ছ নর অমরের তুল্য কি কখন ?
অমরে চিনিতে পার কি শক্তি তোমার,
অপরূপ চমৎকার লীলা দেবতার !
ট্রয়-সেনা পরাজয়ে কি তব মঙ্গল ?
ভূত বর্ত্তমান শ্রম সকলি বিফল।
নিরাপদে যোধকুল পশেছে নগরে,
ক্ষিপ্ত তুমি আক্রমিছ অমর অমরে !
কহে ক্রোধে বীর, পক্ষপাতী দিবাকর !
বঞ্চিলে এরূপে মোরে বিজিত সমর ;
ইলিয়নে কত অল্প পশিত তা হ'লে !
কত অরি এতক্ষণে লুণ্ঠিত ভূতলে !
দেব তুমি, প্রবঞ্চনা করি' সুরোচিত,
শূরখ্যাতি-লাভে মোরে করিলে বঞ্চিত।
তুচ্ছ যশঃ, হায় ! যবে অমর পূজিত,
ধনশ্বর হীন মানবে করে প্রলোভিত !
অতঃপর রোষে বীর ঘোর আস্ফালনে,
দীর্ঘ পাদক্ষেপে ছুটে নগরের পানে ;

তেজস্বী বিজয়ী অশ্ব সদর্পে তেমতি,
ধায় মহাবেগে জয়-নিশানের প্রতি।
দীপ্ত বহ্নি সম শূর করে বিচরণ;
স্থবির প্রায়াম্ তাঁর পায় দরশন।
নহে অর্দ্ধ হেন ভীম, যবে পরকাশে,
কৃষ্ণপক্ষ-তমোময়ী নিশার আকাশে,
শারদ তারকা (রম্য শরৎ সময়)
করি' হীনপ্রভ অন্য তারা সমুদয়!
পাপ দীপ্তি! সমুজ্জ্বল আলোকে তাহার,
প্রাদুর্ভাব মারাত্মক বিবিধ পীড়ার।
সেইরূপ ঝকে বর্ম্ম। নিরখি' তাঁহায়,
কাঁদে ভূপ করাঘাত করিয়া মাথায়।
উত্তোলিয়া কর বৃদ্ধ ব্যথিত হৃদয়ে,
ডাকে মৃদুস্বরে মুহুঃ প্রাণের তনয়ে;
প্রতাপী নন্দন রহে স্কিয়ার তোরণে,
যুঝিবারে মহাবল একিলিস সনে।
আরোহি' স্থবির পিতা গুম্বজ উপরে,
ডাকে পুনঃ পুনঃ পুত্রে অধীর অন্তরে;—
থেক না, থেক না বৎস! একাকী এখন,
হেক্টর, জীবন মম! সমরে ভীষণ!
এখনি, হায়রে! যেন পাই দেখিবারে,
নিপতিত তুমি বৎস! প্রাঙ্গণ মাঝারে!
রে নিষ্ঠুর একিলিস্! রুষ্ট দেবগণ,
উপযুক্ত শাস্তি তোমা করিবে অর্পণ!
ছিঁড়িবে গৃধিনীকুল ঐ কলেবর,
তব রক্তে হ'বে স্থূল কুক্কুর নিকর!

ছিল মম কত পুত্র সমরে ভীষণ,
বৃথা বলশালী ! তুমি করেছ নিধন ;
কিংবা দাসরূপে দূরে করেছ বিক্রয়,
ভুঞ্জিবারে দুখ, মৃত্যু কত শ্রেষ্ঠ হয় !
খুঁজিতেছি কত, কিন্তু না পাই সন্ধান,
এক গর্ভজাত, পোলিডোর বলবান,
প্রিয় লিকেয়ন্ ; হায় ! নাহি যুঝি আর !
কিংবা যদি থাকে শত্রু-শিবির মাঝার,
সে প্রিয় নন্দনযুগ-উদ্ধারের তরে,
বহু ধন, স্বর্ণরাশি দিব অকাতরে !
(পাইয়াছে দোঁহে মাতামহ-দত্ত ধন,
সহিত সে লিলিগার রাজসিংহাসন,)
সে ধন, (নিবার ঈশ !) যদি হারাইয়া,
ভ্রমে দোঁহে প্রেতধামে বিষাদে ডুবিয়া,
জ্বলিবেক কি আগুন্ জননী-অন্তরে,
কত ক্ষোভ মম, জিহ্বা নাহি ব্যক্ত করে !
তথাপি সে দুখে তত না হ'ব ব্যথিত,
তোমা ধনে যদি মোরা না হই বঞ্চিত।
পরিহরি' একিলিসে, নগরে পশিয়া,
রক্ষ ট্রয়, কর শান্ত এ তাপিত হিয়া !
বাঁচাও আপন প্রাণ, কিংবা বীর জন
ঘৃণে যদি মৃত্যু, যশঃ করহ রক্ষণ।
দিও না দিও না জ্বালা বৃদ্ধের অন্তরে !
এখনো জনক তব দুখ বোধ করে,
নহে লুপ্ত পাপ জ্ঞান ! এ বৃদ্ধ দশায়,
(সতত কম্পিত হৃদি কালের শঙ্কায়,)

ভীম শোকদৃশ্য যোড্ দিয়াছে নয়নে!
অতি হতভাগ্য আমি, ধিক্ রাজ্য-ধনে!
জ্বলন্ত শোকের ছবি চারিদিকে হায়,
রেখেছেন ঈশ মম এ বৃদ্ধ দশায়।
হত মম যোধবৃন্দ, নষ্ট পুত্রচয়,
লাঞ্ছিত দুহিতাগণ, দেশ ভস্মময়,
নিক্ষেপিত গৃহতলে শিশু সুকুমার;
দেখেছি এ সব, কত দেখিব বা আর!
হয়ত রেখেছে মোরে অদৃষ্ট ভীষণ,
যবে, নিঃশেষিত মম হ'বে জনগণ,
(ছারখার রম্য রাজ্য!) বধিতে আমায়,
রম্য আঁখি-মুগ্ধকর প্রাসাদেতে হায়!
ক্ষুধার্ত্ত কুকুরকুল, মম দ্বারস্থিত,
পাইয়া প্রভুর রক্ত হ'বে পুলকিত।
হত বটে সুতকুল, তারা ভাগ্যবান,
বীরধর্ম্মে রণক্ষেত্রে দিয়াছে পরাণ।
সুখী সেই, যৌবনেতে যায় যেই জন,
হৃদে অস্ত্রাঘাত-চিহ্ন অতি সুশোভন;
কিন্তু যবে সর্ব্বভীতি কাল বিভীষণ,
অসহায় বৃদ্ধজনে করে আক্রমণ,
শুভ্র কেশরাজি হয় লুণ্ঠিত ধূলিতে,
সুতৃপ্ত কুক্কুরকুল শীলত শোণিতে;
দুঃখ, দুঃখ ইহা। হায়! নরভাগ্যে আর,
কি পারে ঘটিতে? জীব ক্লেশের আধার!
এত কহি' বৃদ্ধ রাজা, কাতর অন্তরে,
শিরঃস্থ সুশুভ্র কেশ করে ছিন্ন করে।

অভাগী প্রসূতী উচ্চে করেন রোদন ;
তথাপিও নহে নত হেক্টরের মন।
আলু থালু বেশে রাজ্ঞী, ক্ষোভে উন্মোচিয়া
বক্ষঃ বস্ত্র, কহিলেন অশ্রু বরষিয়া ;—
কর কৃপা পুত্রবর ! বৃদ্ধের বচন
কর গ্রাহ্য, শুন পিতা-মাতার রোদন।
যদি তোমা কভু বৎস ! ক্রোড়েতে লইয়া,
স্নেহ ভরে অশ্রুবারি দিছি মুছাইয়া,
ত্যজনা, ত্যজনা হায় ! এ বৃদ্ধ দশায় ;
পশি' পুরে কর রোধ বিপক্ষ সেনায়।
একা যদি গ্রীক্ বীরে কর আক্রমণ,
নিশ্চয়, (না কর ঈশ !) তোমার পতন !
না উঠিবে তব দেহ মরণ-শয্যায়,
না কাঁদিবে মাতা পত্নী বেড়িয়া তোমায় ;
কদাচ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া না হ'বে তোমার,
ও দেহ দূরেতে হ'বে গৃধিনী-আহার।
এই রূপে ক্ষোভে অশ্রু বরিষে উভয়,
বীরেন্দ্র কুমার কভু টলিবার নয়।
দাঁড়াইয়া স্থিরভাবে ট্রয়ের তপন,
হেরে রক্তনেত্রে অরাতির আগমন।—
তেমতি বিবরে নিজ ভীম বিষধর,
গর্জ্জে রোষে, করি' পান্থে নয়ন-গোচর ;
বিষাক্ত ওষধি যবে করিয়া আহার,
সুপ্রচুর হলাহল শরীরে তাহার।
ঘোর ক্রোধাগমে বীর বিকট-বদন,
জ্বলিছে অনল সম যুগল নয়ন।

দাঁড়াইয়া স্তম্ভ-পাশে, হেলি' ঢাল' পরে,
অন্তরে এরূপ শূর আন্দোলন করে ;—
কোথা পথ মম এবে, পশিতে নগরে !
হেন নিন্দনীয় চিন্তা মনে নাহি ধরে।
সগর্ব্বে পোলিডেমাস্ বলিবে এবার,
পালিয়াছি অসময়ে বচন তাঁহার,
পলা'ত হেক্টর যদি বিগত নিশায়,
কত বীরবৃন্দ তবে বাঁচিত তাহায় !
নিজ কুবুদ্ধির দোষে, হেন সুবচন,
না মানিয়া, কত যোধে দিনু বিসর্জ্জন।
পাই শুনিবারে, যেন কাঁদিছে নগর,
নিন্দে মোরে হীনবীর্য্য মানব-নিকর,
সাহসেতে দোষারোপ করিছে সদাই,
গঞ্জিছে সে গুণ, যাহা অপরের নাই।
নহে, যদি ফিরি আমি, ফিরিব নিশ্চয়
রণজয়ী ; বিদূরিব স্বদেশের ভয় ;
কিংবা যদি মরি আজি, দেখুক সকলে,
দিনু প্রাণ বীর-অস্ত্রে, ভীম রণস্থলে।
যদি রণসাধ আমি ত্যজি' অতঃপর,
নিরস্ত্র বিনীতভাবে হই অগ্রসর
বীর অরি পানে,—বর্শা ঢাল শিরস্ত্রাণ
নিক্ষেপিয়া মাগি স্বদেশের পরিত্রাণ ;
হৃতা নারী, অপহৃত ধন সমুদায়,
(যাহে এ ভীম সমর, দেশ ধ্বংসপ্রায়,)
করিব বিচারমত পুনঃ প্রত্যর্পণ,
সহ এ ইলিয়নের অবশিষ্ট ধন,

অঙ্গীকৃত পূর্ব্বে যাহা ; যেন গ্রীক্ চয়,
তুষ্ট হ'য়ে যায় দেশে পরিহরি' ট্রয়।
কেন করি হেন চিন্তা ? অস্ত্র পরিহরি'
যাই যদি, কৃপা মোরে করিরে কি অরি ?
মরিব অবলা সম, আঘাত না করি' ?
নাহি মিত্রভাব এই স্থানে ভয়াবহ,
প্রান্তরে পান্থের যথা পথিকের সহ।
সুমধুর আলাপের না আছে সময়,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যথা যুবা-যুনীচয়।
সমর মোদের কার্য্য, জয় পরাজয়,
কা'র্ ভাগ্যে, বিদিত সে দেব সর্ব্বময় !

এই রূপে চিন্তে বীর ; গ্রীক্ দুরজয়,
দেবসম মহাদর্পে সন্নিহিত হয়।
শোভিছে দক্ষিণ করে বরষা ভীষণ,
সমগ্র অঙ্গনে ছটা করি' বিকীরণ ;
ঝকে সুবিশাল বক্ষে উরস্ত্র শোভন,
যেন সৌদামিনী কিংবা প্রভাত-তপন।
নিরখি' হেক্টর্ রথী বজ্রাহত-প্রায়,
কাঁপি' নব আতঙ্কেতে ত্বরিত পলায়।
দ্বার অতিক্রমি' বীর করে পলায়ন,
অনুসরে একিলিস্ যেন সমীরণ।
তেমতি কপোত-প্রতি শ্যেন-পক্ষী ধায়,
(জিনে গমনের বেগে বিহঙ্গ সবায়,)
ব্যগ্র ভাবে অবিরত ভ্রমিয়া গগনে,
ধরিলাম এই বার, ভাবে মনে মনে,

ব্যাদানিয়া চঞ্চুপুট, করিয়া চীৎকার,
লক্ষ্যে নখ, পাকশাট মারে অনিবার ;
তেমতি ভ্রমিছে বেগে দুই বীরবর,
ক্রোধ-উত্তেজনে এক, শঙ্কার অপর :
কভু বা প্রাকার বেড়ি' ভ্রমিছে ত্বরিত,
উন্নত রক্ষণ-স্তম্ভ যথা বিরাজিত ;
কভু ছুটে মার্গ দিয়া, শোভিছে যথায়,
সুচারু ডুম্বুর তরু, শ্যামল পাতায়।
স্কামাণ্ডার-তীরে দোঁহে প্রধাবিত হয়,
উঠে ভূমি হ'তে যথা প্রস্রবণ-দ্বয় ;
উষ্ণ ভূমিগর্ভ হ'তে সে স্রোত যুগল,
বাহিরি', বাষ্পেতে ঢাকে অনশ্বর তল ;
গ্রীষ্মাগমে সুপ্রচুর তেঁই নদী-জল,
স্ফটিকসম নির্ম্মল, তুষার-শীতল।
সে নীর, সুচারু-শ্বেত-প্রস্তর নির্ম্মিত,
মনোহর আলবালে হইছে পতিত ;
ট্রয়-রামাকুল, (যবে নহে এ বিপদ,)
সুখেতে করিত ধৌত রম্য পরিচ্ছদ।
হেন প্রস্রবণ-পাশে জেতা জীত ধায়,
(পলাইছে বলী, বলী অনুসরে তাঁয়,)।
অপরূপ গতি ! ত্বরা থামিবারে নারে।
নহে এ ক্রীড়ার শেষ তুচ্ছ পুরস্কারে,
(যথা কৌতুকের দ্বন্দ্বে আছয়ে প্রমাণ।)
নির্দ্ধারিত পুরস্কার, হেক্টরের প্রাণ।
যথা যবে মহারথ বীরের নিধনে,
অন্ত্যেষ্টির আয়োজন করে জনগণে ;

উত্তেজিত যুবাদল, লাভ আশা করি',
(সুবর্ণ ত্রিপদ, কিংবা কামিনী সুন্দরী.)
নিরূপিত স্থান হ'তে ধায় অশ্বপ'রে,
করিয়া বিস্মিত যত দর্শক-নিকরে ;
তেমতি প্রাকার ত্রিধা করয়ে বেষ্টন,
বেগে দোঁহে ; সবিস্ময়ে হেরে সুরগণ।
স্থিরনেত্র, চমকিত দেবগণ প্রতি,
কহিলেন দেবরাজ, দেব-নরপতি ;—
দুখ দৃশ্য ! দেবতার প্রিয় যেই জন,
হের, কি রূপেতে এবে তাড়িত এখন !
হেক্টরের দুখে মম কাঁদিছে অন্তর,
অর্পিয়াছে যেই হোম বলি বহুতর,
ইডা, ট্রয় হ'তে যেই ধূম সমুত্থিত,
সমগ্র দেবতাগণে করে পুলকিত।
দেখ পলাইছে এবে, আতঙ্কে কাতর ;
পশ্চাতেতে একিলিস্, কাল ভয়ঙ্কর।
কর চিন্তা দেবগণ ! (উচিত এ কাজ.)
মৃত্যুগ্রস্ত বীরবরে রক্ষিবে কি আজ,
কিংবা কি ভুঞ্জিবে ঐ বীর গুণধাম,
(অতীব ধার্ম্মিক,) যথা নর-পরিণাম !
কহিল পালাস্, তবে ইচ্ছে কি এখন,
আঁধারে অম্বর যাঁর অশনি ভীষণ,
সেই সুরেশ্বর, এক ট্রোজানে কেবল,
করিবারে বিপর্য্যয় অদৃষ্টের ফল ?
ইথে কি হইবে তুষ্ট দিববাসিগণ ?
পক্ষপাতী বলি' তোমা না দিবে গঞ্জন ?

যাও তবে, (কহে ঈশ) বিলম্বে না কাজ,
সাধ ইচ্ছা ; অদৃষ্টেরে না ব্যাঘাতি' আজ।
জ্ঞানেশ্বরী, পুলকিতা এ হেন আজ্ঞায়,
সুদ্রুত-গমনে ভূমে উতরে ত্বরায়।

যথা উপত্যকা-মাঝে, শুনি' শৃঙ্গানাদ,
কুরঙ্গ পলায় বেগে, গণি' পরমাদ ;
বৃথা চেষ্টা করে মৃগ ঢাকিতে শরীর,
ঘন তরুলতাশোভী কাননে গভীর ;
গাত্র-গন্ধ অনুসরি' কুক্কুর ভীষণ,
না হয় বিরত কভু পশ্চাত-গমন ;
হেক্টর পলায় যথা, ধাবিছে তেমতি,
ক্রোধদীপ্ত একিলিস্ বিকট-মূরতি।
সাহায্য-আশায় শূর ডার্ডান্-তোরণে,
উত্তরিতে যত চেষ্টা করে প্রাণপণে,
(যেন প্রাকারস্থ যত বান্ধব নিকর,
শরজালে করে বিদ্ধ অরি-কলেবর,)
তত একিলিস্ তাঁয় অঙ্গনে খেদায় ;
কাতরে নগর বীর নিরখে বৃথায়।
ভাবয়ে সুপ্ত মানব স্বপনে যেমতি,
পলাইছে নিজে, অন্য ধায় তার প্রতি ;
কিন্তু সে অবশ অঙ্গ থাকয়ে শয্যায় ;
কেহ নাহি অনুসরে, কেহ না পলায় ;
তেমতি বীরযুগল মহা বেগভরে,
ধায় মাত্র ; একিলিস্ বৃথা অনুসরে।

কোন্ দেব, হে মিউজ ! কহ এতক্ষণ,
করে রক্ষা অল্প-আয়ু হেক্টর-জীবন ?

দিনেশ ফিবস্ দেব আর্দ্র করুণায়,
মৃত্যুকালে বলবেগ অর্পিল তাঁহায়,
পাছে কোন গ্রীক বীর হ'য়ে অগ্রসর,
নাশি' শূরে অপহরে গৌরব প্রখর,
সে কারণ একিলিস্ সঙ্কেতে সেনায়,
কেহ যেন অরাতির সম্মুখে না যায়।
তুলিলেন যোভ্ তৌলদণ্ড হেমময়,
যাহে হয় মানবের ভাগ্য-পরিচয়।
পরিমাণ করে দেব যতনে এবার,
পরিণাম প্রতিদ্বন্দ্বী বীর দুজনার।
নামে শিক্যা হেক্টরের ভাগ্য সহকারে,
মৃত্যুভারাক্রান্ত, ঠেকে নরক ভিতরে।
ত্যজিল ফিবস্ তাঁয়। মিনার্ভা ধাবিয়া,
কহে উচ্চে একিলিসে, উল্লাসে মাতিয়া ;—
যোভ্-প্রিয়! আজি ক্লেশ দূরিত নিশ্চয় ;
গ্রীশ্'পরে দীপ্তিরাশি বিস্তারে বিজয়।
মরিবে হেক্টর রথী ; সে শূর হেক্টর,
খ্যাত যাঁর রণকীর্ত্তি জগত ভিতর,
হ'বে হত তব করে। দর্প পলায়ন
বৃথা এবে, কোথা সেই সদয় তপন!
দেখ, রবি উর্দ্ধদেশে কাতর বচনে,
করিছে মিনতি, পড়ি' যোভের চরণে!
কর অবস্থান হেথা ; মুমূর্ষু হেক্টরে,
আনি' ত্বরা সমর্পিব শমনের করে।
দেবী-বাক্যে বীরবর উল্লাসে মাতিয়া,
রহে স্থির, কালান্তক বর্শা নির্ভরিয়া।

ডিইফোবসের মূর্ত্তি করিয়া ধারণ,
(সম সজ্জা, সম গতি, সমান বদন)
করি' সাহায্যের ছল, সমর-ঈশ্বরী
কহিলেন হেক্টরেরে দ্রুত অগ্রসরি' ;—
বহুক্ষণ, হে হেক্টর ! করি বিলোকন,
পলাইতে চেষ্টা তুমি কর অকারণ !
উচিত মোদের এবে থাকিয়া সুস্থির,
দুই ভ্রাতা একস্থানে ত্যজিতে শরীর।
উত্তরিল ট্রয়-সূর্য্য,—হে রাজকুমার !
প্রিয়তম তুমি মম সোদর সবার ;
হেকুবার গর্ভে যত জন্মিল সন্তান,
তুমি শ্রেষ্ঠতম, তব বহুল সম্মান !
তুমি একা মোসবার বংশের ভিতরে,
নাহি ডর মৃত্যু, মম প্রাণরক্ষা তরে,
কহিলেন দেবী পুনঃ, কত যে কাঁদিতে
লাগিলেন পিতা মাতা মোরে নিবারিতে।
কাতরে বান্ধবগণ করে নিবারণ,
ভ্রাতৃস্নেহ বলবান, এনু সে কারণ।
এস তবে অরি সনে যুঝিব সত্বর ;
হউক উড্ডীন শূন্যে বর্ষা ভয়ঙ্কর।
রণী একিলিসে আজি করিব নিধন,
অথবা অর্পিব তায় এ প্রিয় জীবন।
করি' প্রবঞ্চনা দেবী, অগ্রে অগ্রে যায় ;
প্রফুল্ল ডার্ডান্ বীর পুনঃ না ডরায়।
মিলে উভে মহাদর্পে। কহিল হেক্টর,
ভীম পক্ষিপুচ্ছ-গুচ্ছ নাচে শিরোপর ;

যথেষ্ট পিলুস্-সুত ! গোচর সবার,
ট্রয়ের দীর্ঘ প্রাকার বেড়িনু ত্রিবার ;
দেব কোন এ অন্তরে হয়ে অধিষ্ঠান,
কহে যুঝিবারে ; বধি কিংবা দিব প্রাণ ;
তথাপি অবশ্যম্ভাবী এ ভীম সমরে,
থাকহ বিরত এবে মুহূর্ত্তের তরে।
সমগ্র অমরগণে করহ আহ্বান,
ন্যায়ান্যায় কার্য্যে সাক্ষী করিবারে দান ;
(তাঁহারা অপক্ষপাতী অনন্ত অব্যয়,
বদ্ধ ঋণে তাঁ সবার জীব সমুদয় !)
কহিনু তাঁদের কাছে ;—জিনি যদি রণ
যোভ্ মম করে তব হরিবে জীবন,
না হইবে অসম্মান শবেতে তোমার,
ল'ব অস্ত্র-বর্ম্মমাত্র, (প্রাপ্য বিজেতার;)
অবশিষ্ট গ্রীক্‌গণে করিব অর্পণ ;
করহ প্রতিজ্ঞা; অন্য না করি প্রার্থন।

না কহ পণের কথা, (উত্তরিল বীর
রোষরক্ত-আঁখিদ্বয়, কম্পিত-শরীর,)
তব সহ, যবে তুমি ঘৃণার ভাজন,
নাহি করে একিলিস্ প্রতিজ্ঞা বা পণ।
যথা হীন মেষসহ শার্দ্দূলের ভাব,
যথা নরসহ সিংহ বিপুল প্রভাব ;
তেমতি করিনু পণ ! আক্রোশ কেবল,
চিরস্থায়ী এ অন্তরে ;—এক ক্রোধানল !
নাহি অন্য চিন্তা, মাত্র প্রতিহিংসা-দান,
যতদিন মৃত্যু তাহা না করে নির্ব্বাণ

প্রকাশ আপন তেজঃ, না আছে সময়,
স্থির কর আত্মা, ডাক বল সমুদয়।
ছলনার কাল আর নাহি তিল তরে,
পালাস্ অর্পিল তোমা আজি মম করে।
গ্রীক্ প্রেতগণ, তব অস্ত্রে হত-প্রাণ,
বেড়ি' তোমা, কালপুরে করিছে আহ্বান।

এত কহি' ভীম ভল্ল ত্যজে বীরবর ;
পরিত্রাণ ইথে কিন্তু পাইল হেক্টর!
আনত হইল শূর, বর্শা সে সময়,
উল্লঙ্ঘিয়া শিরঃ, শূন্যে ব্যর্থশক্তি হয়!
মিনার্ভা, নিরখি' অস্ত্র পড়িতে ভূতলে,
অর্পিলেন পুনর্ব্বার গ্রীক করতলে,
হেক্টরের অগোচরে ; উল্লাসে হেক্টর,
আক্রমে সে বীরবরে, ট্রোজানের ডর

যে অস্ত্রে বধিতে তুমি কর অহঙ্কার,
ব্যর্থ রাজপুত্র! ভাগ্য করে দেবতার।
অজ্ঞ তুমি, জানিবারে না পার কখন,
কিরূপে মরণ মম, অথবা আপন।
গর্ব্বের কৌশলে নিজ ভয় ঢাকি' নর,
করে ডরে অভিভূত অপর-অন্তর ;
কিন্তু জেন, যা হউক পরিণাম মম,
হেক্টর না দিবে প্রাণ কাপুরুষ সম।
পলা'তে পলা'তে নাহি মরিবে নিশ্চয়।
বাহিরিবে দর্পে আত্মা ত্যজি' এ হৃদয়।
সহ্য কর মম শক্তি ; এ অস্ত্র ভীষণ
নাশি' তোমা, দেশ-দুখ করিবে মোচন!

ছুটিল অব্যর্থ শস্ত্র বিকট গর্জ্জিয়া ;
ব্যর্থ কিন্তু স্বরগীয় ঢালেতে ঠেকিয়া,
নর-বিরচিত ভল্ল, কঠিন গোলকে
আঘাতি' উলম্ফি' ভূমে পড়িল পলকে।
নিরখিল হেক্টর বর্শা ব্যর্থ তাঁর।
নাহি অন্য আশা, অস্ত্র নাহি আছে আর ;
কহিল ডিইফোবসে বর্শা যোগাইতে,
কিন্তু কোন স্থানে তায় না পায় দেখিতে।
কহিল কাতরে বীর ত্যজি' দীর্ঘশ্বাস,—
ঈশ্বরের ইচ্ছা, মম আসন্ন বিনাশ !
ভাবিনু ডিইফোবস্ আসিবে নিশ্চয়,
কিন্তু ভয়ে প্রাকারেতে লয়েছে আশ্রয় !
দেব ছলা ! হে পালাস্ ! এ কার্য্য তোমার !
হও মৃত্যু, অগ্রসর ! নাহি ডরি আর।
ত্রিদশ-নিকর আর না দেন অভয় ;
ত্যজিলেন যোভ্, আর যোভের তনয়,
পূর্ব্বে অনুকূল ! তবে এস হে শমন !
মরি বটে, কিন্তু নহি কলঙ্ক ভাজন ;
বীর-কার্য্যে, বীরসম দিব এ পরাণ,
ভবিষ্যতে গা'বে নর প্রশংসার গান !

এত কহি' করি' বীর অসি নিষ্কাশন
মহাদর্পে একিলিসে করে আক্রমণ।
যেমতি যোভের পক্ষী মেঘ পরিহরি',
পড়ে সমীরণ-বেগে শশক উপরি ;
সেইরূপ একিলিস্ ফিরে ক্রোধ ভরে,
জ্বলন্ত বিপুল ঢাল ঝকে বক্ষঃ' পরে,

পাবকসম গোলক ! শিরস্ত্র-মাঝার,
শিখাগুচ্ছ, রবিকরে জ্বলে অনিবার,
নাচে প্রতি পদক্ষেপে (ভল্কান-রচন !)
বোধ হয় যেন তাঁর দেহ হুতাশন।
যথা পশ্চিমের তারা প্রদীপ্ত প্রখর,
পরকাশে প্রভারাশি নীলাম্বর' পর,
অসংখ্য নক্ষত্র যবে আকাশ সাজায় ;
একিলিস্-বর্ষাপ্রান্ত তথা দীপ্তি পায়।
ধরিয়া বরষা বীর বামেতর করে,
স্থিরনেত্রে শত্রু পানে চাহি' লক্ষ্য করে ;
কিন্তু সেই বর্ম্মে, যাহা পেট্রোক্লস্ বীর
পরে এককালে, ঢাকা অরির শরীর।
দেখে বীর একস্থানে, বিনাশিতে তাঁয়,
গ্রীবা-গল-মধ্যে, যুক্ত ফলক যথায়,
আছে অস্ত্রপথ; সেই ভেদ্য স্থান দিয়া,
প্রাণঘাতী ভল্ল বীর দিল চালাইয়া ;
কিন্তু এ প্রহারে গলনলী বিদ্ধ নয়,
নহে বাকশক্তি লুপ্ত আসন্ন সময়।
হইল ভূতলশায়ী প্রবীর দুর্জ্জয় ;
মাতিয়া উল্লাসমদে একিলিস্ কয় ;—
হত এতকালে সেই দাম্ভিক হেক্টর,
বধি' পেট্রোক্লসে যার নাহি ছিল ডর।
পূর্ব্বে শঙ্কা ছিল যুক্ত হে রাজতনয় !
অনাগত একিলিস্, একিলিস্ নয় ?
তথাপি জীবন তব ক্ষণ করি' দান,
হরিলাম অবশেষে খ্যাতি সহ প্রাণ।

সুখে ঘুমাইছে সখা, সুতৃপ্ত তর্পণে,
সন্তাপিত বান্ধবের অশ্রু-বরিষণে;
তুমি মূঢ়! বিজাতীয় ক্রোধেতে আমার,
হইবে কুক্কুর-ভক্ষ্য, শকুনী-আহার।
মুমূর্ষু হেক্টর এবে কহিল কাতরে,
দহাই তোমার! যাঁরা শ্বাস দান করে!
দহাই সে সুপবিত্র প্রার্থনা শকতি!
না করিও কদাচার মম কায়া প্রতি।
কর বীর! বিধিমতে অন্ত্যেষ্টি আমার,
শমিতে সন্তাপ বৃদ্ধ জনক-মাতার।
অন্ততঃ সামান্য ভাবে হউক দাহন,
থাকে হেক্টরের ভস্ম দেশেতে আপন।
নহে, হতভাগ্য নর! (করিল উত্তর,
রোষাবেশে রক্ত আঁখি প্রবীর-প্রবর,)
করেছেন যাঁরা মোরে শ্বাসশক্তি দান,
আর সে পূত প্রার্থনা এ কার্য্য না চান।
তব অন্ত্যেষ্টিতে আমি পারি কি মিলিতে?
নহে—কায়া কুক্কুরেরে অর্পিব ত্বরিতে।
যদি ট্রয়, সর্ব্বধন আনিয়া তাহার,
অর্পি' লক্ষ, লক্ষ করে প্রদান আবার;
যদ্যপি বৃদ্ধ প্রায়াম্ সপত্নীক হ'য়ে,
অর্পে মোরে সর্ব্বরাজ্য অগ্নি বিনিময়ে;
তথাপি হেক্টরে তারা না পাবে দেখিতে,
চিতানলে এক অঙ্গ নারিবে দহিতে।
কাতরে কহিল পুনঃ বীর মৃতপ্রায়,—
অশান্ত ক্রোধের বশ জানিহে তোমায়।

রোষ ও হৃদয় তব বাঁধিয়া পাষাণে,
করেছে ভুষিত তোমা ও অন্তর দানে।
তথাপি ভাবিয়া দেখ, নিকটে এবার,
সে দিন, উচিত দণ্ড যাহাতে তোমার।
দিনেশ ফিবস্‌ আর পারিস্‌ দুজনে,
বিনাশিবে তোরে দুষ্ট, স্কিয়ার তোরণে।
নীরবিল বীর। এবে মৃত্যু ভয়ঙ্কর,
হরি' শ্বাস, দৃষ্টিশক্তি রোধিল সত্বর।
আঁধার ভবনে আত্মা করিল পয়াণ,
(বীর-দেহ এবে জড়পদার্থ সমান!)
দুখ দেশে শূরপ্রেত করে বিচরণ,
উলঙ্গ, একাকী, ঘোর বিষাদ-মগন।
একিলিস্‌, ফিরাইয়া রক্ত আঁখি-দ্বয়,
নিহত বীরের পানে, মৃদুস্বরে কয়;—
মর অগ্রে তুমি! যবে ঈশ ইচ্ছা করে,
হ'ব অনুগামী! কহি' বর্ম্মঅস্ত্র হরে।
অতঃপর বীরবর, সবলে টানিয়া,
সে বিদ্ধ বরষা, ভূমে রাখিল ফেলিয়া।
সবিস্ময়ে নিরখিছে গ্রীক্‌-বৃন্দ যত,
অরির অনুপ কান্তি, দেহ সমুন্নত।
ভল্ল ল'য়ে করে কোন গ্রীক্‌-মূঢ়জন,
বিন্ধে মৃতদেহ, কিংবা কহে কুবচন;—
কি হ'ল হেক্টর, যোদ্ধসম যেই জন,
তাড়িতে পোড়ায় অরি বিস্তারি' মরণ!
বেষ্টিত প্রবীর বৃন্দে, মহা বীর্য্যবান
শব'পরে একিলিস্‌ করে অবস্থান;

কহে বীর উচ্চ রবে, শুনে সর্ব্বজন ;—
শুন নেতৃ-ভূপ বর্গ! শুন মিত্রগণ!
যবে, এতকালে, তুষ্ট ঈশের ইচ্ছায়,
ঘোর হত্যাকারী অরি লুণ্ঠিত ধরায়,
নহে কি বিনষ্ট ট্রয় ? যাও যোধগণ !
দেখহ ট্রয়ের যত গুম্বজ এখন,
সেনাশূন্য কিনা, কিংবা এখনও তারা !
রাখিয়াছে বীর বীর্য্য, সে হেক্টর হারা ?
কি ক্ষতি ট্রয়ের ইথে, কি লাভ আমার ?
কেন চিন্তা করি আমি বিষয়ে অসার,
তোমা বিনা পেট্রোক্লস্ ! বিকট মরণ
গ্রাসিয়াছে তায়, নাহি অন্ত্যেষ্টি এখন !
সে মোহিনী মূর্ত্তি আমি পারি কি ভুলিতে,
যাবৎ চালিত রক্ত হ'বে ধমনীতে ?
যদ্যপি প্রণয়-বহ্নি, 'কালের নগরে,
হয় সুনির্ব্বাণ ; সদা মম এ অন্তরে,
থাকিবেক চির তাহা ; না হ'বে নির্ব্বাণ,
যদিও শমন লুপ্ত করে বাহ্য জ্ঞান !
এবে, গ্রীস্-সুতগণ ! প্রফুল্ল অন্তরে,
গাইয়া জয়সঙ্গীত, আনহ হেক্টরে।
চল সবে দুর্গ পানে জয়ধ্বনি করি' ;
নিহত হেক্টর, ট্রয় কাঁপে থর থরি' !
সহসা উদিল রোষ অন্তরে তাঁহার
(অতি অসম্মান ইথে বিজিত জেতার,)
ভেদি' পদগ্রন্থি, লৌহ শলা দিয়া তায়,
অবাতিরে বীরবর বাঁধিল ত্বরায় ;

অতঃপর নিজ রথ-পশ্চাতে ঝুলায়,
ধূলাতে সুচারু শিরঃ, লুটাইয়া যায়।
সদর্পে বিজেতা রথ' পরে দাড়াইয়া,
করে হুহুঙ্কার অস্ত্র ঊর্দ্ধে উত্তোলিয়া।
হানে শূর কশা ; রথ বায়ুবেগে ধায় ;
সমুত্থিত রজোরাশি অনম্বর ছায়।
করি' পরিধান এবে মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর,
সে সুদীর্ঘ কেশরাজি, বদন সুন্দর,
রঞ্জে মার্গ, করি' চিহ্ন বালুকা উপরে ;
ধরি' কদাকার মূর্ত্তি স্বদেশ ভিতরে,
ক্রুর অরাতির ঘোর আক্রোশের তরে,
হইছে টানির্ত্ত পিতা মাতার গোচরে !

প্রথমে হেরিল মাতা এ দৃশ্য ভীষণ,
শোক-সন্তাপিতা রাণী করেন রোদন,
ছিঁড়ি' কেশ, অপসারি' মস্তকাবরণ।
হৃদিভেদী স্বরে রাজ্ঞী সন্তাপ জানায়,
স্থবির জনক অতি অধীর তাহায়।
ভূপ-নেত্রে অবিরল ঝরে অশ্রুজল ;
ডুবিল বিষাদ-নীরে যত পৌরদল ;
নহে সেই দুখ হেন, যদি শত্রুগণ,
অনলে সমগ্র দেশ করিয়া দাহন,
উন্নত গুম্বজ-শ্রেণী করি' ছারখার,
উড়াইত ইলিয়নে আকাশ মাঝার।
ক্ষিপ্তপ্রায় নরপতি ত্বরিত গমনে,
অবতরি', ছুটে বেগে ডার্ডান-তোরণে।

শোকেতে কাতর নৃপ ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায়,
সমগ্র মানব নারে নিবারিতে তাঁয়।
ছুটে চারি দিকে রাজা ; শোক ভয়ঙ্কর,
ধরি' ভীমমূর্ত্তি, তাঁর বিদারে অন্তর।
অতঃপর বৃদ্ধ ভূপ ভূতলে পড়িয়া,
লাগিল কহিতে উচ্চে, গড়াগড়ি দিয়া ;—
দিও না ব্যাঘাত, শোকে দহিছে জীবন,
যেতে দাও মোরে যথা প্রাণের নন্দন,
অনুচর, বন্ধুগণ ! নাহি চাহি আর,
ধরিব চরণ একা পুত্র-নিহন্তার।
হেরি' মম শোক শূর দয়ার্দ্র হইবে,
বৃদ্ধ জনে অসম্মান করিতে নারিবে।
তাঁহারও জনক আছে,—আমারি সমান,
দুঃখ বার্দ্ধক্যেতে তাঁর নাহি পরিত্রাণ ;
(নাহি সেই তেজঃ আর যৌবনে যখন,
উৎপাদেন মম বংশ-বিধ্বংসী-নন্দন !)
কত পুত্র মম, আহা ! যৌবন শোভিত,
উহার করাল করে কাল-কবলিত !
হেক্টর ! তুমিও পরে ! বিহনে তোমার,
দুখদগ্ধ, যাব আমি শমন আগার।
থাকিতে যদ্যপি হায় ! প্রাণের কুমার !
মৃত্যুকালে ক্রোড়' পরে তাপিত পিতার,
দুখিনী জননী তব, জনক স্থবির,
ভিজাইত অশ্রুজলে তোমার শরীর !
কথঞ্চিৎ স্থির তাহে হইত অন্তর,
না হ'ত হইতে দগ্ধ এ ক্ষোভে প্রখর !

এ রূপে কাঁদেন ভূপ পড়িয়া ভূতলে ;
সমগ্র নগরবাসী ভাসে অশ্রুজলে।
সখীবৃন্দ প্রবেষ্টিতা হেকুবা দাঁড়ায়,
(সকলেই অশ্রুপাতে ধরণী ভাসায়।) ;—
হায়রে হেক্টর! পিতা মাতার গৌরব!
কুলের উজ্জ্বল দীপ! ট্রয়ের বিভব!
এ দেশের খ্যাতিরাশি তোমারি কারণ,
মহাবীর তুমি, পূজ্য দেবতা যেমন!
একি ভাব! একদিনে সে শূর-প্রধান,
জ্ঞানশূন্য শব! মৃৎপিণ্ডের সমান!

এখনও এ বারতা মরমভেদিনী
নাহি জানে মনে এণ্ড্রোমেকি সুবদনী।
এখনও দূত কোন গিয়া সন্নিধান,
না জানায় মৃত্যু কিংবা ক্ষেত্রে অবস্থান।
নির্জ্জনে সুরম্য এক হর্ম্মের ভিতরে,
কাটিছেন সূত্র ধনী বিরস অন্তরে।
একাকিনী বসি' ধনী রচিছে বসন,
করি' তায় বহু কারুকার্য্যে সুশোভন।
সযতনে সখীগণ নীর উষ্ণ করে,
ধুয়াইতে ক্ষত অঙ্গ স্বামী এ'লে ঘরে।
বৃথা সব! পতি তাঁর না আসিবে আর!
রক্তময়, নিপাতিত অঙ্গন-মাঝার!
এবে আর্ত্তনাদ তাঁর পশিল শ্রবণে,
আকস্মিক ভয়ে অঙ্গ কাঁপিল সঘনে,
চারু কর হ'তে মাকু খসিল তখনি,
সবিস্ময়ে সখীবৃন্দে কহে সুবদনী ;—

চল, সহচরীগণ! রোদনের ধ্বনি
পশিছে শ্রবণে! ঐ কাঁদেন জননী।
না পারি দাঁড়া'তে আমি, কাঁপিছে চরণ,
হৃদয় মাঝারে করে কেনলো এমন!
অভিনব, আকস্মিক বিপদ নিশ্চয়,
(নিবার অমর!) আজি কাঁপাইল ট্রয়।
দূর হ'ক পাপ চিন্তা ত্যজিয়া অন্তর!
ভাবিতেছি, বুঝি যুঝে আজি প্রাণেশ্বর,
ভীম একিলিস্ সনে; হইয়া তাড়িত,
নগর বাহিরে একা, বুঝি বিনাশিত!
সেনামাঝে অবস্থান নহে তাঁর মন,
গিয়াছেন মৃত্যুমুখে গৌরব-কারণ।
হায়! সখি, বুঝি সেই প্রতাপ অনল,
নিভাইল চিরতরে কালের কবল!

এতেক কহিয়া ধনী আতঙ্কে কাঁপিয়া
আলু থালু বেশে, দুখে অধীরা হইয়া,
ত্যজি' গৃহ, (সখীবৃন্দ ছুটিল পশ্চাতে,)
আরোহি' প্রাকার, হেরে খর দৃষ্টিপাতে।
মুহূর্ত্তে অদূরে ধনী হেরিল নয়নে,
চলিতেছে পতিদেহ লুঠায়ে অঙ্গনে।
সহসা আঁধার তাঁর আবরে নয়ন,
পড়িল বীরবনিতা হ'য়ে বিচেতন।
কুন্তলের অলঙ্কার কুসুমের দাম,
সুশুভ্র-মুকুতা-গুচ্ছ নয়ন-আরাম,
মুকুট, অবগুণ্ঠন ব্যাপিল চৌধার,
(বিবাহ-সময়ে ভিনসের উপহার)।

ভয়ে সহচরীকুল চৌদিকে দাঁড়ায়,
দৃঢ়-শয্যা হ'তে ত্বরা তুলিবারে তাঁয়।
পাইয়া চেতন ধনী যতনে সবার,
কভু বিচেতনা, কভু করে হাহাকার ;—
হায়! হতভাগ্য পতি, অভাগী প্রিয়ার!
হইলে অল্পায়ু তুমি বিনাশে আমার।
স্নিগ্ধ-জ্যোতি একমাত্র তারকা কেবল,
করেছিল প্রায়ামের রাজ্য সমুজ্জ্বল।
ভিন্ন দেশে, ভিন্ন বংশে, বিভিন্ন পিতার
জাত মোরা, তবু ভাগ্য সম দোঁহাকার!
কেন বা জনক মহামান্য ইটিয়ন,
শৈশবে যতনে মোরে করেন পালন?
কেন বা জন্মিনু আমি? হে লুপ্তশরীর,
হতভাগ্য প্রেত! মম অভাগা স্বামীর!
দূরদেশে চিরতরে করিলে পয়ান,
অভাগিনী একাকিনী কণ্ঠাগত প্রাণ।
একমাত্র শিশু পুত্র, পূর্ব্বে হেরি' যায়,
ভুলিতাম দুখ, এবে বিষাদ তাহায়।
না পাই দেখিতে আর হেন বন্ধুজন
পালিবে তাহায়! নাহি জনক এখন!
অরির কৃপাণে যদি পায় পরিত্রাণ,
কত কষ্টে, কত দুখে হ'বে ভাসমান!
জনক-ভবন হ'তে খেদাইয়া তায়,
বিদেশী চসিবে ক্ষেত্র পৈতৃক সীমায়।
যেদিন জনক তার ত্যজিল সংসার,
সেদিন বিমুখ যত বন্ধুগণ তাঁর।

হায়! মম প্রিয় পুত্র লাঞ্ছিত হইয়া,
সদা র'বে ম্লান-মুখে, অশ্রুতে ভাসিয়া।
সুখী জনগণ পাশে, মম এ নন্দন
দাঁড়াইবে দীন-ভাবে ভিক্ষার কারণ ;
পূর্ব্বে যারা অন্নভোজী জনকের তার,
ঘৃণা করি' ভিক্ষাদান না করিবে আর!
একদিন অন্ন বটে দিবে দয়াবান,
পরদিন আর নাহি করিবে প্রদান,
প্রচুর থাকিলে দয়া, হইয়া বিমুখ
নাহি জানে যারা পিতৃ-মরণের দুখ,
ক'বে, দূর হও! নাহি জনক তোমার।
ফিরিবে অভাগা শিশু স্রাবি' অশ্রুধার।
এরূপে লাঞ্ছিত হ'য়ে কাঁদি' অবিরাম,
ভ্রমিবে এষ্টিয়ানক্স্ আঁখি-অভিরাম!
সর্ব্বত্রেতে এইরূপে লভি' বিমাননা,
কাঁদিবে জননী-পাশে বাড়া'তে যন্ত্রণা!
আজন্ম যে জন সদা লালিত যতনে,
খায় উপাদেয়, খেলে রাজ-পুত্র-সনে,
সন্ধ্যা সমাগত হ'লে, ঘুমের সময়ে,
যেই জন সুখে সুপ্ত ধাত্রীর হৃদয়ে,
হায়! নাহি পা'বে আর! যা'য় পৌরগণ
কহিছে এষ্টিয়ানক্স, প্রাকার-কারণ,
না রহিল সেই নাম, অভাগা কুমার!
পিতা তব ট্রয় রক্ষা নাহি করে আর।
কিন্তু তুমি! প্রাণেশ্বর শায়িত কোথায়,
পিতা মাতা হ'তে দূরে, ভুলিয়া প্রিয়ায়,

সুস্নিগ্ধ প্রণয়ে মজি', যে আপন করে,
সুন্দর বিজয়-সজ্জা রচে তব তরে ?
সে সকল অনলের আহুতি হইল,
আজি হ'তে তব কোন কার্য্যে না লাগিল!
তথাপি অর্পিনু তাহা, হে রাজতনয়!
তব শৌর্য্য-মান্য তরে, মৃত্যুহেতু নয়!
এরূপে কাঁদেন সতী ; সহচরীগণ,
তুলি' দীর্ঘশ্বাস-ঝড়, বরিষে নয়ন।

দ্বাবিংশ কাণ্ড সমাপ্ত

ত্রয়োবিংশ কাণ্ড।

পেট্রোক্লসের মান্যার্থে নানাবিধ ক্রীড়া-কৌতুক।

বিষয়।

একিলিস্, মামিডন-সেনাসহ, নিহত পেট্রোক্লসের সম্মান করে
অন্ত্যেষ্টির আহারের পর, তিনি সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া নিদ্রিত হন;
এই সময়ে তাঁহার বন্ধুর প্রেতমূর্ত্তি আসিয়া দেহোদ্ধার প্রার্থনা করে। পর
সৈন্যগণ, অশ্বতর শকটাদি লইয়া চিতা নির্ম্মাণার্থে কাষ্ঠ ছেদনের নিমিত্ত গ
করে। অন্ত্যেষ্টির সমারোহ এবং মৃতব্যক্তিকে সকলের কেশোপহ
একিলিস্, চিতার নিকট বহু পশু ও দ্বাদশ ট্রোজান বন্দিকে হত্যা করি
অগ্নি প্রদান করেন। তিনি বায়ুগণকে তর্পণে তৃপ্ত করেন; এবং তাঁ
(আইরিসের বাক্যে) বহমান হইয়া চিতা প্রজ্জ্বলিত করেন। সমস্ত র
চিতাদগ্ধ হইলে, শবদাহিগণ অস্থি সংগ্রহ করিয়া স্বর্ণপাত্রে স্থাপন করেন
তাহার উপর মন্দির নির্ম্মাণ করেন। একিলিস্, অন্ত্যেষ্টির উচিত ক্রী
কৌতুকে বীরগণকে আহ্বান করেন; রথচালন, মুষ্টিযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ, ধা
দ্বন্দ্বযুদ্ধ, চক্রঘূর্ণন, শরক্ষেপণ, বর্ষাচালন; এই সকল বিষয় এই কাণ্ডে উ
রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

এই কাণ্ডে ত্রিংশ দিবসের শেষ হয়। পররাত্রে প্রেতমূর্ত্তি একিলি
নিকট উপস্থিত হয়; একত্রিংশ দিবস কাষ্ঠ ছেদনে অতিবাহিত হয়; দ্বা
দিবসে দাহ হয়; এবং ত্রয়স্ত্রিংশ দিবস ক্রীড়া-কৌতুকে অতিবাহিত
দৃশ্য—সমুদ্রতীর।

এরূপে কাতর-ভাবে যত পৌরগণ,
বীরের নিধনে করে অশ্রু বরিষণ।
ধূলায় ধূসর শব, রুধির-দূষিত,
হেলেসপণ্ট-উপকূলে হইল স্থাপিত।

জয়-হৃষ্ট গ্রীক্‌গণ চলিল শিবিরে ;
ভীম মার্মিডীয় সেনা রহে মাত্র তীরে।
একিলিস্‌, সমবেত করি' তা' সবায়,
উচ্চরবে আপনার অন্তর জানায় ;—
এখনও, ওহে মম সহকারিগণ !
রথ হ'তে নাহি কর তুরঙ্গ মোচন ;
প্রতি যোধ রথ' পরে হ'য়ে অধিষ্ঠান,
নিহত পেট্রোক্লসের করহ সম্মান।
না করি' বিশ্রাম লাভ, না করি' আহার,
আছে কার্য্য, ক্ষোভ নিবারিতে মোসবার।
মানি' বাক্য, তিনবার রথে সর্ব্বজন,
(একিলিস্‌ আগে) শব করিল বেষ্টন ;
কাতরে রোদন পুনঃ করে তিনবার ;
ভিজায়ে বরম, ভূমে পড়ে অশ্রুধার।
থিটিস্‌ অমরী, হেন হত-বীর তরে,
দিল শোক তা সবার কঠিন অন্তরে ;
অতি ক্ষুব্ধ পেলিডিস্‌ ; উচ্ছ্বাস কেবল
বহে মুহুর্মুহুঃ, ঝরে অশ্রু অবিরল।
ভীম হত্যাকারী হস্ত রুধির-রঞ্জিত,
কহে বীর, শব-বক্ষে করিয়া স্থাপিত ;—
কুশল হে পেট্রোক্লস্‌ ! প্রেতাত্মা তোমার,
করুক আনন্দ এবে প্লুটোর আগার।
হের, মম সে প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ এক্ষণে,
স্থাপিত হেক্টর রথী তোমার চরণে ;
হের মাংসভোজিকুলে অর্পিনু শরীর ;
দ্বাদশ অল্লায়ু ট্রয়কুল-জাত বীর

হইয়া ক্রোধের বলি এখনি মরিবে ;
তব চিতানল-পাশে জীবন ত্যজিবে।
এতেক কহিয়া বীর, মহাক্রোধ ভরে,
দেখিতে ভীষণ, বেগে টানিয়া হেক্টরে,
ফেলিল খট্টিকা-পাশে। মার্মিডন্‌গণ
পরিহরি' সজ্জা, অশ্ব করিল মোচন।
চলিল সকলে করিবারে শ্রান্তি দূর,
নিজ নিজ পোত'পরে, আহারে প্রচুর।
সবল শূকর এক, অনল ভিতরে,
হইল নিক্ষিপ্ত, ধূম উঠিল অম্বরে।
নাদিয়া পড়িল বৃষ ; সুদুর্ব্বল রবে
মরে ছাগ ; শান্ত মেষ নিহত নীরবে।
শায়িত বীরের এবে চৌদিক বেড়িয়া,
মহাবেগে রক্তনদী যায় গড়াইয়া।
আর্গিভ্‌-ভূপতিবৃন্দ, সম্ভ্রমে আসিয়া,
চলে নরবর-পাশে, বিজেতারে নিয়া।
নিহত সখায় ত্যজি', অনিচ্ছায় বীর
চলে ধীরে ধীরে মহীপতির শিবির
প্রথা অনুসারে এবে পূত দূতগণ
করিলেন জলপাত্র অনলে বেষ্টন,
প্রক্ষালিতে অবিরক্তে বিদূষিত কর ;
পরে অনুরোধে ; বীর করিল উত্তর ;—
না ছুঁইব একবিন্দু, শপথিণু আমি
সে ঈশ্বর-নামে, যিনি দেবতার স্বামী !
যাবৎ সখার নহে চিতাতে শয়ন ;
না করি মৃত্তিকা-স্তূপ, মস্তক মুণ্ডন।

হেন কার্য্যে কথঞ্চিৎ হইব সুস্থির,
হ'ব শান্ত, যতক্ষণ র'বে এ শরীর।
যদি অনিচ্ছুক আমি, তথাপি এক্ষণে
করহ উৎসব, র'ব তোমাদের সনে;
কিন্তু যবে অবসান হ'বে এ নিশার,
(ওহে নরবর !) ইহা কর্ত্তব্য তোমার,
রণহত মম প্রিয় বীরের কারণ,
রচিবে উন্নত চিতা যত গ্রীক্‌গণ,
ছেদি' কাননের কাষ্ঠ (মৃত-বীর-তরে,
সর্ব্বদেশে, সর্ব্ব লোকে হেন কার্য্য করে)।
জ্বলন্ত চিতায় স্থাপি' সখার শরীর,
ফিরিবে আপন স্থানে যত গ্রীক্‌বীর।

এতেক কহিল শূর ; গ্রীক্ বীরদল
মানি' বাক্য, উপশম করি' ক্ষুধানল,
নিজ নিজ শিবিরেতে শায়িত শয্যায়,
দিবসের পরিশ্রম নিবারে নিদ্রায় ;
কিন্তু পেলিডিস্ বীর তীরোভূমি' পরে,
তরঙ্গ গর্জ্জিছে যথা প্রস্তর উপরে,
শয়ান বিষাদভরে ; মার্মিডন্‌গণ,
দুই পাশে, শ্রেণীবদ্ধ করেছে শয়ন।
তৃণগুচ্ছ পরে তাঁর স্থাপিত শরীর,
অতি ক্লান্ত বেড়ি' দীর্ঘ ট্রয়ের প্রাচীর।
শুনি' মৃদু বীচিরবে তরঙ্গ খেলায়,
নিদ্রিত হইল বীর কোমল নিদ্রায় ;
হত পেট্রোক্লস্-আত্মা এ হেন সময়,
সহসা সম্মুখে তাঁর আবির্ভূত হয়।

বিষাদিত নিদ্রাগত বীরের শিয়রে,
পরিচিত সে মূরতি অবস্থান করে।
ঘুমাইছ সখে! (প্রেত কহিল বচন,)
ঘুমাইছ, পেট্রোক্লসে হ'য়ে বিস্মরণ?
জীবন সময়ে পাল যতনে যাহায়,
এবে পরিত্যক্ত সেই, বাতাসে বেড়ায়।
ত্বরা সখে! প্রেতকৃত্য সম্পাদি আমার,
কর মুক্ত, প্রেতপুরে প্রবেশের দ্বার।
না হ'লে অন্ত্যেষ্টি, আত্মা আশ্রয় না পায়,
কায়াহীন প্রেতগণ সতত খেদায়,
অধোলোকে গমনেচ্ছু মৃত পান্থজনে;
নাহি অধিকার প্রেতনদী উত্তরণে।
দাও সখে! হস্ত তব; তথা একবার
যাই যদি মোরা, আত্মা নাহি ফিরে আর।
একবার চিতা-ধূম উঠিলে গগনে,
আর নাহি হবে দেখা সখে! তব সনে;
প্রিয়জনে মনোভাব না পাব কহিতে;
স্নেহ মায়া চিরতরে হইবে ত্যজিতে!
নর হ'তে ভিন্ন মোরে করিল মরণ,
যেই সদা অনুগামী, জন্মেছি যখন।
তুমিত মরণবশ; এ দেশ মাঝারে,
যদি দেবসম, নার এড়াইতে তারে।
যবে ভালবাসা মৃত্যু তুল্য দুজনার,
থাকে যেন মম অস্থি সহিত তোমার।

একত্র জন্ম দোঁহার, একত্র পালন,
থাকি এক গৃহে, এক পাত্রেতে ভোজন।
থিটিস্ যে হেম পাত্র দিয়াছে তোমায়,
দুজনার ভস্ম যেন থাকয়ে তাহায়।

তুমি ? সখে ! (কহে বীর) নয়নে আমার
উদিত পুনশ্চ, ত্যজি' আঁধার আগার ?
সোদরপ্রতিম ! তব তুষ্টির কারণ,
সমগ্র ঔর্দ্ধদেহিক হ'বে সম্পাদন ;
কিন্তু এবে করি' গ্রাহ্য, হে বন্ধু-প্রবর !
মম আলিঙ্গন, সুস্থ কর এ অন্তর।

এতেক করিয়া বীর শশব্যস্ত হ'য়ে,
বিস্তারিল ভুজ তাঁয় ধরিতে হৃদয়ে।
কাঁদি' মৃদুস্বরে প্রেত ত্যজিয়া তাঁহায়,
ত্বরিত ধূমের সম বাতাসে মিলায়।
জাগিল তখনি শূর ; নিদ্রার বন্ধন
ছিঁড়িল বিস্ময়ে ; বীর উঠি' সেইক্ষণ,
ত্যজি' ভূমি, চিন্তে বাহু করি' উত্তোলন ;—

সত্য, সুনিশ্চয় ইহা,—মৃত হ'লে নর,
নাহি ত্যজে সর্ব্ব ; থাকে অমর অন্তর।
রহে অবয়ব, বিনা অনিত্য শরীর,
যেমতি বিরল ধূম অথবা সমীর !
এখনি সে সখা মম, নিহত সমরে,
আবির্ভূত মম পাশে প্রেতমূর্ত্তি ধ'রে !
এখনো জীবিত সম আকৃতি তাঁহার ;
কিন্তু কত ভিন্ন, কত সদৃশ আবার !

জীবিতের সমবেশ এবে পরিধান,
সম মূর্ত্তি, সম স্বর, সমান বয়ান।
বিষাদিত নিদ্রাগ্রস্ত বীরের শিয়রে,
পরিচিত সে মূরতি অবস্থান করে।
ঘুমাইছ সখে! (প্রেত কহিল বচন,)
ঘুমাইছ, পেট্রোক্লসে হ'য়ে বিস্মরণ?
জীবন সময়ে পাল যতনে যাহায়,
এবে পরিত্যক্ত সেই, বাতাসে বেড়ায়।
ত্বরা সখে! প্রেতকৃত্য সম্পাদি আমার,
কর মুক্ত, প্রেতপুরে প্রবেশের দ্বার।
না হ'লে অন্ত্যেষ্টি, আত্মা আশ্রয় না পায়,
কায়াহীন প্রেতগণ সতত খেদায়,
অধোলোকে গমনেচ্ছু মৃত পান্থজনে;
নাহি অধিকার প্রেতনদী উত্তরণে।
দাও সখে! হস্ত তব; তথা একবার
যাই যদি মোরা, আত্মা নাহি ফিরে আর।
একবার চিতা-ধূম উঠিলে গগনে,
আর নাহি হবে দেখা সখে! তব সনে;
প্রিয়জনে মনোভাব না পাব কহিতে;
স্নেহ মায়া চিরতরে হইবে ত্যজিতে!
নর হ'তে ভিন্ন মোরে করিল মরণ,
যেই সদা অনুগামী, জন্মেছি যখন।
তুমিত মরণবশ; এ দেশ মাঝারে,
যদি দেবসম, নার এড়াইতে তারে।
যবে ভালবাসা মৃত্যু তুল্য দুজনার,
থাকে যেন মম অস্থি সহিত তোমার।

একত্র জন্ম দোঁহার, একত্র পালন,
থাকি এক গৃহে, এক পাত্রেতে ভোজন।
থিটিস্ যে হেম পাত্র দিয়াছে তোমায়,
দুজনার ভস্ম যেন থাকয়ে তাহায়।

তুমি ? সখে ! (কহে বীর) নয়নে আমার
উদিত পুনশ্চ, ত্যজি' আঁধার আগার ?
সোদরপ্রতিম ! তব তুষ্টির কারণ,
সমগ্র ঔর্দ্ধদেহিক হ'বে সম্পাদন ;
কিন্তু এবে করি' গ্রাহ্য, হে বন্ধু-প্রবর !
মম আলিঙ্গন, সুস্থ কর এ অন্তর।

এতেক করিয়া বীর শশব্যস্ত হ'য়ে,
বিস্তারিল ভুজ তাঁয় ধরিতে হৃদয়ে।
কাঁদি' মৃদুস্বরে প্রেত ত্যজিয়া তাঁহায়,
ত্বরিত ধূমের সম বাতাসে মিলায়।
জাগিল তখনি শূর ; নিদ্রার বন্ধন
ছিঁড়িল বিস্ময়ে ; বীর উঠি' সেইক্ষণ,
ত্যজি' ভূমি, চিন্তে বাহু করি' উত্তোলন ;—

সত্য, সুনিশ্চয় ইহা,—মৃত হ'লে নর,
নাহি ত্যজে সর্ব্ব ; থাকে অমর অন্তর।
রহে অবয়ব, বিনা অনিত্য শরীর,
যেমতি বিরল ধূম অথবা সমীর !
এখনি সে সখা মম, নিহত সমরে,
আবির্ভূত মম পাশে প্রেতমূর্ত্তি ধ'রে !
এখনো জীবিত সম আকৃতি তাঁহার ;
কিন্তু কত ভিন্ন, কত সদৃশ আবার !

কহিতে কহিতে শূর ভাসে অশ্রুজলে,
সুন্দর প্রভাত এবে আসি' ধরাতলে,
দেখায় অশ্রুর ধারা নয়নে সবার ;
নিহত বীরের মুখ উজলে আবার।
এগামেম্‌নন্‌ ভূপ প্রথা-অনুসারে,
প্রেরিলেন যোধে, অশ্বতর সহকারে,
ছেদি' কাষ্ঠ, ত্বরা চিতা করিতে রচন ;
লইল কর্তৃত্বভার বীর মেরিয়ন।
আবশ্যক দ্রব্য ল'য়ে চলিল সত্বরে,
কাটিতে কুঠার, রজ্জু বন্ধনের তরে।
প্রথমে চলিল দ্রুত বহু অশ্বতর,
উপত্যকা, সমতল, ভূধর উপর।
ক্ষেত্রস্থিত দৃঢ় গুল্মচয়েতে লাগিয়া,
নড়িছে শকট, উঠে কুঠার বাজিয়া।
যবে উত্তরিল সবে ইড্যর কাননে,
(অনুপ উর্ব্বর ইডা নির্ঝর-পতনে,)
উঠিল চৌদিকে ঘোর কুঠারের ধ্বনি।
মহা মহা দেবদারু পড়িল তখনি,
অধোশিরে। মহাবেগে কাঁপিয়া কানন,
মড়মড়ি', তুলে ভীম অশনি-নিস্বন।
ত্বরা গ্রীকগণ কাষ্ঠ ফেলিল চিরিয়া ;
চলে অশ্বতরকুল ধীরে ভার নিয়া।
সুবলিষ্ঠ কাঠুরিয়া শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে,
চলে বারিধির-তীরে সব ভার ল'য়ে।
যথা একিলিস্‌ স্থান দিল নির্দ্দেশিয়া,
স্কন্ধ হ'তে ভার তারা রাখিল ফেলিয়া,

বেড়িয়া সে স্থল, যথা র'বে বর্ত্তমান,
ভবিষ্যতে দুজনার মন্দির মহান।
আদেশিল শূর এবে সমরিনিকরে,
আসিতে আরোহি' রথে রণসজ্জা ক'রে।
ত্বরিত যতেক রথী, সারথিনিকর,
বাহিরিল দীপ্ত বর্ম্মে ঢাকি' কলেবর।
প্রথমে চলিল উচ্চ রথ অগণন,
পশ্চাতে আঁধারি' ক্ষেত্র পদাতিকগণ।
অতঃপর সবিষাদে বহু যোধ যায়,
ল'য়ে হত পেট্রোক্লসে রম্য খট্টিকায়।
লুঠাইছে কেশ সবে শবের শরীরে।
সন্তাপিত একিলিস্ ভাসি' অশ্রুনীরে,
নিজ ভুজ' প রে সখা-মস্তক রাখিয়া,
মহা ক্ষোভে শব-অঙ্গে পড়িল হেলিয়া।
রাখি' পেট্রোক্লিসে এবে নিরূপিত স্থানে,
ব্যস্ত হ'ল গ্রীক্‌দল চিতার নির্ম্মাণে।
বীর একিলিস্, কিন্তু, দূরে দাঁড়াইয়া,
আপনার কেশগুচ্ছ ফেলেন কাটিয়া;
রাখিল এ কেশ বীর বাল্যকাল হ'তে,
পবিত্র স্পেরিকিয়স্ নদীর মানতে।
অতঃপর ক্ষোভে ঘন ঘন উচ্ছ্বাসিয়া,
কহে বীর পূত নীর পানেতে চাহিয়া;—
হে স্পেরিকিয়স্! দীর্ঘ তরঙ্গ যাঁহার,
বহে মন্দভাবে মম স্বদেশ মাঝার;
বদ্ধ অঙ্গীকারে মোরা, স্বদেশে ফিরিয়া,
পূজিব তোমায় এই কেশ মুড়াইয়া;

পঞ্চাশৎ মেষবলি করিব অর্পণ,
যথায় নির্ঝর তব শোভে অগণন ;
যথা সুপবিত্র রম্য নিকুঞ্জের মাঝ,
শোভে তব বেদী-শ্রেণী পরি' ফুলসাজ ;
এইরূপে পিতা বৃথা করে অঙ্গীকার !
জন্মভূমি একিলিস্ না হেরিবে আর।
ও তুচ্ছ আশায় কেশ না বহি এক্ষণে,
যা'ক পেট্রোক্লস্ সনে কালের ভবনে।
এইরূপে কহি' বীর আক্ষেপ-বচন,
মৃত সখা-করে কেশ করিল অর্পণ।
চারি দিকে শোক সিন্ধু উথলে আবার ;
ডুবিল তপন, হেরি' দুঃখ তা সবার ;
এবে নরপতি প্রতি কহিল প্রবীর,—
যথেষ্ট, আট্রাইডিস্ ! কর সবে স্থির।
কহ সেনাগণে এবে করিতে প্রস্থান,
থাকুন ভূপালবৃন্দ হেথা বর্ত্তমান।
কর্ত্তব্য এ শবদাহ মোদের এখন।
থামে বীর ; নিজস্থানে চলে যোধগণ।
হ'য়ে সমবেত যত শবদাহী বীর,
আরম্ভিল রচিবারে কাষ্ঠের মন্দির ;
ষষ্ঠষষ্টি হস্ত উচ্চ সে চিতা শোভন,
ষষ্ঠষষ্টি হস্ত তার পরিধি-বেষ্টন।
স্থাপি' সবে শবে সর্ব্ব উচ্চ স্থান' পরে,
মেষ ও অসিত বৃষ বলি দান করে।
একিলিস্ শব-অঙ্গে বসা মাখাইয়া,
চিতা' পরে হত পশু রাখিল বেড়িয়া ;

অতঃপর সযতনে সে উচ্চ চিতায়,
মধুকুম্ভ, তৈলকুম্ভ চৌদিকে ঝুলায়।
বিনাশিয়া চতুষ্টয় তুরঙ্গমবরে,
লইয়া যকৃৎ, নিক্ষেপিল চিতাপরে।
নয়টী কুক্কুর ছিল, পালিত যতনে,
দুইটী হইল নষ্ট, যে'তে প্রভু সনে।
পরে, সর্ব্বশেষে, কহিবারে কাঁদে প্রাণ,
দুখ হত্যা! বিনাশিত দ্বাদশ ট্রোজান।
ধরিয়া প্রচণ্ডমূর্ত্তি বহ্নি ভয়ঙ্কর,
পড়িল প্রচণ্ড বেগে তা'সবার' পর।
রক্তাক্ত প্রবীর, চিতা পাশে দাঁড়াইয়া,
কহে সম্বোধিয়া প্রেতে ভীম চীৎকারিয়া;—
কুশল, হে পেট্রোক্লস্! প্রেতাত্মা তোমার,
করুন আনন্দ এবে প্লুটোর আগার।
হের, সে প্রতিজ্ঞা মম হইল পূরণ,
দ্বাদশ ট্রোজান-বলি করিনু অর্পণ;
হেক্টরের পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর,
তেঁই রক্ষি, ছিঁড়িবেক মাংসাসি-নিকর!
এরূপে আক্রোশে বলী; কিন্তু দেবগণ
করেন সতর্কে ট্রয়-বীরের রক্ষণ।
থাকিয়া সমীপে সদা ভিনস্ অমরী,
স্বর্গীয় সুগন্ধি বর্ষে শব-দেহোপরি।
দিবস যামিনী দেবী অতি সযতনে,
খেদান সে শব হ'তে মাংসভোজিগণে।
অমর ফিবস্, যত্নে পরাঙ্মুখ নন,
সমীরণ-জালে কায়া করেন বেষ্টন,

পাছে তীব্র তপনের উত্তাপ লাগিয়া,
মাংস রক্ত শিরাচয় যায় শুকাইয়া।
এখনও চিতা, শব শায়িত যথায়,
না ধূমায়, কিংবা অগ্নি নাহি জ্বলে তায়।
চিতা-পাশে একিলিস্ ব্যথিত-হৃদয়,
দাঁড়াইয়া বায়ুদেবে করে অনুনয় ;
করে বলি অঙ্গীকার ; অর্পিছে আহুতি,
মৃদু জেফায়ার, দর্পী বরিয়স্ প্রতি।
বায়ুগণ কাছে বীর করেন বিনয়,
জ্বালিতে সে চিতা তথা হইয়া উদয়।
শুনিয়া আইরিস্ দেবী প্রার্থনা-বচন,
চলিলেন দ্রুতবেগে বায়ুর ভবন ;
যথায় জেফায়ারের সুউচ্চ অঙ্গনে.
উপবিষ্ট ভ্রাতাগণ আছে এক সনে,
ইন্দ্রধনু' পরে দেবী প্রকাশে তথায় ;
প্রস্তরের আস্তরণ জ্বলিল প্রভায়।
উঠিয়া তখনি সবে ত্যজিয়া আসন,
যতনে উৎসবে তাঁয় করে আমন্ত্রণ।
নহে হেন, (কন দেবী,) যাইব সত্বর,
সুখে অবস্থিত যথা স্থবির সাগর ;
দেবতার হোম-ধূম উঠিছে গভীর,
উৎসবিছে সুরকুল প্রান্তে পৃথিবীর,
ইথিওপিয়ের সনে, (ক্রিয়াবান নর,)
সুবিস্তৃত জলধির সীমান্ত উপর।
প্রার্থনা করিছে কিন্তু পিলুস-তনয়,
উত্তর পশ্চিম বায়ু হইতে উদয়।

পেট্রোক্লস্-চিতা'পরে হ'য়ে বহমান,
অনলে অম্বর-তল কর দীপ্তিমান।
এতেক কহিয়া দেবী অদৃশ্যা হইল;
গরজি' সমীরকুল তখনি ধাবিল।
চলে তাঁরা মহাবেগে প্রভঞ্জন ল'য়ে,
তাড়াইয়া রাশীকৃত জীমূত নিচয়ে।
নামিল ভীষণ ঝড় বারিধি উপর;
উঠিল পর্ব্বতসম তরঙ্গ-নিকর।
ট্রয়ের প্রাকার দৃঢ় কাঁপিল তাহায়;
অতঃপর প্রভঞ্জন উতরে চিতায়।
পাইয়া বায়ুর বল পাবক তখনি
জ্বলিয়া, উজলে দিক সমগ্র রজনী।
সর্ব্ব রাত্রি একিলিস্ করি' জাগরণ,
স্বর্ণ পাত্রে করে পেট্রোক্লসের তর্পণ।
যথা, হতভাগ্য পিতা উন্মত্ত হইয়া,
একমাত্র অন্নদাতা পুত্রে হারাইয়া,
করেন অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া যতনে তাহার,
নিভান সে চিতানল ঢালি' অশ্রুধার;
সেইরূপ একিলিস্ শোকে ক্ষিপ্তপ্রায়,
অবিরল অশ্রু-জলে অঙ্গন ভাসায়।
যবে প্রভাতের তারা উজলি' আকাশ,
বিকাসিল জানাইতে প্রভাত-প্রকাশ;
সুহাসিনী ঊষা ধীরে আসি' তারপর,
বিস্তারিল নিজকান্তি জলধি উপর;
সেই কালে চিতানল হইল নির্ব্বাণ।
হৃষ্ট মনে বায়ুগণ চলে নিজ স্থান।

থ্রেসীয় সমুদ্র' পরে বেগে তাঁরা ধায় ;
সলিল কুলায়ে অঙ্গ ঘন গরজায় ।
ফিরিয়া বীরেশ এবে সংবরে ক্রন্দনে,
হইল নিরস্ত, চারু নিদ্রা-আলিঙ্গনে,
শোক-ভারাক্রান্ত ; এবে গ্রীক্‌বীরগণ,
দাঁড়াইল একিলিসে করিয়া বেষ্টন ।
জাগে কোলাহলে বীর ; নয়ন মুছিয়া,
কহে ভূপগণে এবে আঁখি উন্মিলিয়া ;—
একীয় ভূপালগণ ! রাজপুত্র-দল !
প্রথমে নির্ব্বাণ এস করি চিতানল,
ঢালিয়া সুগন্ধি মধু ; প্রথাক্রমে পরে,
সংগ্রহ বীরের অস্থি কর যত্ন ক'রে ;
(চিতার মধ্যেতে সব আছয়ে পড়িয়া,
অনায়াসে বন্ধুগণ ! লইবে চিনিয়া ।
বিনাশিত শত্রু-অস্থি, তুরঙ্গের আর,
রহিয়াছে ভিন্ন, বেড়ি' চিতার চৌধার ।)
সংগ্রহি' এ সব, সিক্ত করিয়া বসায়,
স্বর্ণ পাত্রে সযতনে স্থাপহ ত্বরায় ।
সেই স্থানে এই সব থাকুক এখন,
যাবৎ না যাই আমি শমন-ভবন ।
ইতিমধ্যে সমবেত হ'য়ে যত বীর,
করহ নির্ম্মাণ এক সমাধি-মন্দির ।
ভবিষ্যতে পারে গ্রীক্ করিতে নির্ম্মাণ
রম্য হর্ম্ম, র'বে চির প্রশংসার গান ।
মানিল আদেশ গ্রীক্ ; জ্বলন্ত চিতায়
সুপ্রচুর মধুবৃষ্টি করিয়া ত্বরায়,
রাশীকৃত সে অনল যতনে নিভায় ।

ত্রয়োবিংশ কাণ্ড।

অতঃপর অস্থিচয় সংগ্রহ করিয়া,
রাখে হেমপাত্রে সবে নীরবে কাঁদিয়া।
শিবিরে সে পূত দ্রব্য রাখিল সকলে,
স্বর্ণপাত্র-মুখ আবরিয়া মখমলে।
সাধি' হেন কার্য্য যত গ্রীকের সন্তান,
চিতার চৌদিকে ভিত্তি আরম্ভে নির্ম্মাণ
মধ্যভাগে, মৃত- নাম-স্মরণ-কারণ,
উন্নত মৃত্তিকা স্তূপ করিল স্থাপন।

এবে যত জনগণে ল'য়ে বীরবর
চলিলেন সুবিস্তৃত প্রান্তর উপর;
স্থাপে বৃত্তাকারে তথা। শিবির হইতে,
বৃষ, অশ্বতর, অশ্ব লাগিল আসিতে,
পুষ্পপাত্র, ত্রিপদাদি (ক্রীড়ার কারণ)
উজ্জ্বল পিত্তলভার, রমণী-রতন।
অগ্রে পুরস্কার-দ্রব্য হইল স্থাপিত;
অশ্বে দ্রুততায় যারা করে পরাজিত,-
পাইবে প্রথম ব্যক্তি রূপসী ললনা,
প্রথম-যৌবনী, নানা শিল্পে সুনিপুণা,
রম্য পুষ্পপাত্র আর, অতি চমৎকার,
শিল্পিবর-বিরচিত বৃহৎ আকার।
পাইবে দ্বিতীয় ব্যক্তি অশ্বী তেজস্বিনী,
উদরেতে অশ্বতর, প্রথম-গর্ভিনী।
নূতন ভোজন পাত্র তৃতীয়ের তরে,
স্থাপিত সুন্দর চারি পায়ার উপরে।
দুইটী স্বর্ণ তোড়া চতুর্থ-কারণ;
শেষ ব্যক্তি তরে পানপাত্র সুশোভন।

রাখি' সারি সারি ভূমে হেন দ্রব্যচয়,
উঠি' বীরবর সবে সম্বোধিয়া কয়;—
হের, বীর গ্রীকগণ! হেথা পুরস্কার,
তেজস্বী অশ্বদমনে নিপুণতা যাঁর;
আমি ভিন্ন যাহা অন্যে নারে লভিবারে,
বাহিরাই যদি স্বর্গ-অশ্ব সহকারে,
(অনুপম জাতি, দেব সিন্ধুপতি যায়,
অর্পিল পিতা পিলুসে, পিলুস্ আমায়;)
কিন্তু এবে নহে বীর্য্য-প্রকাশ-সময়,
দুখের এ ক্রীড়া মম উপযুক্ত নয়।
নাহি পেট্রোক্লস আর! যতনে যে জন,
সাজা'ত কেশর, গ্রীবা করিত মার্জ্জন।
শোকে তারা অধোমুখে দাঁড়াইয়া হায়!
চিকণ কেশররাজি ধরাতে লুঠায়।
তবে অন্য জন এবে সাজুন ত্বরায়,
নিপুণতা যাঁর, রথ-অশ্ব-চালনায়।
হেন বাক্যে রথিকুল উঠিয়া দাঁড়ায়
মধ্যে উমিলস শ্রেষ্ঠ লাভের আশায়,
জন্ম পিয়েরিয়া মাঝে, খ্যাত অশ্ব তরে,
তেজস্বী অশ্বদমনে নিপুণতা ধরে।
উঠি' টিডাইডিস্ বীর সমুৎসুক-মন,
রথেতে ট্রসের অশ্ব করিল যোজন,
(পূর্ব্বে যাহা ছিল বশ ডার্ডান্-নেতার,
হরিবারে সাধ্য নাহি ছিল দেবতার।)
মেনিলস্, পোডার্গসে আনিল এবার,
মনাটের অনুপমা তুরঙ্গমা আর,

যাহা নরবরে পূর্ব্বে করেছে অর্পণ.
ধনেশ ইকিপোলস্ এড়াইতে রণ,
(ইনী নাম তার,) গৃহে যাপিতে সময় ;
তুচ্ছ ধন প্রিয় তাঁর. খ্যাতি প্রিয় নয়।
যুবক এণ্টিলোকস্ অধীর অন্তরে,
পিলীয় তুরঙ্গ রথে যোজিল সত্বরে ;
স্থবির নেস্টর্ রশ্মি করিয়া অর্পণ
করে তাঁর, চঞ্চলতা করে নিবারণ .
পুত্রে উপদেশ পিতা না দেন বৃথায়,
ক্ষণ অনাবিষ্ট নহে তনয় তাহায় ;—
হে পুত্র ! যুবক তুমি উদ্ধত হৃদয়
তোমা প্রতি অনুকূল দেব দয়াময়।
সদয় লেপ্‌চুন যোভ্, দিয়াছে দুজনে
অনুপ দক্ষতা দ্রুত বরূথি-চালনে।
নাহি আবশ্যক তোমা উপদেশ দান ;
কিন্তু বৃদ্ধ অশ্ব মম, নাহি বলবান।
না করিও ডর বলা প্রতিদ্বন্দ্বিগণে :
আপন সামর্থ্য এবে ভাব মনে মনে।
বলে নয়, কৌশলেতে লভ্য পুরস্কার,
মহাবল সেই জন, প্রাজ্ঞতা যাহার।
বুদ্ধিবলে কাঠুরিয়া, নহে বাহুবলে.
মহামহা দেবদারু পাড়ে ধরাতলে।
সুবিজ্ঞ পোতচালক কৌশলে চালায়.
উত্তাল সমুদ্রে পোত ভীম ঝটিকায়।
প্রজ্ঞাবলে পুরস্কার লভে প্রজ্ঞাবান.
নহে লঘুরথ যার, অশ্ব বলবান।

অদক্ষ সারথিগণ প্রয়াসে বৃথায়,
যাইতে সবার আগে নির্দ্দিষ্ট সীমায়।
দক্ষজন অনায়াসে হীন অশ্ব ল'য়ে,
করে নিজ ইষ্টলাভ প্রফুল্ল হৃদয়ে।
জয় চিহ্ন পানে তাঁর স্থাপিত নয়ন ;
করে দৃঢ় হস্তে সদা তুরঙ্গ চালন,
কভু কুঞ্চে রশ্মি, কভু করে প্রলম্বিত,
হেরে সেইকালে অগ্রগামী জনে যত।
দেখ চিহ্ন পানে তবে, সুস্থির হইয়া,
এক হস্ত কাষ্ঠ খণ্ড আছে বাহিরিয়া,
অনুমান, শালতরু আছিল হোথায়,
কিংবা দৃঢ় দেবদারু নষ্ট বরিষায়,
প্রস্তর বেষ্টিত স্পষ্ট পাই দেখিবারে,
রথের গমনযোগ্য আছে গোলাকারে,
(সমাধিমন্দির উহা, হেন হয় জ্ঞান,
কিংবা ছিল পুরাকালে ক্রীড়ার নিশান।)
নিকটে রাখিয়া উহা, যাও চালাইয়া,
বাম তুরঙ্গম পানে ঈষৎ হেলিয়া ;
দক্ষিণ তুরঙ্গে দ্রুত করহ চালন,
বাম অশ্ব মুখরশ্মি করি' আকর্ষণ,
দমহ তাহায় ; নাহি চক্রনাভিচয়,
যাবৎ প্রস্তরে আঘাতিছে বোধ হয়।
তবু (পাছে ভাঙ্গে রথ, ক্লান্ত হয় হয়)
অতি সন্নিকটে যাওয়া কভু যুক্ত নয় ;
চলে সতর্কতা বিনা পরাস্ত তোমার,
অন্যের আনন্দ ইথে, দুর্নাম আমার।

এরূপে নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইবে নিশ্চয়.
দ্রুতগামী অশ্বগণে করি' পরাজয়,
প্রতিদ্বন্দ্বী, শ্রেষ্ঠ অশ্ব যদিও চালায়,
দিব্যজাত পোডার্গস্ উৎপাদিল যায় ;
কিংবা সে অনুপ অশ্ব খ্যাত চরাচরে,
লেওমিডনের রথ টানে বায়ু ভরে।
হেন উপদেশ বৃদ্ধ কহি' ক্ষীণ স্বরে.
হ'ন ক্ষান্ত ; বয়োভারে বসিলেন পরে ;
নির্ভীক মেরিয়নিস্ উঠে অতঃপর,
সর্ব্বশেষ, লাভ-আশে অধীর-অন্তর।
আরোহিল রথে সবে ; নিরূপিল স্থান
ভাগ্য পরীক্ষায়, একিলিস্ বলবান।
প্রথম নেষ্টর-সুত, পরে উমিলস্ ;
তৃতীয় নরেশ-ভ্রাতা ভূপ মেনিলস্ ;
হইল চতুর্থ মেরিয়ন্ বলবান ;
পাইলেন ডায়োমেড্ সর্ব্বশেষ স্থান।
শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে সবে সোৎসুকে দাঁড়ায়।
দাঁড়ালেন পেলিডিস্ গমন-সীমায় ;
ফিনিক্সে সে স্থলে আগে করেন প্রেরণ,
করিতে বিচার, শ্রেষ্ঠ হয় কোন্ জন।
একক|লে অশ্বগণ করে উলম্ফন ;
এককালে বাজে কশা বধিরি' শ্রবণ।
ধায় প্রতিদ্বন্দ্বিদল করিয়া হুঙ্কার,
কাঁপে ভূমি, বজ্রনাদ উঠে অনিবার।
উড়িছে বালুকা-রাশি আঁধারি অম্বরে,
তেজিয়ান্ অশ্বগণ উড়ে বায়ুভরে।

লম্বিত কেশররাজি স্বস্থান ত্যজিয়া,
গমনের বেগে চলে সমীরে উড়িয়া ।
মাঝে মাঝে রথ-শ্রেণী করি' উলম্ফন,
কভু যেন স্পর্শে ভূমি, কভু বা গগন ;
প্রতিদ্বন্দ্বী রথিগণ বরূথা উপর,
হইবারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎসুক-অন্তর,
কভু আকর্ষিছে রশ্মি, কভু বা বিস্তারে,
কভু হেলে, কভু দুলে, কভু বা হুঙ্কারে ।
জয়চিহ্ন পাশে সবে উত্তরে এবার ;
সকলেই করে আশা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ।
প্রতি রথী, শ্রেষ্ঠ আশা করি' মনে মনে
কাঁপা'য়ে বারিধি-তীর, ধায় প্রাণপণে ।
সর্ব্ব অগ্রে উমিলস্ ধায় বায়ুভরে ;
লইয়া ট্রসের অশ্ব ডায়োমেড পরে ।
উমিলস্-পৃষ্ঠে তাঁর তুরঙ্গ নিকর
ত্যজয়ে নিশ্বাস, যেন পড়ে রথ'পর ।
অনুভবে রথী অশ্ব-নিশ্বাস এবার,
নিরখে উপরে তাঁর ছায়া দৌহাকার ;
হইতে হইত তাঁর পরাস্ত ত্বরায় ;
ডায়োমেড্-পাশে কিন্তু ফিবস্ দাঁড়ায় ;
কাড়িয়া লইল কশা ; দর্পী অশ্বগণ,
সগীর গমনে হ'ল বিরত এখন ।
ক্রোধে রথিবর এবে হ'য় কম্পমান,
নিরখিয়া হৃত তাঁর গৌরব মহান ।
নেহারি' হেন চাতুরী, পালাস্ অমরী,
প্রিয় বীর-করে কশা অর্পি' ত্বরা করি',

অশ্বে দিল নব তেজঃ; সঞ্চালিয়া কর,
অগ্রগামি-রথযুগ ভাঙ্গিল সত্বর।
চকিত তুরঙ্গগণ নাহি চলে আর;
দৃঢ় রথ বিপর্য্যস্ত হইল এবার।
হ'য়ে স্থানভ্রষ্ট হতভাগ্য রথিবর;
পড়িলেন অধোমুখে ধরণী উপর।
মুখ, বাহুগ্রন্থি তাঁর ভূমিতে বাজিল,
নাসিকা বদন ক্ষত বিক্ষত হইল।
বিষাদে নীরব বীর; ঝরে দুনয়ন।
টিডাইডিস্ মহোল্লাসে করেন গমন।
মিনার্ভা-কৃপায় বীর বায়ুবেগে ধায়,
মহা মহা রথিগণে পরাজি' সবায়।
দূরে মেনিলস্ ভূপ চলে তার পর।
আশ্বাসে তুরঙ্গে এবে নেস্টর-কোঙর;—
হে প্রিয় অশ্বযুগল! করহ গমন;
টিডাইডিসে জিনিবারে নহে মম মন,
মিনার্ভা সদয়া হ'য়ে অশ্বগণে যাঁর
দিয়া তেজঃ, করেছেন শ্রেষ্ঠ সবাকার।
ধর এাটরাইডিসে; লজ্জা তায় কত,
ঘোটকীর কাছে যদি হও অবনত।
অনাবধানতা হেতু তোমা দোঁহাকার,
লভি যদি আমি তুচ্ছ শেষ পুরস্কার,
স্বহস্তে নেস্টর আর না দিবে ভোজন;
নিশ্চয় বৃদ্ধের কোপে ত্যজিবে জীবন।
ত্বরা কর; ধর ঐ অপ্রশস্ত পথ,
নিশ্চয় মোদের পূর্ণ হ'বে মনোরথ।

নীরবিল রথী। হেন ভয়-প্রদর্শনে,
ছুটে বেগে অশ্বযুগ সমীর-গমনে।
সুরথ এণ্টিলোকস্ বুঝিল এবার,
সে মার্গ প্রবেশে কোথা স্থান সুবিধার।
আছিল প্রস্তর-স্তূপ সে মার্গের ধারে,
স্রোতকুল এবে ভগ্ন করিয়াছে তারে।
সে পথে যাইতে মাত্র পারে একজন,
স্পার্টা-অধিপের রথ করিছে গমন।
অসম সাহসী যুবা পার্শ্বভাগ দিয়া,
করে অভিলাষ আগে যেতে পলাইয়া;
চাহি' আটরাইডিস্, আতঙ্কে কাঁপিয়া,
স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাঁর সাহস দেখিয়া।
থাম, (কহে ভূপ) ত্বরা তুরঙ্গে থামাও;
ত্যজি' হেন মার্গ, সুপ্রশস্ত পথে যাও;
নতুবা পড়িব দোঁহে। বৃথা এ বচন;
ছুটিছে নেষ্টর-সুত জিনি' সমীরণ।
প্রতিদ্বন্দ্বী বলবান যুবক দুজন,
পারে যত দূর চক্র করিতে ক্ষেপণ,
এণ্টিলোকসের রথ তত দূর ধায়,
অতিক্রমি' ভূপে; ভয়ে ভূপতি ত্বরায়
আকর্ষিল রশ্মি; আতঙ্কেতে ভাবে মনে,
বিচূর্ণীত রথ যেন কঠোর নিস্বনে,
অশ্বগণ ভূমিতলে গড়াগড়ি যায়,
হইল বিজয় নষ্ট অন্যায় ত্বরায়;
কিন্তু অগ্রগামী হেরি' করে তিরস্কার;—
যাও হে দর্পীযুবক! অজ্ঞান, দুর্বার!

যাও, কিন্তু পুরস্কার সহজে দিব না ;
লও গিয়া, কহি' মিথ্যা, করি' প্রবঞ্চনা।
পরে অশ্বে কহে ভূপ করিয়া চীৎকার,
যাও, কর গিয়া পুরস্কারের উদ্ধার !
তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বৃদ্ধ অশ্বগণ
অতীব দুর্ব্বল, ধীরে করিয়া গমন,
হরিবে দোঁহার যশঃ ! মানে হয়দ্বয়।
মহাবেগে দোঁহে এবে প্রধাবিত হয় ;
হয় অনুমান যেন লভিল বিজয়।

হেথা গ্রীকদল, দাঁড়াইয়া বৃত্তাকারে,
নেহারিছে ধাবমান রথী সবাকারে।
সবার প্রথমে হেরে ক্রিটের ঈশ্বর ;
সে অঙ্গনস্থিত অতি উচ্চ ভূমি'পর,
আসীন ভূপতি, তথা হেরে পরিস্কার,
যাইতেছে কোন্ রথী অগ্রে সবাকার ;
রথীর আশ্বাসবাক্য করেন শ্রবণ,
দূরহ'তে দেখে অশ্বে উজ্জ্বল নয়ন,
অতি শুভ্র স্বেদবারি গ্রীবাতলে যার,
ধরিয়াছে শোভা পূর্ণচন্দ্রের আকার।
হেরিয়া ভূপতি কহে গ্রীকগণে ডাকি',
ও তুরঙ্গযুগে আমি দেখি কি একাকী ?
অথবা দেখিছ সবে অস্থ রথিক্রমে,
অগ্রগামী তেজঃশালী অন্য অশ্বগণে ?
দেবতার কোপে তারা বিরত নিশ্চয়
সমীর-গমনে, স্বীকারিয়া পরাজয় ;

আবর্ত্তনকালে দেখেছিনু একবার,
খুঁজিতেছি পুনঃ, কিন্তু নাহি দেখি আর।
হস্ত হ'তে হয়-রশ্মি হয়ত স্খলিত,
কিংবা ছিন্ন ; রথিবর ভূপৃষ্ঠে পতিত,
উচ্চ রথ হ'তে ; মহাবল অশ্বগণ,
ত্যজি' মার্গ, মহাবেগে করিছে গমন।
এস অন্য জন হেথা, জানাও আমায়,
ভাল এ দুর্ব্বল আঁখি দেখিতে না পায়,
নিশ্চয় হইছে বোধ (আকার ইঙ্গিতে)
ইটোলীয়নেতা উনি দুর্দ্ধর্ষ মহীতে।
স্থবির ! (কহিল ক্রোধে এজাক্স দুর্ব্বার,
অসঙ্গত বাক্য জিহ্বা উচ্চারে তোমার ;
হেরিছে যাহারা, তীব্র চক্ষুষ্মান নয়,
নহে যুবা, তবু পারে করিতে নির্ণয়।
রথীন্দ্র উমিলসের তুরঙ্গ নিকর,
অতিক্রমি' সবে, অগ্রে ধায় ক্ষেত্র'পর।
দেখেছি তাঁহায় আমি আপন আঁখিতে,
কাঁপাইতে রশ্মি, উচ্চে জয়ধ্বনি দিতে।
হেন বাক্যে ইডোমেন মহাক্রোধ কয়,—
ওরেরে কর্কশভাষী ! অশান্ত-হৃদয় !
সতত কলহপ্রিয়, গ্রিক নৃপাধম !
গুণেতে সবার হীন ! গর্ব্বেতে প্রথম !
এ তুচ্ছ বাক্যের তব কি দিব উত্তর ?
ত্রিপদ বা স্বর্ণ পানপাত্র বাজি ধর,
করুন বিচার নৃপ। নির্ব্বোধ যে জন
পাবে শিক্ষা মূল্য তার করিয়া অর্পণ।

নিরস্ত রুদ্ধ ভূপতি। এক্সাক্স দুর্ব্বার
ভীম রোষাবেশবশে উত্তরে আবার,
ক্রোধে কম্পমান ; কিন্তু থিটিসনন্দন,
দাঁড়াইয়া মধ্যভাগে কহেন বচন ;—

এ কলহে, ভূপদ্বয় ! হও হে বিরত ;
করিত অপরে যদি, দোষ দিতে কত।
যাদের কারণে হেন বিবাদ ঘটিত,
হের, সেই অশ্বগণ এবে সন্নিহিত।

হেন বাক্য বীরবর কহিল যেমনি,
আসিল নিকটে রথ তুলি' বজ্রধ্বনি।
দীর্ঘকশা উত্তোলিত সারথির করে ;
অশ্বগণ যেন ভূমি স্পর্শ নাহি করে।
উন্নত বরূথিবর, শোভন সুন্দর,
কনক-টিনমণ্ডিত, ছটায় প্রখর,
ঝকে রজঃঘন মাঝে ; নারে কোন জন,
ভূমে চক্রচিহ্ন করিবারে বিলোকন ;
তেজস্বী তুরঙ্গগণ হেন বেগে ধায়,
নহে এ গমন, কহি উড্ডীন তাহায়।
এবে টিডাইডিস্ বীর জয় লাভ করি',
রথ হ'তে উলম্ফিয়া পড়ে ভূমি'পরি।
উত্তপ্ত তুরঙ্গগণ ভাসে স্বেদনীরে ;
রথে কশা প্রলম্বিত হইল অচিরে।
পুরস্কার স্থেনিলস্ লয় শীঘ্রগতি,
সুন্দর ত্রিপদ, আর সুন্দরী যুবতী ;
চলে লয়ে শিবিরেতে অনুচরগণ।
আপনি তুরঙ্গ বীর করেন মোচন।

আসে নেষ্টরেরসুত, (কৌশলে যে জন
অতিক্রমে মেনিলসে,) দ্বিতীয় এখন।
আটরাইডিস্ ভূপ পশ্চাতে চালায়;
অতি সন্নিকটে; তাঁর বরূথীর গায়,
প্রতিদ্বন্দ্বি-অশ্বপদ আঘাতে সতত;
লাগিছে লাঙ্গুল চক্রচয়ে অবিরত।
পূর্ব্বে ছিল দূরে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই জন,
হেন নিকটস্থ উভে হইল এখন।
হেন বেগে অশ্বী ইথী সন্নিহিত হয়,
মুহূর্ত্ত বিলম্বে জয় লভিত নিশ্চয়।

দূরে মেরিয়ন্ বীর আসে তারপর,
ধীর অশ্বগণ, নাহি কৌশল প্রখর।
সর্ব্বশেষে আসে এড্‌মিটস্-নন্দন,
ধীরে টানে ভগ্নরথ ক্লান্ত অশ্বগণ।
হেরি' একিলিস্ ক্ষোভে কহিল বচন;—

'হের, ঐ রথিশ্রেষ্ঠ, কৌশলে যে জন
অতিক্রমে গ্রীকে, সর্ব্বশেষেতে এখন!
(লয়েছেন টিডাইডিস্ অগ্রে পুরস্কার,)
প্রাপ্য ও দ্বিতীয় দ্রব্য অবশ্য উঁহার।

অর্পিল সম্মতি গ্রীক করিয়া চীৎকার;
পাইতেন উমিলস্ হেন উপহার;
কিন্তু সে দ্বিতীয় রথী নেষ্টর-নন্দন
হ'য়ে ঈর্ষাবান দান করে নিবারণ;—
না ভাবিও, (কহে যুবা,) পিলুস্-কুমার!
অকাতরে দিব অশ্বী, প্রাপ্য যা আমার।

দেবকুল, প্রতিকূল হইয়া উঁহায়,
অশ্বসহ ওঁরে আজি নিক্ষেপে ধরায়!
হয়ত না করে রথী দেবতা অর্চ্চন,
সেই পাপে যশোলাভে বঞ্চিত এখন।
তবে যদি, (বন্ধু প্রতি হয়েছ সদয়,
সন্তুষ্ট করিতে বীরে অভিলাষ হয়,)
পান উমিলস্; নিজ ভাণ্ডার হইতে,
সুন্দরী কামিনী, স্বর্ণ, অশ্ব পার দিতে।
লভুন প্রচুর ধন এবে রথিবর,
গা'বে তব দানগান গ্রিসীয় নিকর;
কদাচ দিব না কিন্তু মম উপহার,
যে ছুঁইবে, বীরগণ! শত্রু সে আমার।
এতেক কহিল যুবা; কেহ রুষ্ট নয়।
শুনি' হেন তোষামোদ সন্তুষ্ট-হৃদয়,
হাসিলেন একিলিস্। (কহে বীরমণি,)
এ দ্রব্য এণ্টিলোকস্! অর্পিব আপনি।
চারু বক্ষঃপাটা, দীপ্ত পিত্তল-মণ্ডিত,
(বিখ্যাত এষ্টারোপুস্ যতনে পরিত,)
খচিত বিশুদ্ধ রৌপ্যে প্রান্তভাগ যার,
(নহে তুচ্ছ) উমিলস্! তব উপহার।
এত কহে বীর; অটোমিডন্ সত্বরে,
আনি' বক্ষঃপাটা অর্পিলেন তাঁর করে।
পেয়ে আকস্মিক মান্য রথীর প্রধান
মাতিল উল্লাসে। মেনিলেয়স্ দাঁড়ান।
পূত দূত রাজদণ্ড দিয়া তাঁর করে,
সেনার আনন্দধ্বনি নিবারণ করে।

হইয়া কুপিত নেষ্টরের পুত্র প্রতি,
আন্তরিক ক্ষোভভরে কহিল ভূপতি ;—
যৌবনে তোমাতে মহা প্রজ্ঞার উদয়,
এ কার্য্য এণ্টিলোকস্‌ ! তব যুক্ত নয় ।
হইনু বঞ্চিত মম প্রাপ্য পুরস্কারে,
কহি ক্ষোভে গ্রীকগণ ! তোমা সব্বাকারে ;
কেহ যেন নারে মোরে দোষিবারে আর,
নাহি ভাবে, কহি হেন আবেশে ঈর্ষার ।
নারি কি আপনি মোরা তথ্য বিচারিতে ?
অপরের কাছে কেন হইবে কহিতে ?
কোন্‌ গ্রীক নিন্দে মোরে, যদ্যপি তোমায়
কহি আমি, করিবারে শপথ ইহায় ?
যদ্যপি সাহস হয়, এখনি উঠিয়া,
দাঁড়াও রথের পাশে কশা উত্তোলিয়া ;
স্পর্শি' অশ্বে কর দিব্য, তোমার বাসনা,
জিনিতে কেবল, নহে করিতে বঞ্চনা ।
কর দিব্য তাঁর, নীল সলিলে যাঁহার,
বেষ্টিতা ধরণী, কোপে কম্পন ধরার ।
সুবিজ্ঞ যুবক বীর শুনি' এ বচন,
কহে নম্রভাবে,—ক্ষমা করহে রাজন !
শ্রেষ্ঠ তুমি, ক্ষম দোষ উদ্ধত যুবার,
জ্ঞানে বা বয়সে নহি সমান তোমার ।
যৌবনের ভাব তব নহে অবিদিত,
প্রজ্ঞাহীন, সদা মিথ্যা ক্রোধ-প্রপূরিত ।
তব ক্রোধশান্তি হেতু দিনু পুরস্কার ;
তোমারি ও অশ্বী, কিংবা যাহা চাহ আর ;

পাছে তুমি, হে ভূপাল! (অতি বন্ধুজন)
হও প্রতিকূল, রুষ্ট হন দেবগণ।
নিরস্ত এণ্টিলোকস্। হেন বাক্যে তাঁর,
অর্পিত হইল অশ্বী মান্যার্থে রাজার।
আনন্দে মাতিল ভূপ; যবে ক্ষেত্র-মাঝে,
নবজাত শস্য-শীস চারু সাজে সাজে,
হৃতধনা বসুন্ধরা, পূর্ণ নবধনে,
বালার্ক কিরণে হাসে শিশির-ভূষণে;
তেমতি আনন্দ স্পার্টাপতির উদয়;
বিকসিত-মুখপদ্ম নরপতি কয়;—
আত্মা, হে সুধীর যুবা! সমান দোঁহার।
করে আট্রাইডিস্ বশ্যতা স্বীকার।
মুহূর্ত্ত তোমাতে বটে কোপের উদয়;
কিন্তু তাহে ধৈর্য্য তব কভু ভঙ্গ নয়!
হে বন্ধো! এ কার্য্য নহে বুদ্ধির কখন,
মনেতে বিরাগ রাখি' বিবাদ-ভঞ্জন;
তব সম বাদ করি', কে আছে ধরায়,
তব সম পারে ভঞ্জিবারে পুনরায়?
প্রচুর, হে যুবা! তব দোষ মার্জ্জনার,
অমানুষ গুণ, পিতা পুত্র দুজনার।
মম তরে, তুমি আর জনক তোমার,
করেছ অনেক, কষ্ট সহিছ অপার।
ক্ষমিলাম, রোষলেশ নাহি আর চিতে;
তুচ্ছ ক্রোধবশে নারি বান্ধব ত্যজিতে।
এতেক কহিয়া ভূপ, সহাস্য বদনে,
অর্পিলেন সে ঘোটকী পুনঃ নেয়িমনে,

যুবা-বীর-সখা, নিজ প্রাপ্য উপহার
স্বর্ণ পাত্র প্রেরিলেন পোতে আপনার।
হেম তোড়া মেরিয়ন্ করে অধিকার।
রহিল সে পান পাত্র, পঞ্চমোপহার।
সে পাত্র ধরিয়া বৃদ্ধ নেষ্টরের পায়,
প্রকাশেন একিলিস্ নিজ অভিপ্রায়;—
ধর ইহা, পূজ্যপিতঃ! করহ গ্রহণ,
প্রিয় পেট্রোক্লস্-মৃত্যু স্মরণ-কারণ।
প্রিয়বর পেট্রোক্লস্ ত্যজেছে সংসার,
দেখিতে ইচ্ছুক, কিন্তু না দেখিব আর!
কৃতজ্ঞতা চিহ্ন পিতঃ! ধর পূত করে;
নহে ইহা দূরে শর নিক্ষেপের তরে,
নহে বাহুবল-হেতু, বরষা চালন,
কিংবা মল্লযুদ্ধ, দর্পী অশ্বের দমন।
হরেছে প্রতাপ তব বার্দ্ধক্য দুর্ব্বার;
কিন্তু আছে তব সেই গৌরব অপার।
এতেক কহিয়া বীর সে পাত্র রাখিল;
মাতিয়া উল্লাস-নীরে স্থবির কহিল;—
এ বাক্যে, হে পুত্র! স্পষ্ট হইল প্রমাণ,
অকৃত্রিম বন্ধু তুমি, অতি জ্ঞানবান।
সত্য বটে, সর্ব্বগ্রাসী বার্দ্ধক্য দুর্ব্বার,
করিয়াছে দৃঢ় অঙ্গ শিথিল আমার।
সে সামর্থ্য, হায়! যদি থাকিত এখন,
পিলিয়া, বপ্রেসিয়মে হইছে ঘোষণ!
প্রতাপী এমারিঙ্গের বিখ্যাত ক্রীড়ায়,
হইতাম সদা আমি বিজয়ী তাহায়।

অজেয় ইপীয়গণ পরাস্ত মেনেছে ;
ইটোলীয়-পিলীয়ের অহঙ্কার গেছে।
পরাজি ক্লিটোমিডিসে তীব্র মুষ্টিরণে ;
এন্‌সুস্‌ ভূতলশায়ী যুঝি' মম সনে ;
ধাবনে সে ইফিক্লুস্‌ পরাজয় পায় ;
ফিলুস্‌, পোলিডোরসে জিনি বরশায়।
এক্টর-নন্দনদ্বয়, অশ্ব-পুরস্কার
লভে বটে, নহে গুণে, সাহায্যে দোঁহার ;
জমজ ভ্রাতাযুগল, হেরি' ক্ষুব্ধমন,
লভিছে নেষ্টর্‌ পুনঃ পুনঃ উপায়ন,
উলম্ফি' উঠিল রথে, দুই সহোদরে,
একজন হানে কশা, অন্যে রশ্মি ধরে !
ছিনু হেন এককালে ! এবে যুবাদল,
এ কার্য্যে মোদের ঈর্ষা করয়ে কেবল।
হায় ! আমি, (বার্দ্ধক্যের বশ কেবা নয় !)
রুদ্ধশক্তি, পূর্ব্বে যেই বীর দুরজয় !
যাও বৎস ! সামরিক প্রথা-অনুসারে,
সাজাও সে হতবীরে, ভালবাস যারে।
লইনু সন্তুষ্ট চিতে তব উপহার,
(প্রকাশিছে যাহা মহা ঔদার্য্য তোমার,)
নিরখি নয়নে আমি পুলকিত অতি,
করে ভক্তি গ্রীকগণ সবে মম প্রতি।
করিলে আমার, বীর ! যেরূপ সম্মান,
দেবগণ একদিন দিবে প্রতিদান।
মাতিয়া উল্লাসে এত কহিল স্থবির ;
প্রশংসায় পুলকিত একিলিস্‌ বীর।

আহূত হইল পরে অন্য উপহার,
সম্মানিতে, মুষ্টিযুদ্ধে দক্ষতা যাঁহার।
রম্য অশ্বতর এক যৌবন-দর্পিত,
ষড় বর্ষ বয়ক্রম, নহে ব্যবহৃত,
হ'ল দৃঢ়রূপে বদ্ধ জনতা মাঝার।
স্থাপিত হইল দীর্ঘ পানপাত্র আর।
উঠি' কহে একিলিস্, উঠুন এক্ষণে
সমবলী গ্রীকদ্বয়, দক্ষ মুষ্টিরণে।
আছয়ে সাহস যাঁর হ'ন অগ্রসর
অস্থিভেদী আঘাতের নাহি করি' ডর;
অর্পিবে সম্মান যাঁয় এপলো সদয়,
গ্রীকগণ বীরত্বের পা'বে পরিচয়,
এই অশ্বতর তাঁয় করিব অর্পণ;
পাইবে ও পানপাত্র পরাজিত জন।

স্বীকারিল ভীম যুদ্ধ ইপুস্ প্রবীর;
দাঁড়ায়ে জনতা মাঝে, প্রকাণ্ড-শরীর!
ধরি' অশ্বতরে দর্পে কহিল বচন;—
দাঁড়াও সে বীর, পানপাত্রে যাঁর মন,
পরাস্তের ফল! কে না করিবে স্বীকার,
এই অশ্বতর মম? বিজয় আমার!
রণক্ষেত্রে অন্যে বটে লভেছে সম্মান,
এ সমরে কেহ নহে আমার সমান;
সর্ব্বগুণ আছে কা'র? হ'ক অগ্রসর
মম প্রতিদ্বন্দ্বী; করে বিচারে নির্ভর;
নিশ্চয় এ মুষ্টি তার সর্ব্ব অবয়ব,
করিবে বিকৃত, বিচূর্ণিবে অস্থি সব।

নিকটে দাঁড়ান তাঁর বান্ধব নিকর,
করিতে বহন প্রাণহীন কলেবর।

এতেক কহিল বলী ; যত যোধগণ,
বিস্ময়ে স্তম্ভিত, তাঁয় করে বিলোকন !
এ বাক্যে উরিয়েলস্ মহা বলবান,
উঠিলেন রাখিবারে পিতার সম্মান,—
মহাবাহু মিসিস্থূস্, পূর্ব্বে যেই জন,
থিবীয় ক্রীড়ায় কীর্ত্তি করেন স্থাপন,
(হইল সে ক্রীড়া মৃত ইডিপস্ তরে,)
একাকী জিনেন কাড্‌মিয়ান নিকরে।
বীর টিডাইডিস্ রণে উত্তেজিল তাঁয়,
হইয়া উৎসুক ক্ষিপ্র বিজয়-আশায় ;
কটিবন্ধ পরাইয়া দিল বীরবর ;
করে দিল লৌহমুষ্টি, কালের কিঙ্কর।
রঙ্গভূমি মাঝে এবে যোধ দুই জন,
দাড়াইল লৌহমুষ্টি করি' উত্তোলন।
লৌহমুষ্টি সহ যুদ্ধে মাতিল উভয়,
বিকট আঘাত ঘন প্রতিঘাত হয়,
সর্ব্ব অঙ্গে দরদর স্বেদবারি বয়।
অতঃপর মহাকায় ইপুস্ প্রবীর,
হানিল বিকট মুষ্টি গণ্ডে অরাতির।
সে ভীম প্রহারে যোধ অবসন্ন-কায়,
হইয়া ভূতলশায়ী রহে মৃতপ্রায়।
যেমতি, বৃহৎ মৎস্য, যবে প্রবাহিত
ভীম প্রভঞ্জন, তীরে হইয়া তাড়িত,

রহে মৃতপ্রায়; তথা, সে প্রহারে হায়
রক্তাক্ত সমরী ভূমে সঘনে হাপায়।
তদবস্থ অরাতিরে করি' বিলোকন,
ঘৃণায় বিজেতা তাঁয় করি' উত্তোলন,
অর্পিল বান্ধবগণে; মিলিয়া সকলে,
ল'য়ে হতভাগ্যে, জনতার মাঝে চলে।
স্কন্ধ' পরে গুরু শিরঃ পড়েছে ঝুলিয়া,
ঝরিতেছে গাঢ় রক্ত মুখ নাসা দিয়া,
অচৈতন্য, অবসন্ন, মুদিত নয়ন।
পুরস্কার পানপাত্র নিল বন্ধুগণ।

ব্যগ্র ভাবে একিলিস্ মহা বলবান,
মল্লগণে অতঃপর করেন আহ্বান।
প্রকাণ্ড ত্রিপদ বিজেতার পুরস্কার,
দ্বাদশ বৃষভ, অনুমান মূল্য তার;
বিজিত জনের শান্ত করিতে হৃদয়,
বন্দিনী রমণী, মূল্য বৃষ চতুষ্টয়।
করিল প্রবীর যুদ্ধ-প্রসঙ্গ যেমনি,
এজাক্স্ ও উলেসিস্ উঠেন অমনি।
রঙ্গভূমি-মধ্যভাগে দুই বীরবর,
দাঁড়াইল দৃঢ় ভুজে বাঁধি' পরস্পর।
ভুজে বদ্ধ ভুজ, শিরঃ শিরেতে যোজিত,
দূরে, দৃঢ়রূপে পদ ভূমেতে স্থাপিত;
যথা কড়িকাষ্ঠদ্বয়, কৌশলে যেমতি,
রোধিতে বায়ুর বেগ, বসায় স্থপতি,
শিরোদেশ পরস্পর সংলগ্ন দোঁহার,
অধোদেশে রহে কিন্তু বহুল বিস্তার।

এবে পরস্পরে বলে আকর্ষণ করে ;
প্রতি লোমকূপে বেগে স্বেদবারি ঝরে।
আঘাতে নিনাদে অস্থি ; সর্ব্ব অঙ্গময়,
লোহিত স্ফোটকরাজি আবির্ভূত হয়।
বিজ্ঞ উলেসিস্ বীর বিবিধ কৌশলে,
প্রবল এজাক্সে নারে পাড়িতে ভূতলে ;
অথবা এজাক্স মহাবল সহকারে,
সতর্ক অরাতিজনে নিবারিতে নারে।
এরূপে ভীষণ যুদ্ধ হ'ল বহুক্ষণ ;
উলেসিস্ প্রতি এবে কহে টেলামন্ ;—
তুল তুমি মোরে বীর ! কিংবা তোমা আমি,
কর বল, যা করেন জগতের স্বামী।
এত কহি' বীর তাঁয় করে উত্তোলন
মহাবলে ; উলেসিস্ করি' বিলোকন
সামর্থ্যের ক্ষয়, বেগে গুল্ফ দেশে তাঁর
করিল আঘাত ; শূর পড়িল এবার।
উলেসিস্ বক্ষে তাঁর বসিল তখনি ;
উঠিল চৌদিকে ঘোর প্রশংসার ধ্বনি।
বিজ্ঞ উলেসিস্ এবে এজাক্সে তুলিতে
করেন প্রয়াস্, কিন্তু না পারে নাড়িতে।
জানুতে সংলগ্ন জানু, ব্যর্থ এ প্রয়াস ;
পড়ি' ভূমে, করে দোহে বিক্রম প্রকাশ।
ধূলাতে পড়িয়া দোঁহে গড়াগড়ি যায়,
সমরের তৃষা আরো বর্দ্ধিত তাহায়।
উঠিয়া আরম্ভে যুদ্ধ পুনঃ দুই জন ;
নিরখিয়া একিলিস্ কহিল বচন ;—

নাহি প্রয়োজন, ক্ষান্ত হও বন্ধুদ্বয় !
বৃথা কেন করিতেছ সামর্থ্যের ক্ষয় ?
উভয়েরি জয় ; এবে অন্য বীরগণে,
দেখান ও বীর্য্য, যাহা দেখা'লে দুজনে।
বীরের এবাক্যে দোঁহে পরিহরি' রণ,
ধূলি-ধূসরিত অঙ্গ করিয়া মার্জ্জন,
নববেশে অন্য ক্রীড়া করে বিলোকন।

আনীত হইল এবে রম্য উপহার,
সম্মানিতে, ধাবনেতে দক্ষতা যাঁহার।
প্রকাণ্ড রজতপাত্র অতীব সুন্দর,
অপরূপ, নাহি তুলা অবনী-ভিতর ;
সুযতনে সিডোনীয় শিল্পকারগণ,
কৌশলে এ দীপ্তপাত্র করিল রচন ;
টিরীয় নাবিকগণ এ দ্রব্য লইয়া,
লেম্‌নিয়া দেশে দিল থোয়াসে আনিয়া .
তাঁহার নিকট হ'তে এ পাত্র শোভন
পাইল উমুস্ ; পরে বীর লিকেয়ন ;
অতঃপর পেট্রোক্লসে করিল অর্পণ।
এবে পাত্র, সে বীরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়
স্থাপিত, দ্রুততা যাঁর সম্মানিতে তাঁয়।
দ্বিতীয়ের পুরস্কার বৃষ বলবান ;
অর্দ্ধ স্বর্ণতোড়া এক তৃতীয়ের দান।
দাড়াইয়া একিলিস্ কহিল বচন ;—
ধাবনে দ্রুততা ধরে যে প্রবীরগণ,
উঠি' ত্বরা উপহার করুন গ্রহণ।

এত কহে বীর। হেন বচনে তাঁহার,
অইলীয় এজাক্স্ উঠে উলম্ফি' এবার ;
উঠে উলেসিস্ ; পরে সে যুবক জন,
জিনে সর্ব্বে বেগে যিনি, নেষ্টর-নন্দন।
শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়াইল বীরত্রয় ;
হস্তে পেলিডিস্ বীর সীমা প্রদর্শয়।
ধায় একত্রেতে সবে ; অইলুস্ প্রথমে,
পরে উলেসিস্, তাঁর পদক্ষেপ-ক্রমে ;
অতি সন্নিকটে শূর ধায় দ্রুতগতি,
অতি বেগে বিঘূর্ণিত নাটাই যেমতি
অনুসরে সূত্রে, তাহে করি' প্রদর্শন,
বপিকার তুঙ্গ স্তন, বাহুর কম্পন।
সেইরূপ বেগে বীর লাগিল ধাবিতে,
মাড়াইয়া পদচিহ্ন ধূলি না উড়িতে।
প্রতিদ্বন্দ্বি-স্কন্ধে তাঁর পড়িছে নিশ্বাস ;
উচ্চরবে করে গ্রীক আনন্দ প্রকাশ।
সকলে বিস্ময়ে তাঁরে করে বিলোকন,
করিয়া জয়কামনা নিশ্চল-নয়ন।
তিন বার ফিরি' বীর জয়সীমা-আশে,
সঘনে হাঁপা'য়ে এবে স্মরিল পালাসে ;
কর দয়া দেবি ! (বীর কহে মনে মনে)।
ভক্তবাক্যে আবির্ভূতা দেবী সেইক্ষণে।
দেবীর প্রসাদে বীর নব বল পায়,
পুনশ্চ সবল তাঁর হ'ল ক্লান্ত কায়।
এসাক্স, বিজয় আশে ধাবি' ব্যগ্রচিতে,
হইয়া স্খলিতপদ পড়িল ভূমিতে,

(পালাসের কোপে,) ছিল সে দীর্ঘ অঙ্গন,
পশুবিষ্ঠা-রক্তস্রোতে পিচ্ছিল ভীষণ ;
(পেট্রোক্লস্-চিতাপাশে এ ভয়াল স্থান,
বিনষ্ট সম্প্রতি যথা বহুপ্রাণি-প্রাণ)
হইয়া কর্দ্দমমলমূত্র প্রপূরিত,
শায়িত ভূতলে আহা ! বীর শোকান্বিত।
অদৃষ্টে বৃষভ তাঁর (দ্বিতীয়োপহার) ;
রৌপ্যপাত্র উলেসিস্ করে অধিকার।
উঠি অতঃপর বীর, বৃষশৃঙ্গ ধরি',
কহে ক্ষোভে গ্রীকগণে সম্বোধন করি' ;—
ধিক্ ভাগ্য ! হারাইনু নিশ্চিত বিজয়
দেবী শত্রু মম, আমি মানব-তনয়।
অনুপ দ্রুততা দেবী দিল ভক্তজনে,
নাহি জিনে উলেসিস্, পালাস্, ধাবনে।
এতেক কহিয়া বীর মুছে অঙ্গচয়।
চারিদিকে হাস্য-ধ্বনি সমুত্থিত হয়।
হাসিয়া এণ্টিলোকস্ যুবক-কেশরী,
ল'য়ে শেষ উপহার, কহে ব্যাঙ্গি করি' ;—
বৃদ্ধসনে কেন বীর্য্য প্রদর্শিতে যাই ?
দেবতার প্রিয় ওঁরা, বিজয়ী সদাই।
দেখহ তোমরা, মোরে এজাক্স জিনিল,
বৃদ্ধতর উলেসিসে পরাস্ত মানিল,
(অতি বৃদ্ধ, না জানেন সামর্থ্যের ক্ষয়,
পুরাকালে জন্ম ওঁর, হেন জ্ঞান হয় !)
ধাবনে দক্ষতা ওঁর, দেখহ কেমন !
বিনা একিলিস্, নহে পরাস্ত কখন ;

একিলিসে জিনে কেবা ? পারে যেই নর,
প্রবীরের বীর তিনি, মানব উপর।
শুনিয়া প্রশংসা হেন, পেলিডিস্ কয় ;—
চারুতর পুরস্কার তব যুক্ত হয় ;
তব এ প্রশংসা নহে বিফল কখন ;
বিশুদ্ধ কাঞ্চন-তোড়া করহ গ্রহণ।
উল্লাসে চলিল যুবা। যত যোধচয়
প্রশংসে নেষ্টরসুতে, পিতার তনয়।
ঢাল, বর্শা, শিরস্ত্রাণ ল'য়ে অতঃপর,
ফেলে বীর ক্ষেত্রে; উঠে শব্দ ভয়ঙ্কর ;
পূর্ব্বে যাহা ব্যবহার করে সার্পিডন,
জিনি' তাঁয় পেট্রোক্লস্ করিল গ্রহণ।
উঠহ সাহসী যোধ ! (কহে অরিত্রাস,)
লভিতে এ পুরস্কার যাঁর অভিলাষ ;
রঙ্গভূমি-মধ্যভাগে, সবার গোচরে,
যুঝুন অরাতিসনে, লৌহবর্ম্ম প'রে।
বিকট আঘাত করি' যে বীর প্রথমে,
প্রবাহিবে রক্ত-স্রোত অরির বরমে,
এষ্টারোফুসের এই কৃপাণ দুর্জ্জয়,
(সজ্জিত থ্রেসীয় শিল্পে, হেম তারাময়,)
কটিতে লম্বিত হ'বে গৌরব বর্দ্ধিয়া।
লইবে এ সব সজ্জা, দুজনে বাঁটিয়া।
এ ভীম ক্রীড়ার যবে হ'বে অবসান,
শিবিরে প্রত্যেক বীরে করিব সম্মান।
শুনি' হেন বাক্য উঠে টিডুস্-কুমার ;
উঠিল এজাক্স্ বীর প্রকাণ্ড আকার।

দুগ্ধ-ফেননিভ শুভ্র কপোত সুন্দর,
শর-লক্ষ্য হেতু বদ্ধ তার শিরোপর।
কহে বীর উচ্চে, সুলক্ষিত বাণ যাঁর,
বধিবে ও পক্ষী, তাঁরি দ্বিমুখ কুঠার ;
একমুখ তাঁরি লভ্য, ছেদিবে যে জন,
পক্ষিবদ্ধ রজ্জু। দর্পে উঠে মেরিয়ন,
ধন্বী টিউসার আর ; উভয়ে সত্বর,
পরীক্ষিল ভাগ্য ; টিউসার ত্যজে শর।
উড়িল আকাশে বাণ গরজি' ভীষণ,
কিন্তু ব্যর্থ ; দর্পী যুবা হয় বিস্মরণ,
স্মরিতে এপলোদেবে, যাঁহার কৃপায়,
ধরাবাসী নরগণ ধনুর্ব্বেদ পায়।
সুলক্ষিত সুশাণিত পত্রী সে কারণ,
নাহি বিন্ধি' পত্রী, রজ্জু করিল ছেদন।
মাস্তুল হইতে রজ্জু ভূমিতে পড়িল ;
বিমুক্ত কপোতরাজ আকাশে উড়িল।
কাঁপিল প্রশংসারবে পৃথিবী গগন ;
এবে নিজ শর লক্ষ্য করে মেরিয়ন ;
ভীষণ ধনুকে ধন্বী বাণ সংযোজিয়া,
উড্ডীন কপোতপানে নয়ন রাখিয়া,
স্মরি' দেবে, শুদ্ধমনে করিল প্রার্থনা,
অর্পিবেন মেষবলি পুরা'লে কামনা।
প্রাণভয়ে পারাবত বেগভরে ধায়,
মেঘের মাঝারে শর বিন্ধিল তাহায়,
পূর্ব্বমার্গ ধরি' বাণ ফিরিয়া আবার,
রুধির-রঞ্জিত, পড়ে পদতলে তাঁর।

আহত কপোত হ'য়ে ব্যথায় কাতর,
বসিলেক পুনঃ গিয়া মাস্তুল উপর,
মুহূর্ত্ত বসিয়া, পক্ষ করিয়া বিস্তার,
পড়ি' অকস্মাৎ, প্রাণ করে পরিহার।
বজ্রনাদে যোধগণ করিল চীৎকার ;
চলিলেন মেরিয়ন্ ল'য়ে পুরস্কার।
এবে একিলিস্, শেষ করিতে ক্রীড়ার,
রাখিলেন বর্ষা এক অঙ্গন-মাঝার,
সুবৃহৎ পাত্র আর, সম্পূর্ণ নূতন,
অতি গুরু, নানা কারু-কার্য্যে সুশোভন।
কহে বীর, সেই জন পা'বে এ সকল,
বর্ষা-নিক্ষেপনে যিনি দেখাবে কৌশল।
পুনঃ পুরস্কার আশা করে মেরিয়ন্ ;
নিজে নরবর উঠে ত্যজিয়া আসন।
পেলিডিস্, মহারাজে উঠিতে দেখিয়া,
কহিলেন মহোল্লাসে শিরঃ নোওাইয়া ;—
সমগ্র গ্রিসীয়, ওহে ভূপতি রাজার !
গাহে তব গুণ, করে প্রভুত্ব স্বীকার ;
ক্রীড়াতে সামর্থ্য তব করে সপ্রমাণ ;
জানে তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সবার প্রধান।
লহ উপহার ; কিন্তু বীর মেরিয়নে,
দাও বর্ষা, যুঝিবারে তব ভ্রাতৃরণে।
শুনি' বীরমুখে হেন প্রশংসা-বচন,
মেরিয়নে করে ভূপ বরষা অর্পণ ;
করিবারে ব্যবহার ধর্ম্মকার্য্য তরে,
দিল সেই পাত্র টাল্‌থিবিয়সের করে।

ত্রয়োবিংশ কাণ্ড সমাপ্ত।

---:০:---

চতুর্বিংশ কাণ্ড।

হেক্টরের দেহোদ্ধার।

বিষয়।

দেবতারা হেক্টরের দেহ উদ্ধারার্থে বাদানুবাদ করেন। যোভ, শ
প্রত্যার্পণের নিমিত্ত থিটিস্‌কে একিলিসের নিকট, এবং শত্রুশিবির-গম
উৎসাহিত করিবার জন্য আইরিস্‌কে প্রায়ামের নিকট প্রেরণ করেন। বৃ
ভূপতি, রাজ্ঞীর নিবারণ সত্বেও, গমনের উদ্যোগ করেন, এবং যোভ্‌প্রেরি
শুভ চিহ্ন দর্শনে উৎসাহিত হন। তিনি রথোরোহণে যাত্রা করিলেম, এ
বৃদ্ধ দূত ইডিয়স্‌ উপহারপূর্ণ রথ লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। হার্মি
যুবকবেশে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে একিলিসের শিবিরে লইয়া চলিলে
পথিমধ্যে উভয়ের কথোপকথন। প্রায়াম,,, একিলিস্‌কে আসীন দেখি
চরণে পতিত হইলেন, এবং সজলনয়নে মৃতশরীর প্রার্থনা করিতে লাগিলে
একিলিস্‌ দয়াদ্র হইয়া প্রার্থনাপূরণে সম্মত হইলেন, এবং এক রাত্রি ভূপতি
আপন শিবিরে রাখিয়া প্রত্যুষে শবসহ তাঁহাকে গৃহে প্রেরণ করিলে
ট্রোজানেরা দেখিবার নিমিত্ত দৌড়িয়া আসিল। এণ্ড্রোমেকি, হেকু
এবং হেলেনার আক্ষেপের পর মহাসমারোহে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

হেক্টরের দেহ দ্বাদশ দিবস একিলিসের শিবিরে থাকে। দ্বাদশ দি
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অতিবাহিত হয়। দৃশ্য-আংশিক একিলিস্‌ শিবির এ
আংশিক ট্রয়।

সমাপ্ত হইল ক্রীড়া; গ্রীক্‌বীরগণ,
নিজ নিজ শিবিরেতে করিল গমন।
সুখাদ্য ভোজনে সবে নিবারি' ক্ষুধায়,
পাশরিল যত চিন্তা কোমল নিদ্রায়।

নহে হেন একিলিস্, বিষাদিত অতি ;
স্মরিয়া সখার সেই প্রশান্ত মূরতি,
শুইয়া নির্জ্জনে নিজ খট্টিকা উপরে,
কাঁদেন নীরবে বীর অধীর অন্তরে।
ছট্‌ফটি' দেবীসুত শয্যাতে গড়ায়,
বিনা পেট্রোক্লস্ কিছু দেখিতে না পায়।
সে মোহিনীমূর্ত্তি, সেই হৃদয় সদয়,
যুবাজনোচিত তেজঃ, মন দর্পময়,
সহিয়াছে কত কষ্ট, কত শৌর্য্য ধরে,
তীর্ণ কোন্ সিন্ধু, যুঝে কতেক সমরে,
উদিত এক্ষণে তাঁর অন্তরে সকল।
চিন্তে বীর পুনঃ পুনঃ, ঝরে অশ্রুজল।
কভু উঠে বীর, কভু শায়িত শয়নে,
কভু ফিরে পার্শ্বে, ব্যগ্র দিবা-আগমনে।
চমকিয়া বীর, শয্যা করি' পরিহার,
চলে কূলে নির্জ্জনেতে করিতে চীৎকার।
এইরূপে তীরে শূর কাঁদে ক্ষোভভরে ;
প্রকাশিল ঊষা এবে তরঙ্গ উপরে।
হেরিয়া প্রভাতোদয় ফিরি' বীরবর,
সাজাইল রথ, বদ্ধ তাহাতে হেক্টর।
তিনবার পেট্রোক্লস-মন্দির বেড়িয়া,
টানি' শব, চলে রথী শিবিরে ফিরিয়া।
একে বীর বিমোহিত নিদ্রার ছলায় ;
নিপতিত শব আহা ! ধূলাতে ধরায় ;
কিন্তু দেবকুল নহে প্রতিকূল তায়।
দয়ার্দ্র ফিবস্‌দেব, অতীব যতনে,

সদা সম্মুখীন নব ক্ষত-নিবারণে,
যবে হেক্টরের দেহ অঙ্গনে লুঠায়,
বিস্তারিয়া হেম ঢাল, আবরিল তায়।
কাতর অমরবৃন্দ ; হার্মিসের মন,
নামিয়া ভূতলে, শব করিতে হরণ,
পালাস, নেপ্‌চ্যুন্‌ দিল ব্যাঘাত ইহায় ;
নিদয়া স্বরগেশ্বরী নিবারিল তাঁয় ;
ট্রয়ে তাঁর কোপদৃষ্টি সে দিন হইতে,
বালক পারিস্‌ যবে গিরিশিখরেতে,
হইয়া লোভের বশ, (নারী পুরস্কার ;)
ভিনসে নির্দ্দেশ করে সুন্দরীর সার।
দশম দিবস দিবে হইলে উদয়,
দেব-সভামাঝে কহে এপলো সদয়,

নিদয় অমরগণ ! বেদি মোসবার,
রঞ্জিল হেক্টর, পশু-রক্তে কতবার !
তথাপি আক্রোশ তার মৃত দোহাপর ?
করিতেছে অপমান ট্রোজান-গোচর ?
পিতা মাতা পুত্র আর দুখিনী প্রিয়ায়,
করিলে বঞ্চিত আহা ! অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ?
ক্রূর একিলিস্‌, কহ তবে কি এখন,
বজ্রহৃদি, তোমাদের প্রসাদ-ভাজন ;
শার্দ্দূল, মনুষ্য নহে, সদা যে পামর
ক্রোধপূর্ণ, নরহিংসা করে বহুতর ;
ধায় যেই হত্যাহেতু, আনন্দ-বিহ্বল,
আক্রমে সবায় জন্মে হিংসিতে কেবল ?

লজ্জা নাহি হৃদে তার ; কভু জ্ঞাত নয়,
কিসে ইষ্ট, কিসে ঘোর অহিত উদয়।
এক অনিষ্টেতে দুষ্ট ক্রোধেতে অধীর,
না ভাবিয়া ভাগ্যফল সর্ব্ব শরীরীর।
আত্মীয় স্বজন ভ্রাতা তনয়ের ক্ষয়,
বিধির বিধানে সর্ব্ব নরের নিশ্চয়।
কিছুক্ষণ করি' শোক ক্ষান্ত হয় নর,
জন্মেছে ভুঞ্জিতে দুঃখ অবনী ভিতর ;
কিন্তু এই দুরাচার অশান্ত-হৃদয়,
সাধারণ অদৃষ্টের বশীভূত নয়।
হের, দুষ্ট ক্রোধভরে আনিল টানিয়া
নিহত হেক্টরে; ইথে দোষ না বুঝিয়া।
অসমসাহসী বটে, কিন্তু হতজ্ঞান,
নাহি মানে মূঢ় দেবনরের বিধান।

যদ্যপি সুমান মান্য অর্পে দিবেশ্বর
বীর দুজনায়, (জুনো করেন উত্তর,)
না হয় বিভিন্ন যদি থিটিস্-সন্ততি,
শুন তবে সুরগণ! ধনুর্ব্বেদ-পতি!
নশ্বর মানব হ'তে জন্মিল হেক্টর,
অমরীর গর্ভজাত ও শূর-প্রবর।
একিলিস্ তোমাদের দুর্লভ কুলেতে
নরের ঔরসে জন্মে দেবী-জঠরেতে ;
(ধার্ম্মিক পিলুসে, সর্ব্ব নরের প্রধান,
অমরীরে নিজে মোরা করি সম্প্রদান।)
বিবাহ-সময়ে ত্যজি' দিব-নিকেতন
গেলে সবে ভূমে ; এই গায়ক তপন,

(অতি হরষিত) সভামাঝে দাঁড়াইয়া,
গাইল স্বর্গীয় গীত, বীণা বাজাইয়া।
শুনিয়া বচন হেন, বজ্রপাণি বলে,—
নাহি জ্বাল দেব-সভা নিজ ক্রোধানলে।
মানব হেক্টর, আর দেবীর নন্দন,
হইবারে সমতুল্য নারে কদাচন;
কিন্তু দেব-অনুগ্রহ, বিশেষ আমার,
লভেছে হেক্টর রথী ও বংশ মাঝার।
সতত করিত বীর মোদের অর্চ্চন,
(এক মাত্র মান্য, যাহা অর্পে নরগণ;)
কদাচই নহে ক্ষান্ত, ক্ষণেকের তরে,
করিতে সুর-তর্পণ পূত ভক্তিভরে।
যাহ'ক সবলে শব করিতে হরণ
না চাহি; থিটিস্ সদা করিছে রক্ষণ।
যাও অবিলম্বে; সুরনিকেত মাঝার,
ডাক সিন্ধু-দুহিতারে। বচনে তাঁহার,
ভীষণ নন্দন তাঁর ক্রোধশূন্য হ'য়ে,
প্রায়ামে অর্পিবে কায়া প্রচুর নিষ্ক্রয়ে।
নিরস্ত অমর-রাজ। আজ্ঞা শিরে ধরি',
চলিল আইরিস্ দূতী, স্বর্গ পরিহরি',
সমীর-গমনে, যেন উল্কা সমুজ্জ্বল
ছুটিছে, ছটায় রঞ্জি' জলধির জল।
শোভে একদিকে রম্য সেমসের বন,
অন্যধারে ইম্ব্রসের শৃঙ্গ সুশোভন,
নামে তথা দেবী; ধ্বনে তরঙ্গ নিচয়;
মুহূর্ত্তে পশিল দূতী বারিধি-আলয়।

বঞ্চক বঁড়সী যথা মীনে হিংসিবারে,
প্রবেশে সলিলে দ্রুত সীসকের ভারে,
তেমতি বিবুধবালা ব্যস্তভাবে ধায়,
সুনেত্রা থিটিস্ বসি' বিলপে যথায়।
প্রবিষ্টেতা সখীবৃন্দে, নিজ নিকেতনে,
(চারুনিতম্বিনী যত অপ্সরার সনে,)
বিষাদে আসীনা দেবী, করেন রোদন,
বীরপুত্র-পরিণাম করিয়া স্মরণ।
সম্বোধিয়া দেবদূতী কহিল বচন,
উঠলো থিটিস্! চল ত্যজি' নিকেতন।
আহ্বানিছে যোভ্ তোমা। কেন, (দেবী কয়)
ঘৃণ্য দিবলোকে যোভ্ ডাকে অসময়?
কাতর অমরকুল হেরিলে আমায়!
এ চিরদুখিনী মুখ দেখা'তে না চায়।
যা'হ'ক, পালিবু আমি ঈশের বচন।
কহি' দেবী অবগুণ্ঠে আবরে বদন;
সমগ্র সুন্দর অঙ্গ ঢাকিল তাহায়।
চলে বিষাদিতা দেবী, হংস লাজ পায়।
চলিল অমরীদ্বয় জলধি ত্যজিয়া,
ত্রিদিবে; আইরিস্ চলে পথ দেখাইয়া।
বিভক্ত তরঙ্গকুল; উঠি' দোঁহে তীরে,
উড়িল আকাশে, ভর করিয়া সমীরে।
দেখে দেবীযুগ, দীপ্ত অমর-সভায়,
প্রবেষ্টিত দেববৃন্দে ঈশ শোভা পায়।
বিমর্ষা থিটিস্ পশে সুর-নিকেতন।
উঠিয়া মিনার্ভা তাঁয় অর্পিল আসন।

নিজে দিবেশ্বরী জুনো, বিষাদ দূরিতে,
সুধাপাত্র করে তাঁর অর্পেন ত্বরিতে।
আস্বাদে অমিয় দেবী। করেন উত্তর,
দেব-নর-পিতা দিবরাজ বজ্রধর ;—
আসিয়াছ স্বর্গে তুমি, কিন্তু লো ললনে !
পুত্রশোক-চিহ্ন তব, সুস্পষ্ট বদনে !
জানি মোরা দুখ তব, তেঁই বিষাদিত,
ভাগ্যফল ইহা ; শুন যোভের ভাষিত ;
নয় দিন মম, যত দিববাসিগণ,
ব্যথিত করিল কর্ণ হেক্টর-কারণ।
হার্মিসের মন, ভ্রমে হইয়া উদয়,
হরিতে সে শব ; কিন্তু মম ইচ্ছা নয়।
মম বাঞ্ছা এই দেবি ! তব সে নন্দন,
নিজে অর্পি' শব, খ্যাতি করিবে বর্দ্ধন।
যাও তুমি মম আজ্ঞা লইয়া ত্বরায়,
রুষ্ট দেবগণ ইথে জানাও তাহায় ;
আর যেন বীর, (যদি মনে থাকে ডর,)
নাহি করে কদাচার পূত কায়া'পর ;
প্রচুর নিষ্ক্রয় ল'য়ে অর্পিবে পিতারে।
ত্বরিত আইরিস্ দেবী নেযা'বে তাঁহারে,
বহুধন সহ ; দিয়া তুষিতে তাহায়,
যে দ্রব্যে বাসনা তার, অন্তর যা চায়।
শুনিয়া বচন হেন, বিবুধ-সুন্দরী
চলিল ত্বরিত অলিম্পস্ পরিহরি'।
হ'য়ে উপনীতা দেবী শুনিল শ্রবণে,
ধ্বনিত শিবির ঘোর শোকের রোদনে।

ল'য়ে খাদ্যদ্রব্য যত অনুচরগণ
দাঁড়ায়ে নিকটে, বীর না করে অশন।
বসিয়া অমরী এবে নন্দনের পাশে,
মর্শি' কর অঙ্গে, নিজ অন্তর প্রকাশে ;—
কতকাল, হতভাগ্য ! করিবি রোদন,
কতকাল শোকে ক্ষয় করিবি জীবন,
ত্যজিয়া অশন আর পবিত্র প্রণয়,
যাহে জীবে নর, মনে শান্তির উদয় ?
এখনো সময় তব আছে হস্তগত,
অতি অল্প আয়ু, বৎস ! ভুঞ্জ সুখ যত।
আপনি আদেশে যোভ্ (আইনু কহিতে)
ত্যজিতে হেক্টরে, যদি ভয় থাকে চিতে)
আর তবে বৎস ! (যদি মনে থাকে ডর)
নাহি কর কদাচার পূত কায়া'পর।
জড়পিণ্ডে অ্যাক্রোশিয়া কিবা ফলোদয় ?
প্রত্যার্পণ কর শব লইয়া নিষ্ক্রয়।
কহে একিলিস্ তাঁয় ;—তবে গো জননি !
প্রচুর নিষ্ক্রয়ে শব অর্পিব এখনি।
এরূপে আলাপে দোঁহে। দিবে দিবেশ্বর
আদেশে আইরিসে যেতে ট্রয়ের নগর ;—
যাওলো সুরকুমারি ! ট্রয়েতে ত্বরিতে ;
কহ এবে ভূপতিরে পুত্রে উদ্ধারিতে ;
একাকী ভূপাল যেন গিয়া বীরপাশ,
অর্পে সেই দ্রব্য, তার যাহে অভিলাষ।
একা যা'বে, মম ইচ্ছা, বিনা দলবল,
বৃদ্ধদূত সঙ্গে এক যাইবে কেবল,

রথ চালাইতে আছে নিপুণতা যার,
আনিতে সে পূতকায়া ট্রয়ের মাঝার।
না আছে বিপদ কোন, নাহি মৃত্যুডর;
রক্ষিব ভূপালে আমি শত্রুর ভিতর।
নির্ব্বিঘ্নে হার্মিস তাঁয় দেখাইয়া পথ,
ল'য়ে যা'বে যথা অবস্থিত মহারথ।
বজ্রহৃদি একিলিস্ শূন্য-দয়ালেশ,
কদাচ নারিবে তাঁর স্পর্শিবারে কেশ।
আশ্রিতের প্রতি বীরশ্রেষ্ঠ যেই জন,
কভু নহে ক্রূর, জানে কর্ত্তব্য আপন।
এ বাক্যে আইরিস্, ধনুঃ করিয়া প্রকাশ,
চলে বেগে সন্তাপিত প্রায়ামের পাশ;
দেখে দেবী, সিংহাসন করিয়া বেষ্টন,
বরষিছে অশ্রুধারা রাজপুত্রগণ।
শোক-সন্তাপিত পিতা মধ্যেতে শায়িত,
(দুখদৃশ্য !) পরিচ্ছদে মুখ আবরিত,
অদৃশ্য সবার; আহা ! হয়ে ক্ষিপ্তপ্রায়,
দুই হস্তে পাংশু ল'য়ে মস্তকে মাখায়।
ভূপাল-নন্দিনীগণ প্রতি ঘরে ঘরে,
করি' আর্ত্তনাদ, হর্ম্ম্য বিদারিত করে,
স্মরি' তার গুণগ্রাম, পূর্ব্বে যেই জন,
বংশের গৌরব, ভূমে পতিত এখন !
আবির্ভূতা দেবদূতী ভূপতি সকাশ,
করে মৃদুস্বরে নিজ অন্তর প্রকাশ;—
না কহি অশুভ, ভূপ ! পরিহর ভয়;
প্রেরিলেন মোরে হেথা যোভ্ দয়াময়।

আদেশিল ঈশ, গিয়া শত্রুর শিবিরে,
প্রচুর নিষ্ক্রয়ে পুত্রে উদ্ধার অচিরে।
একা যা'বে, ইচ্ছা তাঁর, বিনা দলবল,
বৃদ্ধদূত সঙ্গে এক যাইবে কেবল,
রথ চালাইতে আছে দক্ষতা যাহার,
আনিতে সে পূত কায়া ট্রয়ের মাঝার।
না আছে বিপদ কোন, নাহি মৃত্যুডর,
রক্ষিবে ভূপাল! ঈশ শত্রুর ভিতর।
নির্বিঘ্নে হার্মিস্ তোমা দেখাইয়া পথ,
লয়ে যা'বে যথা অবস্থিত মহারথ।
বজ্রহৃদি একিলিস্ শূন্য-দয়া-লেশ,
কদাচ নারিবে তব স্পর্শিবারে কেশ।
আশ্রিতের প্রতি, বীরশ্রেষ্ঠ যেই জন,
কভু নহে ক্রূর, জানে কর্ত্তব্য আপন।
কহি' অন্তর্ধান দেবী। আদেশে ভূপতি,
অশ্বতর-রথ-সজ্জা কর শীঘ্রগতি;
আনহ সিন্দুক এক বৃহৎ আকার।
রাজপুত্রগণ আজ্ঞা, সম্পাদে রাজার।
পশিল ভাণ্ডারে এবে ভূপ বিষাদিত,
চন্দনের কড়িকাষ্ঠে অতি সুবাসিত,
সাম্রাজ্যের সর্ব্বধন স্থাপিত তথায়;
আহ্বানিয়া অতঃপর কহিল প্রিয়ায়;—
অভাগিনি প্রণয়িনি অসুখী রাজার!
স্বামীর দুখের অংশ লহগো এবার।
দেখিয়াছি দেবদূতী উতরি' ভূমিতে,
আদেশিল মোরে একিলিসে শান্ত্বনিতে;

ত্যজিয়া প্রাসাদ মম, শত্রু পাশে গিয়া,
উদ্ধারিতে হতসুতে বহুধন দিয়া।
ব্যক্ত কর মনোভাব; অন্তর আমার,
চাহে যেতে অগণন শত্রুর মাঝার।
এত কহে বৃদ্ধ ভূপ। এ বাক্যে তাঁহার,
কহিল মহিষী স্রাবি' নয়ন-আসার;—
কোথা যা'বে প্রিয়তম! হ'য়ে ক্ষিপ্তপ্রায়?
সে বুদ্ধি-প্রাখর্য্য তব রহিল কোথায়,
একালে ফ্রিজিয়ায়, বিদেশে বিদিত,
কিরূপে সম্পূর্ণরূপে হইল দূরীত?
যা'বে একা শত্রুমাঝে, সে জনার পাশ,
(অহো বজ্রহৃদি!) যাহে বংশের বিনাশ!
হেরিবে সে ভীম মূর্ত্তি, সেই করদ্বয়,
মম হেক্টরের রক্তে এবে রক্তময়!
হায়! নাথ। না জানে সে অশ্রিত-রক্ষণ,
ঘোবিছে কিরূপ দয়া হত পুত্রগণ,
মহাবীর, মহাযোদ্ধা। তুষিতে তাহায়,
কি সাধ্য তোমার? ক্রূর বৃদ্ধে না ডরায়।
যেও না যেও না নাথ! এ পুরে এখন,
করিব রোদন মোরা, যাবৎজীবন।
জনমিল ধরাধামে অভাগা সন্তান,
হানিবারে পিতৃহৃদে বিষময় বাণ!
হইতে শকুনি-ভক্ষ্য আইল ভুবনে,
দিতে প্রাণ ক্রূরমতি পিলুস্-নন্দনে!
পাইতাম যদি উষ্ণ শোণিত তাহার,
তবে উপশম কিছু হ'ত এ জ্বালার!

হেক্টরের হেন দশা সাজে কি কখন,
কাপুরুষ সম যেই না-ত্যজে জীবন ?
মম পুত্র বীরশ্রেষ্ঠ, দেশ-রক্ষা তরে
দিল প্রাণ বীরসম সম্মুখ সমরে।
না নিবার মোরে রাজ্ঞি ! না দেখাও ভয়
এ বাক্যে, পেচক যথা অমঙ্গল কয়,
(আকুল চিতে বৃদ্ধ কহিল বচন :)
ঈশ্বর আদেশে মোরে, বৃথা নিবারণ।
দৈবজ্ঞ বা পুরোহিত না যাইতে কয়,
এ আদেশ, অয়ি ভীরু ! মানবের নয়।
দেবদূতী আজ্ঞা মোরে করিল জ্ঞাপন ;
দেখেছি নয়নে, মিথ্যা না হ'বে কখন।
যাইতেছি আজ্ঞাক্রমে, হে সুরনিচয় !
বিপক্ষ-শিবির মাঝে যদি মৃত্যু হয়,
নহি ক্ষুব্ধ তাহে। মোরে বধুক সে জন !
হউক পুত্রের সহ পিতার মিলন !
মম ইচ্ছা, একবার ধরিব হৃদয়ে,
দেখিব সে হত সুতে অন্তিম সময়ে।
অতি ব্যগ্রভাবে, বৃদ্ধ এতেক কহিয়া,
দ্বাদশ গালিচা রম্য ফেলে আকর্ষিয়া,
বহু পরিচ্ছদ কারুকার্য্য-সুশোভিত,
দ্বাদশ অবগুণ্ঠন সুবর্ণ-খচিত ;
দুইটী ত্রিপদ, দুই পাত্র মনোহর,
দশটী কাঞ্চন-তোড়া নিল অতঃপর ;
চারু পানপাত্র এক শিল্পকার্য্যময় ;
(লব্ধ ইহা থ্রেস্ সহ সন্ধির সময়।)

ক্ষিপ্ত পিতা, সুত-দেহ-উদ্ধার-কারণ,
ভাবে তুচ্ছ, ভাণ্ডারেতে আছে যত ধন !
বৃদ্ধ ভূপ, পুত্রশোকে পাগলের প্রায়,
সমীপস্থ ভৃত্যগণে সরোষে খেদায়।
ফিরে দাসকুল বৃথা সেবিবারে তাঁয় ;
কাহারো বদন ভূপ দেখিতে না চায়।
কহে বৃদ্ধ,—কেন হেথা রে অভাগাগণ !
দূর হও, না দেখাও বিমর্ষ বদন।
নাহি কি তুঃখের বস্তু গৃহেতে সবার ?
যতই বিষাদ শোক কেবল আমার ?
তুখ-অবতার যোভ্ ক'রে কি আমায়,
রাখিলেন দেখাইতে মানব সবায় ?
নহে,—তুখী সবে ; হ'বে সবারি পতন।
ঈশ সর্ব্ব তরে ধ্বংস করেছে সৃজন।
সে হেক্টরে নহি আমি বঞ্চিত কেবল ;
হৃত তোমা সবাকার দর্প, তেজঃ, বল !
হেরিতেছি রক্তে ট্রয় রঞ্জিত সবার !
দেখিতেছি ধরাশায়ী ও বজ্র প্রাকার !
না আসিতে ও তুর্দ্দিন হে অমরগণ !
প্লুটোর আগারে মোরে করহ প্রেরণ।
এত কহি' ভূপ যত বান্ধবে খেদায়।
নিরস্ত আত্মীয়গণ ভূপতি-আজ্ঞায়।
পড়িল আক্রোশ তাঁর পুত্রগণ প্রতি।
পলিটিস্, এগাথনে আহ্বানে ভূপতি,
প্যারিস্, ডিইফোবস্, ডায়স্, পেমন,
বিজ্ঞ হেলিনস, নম্রমতি এণ্টিফন্,

হিপোথাউসেরে আর ; এই নয় জন,
বহু পুত্র মাঝে মাত্র জীবিত এখন !
অসুখী পিতার কুলাঙ্গার পুত্রগণ !
কেন না মরিছ সবে হেক্টর-কারণ ?
হায় ! আমি বীর পুত্রে হইনু বঞ্চিত,
কুলের কলঙ্ক তোরা কেবল জীবিত !
বীরেন্দ্র মেষ্টর সদা দুর্দ্দম সমরে,
বলী ট্রয়লুস সহ এক রথ প'রে,
অতঃপর সে হেক্টর অমর সমান
হেন গুণী নহে কভু মানব-সন্তান !
ভীম মার্স্ এ সবায় করিল সংহার,
অবশিষ্ট এবে মাত্র যত কুলাঙ্গার,
আমোদ, সঙ্গীত নৃত্য যাদের কামনা,
অতি লোভী চাটুকার ট্রয়ের লাঞ্ছনা !
কেমনে নিশ্চিন্ত তোরা ? হেক্টরে আনিতে,
কেন মম রথ-সজ্জা না কর ত্বরিতে ?
বৃদ্ধ জনকের হেন পরুষ ভাষায়,
পুত্রগণ রথ-সজ্জা করিল ত্বরায় ;
উচ স্থানে সে সিন্ধুক করিল বন্ধন।
নব রথ রম্য শোভা করিল ধারণ।
আব্লুসের যুগ কারুকার্য্যে শোভা পায়।
রশ্মি-রক্ষাহেতু অঙ্গুরীয় বদ্ধ তায়।
রথ-গাত্রে ত্বরা যত ভূপাল কোওর,
নয় হস্ত পরিমিত ঝুলায় ঝালর।
নানা উপহার এবে, (হেক্টর-উদ্ধারে,)
রাখে রথে ভৃত্যগণ, তিতি' অশ্রুধারে।

অশ্বতরগণে তারা করয়ে বন্ধন,
(ট্রয়-ভূপতিরে করে মিসিয়া অর্পণ ;
কিন্তু তেজী অশ্বগণে আনি' শীঘ্রগতি,
ব্যগ্র ভাবে নিজ রথে যুজেন ভূপতি,
অতি ক্ষুব্ধ তবু নহে বিরত ইহায় ;
পার্শ্বস্থিত বৃদ্ধ দূত সাহায্যে তাঁহায় ।
যবে দোঁহে রথে অশ্ব যুজে সযতনে,
দুখিনী হেকুবা আসে সুদ্রুত গমনে ।
মিষ্ট মধুপূর্ণ স্বর্ণপাত্র সুশোভন,
(অমরের তুষ্টি তরে করিতে তর্পণ,)
ধরিয়া দক্ষিণ করে, রথ-পাশে গিয়া,
অর্পিল ভূপালে রাজ্ঞী এতেক কহিয়া ;—
ধর, অর্প যোভে ; যেন নির্ব্বিঘ্নে আবার,
হও প্রত্যাবৃত্ত গেহে, কৃপাতে তাঁহার ।
অবহেলি' মম বাক্য, পরিহরি' ডর,
যাইবারে শত্রু মাঝে করেছ অন্তর ;
যাচ তাঁর কাছে, যিনি ইডার শিখরে,
করিছেন দৃষ্টিপাত এ ধ্বংস নগরে,
যাচ, যেন বাহনেরে করিয়া প্রেরণ,
করেন কৃপালু দেব পথ প্রদর্শন ।
তাঁর প্রিয় খগরাজ সবার সকাশে,
এখনি উড্ডান হ'ন দক্ষিণ আকাশে ।
দেখি' শুভ চিহ্ন, পরিহরি' ভয়-লেশ,
যাও নাথ ! পালিবারে যোভের আদেশ ;
কিন্তু এ শকুন ঈশ যদি না দেখায়,
হও ক্ষান্ত, দাও কর্ণ দাসীর কথায় ।

যুক্ত বটে, (কহে ভূপ) ভক্তি-প্রদর্শন
সে ঈশ্বরে ; কে কৃপালু যোভের মতন ?
এত কহি', সমীপস্থা কিঙ্করীর প্রতি
আদেশিল ভূপ, বারি আন শীঘ্রগতি ;
(জলপাত্র ল'য়ে দাসী ছুটিল নির্ঝরে ;)
রাজ্ঞীদত্ত হেমপাত্র লইলেন পরে।
ভক্তিপূর্ণ চিতে মধু ভূমেতে ঢালিয়া,
কহে ভূপ করপুটে, আকাশে চাহিয়া ;—
অনাদি, অনন্ত, স্বর্গরাজ্য-অধীশ্বর !
সতত পূজিত পূত ইডা-শৃঙ্গোপর !
ভীম একিলিস্-পাশে যাহ মোরে ল'য়ে,
অর্পহ করুণা তার কঠিন্ হৃদয়ে।
যদি হেন ইচ্ছা তব, করহে প্রেরণ
খগরাজে, করিবারে মঙ্গল জ্ঞাপন।
তব প্রিয় পক্ষিবর সবার সকাশে,
এখনি উড্ডীন হ'ন দক্ষিণ আকাশে ;
তা হ'লে হে দেব ! তব প্রসাদ জানিয়া,
যাই শত্রুদল-মাঝে, আশঙ্কা ত্যজিয়া।
শুনেন প্রার্থনা যোভ্ ; আশ্বাসিতে তাঁয়,
স্বর্গ হ'তে খগরাজে প্রেরেন ত্বরায়,—
অমর বিহঙ্গ বাস করে স্বর্গধামে,
দেব মাঝে পরিচিত পেকিনস্ নামে।
সিংহদ্বারসম স্থান করি' অধিকার,
বিস্তারি' বিহঙ্গ পক্ষযুগ দীর্ঘাকার,
দক্ষিণ আকাশে, ঘোর নিস্বন তুলিয়া,
অবতরে তীরবেগে ঘুরিয়া ঘুরিয়া।

সবার বদনে হর্ষ হইল উদয় ;
সজলনয়না রাজ্ঞী মুছে আঁখিদ্বয় ।
অধৈর্য্য হইয়া রাজা উঠে রথ'পরে ;
পিত্তল তোরণ তাঁর বাজে পদভরে ।
উপহার-পূর্ণ রথ, যত অশ্বতরে
আকর্ষিল ; বৃদ্ধ ইডিয়স্ রশ্মি ধরে ।
ভূপতি আপন রথে, রশ্মি করে গিয়া,
চলে প্রবেষ্টিত বন্ধুবর্গ মধ্য দিয়া ।
ধাবি' রথ-পশ্চাতেতে যত পৌরগণ,
গণি' পরমাদ' করে অশ্রু বরিষণ ;
উত্তোলিয়া বাহুদ্বয়, অনুরাগ ভরে,
হেরে স্থির নেত্রে, যেন জন্মশোধ তরে ।
ছুটিল সমীরবেগে ভূপতির রথ ;
ফিরে গেছে প্রজাদল ত্যজি' রাজপথ ।
নিরখিয়া ধাবমান ভূপতিরে হায় !
হইলেন যোভ্‌দেব আর্দ্র করুণায় ;
কহেন হার্মিসে এবে, শুন হে অমর !
দয়া তব নর'পরে আছে নিরন্তর,
সমর্পিনু এক জনে আজি তব করে ।
যদি অনুকূল তুমি নরজাতি' পরে,
যাও, রক্ষ ভূপে ; ল'য়ে নির্ব্বিঘ্নে উহাঁয়,
যাও, একিলিস্ বীর বিরাজে যথায় ।

শুনিল বচন দেব ; বাঁধি' সেইক্ষণে,
অপরূপ পক্ষযুগ, ভাসিল পবনে,
যে পক্ষ-কৌশলে তিনি মুহূর্ত্ত ভিতর,
পারেন তরিতে পৃথ্বী, ভূধর, সাগর ;

ধরে দণ্ড অতঃপর নিদ্রা নিবারণ,
কিংবা তন্দ্রাগ্রস্ত তাহে প্রাণীর নয়ন !
হার্মিস্ এরূপে সাজি', সমীরণ ভরে,
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল হেলেস্‌পণ্ট'পরে।
সুন্দর যুবকরূপ করিয়া ধারণ,
অবতরে দেব, যেন ভূপাল নন্দন !
মোহন প্রদোষ এবে হ'য়ে প্রকাশিত,
ছটায় সমগ্র ভূমি করিল রঞ্জিত ;
বৃদ্ধ দূত সহ ভূপ, এ হেন সময়,
(রম্য স্রোতস্বতী-তীরে রাখি' রথদ্বয়,
ইলস্-মন্দির বেড়ি' বহে কলস্বনে,)
করায় বিশ্রাম অশ্ব অশ্বতরগণে।
অত্যল্প আলোকে দূত অগ্রে নিরখিয়া
নর-আগমন, কহে ভূপে সম্বোধিয়া ;—
হেরিতেছি শত্রু, নৃপ ! হও সাবধান ;
বিপদ অবজ্ঞা নাহি করে জ্ঞানবান ;
অতি ভীত আমি, বুঝি আসন্ন নিধন।
দাও সুমন্ত্রণা। নহে যুক্ত পলায়ন ?
অথবা দুর্ব্বল মোরা, কি পারি এক্ষণে,
যাচিব কি প্রাণভিক্ষা পড়িয়া চরণে ?
শুনি' হেন বাক্য বৃদ্ধ, বিশুষ্ক বদন,
রোমাঞ্চিত সর্ব্ব অঙ্গ, বাজিল দশন।
ভাঙ্গিল হৃদয় তাঁর, বর্ণ আসে যায় ;
আতঙ্কেতে সর্ব্ব অঙ্গ সঘনে কাঁপায় ;
অমর হার্মিস্ এবে হ'য়ে অগ্রসর,
কহিলেন মৃদুবাক্যে, ধরি' তাঁর কর ;—

কহ পিতঃ! যবে ধরাবাসী সমুদায়
সুপ্ত নিদ্রাগমে, কোথা যাইছ নিশায়?
অগণন বলী গ্রীক শত্রুর ভিতর,
কি হেতু বিচরে তব অশ্ব অশ্বতর?
দেখা'তে বিভব নিজ করেছ কি আশ,
তা সবে, যাদের হেতু বংশের বিনাশ?
বিপদ-উদ্ধারোপায় কিবা আছে হায়!
নহ যুবা, বৃদ্ধ দূত কেবল সহায়!
তথাপি আশঙ্কা নাহি কর অকারণ;
আমা হ'তে বিঘ্ন তব না হ'বে কখন;
রক্ষিব গ্রীকের মাঝে; ও দল মাঝার,
রাজে প্রতিমূর্ত্তি মম প্রতাপী পিতার।
তব মধুময় বাক্যে হইল প্রমাণ,
কৃপাপর তুমি! (কহে স্থবির-প্রধান।)
বিপদ-জড়িত আমি; কিন্তু দেবগণ,
কৃপা করি' বৎস! তোমা করিল প্রেরণ।
হউক মঙ্গল তব! মানব ভিতরে,
তব সম রূপ গুণ কেহ নাহি ধরে!
করিতেছে অকারণ প্রশংসা আমায়,
(উত্তরিল দেবদূত কোমল ভাষায়।)
কহে পিতঃ! ভীতিময় এ প্রান্তর দিয়া,
যাইছ কি অবশিষ্ট ধনরাশি নিয়া,
নির্ব্বিঘ্নে বান্ধবকারে করিতে স্থাপন;
প্রিয়জন্ম দেশ তাই করিলে বর্জ্জন?
কিংবা পলাইছ এবে? ট্রয়ের এবার
কি হইবে, তব শূর পুত্র নাহি আর?

কহিল চমকি' নৃপ, দেহ পরিচয়
কে তুমি, কোথায় বাস, কাহার তনয়,
জানিলে কেমনে, আমি বঞ্চিত হেক্টরে ?
নীরবে প্রায়াম্, এবে থার্মিস্ উত্তরে ;—
কেন কাঁদাইতে পুনঃ কর [illegible] আশ,
জিজ্ঞাসিছ মোরে তুমি দুঃখ ইতিহাস ?
স্বচক্ষে হেক্টরে হেরিয়াছি বহুবার,
গ্রীকরক্ত-সুরঞ্জিত, সমর মাঝার !
দেখিয়াছি, যবে বীর যোভ্‌দেব প্রায়,
সঞ্চালে দীপ্ত অনল, বিত্রাসি' সেনায় !
না দিনু সাহায্য তাঁয় ; একিলিস্ বীর
নিবারিল মোরে, ক্রোধ-কম্পিত-শরীর।
দর্পী মার্ম্মিডীয় বংশে জনম আমার,
এক পোতে আসি দোঁহে এ দেশ মাঝার।
পেলিক্‌টর্ পিতা মম, সর্ব্বত্র পূজিত,
তব সম বৃদ্ধ, রণক্ষেত্রে পরিচিত।
আমি, তাঁর সপ্ত দর্পী সুতের ভিতরে,
আইনু কুমার সহ যুঝিতে সমরে।
মম কার্য্য আজি, এই স্থানের রক্ষণ ;
প্রাতঃকালে ট্রয় আক্রমিবে গ্রীক্‌গণ।
সমর-উৎসুক তারা, নিদ্রা নাহি যায় ;
নারে নেতাগণ দমিবারে তা সবায়।
যদি তুমি হও পেলিডিস্-অনুচর,
(শোকসন্তাপিত ভূপ করেন উত্তর,)
কহ সত্য করি', অহো ! স্থাপিত কোথায়,
মম সুত-দেহ ? এবে কিবা দশা হায় ?

ছিঁড়িছে কি ক্ষেত্রে কায়া মাংসাশি-নিকরে,
অথবা অক্ষত আছে শিবির ভিতরে ?
ওহে দেবপ্রিয় ধীর ! (উত্তরে আবার.
নররূপী দেব, প্রিয় নর-দেবতার,)
শকুনি কুক্কুরে নাহি ছিঁড়ে সে শরীরে.
স্থাপিত অক্ষতভাবে এখনো শিবিরে ;
দ্বাদশ দিবস দেহ স্থাপিত তথায়,
বায়ু, কীট নাহি করে দূষিত তাহায়।
ঊষাকালে একিলিস্‌ সে কায়া টানিয়া,
ভ্রমে রোষে বান্ধবের মন্দির বেড়িয়া ;
তথাপি শরীর তাঁর না হয়েছে ক্ষত,
শায়িত নিহত বীর জীবিতের মত,
কে বলিবে গতপ্রাণ ! নাহি চিহ্নলেশ
কোন অঙ্গে, কোন স্থানে, অক্ষত বীরেশ,
যদিও আহত বহু। কোন কৃপাময়
অমর সে কায়া রক্ষা করেন নিশ্চয় ;
কিংবা সর্ব্ব দেবগণ, বার যাঁ সবায়
পূজে ভক্তিভাবে. এবে না ত্যজে তাঁহায়।
এত কহে দেবদূত প্রায়ামের প্রতি ;
আনন্দে বিহ্বল উত্তরিল নরপতি ;—
এ নশ্বর নরলোকে ধন্য সেই জন,
করে যেই দেবগণে ভক্তি প্রদর্শন ;
অলিম্পস্‌-শিরঃবাসী ত্রিদশ নিচয়ে,
না' ভুলে তনয় মম মদমত্ত হ'য়ে ;
কৃপাপর গুণগ্রাহী অমর নিকর,
নহেন বিমুখ মৃত সাধুর উপর।

কিন্তু হে যুবক! মম কৃতজ্ঞতা তরে,
এ সুরম্য পানপাত্র ধর নিজ করে;
নহেন বিমুখ যদি দেব দয়াময়,
ল'য়ে চল পেলিডিস্-শিবিরে আমায়।
কহে ছদ্মদেব,—ক্ষান্ত হও হে রাজন্!
না দেখাও লোভ, ভ্রমপূর্ণ যুবাজন;
কোন উপহার কভু পারি কি লইতে,
গুপ্ত ভাবে, প্রভু যাহা নারেন জানিতে?
প্রভুর এ প্রাপ্য দ্রব্য করিলে গ্রহণ,
হইব নিশ্চয় চৌর্য্য-পাপেতে মগন।
প্রভুভক্ত আমি, নাহি চাহি উপহার;
পরিণাম ভয়াবহ হইবে ইহার।
ল'য়ে যেতে পারি দূর আর্গস্-সীমায়,
সদা অনুবর্ত্তী থাকি' রক্ষিব তোমায়;
করিব সকল বিঘ্ন দূর নিরন্তর,
দুর্গম বিপিনে, কিংবা ভীম সিন্ধু'পর।
এত কহি' রথে দেব করি' উলম্ফন,
ঘূরাইল কশা, রশ্মি করিয়া ধারণ।
দেব উত্তেজনে পরিশ্রান্ত অশ্বচয়
ছুটে বেগে, নববল-পূরিত-হৃদয়।
উত্তরি' অরি-প্রাকারে নিরখিল সবে,
ব্যাপৃত রক্ষকগণ, অশন-উৎসবে।
দণ্ডের কুহক দেব করি' প্রকাশিত,
করিলেন রক্ষিগণে নিদ্রায় মোহিত।
উদ্ঘাটি' প্রবল দেব ভীমাকার দ্বার,
চলিলেন রথ সহ পরিখার পার।

একে একে অরিগৃহ উলজ্ঘি' অচিরে,
উত্তরিল সবে পেলিডিসের শিবিরে।
দেবদারু ছাদ, তাহা কৌশলে আবৃত
শরপত্রে, সিন্ধুতীর হ'তে সংগৃহীত ;
সুবেষ্টিত দীর্ঘ গৃহ মধ্যে শোভা পায়
(রচে সেনা) বীরবর বসেন তথায়।
প্রকাণ্ড অতীব গুরু অপরূপ দ্বার,
দীর্ঘ শালতরু এক অর্গল তাহার ;
বলী গ্রীক্‌দ্বয় তাহা না পারে নাড়িতে,
এক মাত্র একিলিস্ পারেন তুলিতে।
হার্মিস্ (দেবের বল !) খুলে সে তোরণ ;
রথ হ'তে দেবদূত নামি' সেই ক্ষণ,
কহেন প্রকাশি' মূর্ত্তি, শুন নৃপবর !
পথ প্রদর্শন তব করিল অমর ;
আপনি হার্মিস্ আমি, থাকি সুরসহ,
শিল্পবিদ্যা দিই নরে, যোভ্-বার্ত্তাবহ।
চলিলাম ভূপ ! তবে স্বরগে ত্বরায়,
পাছে একিলিস্ মম দরশন পায়,
সর্ব্ব মানবের ভাগ্যে না ঘটে কখন,
দুর্লভ প্রদীপ্ত-বপু দেব-দরশন।
প্রবেশহ নির্ভয়ে, অনুনয় কর তায় ;
[illegible]হি শপথ তার উল্লেখি' পিতায়,
[illegible]তা পুত্রে ! কর হেন যাহাতে সে বীর,
অর্পে আর্দ্রচিতে তব সুতের শরীর।
এতেক কহিয়া ভূপে দয়ার্দ্র অমর,
মুহূর্ত্তে লুকা[illegible] নীল অম্বর ভিতর।

আশ্বাসিত হ'য়ে রাজা তথায় উতরে;
রহে মাত্র বৃদ্ধ দূত রথের উপরে।
বহু গৃহ মাঝে নৃপ ভ্রমি' ধীরে ধীরে,
হেরিলেন একিলিসে মধ্যের শিবিরে,
আসীন তথায় বীর, সহ বন্ধুদ্বয়,
বীর আল্‌সিমস্‌, অটোমিডন দুর্জ্জয়;
সেবিছে তাঁহায় মাত্র এই দুই জন;
দূরেতে দণ্ডায়মান পরিচরগণ।

অলক্ষিতে ভাবে ভূপ প্রবেশি' তথায়,
পড়িলেন একিলিস্‌ বীরেশের পায়;
হইল সহসা দৃশ্য অতি চমৎকার;
ধরিয়া চরণদ্বয় শ্রাবে অশ্রুধার;
সে কর সঘনে ভূপ করেন চুম্বন,
হরিয়াছে যাহা প্রাণপুত্রের জীবন!

যথা যবে হত্যাকারী (সশঙ্কিত-চিত,
ত্যজে নিজ জন্মদেশ হইয়া তাড়িত,)
যায় দূরে, তবু ভীত চমকিত অতি!
মুগ্ধ সবে; একিলিস্‌ নিরখে তেমতি;
সেইরূপ রহে স্তব্ধ যত জনগণে;
মৌনী সবে, তবু যেন জিজ্ঞাসে নয়নে;
হেরে পরস্পর, কেহ নারে প্রকাশিতে;
স্থবির ভূপতি এবে লাগিল কহিতে;—

স্মরি' ওহে দেবপ্রিয় প্রবীর দুর্জ্জয়!
বৃদ্ধ জনকেরে, মোরে হও হে সদয়।
আমাতে নেহার তব পিতার আকৃতি,

শুষ্ক অবয়ব তাঁর কর দরশন।
সর্ব্বে মম তুল্য, নহে দুর্ভাগ্য এমন !
হয়তো এক্ষণে কোন বিপদ দুর্ব্বার,
(কিনা নর ভাগ্যে !) শান্তি ভাঙ্গিয়াছে তার;
ভেবে দেখ, যেন তব জনক স্থবির,
পলাইছে শত্রুভয়ে স্রাবি' অশ্রুনীর !
তথাপি হে বীর ! আছে শান্তনা তাঁহার ;
শুনেন শ্রবণে তিনি জীবিত কুমার ;
পুনর্ব্বার শান্তি তাঁর নহে অসম্ভব,
পার গিয়া করিবারে শত্রু-পরাভব।
না আছে ভরসা আশা মম এ হৃদয়ে,
বধিয়াছ মম পুত্রশ্রেষ্ঠ সে তনয়ে !
আহা ! যবে গ্রীক্ নাহি আসে ইলিয়নে,
বিহরিত গুণবতী সুন্দরীর সনে,
উনিশ সোদর---হত, হত সমুদয় !
প্রায়ামের অঙ্গে কত রক্তধারা বয় !
তথাপি আছিল এক, শোক-বিনাশক,
পিতার ভরসা, জন্মদেশের রক্ষক।
বধিয়াছ তুমি তায় ! তব তরবারে,
নিহত সে বীরশ্রেষ্ঠ স্বদেশ-উদ্ধারে !
তারি হেতু আসিয়াছি শত্রুমধ্য দিয়া,
তারি তরে আছি তব চরণে পড়িয়া !
তব ক্রোধতুল্য দ্রব্য এনেছি হেথায়,
শুন অভাগার বাক্য, মান দেবতায় !
চিন্ত তব পিতৃদেবে, বৃদ্ধ অসহায়,
মম আকৃতিতে, বীর ! দেখহ তাঁহায় ;

নহে বটে হতভাগ্য; মোতে সপ্রমাণ,
বিপদেরও বশ মহারাজা বলবান!
পড়িয়া চরণে, আমি করি আলিঙ্গন
সে জনে, যা'হতে মম বংশের নিধন;
পুত্র-নিহন্তার এবে করি অনুনয়,
চুম্বি সেই হস্ত, তা'সবার রক্তময়!

এ হেন বচন বীর' করি' আকর্ণন,
স্মরি' বৃদ্ধ পিতৃদেবে, সজল-নয়ন।
ব্যথিত অন্তরে পরে স্বকরে প্রবীব,
ফিরাইল ভূপতিত ভূপতির শিরঃ।
দোঁহার অন্তরে এবে শোকের উদয়;
যুগপৎ অশ্রুধারা শ্রাবেন উভয়;
নতশিরা বীরবর, ভূপ ভূমি' পরে,
পিতৃহেতু কাঁদে এক, অন্য পুত্র তরে;
ভিন্ন ভাব একিলিস্-হৃদয়ে খেলায়,
কভু স্মরে জনকেরে, কভু বা সখায়।
হেরি' হেন শোক-দৃশ্য ক্ষুব্ধ যোধগণ;
নীরবে সকলে অশ্রু করে বরিষণ;
বীর বটে, কিন্তু এবে বিগলিত মন!

বিফল রোদন এবে করি' সংবরণ,
উঠিলেন একিলিস্ ত্যজি' সিংহাসন।
হস্তে ধরি' বীরবর বৃদ্ধে উঠাইয়া,
পলিত বদন এক দৃষ্টে নিরখিয়া,
পুনঃ সন্তাপিত; পরে শান্ত্বনিতে তাঁয়,
কহিলেন ধীরে ধীরে কোমল ভাষায়;—

কি ভীম [illegible] হায় !
ওহে হতভাগ্য নৃপ ! একা, অসহায়,
শত্রুমধ্য দিয়া এলে সে জন-সকাশ,
যার কোপানলে তব বংশের বিনাশ !
নিশ্চয় বিধি ও হৃদি গঠিল পাষাণে,
না হইতে চূর্ণীভূত ভীম শোকবাণে।
উঠ এবে ; এস সুস্থ করি এ অন্তর ;
বৃথা ক্ষোভ ; দুখভোগ-হেতু জন্মে নর।
এ হেন নিয়ম আহা ! করে দেবগণ ;
তাঁদেরি কেবল মাত্র সুখের জীবন।
যোভ্-সিংহাসন পাশে দ্বিকুম্ভ স্থাপিত,
সুখপূর্ণ এক, অন্য দুখঃ-প্রপূরিত ;
নর-পানপাত্র দেব তাহাতে ভরিয়া,
কারো সুখ, কারো দুখ অর্পেন বাঁটিয়া ;
মিশ্রিত বহুর ভাগ্যে। 'অদৃষ্টে যাহার
দুখপাত্র, সুনিশ্চয় মন্দভাগ্য তার।
শান্তিহীন সেই নর,সদা অনাহারে ,
দেবনর-পরিত্যক্ত, ভ্রময়ে সংসারে।
সুখী জন সুখ নাহি ভুঞ্জে অনুদিন,
এক কালে অবশ্যই কষ্টের অধিন।
পিলুসের সম কা'র ধন পরাক্রম ?
কি শুভ নক্ষত্রে তাঁর হইল জনম।
লভেছেন রাজ্যপাট, বনিতা অমরী ;
দেবতার অনুগ্রহ ঝরে তাঁর 'পরি ;
এক দুখ তবু তাঁর এ বৃদ্ধ দশায়,
রাজ্য-অধিকারী আর কেহ নাহি হায় !

এক পুত্র, সেও (হায় !) এ দেশ মাঝার,
হইবে অকালে হত, বিধানে ধাতার ;
সেই জনে দেখ ভূপ ! কাঁদা'য়ে পিতায়,
উপনীত ট্রয়ে, দুখে ভাসা'তে তোমায়।
এক কালে সুখ তব ছিল হে স্থবির !
ধনে পুত্রে ছিলে তুমি শ্রেষ্ঠ ধরণীর ;
বিস্তৃত ফ্রিজিয়া রাজ্য তব অধিকার ;
সমগ্র লেস্‌বস্ দ্বীপে প্রভুত্ব তোমার,
তবাধীন হেলেস্পণ্ট্ সমুদ্র অপার।
কিন্তু যেই দিন দেব বিমুখ হইয়া,
দিল তব পাত্র দুঃখ-কুম্ভে ডুবাইয়া,
কি ঘটিল ? বহু বীর হইল সংহার ;
রণ, রক্তস্রোত তব বেড়িল প্রাকার !
হ'বে যাহ'বার ; ভুঞ্জ ভাগ্যের লিখন,
মৃত হেতু বৃথা শোক কর অকারণ ;
কালপুরী হ'তে তায় নার ফিরাইতে,
আরো কত দুঃখ হায় ! হইবে সহিতে !

কহে ভূপ তাঁয়, ওহে দেবপ্রিয় বীর !
গ্রাসুক ধরণী মোরে ! হেক্টর-শরীর,
অনাবৃত সিন্ধুতীরে রয়েছে শায়িত,
অতি ঘৃণ্য ভাবে, আহা ! অন্ত্যেষ্টি-রহিত !
অর্পহ হেক্টরে, হায় ! নয়নে পিতার
রাখ সেই কায়া ; অন্য নাহি চাহি আর !
ভুঞ্জ বীরবর ! মম এ অসীম ধন ;
ফের দেশে, ট্রয়ে ক্রোধ করিয়া বর্জ্জন ;

তব তিলমাত্র দয়া পাইলে প্রবীর !
পুনঃ জীবে এ অভাগা দুর্ব্বল স্থবির '

না কহ অধিক, (পুনঃ একিলিস্ কয়,
রোষচিহ্ন দুই নেত্রে হইল উদয় ;)
না চেষ্ট অশ্রুতে মম চিত্ত ভিজাইতে,
নিজে করিয়াছি মনঃ হেক্টরে অর্পিতে ;
জেন, বৃদ্ধ ! যোভ্-বার্ত্তা আনিল জননী,
(রজত-বরণা দেবী, জলধি-নন্দিনী,) ;
হেথা আসিয়াছ তুমি দেবতা-কৃপায় ;
দিয়াছেন দেব কোন সাহস তোমায় ;
মনুষ্যের সাধ্য নহে খুলা এ তোরণ ;
অসম সাহসী গ্রীক্ না পারে কখন
আসিতে হেথায়, রক্ষী করিয়া বঞ্চন !
থাম, পাছে লঙ্ঘি' ভূপ ! যোভের আদেশ,
দেখাই তোমায়, আসিয়াছ শত্রু-দেশ ;
ত্যজ বাক্য-চতুরতা, চরণ ধরায়,
না কাঁপাও আর মম দৃঢ় অভিপ্রায় ।

মানিল বচন বৃদ্ধ প্রকম্পিত কায় ।
বাহিরিল একিলিস্ কেশরীর প্রায় ;
চলিল অটোমিডন্, আল্‌সিমস্ আর,
(সখামৃত্যু-পরে দোঁহে সহচর তাঁর) ;
চলে দোঁহে মোচিবারে অশ্ব অশ্বতরে,
আনিতে সে বৃদ্ধ দূতে শিবির ভিতরে ;
অতঃপর রথ হ'তে তুলেন উভয়,
নানা মনোহর দ্রব্য (হেক্টর-নিষ্ক্রয়) ।

দুই পরিচ্ছদ, এক গালিচা চিকণ,
শব আবরিতে তারা করিল বর্জ্জন।
কিঙ্করী নিকরে পরে আহ্বানে ত্বরিত,
ধৌত করি' শব, তৈলে করিতে চর্চ্চিত,
প্রায়ামের অসাক্ষাতে ; পাছে সে স্থবির,
হৃদিভেদী পুত্র-শোকে হইয়া অধীর,
পড়ে পেলিডিস্-কোপে ; স্থবিরত্ব হায় !
কিংবা যোভাদেশ, নারে নিবারিতে তায়।
রম্য পরিচ্ছদ শবে পরাইল পরে।
একিলিস্ রাখে কায়া খট্টিকা উপরে।
পরে রথে তুলে দেহ সকলে মিলিয়া,
ক্ষোভে কহে বীর পেট্রোক্লসে উদ্দেশিয়া,

যদি সে আলোকহীন আঁধার ভবনে,
নরকাযো প্রেতগণ ক্ষুন্ন হয় মনে,
ক্ষম সখে ! মোরে ; আজি করিনু পূরণ,
(অর্পিয়া হেক্টরে,) দেবপতির মনন।
অর্পিল জনক মোরে যত উপহার,
সাজাইব তাহা দিয়া মন্দির তোমার।

এত কহি' সিংহাসনে বসে গিয়া বীর ;
অবস্থিত সম্মুখেতে প্রায়াম্ স্থবির ;
সম্বোধি' দেবাভ শূর কহিল তাঁহায় ;—
ত্যজিনু তনয়ে হের, তব প্রার্থনায় ;
রম্য খট্টিকায় শব শায়িত এক্ষণে ;
সুন্দর প্রভাত হ'লে প্রকাশ গগনে,
পারিবে হেরিতে তুমি আপন নয়নে।

কিন্তু এ সুখসময়ে, পবিত্র নিশার,
আবশ্যক, ওহে ভূপ ! বিশ্রাম আহার ;
শোকাধীন হ'য়ে পিতঃ ! কভু যুক্ত নয়,
সেই দ্রব্যে অবহেলা, যাহে প্রাণ রয় ।
ছিল পুরাকালে ভূপ ! নিয়োবী মোহিনী,
তব সম দুখী, বহু পুত্র-প্রসবিনী ;
ছয় যুবা পুত্র, ছয় তনয়া যুবতি
প্রবেশিল এক দিনে শমন-বসতি ;
মরিল তনয়গণ এপলোর শরে,
ডায়ানার বিষবাণে কন্যাকুল মরে ।
লাটনার সমতুল্যা হ'তে ধনী চায়,
সেই দেবী-কোপানলে এ দুর্গতি তায় !
দেবীর যুগল সুত, দ্বাদশ রাজ্ঞীর ;
দুই জনে ছেদিল সে দ্বাদশের শিরঃ ।
ধূলি-ধূসরিত কায়া ক্ষেত্রে নয় দিন,
আছিল পতিত আহা ! অন্ত্যেষ্টি-বিহীন ।
কেহ নাহি তা সবার ফেলে অশ্রুজল,
(প্রস্তর, যোভের কোপে বংশের সকল)
অতঃপর দেবগণ দয়ার্দ্র হইয়া,
সম্মানিল তা সবায় মাটিতে প্রোথিয়া ।
রাজ্ঞী ও পাষাণময়ী (যোভের ইচ্ছায়,)
আঁখি-স্রোতে এখনও উষর ভাসায় ;
একিলুস্ তটিনীর সলিলে যথায়,
চারু জল-দেবীদল নাচিয়া বেড়ায়,
সেই স্থানে সিপিলস্ শিখরি-শিখরে,
এখনো সে নারীমূর্ত্তি অবস্থান করে,

সদা দু'নয়ন হ'তে অশ্রু-স্রোত ঝরে।
হেন দুখ, ওহে ভূপ! অন্য জনে সয়;
স্মরি' তাহাদের সুস্থ করহ হৃদয়।
লভিয়াছে দেবকৃপা হেক্টর তোমার,
নহে উপেক্ষিত কভু অন্ত্যেষ্টি তাহার;
এখনি সলিলে তব ভাসিবে নয়ন,
ক্ষোভে ইলিয়মবাসী করিবে রোদন।

এত কহি' উঠি' বীর বাছিয়া লইল
শুভ্র মেষ; ভৃত্যগণ তখনি ছেদিল।
দেহ হ'তে চর্ম্ম তারা বিভিন্ন করিয়া,
যতনে প্রস্তুত করে খণ্ডে বিভাগিয়া;
প্রতি খণ্ড রাখি' তীব্র অনল উপর,
হস্ত দিয়া পুনঃ তাহা তুলিছে সত্বর।
অন্নেতে ভরিয়া পাত্র বৃহত উজ্জ্বল,
আনিল সে গৃহে অটোমিডন্ সবল।
আপনি, স্বকরে বীর করেন বণ্টন:
সর্ব্বজন করে সুখে মিষ্টান্ন ভোজন।
হইল সবার যবে সমাপ্ত আহার,
বিস্ময়ে ভূপেরে বীর হেরে এই বার;
সম কৌতূহলে শূরে নিরখে ভূপতি,
দেবসম কলেবর, গম্ভীরা মূরতি।
হেথা যৌবনের দর্প, প্রতাপ-মিশ্রিত,
হোথা পূত স্থবিরত্ব, নম্রতা-পূরিত;
বহুক্ষণ দেখে দোঁহে, অবাক উভয়,
(চমৎকার দৃশ্য!) পরে বৃদ্ধ ভূপ কয়;—

আদেশ হে যোদ্ধ-প্রিয় প্রবীর দুর্জ্জয়
আস্বাদিতে, সুখনিদ্রা এ হেন সময়;
যেই দিন হ'তে মম পুত্র মহাবল
গণ্য প্রেতমাঝে, মম শয্যা ধরাতল;
সুখনিদ্রা নাহি চাহে এ সিক্ত নয়ন,
দুখ দীর্ঘশ্বাস মম কেবল অশন;
হ'য়ে আশ্বাসিত আজি তব সান্ত্বনায়,
করিনু আহার, চাহি থাকিতে ধরায়।
আদেশিল এবে একিলিস্ বীরবর,
কোমল চিকণ শয্যা রচিতে সত্বর।
তখনি এ বাক্যে যত কিঙ্করে মিলিয়া,
বিছাইল আস্তরণ, খট্টিকা পাতিয়া।
কহে বীর এবে, পিতঃ! ঘুমাও এক্ষণে,
কিন্তু নহ নিরাপদ, গণি শঙ্কা মনে;
পাছে কোন আরগিভ্ (জাগে এ নিশিতে,
পরামর্শহেতু, কিংবা মম আজ্ঞা নিতে,)
সহসা পশি' এ মুক্ত শিবিরেতে হায়!
বিলোকন করি' তোমা বিপদ ঘটায়।
শুনি' তব আগমন নরেশ নিশ্চয়,
করিবেন বন্দি তোমা, লইতে নিষ্ক্রয়।
যদি কোন অভিপ্রায় থাকে তব চিতে,
কহ ত্বরা ভূপ! হেক্টরের অন্ত্যেষ্টিতে,
কত দিন আবশ্যক? তাবৎ কখন,
না ধরিব অস্ত্র, ক্ষান্ত র'বে সেনাগণ।
যদি চাহ বীর! (বৃদ্ধ করিল উত্তর,)
নিহতের দেহোদ্ধার, হ'য়ে কৃপাপর,

যাচি মাত্র এক ভিক্ষা; এক তব ডরে,
কম্পান্বিত যোধকুল পশেছে নগরে;
দূর ইডা-সমীপস্থ বিস্তৃত কানন
অগ্নিদগ্ধ, তব দর্প করিছে ঘোষণ!
আক্ষেপিতে নয় দিন প্রার্থনা আমার,
দশম দিবসে কার্য্য অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার,
পর দিনে কীর্ত্তিস্তম্ভ করিব রচন,
দ্বাদশে সমর, যদি ঈশের মনন।
    তব বাঞ্ছা (কহে শূর,) হইবে পূরণ;
তাবৎ ধ্বংশিতে ট্রয় না করিব রণ;
    বৃদ্ধের দূরিতে ভয়, পরে নিজ করে
স্পর্শি' তাঁর কর, চলে আপনার ঘরে।
সে গৃহে ব্রিসিস্ ধনী নবীন যৌবনী,
সোৎসুকে বীরের তরে জাগে সুবদনী।
বৃদ্ধ দূত সহ ভূপ বাহিরে ঘুমায়,
নয়নে শোকের স্বপ্ন নাচিযা বেড়ায়।
    দেবনর নিদ্রাসুখ ভুঞ্জিছে সকল,
দয়াল হার্মিস্ দেব জাগ্রত কেবল,
ভূপতি-প্রত্যাগমন চিন্তা করি' মনে,
আনিতে তাঁহায় প্রবঞ্চিয়া রক্ষিগণে।
সুপ্ত ভূপ-পাশে দেব নামে দ্রুতগতি:
ঘুমাইছ সুখে পিতঃ! (উত্তরে মুরতি);
উদ্ধারি' হত হেক্টরে ঘুমাও কেমনে,
নাহি ডর গ্রীক্‌রাজে, শত্রু গ্রীকগণে?
আটরাইডিস্ যদি নিরখে তোমায়,
যাচিবে তনয়গণ মোচিতে পিতায়;

অর্পিবে তোমার যত অবশিষ্ট ধন,
তব পরিত্রাণ-হেতু, কিন্তু অকারণ!

চমকি' এ হেন বাক্যে উঠি' বৃদ্ধবর
জাগাইল দূতে ; দেব হন অগ্রসর।
অশ্বতরগণে রথে স্বকরে যোজিয়া,
নীরবে চালান দেব শত্রুমধ্য দিয়া।
জান্থসের তীরে যবে উত্তরিল সবে,
(জান্থস্ যোভের পুত্র বিরাজিত ভবে)
মায়াবী অমর এবে অদৃশ্য হইয়া,
চলিলেন অলিম্পসে, অম্বর ভেদিয়া।

প্রকাশি' আকাশে এবে ঊষা সুহাসিনী,
প্রভায় প্রফুল্ল করে সমগ্র মেদিনী।
ল'য়ে হতসুতে ধীরে বিষাদিত মনে,
বৃদ্ধ দূতসহ ভূপ চলে নিকেতনে।
প্রাকারস্থ উচ্চ এক গুম্বজ হইতে,
ক্যাসাণ্ড্রা সে শোক-দৃশ্য পাইল দেখিতে।
ক্রমে তাঁরা নিকটেতে হ'লে অগ্রসর,
(শায়িত হত সোদর খট্টিকা উপর,)
ঝরিল অজস্র অশ্রু চারু আঁখি দিয়া,
পৌরগণে কহে ধন ক্ষোভে উচ্ছ্বাসিয়া ;—

রে ট্রয়নিবাসী যত নরনারীগণ।
আগমন করি' হেথা কর বিলোকন।
পূর্ব্বে কত বার সবে পুলকিতচিতে,
গিয়াছ সমর-জয়ী বীরে সম্ভাষিতে ;
[illegible] সেই স্থানে হেরি' কাঁদহ এবার।

হইয়া চকিত-চিত, শ্রাবি' অশ্রুজল,
আইল আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকল।
বিষম বিষাদ-চিহ্ন সবার বদনে;
ফাটিল সমগ্র ট্রয় উচ্ছ্বাস-রোদনে।
স্কিয়ার তোরণে তারা রথ নিরখিয়া,
ধরি' রথচক্র কাঁদে চৌদিক বেড়িয়া।
বনিতা জননী শোকে হ'য়ে ক্ষিপ্তপ্রায়,
চুম্বে ঘন শবমুখ, ধরাতে লুটায়।
তোরণে এ রূপে তারা করিত রোদন,
দিবাকর অস্তমিত নহে যতক্ষণ;
প্রায়াম্ ত্যজিয়া রথ ধরাতে উতরে;
ক্ষান্ত হও, (কহে ভূপ,) ক্ষণেকের তরে;
প্রাসাদে প্রথমে রথ হ'ক উপনীত,
করিও বিলাপ পরে, যেমন উচিত।
এ হেন বচনে সবে দু'পাশে দাঁড়ায়;
নগরে সে দুখ রথ ধীরে ধীরে যায়।
চলে সন্তাপিত দল প্রাসাদের দ্বার;
নামাইল হত বীরে করি' হাহাকার।
বিষাদে স্তাবকগণ চৌদিক বেড়িয়া,
শোকের সঙ্গীত করে, ঘন উচ্ছ্বাসিয়া;
গাইছে পর্য্যায়ে তারা; নয়নের নীর
ঝরিছে পর্য্যায়ে, আর্দ্র করিয়া সমীর।
কৃত্রিম এ রোদনের বিরাম-সময়,
স্বাভাবিক শোকোচ্ছ্বাস প্রবাহিত হয়।
প্রথমে বনিতা সতী সজল নয়নে,
বাঁধি' পতি-গ্রীবা, চারু ভুজের বন্ধনে,

কহিল কাতরে কাঁদি' ;—হায়! প্রাণেশ্বর!
চলিলে আঁধারি' মম হৃদয়-কন্দর!
কালপুরে চিরতরে করিলে পয়াণ।
অভাগিনী অনাথিনী কণ্ঠাগত প্রাণ!
একমাত্র শিশু সুত, পূর্ব্বে হেরি' যায়,
ভাবিতাম সুখ, এবে বিষাদ তাহায়।
আর না জীবিত র'বে ও প্রিয় নন্দন,
তুষিতে বীরপণায় মম এ নয়ন;
রক্ষক-বিহীন এই সুবিস্তৃত ট্রয়,
অচিরে সমূলে ধ্বংস হ'বে সুনিশ্চয়।
কে রক্ষিবে অসহায়া অবলা নিকরে?
কে বাঁচা'বে নরগণে ভীষণ সমরে?
শিশুগণে, শত্রুপোত লৈ'যাবে ত্বরায়,
(প্রসূতী নিকর সহ,) বিদেশ-সীমায়!
তুমিও, হে পুত্র মম! হইবে কিঙ্কর
নিদয় শত্রুর, মম নয়ন-গোচর।
নিঠুর প্রভুর হায়! হ'বে ক্রীতদাস,
করিবে ঘৃণিত কর্ম্ম, ফেলি' দীর্ঘশ্বাস!
কিংবা কোন গ্রীক্, যার পিতা বা সোদর,
কিংবা সুতে বিনাশিল বিজয়ী হেক্টর,
লইবারে প্রতিহিংসা, প্রাকার হইতে
করিবে নিক্ষেপ তোমা, ক্রোধে ধরণীতে।
তব পিতৃদর্পে না জীবিল কোন জন,
সে হেতু এ অশ্রুজল, এ দৃশ্য ভীষণ!
কত যে সহিবে কষ্ট জনক জননী,

কেন কান্ত! নাহি লও অন্তিম বিদায়?
কেন না সম্ভাষ আর দুখিনী প্রিয়ায়?
কোন বাক্য প্রাণেশ্বর! বলহ এক্ষণে,
রাখিব হৃদয়ে সদা, কাঁদিব স্মরণে;
কখনো নারিব আমি পাশরিতে তায়,
উচ্চারিব পুনঃ পুনঃ, হৃদে রাখি' হায়!
এরূপে কাঁদেন সতী। সহচরীগণ,
তুলি' দীর্ঘশ্বাস ঝড়, বরিষে নয়ন।
কাতরে কহিল মাতা স্রাবি' অশ্রুধার,
হে মম নন্দন-শ্রেষ্ঠ! জীবন আমার!
তুমি দেবতার প্রিয় এ বংশ ভিতর,
মরণে না ত্যজে তেঁই অমর নিকর।
মম অন্য সুতগণে বাঁধিয়া যখন,
বিদেশে বেচিল একিলিস্ দৃঢ়মন,
নহ বন্ধনের বশ; যুঝিয়া সমরে,
বীরদর্পে প্রবেশিলে কালের নগরে।
সত্য বটে ক্রূর অরি আক্রোশে মাতিয়া,
টানিল তোমায় সখা-মন্দির বেড়িয়া,
(সমাধি-মন্দির তার, বধিয়াছ যায়);
বৃথা অপমান, নাহি কলঙ্ক ইহায়!
এখনো জীবিত সম তব কলেবর,
নাহি ক্ষতচিহ্ন-লেশ চারু অঙ্গ' পর,
মোহন, সুন্দর! যেন ফিবসের শর,
ধীরে ধীরে প্রেরে তোমা শমন-নগর!
এত কহি' রাজ্ঞী স্রাবে নয়ন-আসার।
মোহিনী হেলেনা ধনী আইল এবার,

প্রথমে আয়ত নেত্রে ঝরে দর দরে
মুক্তা-অশ্রুবিন্দু, পরে কহিল কাতরে ;—

হে প্রিয় বান্ধব ! তোমা দিল দেবগণ,
বীরোচিত বীর্য্যসহ, সুকোমল মন ;
বিংশ বর্ষ (পাপ কাল !) প্যারিস্ আমায়,
আনিয়াছে এ সমৃদ্ধ ট্রয়ের সীমায়।
(বাঁচিতাম, যদি মম যাইত পরাণ,
ভুলেছি যেদিন হেরি' সে চারু বয়ান।)
তথাপি হে বীর ! তব বদনে কখন,
না শুনেছি তিরস্কার, অপ্রিয় বচন।
ভৎর্সনা যদ্যপি কেহ করিত আমায়,
দিতে ভ্রাতঃ ! তুমি মোরে শান্ত্বনা তাহায়।
যদি তব কোন ভ্রাতা, পরুষ বচনে,
অথবা ভগিনী, ব্যথা দিত মম মনে,
যুড়া'তাম, তব স্নিগ্ধ বচন-শ্রবণে।
কাঁদি তব তরে ; এই আক্ষেপ আমার,
আমা হ'তে এ ভীষণ দুর্গতি তোমার।
করিলাম যে অনিষ্ট, কাঁদিব সতত ;
হেলেনার নাহি বন্ধু, তুমি স্বর্গগত।
হ'য়ে পরিত্যক্তা পথে করিব ভ্রমণ।
ট্রয়েতে ঘৃণার পাত্রী, স্বদেশে তেমন।

এতেক কহিল ধনী শ্রাবি'-অশ্রুনীর।
রূপসীর দুখে সবে হইল অধীর।
চৌদিকে শোক-তরঙ্গ উথলে আবার ;

অন্ত্যেষ্টির, পৌরগণ! কর আয়োজন;
কাট বনকাষ্ঠ, চিতা-নির্ম্মাণ-কারণ।
দ্বাদশ দিবস নাহি অরাতির ভয়,
করেছে স্বীকার একিলিস্ নিরদয়।

অসংখ্য ট্রোজান-দল হেন বাক্যে তাঁর,
বাহিরিল স্রোত সম, খুলি' চারি দ্বার;
ইডার কাননে কাষ্ঠ প্রচুর কাটিয়া,
আনিল নগরে, বহু শকট ভরিয়া।
নয় দিন অন্ত্যেষ্টির হয় আয়োজন,
সমুন্নত চিতা এক করিল রচন।
দশম দিবসে সবে কাতর অন্তরে,
ল'য়ে গিয়া দাহস্থানে, হত বীরবরে,
স্থাপিল চিতায়। নিরখিয়া সর্ব্বজন,
আবৃত আকাশ ধূমে, বরিষে নয়ন।
সুহাসিনী ঊষা দেবী প্রাভাত-নন্দিনী
আইলে রূপ-প্রভায় সাজা'তে মেদিনী,
সন্তাপিত দল পুনঃ যাইয়া তথায়,
নিভাইল শেষ অগ্নি পূত মদিরায়।
সংগ্রহ করিয়া অস্থি, ভ্রাতা বন্ধুগণ,
(সিক্ত নেত্রে,) স্বর্ণপাত্রে করিল স্থাপন;
সে কনক পাত্র তারা যতনে ত্বরিত,
আবরে কোমল বস্ত্রে সুবর্ণ-খচিত।
পূত মৃত্তিকায় পাত্র ঢাকি' অতঃপর,
রচিল উপরে তার মন্দির সুন্দর।
(বলবান রক্ষিদল রক্ষে সেই স্থান,
যাবৎ প্রকাশ নাহি পায় ভানুমান।)

নীরবে মলিন মুখে যত পৌরগণ,
প্রায়ামের নিকেতনে ফিরিল তখন।
হ'য়ে সমবেত তথা, দূরি' শ্রমভার,
করে সন্তাপিত চিতে অন্ত্যেষ্টি-আহার।
হেন মান্য ইলিয়ম দিল বীরে হায়!
শূর হেক্টরের ভস্ম শান্তিতে ঘুমায়।

চতুর্বিংশ কাণ্ড সমাপ্ত।

ইলিয়ড্ সম্পূর্ণ।

উপসংহার।

পৌত্তলিক হোমরের যে গ্রন্থ দেবতা-বিদ্বেষী সমগ্র য়ুরোপবাসীর আদরের
, আমি তাহা মাতৃভাষায় অনুবাদিত করিয়া বঙ্গ-সন্তানগণের সম্মুখে অর্পণ
রিলাম। সকলেই দেখিতে পাইবেন, পুরাতন গ্রীক্‌গণ আমাদেরই ন্যায়
প্রাণ হিন্দু ছিলেন। হিন্দু-দেবতার সহিত গ্রীক্ দেবদেবীর বড় একটা
ঐক্য পরিলক্ষিত হয় না; তবে দেশভেদে ও সামাজিক নিয়মের বিভিন্ন-
য়, কোন কোন স্থলে সামান্য মাত্র ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়; বঙ্গ
দেশেরও ভিন্ন ভিন্ন সমাজে এরূপ ঘটনা বিরল নহে। পুরাণবিদগণ ইলিয়ড্
াঠ করিয়া স্বধর্ম্ম-সাদৃশ্যে চমৎকৃত হইবেন,—অলিম্পসে সুমেরু দেখিবেন।
বধর্ম্মিগণ কর্ত্তৃক ইলিয়ড্ ভাষান্তরিত হয়; অতএব পৌরাণিক অভিপ্রায়,
র্থ ও ভাব সম্যক রক্ষিত হইয়াছে এরূপ আশা করা যায় না। এক ভাষার
ৎকৃষ্ট কাব্য অন্য ভাষায় জঘন্য পুস্তকে পরিগণিত হইয়া থাকে; মহাকবি
ভারতচন্দ্রের অপূর্ব্ব বিদ্যাসুন্দর অপর ভাষায় অনুবাদিত হইলে, কে অবজ্ঞা না
করিবে?

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষই আমাদিগের কর্ম্মক্ষেত্র। মহাত্মাগণ এই ভারতেই
জন্মগ্রহণ করিয়া গুণালোকে মেদিনীমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া গিয়াছেন। আমরা
তাহাদের সন্তান; তাঁহাদের দ্বারাই শাসিত, শিক্ষিত ও গঠিত; সুতরাং ধর্ম্ম-
ময় হিন্দুধর্ম্ম এ দুর্দ্দিনেও কথঞ্চিৎ বজায় রাখিতে পারিয়াছি। গ্রীক্‌গণ তাহা
পারেন নাই। তাঁহাদের শিথিল ধর্ম্মভিত্তি সমাজ-বিপ্লবে ভাসিয়া গিয়াছে।
আধুনিক গ্রীক্‌গণ গ্রীক্ পুরাণের পক্ষপাতী নহেন; ইলিয়ড্ তাঁহাদের নিকট
সুষমা গল্পমাত্র; তাহারা এখন বিধর্ম্মী ও দেববিদ্বেষী। ভারতের হিন্দু ইলি-
য়ডের মর্ম্ম বুঝিবেন, দেবতার নামে ভক্তিভরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন। কুল-
বধূগণ হেক্টর-পত্নীর প্রাণে প্রাণ মিলাইয়া, সেই সুশীলা সরলাকে ভগ্নীভাবে
আলিঙ্গন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কেহ কেহ রামায়ণের সহিত ইলিয়ডের তুলনা দিয়া থাকেন; বাস্তবিক
রমণী-হরণ উপলক্ষেই ট্রয়যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু আমার মতে, রামায়ণ ও